শ্রীমহাভাগবতম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসবিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদ সহিতম্।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-
সম্পাদিতম্।

কলিকাতা,
৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন"-যন্ত্রে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

মহাভাগবত উপপুরাণ। মহর্ষি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাদশ মহাপুরাণের ন্যায় জগতের হিতার্থে অষ্টাদশ উপপুরাণও রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে মহাভাগবত অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপপুরাণ। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবতীগীতা এই মহাভাগবতের অন্তর্গত। বহু বিচিত্র উপাখ্যান ইতিহাস এবং ধর্ম্মোপদেশ এই মহাভাগবতরত্নাকরে অমূল্য রত্ন। দীন বঙ্গবাসী এই রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাজরাজেশ্বরের দুর্লভ অতুলশ্রীসম্পন্ন হউন, এই উদ্দেশে এই উপপুরাণ অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইল। শ্রীমদ্ভগবতী গীতার অনুবাদ আমি করিয়াছি। অপর অংশের অনুবাদ আমি স্বয়ং না করিলেও অনুবাদকের যোগ্যতানুসারে, অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপই আশা হয়।

সুধী পাঠকগণ মূল ও অনুবাদ পাঠ করিয়া উপপুরাণের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেই আমার আশা ফলবতী হইবে।

২০শে আশ্বিন, ১৩২১। } শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন।

মহাভাগবত পুরাণ বড়ই উপাদেয় পুরাণ। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির এ পুরাণ পাঠ অবশ্যকর্ত্তব্য। জগজ্জননী ভগবতীর দশ মহাবিদ্যারূপ ধারণ, শ্রীরামকৃত রাবণবধার্থ অকালে দুর্গোৎসব প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এই পুরাণপাঠেই পাঠক অবগত হইতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভগবতী-গীতা এই মহাভাগবত-পুরাণেরই এক মহনীয় অংশ। সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই গীতাপাঠেই পরিজ্ঞেয়।

বঙ্গানুবাদ সহ মূল মহাভাগবত পুরাণ 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতেই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কার্য্যের সাহায্যকল্পে বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দুইখানি প্রাচীন হস্তলিখিত মূল মহাভাগবত পুরাণ আমাদিগকে দিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ইহা ভিন্ন স্থানান্তর হইতেও আর একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। এই তিন খানি প্রাচীন পুস্তকের পাঠপদ্ধতিক্রমে বঙ্গানুবাদ সহ এই মহাভাগবত পুরাণ প্রকাশিত হইল।

প্রথিতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ইহার গীতাংশের অনুবাদক। ইহার অন্যান্য স্থানের অনুবাদ আমি আমার যোগ্য সহযোগিবর্গ সহ করিয়াছি। অনুবাদে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিলে পাঠকবর্গ নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। এ গ্রন্থ পাঠে বঙ্গবাসী তুষ্ট হইলেই আমাদের পরিতৃপ্তি ইতি।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩২১
আশ্বিন

অনুবাদক
শ্রীতারাকান্ত দেবশর্ম্ম-কাব্যতীর্থ

সূচি-পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়। সূত-শৌনক সম্বাদ, বেদগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তব ও মহাভাগবত প্রকাশ বিবরণ	১
২য় অঃ। ব্যাস-জৈমিনি সংবাদ ও শিব-নারদ সংবাদ প্রসঙ্গে নারদ কর্ত্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আরাধ্য দেবতা বিষয়ক প্রশ্ন	৬
৩য় অঃ। সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণন প্রসঙ্গে প্রকৃতি দেবীর গঙ্গা দুর্গা সাবিত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে উৎপত্তি কথন	১০
৪র্থ অঃ। দক্ষালয়ে সতীদেবীর জন্ম ও স্বয়ম্বর সভায় শঙ্করকে বরণ ও বিবাহ	১৬
৫ম অঃ। দক্ষের শিব-বিদ্বেষ	২১
৬ষ্ঠ অঃ। দধীচিশিষ্য দক্ষানুচর নন্দীর প্রমথগণাধিপত্য লাভ	২৫
৭ম অঃ। দক্ষযজ্ঞ বিবরণ, দধীচি সহ দক্ষের বিবাদ	২৮
৮ম অঃ। সতী দেবীর দশমহাবিদ্যা-রূপে প্রকাশ ও দক্ষালয়ে গমন	৩৫
৯ম অঃ। দক্ষযজ্ঞস্থলে সতীর ছায়া-মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান ও শিব-নিন্দা শ্রবণে ছায়াসতীর যজ্ঞাগ্নি-প্রবেশ	৪৫
১০ম অঃ। যজ্ঞাগ্নিপ্রবেশবার্ত্তা শ্রবণে শিবের ক্রোধ, ও ললাটনয়ন হইতে বীরভদ্র উৎপাদন; বীরভদ্রের প্রমথগণ সহ দক্ষালয়ে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞধ্বংস, দেবগণের লাঞ্ছনা, দক্ষের শিরশ্ছেদন; ব্রহ্মার প্রার্থনায় ছাগমুণ্ড যোজনায় দক্ষের সঞ্জীবন, দক্ষ কর্ত্তৃক শিবের স্তব	৫১
১১শ অঃ। সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া শিবের ভারত ভ্রমণ, বিষ্ণুকর্ত্তৃক গুপ্তভাবে সতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন; একান্ন পীঠের উৎপত্তি ও নারদ কর্ত্তৃক শিবের সান্ত্বনা	৫৮
১২শ অঃ। শিব কর্ত্তৃক নারদসমীপে কামরূপের মাহাত্ম্য বর্ণন	৬৭
১৩শ অঃ। প্রকৃতি দেবীর হিমালয়-গৃহে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক হিমালয়সমীপে গঙ্গা প্রার্থনা	৭০
১৪শ অঃ। ব্রহ্মাদি দেবগণের হিমালয়-প্রদত্ত গঙ্গাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন ও মহোৎসব সহকারে শিবকরে গঙ্গা সম্প্রদান	৭৭
১৫শ অঃ। গিরিরাজগৃহে দেবীর গৌরীরূপে জন্ম ও হিমালয়ের প্রতি আত্মতত্ত্ব উপদেশ—ভগবতী গীতা, মুক্তিলাভার্থ ভক্তির আবশ্যকতা	৭৯
১৬শ অঃ। মুক্তিপ্রদা বিদ্যার বিবরণ	৮৫
১৭শ অঃ। জীবগণের দেহোৎপত্তি ও সংসার বিবরণ	৮৮
১৮শ অঃ। শক্তি উপাসনার আবশ্যকতা ও দশমহাবিদ্যার মহিমা কীর্ত্তন	৯১
১৯শ অঃ। দেবীর 'পার্ব্বতী' নামকরণ ও ভগবতীগীতা প্রশংসা	৯৪
২০শ অঃ। দেবীর বাল্যক্রীড়া ও নারদ কর্ত্তৃক গিরিরাজকে উপদেশ	৯৬
২১শ অঃ। পার্ব্বতীর 'উমানাম' প্রাপ্তি	

বিষয় পৃষ্ঠা

২২শ অঃ। তারকাসুরের ইন্দ্রত্ব লাভ ও শিব কর্ত্তৃক মদনদহন ১০৩

২৩শ অঃ। বাড়বাগ্নির উৎপত্তি বিবরণ, পার্ব্বতীর কালীরূপ ধারণ ও শিব কর্ত্তৃক সহস্র নামদ্বারা বামার স্তব ১১০

২৪শ অঃ। শিবসহ পার্ব্বতীর পরিণয় বিধানার্থ মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের হিমালয়ের সহিত কথোপকথন ১২১

২৫শ অঃ। নারদ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদি দেবগণসমীপে শিববিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন ১২৫

২৬শ অঃ। গিরির ভবনে ও শিবের তপোবনে বিবাহোদ্যোগোৎসব ১২৭

২৭শ অঃ। শিব কর্ত্তৃক কামসঞ্জীবন ও দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সহ বিবাহার্থ গিরিপুরে যাত্রা ১২৯

২৮শ অঃ। শিবপার্ব্বতীর বিবাহ ১৩১

২৯শ অঃ। শিব-পার্ব্বতীর বিহার ১৩৪

৩০শ অঃ। কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ১৩৭

৩১শ অঃ। তারকাসুর নিধনার্থ কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধযাত্রা ১৪০

৩২শ অঃ। তারকাসুর সহ কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ ১৪২

৩৩শ অঃ। কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক তারকাসুর বধ ১৪৪

৩৪শ অঃ। কার্ত্তিকেয়ের পিতামাতার সমীপে গমন ও দেবগণের মহোৎসব ১৪৬

৩৫শ অঃ। গণেশের জন্ম ১৪৭

৩৬শ অঃ। শ্রীরামকৃত দুর্গাপূজার বিবরণ ১৫১

৩৭শ অঃ। দেবগণের বানরাদিরূপে অংশাবতরণ এবং বিষ্ণুর রামাদিরূপে জন্মগ্রহণ ১৫৭

৩৮শ অঃ। শ্রীরামের বিদ্যাভ্যাস, হরধনুর্ভঙ্গ, বিবাহ, বনগমন, শূর্পণখার অপমান ও খরদূষণাদি বধ এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ১৫৮

বিষয় পৃষ্ঠা

৩৯শ অঃ। সুগ্রীব সহ রামের মিত্রতা; সীতান্বেষণার্থ হনূমানের লঙ্কায় গমন ১৬২

৪০শ অঃ। বিভীষণ কর্ত্তৃক রামের আশ্রয় গ্রহণ, সাগরে সেতুবন্ধন, রাক্ষসগণ সহ রামের যুদ্ধ ১৬৫

৪১শ অঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামের প্রতি দেবীর উপাসনা বিষয়ক উপদেশ ১৬৮

৪২শ অঃ। রাম সহ ব্রহ্মার কথোপকথন, শিব কর্ত্তৃক ব্রহ্মার পঞ্চম শিরশ্ছেদ বৃত্তান্ত এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামের প্রতি অকালে দেবীপূজার উপদেশ ১৭০

৪৩শ অঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামের নিকট দেবীতত্ত্ব ও দেবীপূজাদির বর্ণন ১৭৬

৪৪শ অঃ। কুম্ভকর্ণ সহ শ্রীরামের যুদ্ধ ১৮৩

৪৫শ অঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীসূক্ত দ্বারা স্তবে দেবীর বোধন ১৮৫

৪৬শ অঃ। দেবীর নিকট শ্রীরামের বর লাভ ১৮৯

৪৭শ অঃ। কুম্ভকর্ণাদি ও রাবণ বধ ১৯১

৪৮শ অঃ। শারদীয়া পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ১৯৬

৪৯শ অঃ। কালীর কৃষ্ণরূপে অবতার বৃত্তান্ত ১৯৮

৫০শ অঃ। কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম ২০৩

৫১শ অঃ। রামকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও পুতনাদি বধ ২১২

৫২শ অঃ। নন্দ ও যশোদার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন ২১৪

৫৩শ অঃ। রাসক্রীড়াদি ২১৬

৫৪শ অঃ। রামকৃষ্ণের মথুরাগমন ও কংস বধ ২১৯

৫৫শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবাস ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ২২৩

৫৬শ অঃ। পাণ্ডবগণের কামরূপে বরলাভ ও বিরাটপুরে অজ্ঞাতবাস ২২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৭শ অঃ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ	২৩৫
৫৮শ অঃ। রামকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ	২৩৯
৫৯ম অঃ। শ্রীকালীলোক বর্ণন	২৪২
৬০ম অঃ। ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা বৃত্তান্ত	২৪৪
৬১ম অঃ। গৌতমোপদেশে ইন্দ্রের ব্রহ্মলোকাদি গমন	২৪৭
৬২ম অঃ। ইন্দ্রাদি দেবগণের মহাকালীলোকে গমন	২৫২
৬৩ম অঃ। ব্রহ্মাদি দেবগণের মহাকালী মূর্ত্তি দর্শন	২৫৪
৬৪ম অঃ। গঙ্গার দ্রবময়ীত্ব কারণ	২৫৯
৬৫ম অঃ। বামনাবতার বৃত্তান্ত ও পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ প্রকার	২৬১
৬৬ম অঃ। ভগীরথের তপস্যা, ও বরলাভ	২৬৪
৬৭ম অঃ। ভগীরথকৃত শিবসহস্রনাম স্তোত্র	২৬৮
৬৮ম অঃ। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়ন	২৭৯
৬৯ম অঃ। শিবকর্ত্তৃক মস্তকে গঙ্গাবেগ ধারণ	২৮১
৭০ম অঃ। হরিদ্বার ও কাশী প্রভৃতিতে গঙ্গাগমন ও জহ্নুমুনির গঙ্গাপান ও উরুদেশ হইতে গঙ্গানিষ্কাসন	২৮৭
৭১ম অঃ। গঙ্গাজল স্পর্শে ভগীরথ-পিতৃগণের উদ্ধার	২৯১
৭২ম অঃ। গঙ্গামাহাত্ম্য	২৯৩
৭৩ম অঃ। বিবিধ গঙ্গাতীর্থ মাহাত্ম্য	২৯৭
৭৪ম অঃ। গঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে ধনাধিপ বৈশ্যের উপাখ্যান	৩০১
৭৫ম অঃ। গঙ্গাশতনাম স্তোত্র	৩০৩
৭৬ম অঃ। কামরূপ মাহাত্ম্য	৩০৬
৭৭ম অঃ। কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কামাখ্যাকবচ	৩০৯
৭৮ম অঃ। কামাখ্যাপূজা মন্ত্র জপাদির মাহাত্ম্য	৩১২
৭৯ম অঃ। তুলসীমাহাত্ম্য	৩১৪
৮০ম অঃ। রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য	৩১৮
৮১ম অঃ। শিবপূজা, শিবনাম, রামনাম, দুর্গানাম, দুর্গাপূজা ও তীর্থভ্রমণ-মাহাত্ম্য এবং মহাভাগবত পাঠের ফল-শ্রুতি কথন	৩১৯

সূচি-পত্র সমাপ্ত

শ্রীমহাভাগবতম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

যস্যাঃ পাদ[illegible] বিরিঞ্চিরস্য জগতঃ স্রষ্টা হরিঃ
পালকঃ, সংহর্ত্তা গিরীশঃ স্বয়ং সমভবৎ
ধ্যেয়া চ যা যোগিভিঃ।
যামাদ্যাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয়স্তত্ত্বার্থ-
বিজ্ঞাঃ পরাং, তাং দেবীং প্রণমামি
বিশ্বজননীং স্বর্গাপবর্গপ্রদাম্॥ ১
যা স্বেচ্ছয়াস্য জগতঃ প্রবিধায় সৃষ্টিং
সম্প্রাপ্য জন্ম চ তথা পতিমাপ শম্ভুম্।
উগ্রৈস্তপোভিরপি যাং সমবাপ্য পত্নীং
শম্ভুঃ পদং হৃদি দধে পরিপাতু সা বঃ॥ ২
একদা নৈমিষারণ্যে শৌনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
পপ্রচ্ছুর্মুনিশার্দ্দূলং সূতং বেদবিদাং বরম্॥ ৩

ঋষয় উচুঃ।

ব্যাসশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্ববেদবিদাং বর।
পুরাণং সাম্প্রতং ব্রূহি স্বর্গমোক্ষসুখপ্রদম্॥ ৪
বিদ্যতে বিস্তৃতং যত্র দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
জায়তে চ দৃঢ়া ভক্তির্যস্য সংশ্রবণেন বৈ।
দেব্যা জ্ঞানবিহীনানা' নৃনামপি মহামতে॥ ৫

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া, পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ব্রহ্মা, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হরি ইহার পালনকর্ত্তা এবং স্বয়ং হর ইহার সংহারকর্ত্তৃরূপে বিরাজিত হইয়াছেন, যোগিগণ যাঁহার ধ্যানে রত, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ যাঁহাকে আদ্যা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করেন, সেই স্বর্গ ও অপবর্গ-দায়িনী বিশ্বজননী পরমা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি আপন ইচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি করিয়া, পরে জন্মগ্রহণান্তে ভগবান্ শম্ভুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কঠোর তপোবলে শম্ভুও যাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

একদা নৈমিষারণ্যে শৌনকপ্রমুখ মহর্ষিগণ বেদশাস্ত্রদর্শী মুনিবর সূতের নিকট পুরাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ১—৩। ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসশিষ্য! তুমি যাবতীয় বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং পুরাণ সম্বন্ধেও তোমার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। অতএব হে মহামতে! যে পুরাণশ্রবণে দেব্যজ্ঞানহীন মানবগণেরও হৃদয়ে সুদৃঢ় ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হয়, যাহাতে দেবীর মাহাত্ম্যকথা সুবিস্তৃত ও উত্তমরূপে বি[illegible]

সূত উবাচ।

যদুক্তং শ্রীমহেশেন নারদায় মহাত্মনে।
পুরাণং পরমং গুহ্যং মহাভাগবতং স্বয়ম্ ॥ ৬
তদাহ ভগবান্ ব্যাসঃ শ্রদ্ধয়া ভক্তিশালিনে।
স্বয়ং জৈমিনয়ে পূর্ব্বং পুনস্তস্মাৎ শ্রুতবানহম্ ॥ ৭
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন।
এতস্য শ্রবণে পাঠে যৎ পুণ্যং জায়তে দ্বিজাঃ ॥
তদ্বক্তুং ন মহেশোঽপি শক্তো বর্ষশতৈরপি।
কথং তৎ কথয়িষ্যামি সংখ্যাবিরহিতং যতঃ ॥ ৯
শ্রুত্বৈবং বিস্ময়াবিষ্টা ঋষয়স্তেঽতি হর্ষিতাঃ।
পুনরূচুর্মুনিশ্রেষ্ঠং সূতং বেদবিদাং বরম্ ॥ ১০

ঋষয় উচুঃ।

যথা পুরাণশ্রেষ্ঠং তৎপ্রকাশমভবৎ ক্ষিতৌ।
এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন কৃপয়া মুনিপুঙ্গব ॥ ১১

রহিয়াছে এবং যাহা স্বর্গ মোক্ষ ও সর্ব্বসুখের আকর, সম্প্রতি তুমি সেই পুরাণকথা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—শ্রীমান্ মহেশ্বর মহাত্মা নারদের নিকট যে পুরাণবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন এবং যে পুরাণ পরম গুহ্য ও মহাভাগবত নামে অভিহিত, স্বয়ং বেদব্যাস শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিযুক্ত জৈমিনির নিকট পূর্ব্বে ঐ পুরাণ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আমি আবার সেই পুরাণবিবরণ জৈমিনির নিকট শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পুরাণবৃত্তান্ত আপনাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি। কিন্তু ইহা আপনারা কদাচ প্রকাশ করিবেন না, অতি যত্নের সহিত গোপন করিয়া রাখিবেন। আমি যে পুরাণকথা কহিব, ইহা শ্রবণে কিম্বা পাঠে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, হে দ্বিজগণ! স্বয়ং মহেশ শতশত বর্ষেও তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম; সুতরাং আমার ন্যায় ব্যক্তি সেই সংখ্যাতীত পুণ্যফল কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? ঋষিগণ সূতের মুখে তাদৃশ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সূতের প্রতি প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। ঋষিগণ

সূত উবাচ।

মহর্ষির্ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ ॥ ১১
অশেষধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বক্তা জ্ঞানী মহামতিঃ।
উক্ত্বা সপ্তদশৈতানি পুরাণানি মহামুনিঃ ॥ ১২
নাত্মতৃপ্তিমপি লেভে স কথঞ্চিদপি ধর্ম্মবিৎ।
মহাপুরাণং পরমং যৎপরং নাস্তি ভূতলে ॥ ১৩
ভগবত্যাঃ পরং তত্ত্বং মাহাত্ম্যং যত্র বিস্তৃতম্।
তৎ কথং কীর্ত্তয়িষ্যেঽহমিতি চিন্তাপরায়ণঃ ॥ ১৪
দেব্যাস্তত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্ষুব্ধচিত্তো বভূব সঃ।
যস্যাস্তত্ত্বং ন জানাতি মহাজ্ঞানী মহেশ্বরঃ ॥ ১৫
তস্যাঃ কথং পরং তত্ত্বং জ্ঞাতব্যমতিদুষ্করম্।
বিচিন্ত্যৈবং মহাবুদ্ধিশ্চচার পরমং তপঃ ॥ ১৬
গত্বা হিমবতঃ পৃষ্ঠং দুর্গাভক্তিপরায়ণঃ।
তেনৈব তপসা তুষ্টা সর্ব্বাণী ভক্তবৎসলা ॥ ১৭
অদৃষ্টরূপা চাকাশে স্থিত্বেদং বাক্যমব্রবীৎ।
যত্রাস্তে শ্রুতয়ঃ সর্ব্বা ব্রহ্মলোকং মহামুনে ॥ ১৮

বলিলেন,—হে সূত! হে মুনিপুঙ্গব! যে প্রকারে সেই পুরাণশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন। ৪—১০। সূত বলিলেন,—ভগবান্ মহর্ষি ব্যাস নিখিল বেদ-বিদ্যায় পারগ। তিনি মহা বুদ্ধিশালী, নিখিল শাস্ত্রের বক্তা ও জ্ঞানী। সেই মহামুনি অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেন বটে; কিন্তু সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনি কিছুতেই আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন না। পরে তিনি ভাবিলেন, যে মহাপুরাণ অপেক্ষা পরম পুরাণ ভূতলে আর নাই, যাহাতে ভগবতীর পরমতত্ত্বমাহাত্ম্য বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বর্ণন করিব? ফলতঃ উহা আমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য। মহাবুদ্ধি ব্যাস এইরূপ চিন্তা করিয়া হিমাদ্রি-পৃষ্ঠে গমনপূর্ব্বক দুর্গার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তবৎসলা ভবানী তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে মহামুনে! যেখানে

গচ্ছ তত্র পরং তত্ত্বং যদ্বেৎস্যসি নিষ্কলম্।
প্রত্যক্ষতাং গমিষ্যামি তত্রৈব শ্রুতিভিস্তুতা॥
তচ্চ সম্পাদয়িষ্যামি ভবাভির্লষিতঞ্চ যৎ॥২২
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্যাসো ব্রহ্মলোকং ভদা ধয়ৌ
বেদান্ প্রণম্য পপ্রচ্ছ কিং ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্॥
ঋষেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনয়াবনতস্য বৈ।
বেদাঃ প্রত্যেকতঃ প্রাহুস্তৎক্ষণান্মুনিপুঙ্গবম্॥

ঋগ্বেদ উবাচ।

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরং তত্ত্বং সাদ্যা ভগবতী স্বয়ম্॥২৩

যজুরুবাচ।

যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশা যোগেন চ সমীজ্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ম্॥২৪

সামোবাচ।

যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥২৫

অথর্ব্ব উবাচ।

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে॥২৬

সূত উবাচ।

শ্রুতীরিতং নিশম্যেত্থং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
দুর্গাং ভগবতীং মেনে পরংব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্॥
শ্রুতয়স্তেবমুক্ত্বা তাঃ পুনরূচুর্মহামুনিম্।
প্রত্যক্ষং দর্শয়িষ্যামো যথাস্মাভিরুদাহৃতম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রুতয়স্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরীম্।
সর্ব্বদেবময়ীং শুদ্ধাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহাম্॥২৯

শ্রুতয় ঊচুঃ।

দুর্গে বিশ্বময়ি প্রসীদ পরমে সৃষ্ট্যাদি-
কার্য্যত্রয়ে, ব্রহ্মাদ্যাঃ পুরুষত্রয়া নিজগুণৈ-
স্ত্বৎস্বেচ্ছয়া কল্পিতাঃ।
নো তে কোঽপি চ কল্পকোঽত্র ভুবনে
বিদেতি মাতর্যতঃ, কঃ শক্তঃ পরি-
বর্ণিতুং তবগুণং লোকেঽভবদুর্গমম্॥৩০

শ্রুতি সকল বিরাজ করিতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্মলোকে গমন কর। তথায় গিয়া তুমি যাবতীয় পরমতত্ত্ব অধিগত হইতে পারিবে। ঐ স্থানে বেদবাক্যে আমার স্তব করিলে আমি তোমার নয়নগোচর হইব এবং তোমার যাবতীয় মনোভিলাষ তখন আমি পূরণ করিব। ভগবান্ ব্যাস তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং বেদচতুষ্টয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে বেদগণ! অব্যয় পরম ব্রহ্ম কে? বেদগণ বিনয়াবনত ঋষির সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে সেই মুনিপুঙ্গবকে বলিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদ বলিলেন,—যাহাতে নিখিল প্রাণী বিদ্যমান, যাঁহা হইতে সমস্তের উদ্ভব, যাঁহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা অভিহিত করিয়া থাকেন, তিনিই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবতী। যজুর্ব্বেদ বলিলেন,—যাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর নিখিল যজ্ঞে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহার প্রভাবে আমরা প্রমাণীভূত, তিনি একমাত্র সেই স্বয়ং ভগবতী। সামবেদ — যাঁহাতে এই সমগ্র বিশ্ব ভ্রামিত হইতেছে, যোগিগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করেন, তিনি সেই একমাত্র জগন্ময়ী দুর্গা। অথর্ববেদ বলিলেন,—ভক্তিবশে তদীয় অনুগৃহীত জনগণ যে দেবেশীকে দর্শন করেন হে মুনে! তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই ভগবতী দুর্গা বা পরমব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন।১১-২৬। সূত বলিলেন,—সত্যবতী-নন্দন ব্যাস শ্রুতিগণকথিত ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবতী দুর্গাকেই নিশ্চিতরূপে পরম ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিলেন। বেদগণ পূর্ব্বোক্ত কথা কহিয়া পুনর্ব্বার মহামুনি ব্যাসকে বলিলেন,—ভগবন্! আমরা যে প্রকার বলিলাম, তাহা আমরা প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করাইব। বেদগণ এই কথা কহিয়া সেই সর্ব্ব দেবময়ী শুদ্ধা সচ্চিদানন্দরূপিণী পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রুতিগণ বলিলেন,—হে বিশ্বময়ি দুর্গে! তুমিই একমাত্র পরম বস্তু। তুমি প্রসন্ন হও। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই পুরুষত্রয়কে তুমিই স্ব স্ব গুণে আপন ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়

প্রামারাধ্য হারানহতো, সমরে দৈত্যান্
রণে দুর্জয়ান্, ত্রৈলোক্যং পরিপাতি
শম্ভুরপি তে ধৃত্বা পদং বক্ষসি।
ত্রৈলোক্যক্ষয়কারকং সমপিবত্তৎ
কালকূটং বিষং, কিং তে বা চরিতং বয়ং
ত্রিজগতাং ব্রূমঃ পরে অম্বিকে॥ ৩১
যা পুংসঃ পরমস্য দেহিন ইহ স্বীয়ৈর্গুণৈ-
র্মায়য়া, দেহাখ্যাপি চিদাত্মিকাপি চ পরি-
স্পন্দাদিশক্তিঃ পরা।
ত্বন্মায়াপরিমোহিতাস্তনুভৃতো যামেব
দেহস্থিতাং, ভেদজ্ঞানবশাদ্বদন্তি পুরুষং তস্যৈ
নমস্তেঽম্বিকে॥ ৩২
স্ত্রীপুংস্ত্বপ্রমুখৈরুপাধিনিচয়ৈর্হীনং পরং ব্রহ্ম
যত্ত্বত্তো যা প্রথমং বভূব জগতঃ সৃষ্টৌ
সিসৃক্ষুঃ স্বয়ম্।
সা শক্তিঃ পরতোঽপি যচ্চ সমভূন্মূর্তি-
দ্বয়ং শক্তিত,-স্ত্বন্মায়াময়মেব তেন হি পরং
ব্রহ্মাপি শক্ত্যাত্মকম্॥ ৩৩
তোয়োত্থং করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট্বা যথা
নিশ্চয়,-স্তোয়ত্বেন ভবেদ্গ্রহো মতিমতাং
তথ্যং তথৈব ধ্রুবম্।
ব্রহ্মোত্থং সকলং বিলোক্য মনসা
শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মতঃ, শক্তিত্বেন বিনিশ্চিতা
পুরুষধীঃ পারম্পরা ব্রহ্মণঃ॥ ৩৪
ষট্চক্রেষু লসন্তি যে তনুভৃতাং ব্রহ্মাদয়ঃ
ষট্ শিবা,-স্তে প্রেতা ভবদাশ্রয়াচ্চ পরমেশ-
ত্বং সমায়ান্তি হি।
তস্মাদীশ্বরতা শিবে ন হি শিবে ত্বয্যেব
বিশ্বাম্বিকে, ত্বং দেবি ত্রিদশৈকবন্দিতপদে
দুর্গে প্রসীদস্ব নঃ॥ ৩৫
ইত্যেবং শ্রুতিবাক্যৈস্ত স্তুতিভিঃ সংস্তুতা সতী

মধ্যে কল্পিত করিয়াছ। হে মাতঃ! এই ত্রিভুবনে তোমার লীলাতত্ত্বের প্রকৃত অভিজ্ঞ কেহই নাই; সুতরাং কে তোমার গুণরাশি বর্ণন করিতে সমর্থ? প্রত্যুত লোকে উহা দুর্বোধ্য। যদি তোমার আরাধনা করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে বলগর্ব্বিত দুর্জয় দানবদিগের নিধনান্তে ত্রৈলোক্য পালন করিতেছেন। অধিক কি স্বয়ং শম্ভুও তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যদহনোদ্যত কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন। অতএব হে অম্বিকে! তোমার চরিত্রমাহাত্ম্য আমরা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব! তুমি ত্রিজগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত। যিনি পরম পুরুষ পরমাত্মাকে মায়াবলে স্ব স্ব গুণে আবৃত করেন এবং যিনি দেহাখ্যায় অভিহিত, যাহাকে চিদাত্মা ও পরিস্পন্দ শক্তি বলিয়াও বর্ণন করা হয়, দেহিগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া দেহস্থিত তাঁহাকেই ভেদজ্ঞানবশে পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। যাহা হউক, হে অম্বিকে! তুমিই সেই দেহস্থিত পুরুষ, তোমাকে আমরা নমস্কার করি। এই জগতীতলে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি উপাধিধারী যত জীব আছে, সে সকল তোমারই মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু পরব্রহ্মরূপিণী তুমি সে সকলের অতীত। তোমার যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তুমি শক্তি দ্বারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক। জল হইতে করকাদির উৎপত্তি হয়, সুতরাং সুধী ব্যক্তিরা উহাদিগকে জলময় দেখিয়া যেমন ঐ করকাদিগকে জল বলিয়াই ধ্রুব ধারণা করেন, সেইরূপ চরাচর সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন দেখিয়াও ব্রহ্ম-শক্ত্যাত্মক বলিয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহাকেও শক্তিরূপেই বিনিশ্চয় করিয়া থাকেন। দেহীদিগের দেহমধ্যে যে ষট্চক্র আছে, তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবপ্রমুখ যে সকল দেবতা বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহারাও তোমারই আশ্রয়ে পরমেশ্বরপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব হে শিবে! তোমার ঈশ্বর ব্যতীত শিবেরও ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরত্ব অসম্ভব। যাহা হউক, হে বিশ্বাম্বিকে! সুরগণবন্দ্যে দেবি দুর্গে! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।

স্বরূপং দর্শয়ামাস জগদাদ্যা সনাতনী ॥ ৩৬
জ্যোতীরূপা হি যা দেবী সর্বপ্রাণিষবস্থিতা।
ব্যাসস্য সংশয়ং ছেত্তুং স্বতন্ত্রাকৃতিমাদধে ॥৩৭
স্ফুরৎসূর্য্যসহস্রাভাং চন্দ্রকোটিসমদ্যুতিঃ ৩৮
সহস্রবাহুভির্যুক্তাং দিব্যাস্ত্রৈরতিশোভিতৈঃ।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া কদাচিৎ শববাহনা।
চতুর্ভির্বাহুভির্যুক্তা নবীনজলদপ্রভা ॥ ৩৯
দ্বিভুজা চ চতুর্হস্তা তথা দশভুজা ক্বচিৎ।
অষ্টাদশভুজা চাপি শতসংখ্যভুজা তথা ॥ ৪০
অনন্তবাহুভির্যুক্তা দিব্যরূপধরা ক্বচিৎ।
কদাচিদ্বিষ্ণুরূপা চ বামস্থকমলাসনা ॥ ৪১
রাধয়া সহিতাকস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী।
বামাঙ্কাধিগতাবাণী কদাচিৎ ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৪২
কদাচিৎ শিবরূপা চ গৌরীবামাঙ্কসংস্থিতা।
এবং সর্বময়ী দেবী কৃত্বা রূপাণ্যনেকধা ॥ ৪৩
ব্যাসস্য সংশয়োচ্ছেদং চকার ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৪৪

সূত উবাচ।

এবং রূপাণি সংলোক্য পরাশরসুতো মুনিঃ।
তাং জ্ঞাত্বা পরমং ব্রহ্ম জীবন্মুক্তো বভূব হ ॥
ততো ভগবতী দেবী জ্ঞাত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতম্
স্বপাদতলসংলগ্নং পঙ্কজং সমদর্শয়ৎ।
মুনিস্তস্য সহস্রেষু দলেষু পরমাক্ষরম্ ॥ ৪৬
মহাভাগবতং নাম পুরাণং সমলোকয়ৎ।
প্রণম্য শিরসা দেবীং নানাস্তুতিভিরাদরাৎ ॥
জগাম স্বাশ্রমং ভূয়ঃ কৃতকৃত্যঃ স্বয়ং দ্বিজাঃ ॥৪৮
যথা তৎ পঙ্কজে দৃষ্টং পুরাণং পরমাক্ষরম্।
মহাভাগবতং পুণ্যং প্রকাশমকরোত্তথা ॥ ৪৯
স্নেহাত্তু কথিতং তেন শ্রুতং ব্যাধিগতং ময়া।
স্নেহাদ্বঃ কথয়িষ্যামি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৫০

ইত্যাদি স্তুতিবাক্যে স্তব করিলে পর জগজ্জননী সনাতনী দেবী আত্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন। ঐ দেবী সর্বপ্রাণীর অন্তরে জ্যোতীরূপে বিরাজিত। তিনি ব্যাসদেবের সংশয়চ্ছেদনার্থ স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিলেন। তাঁহার আকৃতি কখনও দীপ্ত দিবাকরসহস্রবৎ সমুজ্জ্বল, কখনও কোটি কোটি চন্দ্রমার তুল্য-কান্তি। তিনি কখনও সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুশোভিত সহস্র বাহুতে দিব্যাস্ত্র সকল ধারণ করিতেছেন, কখনও নবীন নীরদনিভ দেহপ্রভা ধরিয়া চতুর্ভুজরূপে শবোপরি বিরাজমানা। তিনি কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও অষ্টাদশভুজা, কখনও শতভুজা, আবার কখনও তাঁহার ভুজ অনন্ত—অসংখ্য তিনি কখনও দিব্যরূপ ধারণ করেন, কখনও বিষ্ণুরূপে বিরাজিত হইয়া বামে কমলাসনা লক্ষ্মীরূপে শোভিতা হন। কখনও বা কৃষ্ণরূপে রাধার সহিত বিরাজ করেন। তিনি কখনও ব্রহ্মরূপা, তাহার বামাঙ্গে বাণী বিরাজিতা। কখনও শিবরূপা, বামে গৌরী সুশোভিতা। এইরূপে ব্রহ্মরূপিণী সর্বময়ী দেবী বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া ব্যাসের সংশয়াপনোদন করিলেন।৩৬-৪৪। সূত বলিলেন,—পরাশরনন্দন মুনিবর ব্যাস, দেবীর ঐ সকল রূপ দর্শনান্তে তাঁহাকেই পরব্রহ্মরূপে বিদিত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেন। অনন্তর দেবী ভগবতী বেদব্যাসের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পাদতলসংলগ্ন একটী পদ্ম দেখাইলেন। মুনিবর ব্যাস ঐ পদ্মের সহস্র দলে লিখিত পরমাক্ষরময় মহাভাগবত নামক পুরাণ দর্শন করিলেন। তখন তিনি কৃতকৃত্য হইয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে মস্তক দ্বারা দেবীকে সাদরে নমস্কারপূর্বক পুনরায় স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! ঐরূপে সেই পদ্মদলে পরমাক্ষরযুক্ত মহাভাগবত নামক পুণ্যপ্রদ পুরাণ প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাসদেব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্নেহবশতঃ আমার নিকট সেই পুরাণবিবরণ বলিয়াছেন। আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া তৎসমস্তই অবগত করিয়াছি। যাহা হউক, আমিও আপনাদিগের নিকট স্নেহবশতঃই তাহা কীর্তন করিব, কিন্তু আপনারা ইহা যত্নসহকারে গোপন

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
মহাভাগবতস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৫১
এবং মহাভাগবতং প্রকাশমভবৎ ক্ষিতৌ ।
পরিত্রাণায় লোকানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে মহাভাগবত-প্রকাশনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ । ১ ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা বহু পুরাণানি জৈমিনির্মুনিপুঙ্গবঃ ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ ব্যাসং পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ১

জৈমিনিরুবাচ ।

সর্ব্ববেদবিদাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে মুনিপুঙ্গব ।
ত্বত্তোঽধিকতরো লোকেবক্তা নাস্তি মহামতে ॥
শ্রুত্বা তব মুখাম্ভোজাৎ কথাং পুণ্যপ্রদাং মুনে ।
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩
অথাপ্যহং শ্রোতুমিচ্ছামি চিরং যন্মে হৃদি স্থিতম্
জগতামাদিভূতা যা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী ॥ ৪
ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণী ।
যস্যাঃ পাদাম্বুজদ্বন্দ্বং ধৃত্বা হৃদয়পঙ্কজে ॥ ৫
বিশ্বেশঃ শবরূপেণ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দুর্লভঃ ।
তস্যা অতুলমাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ ত্বয়োদিতম্ ।
ন তৃপ্তিস্তেন জাতা মে ইদানীং বিস্তরেণ তু ।
কথয়স্ব মহাভাগ নমস্তে মুনিপুঙ্গব ॥ ৭
দুর্লভং মানুষং দেহং বহুজন্মশতাৎ পরম্ ।
প্রাপ্য তন্ন শ্রুতং যেন বিফলং তস্য জীবনম্ ॥৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
প্রশংস্য মুনিশার্দ্দূলং জৈমিনিং প্রত্যুবাচ তম্ ॥৯

ব্যাস উবাচ ।

সাধু সাধু মহাবুদ্ধে জৈমিনে ভক্তিমানসি ।

রাখিবেন। এই মহাভাগবত পুরাণের মাহাত্ম্য-কথা অধিক কি বলিব? শত শত বাজপেয় এবং সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞও ইহার ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। যাহা হউক, পাতকী পুরুষদিগের পরিত্রাণের জন্য এইরূপে মহা-ভাগবত পুরাণ ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিল। ৪৪—৫২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—মুনিবর! জৈমিনি বেদ-ব্যাসের মুখে বহু পুরাণবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে জিজ্ঞাসিলেন,—হে বেদবিদ্গণের অগ্রণী মহামতে মুনিবর! আপনাকে আমার নমস্কার! আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বক্তা জগতে আর কেহই নাই। আপনার মুখপঙ্কজনির্গত পুণ্যতম কথা-সকল শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি, সন্দেহ নাই; এ কথা একবার নয়—বার বার বলিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তরে একটী বিষয় শুনিবার জন্য বাসনা হইয়াছে, আপনি তাহা বলুন। আমার বক্তব্য এই, যিনি জগতের আদিস্বরূপিণী সনাতনী, যিনি দুর্গত জনের পীড়ানাশিনী দুর্গা, যিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী ত্রৈলোক্যজননী, যাঁহার পাদপদ্ম হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিয়া বিশ্বেশ্বর শব-রূপেও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের দুরারাধ্য, সেই দেবীর অনুপম মাহাত্ম্যবৃত্তান্ত আপনি পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপেই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমার পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই; অতএব হে মহাভাগ মুনিবর! আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন! আপনাকে আমি নমস্কার করি। হায়! বহুশত জন্মের পর এই দুর্লভ নর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই দেবী-মাহাত্ম্য-কথা না শুনিল, তাহার জীবনই বৃথা। সত্যবতীনন্দন ব্যাস, মুনিবর জৈমি-নির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন। ১—৯। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে বৎস জৈমিনে! সাধু সাধু! তুমিই প্রকৃত ভক্তি

জ্ঞানবানসি হে বৎস তত্রৈঃ পৃচ্ছসি সাম্প্রতম্
যৎ শ্রুত্বা ন পুনর্জ্জন্ম লভন্তে মানুষা ভুবি।
মহাপাতকিনো ভক্ত্যা যে চ ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ॥১১
যৎ শ্রুত্বা মুচ্যতে পাপী ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাৎ॥১২
তৎ শ্রোতুমিচ্ছা যস্মাত্তে তস্মাত্বং ভাগ্যবানসি
তাবৎ সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি।
যাবন্ন দুর্গাচরিতং ভবেৎ কর্ণস্য গোচরঃ॥১৩
তাবদ্ যমভয়ং ঘোরং বর্ত্ততেঽতিসুদারুণম্।
যাবন্ন দুর্গাচরিতং ভবেৎ কর্ণগতং মুনে॥১৪
কৃতপাপশতোঽপ্যেতৎ শৃণোতি যদি মানবঃ।
তং দৃষ্ট্বা যমরাড্ দণ্ডং ত্যক্ত্বা পততি পাদয়োঃ
মাহাত্ম্যমতুলং তস্যাঃ কঃ শক্তঃ কথিতুং মুনে
শিবোঽপি পঞ্চভির্বক্ত্রৈর্যদ্বক্তুং ন শশাক হ॥১৬
শম্ভুর্ব্বারাণসীক্ষেত্রে মুমূর্ষূণাং নৃণাং স্বয়ম্।
তস্যা এব মহামন্ত্রং যদ্‌যত্ত গুরুণেরিতম্॥১৭
স স্বেচ্ছাতঃ সমাগত্য (১) তারকব্রহ্মসংজ্ঞকম্।
কর্ণে ব্রুবন্ মহামোক্ষং নির্ব্বাণাখ্যং প্রযচ্ছতি॥
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং নির্ব্বাণপদদায়িনাম্।
সৈকা হি বীজং বিপ্রর্ষে জৈমিনে মোক্ষদায়িনী
অতএব সমস্তানাং মন্ত্রাণাং অং মহামতে।
বেদাঃ প্রাহুরধিষ্ঠাতৃ-দেবতাং মোক্ষদায়িনীম্॥
শশকা মশকাদ্যাশ্চ যে চান্যে প্রাণিনো ভুবি
তেষাং মোক্ষপ্রদানায় শম্ভুর্ব্বারাণসীপুরে॥২১
দুর্গেতি তারকং ব্রহ্ম স্বয়ং কর্ণে প্রযচ্ছতি।
শৃণুষ্বাবহিতস্তাত জৈমিনে মুনিসত্তম॥২২
বক্ষ্যে মাহাত্ম্যমতুলং দুর্গায়াস্তদ্ধতিবিস্তরাৎ।
শিবনারদসংবাদং মহাপাতকনাশনম্॥২৩
মন্দরস্য গিরেঃ পৃষ্ঠে পূর্ব্বং দেবাঃ সমাগতাঃ।

জ্ঞানবান্। সম্প্রতি তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছ। তোমার এই জিজ্ঞাস্য শ্রবণ করিলে সর্ব্ব-ধর্ম্মবর্জ্জিত মহাপাতকী অভক্ত ব্যক্তিদিগকেও এই ভূতলে আর জন্ম লাভ করিতে হয় না। অধিক কি, ব্রহ্মহত্যাকারী পাপী ব্যক্তিও উহা শ্রবণে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। সুতরাং তুমি যখন এমন উত্তম বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তুমি প্রকৃতই ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে অধিক কি কহিব, যতক্ষণ না দুর্গাচরিত্র জীবের কর্ণগোচর হয়, ততকালই তাহার পাপরাশির অস্তিত্ব থাকে এবং ভীষণ কৃতান্তভয় অবস্থান করে। ফলে, দুর্গাচরিত্র শ্রবণমাত্রেই জীবের পাপ-তাপ ও যমভয় দূরীভূত হইয়া যায়। মানব শত শত পাপ কার্য্য করিয়াও যদি এই দুর্গাচরিত্র শ্রবণ করে, তবে তাহাকে দেখিয়া যমরাজ নিজ কালদণ্ড পরিত্যাগান্তে তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হয়। হে মুনে জৈমিনে! শিব যাহা পঞ্চবক্ত্রেও ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, দুর্গাদেবীর সেই অনুপম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার শক্তি কাহার আছে? বারাণসীক্ষেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট শম্ভু স্বয়ং আসিয়া সেই সর্ব্বদেবময়ী দুর্গাদেবীর যে মন্ত্রে যে, গুরুর কাছে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার কর্ণে সেই তারকব্রহ্ম নামক মন্ত্র দান করিয়া তাহাকে নির্ব্বাণমুক্তি দান করেন। হে বিপ্রর্ষে জৈমিনে! যে সকল মন্ত্রে নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সমস্ত মন্ত্রেরই একমাত্র মূল,—সেই মোক্ষদায়িনী দুর্গা। হে মহামতে! এই কারণেই বেদগণ সেই মোক্ষদায়িনী দুর্গাকে সমস্ত মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বর্ণন করেন। শশক, মশক কি অন্যান্য দানবাদি যে সকল জীব ভূতলে আছে, বারাণসীক্ষেত্রে তাহাদিগের মুক্তির জন্য শম্ভু, কর্ণে 'দুর্গা' এই তারকব্রহ্ম অক্ষরদ্বয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, হে মুনিবর! তুমি এক্ষণে অবহিত হইয়া দুর্গার অতুল মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট বিস্তারক্রমে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। আমার উপস্থিত বক্তব্য শিব ও নারদ সংবাদ: এ সংবাদ মহাপাতক হইতে ত্রাণ করে।১০—২৩। পূর্ব্বকালে এক সময়ে মন্দরগিরির পৃষ্ঠে

---

(১) 'স [illegible]াগত্য' ইতি পুস্তকান্তরসম্মতঃ পাঠঃ।

ঋষয়শ্চ সগন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বে তত্র সমাগমন্ ॥ ২৪
তস্মিন্ গিরিবরে রম্যে নানাবৃক্ষসমাকুলে ।
সুগন্ধিকুসুমোৎফুল্লগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে ॥ ২৫
সুমেরুশৃঙ্গসঙ্কাশে শৃঙ্গে রম্যাসনোপরি ।
উপবিষ্টং মহাদেবং মহর্ষির্নারদো মুনিঃ ।
হৃষ্টং বিলোক্য পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্বিনয়ান্বিতঃ ॥২৬

নারদ উবাচ ।

ত্রিজগদ্বন্দ্য দেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক ।
ত্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ শুদ্ধজ্ঞানময়ঃ প্রভো ॥২৭
ত্বমেব বস্তু নস্তত্ত্বং জানাসি পরমেশ্বর ।
ন জানন্ত্যপরে দেবা ঋষয়ো বা জগৎপতে ॥২৮
ত্রিজগৎপাবনীং গঙ্গাং মূর্দ্ধ্না বহসি সাদরঃ ।
শশাঙ্কং রম্যমালোক্য তং শিরোভূষণং কৃতঃ ॥
ত্বং মে কথয় সর্ব্বজ্ঞ যত্বাং পৃচ্ছামি সাম্প্রতম্ ।
যুষ্মাকং তপসোপাস্যং দৈবতং কিং মহেশ্বর ॥

দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ গিরিবর বিবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, প্রস্ফুটিত নানাজাতীয় সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভে উহার নানাস্থান আমোদিত, এবং উহার উপরিভাগ সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় আয়ত। উক্ত মন্দর পর্ব্বতে একদা মহাদেব হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করিয়া আছেন, এই সময় নারদ মুনি তথায় আসিয়া তাঁহার দর্শনলাভান্তে বিনয়াবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি ত্রিজগতের পূজ্য। ভক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ অসীম। আপনি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, শুদ্ধাত্মা ও ব্রহ্মসংজ্ঞায় অভিহিত। হে পরমেশ! আপনি সমস্ত বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ, দেব বা ঋষি কেহই আপনার ন্যায় পদার্থতত্ত্বজ্ঞ নাই। হে বিশ্বপতে! আপনি ত্রিভুবনপাবনী মন্দাকিনীকে সাদরে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এবং শশাঙ্ককে সৌম্য দেখিয়া স্বীয় শিরোভূষণ করিয়া লইয়াছেন; যাহা হউক, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি আপনার নিকট সম্প্রতি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, হে মহেশ্বর

ত্বং তথা ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মাপি জগতাং পতিঃ ।
এতান্ সম্ভজতাং ভক্ত্যা লভ্যতে পরমং পদম্
যাদৃক্ তবচসা কোঽপি শক্তো বক্তুং ন ভূতলে
এবংবিধানাং ভবতাং যদুপাস্যং হি দৈবতম্ ।
তদবশ্যং ময়া জ্ঞেয়ং ব্রূহি মে তৎ কৃপাময় ॥৩৩

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহাদেবঃ পুনঃপুনঃ ।
নিবার্য্য তমুবাচেদং জৈমিনে মুনিপুঙ্গব ॥ ৩৪

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যত্বয়া প্রষ্টং তাত তত্তু গুহ্যতরং পরম্ ।
ন প্রকাশ্যং কথং তত্তে বক্ষ্যামি মুনিসত্তম ॥৩৫

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তে দেবদেবেন তং নারদস্তত্র সংস্থিতঃ ।
প্রাঞ্জলির্জগতাং নাথং প্রাহ নারায়ণং বিভুম্ ॥

আপনাদিগের আবার উপাস্য দেবতা কে? আপনি ভগবান্, বিষ্ণু ও জগৎপতি ব্রহ্মা, আপনারাই ত জগতের আরাধ্য। ভক্তিভরে আপনাদিগের আরাধনা করিলেই ত পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে আপনারা যে কোন্ দেবতার উপাসনা করেন, কোন্ দৈবত যে আপনাদিগের আরাধ্য, সে রহস্য ত এ সংসারে আমাদের ন্যায় লোকের বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই। অতএব হে কৃপানিধে! আপনি আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। উহা জানিবার জন্য একান্ত বাসনা হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিবর জৈমিনে! মহাদেব নারদের উক্ত প্রশ্ন শ্রবণান্তে বার বার তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! তুমি যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ, উহা অতি গোপনীয়; সুতরাং অপ্রকাশ্য। অতএব আমি এক্ষণে তাহা তোমার কাছে কেমন করিয়া বলি? ২৪—৩৫। ব্যাস বলিলেন,—দেবদেব এই কথা কহিলেও নারদ তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না, তিনি সেইখানেই অবস্থানান্তে পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া জগদীশ বিষ্ণু নারায়ণকে

ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভবদেবো মহেশ্বরঃ।
বক্তুং কৃপণতাং ধত্তে সমুপাস্যং সদৈবতম্।
তমাজ্ঞাপয় দেবেশ প্রণতানাং কৃপাকর॥ ৩৭

বিষ্ণুরুবাচ।

কিং কার্য্যং তেন তে তাত যুষ্মাকং দেবতা বয়ম্।
অস্মানেব সমারাধ্য পরং পদমবাপ্স্যসি।
অস্মাকং দৈবতেনাত্র ভবতঃ কিং প্রয়োজনম্।

ব্যাস উবাচ।

এবং তস্যাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য মুনিসত্তমঃ।
তুষ্টাব স্তুতিবাক্যৈস্তু শিববিষ্ণু কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৯

নারদ উবাচ।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বর দেবদেব
প্রসীদ নারায়ণ বাসুদেব।
প্রসীদ সর্পাভরণোজ্জ্বলাঙ্গ
প্রসীদ মাং কৌস্তুভভূষিতাঙ্গ॥ ৪০

প্রসীদ গঙ্গাধর মাং শরণ্য
প্রসীদ চক্রায়ুধ মাং বরেণ্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বর মাং দিগম্বর
প্রসীদ পীতাম্বর মাং গদাধর॥ ৪১

নমস্ত্রিপুরনাশায় কংসাসুরবিঘাতিনে।
অন্ধকাসুরনাশায় বকাসুরনিঘাতিনে॥ ৪২
নমস্তে পঞ্চবক্ত্রায় বৃষারূঢ়ায় তে নমঃ।
গরুড়াসনসংস্থায় বিষ্ণবে তে নমো নমঃ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবং সংস্তবন্তং তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসত্তমম্।
বিলোক্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ দেবং মহেশ্বরম্

বিষ্ণুরুবাচ।

ভক্তোঽয়ংজ্ঞানবান্ দেব বিনীতো ব্রহ্মণঃসুতঃ
অনুগ্রাহ্যস্ত্বয়াবশ্যং যতস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৫

ব্যাস উবাচ।

মহেশ্বরোঽপি তেনোক্তং বাক্যমকর্ণ্য বিষ্ণুনা।
ভদ্রমেবেতি তং প্রাহ প্রণতানাং কৃপাকরঃ॥৪৬

বলিলেন,—প্রভো! ভগবান্ দেবদেব মহেশ্বর ভক্তের প্রতি সততই দয়াশীল; কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজের উপাস্য দেবতার বিবরণ ব্যক্ত করিতে একান্তই অসম্মত হইতেছেন। যাহা হউক, হে দেবেশ! আপনি প্রণতজনের প্রতি কৃপাবিতরণকারী, তাই আপনার নিকট অনুরোধ করি, আপনি মহাদেবকে ঐ বিষয়টী বলিতে আদেশ করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—বৎস! তোমার সে কথা শুনিবার প্রয়োজন কি? আমরা তোমাদিগের দেবতা; আমাদিগকে আরাধনা করিলেই তোমরা পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু আমাদিগের দেবতা কে? আমরা কাহার উপাসনা করি, এ সকল কথায় তোমার প্রয়োজন কি? ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর নারদ বিষ্ণুর মুখেও ঐ একই কথা শুনিলেন। সুতরাং তাঁহার অভিলাষ অপূর্ণ রহিল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিকরে বিবিধ স্তুতিবাক্যে শিব ও বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে দেবদেব বিশ্বেশ্বর এবং হে বাসুদেব নারায়ণ! আপনারা উভয়েই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে গঙ্গাধর! আপনি সর্পাভরণে ভূষিত এবং হে চক্রধর! আপনার অঙ্গ কৌস্তুভ ভূষণে উদ্ভাসিত, আপনারা শরণাগতবৎসল; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দিগম্বর বিশ্বেশ্বর! হে পীতাম্বর গদাধর! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্নতা বিতরণ করুন। হে ত্রিপুরান্তকনাশিন্ এবং হে কংস-বকাসুরঘাতিন্! আপনাদিগকে নমস্কার করি। হে বৃষারূঢ় পঞ্চবক্ত্র! হে গরুড়াসন বিষ্ণো! আপনাদিগের পাদপদ্মে আমার বারংবার নমস্কার।৩৭—৪৩। ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর নারদকে এইরূপে স্তব করিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু, মহেশ্বরকে কহিলেন,—হে দেব! এই ব্রহ্ম-সুত জ্ঞানবান্, বিনীত এবং অতীব ভক্ত। সুতরাং ইঁহাকে আপনার অনুগ্রহ করা অবশ্যই উচিত। কারণ, আপনি ভক্তবৎসল। যাহা হউক, ইঁহার বাসনা পূর্ণ করুন। তখন প্রণতজনকৃপালু মহেশ্বর, বিষ্ণুর কথা শুনিয়া শুভ ও হিতবাক্য বলিতে লাগিলেন।

ততঃ পুনর্মহাদেবং শুদ্ধজ্ঞানী মহামতিঃ ।
নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ দেবদেবং কৃপানিধিম্ ॥ ৪৭

নারদ উবাচ ।

ত্বামুপাস্য তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্ ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সম্প্রাপ্তপরমাস্পদাঃ ॥
যুষ্মাকং যৎ সমারাধ্যং দৈবতং পূর্ণমব্যয়ম্ ।
তন্মে কথায় দেবেশ যদি তে ময্যনুগ্রহ ॥ ৪৯
এতাদৃশং মহৈশ্বর্য্যং যৎপ্রসাদাচ্চ লব্ধবান্ ।
তচ্চেদ্বদসি মে দেব তদা সানুগ্রহো ময়ি ॥ ৫০

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যেবং প্রতি ভাষিতো মুনিবরং
শ্রীনারদং শঙ্করঃ, কৃত্বাসৌ প্রণিধানমেব
সততং যোগীশ্বরঃ সাদরঃ ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্বুজং হৃদি মুহুর্ধ্যায়ন্ যদেকং পরং,
পূর্ণং ব্রহ্ম তদেব নির্ম্মলমতির্বক্তুং
সমারব্ধবান্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে নারদপ্রশ্নো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মহামতি শুদ্ধজ্ঞানী নারদ এইবার আবার সেই দেবদেব কৃপানিধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন,—দেব! আপনাকে, বিষ্ণুকে এবং ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্রাদি লোকপালেরা উত্তম পদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হে দেবেশ! আপনাদিগের যিনি আরাধ্য, সেই পূর্ণ অব্যয় দেব কে? যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে তাহাই প্রকাশ করিয়া বলুন। আর এক কথা,—আপনারা যাঁহার প্রসাদে ঈদৃশ মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও যদি বলেন, তবে বুঝিব, আমার প্রতি আপনাদিগের অসীম অনুগ্রহ। ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর নারদ এই কথা কহিলে, নির্ম্মলচেতা ভগবান্ যোগিবরশঙ্কর সযত্নে অতি প্রণিধান সহকারে শ্রীশ্রীদুর্গার চরণপদ্ম বহুবার হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যিনি একমাত্র পরিপূর্ণ পরমব্রহ্ম, তাঁহারই বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪—৫১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যা মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা জগদাদ্যা সনাতনী ।
সৈব সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সাস্মাকং দেবতাপি চ ॥
অয়মেকো যথা ব্রহ্মা তথা চায়ং জনার্দ্দনঃ ।
যথা মহেশ্বরশ্চাহং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ২
এবং হি কোটিকোটীনাং নানাব্রহ্মাণ্ডবাসিনাম্ ।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং বিধাত্রী সা মহেশ্বরী ॥ ৩
অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী ।
তয়ৈতৎ সৃজ্যতে বিশ্বং তয়ৈব পরিপাল্যতে ॥ ৪
বিনাশ্যতে তয়ৈবান্তে মোহ্যতে চ তয়া জগৎ ।
সৈব স্বলীলয়া পূর্ণা দক্ষকন্যাভবৎ পুরা ॥ ৫
তথা হিমবতঃ পুত্রী তথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
অংশেন বিষ্ণোর্বনিতা সাবিত্রী ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৬

নারদ উবাচ ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ ময়ি প্রীতিরনুত্তমা ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন, যিনি মূল প্রকৃতি সূক্ষ্মা সনাতনী জগদম্বিকা, তিনিই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম। তিনিই আমাদিগের দেবতা। এই যে একমাত্র ব্রহ্মা, এই যে, জনার্দ্দন এবং এই যে আমি, আমরা যেমন সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকর্ত্তৃরূপে বিরাজ করিতেছি, এইরূপ জগদ্ব্রহ্মাণ্ডবাসী কোটি কোটি জীবনিবহের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস বিষয়ে সেই মহেশ্বরীই একমাত্র কর্ত্রী। সেই মহাদেবীর কোনও রূপ নাই; কিন্তু তিনি লীলাবশে দেহধারিণী। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ বিধান করিতেছেন। তিনিই এই জগৎ মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনিই লীলাবশে পূর্ব্বকালে পূর্ণরূপে দক্ষকন্যা সতী হইয়া জন্ম লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই শেষে হিমালয়ের কন্যা উমা এবং আংশিকরূপে বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ব্রহ্মবনিতা সাবিত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ১-৬। নারদ বলিলেন,—হে মহামতে, দেবেশ্বর! আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়া

তদা কথয় মে নাথ বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৭
যথা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা দক্ষকন্যাভবৎ পুরা ।
যথা চ তাং হরঃ প্রাপ পত্নীং ব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥৮
পুনশ্চ সা যথা জাতা হিমালয়গৃহে সুতা ।
যথা ভূয়োঽপি তাং প্রাপ মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥
যথা সা সুষুবে পুত্রৌ মহাবলপরাক্রমৌ ।
কার্ত্তিকেয়গণেশাখ্যৌ ষড়াননগজাননৌ ॥ ১০

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

আসীজ্জগদিদং পূর্ব্বমনর্কশশিতারকম্ ।
অহোরাত্রাদিরহিতং রসত্যক্তমদিঙ্মুখম্ ॥ ১১
শব্দস্পর্শাদিরহিতমন্যতেজোবিবর্জ্জিতম্ ।
তৎ সদ্ব্রহ্মেতি যৎ শ্রুত্যা সদেকং প্রতিপাদ্যতে
স্থিতা প্রকৃতিরেকা সা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা ।
শুদ্ধজ্ঞানময়ী নিত্যা বাচাতীতা সুনিষ্কলা ॥১৩
দুর্গম্যা যোগিভিঃ সর্ব্বব্যাপিনী নিরুপদ্রবা ।
নিত্যানন্দময়ী সূক্ষ্মা গুরুত্বাদিভিরুজ্ঝিতা ॥১৪
সৃষ্টীচ্ছা সমভূত্তস্যা যদা সৈবেদেব হি ।
অরূপাপি দধে রূপং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ পরা ॥১৫
ভিন্নাঞ্জননিভা চারুফুল্লাম্ভোজবরাননা ।
চতুর্ভুজা রক্তনেত্রা মুক্তকেশী দিগম্বরা ।
পীনোত্তুঙ্গস্তনী ভীমা সিংহপৃষ্ঠনিষেদুষী ॥ ১৬
ততঃ সা স্বেচ্ছয়া স্বীয়ৈ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ ॥
সসর্জ্জ পুরুষং সদ্যশ্চৈতন্যপরিবর্জ্জিতম্ ।
তং জাতংপুরুষং বীক্ষ সত্ত্বাদিত্রিগুণাত্মকম্ ॥১৮
সিসৃক্ষামাত্মনস্তস্মিন্ সমাক্র মমদিচ্ছয়া ।
ততঃ স শক্তিমান্ ভূত্বা পুরুষস্তদ্গুণত্রয়ৈ ।
ত্রয়ো বভূবুঃ পুরুষা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাহ্বয়া ॥ ১৯

থাকেন, এবং আমার উপর যদি আপনার প্রকৃষ্ট প্রীতি থাকে, তবে হে নাথ! আমার উপস্থিত জিজ্ঞাস্য বিষয় বিস্তারক্রমে ব্যক্ত করুন। আমার জিজ্ঞাস্য এই,—সেই পূর্ণরূপিণী প্রকৃতি দেবী পুরাকালে কিরূপে দক্ষকন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, হর কিরূপে সেই ব্রহ্মস্বরূপিণীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তিনি কিরূপে হিমালয়নিলয়ে কন্যা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ত্রিলোচন মহাদেব পুনরপি কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন, পরে কিরূপেই বা সেই মহাদেবী মহাবলপরাক্রম কার্ত্তিকেয় ও গণেশনামক পুত্রদ্বয়কে প্রসব করিয়াছিলেন? এই সকল তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। মহাদেব বলিলেন,—সর্ব্বপ্রথম এই জগৎ এরূপ ছিল না, ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র বা অন্য কোন জ্যোতিঃ পদার্থ কিম্বা শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; কেবলমাত্র শ্রুতিবাক্যে যিনি সেই তৎসৎ ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হন, একমাত্র সেই প্রকৃতি দেবীই সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই দেবী শুদ্ধজ্ঞানময়ী, নিত্যা, বাগতীতা সুনিষ্কলা। তিনি যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয়, সর্ব্বত্র তাঁহার অধিষ্ঠান এবং তাঁহাতে কোন উপদ্রবই নাই। তিনি নিত্যানন্দময়ী, সূক্ষ্মা অথচ গুরুত্বাদি বিবিধ গুণে উর্জ্জিতা। সেই নিত্যা প্রকৃতির যখন সৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা হইল তখন তিনি রূপবিহীনা হইলেও ইচ্ছামাত্র অবিলম্বে এক পরমরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি স্নিগ্ধকজ্জলবৎ শ্যামবর্ণ এবং মুখমণ্ডল প্রফুল্ল পঙ্কজবৎ মনোজ্ঞ। তিনি চতুর্ভুজা, তাঁহার নেত্র রক্তবর্ণ, কেশকলাপ আলুলায়িত। তিনি দিগ্বসনা, তাঁহার স্তনদ্বয় পীন অথচ উত্তুঙ্গ। তিনি সিংহপৃষ্ঠে আসীনা, তাঁহার আকৃতি অতি ভীষণা। ৭—১৬। অনন্তর সেই সূক্ষ্মা প্রকৃতি স্বেচ্ছাক্রমে ঈদৃশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু সেই পুরুষকে চৈতন্যহীন ও মাত্র ত্রিগুণাত্মকরূপে জন্মিতে দেখিয়া তখন সেই পুরুষে স্বেচ্ছাক্রমে শক্তিসহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত করিলেন। তাহাতে সেই পুরুষ শক্তিলাভে সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণযুত হইয়া একাকীই ত্রিবিধরূপে পরিণত হইলেন,—অর্থাৎ রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু এবং তমোগুণে মহেশ্বর নামে

তথাপি ব্রাহ্মতে নৈব সৃষ্টিরেবং বিলোক্য সা।
দ্বিধা চক্রে পুমাংসস্তান্ জীবঞ্চ পরমং তথা ॥
দ্বিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
মায়া বিদ্যা চ পরমা চেত্যেবং সা ত্রিধাভবৎ ॥
মায়া বিমোহিনীং পুংসাং যা সংসারপ্রবর্ত্তিকা
পরিস্পন্দাদিশক্তির্যা পুংসাং সা পরমা মতা ॥২২
তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা চৈব সা সংসারনিবর্ত্তিকা ॥ ২৩
মায়াবৃতো হি জীবস্তাং পরমাং নেক্ষতে মুনে।
তাভ্যাং সমাশ্রিতাস্তেঽপি পুরুষা বিষয়ৈষিণঃ
বভূবুর্মুনিশার্দ্দূল মুগ্ধাস্তন্মায়য়া তদা।
সা তৃতীয়া পরা বিদ্যা পঞ্চধা যাভবৎ স্বয়ম্ ॥২৫
গঙ্গা দুর্গা চ সাবিত্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী।
সা প্রাহ প্রকৃতির্বিদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥২৬
প্রত্যক্ষগা জগদ্ধাত্রী বিনিয়োজ্য পৃথক্ পৃথক্
সৃষ্ট্যর্থং পুরুষা যূয়ং ময়া সৃষ্টা নিজেচ্ছয়া।
তৎ কুরুধ্বং মহাভাগা যথেচ্ছা মম বায়তে ॥২৭

ব্রহ্মা সৃজতু ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
বিবিধানি বিচিত্রাণি চাসংখ্যেয়ানি সংযতঃ ॥২৮
বিষ্ণুরেব মহাবাহুঃ করোতু পরিপালনম্।
নিহন্তা জগতাং ক্ষোভকারকাণ্ বলিনাং বরঃ
শিবস্তমোগুণাক্রান্তঃ শেষে সর্ব্বমিদং জগৎ।
নাশয়িষ্যতি নাশেচ্ছা যদা মে সম্ভবিষ্যতি ॥৩০
পরস্পরঞ্চ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যেষু ত্রিষু বৈ ত্রয়ম্।
বিধাতব্যং হি সাহায্যং যুষ্মাভিঃ পুরুষত্রয়ৈঃ ॥
অহঞ্চ পঞ্চধা ভূত্বা সাবিত্র্যাদ্যা বরাঙ্গনাঃ।
ভবতাং বনিতা ভূত্বা বিহরিষ্যে নিজেচ্ছয়া ॥৩২
তথা শতশ্চ সম্ভূয় সর্ব্বজন্তুষু যোষিতঃ।
প্রসবিষ্যামি ভূতানি বিবিধানি নিজেচ্ছয়া ॥৩৩
ব্রহ্মংস্ত্বং মানসীং সৃষ্টিং করোতু মম শাসনাৎ
সাম্প্রতং নান্যথা সৃষ্টিবিস্তৃতেয়ং ভবিষ্যতি ॥৩৪
ইত্যুক্ত্বা তান্ মহাবিদ্যা প্রকৃতিঃ সা পরাৎপরা
স্বয়মন্তর্দ্দধে তেষাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ৩৫

প্রখ্যাত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও সৃষ্টি-বিস্তার হইল না, দেখিয়া সেই পরমা প্রকৃতি ঐ ব্রহ্মাদি পুরুষত্রয়কে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইরূপে বিভাগ করিলেন এবং ঐ দেবীও স্বয়ং মায়া পরমা ও বিদ্যা এই তিন রূপে পরিণত হইলেন। যিনি জীবনিবহকে বিমোহিত করিয়া সংসারে প্রবর্ত্তিত করান, তাঁহার নাম মায়া, জীবগণের পরিস্পন্দাদি শক্তির নাম পরমা আর যিনি সংসারনিবৃত্তি-কারিণী, তাঁহার নাম বিদ্যা। এই বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা। হে মুনিবর! মায়া ও পরমা শক্তির আশ্রয়েই জীবগণ বিষয়াসক্ত হইয়া সংসারমগ্ন হয়। সেই তৃতীয়া পরা বিদ্যা স্বয়ং পঞ্চ প্রকারে পরিণত হইলেন, যথা—গঙ্গা, সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। উক্ত বিদ্যারূপিণী প্রকৃতি জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহা-দিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বিনিয়োগপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পুরুষত্রয়! আমি জগৎ সৃষ্টি করিবার বাসনায় স্বেচ্ছাক্রমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। হে মহাভাগগণ! তোমরা আমার ইচ্ছানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মা, তুমি সংযত হইয়া এই বিবিধ বিচিত্র অসংখ্য চরাচর সৃষ্টি কর। বিষ্ণু, তোমার বাহুবল আছে, তুমি সমস্ত উপদ্রব নিবারণান্তে ঐ সকল পরিপালন কর, আর হে মহা-বল শিব! আমার যখন ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন তুমি তমোগুণে আক্রান্ত হইয়া বিশ্ববিদ্রোহীদিগকে ও এই জগৎকে ধ্বংস করিতে থাকিবে। এই-রূপে আমার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তোমরা তিন-জনে আমার সাহায্য কর। আমি ইচ্ছা-ক্রমে সাবিত্রী প্রভৃতি পঞ্চ বরবর্ণিনীরূপে পরিণত হইয়া তোমাদিগের পত্নীরূপে বিহার করিব।১৭—৩২। তৎপরে অংশক্রমে আমি সর্ব্বপ্রাণীদিগের মধ্যে নানা নারীযোনিতে জন্ম লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিবিধ ভূতসৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইব। হে ব্রহ্মন্! তুমি সম্প্রতি আমার আদেশে মানসী সৃষ্টি আরম্ভ কর, কারণ তাহা না হইলে সৃষ্টিবিস্তার ঘটিবে না। সেই পরাৎপরা মহাবিদ্যা প্রকৃতি স্বয়ং এই কথা কহিয়া সেই ব্রহ্মা প্রভৃতির সম্মুখেই

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা ব্রহ্মা স্রষ্টুং প্রচক্রমে।
তত্রাদাবসৃজত্তোয়ং তত্র শম্ভুর্মহামতিঃ ॥ ৩৮
পূর্ণাং তাং প্রকৃতিং লব্ধুং পত্নীভাবেন সংযতঃ
তপসারাধিতুং ভক্ত্যা সমারেভে মহেশ্বরীম্ ॥
তজ্জ্ঞাত্বা জ্ঞাননেত্রেণ বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
সোঽপি তামেব সংলব্ধুং তপস্তপ্তুমুপাবিশৎ ॥
তজ্জ্ঞাত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টিং ত্যক্ত্বা সুনিশ্চলঃ
তথাভিলষিতং কৃত্বা তপসে সমুপাবিশৎ ॥ ৩৯
এবং সমারাধয়তাং ত্রয়াণাং প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
তপসস্তু পরীক্ষার্থং তেষামন্তিকমাযযৌ ॥ ৪০
দধতী ভীষণাং মূর্ত্তিং ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিণীম্।
তাং দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তো ব্রহ্মাভূদ্বিমুখস্তদা ॥ ৪১
সাপি তৎসম্মুখং প্রায়াৎ ততোঽপি বিমুখস্থিতঃ
এবং সাপি চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বারমুপাগমৎ ॥ ৪২

সোঽপি ভূত্বা চতুর্ব্বক্ত্রো মহাভীতস্তথৈব হি।
তপস্ত্যক্ত্বা ভয়ত্রস্তঃ পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ৪৩
অথ সা প্রযযৌ তত্র বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
তপশ্চরতি সংযুক্তো মহা[illegible] ॥ ৪৪
তথা দৃষ্ট্বা চ তাং সোঽপি মহাভীতস্তদাভবৎ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
মুদ্রিতাক্ষস্তপস্ত্যক্ত্বা মগ্নোঽভূজ্জলমধ্যতঃ ॥ ৪৫
এবং তয়োশ্চ তপসি ভগ্নে সা ভীমরূপিণী।
মহেশসন্নিধিং প্রায়াচ্চ ধ্যাননিবারণে ॥ ৪৬
সমর্থাভূন্মহেশস্য কদাচিদপি সা নহি।
জ্ঞাত্বা বিজ্ঞাননেত্রেণ প্রকৃতিং ভীমরূপিণীম্ ॥
পরীক্ষার্থং সমায়াতাং সমাধৌ সংস্থিতো হরঃ।
তেন তুষ্টা ভগবতী স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা।
পূর্ণৈব গিরিশং প্রাপ গঙ্গা-দুর্গাস্বরূপিণী ॥ ৪৭

অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা সেই পরমা প্রকৃতির আদেশে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন। মহামতি শম্ভু সেই জলে যোগাসনে বসিলেন এবং সেই মহেশ্বরী পরমা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য সংযতচিত্তে ভক্তিভাবে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এদিকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ বিষ্ণুও তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা এই সংবাদ জানিয়া সৃষ্টিকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রাপ্তি উদ্দেশে তপস্যায় নিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে সেই পরমা প্রকৃতিকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা তিন জনেই আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের তপস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য তিন জনেরই নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। এই সময় সেই দেবী ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিণী এক অতি ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করেন, তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ভয়বিহ্বল হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, দেবীও সেই সেই দিকে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে ক্রমে চারিদিকেই মুখ ফিরাইলেন, দেবীও তাঁহার চারিদিকেই উপস্থিত। ব্রহ্মা তখন আর কি করিবেন, তাঁহার চারিখানি মুখ হইল; কিন্তু চারিদিকেই সেই দেবীকে দেখিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি ত্রাসে তপস্যা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে সেই সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ বিষ্ণু, দেবীর সেই ভীষণ আকার দর্শনে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার তপস্যা বিদূরিত হইল। তিনি জলমগ্ন হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর তপোভঙ্গ হইলে, সেই ভীমরূপিণী দেবী মহেশের ধ্যানভঙ্গার্থ তৎপার্শ্বে গমন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! মহেশের ধ্যান-ভঙ্গে তিনি অসমর্থা হইলেন। ভগবান্ হর যখন জ্ঞানবলে জানিলেন যে, প্রকৃতি দেবী ভীমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের তপস্যা পরীক্ষার্থ আসিয়াছেন, তখন তিনি সমাধিব্যাপারে আরও অচল ও অটল হইয়া রহিলেন। হরের তাদৃশ সমাধিতে ভগবতী তুষ্টা হইয়া পূর্ণাধারে গঙ্গারূপে গিরিশকে প্রাপ্ত হইলেন।

অংশেন ভূত্বা সাবিত্রী প্রাক্স্বীকৃতবশেন তু ।
পতিমাপ বিধিং দেবী তথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥৫০
ভূত্বা প্রাপ পতিং বিষ্ণুং নিজাংশেন মহামুনে ॥
অথ ভগ্নসমাধিস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা ক্ষিত্যাদি ভূতানি তত্ত্বানি চ মহামতে ।
সসর্জ্জ তনয়াংশ্চাপি মানসান্ দশ তৎক্ষণাৎ ॥
মরীচিমত্রিং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ নারদঞ্চ তথা ভৃগুম্ ॥ ৫৩
পুলস্ত্যং সর্ব্ব এবৈতে ব্রহ্মতুল্যা মহামতে ।
সসর্জ্জ দক্ষপ্রমুখান্ প্রজাধীশাংশ্চ মানসান্ ৫৪
সন্ধ্যাঞ্চ মানসীং কন্যাং কামঞ্চাপি মনোভবম্
তং পুংস্ত্রীণাং বিহারার্থং স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে
স্বয়ং নিয়োজয়ামাস পুরুষং কামরূপিণম্ ।
পৌষ্পাণি পঞ্চ বাণানি ধনুঃ পুষ্পময়ং তথা ॥৫৬
সর্ব্বলোকবিমোহায় দদৌ তস্মৈ প্রজাপতিঃ ।

তৎপরে পূর্ব্ব অঙ্গীকারবশে সতীদেবী অংশক্রমে সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মাকে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে বিষ্ণুকে পতিত্বে বরণ করিলেন। হে মহামুনে! অনন্তর সমাধি-ভ্রষ্ট লোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্ষিত্যাদি ভূতবর্গ ও তত্ত্ব সকল অবলোকনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দশটী মানস তনয় উৎপাদন করিলেন যথা—মরীচি, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, নারদ, ভৃগু ও পুলস্ত্য। হে মহামতে! ব্রহ্মার উক্ত দশটী মানস পুত্রই তুল্য। অতঃপর ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রমুখ মহাপ্রজ্ঞ মন্ত্রিস পুত্রগণ, সন্ধ্যানাম্নী কন্যা এবং মহাপ্রভাব কামদেব উৎপন্ন হইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকস্থ স্ত্রী-পুরুষদিগের বিমোহনের জন্যই এই কামদেবের উৎপত্তি। ব্রহ্মা এই কামরূপী পুরুষকে স্বয়ংই ত্রিলোকবাসীর বিমোহন ব্যাপারে নিযুক্ত করিলেন এবং সমস্ত লোক বিমুগ্ধ করিবার জন্যই প্রজাপতি তাঁহাকে পুষ্পময় পঞ্চবাণ ও পুষ্পময় ধনু নিরূপণ করিয়া দিলেন।

ততো ব্রহ্মা দ্বিধা চক্রে স্বকীয়ং বপুরুত্তমম্ ॥৫৭
বামার্দ্ধং শতরূপাখ্যা জাতা স্ত্রী চারুরূপিণী ।
দক্ষিণার্দ্ধং সমভবন্নাম্না স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ ৫৮
স তাং জগ্রাহ চার্ব্বঙ্গীং ভার্য্যাত্বেন মনূত্তমঃ ।
বিমুগ্ধঃ পঞ্চবাণেন পঞ্চভিঃ কৌসুমায়ুধৈঃ ॥ ৫৯
স তস্যাং শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাঃ সুতদ্বয়ম্ ।
উৎপাদয়ামাস তদা মনুঃ স্বায়ম্ভুবো মুনে ॥ ৬০
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিশ্চেতি কন্যকাঃ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ দেবর্ষিসত্তম ॥৬১
আকূতিং রুচয়ে প্রাদান্মধ্যমাং কর্দ্দমায় তু ।
দক্ষায় প্রদদৌ কন্যাং তৃতীয়াং চারুরূপিণীম্ ॥
কর্দ্দমো জনয়ামাস দেবহূত্যাং সুতান্ বহূন্ ।
অরুন্ধতীপ্রভৃতয়ো বশিষ্ঠাদিস্ত্রিয়শ্চ তাঃ ॥ ৬৩
দক্ষস্যাপি সমুদ্ভূতাঃ কন্যাকানাং চতুর্দ্দশ ।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কাষ্ঠা চারিষ্টা সুরসা তিমিঃ
মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা বিনতা কদ্রুরেব চ ।
স্বাহা ভানুমতী চেতি তাসামাখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার বামাংশ হইতে একটী স্ত্রী এবং দক্ষিণাংশ হইতে এক পুরুষ উৎপাদন করিলেন। উক্ত স্ত্রীর নাম শতরূপা এবং পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু। মনু কামশরের আয়ত্ত হইয়া ঐ শোভনাঙ্গী শতরূপাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। শতরূপার গর্ভে মনুর তিন কন্যা ও দুই পুত্র উৎপন্ন হইল।৩৩—৫৮ মনুর জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম অকূতি, মধ্যমার নাম দেবহূতি, এবং কনিষ্ঠার নাম প্রসূতি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত ও কনিষ্ঠের নাম উত্তানপাদ। মনু তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে রুচি ঋষির করে, মধ্যমা দেবহূতিকে কর্দ্দমের করে এবং কনিষ্ঠা প্রসূতিকে দক্ষের করে সম্প্রদান করেন। মহর্ষি কর্দ্দম দেবহূতির গর্ভে অনেক সন্তান এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি কতিপয় কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কন্যা বশিষ্ঠাদি মহর্ষিবর্গকে পতিত্বে বরণ করেন। অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা তিমি, মুনি, ক্রোধবশা,

তাসাং স্বাহামগ্নয়েঽদাৎ কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
কশ্যপস্তাসু পত্নীষু প্রজা নানাবিধাঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৬
উৎপাদয়ামাস ততস্তৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ।
এবং সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৬৭
তং প্রাপ প্রকৃতির্দ্দেবী স্বাংশেন মহামতে ।
সাবিত্রী যা দ্বিজৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্ধ্যাত্রয় উপাস্যতে
তথাংশেন সমুৎপন্না লক্ষ্মীশ্চাপি সরস্বতী ।
ত্রিজগৎপালকং বিষ্ণুং পতিং প্রাপ স্বলীলয়া ॥
এবং তৌ বিষয়াসক্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণু বভূবতুঃ ॥ ৭০
শিবোঽভূৎ পরমো যোগী সাক্ষাত্তাং প্রকৃতিং পরাম্ ।
অবিচ্ছিন্ন পূর্ণভাবেন পত্নীং দেবর্ষিসত্তম ॥ ৭১
তথা তপস্যত স্তস্য শম্ভোঃ প্রকৃতিরুত্তমা ।
প্রসন্না বচনং প্রাহ প্রত্যক্ষং জগদম্বিকা ॥ ৭২

প্রকৃতিরুবাচ ।

কিং তেঽভিলষিতং শম্ভো বরং তদ্বরয়স্ব মে ।
দাস্যামি পরমপ্রীতা তপসা সমুপাসিতা ॥ ৭৩

শিব উবাচ ।

পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতং যচ্চ পঞ্চ ভূত্বা বরাঙ্গনাঃ ।
সমবাপ্স্যসি চাস্মাংস্ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ৭৪
তত্র প্রাপ্তাসি সাবিত্রী স্বাংশেন বিধাতরম্ ।
তথা বিষ্ণুং নিজাংশেন ভূত্বা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী
কিন্তু মাং পরমা পূর্ণা প্রকৃতিঃ স্বয়মেব হি ।
ত্বমেহি জন্ম সম্প্রাপ্য কুত্রচিন্নিজলীলয়া ॥ ৭৬

প্রকৃতিরুবাচ ।

পূর্ণা প্রকৃতিরেবাহং ভবিষ্যে তব গেহিনী ।
সম্ভূয় তনয়া চারুদেহা দক্ষপ্রজাপতেঃ ॥ ৭৭
যদা দেহাভিমানেন ভবিষ্যতি ময়ি ত্বয়ি ।
মন্দাদরস্ত দক্ষঃ স তদাহং তং বিমোহ্য বৈ ॥ ৭৮
মায়য়েবাগমিষ্যামি ভূয়ঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ।
তদা ত্বয়া মে বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি মহেশ্বর ॥ ৭৯
কিয়ৎকালং ততশ্চাহং ভূত্বা হিমবতঃ সুতা ।

উত্তমা, বিনতা, কদ্রু, স্বাহা ও ভানুমতী নামে দক্ষপ্রজাপতির চতুর্দ্দশটী কন্যা উৎপন্ন হন। তন্মধ্যে স্বাহানাম্নী কন্যা অগ্নিকে দান করেন, অবশিষ্ট ত্রয়োদশটী কন্যা মহর্ষি কশ্যপের পত্নী হইয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ ঐ সকল পত্নীতে বহুবিধ প্রজা উৎপাদন করেন। সেই সমস্ত প্রজা দ্বারাই এই অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন। হে মহামতে! পূর্ণা প্রকৃতি দেবী ঐ সময় আপন অংশে সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মাকে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে লীলাবশে ত্রিভুবন-পতি বিষ্ণুকে পতিত্বে বরণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই তৎকালে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহাদেব তৎকালে সেই পরা প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবার আশয়ে পুনরায় দৃঢ় যোগাসনে থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মূলপ্রকৃতি জগদম্বিকা প্রসন্ন হইলেন, তিনি তখন ত্রিনয়নের নয়নপথে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে শম্ভো! তোমার অভিলাষ কি? তাহা বল। আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ৫৯—৭৩। শিব বলিলেন,—আপনি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, পাঁচটী প্রধান কামিনী হইয়া আমাদিগকে পতিত্বে বরণ করিবেন, সেই প্রতিশ্রুতিবশে আপনি স্বীয় অংশে সাবিত্রী ও লক্ষ্মী-সরস্বতী হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নিজ লীলাবশে কোন এক স্থানে পূর্ণরূপে আপনি আবির্ভূতা হইয়া আমাকে পতিত্বে গ্রহণ করুন। প্রকৃতি বলিলেন,—আমি পূর্ণা প্রকৃতিরূপেই তোমার গৃহিণী হইব। আমি দিব্যদেহ হইয়া দক্ষ প্রজাপতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিব। তুমি আমার পতি হইবে। কিন্তু যখন আমাদিগের উভয়ের প্রতি পিতা দক্ষ প্রজাপতি অনাদর প্রকাশ করিবেন, তখন আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বীয় উত্তম স্থানে গমন করিব। হে মহেশ্বর! তৎকালে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিবে। ঐ সময় তুমিও আমার বিচ্ছেদে

শরীরার্দ্ধহরা জায়া ভবিষ্যামি মহামতে ॥ ৮০
নিমা ত্বাং নৈব কুত্রাপি স্থাস্যামি পরমেশ্বর ।
তথা ত্বমপি কুত্রাপি নৈব স্থাস্যসি মাং বিনা ।
এবং হি পরমা প্রীতিরাবয়োঃ সম্ভবিষ্যতি ॥৮১

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা সা মহেশানং প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
অন্তর্দধে মুনিশ্রেষ্ঠ হরঃ প্রীতমনা অভূৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
সৃষ্টিপ্রকরণবর্ণনং নাম তৃতীয়ো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথৈকদা জগৎস্রষ্টা প্রাহ দক্ষং প্রজাপতিঃ ।
হর্ষয়ন্ শৃণু পুত্র ত্বং বক্ষ্যে তব হিতং বচঃ ॥১
প্রকৃতিঃ পরমা পূর্ণা শম্ভুনারাধিতা স্বয়ম্ ।
যাচিতা বনিতাভাবাত্তথেত্যঙ্গীকৃতং তয়া ॥ ২

কুত্রাপি শান্তিসুখে অবস্থান করিতে পারিবে না। যাহা হউক, এইরূপ ভাবে ক্রমে ভবিষ্যতে আমাদিগের পরমা প্রীতি উৎপন্ন হইবে। মহাদেব বলিলেন,—সেই পরমা প্রকৃতি মহেশী পরমেশ্বরী এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তখন ভগবান্ হর অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন ।৭৪—৮২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর একদা জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে হর্ষিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—পুত্র ! আমি তোমাকে এক হিত কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, শম্ভু পরমা প্রকৃতিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য বর গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও হরের পত্নী হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

তস্মাদবশ্যং কুত্রাপি সমুৎপন্না মহেশ্বরম্ ।
পতিমাপ্স্যতি সা নূনং তত্র নাস্ত্যেব সংশয়ঃ ॥
সা যথা ত্বৎসুতা ভূত্বা হরপত্নী ভবিষ্যতি ।
তথা প্রার্থয় সদ্ভক্ত্যা মহোগ্রতপসা চ তাম্ ॥৪
সা যস্য তনয়া লোকে সম্ভবিষ্যতি ভাগ্যতঃ ।
সফলং জীবনং তস্য ধন্যাস্তৎপিতরোঽপি চ ॥৫
তস্মাদ্ যতস্ব মদ্বাক্যাদুৎপাদ্যাং তাং জগদম্বিকাম্ ।
পুত্রীং প্রাপ্য জগদ্বন্দ্যাং স্বজন্ম সফলং কুরু

দক্ষ উবাচ ।

এবমেব পিতর্নূনং যতিষ্যে তব শাসনাৎ ।
যথা সা মৎসুতা সাক্ষাৎ প্রকৃতিঃ সম্ভবিষ্যতি ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বেধসং দক্ষঃ প্রজাপতিরতিদ্রুতম্ ।
ক্ষীরোদতীরমাগত্য সমারাধয়দম্বিকাম্ ॥ ৮
দিব্যবর্ষসহস্রাণাং নিনায় ত্রিতয়ং মুনে ।

সুতরাং সেই পরমেশ্বরী অবশ্যই কোথাও না কোথাও উৎপন্ন হইবেন এবং নিশ্চয়ই শম্ভুকে পতিরূপে লাভ করিবেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহা হউক, সেই হরপত্নী যাহাতে তোমারই কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তুমি ভক্তিভরে তপস্যা করিয়া সেইরূপ বরই প্রার্থনা কর। দেখ, সেই পরমেশ্বরী ভাগ্যক্রমে যাঁহার কন্যা হইবেন, তাঁহারই জীবন সফল হইবে এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণও ধন্য হইবেন। অতএব সেই জগদ্বন্দ্যা জগদম্বিকা পরমা প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে তুমিই তাঁহাকে পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় জন্ম সার্থক কর। ১—৬। দক্ষ বলিলেন,—হে পিতঃ ! সেই প্রকৃতি দেবী যাহাতে আমার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, আমি আপনার আদেশে সে পক্ষে যথাশক্তি যত্ন করিব। মহাদেব বলিলেন,—দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া সত্বর ক্ষীরোদ-সাগরতীরে আগমন করিয়া জগদম্বিকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মুনে ! দক্ষ উপবাসাদি দ্বারা ভগবতীকে

আরাধয়ন্ ভগবতীং প্রবাসান্ত্রিভিঃ স বৈ ॥ ৯
তথা তপস্তস্তং সাপি প্রত্যক্ষমভবচ্ছিবা।
স্নিগ্ধাঞ্জননিভা চারু-পীনবাহুচতুষ্টয়ী ॥ ১০
খড়্গাভয়াভয়বরকরা নীলোৎপলেক্ষণা।
সুগরুদশনা চারু-মুণ্ডমালাবিভূষণা ॥ ১১
দিগম্বরা মুক্তকেশী মণিদামবিভূষিতা।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভা ॥ ১২
সা প্রাহ দক্ষং কিং বৎস মত্তঃ প্রার্থয়সি দ্রুতম্
তৎশ্রীত্যাহং প্রদাস্যামি তব ভাবাৎ প্রজাপতে

দক্ষ উবাচ।

যদি প্রসন্না মাতস্ত্বং ময়ি দাসে ভবানঘে।
তদা মম সুতা ভূত্বা জন্ম প্রাপ্নুহি মদ্গৃহে ॥১৪

দেব্যুবাচ।

শম্ভুনা প্রার্থিতা পত্নী কামেনাহং স্বয়ং পরা।
সংকল্পো কৃতশ্চিজ্জন্মেত্যেবমঙ্গীকৃতঃ পুরা ॥ ১৫

তজ্জন্ম প্রাপ্যতে গেহে ভবিষ্যাম্যস্য গেহিনী
তপসানেন তুষ্টাহং পূর্ব্বৈ প্রকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬
লসৎকনকগৌরাঙ্গী ভবিষ্যে তব নন্দিনী।
চার্ব্বঙ্গী সৌম্যরূপা চ স্বাস্থেহহং ভাবদেব হি
যাবত্তে তপসঃ পুণ্যং ক্ষীণত্বং নাভ্যুপৈতি বৈ
ক্ষীণে তু তপসঃ পুণ্যে ময়ি মন্দাদরো ভবান্
ভবিষ্যতি তদৈবাহং পুনরেতাদৃশং বপুঃ।
ধৃত্বা তব পুরো গত্বা গমিষ্যে স্বীয়মালয়ম্ ॥ ১৭
বিমোহ্য মায়য়া সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ত্রিজগন্মাতা দক্ষং প্রকৃতিরুত্তমা।
অন্তর্দধে মুনিশ্রেষ্ঠ সহসা তস্য পশ্যতঃ ॥ ১৯
দক্ষোহপি স্বপুরং গত্বা বেধসং অভ্যবেদয়ৎ।
বস্য যচ্চ জগদ্ধাত্র্যা দত্তং প্রীত্যা জগৎপাতা

আরাধনা করিতে করিতে দিব্য ত্রিসহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার তাদৃশ তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতী শিবা প্রত্যক্ষত আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার দেহপ্রভা স্নিগ্ধ অঞ্জনতুল্য, বাহুচতুষ্টয় আজানুলম্বিত ও দেখিতে সুন্দর; তিনি করে খড়্গা, অভয় প্রভৃতি ধারণ করিতেছেন; তাঁহার নয়ন নীলোৎপলনিভ, দশনপংক্তি সুচারু, এবং তিনি মুণ্ডমালায় মণ্ডিত। তিনি দিগম্বরী, মুক্তকেশী ও বিবিধ মালায় বিভূষিত। তাঁহার দেহপ্রভা মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডবৎ সমুজ্জ্বল এবং তিনি সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা। সেই দেবী ঈদৃশরূপে দক্ষের অক্ষিগোচর হইয়া বলিলেন,—বৎস! আমার নিকট তুমি কি প্রার্থনা কর? শীঘ্র বল, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। সুতরাং হে প্রজাপতে! তোমার অভীষ্ট বর আমি দান করিব। দক্ষ বলিলেন,—হে অনঘে মাতঃ! যদি তুমি এই দাসের প্রতি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে আমার কন্যা হইয়া আমারই গৃহে জন্মগ্রহণ কর। দেবী কহিলেন,—স্বয়ং শম্ভু আমাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়াছেন, সেইজন্ত আমি তোমারই গৃহে জন্ম লইয়া হরগৃহিণী হইব। শম্ভু আমায় তপস্তায় তুষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং আমি স্বয়ং প্রকৃতি দেবী পূর্ণরূপেই তাঁহার পত্নী হইবার জন্ত তোমার কন্যা হইয়া জন্মিব। তখন আমি তপ্তকাঞ্চনবৎ উজ্জ্বল-গৌরাঙ্গী হইব। আমার আকৃতি প্রিয়দর্শন হইবে। তবে কথা এই যে, যতদিন তোমার তপঃসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া না যাইবে, ততদিনই আমি ঐরূপে তোমার গৃহে অবস্থান করিব। কিন্তু যখন তোমার তপঃপুণ্য ক্ষয় পাইবে এবং আমার প্রতিও তুমি হতাদর হইবে, তখনই আমি আবার এইরূপ দেহ ধারণ করিব এবং তোমারই সমক্ষে এই চরাচর নিখিল জগৎ মায়ায় মোহিত করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইব। ৭—১৮। মহাদেব বলিলেন,—হে মুনিবর! জগজ্জননী প্রকৃতি দেবী দক্ষকে এই কথা কহিয়া তাঁহার সমক্ষেই সহসা অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে দক্ষও স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক, সেই জগদ্ধাত্রী দেবী প্রীতচিত্তে তাঁহাকে যে ভাবে বরদান করিয়া-

অথ সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা স্বয়মাদ্যা সনাতনী ।
প্রপেদে জন্মনে দক্ষপত্নীং সর্ব্বগুণাশ্রয়াম্ ॥২১
ততঃ প্রসূতিঃ সুষুবে কন্যামেকাং শুভেহহনি
তামেব প্রকৃতিং পূর্ণাং গৌরাঙ্গীং দীর্ঘলোচনাম্
শশাঙ্ককোটিতুল্যাভাং ফুল্লেন্দীবরলোচনাম্ ।
অষ্টাভির্বাহুবল্লীভী রাজমানাং শুভাননাম্ ॥২৩
তদাভূৎ সর্ব্বতঃ পুষ্পবৃষ্টির্দুন্দুভয়স্তথা ।
আকাশে শতশো নেদুর্দ্দিশশ্চাসন্ সুনির্ম্মলাঃ
দক্ষঃ শ্রুত্বা সমাগত্য দৃষ্ট্বা তাং তনয়াং তদা ।
প্রহৃষ্টমানসোহকারয়ন্মহোৎসবম তাব সঃ ॥ ২৫
সতীতি চাকরোন্নাম দশমেহহনি বন্ধুভিঃ ।
ববৃধে সা প্রতিদিনং চারুতাঞ্চ সমাদধে ॥ ২৬
বর্ষাসু স্বর্ণদীবেন্দুজ্যোৎস্নেব শরদি দ্বিজ ।

অথৈকদা বিলোক্যৈব তাং দক্ষো রুচিরাননাম্
বিবাহার্হাং বিবাহার্থং চিন্তয়ামাস চেতসা ।
কন্যেয়ং জগতামাদ্যা প্রকৃতিঃ পরমা স্বয়ম্ ॥ ২৮
মহেশপত্নী ভবিতেত্যনয়ৈবহৃদাহৃতা ।
যদা সম্প্রার্থিতা ক্ষীরসমুদ্রস্য তটে ময়া ॥ ২৯
সোহপ্যেনাং তপসোগ্রেণ প্রার্থয়ামাস শঙ্করঃ ।
অনয়াপি বরং তস্মৈ দত্তদেব হি প্রতিশ্রুতম্ ॥
তস্মাত্তদন্যথা নৈব ভবিষ্যতি কথঞ্চন ।
কৃতেহপি বহুযত্নেহদ্য ময়া সর্ব্বাত্মনাপি চ ॥ ৩১
যস্যাংশসম্ভবা রুদ্রা মমাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ ।
তমাহূয় ময়া চেয়ং দাতব্যা সর্ব্বথাপি হি ॥ ৩২
আহূয় ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ দৈত্যগন্ধর্ব্বকিন্নরান্ ।
শিবশূন্যাং সভাং কৃত্বা তমনাহূয় শূলিনম্ ॥ ৩৩

ছেন, এবং যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, স্বয়ং সেই আদ্যা সনাতনী প্রকৃতি দেবী পূর্ণাকারে জন্ম লইবার জন্য সর্ব্বগুণশালিনী দক্ষপত্নীকে আসিয়া আশ্রয় করিলেন। শুভক্ষণে দক্ষপত্নী প্রসূতির একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই কন্যারূপিণী পূর্ণা প্রকৃতির রূপ অতি চমৎকার! তাঁহার দেহ গৌরবর্ণ, লোচন দীর্ঘ, প্রভা কোটি কোটি চন্দ্রতুল্য, নয়ন প্রফুল্ল ইন্দীবরবৎ দর্শনীয়, তিনি অষ্ট বাহুলতায় বিরাজিতা। তাঁহার আনন মনোজ্ঞ। তিনি জন্মিবামাত্র চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আকাশে শত শত দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং দিক্ সকল নির্ম্মল হইল। দক্ষ সংবাদ পাইবামাত্র সূতিকাগারের নিকট আসিয়া তখন সেই কন্যাদর্শনে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং কন্যা-জন্ম উপলক্ষে এক অতি বড় মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে যখন দশম দিন উপস্থিত হইল, তখন বন্ধু-বান্ধবগণসহ কন্যার নামকরণ করিলেন। দক্ষনন্দিনী সেই হইতে সতী নামে অভিহিতা হইলেন। সতী দিন দিন পিতৃভবনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন মন্দাকিনীর ন্যায় এবং শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় দিন দিন তাঁহার সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হে দ্বিজ! অনন্তর একদা দক্ষ প্রজাপতি সেই চারুবদনা কন্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার এই কন্যা সমান্যা নহেন, ইনিই সাক্ষাৎ পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা। ইঁহাকে কন্যারূপে পাইবার জন্যই আমি পূর্ব্বে তীব্র তপস্যা করিয়াছি! পূর্ব্বকালে শম্ভু তপস্যা করিয়া ইঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে ইনি তাঁহার পত্নী হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতও হইয়াছিলেন। অতএব আমি যদি সর্ব্ব প্রকারে বহুতর যত্নও করি, তথাপি সে কথার অন্যথা হইবার নহে। ইহা আমি জানি। কিন্তু যে শঙ্করের অংশসম্ভূত রুদ্রগণ আমার আজ্ঞাবশবর্ত্তী কিঙ্কর, সেই শঙ্করকে আহ্বান করিয়া আনিয়া আমি যে কন্যা দান করিব, তাহা কখনও হইবে না। ১৯-৩২। যাহা হউক, আমি দেবশ্রেষ্ঠগণকে এবং দৈত্য গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক কেবল শূলপাণি মহেশকে যদি—আহ্বান না করি, তাহা হইলেই সভা শিবশূন্যা হইবে

স্বয়ংবরে সমুদ্‌যোগঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা ময়া।
ততশ্চ ভবিতব্যং তদ্যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতম্ ॥৩৪
ইতি নিশ্চিত্য মনসা সমাহূয় সুরাসুরান্।
বিনা শিবং সভাকক্ষে তদা সন্ত্যাঃ স্বয়ংবরে ॥
তস্য চিত্রিপুরে রম্যে সাপি চিত্রময়ী সভা।
দেবদৈত্যমুনীন্দ্রাণাং কান্ত্যাতীব ব্যরাজত ॥৩৬
তেজসা সূর্য্যসঙ্কাশা কান্ত্যা চন্দ্রসমপ্রভা।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা কিরীটকনকোজ্জ্বলা ॥ ৩৭
বিরেজুস্ত্রিদশেন্দ্রাশ্চ সভায়াং মুনিসত্তম।
তেষাং রথাশ্বনাগেন্দ্রৈর্ম্মণিহেমপরিষ্কৃতৈঃ ॥৩৮
ধ্বজৈশ্ছত্রৈঃপতাকাভির্নানাবর্ণৈঃ সমন্ততঃ।
সৌধৈঃ পরিষ্কৃতা দক্ষপুরী কান্ত্যা ব্যরাজত ॥
ভেরীমৃদঙ্গপণবা শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বিনেদুস্তেন শব্দেন সর্ব্বতঃ পূরিতং নভঃ ॥৪০
গানং সুললিতং চক্রুর্গন্ধর্ব্বাস্তত্র সংসদি।
ননৃতুশ্চাপ্সরোমুখ্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৪১
অথ প্রজাপতির্দক্ষঃ কালে প্রাপ্তে সুলক্ষণে।
আনয়ামাস তাং পুত্রীং সতীং ত্রৈলোক্যসুন্দরীম্
তত্রাগতা সতী চারুকান্ত্যা পরময়া তদা।
বিরেজে মুনিশার্দ্দূল সৌন্দর্য্যপ্রতিমেব সা ॥৪৩
এতস্মিন্নেব কালে তু মহেশঃ সমুপাগতঃ।
স্থিতোঽন্তরীক্ষে বৃষভোপরি সর্ব্বোপবীক্ষিতঃ
তথালোক্য সভাং তাঞ্চ শিবেন রহিতাং স চ
প্রজাপতিরুবাচেদং সতীং পরমসুন্দরীম্ ॥৪৫
মাতরেতে সমায়াতাঃ সুরাসুরগণাস্তথা।
ঋষয়শ্চ মহাত্মান এতেষু গুণশালিনম্ ॥ ৪৬
বৃণু ত্বং মালয়া চারুরূপিণং যত্র তে রুচিঃ।
ইত্যুক্তা তেন সা দেবী সতী প্রকৃতিরূপিণী ॥
শিবায় নম উচ্চার্য্য মালাং ভূমৌ সমর্পয়ৎ।

এবং আমিও সেই সভাতে আমার কন্যা সতীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করিব। ইহাতে বিধাতার বিধানে যাহা হয় হইবে। দক্ষ মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শিব ভিন্ন সমস্ত দেবসমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। রমণীয় দক্ষপুরে সতীর স্বয়ম্বরসভার অধিবেশন হইল। দক্ষের বিচিত্রা পুরী, তাহাতে সেই সভাও বৈচিত্র্যশালিনী হইয়া উঠিল, দেব দৈত্য ও মুনীন্দ্রগণ সকলেই আসিয়া সভায় যোগদান করিলেন। তাঁহাদের দেহপ্রভায় সভাস্থল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হে মুনিবর! সেই সভায় সকল দেবশ্রেষ্ঠ বিরাজ করিতেছিলেন, তাঁহারা তেজে সূর্য্যসদৃশ এবং কমনীয়তায় চন্দ্রতুল্য। তাঁহারা সকলেই দিব্যমাল্য ও দিব্য অম্বরধারী। তাঁহাদের সকলেরই মস্তকে কনকোজ্জ্বল কিরীট সুশোভিত। দেববৃন্দের সমভিব্যাহারে যে সকল হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, ছত্র ও বিবিধ পতাকা আসিয়াছিল, তৎসমস্তই স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্যাদি পরিচ্ছদে অলঙ্কৃত। ঐ সকল দ্বারা দক্ষপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিল। দক্ষের সৌধনিচয়মণ্ডিতা পুরী কান্তি-পটলে আরও অধিক দীপ্তি পাইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র ভেরী মৃদঙ্গ ও পণবাদি বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল। বাদ্যনিনাদে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। উক্ত স্বয়ম্বরসভায় গন্ধর্ব্বগণ সুললিত সঙ্গীত করিতে লাগিল, শত শত সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি শুভ সময় উপস্থিত হইলে তদীয় ত্রিলোকসুন্দরী কন্যা সতীকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। সভামধ্যে সমুপস্থিতা সতী স্বীয় পরম কান্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যের প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময়েই ভগবান্ মহেশ্বর আসিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অতঃপর দক্ষ প্রজাপতি এবম্বিধ শিবশূন্য সভা দেখিয়া সেই পরমাসুন্দরী সতীকে বলিলেন,—মাতঃ! এই সকল সুর অসুর ও মহাত্মা ঋষিগণ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহাদিগের যে কোন প্রিয়দর্শন ব্যক্তিকে তোমার অভিরুচি হয়, তাঁহারই গলে বরমাল্য অর্পণ কর। দক্ষ প্রজাপতি এই কথা কহিলে সেই প্রকৃতি দেবী সতী

সত্যা দত্তাঞ্চ তাং মালাং দধার শিরসা হরঃ ।
আবির্ভূয় ততঃ স্থানাৎ দিব্যরূপধরস্তদা ।
রত্নশোভিতসর্ব্বাঙ্গশশিকোটিসমপ্রভঃ ॥ ৪৯
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ।
প্রফুল্লপঙ্কজপ্রখ্যো নয়নত্রিতয়োজ্জ্বলঃ ॥ ৫০
তাং মালাং স সমাদায় সত্যা দত্তাং সদা শিবঃ
সহসান্তর্দধে হৃষ্টঃ সর্ব্বদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ৫১
তস্মৈ সতী দদৌ মালাং তেন দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
তস্যাং মন্দাদরঃ কিঞ্চিদভূব মুনিপুঙ্গব ॥ ৫২
অথ ব্রহ্মাব্রবীদ্বাক্যং দক্ষং সর্ব্বপ্রজাপতিম্ ।
সহান্যৈর্ম্মানসৈঃ পুত্রৈর্ম্মরীচ্যাদিমুনীশ্বরৈঃ ॥৫৩
কন্যা তবেয়ং দেবেশং শিবং বৃতবতী স্বয়ম্ ।
তমাহূয় বিধানেন সুতাং ত্বং দেহি যত্নতঃ ॥৫৪

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স্মৃত্বা প্রকৃতিভাষিতম্ ।
সমানীয় মহেশানং তস্মৈ দক্ষো দদৌ সতীম্
সোঽপ্যুদ্বাহবিধানেন পাণিং জগ্রাহ হর্ষিতঃ ।
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৬
তুষ্টুবুর্ব্বেদবাক্যৈস্তু সুপ্রাদৈব্যন্তৌ সতীশিবৌ ।
ববর্ষুঃ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সর্ব্ব এব দিবৌকসঃ ॥ ৫৭
নেদুর্দুন্দুভয়শ্চাপি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
সর্ব্বে প্রহৃষ্টা অভবন্ দেবদানবকিন্নরাঃ ॥ ৫৮
দক্ষস্তু ম্লানচিত্তোঽভূৎ সতীঞ্চাপি ব্যগর্হয়ৎ ।
চেতসা বীক্ষ্য বিশ্বেশং জটাভস্মবিভূষিতম্ ॥
ততঃ সতীং সমাদায় সর্ব্বলোকৈকসুন্দরীম্ ।
মহেশঃ প্রযযৌ প্রস্থং হিমাদ্রেরতিশোভনম্ ॥
হরেণ সার্দ্ধং যাতায়াং সত্যাং দক্ষপ্রজাপতেঃ
দিবজ্ঞানং সমভবদ্বিলুপ্তং মুনিপুঙ্গব ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে সতীস্বয়ম্বরো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

"শিবায় নমঃ" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ভূতলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হর দিব্যরূপধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং সতীপ্রদত্ত সেই মাল্য মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত এবং দেহপ্রভা কোটি কোটি শশধরের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি দিব্য মাল্য ও দিব্য অম্বর ধারণ করিতেছেন, তাঁহার গাত্র দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত। তিনি প্রফুল্ল পঙ্কজনিভ নয়নত্রয়ে বিরাজিত, সদাশিব এহেন রূপে সেই সতীপ্রদত্ত মালা গ্রহণ করিয়া দেবগণের সমক্ষেই হৃষ্টচিত্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন। মুনিবর! সতী শিবকে বরমাল্য দান করিলেন, এই জন্য দক্ষ প্রজাপতি সেই হইতে কন্যার উপর কিঞ্চিৎ বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ আদর-যত্ন করিতেন, এই ঘটনায় ক্রমেই তাহা হ্রাস পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ব্রহ্মা একদিন তাঁহার মানসপুত্র মরীচ্যাদি অপরাপর মুনীন্দ্রগণের সহিত দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন,—বৎস! তোমার এই কন্যা যখন স্বয়ং সেই দেবদেব শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন; তখন তুমি তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যথাবিধি তাঁহারই করে কন্যা দান কর। দক্ষ প্রজাপতি তচ্ছ্রবণে প্রকৃতিকথিত পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া মহেশ্বরকে মহাসমাদরে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহারই করে কন্যা দান করিলেন।৩৪—৫৫। ভগবান্ মহেশ্বর বিবাহবিধি অনুসারে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং নারদাদি মহর্ষিগণ সকলেই বেদবাক্যে সতী ও শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ সকলেই একযোগে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, শত শত সহস্র সহস্র দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর সকলেই পুলকিত হইলেন। কিন্তু একমাত্র দক্ষ প্রজাপতির চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি জটাভস্মভূষিত বিশ্বেশ্বরের আকৃতি-প্রকৃতি এক একবার চিন্তা করেন আর কন্যা সতীকে নিন্দা করেন। তখন মহেশ সেই ত্রিলোকসুন্দরী সতীকে লইয়া হিমালয়ের রম্য কুঞ্জে গমন করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! ততকাল দক্ষ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো রুরোদ দুঃখার্ত্তঃ ক্ষীণপুণ্যঃ প্রজাপতিঃ।
বিনিন্দন্ শঙ্করং দেবং তথা দাক্ষায়ণীমপি॥ ১॥
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো মুনিসত্তম।
দধীচিস্তমুবাচেদং জ্ঞানী শিবপরায়ণঃ॥ ২

দধীচিরুবাচ।

কিং নিন্দসি সতীং মোহাদজ্ঞাত্বা পরমং শিবম্
সতীঞ্চ বহুভাগ্যেন জাতাং তব গৃহে সুতাম্॥৩
সতীয়মাদ্যা প্রকৃতিঃ স্বয়মেব শরীরিণী।
শিবঃ পরঃ পুমান্ সাক্ষাদত্র মা সংশয়ং কুরু॥
উগ্রৈরপি তপোভির্যা ব্রহ্মেন্দ্রাদিসুরাসুরৈঃ।
লভ্যতে ন কদাচিত্তাং প্রাপ্য পুত্রীং প্রজাপতে
অজ্ঞাত্বা কুরুসে নিন্দাং কথং মোহেন তাং সতীম্।
ত্বয়ৈব বঞ্চিতো নূনং মহামোহস্বরূপয়া॥ ৬

দক্ষ উবাচ।

স চেৎ পুমান্ পরঃ শম্ভুরনাদির্জ্জগদীশ্বরঃ।
প্রেতভূমিপ্রিয়ঃ কস্মাদ্বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
ভিক্ষুকো ভস্মলিপ্তাঙ্গো ভবেদ্বা স কথং মুনে

দধীচিরুবাচ।

নিত্যানন্দময়ঃ পূর্ণঃ স হি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
তমাশ্রয়ন্তি যে চাপি তেঽপি নো দুঃখভাগিনঃ
স ভিক্ষুর্ভগবান্ শম্ভুরিতি তে দুর্ম্মতিঃ কথম্।
ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠৈর্যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১০
যস্য তৎ পরমং রূপং লক্ষিতুং নৈব শক্যতে।
তমজ্ঞাত্বা কথং শম্ভুর্বিরূপ ইতি কথ্যতে॥ ১১

প্রজাপতির যে টুকু দিব্য জ্ঞান ছিল, এক্ষণে হরের সহিত সতী চলিয়া গেলে তাঁহার সেই জ্ঞান টুকুও বিলুপ্ত হইল। ৫৬—৬১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ক্ষীণপুণ্য দক্ষ প্রজাপতি দুঃখার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি এক একবার দেবদেব শঙ্করকে নিন্দা করেন এবং পরক্ষণে আবার নিজ কন্যা সতীকে নিন্দা করিতে থাকেন। ইত্যবসরে শিবভক্ত পরমজ্ঞানী মুনিপ্রবর দধীচি, দক্ষের তাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া দুঃখসন্তপ্ত মনে বলিলেন,—প্রজাপতে! আপনি মোহক্রমে সতী এবং শিবের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব না জানিয়া কেন বৃথা নিন্দা করিতেছেন? আপনি জানিয়া রাখুন, সতী আপনার বহু ভাগ্যফলেই ভবদীয় গৃহে কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন। ইনি আদ্যা প্রকৃতি, ইচ্ছা মাত্রে স্বয়ংই শরীরধারিণী; আর শিবের কথা কি কহিব? তিনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ; তাহাতে আপনি কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। হে প্রজাপতে! যাঁহাকে অতি তীব্র তপস্যা দ্বারাও ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি সুর কিম্বা অসুরগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তিনি স্বয়ং আপনার পুত্রী হইয়াছেন। আপনি অজ্ঞানবশে কেন বৃথা তাঁহাকে নিন্দা করিতেছেন? তিনি মহা-মোহরূপিণী সতী; বুঝিলাম, তিনিই নিশ্চয় আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত করিয়াছেন। দক্ষ বলিলেন,—হে মুনে! সেই শম্ভু যদি পরমপুরুষ জগদীশ্বরই হইবে, তবে প্রেতভূমি তাহার প্রিয় হইবে কেন? এবং কেনই বা সে ত্রিনয়ন ভিক্ষুক বা ভস্মভূষিত-দেহ হইবে? ১—৮। দধীচি বলিলেন,—সেই পরমপুরুষই একমাত্র জগতের অধীশ্বর, নিত্যানন্দময় ও পূর্ণরূপী। যাহারা তাঁহাকে আশ্রয় করে, তাহারা কদাচ দুঃখভাগী হয় না। সুতরাং সেই ভগবান্ শম্ভুকে আপনি ভিক্ষুক বলেন; হায় এ দুর্ম্মতি আপনার কেন হইল? আর এক কথা, ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী দেবশ্রেষ্ঠগণও যাঁহার পরম রূপ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম, সেই শম্ভুকে আপনি না জানিয়া বিরূপ বলিয়া অভিহিত করিতে

সর্ব্বান্তর্গামী ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞশ্চ সদাশিবঃ।
শ্মশানে বা পুরে রম্যে ন বিশেষোঽস্ত বিদ্যতে
অপূর্ব্বং শিবলোকঞ্চ তৎ পুরং ব্রহ্মাদিদুর্লভম্।
বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলোকঞ্চ যস্ত নৈককলাসমম্॥ ১৩
তথা স্বর্গেঽপি কৈলাসং পুরং দেবসুদুর্লভম্।
নানারত্নসমাকীর্ণং সন্তানকবনাবৃতম্॥ ১৪
স্বর্গাধিপপুরং যস্ত কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।
মর্ত্ত্যেঽপি রম্যা নগরী পুরী বারাণসী পরা॥
মুক্তিক্ষেত্রাত্মিকা যত্র দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ
অপি মৃত্যুং সমিচ্ছন্তি কি পুনর্ম্মানবাদয়ঃ॥ ১৬
এবং দিব্যালয়স্থস্য মহেশস্য পরাত্মনঃ।
বিনা শ্মশানমাবাসং নাস্তীতি তব দুর্ম্মতিঃ॥১৭

সত্যমেবংবিধং দেবং ত্রিলোকেশং সদাশিবম্
কদাচিদপি মোহেন নৈব নিন্দ সুরেশ্বরম্॥১৮
সতীমপি মহেশানীং সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
বহুভাগ্যবশাদ্জাতাং পুত্রীভাবেন তে গৃহে॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমুক্তোঽপি বহুধা মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা।
ন মেনে পরমেশানমসদাচারবর্জ্জিতম্॥ ২০
প্রোবাচ বচনঞ্চাপি গর্হয়ন্ তং মুহুর্মুহুঃ।
রুরোদ কৃপয়া তনয়াং সতীঞ্চাপি স নারদ॥
হে বৎসে সতি হা পুত্রি ত্বং প্রাণসদৃশী মম।
বিহায় মাং ক যাতাসি ক্ষিপ্ত্বা শোকমহার্ণবে॥
হা পুত্রি চারুসর্ব্বাঙ্গি মহার্হশয়নোচিতে।
প্রেতভূমৌ কথং স্বেয়ং পত্যা বিকটরূপিণা॥
তচ্ছ্রুত্বা স পুনঃ প্রাহ দধীচির্মুনিসত্তমঃ।

ছেন কেন? সেই সদাশিব সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবান্। তাঁহার নিকট শ্মশান বা রমণীয় পুরী, উভয়ই সমান। উক্ত উভয়ের কোন বিশেষত্বই তিনি মনে করেন না। তিনি যে লোকে বাস করেন তাহার নাম শিবলোক; সে লোক অপূর্ব্ব এবং সর্ব্বোত্তম; উহা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ। কি বৈকুণ্ঠ, কি ব্রহ্মলোক—ইহার কোন লোকই শিবলোকের এক কলারও তুল্য নহে। তাহার পর কৈলাস পুরী, সে পুরী স্বর্গ হইলেও তাহা সাধারণত দেবগণের পক্ষে সুলভ নহে। ঐ কৈলাস পুরীর চারি দিকে দেবগণ বিচরণশীল; উহা সন্তানক বনে আবৃত, অধিক কি দেবেন্দ্রের অমরাবতীও ঐ কৈলাস পুরীর ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। তার পর, মর্ত্ত্য ধামেও শিবের পরমরমণীয় পুরী আছে। সে পুরীর নাম বারাণসী। উহা পরম মুক্তিক্ষেত্র নামে অভিহিত। মানবাদির কথা কি বলিব? ঐ মুক্তিক্ষেত্রে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবপ্রবরও মৃত্যু কামনা করেন। এইরূপে সেই পরমাত্মা মহেশ্বর সর্ব্বদাই দিব্য দিব্য আলয়ে বিরাজমান; আপনি তথাপি বলিলেন, শ্মশান ব্যতীত তাঁহার বাসস্থান নাই, হায়! এ দুর্ম্মতি আপনার কেন হইল? আপনি

নিশ্চয় জানিবেন, আমি যেরূপ বর্ণন করিলাম, তিনি এইরূপই বটে; সেই দেব সদাশিবই একমাত্র ত্রিলোকের ঈশ্বর। সুতরাং আপনাকে আবার বলি, আপনি মোহক্রমে আর কখনও সেই সুরনাথের নিন্দা করিবেন না। জানিয়া রাখুন, মহেশ্বরী সতীও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আপনার ভাগ্যবল প্রচুর, তাই তিনি আপনার পুত্রী হইয়া জন্মিয়াছেন। ৯—১৯। মহাদেব বলিলেন,—তত্ত্বদর্শী দধীচি মুনি দক্ষকে এইরূপ বহুবিধ তত্ত্বকথা কহিলেন; কিন্তু দক্ষ প্রজাপতি কিছুতেই শম্ভুকে অসদাচারহীন মহেশ্বর বলিয়া মনে করিলেন না। পরন্তু তিনি মুহুর্মুহু শিবের নিন্দাবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! দক্ষ স্বতনয়া সতীর উদ্দেশেও আক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা বৎসে! হা পুত্রি! তুমি আমার প্রাণতুল্যা। আমাকে ত্যাগ করিয়া শোকসাগরে ভাসাইয়া তুমি কোথায় গমন করিলে? হা চারুগাত্রি পুত্রি! তুমি মহার্হ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্তা; তুমি কেমন করিয়া তোমার বিকৃতরূপধারী পতির সহিত প্রেত-

সান্ত্বয়ন্ প্রিয়বাক্যেন পাণিনা জ্বল্ষী মৃজন্ ॥ ২৪
দধীচিরুবাচ।
প্রজাপতে জ্ঞানবতাং প্রবীর
ত্বংমূর্খবদ্রোদিষি কিং মহাত্মন্।
বিজ্ঞায় দেবেশমশেষতোঽপি
ছিন্নং ন তেঽজ্ঞানমিদন্তু চিত্রম্ ॥ ২৫
ক্ষিতৌ জলে বা গগনে রসাতলে
যাঃ সন্তি নার্য্যঃ পুরুষাস্তথা যে।
তয়োস্তু তে রূপময়াঃ সমস্তা
ইত্যেবমাকর্ণ্য বিশুদ্ধচেতসা ॥ ২৬
নূনং মহেশানমনাদিপুরুষং
স্বয়ং বিজানীহি যথার্থতঃ পরম্।
সতীঞ্চ বিদ্ধি ত্রিগুণাং পরাৎপরাং
চিদাত্মরূপিং প্রকৃতিং প্রজাপতে ॥ ২৭
সম্প্রাপ্য ভাগ্যেন সুতাং পরাৎপরাং,
বিশ্বেশ্বরং তৎপতিভাবতোঽপি চ।
ন মন্যসে যৎ খলু ভাগ্যমাত্মন-,
স্তন্মন্যতে ত্বং বিধিনা বিবঞ্চিতঃ ॥ ২৮
স ত্বং বচাচমাকর্ণ্য শ্রেয়ঃপ্রেপ্সুঃ প্রজাপতে।
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি বিজানীহি সতীং শিবম্ ॥
দক্ষ উবাচ।
সত্যং বদসি মে পুত্রীং সতীং প্রকৃতিরূপিণীম্
শিবং পুরাণপুরুষং ত্রিলোকেশমনাময়ম্ ॥ ৩০
শ্রুত্বাপি ন ভবেদ্বুদ্ধিস্তথাপি পরমার্থতঃ।
মহেশাৎপরো দেব ইত্যেবং মুনিসত্তম ॥ ৩১
ঋষয়ঃ সত্যবচসো জানন্তেঽপি চ যদ্যপি।
তথাপি শম্ভুঃ পরম ইত্যেবং ন মতির্মম।
শিবং যদবহূয়ামি তস্য মূলং নিবোধ মে ॥ ৩২
পূর্ব্বং ব্রহ্মা মম পিতা যদা সমসৃজৎ প্রজাঃ।
তদা প্রাদুর্ব্বভূবুশ্চ রুদ্রা একাদশৈব হি ॥ ৩৩

ভূমিতে শয়ন করিবে? মুনিবর দধীচি, দক্ষের মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা ও কর দ্বারা তদীয় নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করত কহিলেন,—প্রজাপতে! আপনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় রোদন করিতেছেন কেন? দেবদেব মহেশকে আপনি অশেষ প্রকারে জানিয়াছেন; তথাপি আপনার অজ্ঞান নষ্ট হইতেছে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! যাহা হউক, আপনি নির্ম্মলচিত্তে ধারণা করিয়া রাখুন, এই ভূতল, গগনতল, রসাতল বা জল এ সকলে যে সকল নরনারী বিরাজমান, তাহারা সমস্তই সেই পরমরূপধর সতী ও শিবের প্রভাবে রূপশালী। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মহেশ্বর স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি পুরুষ, এবং তিনিই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। আর সতীর কথা কি বলিব? প্রজাপতে! জানিবেন, তিনি ত্রিগুণময়ী চিদাত্মরূপিণী সাক্ষাৎ পরমা প্রকৃতি। আপনি অদৃষ্টবশে ঐ পরাৎপরাকে পুত্রীরূপে এবং বিশ্বেশ্বরকে জামাতৃভাবে প্রাপ্ত হইয়াও যে আপনার অসীম সৌভাগ্য জানিতে পারিলেন না, ইহাতে মনে হয়, আপনি বিধাতৃকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন। হে প্রজাপতে! আপনি দেখিতেছি, প্রকৃতই শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক যদি শ্রেয়োলাভ কামনা করেন, তবে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সতী-শিবকে পরমা প্রকৃতি ও পরম পুরুষ বলিয়া হৃদয়ে ধারণা করুন। ২০—২৯। দক্ষ বলিলেন,—মুনে! আপনি মৎকন্যা সতীকে পরমা প্রকৃতি ও শিবকে ত্রিলোকপতি অনাময় পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, ইহা সত্য বটে, ইহা শ্রবণে আমার দুঃখ হয় না। হে মুনিবর! মহেশ হইতে পরম দেব আর নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়, কারণ ঋষিগণ কখনও মিথ্যা কহেন না, তাঁহারা সত্যবাদী; কিন্তু তাহা হইলেও শম্ভুই যে পরম দেব, একথা স্বীকার করিতে আমার কিছুতেই মতি হয় না। কেন যে আমার এরূপ প্রতীতি হইতেছে না, কেন যে আমি শিবের গুণে দোষারোপ করি, তাহার কারণ আছে। সে কারণ আপনার নিকট বলিতেছি। পূর্ব্বে যখন মদীয় পিতা ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি

সর্ব্বে তে ভীমকর্ম্মাণঃ সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
ভীমরূপা মহাত্মানঃ ক্রোধারক্তবিলোচনাঃ ॥ ৩৪
দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধরা জটামণ্ডিতমস্তকাঃ।
তে ব্রহ্মসৃষ্টিলোপার্থমুদ্যতা অভবংস্ততঃ ॥ ৩৫
ততো নিরীক্ষ্য তান্ ব্রহ্মা সৃষ্টিলোপার্থমুদ্যতান্।
আত্মজ্ঞা শময়ামাস মামপ্যুচ্চৈরুবাচ হ ॥ ৩৬
যথৈতে ভীমকর্ম্মাণঃ প্রশ্রয়ং যান্তি নৈব হি।
তথা কুরু সুত ক্ষিপ্রং বশে নয় মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৭
ইত্যেবং ব্রহ্মবচনাদ্ ভীতাস্তে ভীমবিক্রমাঃ।
স্থিতা মদ্বশগাঃ সর্ব্বে গতপ্রশ্রয়বিক্রমাঃ ॥ ৩৮
তদাত্মত্বং মমাবশ্যং শিবে জাতা মহামুনে।
যস্যাংশসম্ভবা এতে রুদ্রা ভীমপরাক্রমাঃ।
মমাজ্ঞাবশগাস্তস্য কিং শ্রেষ্ঠত্বং সমাগতম্ ॥ ৩৯
সতী মে যাদৃশী কন্যা রূপেণ চ গুণেন চ।
যথৈব জায়তে প্রম্যক্ কিং তেন ত্বং প্রবদাম্যহম্
তস্যাঃ কিং ভর্ত্তৃযোগ্যঃ স্যাম্মমাজ্ঞাবশগঃ শিবঃ
সৎপাত্রে বিহিতং দানং পুণ্যকীর্ত্তিকরং ভবেৎ
অতঃ সৎপাত্রমালোক্য কন্যাং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ
কুলং শীলং তথা রূপং বিচার্য্য সহ বান্ধবৈঃ।
দদ্যাদ্দুহিতরং প্রাজ্ঞঃ সৎপাত্রায় মহামুনে ॥ ৪২
ইত্যাদীনি বিচার্য্যৈব পূর্ব্বং সত্যাঃ স্বয়ম্বরে।
ময়া ন সা সমাহূতঃ কুলশীলবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৩
শৃণু যচ্চেতসি মম কুরু মেব বদামি তে।
যাবদেতে মহারুদ্রা মদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৪
যস্যাংশসম্ভবা মাং সমাক্রমিষ্যতি বৈ শিবঃ।
তাবত্তস্মিন্ মম দ্বেষঃ সত্যমেব ব্রবীমি তে ॥
তদ্বিদ্বেষফলং শম্ভুর্যদা দাতুং ভবেৎ ক্ষমঃ।
তদেব পূজ্যঃ স ময়া প্রতিজ্ঞৈষা দৃঢ়া মম ॥ ৪৬

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং স দক্ষস্য বচো মুনীশ্বরঃ
শ্রুত্বা দধীচির্মনসা ব্যচিন্তয়ৎ।

করেন, তৎকালে একাদশ জন রুদ্রের উদ্ভব হয়। ঐ রুদ্রগণ সকলেই ভীমকর্ম্মা, ভীমবিক্রম, ও ভীমরূপধর। এতদ্ভিন্ন উহারা সকলেই মহাত্মা, এবং সকলেরই নেত্র ক্রোধে আরক্ত। উহাদিগের পরিধানে দ্বীপি-চর্ম্ম এবং মস্তকে জটাজুট। উহারা আবির্ভূত হইয়াই ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিতে উদ্যত হইল। ঐ কার্য্যে উহাদিগের কিছুমাত্রই শঙ্কা হইল না। তখন ব্রহ্মা ঐ রুদ্রদিগকে সৃষ্টিলোপসাধনে উদ্যত দেখিয়া উহাদিগকে শান্ত হইতে উপদেশ করিলেন, কিন্তু উহারা শান্তিস্থাপনে বাধ্য হইল না। তখন পিতা আমাকে উচ্চস্বরে বলিলেন,—পুত্র! এই ভীমকর্ম্মা রুদ্রগণ যাহাতে আর প্রশ্রয় না পায়, তুমি আমার আদেশে সত্বর ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া তৎপক্ষে যত্ন কর। ব্রহ্মার এইরূপ আদেশ-বাক্যে সেই সকল ভীমকর্ম্মা রুদ্র ভীত হইয়া আমারই বশীভূত হইয়া রহিল। সুতরাং ঐ সকল রুদ্র যে শিবের অংশ, সেই শিবের আবার আমার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব কি? আমার কন্যা সতী রূপে-গুণে, যেরূপ গরীয়সী, তাহার কথা আপনার নিকট আর অধিক বলিব কি? আপনি ত সমস্তই জানেন। অতএব বলুন দেখি, আমার আজ্ঞাকারী ব্যক্তি কি সেই সতীর ভর্ত্তা হইবার যোগ্য? সৎপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাই পুণ্যকীর্ত্তির হেতু হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পাত্রের রূপ গুণ ও কুলশীলাদি বিচার করিয়া কন্যা দান করেন। আমি পূর্ব্বে সতীর স্বয়ম্বর সময়ে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই সেই কুলশীলহীন শিবকে আহ্বান করি নাই। যাহা হউক, আপনি আমার মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া রাখুন, যাহার অংশসম্ভূত রুদ্রগণ আমার বশীভূত, সেই শম্ভু যে পর্য্যন্ত না আমাকে আক্রমণ করিবে, তাবৎকাল তাঁহাতে আমার বিদ্বেষ থাকিবে। আপনার নিকট এই নিশ্চয় বলিলাম যে, শম্ভু যখন আমার বিদ্বেষের প্রতিশোধ দানে সমর্থ হইবে, তখনই সে আমার নিকট পূজ্য হইতে পারিবে। ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ৩০-৪৬

অহং মহামূঢ়মতিঃ প্রজাপতি-
নূনং ভবান্যা চ শিবেন বঞ্চিতঃ ॥ ৪৭
কায়েন বাচা মনসাপি যে জনাঃ
সমাশ্রয়ন্তীহ সতীমহেশ্বরৌ।
তে চাপি জানন্তি ন যৌ বিমোহিতো
জ্ঞানাত্যসৌ তৌ কথমেব মূঢ়ঃ ॥ ৪৮
বিজ্ঞেন কেনাপি জনেন তৌ যদি
প্রশক্যতে জ্ঞাপয়িতুং কুধীর্জনঃ।
তত্তত্তিহীনো জগতীহ কো জন-
স্তদা স মুক্তিং সমুপৈতি বা নৃষু ॥ ৪৯
এবং বিচিন্ত্যৈব যযৌ নিকেতনং
ন কিঞ্চিদুক্ত্বা স মুনিঃ পুনস্তদা।
দক্ষঃ স্বকীয়ং গৃহমাবিবেশ চ
দুঃখেন নিশ্বস্য পুনঃপুনর্মুনে ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে দক্ষস্য শিববিদ্বেষো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মহাদেব বলিলেন,—মুনিবর দধীচি দক্ষের ঈদৃশ কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো! এই দক্ষ প্রজাপতি নিতান্তই মূঢ়মতি। এ, নিশ্চয়ই শিব ও শিবপত্নী কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে। যাঁহারা বাক্য মন ও কায় দ্বারা সতী ও শিবের শরণাপন্ন হন, তাঁহারাও যখন তাঁহাদিগের প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারেন না, তখন এই মূঢ়মতি দক্ষ প্রজাপতি তাঁহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ জানিবে কিরূপে? যদি কোন বিজ্ঞজন মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিকে প্রকৃত জ্ঞানী করিয়া দিতে পারিতেন, তবে এই জগতে কোন্ অভক্ত জনই বা না মুক্তিলাভ করিবার অধিকারী হইতে পরিত? মুনিবর দধীচ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। তিনি দক্ষকে আর কোনও কথাই কহিলেন না। এদিকে দক্ষপ্রজাপতিও দুঃখভরে বারবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। ৪৭—৫০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথাগতে মহাদেবে হিমাদ্রেঃ শ্রীমুত্তমম্।
সত্যা সার্দ্ধং ততঃ সর্ব্বে দেবাস্তত্র সমাগতাঃ ॥ ১
মহর্ষয়স্তথায়াতা দেবপত্ন্যস্তথোরগাঃ।
গন্ধর্ব্বাশ্চ সমায়াতাঃ কিন্নর্য্যশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২
গিরীন্দ্রবনিতা মেরুতনয়া মেনকাপি চ।
সখীভিঃ সহিতায়াতা মুনিপত্ন্যস্তথাগতাঃ ॥ ৩
মুমুচুস্ত্রিদশাঃ পুষ্পবৃষ্টিং পরমহর্ষিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরোমুখ্যা গন্ধর্ব্বপতয়ো জগুঃ ॥ ৪
যথাচারং স্ত্রিয়শ্চক্রুর্ম্মহোৎসাহপুরঃসরম্।
প্রমথা হৃষ্টমনসঃ প্রণেমুস্তৌ সতীশিবৌ ॥ ৫
ননৃতুঃ করবাদ্যঞ্চ চক্রুর্গানধ্বনিং তথা।
অথ প্রণম্য দেবেশং সতীঞ্চ সুরসত্তমাঃ ॥ ৬
বিসৃষ্টাস্তেন তে যাতাঃ স্বস্বস্থানং সুরোত্তমাঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—এদিকে দেবদেব সতীর সহিত হিমালয়শৈলে আগমন করিলে সমুদায় দেব, সমস্ত মহর্ষি ও যাবতীয় দেবপত্নীরা তথায় আগমন করিলেন। এতদ্ভিন্ন শত শত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর তথায় আগমন করিল। সখীগণ সহ হিমাল-পত্নী মেরুনন্দিনী মেনকা ও অন্যান্য মুনিপত্নীগণও সেইস্থানে আসিলেন। দেবগণ প্রহর্ষভরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বপতিরা গান আরম্ভ করিল। স্ত্রীগণ মহা উৎসাহে অগ্রসর হইয়া স্ত্রী-আচারে প্রবৃত্ত হইল। প্রমথগণ হৃষ্টচিত্তে শিব ও সতীকে প্রণাম করিতে লাগিল। তাহারা কেহ কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ করবাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ গানবাদ্য আরম্ভ করিল। অনন্তর দেবগণ সতী ও শিবকে প্রণামান্তে তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ

তথৈবান্তে যযুস্তস্থান্ স্থানং পরমহর্ষিতাঃ ॥ ৭
স্ত্রিয়শ্চ প্রযযুঃ সর্ব্বা মেনাদ্যা মুনিপুঙ্গব ।
মেনা বিলোক্য চার্ব্বঙ্গীং সতীং পরমসুন্দরীম্
চেতসা চিন্তয়ামাস ধন্যাস্যা জননী তু যা ।
অহমেনাং সমাগত্য প্রত্যহং রুচিরাননাম্ ॥৯
আরাধ্য পুত্রীভাবেন প্রার্থয়ামি ন সংশয়ঃ ।
এবং চিন্তয়মানা সা সতীং ত্রিজগদম্বিকাম্ ॥ ১০
বিস্মৃতা নো কদাচিত্তু গিরিরাজস্য গেহিনী ।
আগত্যানুদিনঞ্চাপি সতীং শঙ্করগেহিনীম্ ॥১১
প্রীতিং সংবর্দ্ধয়ামাস তস্যাঃ পরমভাবতঃ ।
অথৈকদা সমায়াতো নন্দী বুদ্ধিমতাংবরঃ ॥১২
দক্ষস্যানুচরো জ্ঞানী শিবভক্তিপরায়ণঃ ।
প্রণনাম মহেশানং দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥১৩
স প্রাহ দেবদেবাহং দক্ষস্যানুচরঃ প্রভো ।
শিষ্যো দধীচের্ম্মহর্ষেস্তৎপ্রভাববিদঃ স্বতঃ ॥১৪
ন মাং মোহয় দেবেশ শরণাগতবৎসল ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং সাক্ষাৎ পরমপুরুষম্
সতীঞ্চ মূলাং প্রকৃতিং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥
এবমুক্ত্বা মহাদেবং ভক্তানুগ্রহকারিণম্ ।
তুষ্টাব নন্দী পরয়া ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৬

নন্দ্যুবাচ ।

ত্বমাদির্লোকানাং পরমপুরুষঃ সর্ব্বজগতাং,
বিধাতা সম্পাতা শিব বিলয়কর্ত্তা ত্বমপি চ ।
ত্বমৈশ্বর্য্যোপেতস্ত্বমতি যুবকো বৃদ্ধ ইতি চ,
ত্বমেকং ব্রহ্ম ত্বং সুরবর নমামীশ বরদ ॥ ১৭
অচিন্ত্যং তে রূপং জিতশশিসমূহং হিমরুচিং,
শশাঙ্কার্দ্ধভ্রাজদ্বিমলমুখপঙ্কেরুহরুচিরম্ ।
স্ফুরন্মৌল্যাসক্তামলমণিভুজঙ্গাভরণকং,
নমামি ব্রহ্মাদ্যৈর্নমিতপদপঙ্কেরুহযুগম্ ॥ ১৮

গমন করিলে, অন্যান্য সকলেও পরমহর্ষে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থিত হইলেন। ১—৭। মেনকা প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও শিব-সতী সন্দর্শনান্তে যথাস্থানে গমন করিলেন। সতীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিয়া মেনকা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সতীর জননী ধন্যা, তিনি নিশ্চয়ই মহাভাগ্যবতী। যা হউক আমি এইরূপে প্রত্যহই এখানে আসিয়া সতীর আরাধনা ও সতীকে পুত্রীভাবে প্রার্থনা করিব। সতীকে তিনি ত্রিভুবনজননী জ্ঞানে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিনও বিস্মৃতা হইলেন না। গিরিরাজগৃহিণী তখন হইতেই প্রতিদিন আসিয়া গিরিশগেহিনীর প্রীতিসম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। তিনি পরমা প্রকৃতি জ্ঞানেই সতীর প্রীতিসাধনায় রত হইলেন। অনন্তর একদা দক্ষানুচর সুবুদ্ধিশালী নন্দী তথায় আগমন করিলেন। নন্দী শিবভক্ত। তিনি শিবতত্ত্ব জানেন বলিয়াই শিবকে ভক্তিভরে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং বলিলেন,—হে দেবদেব প্রভো! আমি দক্ষের একজন অনুচর। যে সাধু পুরুষ জ্ঞানবলে আপনার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন, সেই বিপ্রর্ষি দধীচি মুনির আমি শিষ্য। হে শরণাগত বৎসল দেবদেব! আমাকে আপনি মোহিত করিবেন না। আমি আপনাকে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়াই জানি। আর আপনার অর্দ্ধাঙ্গ সতী, তাঁহাকেও আমি সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরূপেই জ্ঞাত আছি। নন্দী এই বলিয়া সেই ভক্তবৎসল মহাদেবকে পরমভক্তি সহকারে গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮-১৬। নন্দী বলিলেন,—হে দেবদেব! তুমিই সমস্তের আদি। তুমি পরম পুরুষ। তুমি শিবরূপে সমস্ত জগতের বিধান ও পালন করিতেছ এবং তুমিই হররূপে সমস্ত সংহার করিয়া থাক। নিখিল ঐশ্বর্য্য তোমার করায়ত্ত। তুমি কখনও যুবক, কখনও বৃদ্ধ এবং তুমিই পরব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত। হে বরদ! জগতে সুর নর প্রভৃতি যত কিছু প্রাণী আছে, তৎসমস্তই তুমি। তোমার রূপ চিন্তার অতীত। ভবদীয় দেহপ্রভা তুষারশুভ্র; যে প্রভায় শত শত শশী পরাজিত! তোমার ললাটফলকে অর্দ্ধচন্দ্র, পঙ্কবদনের

ত্বাং নিত্যং পরিপূজয়ন্তি ভুবি যে গায়ন্তি
নামানি তে,
মন্ত্রং বা প্রতিসঞ্জপন্তি সততং ভক্ত্যাপ্য-
ভক্ত্যাথবা।
তেঽপি ত্বৎপদবীমুপেত্য সততং স্বর্গে
বসন্তে প্রভো,
কো দীনেষু দয়াপরঃ পশুপতে ত্বাং দেবদেবং
বিনা ॥ ১৯

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নন্দিনৈবং স্তুতো দেবো মহেশঃ প্রাহ তং মুনে
কিস্তেঽভিলষিতং নন্দিন্ বৃণু তৎ প্রদদামি তে

নন্দ্যুবাচ।

সদা ত্বন্নিকটস্থায়িদাসতাং জগদীশ্বর।
ত্বত্তো যাচে যথা নিত্যমনুপশ্যামি চক্ষুষা ॥ ২১

শিব উবাচ।

যথা সম্প্রার্থিতং বৎস ভবিষ্যতি তথা ধ্রুবম্।
সদা মন্নিকটে বাসো নূনং তব ভবিষ্যতি ॥ ২২
স্তোত্রেণানেন যে ভক্ত্যা স্তোষ্যন্তি ভুবি
মানবাঃ।
তেষাং ন বিদ্যতে কিঞ্চিদশুভং ভুবনত্রয়ে ॥ ২৩
মর্ত্ত্যেঽপি সুচিরং স্থিত্বা অন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ
ত্বমেষাং প্রমথানাং মে শ্রেষ্ঠো ভূত্বা মহামতে
বসস্ব মৎপুরে নন্দিন্ ভক্তোঽসি মম চ প্রিয়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

এবং বরমনুপ্রাপ্য নন্দী প্রমথবৃন্দপঃ।
বভূব মুনিশার্দ্দুল মহাদেবপ্রভাবতঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে নন্দিনঃ
প্রমথাধিপত্যলাভো নাম ষষ্ঠো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রভাপটল চন্দ্রকান্তিবৎ মনোজ্ঞ এবং মৌলি দেশে অমল-মণিমণ্ডিত ভুজঙ্গের আভরণ। ব্রহ্মাদি দেবগণ সতত ভবদীয় পাদপঙ্কজ বন্দনা করেন। হে দেবদেব! আমিও আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইলাম। যাহারা নিয়ত আপনার অর্চ্চনা, নামসমূহ কীর্ত্তন বা মন্ত্র জপ করে, হে প্রভো! তাহাদিগের ভক্তি থাকুক বা না-ই থাকুক, তাহারাও আপনার সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া অন্তে স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকে। হে প্রভো পশুপতে! তুমি দেবদেব; তোমা ব্যতীত দীনজনসমূহে দয়ালু আর কে আছেন? মহাদেব বলিলেন,—হে মুনে! নন্দী মহেশ্বরকে এইরূপ স্তব করিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন,—হে নন্দিন্! তোমার অভিলষিত বিষয় বল। আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। নন্দী বলিলেন,—হে জগদীশ্বর! আমি সতত আপনার নিকটে থাকিয়া দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করি। আপনাকে নিত্য নয়ন-গোচর করিব, ইহাই আমার প্রার্থনা। শিব কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে আমি তোমাকে সেই বরই দান করিলাম। তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে, তুমি সতত আমারই সন্নিকটে বাস করিবে। তোমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ভূতলে যে সকল মানব আমাকে স্তব করিবে, তাহাদিগের কোনই অশুভ থাকিবে না। তাহারা দীর্ঘ আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া অন্তে মোক্ষধামে উপনীত হইবে। আমার এই যে সকল প্রমথ অনুচর রহিয়াছে, তুমি ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া আমার এই পুরে বাস কর। হে নন্দিন্! তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়। মহাদেব বলিলেন,—মুনে! নন্দী এইরূপ বর লাভ করিয়া দেবদেবের প্রসাদে প্রমথবৃন্দে অধিনায়ক হইয়া কৈলাসে বাস করিতে লাগিলেন। ১৭—২৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ শম্ভুঃ সতীং প্রাপ্য ভৃশং কামপ্রপীড়িতঃ ।
প্রমথানাহ ভগবান্ নন্দিনঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১
প্রমথা যূয়মেতস্মাৎ স্থলাৎ কিঞ্চিৎ সুদূরতঃ ।
কুরুতাবস্থিতিং শীঘ্রং মা চিরং মম শাসনাৎ ॥ ২
যদা যুষ্মান্ স্মরিষ্যামি তদায়াস্যথ মেঽন্তিকম্ ।
ন মমাজ্ঞাং বিনা কোঽপি সমায়াতু কদাচন ॥ ৩
ইতি শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা প্রমথাঃ সর্ব্ব এব তে ।
মহেশসন্নিধিং ত্যক্ত্বা স্থিতাঃ কিঞ্চিৎ সুদূরতঃ ॥ ৪
ততঃ স নির্জ্জনে তস্মিন্ সত্যা সার্দ্ধং মহেশ্বরঃ
যথাভিলষিতং রেমে দিনরাত্রং মহামুনে ॥ ৫
আনীয় বনপুষ্পাণি মালাং নির্ম্মায় শোভনাম্ ।
দত্ত্বা সতীং কৌতুকেন কদাচিৎ স দদর্শ হ ॥ ৬
কদাচিৎ প্রেমভাবেন মুখং ফুল্লাম্বুজোপমম্ ।
পাণিনা মমৃজে স্বেন রুচিরং পরমাদৃতঃ ॥ ৭
কদাচিদ্গহ্বরে রেমে কদাচিৎ পুষ্পকাননে ।
কদাচিৎ সরসাং তীরে রেমেঽভিলষিতং যথা
দৃষ্টিং ব্যাপরয়ামাস ন তত্র ক্ষণমপ্যপি ।
বিনা সতীং মহাদেবঃ সতী চাপি শিবং বিনা ॥
কদাচিৎ প্রযযৌ সত্যা কৈলাসে স মহেশ্বরঃ ।
কদাচিৎ মেরুপৃষ্ঠে চ কদাচিন্মন্দরোপরি ॥ ১০
ক্ষণার্দ্ধমপি তত্যাজ ন সতীং পরমেশ্বরঃ ।
প্রযযৌ যত্র কুত্রাপি পুনঃ সত্যা মহাগিরেঃ ॥ ১১
প্রস্থং হিমবতঃ শম্ভুঃ সমায়াতি স্ম নারদ ।
সত্যা বিহরমাণোঽসৌ দশবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১২
দিনং বা রজনীং বাপি জ্ঞাতবান্ ন মহামতে ।
এবং হিমবতঃ প্রস্থে সতী ত্রৈলোক্যমোহিনী
সমাস্থিতা মহাদেবং বিমোহ্য নিজমায়য়া ॥ ১৩
মেনকা সময়ং জ্ঞাত্বা গত্বা চানুদিনং সতীম্ ॥ ১৪

সপ্তম অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর শম্ভু সতীকে পাইয়া সাতিশয় কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রমথ গণকে এবং তাহাদিগের অধিনায়ক নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে প্রমথগণ! তোমরা এ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অবস্থান কর। আমার আদেশ পালনে বিলম্ব করিও না; যাও, যখন আমি স্মরণ করিব, তখনই আবার আমার কাছে আসিতে পারিবে। আমার আজ্ঞা ব্যতীত কেহই কখনও আসিতে পারিবে না। মহেশের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমথগণ সকলেই তাঁহার সন্নিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর মহেশ্বর সেই নির্জ্জন প্রদেশে সতীর সহিত ইচ্ছানুসারে রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কোনও কোনও দিন রাশি রাশি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মাল্য নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৌতুকবশে সুন্দরী সতীর করে অর্পণ করেন, কখনও বা প্রেমভরে স্বীয় পাণি দ্বারা সতীর প্রফুল্ল পঙ্কজনিভ সুন্দর মুখখানি মুছাইয়া দেন, কখনও কখনও গিরিগুহায়, কখনও বা পুষ্পকাননে, এবং কখনও বা সরোবরতীরে থাকিয়া সতী সহ রমণ করেন। মহেশ্বর সতী ভিন্ন এবং সতীও মহেশ্বর ভিন্ন ক্ষণকালের জন্যও অন্যত্র দৃষ্টি সঞ্চালন করেন না। মহাদেব কদাচিৎ সতী সহ কৈলাসে, কদাচিৎ মেরুপৃষ্ঠে এবং কখনও কখনও মন্দরোপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বর ক্ষণার্দ্ধের জন্যও সতী বিচ্ছেদ সহনে অক্ষম হইয়া উঠিলেন। তিনি সতীর সহিত যে কোনও রমণীয় স্থানেই ইচ্ছামাত্র গমন করিতে লাগিলেন! হে নারদ! শম্ভু এইভাবে নানা রম্য স্থানে বিহার করিয়া পুনরায় হিমালয়ের প্রস্থে আগমন করিলেন। দশ সহস্র বর্ষকাল সতীর সহিত শম্ভুর বিবাহ হইয়াছে, এই সুদীর্ঘ কাল সতীসহ বিহার করিতে করিতে তাঁহার দিবারাত্র কিছুই জ্ঞান রহিল না। এইরূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী সতী মহাদেবকে নিজ মায়ায় বিমোহিত করিয়া হিমালয়পৃষ্ঠে বাস করিতেছিলেন। ১-১৩। এদিকে মেনকা যথাসময় প্রায় প্রতিদিনই সতীর নিকট গিয়া

পুত্রীভাবেন সততং প্রার্থয়ামাস ভক্তিতঃ।
ব্রতং চকার চারত্য মহাষ্টম্যামুপোষিতা॥ ১৫
বর্ষং যাবৎ সিতাষ্টম্যাং সম্পূজ্য হরগেহিনীম্
পুনর্দেবীং মহাষ্টম্যাং সম্পূজ্য বিধিবন্মুনে॥
উপোষিত্বা ব্রতং পূর্ণং চকার গিরিগেহিনী।
ততঃ প্রসন্না ভূত্বা তু সতী শঙ্করগেহিনী॥ ১৭
অঙ্গীচক্রে ভবিষ্যামি সুতা ভব নঁ সংশয়ঃ।
এবং তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মেনকা হৃষ্টমানসা॥ ১৮
সন্ধ্যায়ন্ত্যনিশং দেবীং সংস্থিতা গিরিমন্দিরে।
দক্ষস্তান্বহমিদং শম্ভুং নিনিন্দাসৌ বিমোহিতঃ॥
শম্ভুশ্চাপি ন মেনে তং সম্বন্ধজ্ঞেন নারদ।
অপ্রীতিরেবং সমভূৎ তয়োরন্যোন্যমদ্ভুতা॥ ২০
শিবদক্ষপ্রজাপত্যোরতীব মুনিসত্তম।
অথৈকদা সমাগত্য নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ২১
প্রোবাচ বচনং দক্ষং প্রজাপতিমিদং মুনে।
প্রজাপতে ত্বয়া নিত্যং নিন্দ্যতে যন্মহেশ্বরঃ॥
তেন ক্রুদ্ধঃ স চ যথা কর্তুমিচ্ছতি তচ্ছৃণু।
নূনং সমেত্য ভবতঃ পুরং ভূতগণৈঃ সহ॥ ২৩
ভস্মাস্থিবর্ষণং কৃত্বা সকুলং নাশয়িষ্যতি।
স্নেহাদ্বিবেদিতং তুভ্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন॥
উপায়ং মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রয়াশু বিচক্ষণৈঃ।
ইত্যুক্ত্বাকাশমার্গেণ স যযৌ নিজমালয়ম্॥ ২৫
দক্ষোঽপি মন্ত্রিণঃ সর্বানাহুয়েদমভাষত।
যূয়ন্তু মন্ত্রিণঃ সর্বে মমৈব হিতকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৬
চেষ্টিতং মদ্বিপক্ষেণ ন কেনাপ্যববুধ্যতে।
অদ্য মাং নারদঃ প্রাহ মহর্ষিঃ সমুপেত্য বৈ॥
মৎপুরে শিব আগত্য সর্বৈর্ভূতগণৈঃ সহ।
বর্ষং ভস্মাস্থিরক্তানাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তদত্র যদ্বিধেয়ং হি সাম্প্রতং ক্রূত তন্মম॥ ২৮

তাঁহাকে পুত্রীরূপে পাইবার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তিনি মহাষ্টমীদিনে উপবাস করিয়া হরগেহিনীর পূজা ও যথাবিধি একবর্ষ যাবৎ ব্রত পালনান্তে পুনরায় মহাষ্টমীদিনে তাঁহার পূজা করিলেন। এইরূপে গিরিপত্নী উপবাস করিয়া তাঁহার সেই ব্রত সাঙ্গ করিলেন। অনন্তর শঙ্করী প্রসন্ন হইয়া মেনকার কন্যা হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। মেনকা সতীর তাদৃশ অঙ্গীকার-বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দিবারাত্র সতীর ধ্যান করিতে করিতে গিরিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দক্ষ প্রজাপতি মোহবশে প্রায় প্রতিদিনই শিবনিন্দা করিতে থাকিলেন। হে নারদ! এদিকে শম্ভুও তাঁহাকে শ্বশুরযোগ্য সম্মাননা করেন না। এইরূপে তাঁহাদিগের শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে পরস্পর অত্যধিক অপ্রীতি বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় একদিন ব্রহ্মপুত্র নারদ, দক্ষ প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আপনি নিয়ত শিবনিন্দা করেন, এইজন্য তিনি আপনার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শুনুন। শিব তাঁহার অনুচর প্রমথগণের সহিত আপনার পুরে আগমনপূর্ব্বক ভস্ম অস্থি প্রভৃতি বর্ষণ করিবেন এবং এই পুরীর যাবতীয় শুভ-শান্তি বিনষ্ট করিয়া দিবেন। আমি এই কথা শুনিয়াছি। তাই স্নেহবশে আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। দেখিবেন,—আপনি যেন ইহা আর কোথাও প্রকাশ না করেন। আপনি বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এ সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ করুন। নারদ এই কথা বলিয়া আকাশপথে নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দক্ষ প্রজাপতি তদ্দণ্ডেই মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—মন্ত্রিগণ! আপনারা সকলেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। শত্রু আপনারা জানেন না যে, আমার কোনও শত্রু আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি নারদের মুখে তাহা সমস্তই শুনিয়াছি। মহর্ষি অদ্য এখানে আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, শিব তাঁহার অনুচর ভূতবর্গের সহিত আমার পুরে আসিয়া ভস্ম অস্থি ও রক্ত বর্ষণ করিবে। এই কথা নিশ্চয় জানা গিয়াছে। এক্ষণে

ইতি দক্ষবচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্ব এব তে ।
উচুস্তং বচনঞ্চেদং ভয়ত্রস্তা মহামুনে ॥ ২৯
মন্ত্রিণ উচুঃ ।
শিবেন দেবদেবেন কথমেবং ক রয্যতে । ।
অমুত্র কারণং নৈব চাস্মাভিরভিলক্ষ্যতে ॥৩০
ত্বন্তু বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ।
আজ্ঞাপয় যথা যুক্তং ততো তত্ত্বং বিবিচ্যতে ॥
দক্ষ উবাচ ।
অহং যজ্ঞং করিষ্যামি সর্ব্বানাহূয় দৈবতান্‌ ।
বিনা শ্মশানসংবাসং শিবং ভূতগণাধিপম্‌ ॥ ৩২
বিষ্ণুং যজ্ঞেশ্বরং দেবং সর্ব্ববিঘ্ননিবারকম্‌ ।
এবং রক্ষকত্বেন পরিকল্প্য প্রযত্নতঃ ॥ ৩৩
এবং পুণ্যক্রিয়ারম্ভে কৃতে ভূতপতিঃ শিবঃ ।
কথমায়াস্যতি পুরং পুণ্যকর্ম্মযুতং মম ॥ ৩৪
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
অথোক্তবতি দক্ষে তু ভয়াৎতে মন্ত্রিণস্তদা ।
তত্ত্বমেতন্মহারাজেত্যেবমূচুঃ প্রজাপতিম্‌ ॥ ৩৫
ততঃ প্রজাপতির্গত্বা ক্ষীরোদতটমাস্থিতঃ ।
বিষ্ণুং সম্প্রার্থয়ামাস যজ্ঞরক্ষণকারণাৎ ॥ ৩৬
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ ।
মখসংরক্ষণার্থায় স্বয়ং প্রায়াচ্ছ তৎপুরম্‌ ॥ ৩৭
তত আহূতবান্‌ দক্ষো দেবানিন্দ্রপুরোগমান্‌ ।
ব্রহ্মাণং মখদেবর্ষীন্‌ ব্রহ্মর্ষীংশ্চ মহোরগান্‌ ॥৩৮
সিদ্ধান্‌ যক্ষাংশ্চ গন্ধর্ব্বান্‌ পিতৄন্‌ দৈত্যাংশ্চ কিন্নরান্‌ ।
অন্যাংশ্চ সর্ব্বানাহূতবাংস্তস্মিন্‌ যজ্ঞমহোৎসবে ॥
বিদ্বেষাদ্বর্জ্জিতঃ শম্ভুস্তৎপত্নী চ সতী মুনে ।
সর্ব্বাংস্তান্‌ কথয়ামাস মম যজ্ঞমহোৎসবে ॥৪০
ময়া শিবস্তনাহূতঃ সতী নাপি শিবপ্রিয়া ।
অত্র যে নাগমিষ্যন্তি তে স্যুর্ভাগবহিষ্কৃতাঃ ॥৪১
নারায়ণস্তু ভগবানাদিঃ পরমপূরুষঃ ।
রক্ষার্থং মম যজ্ঞস্য স্বয়মেব সমাগতঃ ॥ ৪২

ইহার যাহা প্রতিবিধান হইতে পারে, তাহা সত্বর আপনারা আমাকে বলুন । ১৪—২৮ । হে মহামুনে ! দক্ষের এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া একবাক্যে বলিলেন, —শিব দেবদেব, তিনি কেমন করিয়া ইহা করিবেন ? একথা একবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় । শিব দ্বারা যে কোনও অনীত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা ত আমাদিগের ধারণা হয় না । তবে আপনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্‌, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী । আপনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, বলুন, তারপর আমরা সে সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া দেখি । দক্ষ বলিলেন,—আমি স্থির করিয়াছি, সমস্ত দেবসমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব । সেই যজ্ঞে ভূতপতি শ্মশানেশ্বর শিবকে নিমন্ত্রণ করিব না । সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে যজ্ঞরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিব । এইরূপে যদি পুণ্যকার্য্য আরম্ভ করি, তাহা হইলে আর সেই ভূতপতি শিব কি করিয়া আমার পুরে আসিবে ? দক্ষ এই কথা কহিলে ভীত ত্রস্ত মন্ত্রিগণ বলিলেন,—মহারাজ ! আপনার এই প্রস্তাব অতি উত্তম হইয়াছে । অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন । তথায় ভগবান্‌ বিষ্ণু ছিলেন, যজ্ঞরক্ষা করিবার জন্য দক্ষ তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন । ভগবান্‌ পরম পুরুষ বিষ্ণু দক্ষের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞরক্ষার্থ স্বয়ং দক্ষালয়ে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন । অতঃপর দক্ষ তদায় যজ্ঞমহোৎসবে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে আহ্বান করিলেন । তদ্ভিন্ন আরও অনেকে তথায় আহূত হইলেন । কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ জামাতা শিব ও কন্যা সতীকে দক্ষ নিমন্ত্রণ করিলেন না, তিনি স্পষ্টতঃ সকলকেই বলিতে লাগিলেন, আমার যজ্ঞ-মহোৎসবে আমি শিবকেও নিমন্ত্রণ করি নাই এবং তাহার সহধর্ম্মিণী প্রিয়তমা সতীরও এখানে আহ্বান হয় নাই । ঐ দুইজন ভিন্ন আমি আর সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি । এক্ষেত্রে যিনি না আসিবেন, তাঁহাকে আর যজ্ঞীয় ভাগ দেওয়া হইবে না । ২৯—৪১ । ভগবান্‌ আদি পুরুষ নারায়ণ

তস্মাৎ ত্যক্তভয়াঃ সর্ব্বে সমাগচ্ছত মন্মখে।
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভীতা এব সুরাদয়ঃ ॥ ৪৩
শিবশূন্য মপি সভামাগতাঃ সর্ব্ব এব হি।
বিষ্ণুং সমাগতং শ্রুত্বা যজ্ঞরক্ষণতৎপরম্ ॥ ৪৪
নির্ভীতাঃ সকলা আসন্ দেবাশ্চান্যেঽপি শঙ্করাৎ।
অদিত্যাদ্যাঃ সুতাঃ সর্ব্বাঃ সমানীয় বিনা সতীম্ ॥ ৪৫
বস্ত্রালঙ্কারনিচয়ৈস্তোষয়ামাস সাদরঃ।
মহাদ্রিসদৃশং চক্রে পুষ্পানাং সঞ্চয়ং মুনে ॥ ৪৬
পয়োদধিঘৃতাদীনাং মহানদ্যঃ প্রকল্পিতঃ।
তথান্যদ্ যদ্ যজ্ঞার্হং দ্রব্যং তেষাঞ্চ সঞ্চয়ম্ ॥ ৪৭
দ্রব্যাণাং সাগরসমমন্যেষাং গিরিণা সমম্।
চক্রে প্রজাপতির্দক্ষস্ততো যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তত ॥ ৪৮
বসুধাভূৎ স্বয়ং বেদী স্বয়ং কুণ্ডে হুতাশনঃ।
প্রজজ্বালোজ্জ্বলশিখো বিধূমো মুনিসত্তম ॥ ৪৯
ব্রহ্মকর্ম্মণি যুক্তশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা বভূব হ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি জুহ্বন্তি স্ম পুরোহিতাঃ ॥ ৫০
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি চোদ্গাতারঃ প্রকল্পিতাঃ।
সশিষ্যা ঋষয়শ্চান্যে বহবো মুনিসত্তম ॥ ৫১
বেদপাঠনিযুক্তাশ্চ সমাসংস্তত্র বৈ মখে।
স্বয়ং যজ্ঞঃ সমায়াতস্তত্র বেদ্যাং মহামতে ॥ ৫২
নারায়ণশ্চ ভগবাননাদিঃ পরমপুরুষঃ।
যজ্ঞসংরক্ষকস্থাসীজ্জগতাং রক্ষকঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৩
এবং প্রবৃত্তে যজ্ঞে তু দধীচিস্তু মুনীশ্বরঃ।
অদৃষ্ট্বা শিবমেবৈকং দক্ষমাহ মহামতিঃ ॥ ৫৪

দধীচিরুবাচ।

প্রজাপতে মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞোঽয়ং যাদৃশস্ত্বয়া।
ক্রিয়তে ন কদাপ্যেবং ভূতবান ন ভবিষ্যতি ॥
যত্রৈতে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সমাগত্য স্বয়ং স্বয়ম্।
গৃহ্ণন্তি চাহুতিং সাক্ষাৎ প্রহৃষ্টা নিজভাগতঃ ॥
প্রাণিনঃ সর্ব্ব এবাত্র দৃশ্যন্তে বৈ সমাগতাঃ।

আমার যজ্ঞরক্ষার্থ স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন, অতএব আপনারা সকলেই নির্ভয়ে মদীয় যজ্ঞোৎসবে আগমন করুন। দক্ষের বাক্য শুনিয়া দেবগণ ভীত হইলেন। কিন্তু শেষে সেই শিবহীন-যজ্ঞসভায় সকলেই আগমন করিলেন, বিশেষতঃ তাঁহারা যেমন শুনিলেন যে, বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞরক্ষায় তৎপর হইয়াছেন, তখন আর শঙ্কর হইতে তাঁহাদিগের ভয় রহিল না। নিমন্ত্রিত দেব, কি দানব, কি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, সকলেই সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন। প্রজাপতি সতী ব্যতীত আর সমস্ত কন্যাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন! হে মুনে! প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ-দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিবর্গের পানভোজনার্থ কোথাও পুষ্পপর্ব্বত, কোথাও মিষ্টান্ন-পর্ব্বত, কোথাও ঘৃতকুল্যা, কোথাও মধুকুল্যা ইত্যাদিরূপে বহুবিধ সুখাদ্য সুপেয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। ওইরূপে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এই যজ্ঞে স্বয়ং বসুধা বেদী হইলেন। হুতাশন স্বয়ং কুণ্ডমধ্যে আসিয়া নির্ধূম শিখা প্রসারিত করিয়া প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা এই যজ্ঞের ব্রহ্মকর্ম্মে ব্রতী হইলেন। অষ্টাশীতি সহস্র হোতা ও চতুঃষষ্টিসহস্র উদ্গাতা এই যজ্ঞে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহা ভিন্ন শিষ্যগণ সহ আরও বহুসংখ্যক ঋষি বেদ-পাঠে ব্রতী হইলেন। হে মহামতে! যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেব স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইলেন। জগৎপাত পরম পুরুষ বিষ্ণু সেই যজ্ঞরক্ষার্থ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। ৪২—৫৩। এইরূপে দক্ষের যজ্ঞ ব্যাপার আরব্ধ হইল। এদিকে জ্ঞানিবর দধীচি মুনি সেই যজ্ঞসভায় আগমন করিলেন। তিনি শিব ভিন্ন আর সমস্তকেই তথায় সমাগত দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ প্রজাপতে! আপনি যেরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ যজ্ঞ কেহই কখনও করিতে পারে না এবং কখনও হয় নাই ও হইবেও না। এ যজ্ঞে দেবগণ স্বয়ং আগমন-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিতে

দৃশ্যতে ন কথং \ শম্ভুস্ত্রিদশানামধীশ্বরঃ ॥ ৫৭
দক্ষ উবাচ।
ন ময়া স সমাহূতো যজ্ঞেঽস্মিন্ মুনিসত্তম।
কাপালিকতয়া পূজানর্হত্বেন মহেশিতুঃ ॥ ৫৮
দধীচিরুবাচ।
যথা বিবিধরত্নেন দেহঃ সংভূষিতোঽপি চ।
ন শোভতে জীবহীনো সর্ব্বথাপি প্রজাপতে ॥
তথেশ্বরং বিনা যজ্ঞঃ শ্মশানমিব দৃশ্যতে ॥ ৬০
দক্ষ উবাচ।
ত্বং কেন বা সমাহূতঃ কথমাগতবানসি।
পৃষ্টস্ত্বং কেন বা দুষ্ট যদেবং বদসি দ্বিজ ॥ ৬১
দধীচিরুবাচ।
আহূতো বাপ্যনাহূতস্ত্বয়াহং তব দুর্ম্মখে।
শৃণোষি যদি মদ্বাক্যং তদাহ্বয় সদাশিবম্ ॥৬২
বিনা তেন কৃতো যজ্ঞঃ কদাচিন্ন ফলপ্রদঃ ॥৬৩
যথার্থরহিতং বাক্যং শ্রুতিহীনো যথা দ্বিজঃ।
গঙ্গাহীনো যথা দেশস্তথা যজ্ঞঃ শিবং বিনা ॥৬৪
পতিহীনা যথা নারী পুত্রহীনো যথা গৃহী।
যথা কাঙ্ক্ষা নির্দ্ধনানাং তথা যজ্ঞঃ শিবং বিনা ॥
দর্ভহীনা যথা সন্ধ্যা তিলশূন্যস্তু তর্পণম্।
যথা হোমো হবির্হীনস্তথা হীনশ্চ শম্ভুনা ॥ ৬৬
দক্ষ উবাচ।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যো যত্রায়ং ভগবান্ হরিঃ।
স্বয়ং যজ্ঞঃ পুমানত্র সমায়াতো জগৎপতিঃ ॥৬৭
তত্র কিং শম্ভুনা তেন মহামঙ্গলমূর্ত্তিনা ॥ ৬৮
দধীচিরুবাচ।
যো বিষ্ণুঃ স মহাদেবঃ শিবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
নানয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ কদাচিদপি কুত্রচিৎ ॥
একং বিনিন্দতে যঃ স দ্বয়মেব বিনিন্দতে।
একং দ্বিষন্তমপরো ন প্রসন্নঃ কদাচন ॥ ৭০
শিবাপমানমিচ্ছন্ ক্রিয়তে যত্ত্বয়া মনঃ।
এতেন শম্ভুঃ সংক্রুদ্ধো যজ্ঞং তে নাশয়িষ্যতি ॥

ছেন। সর্ব্বপ্রাণীকেই এখানে সমাগত দেখিতেছি, কিন্তু ত্রিদশাধিপতি শম্ভুকে কেন এ যজ্ঞে দেখিতেছি না? দক্ষ বলিলেন,—হে মুনিবর! আমার এই যজ্ঞে আমি শম্ভুকে নিমন্ত্রণ করি নাই; সে কাপালিক বলিয়া তাহাকে আমি যজ্ঞে পূজ্য বলিয়াও মনে করি না। দধীচি বলিলেন,—হে প্রজাপতে! যেমন বিবিধ রত্নে দেহ সুসজ্জিত হইলেও একমাত্র জীব ভিন্ন তাহার শোভা হয় না, সেইরূপ ঈশান ভিন্ন আপনার এই যজ্ঞ শোভা পাইতেছে না, প্রত্যুত ইহা শ্মশানক্ষেত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। দক্ষ বলিলেন,—ওরে দুষ্ট দ্বিজ! কে তোরে আহ্বান করিয়াছে, কেন তুই আসিয়াছিস্, কেই বা তোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তুই এমন কথা বলিতেছিস্? দধীচি বলিলেন,—তোমার এই কুযজ্ঞে তুমি আমাকে আহ্বান কর আর না-ই কর, যদি মঙ্গল চাও তবে আমার কথা শুন—সদাশিবকে আহ্বান কর। সেই সদাশিব ব্যতীত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা কখনও ফলপ্রদ হইবে না। যেমন অর্থহীন বাক্য, শ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ ও গঙ্গাহীন দেশ, শিবহীন যজ্ঞও সেইরূপ। যেমন পতিহীন, নারী, পুত্রহীন গৃহী ও ধনহীনের কামনা, শিবহীন যজ্ঞও সেইরূপ; যেমন দর্ভহীন সন্ধ্যা, তিলহীন এবং ঘৃতহীন হোম, শম্ভুহীন যজ্ঞও তদ্রূপ। দক্ষ বলিলেন,—এই সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ জগৎপতি ভগবান্ হরি যেখানে আসিয়াছেন, সেখানে অতি অমঙ্গল মূর্ত্তি শম্ভু দ্বারা প্রয়োজন কি? দধীচি বলিলেন,—যিনি বিষ্ণু, তিনিই মহাদেব, যিনি শিব তিনিই স্বয়ং নারায়ণ। ইঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কদাচিৎ কোন ভেদ নাই। ইঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে একজনকে নিন্দা করিলে, উভয়কেই নিন্দা করা হয় এবং একজনকে দ্বেষ করিলে অপর জন কখনও প্রসন্ন হন না। শিবের অপমান করিবার আগ্রহে, এই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছ, ইহাতে শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার এই যজ্ঞ ধ্বংস করিবেন। ৫৩—৭১।

দক্ষ উবাচ ।

সর্ব্বস্য জগতো গোপ্তা যত্র গোপ্তা জনার্দ্দনঃ
তত্র শ্মশানসংবাসী শম্ভুস্তু কিং করিষ্যতি ॥৭২
যদি চায়াতি মদ্যজ্ঞে প্রেতভূমিপ্রিয়ঃ শিবঃ ।
তদা বিষ্ণুঃ স্বচক্রেণ বারয়িষ্যতি তে শিবম্ ॥৭৩

দধীচিরুবাচ ।

ভবাদৃশো ন মূঢ়োঽয়ং ভগবান্ পুরুষোঽব্যয়ঃ
যেনাত্মনা স্বয়ং যুদ্ধং করিষ্যতি বিমোহিতঃ ॥
ত্বয়া দৃশ্যতে বিষ্ণু রক্ষার্থং সমুপাগতঃ ।
যথা রক্ষিষ্যতি মখং চক্ষুষা দ্রক্ষ্যসেঽচিরাৎ ॥৭৫

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
দক্ষঃ স্বকীয়ানাহেদমিমং দূরয় দূরয় ॥ ৭৬
দধীচিরপি তং প্রাহ প্রহসন্মুনিপুঙ্গবম্ ।
কিং মাং দূরয়সে মূঢ় দূরীভূতোঽসি মঙ্গলাৎ ॥
শিবস্য ক্রোধজো দণ্ডঃ পতিষ্যত্যচিরেণ তু ।
তব মূর্দ্ধনি নাস্ত্যত্র সংশয়ো দুর্ম্মতে কচিৎ ॥৭৮
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ।
নির্জ্জগাম সভামধ্যাদ্দধীচির্মুনিসত্তমঃ ॥ ৭৯
দুর্ব্বাসা বামদেবশ্চ চ্যবনো গৌতমাদয়ঃ ।
শিবতত্ত্ববিদঃ সর্ব্বে পশ্চাদুত্থায় নির্যযুঃ ॥ ৮০
গতেষু তেষু সর্ব্বেষু দক্ষঃ শেষদ্বিজাতয়ে ।
দ্বিগুণাং দক্ষিণাং দত্ত্বা মহাযজ্ঞং সমারভৎ ॥ ৮১
উক্তঃ স বন্ধুভিঃ সর্ব্বৈরপি দেবীং সতীং নহি ।
সমানয়ত্তত্র যজ্ঞে কদাচিদপি নারদ ॥ ৮২
প্রক্ষীণপুণ্যস্তাং নাপি মেনে প্রকৃতিমুত্তমাম্ ।
তয়ৈব বঞ্চিতো দক্ষো মহামায়াস্বরূপয়া ॥ ৮৩
অথ জ্ঞাত্বা তু তৎসর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞা জগদম্বিকা ।
চিন্তয়ামাস পার্শ্বস্থা শম্ভোর্গিরিবরোপরি ॥ ৮৪
প্রার্থিতা গিরিরাজস্য পত্ন্যাহং মেনয়া স্বয়ম্ ।
পুত্রীভাবেন সভক্ত্যা বিনয়াৎ প্রেমভাবতঃ ॥৮৫

দক্ষ বলিলেন,—যেখানে জগৎপাতা স্বয়ং জনার্দ্দন যজ্ঞরক্ষায় নিযুক্ত, সেখানে একটা শ্মশানবাসী শম্ভু আমার কি করিতে পারিবে? যদি সেই প্রেতভূমিপ্রিয় শিব মদীয় যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করে, তাহা হইলে বিষ্ণু তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্র দ্বারা দূরীভূত করিয়া দিবেন। দধীচি বলিলেন,—এই অব্যয় পুরুষ ভগবান্ তোমার ন্যায় মূর্খ নহেন যে, তোমার এই যজ্ঞরক্ষার্থ ইনি মোহক্রমে শিবের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তুমি দেখিতেছ, তোমার যজ্ঞরক্ষার্থ বিষ্ণু আগমন করিয়াছেন; কিন্তু ইনি এই যজ্ঞ যে প্রকার রক্ষা করিবেন, তাহা তুমি অচিরেই দেখিতে পাইবে। মহাদেব বলিলেন,—দক্ষ প্রজাপতি দধীচির এই কথা শুনিয়া রোষকষায়িতলোচনে স্বীয় ভৃত্যবর্গকে বলিলেন, রে ভৃত্যগণ! শীঘ্র ইহাকে দূর করিয়া দে। তচ্ছ্রবণে মুনিপুঙ্গব দধীচি হাস্য করিয়া বলিলেন,—রে মূঢ়! আমাকে দূরীভূত করিতেছিস্ কি—তুই নিজেই মঙ্গল হইতে দূরীভূত হইলি। শিবের ক্রোধজাত দণ্ড অচিরেই তোর মস্তকে পতিত হইবে। রে দুর্ম্মতে! ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই! মুনিবর দধীচি এই কথা কহিয়া, ক্রোধতাম্রনয়নে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডবৎ সেই সভামধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। দধীচি মুনির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বাসা, বামদেব, চ্যাবন ও গৌতম প্রভৃতি শিবতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণও সভা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সকল মহর্ষিরা চলিয়া গেলে দক্ষ প্রজাপতি অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দানে সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ৭২-৮১। হে নারদ! দক্ষের বন্ধুবান্ধবেরা অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি রোষবশে তিনি কন্যা সতীকে সেই যজ্ঞোৎসবে আনয়ন করিলেন না। সেই ক্ষীণপুণ্য দক্ষ কিছুতেই সেই পরমাপ্রকৃতির তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেন না! মহামায়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। এদিকে সর্ব্বজ্ঞা জগদম্বিকা পিত্রালয়ের সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিলেন। তিনি শিব পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, গিরিরাজপত্নী মেনকা আমাকে প্রেম, ভক্তি ও বিনয়ে

মদীয়কে ত্যক্ষ্যামি প্রত্যহং মায়য়া সংযুতঃ।
পুর্বং সম্প্রার্থয়ামাস যদা মাং স প্রজাপতিঃ॥৮৬
তদা ময়ৈব সমাখ্যাতং যদা মদাদরো ভবান্।
ভবিষ্যতি ক্ষীণপুণ্যো তদা সম্মোহ্য মায়য়া॥৮৭
ত্যক্ষ্যামি ত্বন্নিয়ন্তো(?)হং সোহয়ং কাল
উপস্থিতঃ।
প্রজাপতিঃ ক্ষীণপুণ্যো যদি মদাদর স্পৃহঃ।
তং পরিত্যজ্য যাস্যামি স্বালয়ং নিজলীলয়া।
ততশ্চ হিমবদ্গেহে প্রাপ্য জন্ম মহেশ্বরম্ ৮৯
পতিমাপ্স্যামি দেবেশং ভূয়ঃ প্রাণৈকবল্লভম্।
এবং বিচিন্ত্য মনসা দক্ষকন্যা মহেশ্বরী॥৯০
স্থলং প্রতীক্ষমাণাভূদ্দক্ষযজ্ঞবিনাশনে।
এতস্মিন্নেব কালে তু নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥
দক্ষালয়াৎ সমায়াতো যত্রাস্তে ভগবান্ হরঃ।
ত্রিধা প্রদক্ষিণীকৃত্য দেবদেবং ত্রিলোচনম্॥৯২
উবাচ বামপার্শ্বস্থাং সতীং সম্বোধ্য নারদ॥৯৩

নারদ উবাচ।

শৃণু দেব মহেশান দক্ষস্ত শ্বশুরস্তব।
ভবাবমাননাং কর্তুং করোতি যজ্ঞমুত্তমম্॥৯৪
সর্ব এব সমাহূতাস্তেন তস্মিন্মহাধ্বরে।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বাঃ কিন্নরোরগপর্বতাঃ॥৯৫
যে চান্যে প্রাণিনঃ সন্তি স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে
তে সর্বে তেন চাহূতা যুবামেব বিবর্জিতৌ॥
যুবাভ্যাং রহিতাং বীক্ষ্য পুরীং তস্য
প্রজাপতেঃ।
দুঃখেনাহং পরিত্যজ্য সমায়াতস্তবান্তিকম্।
উচিতং যুবয়োস্তত্র গমনং মা চিরং কুরু॥৯৭

শিব উবাচ।

কিং তত্র গমনেনৈব প্রয়োজনমথাবয়োঃ।
যথারুচি তথা যজ্ঞং স করোতু প্রজাপতিঃ॥৯৮

নারদ উবাচ।

ভবাপমানমন্বিচ্ছন্ যদ্যেনং স মহাধ্বরম্।

কন্যারূপে পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন, আমিও তাঁহার কন্যা হইব বলিয়া নিশ্চিতরূপে অঙ্গীকার করিয়াছি। পূর্বে দক্ষ প্রজাপতি যখন আমাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা করেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যখন আপনি আমার উপর অনাদর বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন, তখন আপনার পুণ্য ক্ষয় হইবে। ঐ সময় আমি মায়ায় মোহিত করিয়া নিশ্চয় আপনাকে ত্যাগ করিব। যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতেছি, আমার সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে, পিতা প্রজাপতির পুণ্যক্ষয় হইতেছে। তিনি আমার উপর অনাদর বা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ লীলাবশে স্বস্থানে গমন করি। তৎপরে আমি হিমালয়ের গৃহে জন্ম লইয়া পুনরায় দেবদেব প্রাণবল্লভ মহেশ্বরকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইব। মহেশ্বরী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশের ছিদ্র প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মপুত্র নারদ, যেখানে ভগবান্ হর বসিয়াছিলেন, দক্ষালয় হইতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেবদেব ত্রিলোচনকে এবং তদীয় বামপার্শ্বস্থিতা সতীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সম্বোধনান্তে বলিলেন, হে দেব মহেশ! আপনার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি আপনাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য এক উত্তম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই মহাযজ্ঞে দেব, গন্ধর্ব-কিন্নর নর উরগ পর্বত প্রভৃতি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালস্থ নিখিল প্রাণিবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছেন। কেবল মাত্র আপনাদিগের পতিপত্নীকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমি সেই যজ্ঞসভায় আপনাদিগের উভয়কে না দেখিয়া দুঃখের সহিত সেস্থান পরিত্যাগপূর্বক আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনাদিগের উভয়েরই তথায় গমন করা উচিত; অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। ৮৬—৯৭। শিব বলিলেন, নারদ! সেখানে আমাদিগের যাইবার প্রয়োজন কি? প্রজাপতির যেমন রুচি, তিনি তার অনুরূপ যজ্ঞ করুন। নারদ বলিলেন,

নিন্দাকরোতি লোকানাং তাদৃশস্য ভবেৎ যদি
তদ্‌গত্বা যজ্ঞভাগং ত্বং গৃহাণ পরমেশ্বর।
বিঘ্নং বাচর তদ্‌যজ্ঞে মা চিরং ত্রিদশেশ্বর ॥ ১০০

শিব উবাচ।

ন তত্রাহং গমিষ্যামি ন সত্যাপি চ মৎপ্রিয়া।
অগতেহপি চ নো যজ্ঞভাগং যে স প্রদাস্যতি

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেবং শম্ভুনা প্রোক্তো মহর্ষির্নারদস্তদা।
সতীমাহ জগন্মাতর্নামনূচিতং তব ॥ ১০২
কন্যা পিতৃগৃহে শ্রুত্বা মহাযজ্ঞমহোৎসবম্।
কথং ধৈর্য্যং সমাস্থায় স্থাতুমুৎসহতে গৃহে ॥ ১০৩
ভগিন্যস্তব যা দেবি তাঃ সর্ব্বাস্ত সমাগতাঃ।
তাভ্যঃ স প্রদদৌ নানাবিধং স্বর্ণাদিভূষণম্ ॥
ত্বমেকা বর্জ্জিতা তেন যথা দর্পাৎ সুরেশ্বরি।
তথা ত্বং দর্পনাশায় যতস্ব জগদম্বিকে ॥ ১০৫
শিবস্তু পরমো যোগী সমঃ পূজাপমানয়োঃ।
ন গমিষ্যতি তদ্‌যজ্ঞে ন বিঘ্নং বা করিষ্যতি ॥

ইত্যুক্ত্বা নারদস্তস্মাৎ মহর্ষির্নারদস্তদা।
প্রণম্য শঙ্করং প্রায়াৎ দক্ষস্য নিলয়ং মুনিঃ ॥ ১০৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ বচনং দক্ষকন্যকা।
গন্তুমিচ্ছুঃ পিতুর্যজ্ঞে শিবমাহ শিবাঙ্গনা ॥ ১

সত্যুবাচ।

প্রভো দেব মহেশান পিতা দক্ষপ্রজাপতিঃ।
করোতি সুমহাযজ্ঞং বহুসব্যয়পূর্ব্বকম্ ॥ ২
আবয়োর্গমনং তত্র স্থাষ্যং চেত্তসি রাজতে।
সম্প্রাপ্তয়োর্নূনং সম্মানং স করিষ্যতি ॥ ৩

শিব উবাচ।

নৈবং সতি প্রিয়ে চিন্তাং মনসাপি সমাচর।

আপনার অপমান করিবার ইচ্ছায় তিনি যখন এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন আপনার উপর লোকের একটা অবজ্ঞা জন্মিবে। অতএব হে মহেশ্বর! আপনি গিয়া হয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, না হয় অচিরে তাহার বিঘ্নাচরণ করুন। শিব কহিলেন,—আমি তথায় যাইব না, মৎপ্রিয়া সতীও তথায় যাইবেন না; আমি গেলেও তিনি আমায় যজ্ঞভাগ প্রদান করিবেন না। মহাদেব বলিলেন,—শম্ভুর কথাবসানে নারদ এইরূপ বলিয়া শেষে জগদম্বিকা সতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—মাতঃ! আপনারও অন্ততঃ সে যজ্ঞে গমন করা উচিত। পিতার গৃহে বড় মহোৎসবের কথা শুনিয়া কন্যাজন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কিরূপে নিজ গৃহে স্থির থাকিতে পারে? যাহা হউক মাতর্জগদম্বিকে! আপনি দক্ষের দর্প বিনাশের জন্য যত্নবতী হউন। আপনার প্রাণবল্লভ শিব পরমযোগী; অর্চনা বা অবমাননা, এ উভয়ই তাঁহার তুল্য। তিনি সে যজ্ঞে যাইবেনও না এবং সে যজ্ঞের বিঘ্নও ঘটাইবেন না। দেবর্ষি নারদ দক্ষনন্দিনী সতীকে এই কথা বলিয়া শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পুনরায় দক্ষালয়ে গমন করিলেন। ৯৮—১০৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন, মুনিবর নারদের নিকট ঐ সংবাদ শুনিয়া দক্ষকন্যা শিব-সীমন্তিনী সতী পিতৃযজ্ঞে যাইবার জন্য শিবকে বলিতে লাগিলেন। সতী বলিলেন, হে প্রভো দেব মহেশ! পিতা দক্ষ প্রজাপতি প্রভূত সদ্ব্যয় সহকারে বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমাদিগের তথায় গমন করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা যদি সেখানে উপস্থিত হই, তবে পিতা নিশ্চয়ই আমাদিগের সম্মান করিবেন। শিব বলিলেন, প্রাণপ্রিয়ে সতি!

অনাহ্বানস্তু গমনং মরণঞ্চ দ্বয়ং সমম্ ॥ ৪ ॥
দক্ষো বিদ্যাধনকুলৈর্গর্ব্বিতো মম হেলনম্ ।
করোতি নিলয়ং তস্য গন্তব্যং ন কদাচন ॥ ৫
মমাপমানমেবেষ্টুঃ কুরুতে স মহাধ্বরম্ ।
যদি যামি চ তত্রাহং ত্বং যাসি যদি বা সতি ॥ ৬
নাপমানং বিনা দক্ষঃ সম্মানং স করিষ্যতি ।
শ্বশুরস্যালয়ং গচ্ছেৎ যদি তত্রাস্তি গৌরবম্ ॥ ৭
অগৌরবঞ্চেদ্গমনং মরণাদতিরিচ্যতে ।
জামাতা শ্বশুরস্থানেঽপেক্ষতে পরমাদরম্ ॥ ৮
শ্বশুরোঽপি তমাদৃত্য স্বালয়েষু সমানয়েৎ ।
অদানং বাপ্যবাৎসল্যং জামাতরি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯
অন্যথা ধর্ম্মহানিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বরাননে
জামাতৃদ্বেষতঃ পাপং জায়তে বৈ সুদারুণম্ ।
তস্মাদ্বিবর্জ্জয়েদ্দ্বেষং জামাতরি বিচক্ষণঃ ।
জামাতাপি ন কুর্ব্বীত শ্বশুরস্যাপ্রিয়ং কচিৎ।
কুর্ব্বন্ স নিরয়ং যাতি বহুজন্মশতান্যপি ।
অমানিতো নৈব গচ্ছেৎ কদাচিৎ শ্বশুরালয়ম্
যত্র কুত্রচিদাহ্বানং বিনৈব মরণং গমঃ ।
বিশেষতস্তু চার্ব্বঙ্গি শ্বশুরস্যালয়ে সতি ॥ ১৩
তদহং ন গমিষ্যামি শ্বশুরস্যালয়ে শুভে ।
অপ্রিয়ং তত্র গমনং যতো দক্ষপ্রজাপতেঃ ॥ ১৪
শ্বশুরপ্রীতিকরণাদ্রূপবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
প্রজাবৃদ্ধির্ধর্ম্মবৃদ্ধিরপি সঞ্জায়তে সতি ।
অপ্রীতিকরণাদ্ধানির্জায়তে চ তথা প্রিয়ে ॥ ১৫
তন্ন গচ্ছামি যজ্ঞেঽস্মিন্ পিতুস্তব সুরোত্তমে
ভাবত্যেহর্নিশং দক্ষো মাং দরিদ্রং সুদুঃখিনম্
অনাহূতে ময়ি গতে তদ্বক্ষ্যতি বিশেষতঃ ।
অনাহ্বানঞ্চ দুর্ব্বাক্যমসহ্যং শ্বশুরালয়ে ॥ ১৭
আগতং বীক্ষ্য দুহিতুঃ পতিং শ্বশুর এত্যাতম্

তুমি এইরূপ ধারণা মনেও স্থান দিও না। বিনা নিমন্ত্রণে গমন ও মরণ এ উভয়ই সমান। বিশেষত দক্ষ বিদ্যাধন ও কুল-গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া আমায় অবজ্ঞা করিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার গৃহে গমন কখনই উচিত নহে। তোমার পিতা দক্ষ আমার অপমান করিবার উদ্দেশেই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সুতরাং সেখানে যদি আমি যাই কি তুমি যাও, তবে দক্ষ আমাদিগের অপমাননা ব্যতীত সম্মাননা কিছুতেই করিবেন না। সতি! তুমি ভাবিয়া দেখ, শ্বশুরালয়ে জামাতার গমন বড়ই গৌরবের বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেখানে যদি অপমান বা অগৌরব ঘটে, তবে তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হয়। জামাতা শ্বশুরালয়ে পরমাদর ও গৌরবের প্রত্যাশা করেন। সুতরাং শ্বশুর জামাতাকে বিশেষ সমাদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইবেন, অদান বা অবাৎসল্য জামাতার প্রতি করিবেন না। ইহা না করিলে ধর্ম্মহানি হয়। হে বরাননে। জামাতার প্রতি দ্বেষ করিলে শ্বশুরের পাপ হয়, সুতরাং শ্বশুর জামাতার উপর দ্বেষ করিবেন না। পক্ষান্তরে জামাতাও কখন শ্বশুরের অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। যদি করেন, তবে তাঁহাকে বহুশত জন্ম নিরয়ে থাকিতে হয়। কিন্তু জামাতা অপমানিত হইয়া কখন শ্বশুরালয়ে যাইবে না, অধিক কি, আহ্বান ব্যতীত যে কোন স্থানে বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ে গমন মরণতুল্য, সুতরাং আমি অধুনা শ্বশুরালয়ে যাইব না ; অপিচ আমার তথায় গমন দক্ষপ্রজাপতির প্রীতিকরও নহে।১—১৪। হে সতি! শ্বশুরের প্রীতিকরণে রূপবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি, এবং ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। পরন্তু অপ্রীতিকরণে ঐ ঐ বিষয়ের হানি হইয়া থাকে। সুতরাং হে সুরোত্তমে! আমি তোমার পিতৃযজ্ঞে যাইব না। দক্ষ সর্ব্বদাই আমায় দরিদ্র ও দুঃখিত বলিয়া থাকেন। আমি যদি বিনা আহ্বানে যজ্ঞে যাই, তাহা হইলে তিনি ঐ কথা আমায় বিশেষ রূপেই বলিবেন। একে শ্বশুর গৃহে অনাহ্বান, তদুপরি দুর্ব্বাক্যবর্ষণ ইহা একান্তই আমার অসহ্য হইবে। শ্বশুর জামাতাকে আসিতে দেখিয়া

সমর্চ্চয়েদ্ যথাশক্ত্যা ধর্ম্মলোপোঽন্যথা ভবেৎ।
এবমেবংবিধং যত্র সম্মানং প্রতিপাদিতম্।
তত্রাপমানলাভায় কো গচ্ছতি সুদুর্ম্মতিঃ ॥১৯
তৎ ক্ষমস্ব মহেশানি পিতুস্তব মহাধ্বরে।
নাবয়োর্গমনং যুক্তং বিনাহ্বানং সুরার্চ্চিতে ॥২০

সত্যুবাচ।

যদুক্তং সত্যমেবৈতৎ প্রভো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
গতে ত্বয়ি কদাচিৎ তে সম্মানং স করিষ্যতি ॥

শিব উবাচ।

ন তাদৃশস্তব পিতা যদাহ্বানং বিনা গতে।
মৎসম্মানং সভামধ্যে করিষ্যতি কদাচন ॥ ২২
মন্নামশ্রবণাদেব নিন্দতে মামহর্নিশম্।
স করিষ্যতি সম্মানং মমেতি তব দুর্ম্মতিঃ ॥২৩

সত্যুবাচ।

ত্বং যাহি বা ন বা দেব যথারুচি তথা কুরু।
অহং যাস্যামি তত্রাজ্ঞাং বিধেহি ত্বং মহেশ্বর ॥
কন্যা পিতৃগৃহে শ্রুত্বা মহাযজ্ঞমহোৎসবম্।

প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যথাশক্তি সমাদর প্রদর্শন করেন, অন্যথা ধর্ম্ম লোপ হইয়া থাকে। যেখানে এইরূপ সম্মান বিহিত, তথায় অপমানিত হইবার জন্য কোন্ মূর্খ গমন করিয়া থাকে? তাই বলিতেছি, হে সুরবন্দিতে! মহেশানি! ক্ষমা কর; তোমার পিতার মহাযজ্ঞে বিনা আহ্বানে আমাদের গমন কিছুতেই উচিত নহে। সতী কহিলেন,—প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি গেলে, আপনার সম্মান তিনি করিতেও তো পারেন। শিব কহিলেন,—তোমার পিতা সেরূপ নহেন যে, বিনা আহ্বানে গেলে সভামধ্যে তিনি আমার সম্মান করিবেন। যিনি আমার নাম শ্রবণেই সর্ব্বদা আমার নিন্দা করেন, তিনি আমার সম্মান করিবেন, ইহা তোমার দুর্ব্বুদ্ধি। সতী কহিলেন, দেব! আপনি যাউন, বা না যাউন, আপনার যেরূপ ইচ্ছা করুন। পরন্তু হে মহেশ্বর! আমি তথায় যাইব, আমায় আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন।

কথং ধৈর্য্যং সমাস্থায় স্থাতুমুৎসহতে গৃহে ॥২৫
অসম্বন্ধাঃ সমাহূতা লভন্তে যত্র পূজনম্।
সম্বন্ধস্তৎ সমাকর্ণ্য কথং ধৈর্য্যং সমাশ্রয়েৎ ॥
অন্যত্র বিদ্যতেঽপেক্ষা চাহ্বানস্য মহেশ্বর।
গন্তুং পিতৃগৃহে কন্যা নাহ্বানং সমপেক্ষতে ॥২৭
তস্মাৎ পিতৃগৃহে নূনং গমিষ্যাম্যনুমন্যতাম্।
ময়ি তত্র গতায়াং স মম সম্মানমুত্তমম্ ॥ ২৮
করিষ্যতি স্নেহবশাৎ তত্র নাস্ত্যেব সংশয়ঃ।
ভবিতা মম সম্মানাৎ তব সম্মানমপ্যলম্ ॥ ২৯
যদি স্নেহান্ন জানাতি পিতা দক্ষপ্রজাপতিঃ।
তত্র কৃত্বাভিমানং বা কথং ভাগমুপেক্ষসে ॥৩০
ত্বং জ্ঞানদাতা লোকানাং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোঽপি চ
জ্ঞানং পিত্রেঽপি দত্ত্বা নো কথং ভাগং গ্রহীষ্যসি।
যজ্ঞস্যাস্য ন যত্রাস্তি দেবো ভাগবিবর্জ্জিতঃ ॥

শিব উবাচ।

সম্ভাবয়তি যো জ্ঞানদাতৃত্বেন হি মাং শিবে।

পিতৃগৃহের মহাযজ্ঞ-মহোৎসববার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কন্যা কিরূপে ধৈর্য্যাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারে? অসম্বন্ধ ব্যক্তিরাও আহূত হইয়া যখন সম্মান লাভ করিতেছে, তখন সম্বন্ধ জন তৎশ্রবণে ধৈর্য্যাশ্রয় করিবে কিরূপে? হে মহেশ্বর! অন্যত্র আহ্বানের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু পিতৃগৃহগমনে কন্যা আহ্বানের অপেক্ষা করে না। অতএব নিশ্চয়ই আমি পিতৃগৃহে যাইব, আপনি অনুমোদন করুন। আমি সেস্থানে গেলে পিতা স্নেহবশে নিশ্চয়ই আমায় উত্তম সম্মান করিবেন। পিতা দক্ষ প্রজাপতি যদি স্নেহ করিতে নাই জানেন, তবে তৎপ্রতি অভিমান করিয়াই বা স্বীয় ভাগ গ্রহণে উপেক্ষা দেখাইতেছেন কেন? আপনি সর্ব্বলোকের জ্ঞানদাতা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর; আপনি আমার পিতাকে জ্ঞান দান করিয়াই বা কেন স্বীয় ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না? দেবগণ তো এ যজ্ঞের ভাগবর্জ্জিত নহেন।১৯-৩১। শিব কহিলেন—হে শিবে! যে আমাকে জ্ঞানপ্রদ বলিয়া জানে

তস্যৈব জ্ঞানদা হ্যহং নাভক্তস্য কদাচন ॥ ৩২
স তু মামনাদৃত্য যজ্ঞমারব্ধবান্ সুরৈঃ।
ফলং তস্যাচিরেণৈব ভবিষ্যত্যতিদারুণম্ ॥ ৩৩
সতি ত্বং তত্র মা যাহি মমাজ্ঞাং মা মৃষা কুরু।
ত্বয়ি তত্র গতায়াং স প্রসঙ্গান্নিন্দনং মম ॥ ৩৪
করিষ্যতি সমাকর্ণ্য দুঃসহং তে ভবিষ্যতি।
কৃত্বা সম্মানমত্যন্তং যদি মাং ত্বৎসমীপতঃ ॥ ৩৫
সকৃন্নিন্দতি সম্মানং তদা স্থাস্যতি কুত্র তে।
তস্মাত্ত্বং তত্র মা যাহি ন মমাজ্ঞামতিক্রম।
ভর্তারং সমতিক্রম্য ন নারী সুখমশ্নুতে ॥ ৩৬

সত্যুবাচ।

সহস্রং বদ দেবেশ তথাপি পিতুরালয়ে।
গমিষ্যামি মহাযজ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছুরহং প্রভো ॥ ৩৭
ময়ি তত্র গতায়াং স সম্মানং কুরুতে যদি।
তদোক্ত্বা পিতরং তুভ্যং দাপয়িষ্যামি বৈ হবিম্
ত্বদগ্রে যদি তে নিন্দাং করোত্যতিবিমূঢ়ধীঃ।
তদা তস্য মহাযজ্ঞং নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯

শিব উবাচ।

ন তত্র গমনং যুক্তং কদাচিদপি তে সতি।
বিনাপমানং সম্মানং তত্র তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪০
মন্নিন্দনমসহ্যং তে করিষ্যতি পিতা তব।
প্রাণান্ হাস্যসি তচ্ছ্রুত্বা তস্য কিং ত্বং করিষ্যসি ॥ ৪১

সত্যুবাচ।

যাস্যাম্যেব মহাদেব সত্যং মৎপিতুরালয়ম্।
সমাজ্ঞাপয় বা নো বা সত্যং সত্যং বদামি তে

শিব উবাচ।

মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য পুনঃপুনঃ কিং
ব্রবীষি গন্তুং পিতুরালয়ে বচঃ।
প্রয়োজনং তত্র কিমস্তি তে সতি
ব্রূহি স্ফুটং তৎ কথয়ে তদুত্তরম্ ॥ ৪৩
অসম্মানভয়ং যেষাং বিদ্যতে ন দুরাত্মনাম্।
ত এব তত্র গচ্ছন্তি যত্রাসম্মানভাবনা ॥ ৪৪
মান্যঃ কদাচিন্নো গচ্ছেদপূজকগৃহে সতি।

তাহারই আমি জ্ঞানদাতা; অভক্ত জনে আমি জ্ঞানদান কখন করি না। তোমার পিতা আমায় অনাদর করিয়া সুরগণ সহ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার এ আরম্ভের অতি দারুণ ফল ফলিবে। হে সতি! তুমি তথায় যাইও না, আমার আদেশ ব্যর্থ করিও না। তুমি সেথায় গেলে দক্ষ এই প্রসঙ্গে আমার নিন্দা করিবেন। সে নিন্দাশ্রুতি তোমার একান্তই অসহ্য হইবে। যদি তোমার অত্যন্ত সম্মান করিয়া শেষে তোমারই সমক্ষে আমার একবারও নিন্দা করেন, তখন তোমার সেই অতি সম্মান কোথায় থাকিবে! অতএব তুমি তথায় যাইও না, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। ভর্তাকে অতিক্রম করিয়া নারী জন সুখলাভ করিতে পারে না। সতী কহিলেন—হে দেবেশ! আপনি সহস্র বলুন, তথাচ আমি পিতৃ গৃহে গমন করিব। হে প্রভো! আমি মহাযজ্ঞদর্শনে সমুৎসুক হইয়াছি। আমি তথায় গেলে পিতা যদি সম্মান করেন, তবে পিতাকে বলিয়া আমি আপনার যজ্ঞাহুতি দেওয়াইব। আর যদি তিনি অতি বিমূঢ়বুদ্ধি হইয়া আমার সমক্ষে আপনার নিন্দা করেন, তবে তাঁহার সেই মহাযজ্ঞ আমি নিশ্চয়ই নাশ করিব। শিব কহিলেন,—হে সতি! সেথায় গমন কখন তোমার উচিত নহে। সেখানে অপমান ভিন্ন সম্মান তোমার হইবে না, তোমার পিতা আমার নিন্দা করিবেন, সে নিন্দা তোমার অসহ্য হইবে। তাহা শ্রবণে তোমার প্রাণ হারাইতে হইবে; তাহার তুমি কি করিবে? সতী কহিলেন,—মহাদেব! সত্যই আমি পিত্রালয়ে যাইব; আপনি আজ্ঞা করুন আর নাই করুন; ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। শিব কহিলেন—সতি! তুমি আমার বাক্য উলঙ্ঘন করিয়া কেন পুনঃ পুন পিত্রালয়ে যাইবার কথা বলিতেছ; তথায় তোমার কি প্রয়োজন আছে, স্পষ্ট করিয়া বল। যে দুরাত্মাদিগের অসম্মানের ভয় নাই, তাহারাই ঐরূপ অসম্মান আশঙ্কার স্থানে গমন করে। হে সতি! মান্যজন কখন অপূজকের গৃহে গমন

অপূজকস্য যা পূজা ন সা পূজেতি ভণ্যতে।
মন্নিন্দনশ্রুতৌ মন্যে প্রীতিস্তে জায়তে সতি।
মন্নিন্দকগৃহে কস্মাদন্যথা গন্তুমিচ্ছসি॥ ৪৬
সত্যুবাচ।
ত্বন্নিন্দনশ্রুতৌ শম্ভো ন প্রীতির্জায়তে মম।
তচ্ছ্রোতুমিচ্ছুর্নো বাপি তত্র গন্তুং সমুৎসহে॥
যদৈব ত্বাং পরিত্যজ্য সর্ব্বানাহূয় দৈবতান্।
সমারভন্মহাযজ্ঞমসম্মানং তদৈব হি॥ ৪৮
জাতং তদত্র মে ভর্ত্তুর্ন সমালোকসে প্রভো।
যদ্যেনং স মহাযজ্ঞং সম্পাদয়তি মৎপিতা॥ ৪৯
ত্বামনাদৃত্য দর্পেণ তদা তে কোঽপি নো জনঃ
আহুতিং শ্রদ্ধয়োপেতঃ সম্প্রদাস্যতি ভূতলে॥
তদহং তত্র যাস্যামি ত্বমাজ্ঞাপয় বা নবা।
প্রাপ্স্যামি যজ্ঞভাগং বা নাশয়িষ্যামি বা মখম্
শিব উবাচ।
অবারিতাসি দেবি ত্বং যদ্যথেচ্ছং কুরু সর্ব্বথা।
অপকর্ম্ম স্বয়ং কৃত্বা পরং দূষয়তে কুধীঃ॥৫৩
জানামি বাগ্বহির্ভূতাং ত্বামহং দক্ষকন্যকে।
যথারুচি কুরু ত্বঞ্চ মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে॥
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবমুক্তা মহেশেন তদা দাক্ষায়ণী সতী।
চিন্তয়ামাস সা ক্রুদ্ধা ক্ষণমারক্তলোচনা॥ ৫৬
সম্প্রার্থ্য মামভ্যপ্রাপ্য পত্নীভাবেন শঙ্করঃ।
মামবজ্ঞায় বচনং ভাষতেঽতি সুদারুণম্।
ত্যক্ষ্যেনমপি দর্পিষ্ঠং পিতরঞ্চ প্রজাপতিম্॥ ৫৭
সংস্থাস্যাসি কিয়ৎকালং স্বস্থানে নিজলীলয়া।
ততশ্চ প্রার্থিতানেন ভূত্বা হিমবতঃ সুতা॥ ৫৮
শম্ভোঃ পত্নী ভবিষ্যামি ভূয়োঽহং স্বয়মেবহি
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা ক্ষণং দাক্ষায়ণী মুনে।
ভয়ানকৈঃ প্রভির্নৈত্রৈর্মোহয়ামাস শঙ্করম্॥ ৫৯
শম্ভুঃ সমীক্ষ্য তাং দেবীং ক্রোধবিস্ফুরিতাধরাম্
কালাগ্নিতুল্যনয়নাং স্তব্ধাক্ষঃ সমভূন্মুনে।
এবং সমীক্ষ্যমাণা সা শম্ভুনা ভীতচেতসা॥৫৭

করেন না, অপূজক কৃত যে পূজা, সে পূজা পূজাই নহে। আমি মনে করি, আমার নিন্দা-শ্রুতিই তোমার প্রীতিকরী; নহিলে আমার নিন্দকের গৃহে তুমি যাইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? সতী কহিলেন—শম্ভো! আপনার নিন্দা শ্রবণে আমার প্রীতি নাই। তাহা শুনিতেও আমি ইচ্ছা করি না। আমি কেবল সেথায় যাইবার জন্যই সমুৎসুক। যৎকালে পিতা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবসমাজ আহ্বান করত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, অসম্মান তো তখনই হইয়াছে। হে প্রভো! আপনি যদি ইহা উপেক্ষা করেন, তবে আপনাকে অনাদর করিয়াই পিতা সগর্ব্বে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। তখন কোন ব্যক্তিই আর শ্রদ্ধার সহিত আপনাকে আহুতি প্রদান করিবে না। অতএব আমি সেথায় যাইব, ইহাতে আপনি আজ্ঞা-দান করুন আর নাই করুন। হয় সেখানে গিয়া যজ্ঞভাগ পাইব, না হয় যজ্ঞনাশ করিব। শিব কহিলেন,—হে দেবি! তুমি অবারিতা; তোমার যেমন ইচ্ছা হয় কর। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিই নিজে অপকর্ম্ম করিয়া পরের প্রতি দোষারোপ করে; অয়ি দক্ষনন্দিনি! জানি আমি তুমি বাগ্বহির্ভূতা। সুতরাং আমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছ কেন? তোমার যেরূপ রুচি, তাহাই কর। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহেশ এই কথা কহিলে, সতী দাক্ষায়ণী ক্রোধারক্তনয়নে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন,—শঙ্কর আমায় পত্নীভাবে প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আবার আমায় অবজ্ঞা করিয়া অতি দারুণ বাক্য বলিতেছেন। আমি ইঁহাকে এবং দর্পী পিতা দক্ষ প্রজাপতিকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎ কাল নিজ লীলায় স্বস্থানে অবস্থান করিব। অনন্তর ইঁহারই প্রার্থনায় পুনরায় আমি হিমগিরিসুতা হইয়া শম্ভুর পত্নী হইব। হে মুনে! দক্ষনন্দিনী ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীষণ নয়নত্রয়ে শঙ্করকে মোহিত করিলেন। শম্ভু সেই দেবীকে ক্রোধ-বিস্ফুরিতাধরা ও কালাগ্নিতুল্যনয়না নিরীক্ষণ করিয়া স্তব্ধনেত্র হইলেন। হে মুনে! শম্ভু

সহসা ভীমদংষ্ট্রাস্যা সাট্টহাসং তদাকরোৎ।
তন্নিশম্য মহাদেবো মহাভীতো বিমূঢ়বৎ ॥৫৮
কষ্টেনোন্মীল্য নেত্রাণি তাং দদর্শ ভয়ানকাম্।
এবং সমীক্ষমাণা সা সহসা তেন নারদ ॥ ৫৯
ত্যক্ত্বা হৈমীং কচিং প্রাগ্দিব্যাঞ্জনসমপ্রভা।
দিগম্বরা গলৎকেশা লোলজিহ্বা চতুর্ভুজা ॥ ৬০
কামানলসন্দেহা স্বেদাক্তভয়ভূষণা।
মহাভীমা ঘোররাবা মুণ্ডমালাবিভূষণা ॥ ৬১
উদ্যৎপ্রচণ্ডকোট্যাভা চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ-কিরীটোজ্জ্বলমস্তকা ॥ ৬২

এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং,
জাজ্বল্যমানা নিজতেজসা সতী।
কৃত্বাট্টহাসং সহসা মহাস্বনং
সোত্তিষ্ঠমানা বিররাজ তৎপুরঃ ॥৬৩
তথাবিধাকারবতীং নিরীক্ষ্য তাং
বিহায় ধৈর্য্যং স মহেশ্বরস্তদা।
চকার বুদ্ধিং প্রপলায়নে ভয়াৎ
সমভ্যধাবচ্চ দিশোঽতিমূঢ়বৎ ॥ ৬৪

তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্য সা
দাক্ষায়ণী বারয়িতুং পুনঃপুনঃ।
চকার মা ভৈরিতি শব্দমুচ্চৈঃ
সাট্টাট্টহাসং সুমহাভয়ানকম্ ॥৬৫
নিশম্য তদ্বাক্যমতীব সম্ভ্রমা-
ত্তস্থৌ ন শম্ভুঃ ক্ষণমপ্যমুত্রবৈ।
দিগন্তমাগন্তুমতীবুবেগতঃ
সমভ্যধাবত্ত্বয়বিহ্বলস্তদা ॥ ৬৬
এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াভিভূতং
দয়ান্বিতা তৎপ্রতিবারণেচ্ছয়া।
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষণমধ্যতঃ স্থিতা
তদা চ ভূত্বা দশমূর্ত্তয়স্তদা ॥ ৬৭
সন্ধাবমানো গিরিশোঽতিবেগতঃ
প্রাপ্নোতি যাং যাং দিশমেব তত্র তাম্।
ভয়ানকাং বীক্ষ্য ভয়েন বিক্রুতো
দিশং তথান্যাং প্রতি চাভ্যধাবত ॥ ৬৮
ন প্রাপ্য শম্ভুস্ত ভয়োজ্ঝিতাঞ্চ তাং
তত্রৈব সংমুদ্রিতচক্ষুরাস্থিতঃ।

ভীতচিত্তে এইরূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে, সহসা ভীষণদশনা দেবী অট্টহাস্য করিলেন। মহাদেব সেই অট্টহাস্য শুনিয়া মহাভয়ে বিমুগ্ধবৎ হইলেন এবং কষ্টে নয়ন উন্মীলন করিয়া সেই ভীষণাকে দর্শন করিলেন। হে নারদ! তিনি এইরূপে দেখিতে থাকিলে, সতী সহসা হৈমী রুচি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নাঞ্জনতুল্য প্রভা ধারণ করিলেন। তাঁহার কেশ লম্বিত এবং জিহ্বা লোলিত হইল। তিনি দিগম্বরা, চতুর্ভুজা, কামানলদীপ্তদেহা, খেদার্ত্ত-তনু, মহাভীমা, ঘোররাবা, মুণ্ডমালামণ্ডিতা, উদ্যতকোটিসূর্য্যসমপ্রভা, চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা, উদ্যদাদিত্যপ্রতিমা এবং কিরীটোজ্জ্বল-মস্তকা হইলেন। সতী নিজতেজে জাজ্বল্যমান এহেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অট্টহাস করত সহসা মহারবে উত্থিত হইয়া শঙ্করের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহেশ্বর সতীকে তথাবিধ মূর্ত্তিমতী নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলাইবার ইচ্ছা করিলেন এবং বিমুগ্ধবৎ নানাদিকে ধাবিত হইলেন। দাক্ষায়ণী গিরিশকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য মহাভয়ানক অট্টহাস্য সহকারে পুনঃপুন উচ্চৈঃস্বরে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতে লাগিলেন। শম্ভু তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া মহাভয়ে ক্ষণমাত্র কুত্রাপি স্থির রহিলেন না। তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া অতি বেগে দিগন্তে ধাবিত হইলেন। সতী পতিকে এইরূপে ভয়াভিভূত দেখিয়া সদয়া হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষণমধ্যে সর্ব্বদিকে দশবিধমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৩২—৬৭। দেব গিরিশ বেগে ধাবিত হইতে হইতে যে যে দিকে উপস্থিত হন, সেই সেই দিকেই সেই ভীষণা দেবীকে দর্শনপূর্ব্বক ভয়ে বিক্রুত হইয়া অন্য দিকে ধাবিত হইতে থাকেন। অনন্তর শম্ভু যখন ভয়বর্জ্জিত

উন্মীল্য নেত্রাণি দদর্শ তাং পুরঃ
শ্যামাং লসৎপঙ্কজসন্নিভাননাম্ ॥ ৬৯
হসন্মুখীং পীনপয়োধরদ্বয়াং
দিগম্বরাং ভীমবিশাললোচনাম্।
বিমুক্তকেশীং রবিকোটিসন্নিভাং
চতুর্ভুজাং দক্ষিণসম্মুখস্থিতাম্ ॥ ৭০
এবং বিলোক্য তাং শম্ভুর্মহাভীত ইবাব্রবীৎ
কা ত্বং শ্যামা সতী কুত্র গতা মৎপ্রাণবল্লভা ॥

সত্যুবাচ।

ন পশ্যসি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাম্
কথং ভবেদ্দৃশী বুদ্ধিঃ কিং মাং ত্বং লক্ষ্যসে-
হন্যথা ॥ ৭১

শিব উবাচ।

ত্বং সা যদি সতী দক্ষকন্যা মৎপ্রাণবল্লভা।
কথং তদা কৃষ্ণবর্ণা কথং বা ভূভয়প্রদা ॥ ৭২
সর্বাসু দিক্ষু এতা কা দেব্যোহত্র ভয়দায়িকাঃ
ত্বকাসাং কতমা দেবি বদ মাং ভয়বিহ্বলম্ ॥৭৩

সত্যুবাচ।

অহন্তু প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অভবং দক্ষনিলয়ে তদর্থে গৌরদেহিকা ॥ ৭৪
ত্বামেব লিপ্সুঃ পুরুষং প্রাক্ কৃষ্ণীকৃতবশাচ্ছিব
স্বয়ং পিতুর্মহাযজ্ঞ-বিনাশায় ভয়ানকা ॥ ৭৫
অভবং ত্বত্তু মা ভীতিং কুরু মত্তো মহেশ্বর।
দশদিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্তয়ঃ ॥ ৭৬
সর্বা মমৈব মা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে।
ত্বং মৎপ্রাণসমো ভর্তা তবাহং বনিতা সতী ॥৭৭
ত্বাং দৃষ্ট্বাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশো ভয়াৎ
পরিবার্য্য দিশঃ সর্বাস্ত্বাহং দশধা স্থিতা ॥ ৭৮

শিব উবাচ।

ত্বং মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্বামজ্ঞাত্বা মহামোহাত্তবাপ্রিয়তমং বচঃ ॥ ৭৯
ময়োক্তাং তন্মহাদেবি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি।
মহাভয়ানকা এতা মূর্ত্তয়স্তব যাঃ শিবে ॥ ৮০

দিক্ দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবস্থিত হইলেন। পরে যখন নয়নত্রয় উন্মীলন করিলেন, সম্মুখে দেখিলেন—স্ফুটপঙ্কজনিভাননা, পীনপয়োধরযুগলা, হসন্মুখী, দিগম্বরা, ভীমবিশাল-নয়না, রবিকোটিসন্নিভা, মুক্তকেশী শ্যামা দক্ষিণ মুখে অবস্থিতা। শম্ভু এ হেন ভীষণরূপ দর্শন করিয়া মহাভীতবৎ বলিলেন—কে তুমি শ্যামা? আমার প্রাণপ্রিয়া সতী কোথায়? সতী কহিলেন—মহাদেব! আপনি দেখিতে পাইতেছেন না, আমি সতী, আপনার সম্মুখেই অবস্থিতা? আপনার এরূপ বুদ্ধি কেন হইল? আপনি আমাকে অন্যরূপ দেখিতেছেন কেন? শিব কহিলেন,—তুমি যদি আমার প্রাণ-বল্লভা দক্ষনন্দিনী সতী, তবে তুমি কৃষ্ণবর্ণা কেন? এবং কেনই বা তুমি ভয়প্রদা? সর্ব্বদিকে এই সকল ভীষণা দেবীমূর্ত্তি কে ইহারা? আর তুমি ইহাদের কতমা? হে দেবি! আমি ভয়বিহ্বল, আমাকে তাহা বল। সতী বলিলেন—আমি সূক্ষ্মা প্রকৃতি সৃষ্টিসংহারকারিণী; আমি তোমারই নিমিত্ত গৌরাঙ্গী হইয়াছিলাম। হে শিব! প্রাক্ কৃষ্ণীকার বশে আমি তোমাকেই পুরুষ-রূপে কামনা করিয়াছিলাম। সেই আমি পিতার মহাযজ্ঞ নাশের জন্যই ভীষণা হইয়াছি। হে মহেশ্বর! আপনি আমা হইতে ভীত হইবেন না। এই যে দশ দিকে মহাভীষণা দশমূর্ত্তি অবস্থিতা, এ সকল মূর্ত্তি আমারই; অতএব হে মহামতে, শম্ভো! আপনি ভয় করিবেন না। আপনি আমার প্রাণ-প্রতিম ভর্তা আর আমি আপনার সতী বনিতা। আমি আপনাকে মহাভয়ে দিক্সমূহে ধাবমান দেখিয়া আপনার সর্ব্বদিক্ আবরণপূর্ব্বক দশবিধরূপে অবস্থিতা হইয়াছি।৬৮-৭৮। শিব কহিলেন,—তুমি সূক্ষ্মা মূলপ্রকৃতি, সৃষ্টিস্থিতি-নাশকারিণী, তোমাকে আমি না জানিয়া মহামোহবশে কতই অপ্রিয় বলিয়াছি। হে মহাদেবি! মহে-শ্বরি! তুমি তাহা ক্ষমা কর। হে শিবে! তোমার এই যে সকল মহা ভয়ানক মূর্ত্তি

আসাং নামানি মে ব্রূহি প্রাত্যক্ষং ভীমলোচনে
দেব্যুবাচ।
এতাঃ সর্ব্বা মহাদেব মহাবিদ্যা মম প্রভো ।
আসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু তানি মহেশ্বর ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী ॥ ৭২
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নামান্যাসামিমানি বৈ ॥ ৭৩
শিব উবাচ।
কস্যাঃ কিন্নাম দেবি ত্বং বিশিষ্য চ পৃথক্ পৃথক্
কথয়স্ব জগদ্ধাত্রি সুপ্রসন্নাসি মে যদি ॥ ৭৪
দেব্যুবাচ।
যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা।
শ্যামবর্ণা তু যা দেবী স্বয়মূর্দ্ধে ব্যবস্থিতা ॥ ৭৫
সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিণী।
সব্যেতরেয়ং যা দেবী বিশীর্ষাতিভয়প্রদা ॥ ৭৬
ইয়ং দেব ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে।
বামে তবেয়ং যা দেবী স্বয়ং তু ভুবনেশ্বরী ॥ ৭৭
পৃষ্ঠতস্তব যা দেবী বগলা শত্রুসূদনী।
বহ্নিকোণে তবেয়ং যা বিধবারূপধারিণী ॥ ৭৮
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
নৈর্ঋত্যাং তব যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ॥
বায়ৌ যা তু মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গনায়িকা।
ঐশান্যাং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥
অহং তু ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা ত্বং ভয়ং কুরু
এতাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্ত্তয়ো বহুমূর্ত্তিষু ॥ ৮১
ভক্ত্যা চ ভজতাং নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাঃ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাশ্চৈতাঃ সাধকানাং মহেশ্বর ॥ ৮২
মারণোচ্চাটনক্ষোভ-মোহনদ্রাবণানি চ।
বশ্যস্তম্ভনবিদ্বেষাদ্যাভিপ্রেতানি কুর্ব্বতে ॥ ৮৩
ইমাঃ সর্ব্বা গোপনীয়া ন প্রকাশ্যাঃ কদাচন।
আসাং মন্ত্রং তথা যন্ত্রং পূজাং হোমবিধিং তথা।
পুরশ্চর্য্যাবিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা।
আচারনিয়মঞ্চাপি সাধকানাং মহেশ্বর ॥ ৮৫
ত্বমেব বক্ষ্যসি বিভো নান্যো বক্তাত্র বিদ্যতে

বিদ্যমান, ইহাদের প্রত্যেকতঃ নাম আমার নিকট বল। দেবী কহিলেন,—হে প্রভো, মহাদেব! এ সকল আমার মহাবিদ্যা। ইহাদিগের নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী; এই সমস্তই ইহাদের নাম। শিব কহিলেন,—হে দেবি! তুমি জগদ্ধাত্রী, যদি সুপ্রসন্না হইয়া থাক, তবে ইহাদের মধ্যে কাহার কি নাম, তাহা পৃথক্ পৃথক্রূপ ব্যক্ত কর। দেবী কহিলেন,—এই যে আপনার সম্মুখে স্থিতা কৃষ্ণবর্ণা ভীমনয়না, ইনি কালী; যিনি এই শ্যামবর্ণা ঊর্দ্ধস্থিতা দেবী, ইনি তারা; ইনি মহাকালস্বরূপিণী মহাবিদ্যা। আপনার দক্ষিণে এই যে বিশিরস্কা ভীষণা দেবী অবস্থিতা, হে মহামতে! ইনি মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। এই যে দেবী বামদিকে বিরাজমানা, ইনি ভুবনেশ্বরী। পৃষ্ঠদেশে শত্রুসূদনী বগলাদেবী অবস্থিতা। আপনার বহ্নিকোণে এই যে দেবী বিধবারূপিণী, ইনি ধূমাবতী, মহাবিদ্যা মহেশ্বরী। আপনার নৈর্ঋত দিকে যে দেবী অবস্থিতা, ইনি ত্রিপুরসুন্দরী। আপনার বায়ুকোণে যে দেবী বিরাজিতা, ইনি মহাবিদ্যা মাতঙ্গী। আর ঐ ঈশানকোণে মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ষোড়শী দেবী। হে শম্ভো! আমিই ভীমা ভৈরবী, আমাকে দেখিয়া ভয় করিবেন না। এই সকল মূর্ত্তিই আমার বহুমূর্ত্তি মধ্যে প্রকৃষ্টমূর্ত্তি। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহাকে ইঁহারা চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন। হে মহেশ্বর! ইঁহারা সাধকের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। সাধকের অভিপ্রেত মারণ, উচ্চাটন, ক্ষোভণ, মোহন, দ্রাবণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, ও বিদ্বেষণাদি সমস্তই ইঁহারা সম্পাদন করেন। আমার এই সকল মূর্ত্তি গোপনীয়; ইঁহারা কদাচ প্রকাশ্য নহেন। ইঁহাদের মন্ত্র, পূজা, হোম, পুরশ্চর্য্যা, স্তোত্র, কবচ, আচার ও নিয়ম,—হে মহেশ্বর! সাধকদিগের নিমিত্ত সে সকল আপনিই প্রকাশ করিবেন; হে বিভো! ঐ সমুদায়ের বক্তা

তদেবাগমশাস্ত্রন্ত লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি ॥৮৬
আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম শঙ্কর ।
তাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্ ॥৮৭
যস্ত্বেতৌ লঙ্ঘয়েন্মোহাৎ কদাচিদপি মূঢ়ধীঃ ॥৮৮
সোঽধঃ পততি হস্তাভ্যাং গলিতো নাত্র সংশয়ঃ ।
যশ্চাগমং বা বেদং বা সমুলঙ্ঘ্যান্যথা ভজেৎ ॥৮৯
তমুদ্ধর্ত্তুমশক্তোঽহং সত্যমেব মহেশ্বরঃ ।
তাবেব শ্রেয়সাং হেতুদুরূহাবাতি দুর্ঘটৌ ॥ ৯০
সুধীভিরপিদুর্জ্ঞেয়ৌ পারাপারবিবর্জ্জিতৌ ।
বিবিচ্যবানুয়োরৈক্যং মতিমান্ ধর্ম্মমাচরেৎ ।
কদাচিদপি মোহেন ভেদয়েন্ন বিচক্ষণঃ ।
আসাং যে সাধকাস্তে তু সভায়াং বৈষ্ণবা ইব ॥
মর্য্যর্পিতান্তঃকরণা ভবেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ।
মন্ত্রং যন্ত্রঞ্চ কবচং দত্তং যদ্গুরুণা স্বয়ম্ ॥ ৯৩
গোপনীয়ং প্রযত্নেন তৎপ্রকাশ্যং ন কুত্রচিৎ ।
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদশুভং ভবেৎ ॥ ৯৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
ইতি তে কথিতং তত্ত্বং মহাদেব মহামতে ॥ ৯৫
অহং তব প্রিয়তমা ত্বঞ্চ মেঽত্যন্তপ্রিয়ঃ পতিঃ ।
পিতুঃ প্রজাপতের্দর্পনাশায়াদ্য ব্রজাম্যহম্ ॥৯৬
সমাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বং ন গচ্ছসি চেদ্যদি ।
ইতি দেব মমাভীষ্টং তবৈবানুগতাপ্যহম্ ॥ ৯৭
গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতুর্দক্ষপ্রজাপতেঃ ॥ ৯৮

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহাভীত ইব স্থিতঃ ।
প্রোবাচ বচনং শম্ভুঃ কালীং ভীমবিলোচনাম্

শিব উবাচ ।

জানে ত্বাং পরমেশানীং পূর্ণাং প্রকৃতিমুত্তমাম্
অজ্ঞানতা মহামোহাদ্যদুক্তং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১০০
ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সর্ব্বভূতেষবস্থিতা ।

অন্য কেহই নাই। আপনার উক্ত সেই সমস্তই লোকে আগমশাস্ত্র নামে বিখ্যাত হইবে। হে শঙ্কর! আগম এবং বেদ এই দুইটী আমার বাহু; আমি এই বাহুদ্বয় দ্বারা এই চরাচর সমস্ত জগৎ ধারণ করি। যে মূঢ়বুদ্ধি মোহ ক্রমে বেদাগম লঙ্ঘন করে, সে আমার হস্তচ্যুত হইয়া নিশ্চয় অধঃপতিত হয়। যে ব্যক্তি আগম বা বেদ লঙ্ঘন করিয়া অন্যথা ভজনা করে, হে মহেশ্বর! ইহা সত্য যে, আমি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি না। বেদ ও আগম উভয়ই শ্রেয়োলাভের হেতু; উহা দুরূহ, অতি দুর্ঘট এবং সুধীগণেরও দুর্জ্ঞেয়, পারাপারবিবর্জ্জিত। মতিমান্ ব্যক্তি ঐ উভয়ের ঐক্য বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি মোহক্রমে কদাচ ঐ উভয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিবেন না! উক্ত মহাবিদ্যাগণের সাধকসম্প্রদায় সভাস্থলে বৈষ্ণববৎ অবস্থিত হইবেন। পরন্তু সুসমাহিত হইয়া আমাতেই অর্পিতচিত্ত হইয়া থাকিবেন। গুরু স্বয়ং যে সকল মন্ত্র, যন্ত্র ও কবচাদি প্রদান করিবেন, তাহা অতি যত্নে গোপন করিবে; কুত্রাপি তাহা প্রকাশ করিবে না। প্রকাশে সিদ্ধি হানি এবং প্রকাশেই অশুভ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন করিবেন। হে মহামতে মহাদেব! এই আমি আপনার নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। আমিই আপনার প্রিয়তমা এবং আপনিই আমার একান্ত প্রিয়পতি। পিতা দক্ষপ্রজাপতির দর্পনাশের জন্য অদ্যই আমি যাত্রা করিব। হে দেবেশ! আপনি যদি না যান, তবে আমার গমনে আজ্ঞা প্রদান করুন। কিন্তু দেব! আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার অনুগামিনী হইয়া পিতা দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞ নাশার্থ গমন করি। ৯৭—৯৮। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শম্ভু তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া মহাভীতবৎ অবস্থিত হইলেন এবং ভীমনয়না কালীকে বলিতে লাগিলেন। শিব কহিলেন,—আমি তোমাকে উত্তম পূর্ণা প্রকৃতি পরমেশ্বরী বলিয়াই জানি। আমি মহামোহে তোমাকে না জানিয়া যে কিছু বলিয়াছি ক্ষমা কর
আদ্যা পরমা বিদ্যা, সর্ব্বভূতে অবস্থিতা,

স্বতন্ত্রা পরমা শক্তিঃ কস্তে বিধিনিষেধকঃ ॥১০১
যদ্যেবাগমিষ্যসি শিবে দক্ষযজ্ঞবিনাশনে ।
কা মে শক্তিস্ত্বাং নিষেদ্ধুং কথং তত্রাস্মি বা ক্ষমঃ
যচ্চোক্তমতিমোহেন মত্বাত্মানং পতিং তব ।
তৎক্ষমস্ব মহেশানি যথারুচি তথা কুরু ॥ ১০৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবমুক্তা মহেশেন তদা সা জগদম্বিকা ।
ঈষৎসহাসবদনা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১০৪
ত্বং তিষ্ঠ সর্ব্বপ্রমথৈরত্র দেব মহেশ্বর ।
যাম্যহং মৎপিতুর্গেহে সাম্প্রতং যজ্ঞদর্শনে ॥
ইত্যুক্তা সা মহাদেবং তারাপ্যূর্দ্ধ্বব্যবস্থিতা ।
একরূপা সমভবৎ সহসা তত্র নারদ ॥ ১০৬
অন্যাশ্চ মূর্ত্তয়শ্চাষ্টৌ সহসান্তর্হিতাস্তদা ।
অথ শম্ভুঃ সমালোক্য গন্তুমিচ্ছুং সুরেশ্বরীম্ ॥
প্রমথানাহ ভগবান্ রথমানয় চোত্তমম্ ।
যুতকাযুতসিংহেন রত্নজালবিরাজিতম্ ॥ ১০৮
তচ্ছ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ম্ ।
রথং সমানয়ৎ সিংহৈরযুতৈর্যুতমাশুগৈঃ ১০৯
তং রত্নজালসংযুক্তং রথং পর্ব্বতসন্নিভম্ ।
নানাবিধপতাকাভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১১০
বায়ুপ্রবেগৈঃ সিংহৈশ্চ যুতকাযুতসংখ্যকৈঃ ।
তাং সমারোপয়ামাস প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ম্ ॥১১১
তস্মিন্ রথে স্থিতা কালী বিভবৌ ভীমরূপিণী
সুমেরুশৃঙ্গমারূঢ়া মেঘপংক্তিরিবোত্তমা ॥ ১১২
গ্রসন্তীব জগৎ সর্ব্বং যুগান্তে মুনিসত্তম ।
ততো নন্দী রথং তূর্ণং চালয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥
রুরোদ শোকদুঃখার্ত্তঃ শম্ভুঃ সোঽপি মহমতে
কালীং ক্রোধান্বিতাং দৃষ্ট্বা চকিতাঃ সর্ব্বদেহিনঃ
চণ্ডাংশুরপি সম্ভীতঃ পততীব ধরাতলে ।
সংক্ষুব্ধাঃ সাগরা আসন্ দিশো ব্যাকুলিতাস্তথা
বায়ুর্ববৌ মহাবেগঃ সূর্য্যং নির্ভিদ্য ভূতলে ।
পেতুরুল্কাশ্চ শতশো মহামঙ্গলসূচিকাঃ ॥১১৩

স্বতন্ত্রা, পরমাশক্তি; তোমার বিধি-নিষেধ-কর্ত্তা কে? হে শিবে! তুমি যদি দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ গমন কর, তবে আমার কি শক্তি আছে যে, তোমাকে আমি নিষেধ করিতে পারি? আমি তোমার পতি, এই অভিমান পোষণ করিয়া অতিমোহে তোমাকে যে কিছু আমি বলিয়াছি, হে মহেশানি! সে সব ক্ষমা কর; তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই কর। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহেশ এই কথা কহিলে, তখন সেই জগদম্বিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনি প্রমথগণসহ এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি সম্প্রতি পিতৃগৃহে যজ্ঞদর্শনে যাত্রা করি। মহাদেব কহিলেন,—হে নারদ! ঊর্দ্ধ্বব্যবস্থিতা তারা মহাদেবকে এই কথা কহিয়া সহসা একরূপা হইলেন। তাঁহার অন্য অষ্ট মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। অনন্তর শম্ভু সুরেশ্বরীকে গমনেচ্ছু দেখিয়া প্রমথগণকে বলিলেন,—সত্বর অযুত সিংহান্বিত রত্নরাজি-বিরাজিত উত্তম রথ আনয়ন কর। তৎশ্রবণে স্বয়ং প্রমথাধিপতি তৎক্ষণাৎ আশুগামী অযুতসিংহযুত রথ আনয়ন করিলেন। ঐ রথ রত্নরাজি-বিরাজিত, পর্ব্বতপ্রতিম, নানাবিধ পতাকায় সমস্তাৎ সমলঙ্কৃত এবং বায়ুবেগী অযুত সিংহে সংযুত। প্রমথাধিপতি নিজেই সেই রথে সতীকে আরোহণ করাইলেন রূপিণী কালী সেই রথে অবস্থিতা হইয়া সুমেরুশিখরারূঢ়া উত্তমা মেঘপঙ্‌ক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম! যেন যুগান্তে সমগ্র জগৎ গ্রাস করিতেই তিনি উদ্যতা হইলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান্ নন্দী সত্বর রথ চালাইয়া দিলেন। শোকদুঃখার্ত্ত শম্ভু তখন রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ক্রোধান্বিতা কালীকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণীই চকিত হইল। চণ্ডরশ্মি যেন ভীত হইয়াই ধরাতলে পতনোন্মুখ হইলেন। সাগর সকল সংক্ষুব্ধ হইল, দিঙ্মণ্ডল ব্যাকুলিত হইয়া পড়িল। বায়ু যেন সূর্য্য ভেদ করিয়াই ভূতলে মহাবেগে বহিতে লাগিল। মহা অমঙ্গলসূচক শত

প্রাযাচ্চ দক্ষনিলয়ং স রথোঽপি ক্ষণার্দ্ধতঃ।
দৃষ্ট্বা তাং ভয়সন্ত্রস্তাশ্চাসন্ দক্ষালয়স্থিতাঃ॥ ১১৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ দাক্ষায়ণী দেবী মুক্তকেশী শুভস্তনী।
অবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং যযৌ তুন্মাতৃসন্নিধিম্॥ ১
দক্ষপত্নী প্রসূতিস্তু দৃষ্ট্বা পুত্রীং চিরাগতাম্।
ক্রোড়ে কৃত্বা মুখাম্ভোজং বাসসা পরিমৃজ্য চ॥
চুম্বয়ন্তী সতীং প্রাহ বিলপন্তী মুহুর্মুহুঃ।
মাতস্ত্বং দেবদেবেশং পতিং প্রাপ্য সদাশিবম্
অশোচ্যাপি গতাস্মান্ ক্ষিপ্ত্বা শোকমহার্ণবে
ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিস্ত্রিজগজ্জননী স্বয়ম্॥ ৪
ত্বং মমোদরজাতাসি ভাগ্যং মম মহত্তরম্।
দূরীভূতোঽদ্য মে শোকশ্চিরেণাধিগতঃ সতি
যত্ত্বাং পশ্যামি মদ্গেহে কৃপয়া সমুপস্থিতাম্।
পিতা তু তব দুর্ব্বুদ্ধিরজ্ঞাত্বা পরমং শিবম্॥ ৬
তমেব বিদ্বেষমোহাৎ কুরুতে যজ্ঞমুত্তমম্।
ন ত্বামপি সমাহূতো ন শিবং পরমেশ্বরম্॥ ৭
উক্তো ঽপি বহুধাস্মাভির্মুনিভিশ্চ বিচক্ষণৈঃ॥ ৮

সত্যুবাচ।

শিবং যজ্ঞেশ্বরং দেবং সর্ব্বদৈবতদৈবতম্।
অনাদৃত্য পিতা যজ্ঞং কুরুতে সর্ব্বদৈবতৈঃ।
নির্ব্বিঘ্নেন সমাপ্তিস্তু নৈবাস্য পরিদৃশ্যতে॥ ৯
মমৈবং জায়তে বুদ্ধির্মন্যতাং কোঽপি কিন্তু॥

প্রসূতিরুবাচ।

শৃণু বৎসে ময়া স্বপ্নে যদ্রাত্রাববলোকিতম্॥ ১০
অতীব ভয়দং বৃত্তং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
যত্র দক্ষো দেবগণৈর্মহাযজ্ঞে ব্যবস্থিতঃ॥ ১১
তত্রাকস্মাৎ সমায়াতা কাচিদ্দেবী মহেশ্বরী।

শত উল্কাপাত হইতে লাগিল। তখন ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই সেই রথ দক্ষালয়ে উপস্থিত হইল। দক্ষালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তিই তৎকালে সেই কালীকে দেখিয়া ভীতত্রস্ত হইলেন।৯৮-১১৭।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সুস্তনী মুক্তকেশী দেবী দাক্ষায়ণী রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া মাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। দক্ষপত্নী প্রসূতি বহুদিন পরে কন্যা সতীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং বসন দ্বারা তদীয় মুখাম্বুজ প্রমার্জ্জিত করিয়া বারংবার চুম্বন ও বিলাপ করত সতীকে বলিলেন,—মা, তুমি দেবদেব সদাশিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমাদের অশোচনীয়া হইলেও আমাদিগকে মহার্ণবে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছ। তুমি পরমা আদ্যা শক্তি স্বয়ং ত্রিজগজ্জননী; আমার উদরে তোমার জন্ম, ইহা আমার মহ ভাগ্য, সতি! আজ তোমাকে মদীয় ভবনে স্বয়ং সকৃপায় উপস্থিত দেখিয়া আমার বহু দিনের শোক দূরীভূত হইল। দুর্ব্বুদ্ধি পিতা তোমার পরম শিবকে না জানিয়া তাঁহাকে বিদ্বেষ করত এই উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বহুবার বলিয়াছি, বিচক্ষণ মুনিগণ অনেক বলিয়াছেন, তথাচ তোমাকে বা পরমেশ শিবকে তিনি আহ্বান করেন নাই। সতী কহিলেন—শিব যজ্ঞেশ্বর সর্ব্বদেবের দৈবত; তাঁহাকে অনাদর করিয়া পিতা অন্য দেবগণ সহ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন; এ যজ্ঞের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি দেখিতেছি না। আমার তো এইরূপই মনে হইতেছে। অপর কেহ ইহার বিপরীত কিছু মনে করিতে পারেন।১-১০। প্রসূতি বলিলেন বৎসে! আমি রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে যে অতি ভয়প্রদ তুমুল লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। যথায় দেবগণ সহ দক্ষ মহাযজ্ঞে ব্যাপৃত, দেখিলাম তথায় অকস্মাৎ কোন দেবী

মহামেঘপ্রভা শ্যামা মুক্তকেশী দিগম্বরী ॥ ১২
চতুর্ভুজা সাট্টহাসা জ্বলন্নেত্রত্রয়োজ্জ্বলা ।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতো দক্ষঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৩
কাসি কস্যাসি বনিতা কথমত্র সমাগতা ।
সা প্রাহ কিং ন জানাসি সতী তে তনয়া হ্যহম্
ততো দক্ষঃ শিবং নিন্দন্ বাচ বহুধা বচঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা সা মহাক্রোধা যজ্ঞবহ্নৌ বিবেশ হ ॥ ১৫
ততশ্চ ভীমকর্মাণঃ প্রমথাঃ কোটিশঃ ক্ষণাৎ ।
সমায়াতা ভীমরূপাস্ততশ্চ পুরুষো মহান্ ॥ ১৬
মহোগ্রকর্ম্মা চায়াতঃ কালান্তকযমোপমঃ ।
স তু বিষ্ণুমুখান্ দেবান্ বিনির্জ্জিত্য মহাধ্বরম্
বভঞ্জ প্রমথৈঃ সার্দ্ধং দক্ষমুণ্ডং সমাচ্ছিনৎ ।
প্রজাপতির্বক্ত্রহীনো যজ্ঞকুণ্ডতটে স্থিতঃ ॥ ১৮
মহোগ্রাঃ প্রমথগণাঃ ক্রুদ্ধাঃ খাদিতুং তং সমুদ্যতাঃ
কৌপীনবাসসঃ সর্ব্বে জটামুকুটমণ্ডিতাঃ ॥ ১৯
বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গাঃ শূলপাশাসিপাণয়ঃ ।
পিবন্তি শোণিতং তস্য নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ ॥ ২০
দৃষ্ট্বৈবং বয়ং সর্ব্বে দক্ষস্য পুরবাসিনঃ ।
ব্যাকুলা রোদমানাশ্চ হাহাকারপরায়ণাঃ ॥ ২১
ততো ব্রহ্মা তু সম্প্রার্থ্য দেবদেবং সদাশিবম্ ।
সমানীয় স্বয়ং প্রাহ দক্ষং জীবয় জীবয় ॥ ২২
যজ্ঞং সমাপয় বিভো দেবদেব প্রসীদ মাম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দক্ষং স সমজীবয়ৎ ॥ ২৩
দত্ত্বৈকং ছাগমুণ্ডঞ্চ শিবনিন্দনকারণাৎ ।
এবং দৃষ্টং ময়া স্বপ্নে রজন্যাঃ শেষ এব হি ॥ ২৪
সৈব ত্বং শ্যামবর্ণাদ্য সমায়াতাসি মৎপুরম্ ।
যথা স্বপ্নে ময়া দৃষ্টা তথা সাক্ষাৎ প্রদৃশ্যতে ॥ ২৫
ভবিতব্যং যথা দৃষ্টং দক্ষস্যাপি প্রজাপতেঃ ।
যতস্ত্বাং স্বপ্নসংদৃষ্টাং তথৈব হি বিলোকয়ে ॥ ২৬
নাতঃ কদাচিত্তৎ স্বপ্নং বিফলং সম্ভবিষ্যতি ।
শিবনিন্দাফলং প্রাপ্য মূর্খত্বং সোঽপি যাস্যতি
যুবাং জ্ঞাস্যতি বিদ্বেষমচিরেণৈব যাস্যতি ।
ত্বং চিরং জীব হে পুত্রি ন তে হানিঃ কদাচন ॥

আসিয়া উপস্থিত ; তিনি মহেশ্বরী, মহামেঘ-প্রভা, শ্যামা দিগ্‌বসনা, চতুর্ভুজা, সাট্টহাসা ; তাঁহার উজ্জ্বল নয়নত্রয়ে তিনি আরও অধিক উজ্জ্বলা। তাঁহাকে দেখিয়া ভীত দক্ষ সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—কে তুমি, কাহার বনিতা, কি জন্য হেথায় সমাগতা ? সেই দেবী বলিলেন, কেন, তুমি কি জান না আমি সতী, তোমারই তনয়া। তখন দক্ষ শিব নিন্দা করত বহুবার বহুবাক্য বলিলেন। তৎশ্রবণে সেই দেবী মহাক্রোধে যজ্ঞানলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভীমরূপী ভীমকর্মা কোটি কোটি প্রমথ তৎক্ষণাৎ সমাগত হইল। তন্মধ্যে এক মহোগ্রকর্মা মহাপুরুষ কালান্তক যমবৎ আগমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রমুখ দেব-বৃন্দকে পরাজিত করিয়া মহাযজ্ঞ ধ্বংস করিলেন ; দক্ষের মুণ্ড ছেদন করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি বক্ত্রহীন হইয়া যজ্ঞকুণ্ড তটে পড়িয়া রহিলেন। মহোগ্রগণ, জটামুকুটমণ্ডিত কৌপীনধারী, বিভূতিলিপ্তগাত্র, শূলপাশাসি-ধারী বহু প্রমথ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শোণিত পান করিতে লাগিল ও নৃত্য করিতে লাগিল ; হাসিতে লাগিল। আমরা—দক্ষ-পুরবাসীরা এই ঘটনা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্মা দেবদেব সদাশিবকে প্রার্থনা করিয়া আনিয়া বলিলেন, দক্ষকে জীবিত করুন, জীবিত করুন। দেবদেব ! প্রসন্ন হউন ; দক্ষের যজ্ঞ সমাপন করুন। সদাশিব তাহার সেই বাক্য শুনিয়া শিব-নিন্দন হেতু দক্ষকে ছাগমুণ্ড প্রদানপূর্ব্বক জীবন দান করিলেন। রজনী শেষে আমি এইরূপ স্বপ্নই দেখিয়াছি। সেই তুমি শ্যামবর্ণা অদ্য আমার পুরে উপস্থিতা। আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছি এখন সাক্ষাতেও সেইরূপই দেখিতেছি। দক্ষ প্রজাপতি সম্বন্ধে যাহা দেখি-য়াছি, তাহা হইবেই ; যেহেতু স্বপ্নে তুমি যেমন দৃষ্ট হইয়াছ, সাক্ষাতেও তোমায় সেইরূপই দেখিতেছি, অতএব সে স্বপ্ন কখন বিফল হইবে না। শিবনিন্দার ফলপ্রাপ্ত হইয়া দক্ষও মূর্খত্বযুক্ত হইবেন ; তোমাদিগকে চিনিবেন, তোমাদের উপর যে বিদ্বেষ আছে, অচিরেই

ভূয়াৎ স্বপ্নে বিয়োগস্তু দৃষ্টো যঃ ক্ষয়ো ভবেৎ।
ত্বং যস্য স হ্যশোচ্যশ্চ ধন্যশ্চ স হি ভাগ্যবান্‌।
মাহং ত্বয়া কদাচিত্তু ত্যক্তব্যা জননী তব ॥ ২৯

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং সম্প্রাপ্য সম্মানং সতী নত্বা চ মাতরম্‌।
অনুজ্ঞাতা তয়া তূর্ণং যযৌ দক্ষস্য সন্নিধিম্‌।
এতস্মিন্নেব কালে তু দক্ষস্য পুরবাসিনঃ ॥৩০
পরস্পরং সমাজহ্রুঃ কিমেতদদ্ভুতম্‌।
সতী কনকগৌরাঙ্গী সৌম্যরূপা বরাননা ॥৩১
ভীমরূপা কথমভূন্নবীননীলদপ্রভা।
মুক্তকেশী ভীমদংষ্ট্রা ক্রোধোদ্দীপ্তবিলোচনা ॥
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা বীরবাহুচতুষ্টয়ী।
কথমেবং সমায়াতা যজ্ঞেঽস্মিন্‌ সুরসংসদি ॥ ৩৩
মন্যে জগদিদং ক্রোধাদ্‌গ্রসতীব ক্ষণার্দ্ধতঃ।
ন জানে কা গতির্বাদ্য দক্ষপ্রজাপতেঃ ॥
কৃত্বাপমানমস্যাস্ত যজ্ঞং স কুরুতে সুরৈঃ।
নূনং তস্য ফলং দাতুং ক্রুদ্ধৈষা সমুপাগতা ॥৩৫
সংহারকালে যা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমপি নাশয়েৎ।
সৈষা চেন্নাশয়েদ্যজ্ঞং বিষ্ণুর্বা কিং করিষ্যতি ॥
অথাগত্য সতী যজ্ঞশালায়াং তং প্রজাপতিম্‌।
দদর্শ শিববিদ্বেষোদ্ভব-হর্ষসমাকুলম্‌ ॥ ৩৭
তাং দৃষ্ট্বা হব্যভোক্তারো দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা।
বৃহস্পতিপ্রমুখাশ্চাপি সমকম্পন্ত সাধ্বসাৎ ॥ ৩৮
নিশ্চলাক্ষাস্ত্যক্তকার্য্যাস্তামেব দদৃশুঃ পরাম্‌।
দেবাঃ সর্ব্বে মহাত্মানঃ পটে চিত্রার্পিতা ইব ॥৩৯
ন নমন্তি চ তে দক্ষপ্রজাপতিভয়াৎ পুরা।
প্রণেমুর্মনসা কালীং দেবীং সংহারকারিণীম্‌ ॥
ততো দক্ষো বিলোক্যৈবং সর্ব্বানেব তথা-
বিধান্‌ ॥ ৪১
দিক্ষ্বক্ষিণী প্রসার্য্যৈব সর্ব্বতঃ সমলোকয়ৎ।
ততো দদর্শ তাং কালীং ক্রোধোদ্দীপ্তবিলো-
চনাম্‌ ॥ ৪২
মুক্তকেশীং ত্যক্তবস্ত্রাং ধ্বস্তাঞ্জনচয়প্রভাম্‌ ॥৪৩

তাহা বর্জ্জন করিবেন। পুত্রি! তুমি চির-জীবিনী হও, কখন যেন তোমার হানি ঘটে না। স্বপ্ন স্বপ্ন হউক, তোমার যে বিয়োগ দেখিলাম, তাহা তোমার আয়ুক্ষয় হউক। মা! তুমি যাহার, সে তো অশোচ্য ধন্য এবং ভাগ্যবান্‌। আমি তোমার জননী, আমায় তুমি কখন ত্যাগ করিও না। শ্রীমহাদেব কহিলেন, সতী এইরূপ সম্মান পাইয়া মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহারই সহিত দক্ষনিকটে গমন করিলেন। ইত্যবসরে দক্ষপুরবাসীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—এ কি অদ্ভুত! সতী হৈমকান্তি, সৌম্যরূপা সৌম্যাননা; তিনি কিরূপে এমন ভীমরূপা, নবীন নীরদনিভা, মুক্তকেশী ভীষণদশনা, ক্রোধকষায়িতনয়না, দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা, ও বীর চতুর্ব্বাহুশালিনী হইলেন? কিরূপে এ যজ্ঞে সুরসভায় ইনি আসিলেন? মনে হয়, ইনি যেন ক্রোধে ক্ষণমধ্যেই এ জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যতা? না জানি দক্ষ প্রজাপতির আজি কি হইবে? তিনি ইঁহার অপমান করিয়া সুরগণ সহ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, নিশ্চয় তাহারই ফল দিবার জন্য ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। সংহার কালে বিষ্ণুকে ও ব্রহ্মাকেও নাশ করেন, তিনি যদি যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ফেলেন, তবে বিষ্ণুই বা কি করিবেন? ২৯—৩৬। অনন্তর সতী যজ্ঞশালায় আসিয়া শিববিদ্বেষজনিত হর্ষাকুলিত দক্ষপ্রজাপতিকে দেখিলেন। সতীকে দেখিয়া বৃহস্পতিপ্রমুখ হব্যভোক্তা দেব ও ঋষিগণ ভয়ে কম্পিত হইলেন। তাঁহারা ত্যক্তকার্য্য হইয়া নিশ্চলনেত্রে তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবগণ সকলেই ভয়ে চিত্রার্পিতবৎ প্রতিভাত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতির ভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করেন নাই; এক্ষণে মনে মনে সেই সংহারকারিণী কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন দক্ষ সভাস্থ সকলকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া সর্ব্বদিকে অক্ষি সঞ্চালন করিলেন; দেখিলেন—ক্রোধোদ্দীপ্তনয়না মুক্তকেশী ভীষণা দিগম্বরা, ছিন্নাঞ্জনপুঞ্জনিভা দেবী কালী সমাগতা।

দক্ষ উবাচ।

কাসি কন্যাসি দুহিতা বনিতা বিগতত্রপে।
কথমত্র সমায়াতা সতীব মম লক্ষ্যতে ॥৪৪
কিংবা শিবালয়াৎ পুত্রী সতী মে ত্বং সমাগতা

সত্যুবাচ।

পিতঃ কিমেতৎ ত্বাং কন্যাং মাং ন জানাসি তে
সতীম্।
ত্বং মে পিতাহং ত্বৎকন্যা পিতরং ত্বাং
নতাস্ম্যহম্ ॥ ৪৬

দক্ষ উবাচ।

কিং মাতরেবং কস্মাত্ত্বং শ্যামীভূতাসি হা সুতে
পুরা২ কনকগৌরাঙ্গী শরচ্চন্দ্রসমপ্রভা ॥ ৪৭
দিব্যবস্ত্রপরীধানা পূর্ব্বমাসীদ্ গৃহে মম।
সা ত্বং বিগতবস্ত্রাদ্য সভায়ামাগতাসি কিম্ ॥৪৮
কথং বা মুক্তকেশী ত্বং কথং বা ভীমলোচনা।
কিমযোগ্যপতিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা ত্বমীদৃশীং দশাম্
মম যজ্ঞমহোৎসাহে ত্বং নাহূতা ময়া পুনঃ।
শিবপত্নীত্যভিধয়া নতু স্নেহাদ্যভাবতঃ ॥ ৫০
ভদ্রং কৃতবতী যত্ত্বং স্বয়মেব সমাগতা।
ত্বদর্থং বস্ত্রভূষাদি স্থাপিতং পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫১
হা সুতে প্রাণতুল্যাসি সতি ত্রৈলোক্যসুন্দরি
প্রাপ্যাযোগ্যং পতিং শম্ভুং দুঃখিতাসি
সুলোচনে ॥৫২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি দক্ষমুখাচ্ছ্রুত্বা শিবনিন্দাকরং বচঃ।
ক্রুধা জ্বলিতসর্ব্বাঙ্গী চিন্তয়ামাস সা সতী ॥ ৫২
ক্ষণার্দ্ধেনৈব পিতরং সমখং দৈবতৈঃ সহ।
শক্নোমি ভস্মসাৎ কর্ত্তুং পিতৃহত্যাভয়েন তৎ ॥
ন করিষ্যামি কিং ত্বেনং মোহয়ে সহ দৈবতৈঃ
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা সতী দাক্ষায়ণী তদা ॥৫৫
আত্মনস্তুল্যরূপাং সা চ্ছায়াং সমসৃজৎ ক্ষণাৎ
ছায়াসতীং সতী প্রাহ মদ্বাক্যমবধারয় ॥ ৫৬
ত্বমেকং কুরু মৎকার্য্যং যজ্ঞমেনং বিনাশয়।
উক্ত্বা বহুবিধং বাক্যং পিত্রা সহ সুলোচনে ॥

তাঁহাকে দেখিয়া দক্ষ বলিলেন—হে নির্লজ্জে! কে তুমি? কাহার দুহিতা? কাহার বনিতা? কি জন্য হেথায় সমাগতা? তোমাকে আমার সতীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তবে কি শিবালয় হইতে মৎপুত্রী সতী তুমি আসিলে? সতী কহিলেন,—পিতঃ। এ কি! আপনি স্বীয় কন্যা সতীকে চিনিতেছেন না! আপনি পিতা, আমি কন্যা, আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। দক্ষ কহিলেন,—মা এ কি, তুমি শ্যামীভূতা হইয়াছ কেন? মা, পূর্ব্বে তুমি আমার গৃহে উজ্জ্বল স্বর্ণগৌরাঙ্গী—শরদিন্দুসমচ্ছবি, দিব্যবসনশোভিনী ছিলে, সেই তুমি আজ বিবসনা হইয়া সভাক্ষেত্রে সমাগতা কেন? কেন তুমি মুক্তকেশী? কেনইবা তুমি ভীমনয়না? তবে কি অযোগ্য পতিলাভে তুমি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? আমার এই যজ্ঞ-মহোৎসবে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করি নাই, ইহার কারণ,—স্নেহের অভাব নহে; তুমি শিবপত্নী বলিয়াই নিমন্ত্রণ পাও নাই। যাহা হউক তুমি নিজে নিজে আসিয়া ভালই করিয়াছ। তোমার জন্য বসনভূষণাদি রাখিয়াছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। হা সুতে! হা ত্রিলোকসুন্দরি সতি, তুমি আমার প্রাণতুল্যা; আহা, অযোগ্য পতি শম্ভুকে পাইয়াই তুমি দুঃখিতা। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দক্ষমুখ হইতে এই শিবনিন্দাকর বাক্য শুনিয়া সতী রোষজ্বলিতগাত্রে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে যজ্ঞ ও দেবগণসহ পিতাকে ভস্মসাৎ করিতে পারি, কিন্তু পিতৃহত্যাভয়ে তাহা আমি করিব না; পরন্তু দেবগণ সহ ইহাঁকে মোহাপন্ন করিব। দাক্ষায়ণী সতী তখন এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মতুল্যরূপিণী এক ছায়া সৃষ্টি করিলেন। পরে সতী সেই ছায়াসতীকে কহিলেন—আমার বাক্য শুন। আমার এক কার্য্য সাধন কর। এই যজ্ঞ ধ্বংস কর। হে সুলোচনে! পিতার সহিত বহুবিধ বাক্য বলিয়া যখন

শিবনিন্দাকরং বাক্যং শ্রুত্বা পিতৃমুখান্মম।
বিশস্ব যজ্ঞবহ্নৌ ত্বং কৃতাঞ্জলিতবিগ্রহা॥ ৮
অহমস্য সুতেত্যস্মাদ্ গর্ব্বিতঃ শিবনিন্দনম্।
করোতি তেন তদ্গর্ব্বং ত্বমাশু পরিচূর্ণয়॥ ৫৯
ত্বয়ি বহ্নৌ প্রবিষ্টায়াং শ্রুত্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
তৎক্ষণাচ্ছোকসন্তপ্তঃ সমাযাস্যতি নিশ্চিতম্॥
নির্জ্জিত্য দেবান্ বিষ্ণুঞ্চ যজ্ঞরক্ষণতৎপরম্।
নাশয়িষ্যতি যজ্ঞঞ্চ পিতরং শময়িষ্যতি॥ ৬১
এবমুক্ত্বা মহাকালী ছায়াকালীং হসন্মুখী।
স্বয়মন্তর্হিতা ভূত্বা দেবী গগনমাস্থিতা॥ ৬২
ভেরীমৃদঙ্গনাদৈশ্চ তূর্য্যশব্দৈর্মহোৎসবঃ।
তত্রাভবৎ পুষ্পবৃষ্টিরতীব মুনিপুঙ্গব॥ ৬৩
নৈতদালোকিতং কৈশ্চিদ্দেবৈর্ব্বাপি মহর্ষিভিঃ।
তন্মায়ামোহিতৈস্তস্যা নিকটে সংস্থিতৈরপি॥ ৬৪
অথ চ্ছায়া সতী ক্রুদ্ধা প্রাহ দক্ষং প্রজাপতিম্
কিং নিন্দসি শিবং মোহদ্দেবদেবং সনাতনম্
বাঞ্ছং নিযচ্ছ কল্যাণং যদীচ্ছসি সুদুর্ম্মতে।
ছিন্ধি জিহ্বাং মহামূর্খ শিবনিন্দাকরীমিমাম্॥ ৬৬
চিরং যৎ পরমেশানং নিন্দিতঃ সুরসংসদি।
ফলং সমাগতমিব তস্যাদ্যৈব হি লক্ষয়ে॥ ৬৭
যে নিন্দন্তি মহেশানং সর্ব্বলোকৈককারণম্।
শিরশ্ছিন্নত্তি তেষাং স পরমাত্মা সদাশিবঃ॥ ৬৮

দক্ষ উবাচ।

বালিকে স্বল্পমতিকে মা পুনর্ব্রূহি মেহগ্রতঃ।
জানামি তং দুরাচারং প্রেতভূমিনিবাসিনম্॥ ৬৯
স্বয়ং সমর্জ্জিতং বুদ্ধ্যা পতিং ভূতগণাধিপম্।
নীত্বা স্বযোগ্যং পরমং সুখমাপ্নুহি দুর্ম্মতে॥ ৭০
অহং প্রজাপতির্দক্ষো দেবদেবেষু গোচরঃ।
মমাগ্রে কিং শিবং স্তৌষি যচ্ছ্রোতুং নৈব
শক্যতে॥ ৭১

ছায়াসত্যুবাচ।

পুনর্ব্রবীমি হে দক্ষ যদি কল্যাণমিচ্ছসি।

শুনিবে, পিতার মুখ হইতে শিবনিন্দাকর বাক্য উচ্চারিত হইতেছে, তখন তুমি দৃঢ়-চিত্তে যজ্ঞানলে প্রবেশ করিবে। তোমার দেহ প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে। আমি ইঁহার সুতা বলিয়া ইনি গর্ব্বিত হইয়াছেন, তুমি সেই গর্ব্ব আশু চূর্ণ করিয়া দাও। তুমি যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়াছ, দেব মহেশ্বর এ সংবাদ শ্রবণে নিশ্চয়ই শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে সমাগত হইবেন। তিনি যজ্ঞরক্ষণপর বিষ্ণুকে এবং অন্যান্য দেবগণকে জয় করিয়া যজ্ঞ বিনাশিত এবং পিতাকে প্রশমিত করিবেন। সহাস্যবদনা মহাকালী ছায়া-কালীকে এই কথা কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়া গগনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! তখন ভেরী মৃদঙ্গ ও তূর্য্যনাদে মহোৎসব ও অতিমাত্র পুষ্পবৃষ্টি হইল। সতীর মায়ায় মোহিত হওয়ায় দেব বা মহর্ষি-গণ নিকটস্থ হইয়াও কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ছায়াসতী ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষপ্রজাপতিকে বলিলেন,—দেবদেব সনাতন শিবকে আপনি কিজন্য নিন্দা করিতেছেন? হে দুর্ম্মতে! যদি কল্যাণ চাও, তবে বাক্ সংযমন কর। ওরে মহা-মূর্খ! তুই এই শিবনিন্দাকরী জিহ্বা ছেদন কর। তুই যে বহুকাল হইতে সুরসমাজে পরমেশ্বরকে নিন্দা করিয়া আসিতেছিস, সেই নিন্দার ফল অদ্য উপস্থিত দেখিতেছি। যাহারা সর্ব্বলোকৈককারণ মহেশকে নিন্দা করে, পরমাত্মা সদাশিব তাহাদের শির-শ্ছেত্তা। ৬৭—৬৮। দক্ষ কহিলেন,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকে! তুই আমার অগ্রে এমন কথা বলিস্ না। আমি সেই প্রেতভূমিবাসী দুরা-চারকে বিলক্ষণই জানি। রে দুর্ম্মতে! তুই নিজে বুদ্ধিপূর্ব্বক ভূতগণাধিপতিকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছিলি। তোর যোগ্য পতি লইয়া তুই পরম সুখে থাক্। আমি দক্ষ প্রজাপতি; দেবদেবসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ; আমার নিকট তুই শিবের স্তব করিতেছিস্ কি? যাহা আমি শ্রবণ করিতে পারি না। ছায়া সতী কহিলেন—হে দক্ষ! আমি পুনর্ব্বার বলি-

ত্যজ পাপমতিং ভক্ত্যা ভজ দেবং সদাশিবম্।
যদি মোহাৎ পরাত্মানং পুনর্নিন্দসি শঙ্করম্।
তদা ত্বাং সমখং শম্ভুর্নাশয়িষ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭৩

দক্ষ উবাচ।

কুপুত্রি দুশ্চরিত্রে ত্বং চক্ষুষোর্মে বহির্ভব।
প্রাপ্তা যদা পতিং শম্ভুং তদৈব ত্বং মৃতা মম ॥ ৭৪
পুনঃপুনঃ স্মারয়সি রুদ্রং তব নিজং পতিম্।
তুষানল ইবান্তর্মে যেন মে বর্দ্ধতেঽনলঃ ॥ ৭৫
যং মে কুপুত্রী দুর্ব্বুদ্ধিঃ শিবং পতিমুপাগতা।
ত্বদ্দর্শনেন মদ্দেহো দহ্যতে শোকবহ্নিনা ॥ ৭৬
সা ত্বং মে চক্ষুষোর্বাহ্যা শীঘ্রং ভব দুরাত্মিকে।
ভর্ত্তুর্গুণানুবাদস্তে মা কুরুষ্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৭৭

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমুক্তা তু সা দেবী ছায়াকালী রুষান্বিতা।
দধৌ ভয়ানকাং মূর্ত্তিং জ্বলন্নেত্রত্রয়োজ্জ্বলাম্ ॥
নক্ষত্রলোকসম্প্রাপ্ত-মস্তকাং বিস্তৃতাননাম্।
আপাদলম্বিসংমুক্ত-কেশপাশবিরাজিতাম্ ॥ ৭৯
মধ্যাহ্নার্কসহস্রাভাং স্ফুরজ্জ্বলনপ্রভাম্।
ততঃ সা ক্রোধদীপ্তাঙ্গী সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮০
রুক্ষগম্ভীরয়া বাচা দক্ষমাহ মহেশ্বরী।
অহং তে চক্ষুষোর্বাহ্যা ভবিষ্যামি ন কেবলম্ ॥
ত্বজ্জাতদেহবাহ্যাপি ভবিষ্যাম্যচিরাদিহ।
এবং ছায়াসতী দেবী ক্রোধোদ্দীপ্তবিলোচনা ॥
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যজ্ঞবহ্নৌ সমাবিশৎ।
ততশ্চকম্পে বসুধা বায়ুঃ সুতুমুলো ববৌ ॥ ৮৩
পেতুঃ সূর্য্যং বিনির্ভিদ্য মহোল্কা ধরণীতলে।
দিশশ্চ ব্যাকুলা আসন্ ববর্ষুঃ শোণিতং ঘনাঃ
দেবাঃ সর্ব্বে বিবর্ণাঃ স্যুঃ কুণ্ডেঽগ্নির্নির্ব্ববৌ
ততঃ।
শৃগালকুক্কুরৈর্হব্যং ভক্ষিতং যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ৮৫
শ্মশানবদ্‌যজ্ঞগৃহং সমভূচ্চ ক্ষণার্দ্ধতঃ।
দক্ষোঽপি বদনম্লানো নিঃশ্বাসানমুচে মুহুঃ ॥ ৮৬

তেছি, যদি কল্যাণ চাও, তবে পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; দেব সদাশিবকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা কর। যদি মোহক্রমে পুনরায় সেই পরমাত্মা শঙ্করকে নিন্দা কর, তবে তিনি নিশ্চয়ই যজ্ঞসহ তোমাকে বিনাশ করিবেন। দক্ষ কহিলেন,—রে আমার দুশ্চরিত্রে, কুপুত্রি! তুই আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হ'। যখন তুই শম্ভুকে পতি পাইয়াছিস্, তখনই বুঝিয়াছি, আমার পুত্রী মৃত হইয়াছে। তোর পতি শম্ভুকে তুই বারম্বার আমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছিস্, অন্তঃস্থ তুষানলের ন্যায় আমার ক্রোধানল তাহাতে বর্দ্ধিত হইতেছে। রে কুপুত্রি! তুই দুর্ব্বুদ্ধি; তাই শিবকে পতি লাভ করিয়াছিস্। তোকে দেখিলে আমার দেহ শোকানলে দগ্ধ হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, রে দুরাত্মিকে! তুই আমার দৃষ্টিবহির্ভূত হ'। তোর ভর্ত্তার গুণানুবাদ আমার কাছে কিছুই করিস্ না। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—পিতা এই কথা কহিলে ছায়া-সতী রোষান্বিত হইয়া প্রদীপ্ত ত্রিনেত্রোজ্জ্বল ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার মস্তক নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিল; বদন বিস্তারিত হইল। বিমুক্ত কেশকলাপ পাদপর্য্যন্ত প্রলম্বিত হইল। তিনি সহস্রমধ্যাহ্নার্কবৎপ্রভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মহেশ্বরী ক্রোধদীপ্ত-গাত্রে মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিয়া গম্ভীর বাক্যে দক্ষকে বলিলেন,—আমি কেবল তোমার চক্ষুর বহির্ভূত হইব না, তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহেরও আমি বহির্ভূত হইব। ক্রোধদীপ্তনয়না দেবী ছায়া সতী এইরূপ বলিয়া সর্ব্ব দেবের সমক্ষেই যজ্ঞানলে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বসুধা কম্পিতা হইলেন। তুমুল বায়ু বহিতে লাগিল। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মহতী উল্কা ধরণীতলে পতিত হইল। দিক্ সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ঘনজাল শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সমস্ত দেব বিবর্ণ হইলেন। যজ্ঞকুণ্ডাগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। শৃগাল ও কুক্কুরদল যজ্ঞমণ্ডপে হব্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণার্দ্ধমধ্যেই যজ্ঞগৃহ শ্মশানবৎ প্রতিভাত হইল। দক্ষ ম্লান-বদনে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস মোচন

পুনর্যথা কথঞ্চিচ্চ যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ন্ দ্বিজাঃ।
দেবাশ্চ চকিতা আসন্ ভয়াৎ পশুপতের্মুনে ॥৮৭
উচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে দেবাশ্চাপি মহর্ষয়ঃ।
বার্ত্তাশুভা ক্ষণেনৈব সকরত্যাপি দূরতঃ ॥ ৮৮
অদ্যৈব শ্রোষ্যতি শিবঃ সত্যা দেহবিসর্জ্জনম্।
স তু ক্রুদ্ধো মহারুদ্রো জগৎসংহারকারকঃ ॥৮৯
ন জানে কস্য কিং কুর্য্যাৎ কিংবা সৃষ্টিং
বিলোপয়েৎ।
নারদস্তু সভামধ্যাদতর্কিত ইবোত্থিতঃ।
কৈলাসং প্রযযৌ শীঘ্রং মহর্ষির্মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে ছায়া-
সত্যাগ্নিপ্রবেশো নাম নবমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ পুনর্ব্বার কষ্ট-সৃষ্টে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। হে মুনে! সমস্ত দেব পশুপতির ভয়ে চকিত হইলেন। দেবগণ ও মহর্ষিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—ক্ষণমধ্যেই অদূরে অশুভ সংবাদ ঘোষিত হইবে। শিব অদ্যই সতীর দেহত্যাগ বার্ত্তা শ্রবণ করিবেন। সেই জগৎসংহারকারী মহারুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া না জানি কাহার কি অত্যাহিত ঘটাইবেন, কিম্বা সৃষ্টি বিলোপই করিবেন। দেব ঋষিগণ এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, ইতি মধ্যে মহর্ষি-মুনিপুঙ্গব নারদ অতর্কিতবৎ সভামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া শীঘ্রই কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। ৮৭—৯০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
অথাগত্য মুনিশ্রেষ্ঠো নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণঃ প্রাহ দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ১
দেবদেব নমস্তুভ্যং নারদোঽহং মহেশ্বর।
দক্ষালয়াৎ সমায়াতো বার্ত্তাং ত্বং শ্রুতবানসি ॥
দক্ষযজ্ঞগতা দেবী সতী তে প্রাণবল্লভা।
ভবন্নিন্দাকথাং শ্রুত্বা জহৌ দেহং রুষান্বিতা ॥৩
দক্ষঃ সতি সতীত্যেবমাক্ষিপ্য স মুহুর্মুহুঃ।
পুনর্দধৌ মনো যজ্ঞে দেবা গৃহ্নন্তি চাহুতিম্ ॥৪
ইতি নারদবক্ত্রাৎ স শ্রুত্বা দুঃখকরং বচঃ।
করোদ বহুধা শোকাৎ দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥৫
হা সতি ক্ব গতাসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং শোকসাগরে
ত্বয়া বিনা কথং বাদ্য জীবিতং ধারয়ে হ্যহম্ ॥ ৬
কিং ত্বাং পিতৃগৃহং গন্তুং নিষিদ্ধা বহুধাময়া।

দশম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মনন্দন মুনিবর নারদ আসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দেবদেব ত্রিলোচনকে বলিলেন,—দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। হে মহেশ্বর! আমি নারদ দক্ষালয় হইতে আসিয়াছি! আপনি দক্ষালয়ের বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন কি? আপনার প্রাণপ্রিয়া সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়াছিলেন; সেখানে আপনার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া রোষে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দক্ষ 'সতী সতী' বলিয়া কয়েকবার মাত্র আক্ষেপ করিয়া পুনরায় যজ্ঞসম্পাদনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দেবগণ আহুতি গ্রহণ করিতেছেন। দেবদেব ত্রিলোচন এই দুঃখাবহ বাক্য নারদের মুখে শ্রবণ করিয়া শোকে বহুধা বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হা সতি! আমাকে শোকসাগরে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছ? তুমি ভিন্ন অদ্য আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? তোমাকে পিতৃগৃহগমনে বার বার আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, তাই কি তুমি

ত্বেন মাং জাতরোষা ত্বং পরিত্যজ্য গতা শিবা।
বিলপ্যৈবং বহুবিধং মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ।
চুক্রোধারক্তনেত্রাস্যো বভূব চ মহামুনে। ৮
রুদ্রং ক্রোধান্বিতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানি তত্রসুঃ।
কম্পমাসীজ্জগৎ সর্ব্বং চচাল বসুধা ভৃশম্। ৯
অথোর্দ্ধনয়নাদগ্নিঃ প্রাদুরাসীন্মহাদ্যুতিঃ।
তস্মাদগ্নেঃ সমভবদেকঃ পরমপুরুষঃ। ১০
মহাভুশুণ্ডীং প্রদধৎ কালান্তকযমোপমঃ।
জ্বলদগ্নিস্ফুলিঙ্গাভনেত্রত্রয়ভয়ানকঃ। ১১
বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গশ্চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরঃ।
মধ্যাহ্নকোটিসূর্য্যাভো জটামণ্ডিতমস্তকঃ। ১২
স প্রণম্য মহাত্মানং দেবদেবং মহেশ্বরম্।
ত্রিধা প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ। ১৩
কিং পিতঃ করবাণ্যদ্য ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
নাশয়ামি ক্ষণার্দ্ধেন যদ্যনুজ্ঞাং বিদেহি মাম্।
কিমিন্দ্রাদীন্ সুরশ্রেষ্ঠান্ কেশে ধৃত্বা তবাগ্রতঃ
আনয়ামি যমং মৃত্যুং নয়ামি বদ চেদ্বিভো। ১৫
প্রতিজ্ঞায় মহেশান সত্যং সত্যং ব্রবীমি তে।
যস্ত ত্বং শমনার্থায় কথয়িষ্যসি মামিহ। ১৬
তমেব শময়িষ্যামি অপি শক্রং সুরেশ্বরম্।
অপি বৈকুণ্ঠনাথশ্চেৎ তৎসাহায্যং করিষ্যতি।
তদাহং কুণ্ঠিতাস্ত্রং করিষ্যেঽহং তবাজ্ঞয়া। ১৮

শিব উবাচ।

ত্বং নাম্না বীরভদ্রোঽসি মম সেনাপতিঃ স্বয়ম্।
গত্বা দক্ষপুরং যজ্ঞং নাশয়াশু মমাজ্ঞয়া। ১৯
তৎসহায়াশ্চ যে দেবা মাং পরিত্যজ্য চাগতাঃ
তেষামপি নিয়ন্তা ত্বং ভব বৎস মমাজ্ঞয়া। ২০
মন্নিন্দনরতং বক্ত্রং দক্ষস্যাপি প্রজাপতেঃ।
ছিন্ধি গচ্ছ দ্রুতং তত্র মা চিরং কুরু হে সুত।
ইত্যুক্ত্বা বীরভদ্রং স মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ।
নিঃশ্বাসান্মুমুচে তেভ্যো গণা আসন্ সহস্রশঃ।

ক্রোধে আমায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেলে! হে মহামুনে! মহাদেব এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নেত্র-বক্ত্র রক্তবর্ণ হইল। রুদ্রকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া সর্ব্বভূত বিত্রস্ত হইল। সর্ব্বজগৎ কম্প হইল। বসুন্ধরা অতিমাত্র কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর তদীয় ঊর্দ্ধ নয়ন হইতে মহাদ্যুতি অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। সেই অগ্নি হইতে এক পরমপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে মহাভুশুণ্ডী; তিনি দেখিতে কালান্তক-যমপ্রতিম। তাঁহার নেত্রত্রয় বহ্নিস্ফুলিঙ্গপ্রভায় প্রজ্বলিত হওয়ায় তিনি অতি ভয়ানক। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিলিপ্ত; তিনি চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখর, তাঁহার প্রভা মধ্যাহ্নকালীন কোটি সূর্য্যসদৃশ। তিনি জটাজূটশালী! সেই পুরুষ দেবদেবকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—পিতঃ! আমি কি করিব? যদি আমায় অনুজ্ঞা প্রদান করেন, তবে ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই আমি চরাচর ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ করিয়া ফেলি। কিম্বা ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠদিগকেও কেশে ধরিয়া আপনার অগ্রে আনয়ন করিব? হে বিভো! আপনি আদেশ করিলে আমি যমকেও আনয়ন করিতে পারি। হে মহেশান! আমি ইহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সত্য সত্যই বলিতেছি। আপনি যাহা শাস্তি দিবার জন্য বলিবেন, হউন না তিনি সুরপতি শক্র, তথাচ তাঁহাকে আমি শাসন করিব। যদি বৈকুণ্ঠপতিও সাহায্য করিতে আগমন করেন, তথাপি তোমার আজ্ঞায় তাঁহাকেও আমি কুণ্ঠিতাস্ত্র করিব। ১—১৮। শ্রীশিব বলিলেন,—তোমার নাম বীরভদ্র; তুমি আমার সেনাপতি, অতএব দক্ষপুরে গিয়া সত্বর মদীয় আজ্ঞায় যজ্ঞধ্বংস কর। হে বৎস! যে সকল দেব আমায় পরিত্যাগ করিয়া দক্ষের সহায় হইবেন, আমার আদেশে তাঁহাদেরও তুমি নিয়ন্তা হইবে। হে সুত! দক্ষ প্রজাপতির মদীয় নিন্দাসক্ত মুখ তুমি ছেদন কর। সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না। ত্রিলোচন মহাদেব বীরভদ্রকে এই বলিয়া নিশ্বাস মোচন করিলেন। সেই নিশ্বাসবায়ু হইতে সহস্র সহস্র প্রমথ প্রাদুর্ভূত হইল।

সর্ব্বে তে ভীমকর্ম্মাণঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
গদাসিমুষলপ্রাসশূলপাষাণপাণয়ঃ ॥ ২৩
তৈর্ব্বৃতো বীরভদ্রশ্চ প্রণম্য পরমেশ্বরম্।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নির্জ্জগাম মহামতিঃ ॥ ২৪
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তঃ সর্ব্বে তে প্রমথাঃ ক্ষণাৎ
যযুর্দক্ষপুরং যত্র যজ্ঞমারব্ধবান্ হি সঃ ॥ ২৫
অথ ক্রুদ্ধো বীরভদ্রঃ প্রমথানাহ কোপিতান্।
যজ্ঞং নাশয় দেবাংশ্চ বিদ্রাবয় মমাজ্ঞয়া ॥ ২৬
ততস্তে প্রমথাঃ সর্ব্বে বভঞ্জুস্তং মহাধ্বরম্।
কেচিদুৎপাট্য যূপাংশ্চ চিক্ষিপুশ্চ দিশো দশ ॥
কশ্চিন্নির্ব্বাপয়ামাস কুণ্ডং হব্যং তথাপরে।
বভুবুঃ ক্রোধতাম্রাক্ষা দেবান্ ব্যদ্রাবয়ংস্তথা ॥
এবং বিধ্বংসিতং যজ্ঞং প্রমথৈর্ভীমরূপিভিঃ।
দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরথাগত্য প্রমথানব্রবীদ্বচঃ ॥ ২৯
কথং বিনাশিতো যজ্ঞো যুষ্মাভির্দেবতা অপি
কথং বিদ্রাবিতা যূয়ং কে তদ্বদত মা চিরম্ ॥ ৩০

প্রমথা ঊচুঃ।

বয়ং শ্রীদেবদেবেন প্রেরিতাঃ প্রমথাঃ প্রভো
শিবাপমানজনকং নাশয়ামো মহাধ্বরম্ ॥ ৩১
অথাহ প্রমথান্ ক্রুদ্ধো বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্।
ক স দক্ষো দুরাচারঃ শিবদ্বেষপরায়ণঃ ॥ ৩২
ক চ তে হব্যভোক্তারো ধৃত্বানয়ত মৎপুরঃ।
ইত্যাজ্ঞপ্তা গণাঃ ক্রুদ্ধাঃ প্রাভ্যধাবন্ দিশো দশ ॥৩৩
গৃহীত্বা ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ মমৃদুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
কেচিৎ সূর্য্যং প্রগৃহ্যৈব দন্তপঙ্ক্তিমচূর্ণয়ন্ ॥ ৩৪
কেচিদগ্নিং বলাদ্ধৃত্বা জিহ্বাং তস্য সমাচ্ছিনৎ।
ভয়াৎ পলায়মানস্য যজ্ঞস্য মৃগরূপিণঃ ॥ ৩৫
কশ্চিচ্ছিরোঽচ্ছিনন্নাসাং সরস্বত্যাশ্চ কশ্চন।
অর্য্যমশ্চাচ্ছিনদ্বাহূ অদিতেরোষ্ঠমুত্তমম্ ॥ ৩৬
যমং ববন্ধ কশ্চিচ্চ নির্ঋতিং বরুণং তথা।
প্রমথা ব্রাহ্মণান্ দৃষ্ট্বা প্রণম্য বিনয়ান্বিতাঃ ॥৩৭

এই প্রমথগণ সকলেই ভীমকর্ম্মা; যুদ্ধবিশারদ এবং গদা, অসি, মুষল, প্রাস, শূল ও পাষাণধারী! বীরভদ্র সেই সমস্ত প্রমথে পরিবৃত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণত্রয় করত নির্গত হইলেন। তৎকালে প্রমথবর্গ সিংহনাদ করিতে করিতে দক্ষ যথায় যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন, সেইখানে সেই দক্ষপুরে উপস্থিত হইল। অনন্তর ক্রুদ্ধ বীরভদ্র কুপিত প্রমথগণকে কহিলেন,—তোমরা আমার আজ্ঞায় যজ্ঞ নষ্ট কর, এবং দেবগণকে বিদ্রাবিত কর। অনন্তর সেই প্রমথগণ দক্ষের মহাযজ্ঞ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। কতকগুলি প্রমথ যজ্ঞযূপ সকল উৎখাত করিয়া দশ দিকে নিক্ষেপ করিল! কেহ কেহ হোমকুণ্ড নির্ব্বাপিত করিল, কেহ কেহ হব্য ভোজন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ক্রোধরক্তনয়নে দেবগণকে বিদ্রাবিত করিল। ভীমরূপ প্রমথগণ এইরূপে যজ্ঞ ধ্বংস করিলে বিষ্ণু তদ্দর্শনে আগমনপূর্ব্বক প্রমথগণকে কহিলেন,—কেন তোমরা যজ্ঞ ধ্বংস করিলে? কেনই বা দেবগণকে বিদ্রাবিত করিলে? তোমরা কে? শীঘ্র তাহা বল। প্রমথগণ কহিলেন,—হে প্রভো! আমরা শ্রীদেবদেব-প্রেরিত প্রমথগণ। শিবাপমানকর মহাযজ্ঞ ধ্বংস করিতেছি। তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপবান্ বীরভদ্র প্রমথগণকে বলিলেন,—সেই দুরাচার শিবদ্বেষী দক্ষ কোথায়? আর যজ্ঞের সেই হব্যভোক্তারাই বা কে? সকলকেই ধরিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। বীরভদ্র এই কথা কহিলে ক্রুদ্ধ প্রমথগণ নানাদিকে ধাবিত হইল। তাহারা ত্রিদশগণকে ধরিয়া ধরিয়া ক্রোধে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কেহ সূর্য্যকে ধরিয়া তাঁহার দন্তপংক্তি উৎপাটিত করিল, কেহ অগ্নিকে সবলে ধরিয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিল। যজ্ঞ মৃগরূপ ধরিয়া পলাইতেছিলেন, কোন প্রমথ তাঁহার মস্তক ছেদন করিল, কোনও প্রমথ সরস্বতীর নাসা কর্ত্তন করিল। কেহ কেহ অর্য্যমার বাহুদ্বয় এবং অদিতির উত্তম ওষ্ঠ ছেদন করিল। ১৯—৩৬। কেহ যমকে, কেহ নৈর্ঋতিকে এবং কেহ বরুণকে বন্ধন করিল। ব্রাহ্মণদিগকে

ভয়ং ত্যজত হে বিপ্রা যাত যাতেতি চাব্রুবন্
তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বস্ত্রালঙ্করণাদিকম্ ॥ ৩৮
যজ্ঞলব্ধং গৃহীত্বৈব প্রযযুঃ স্বীয়মালয়ম্ ।
সহস্রাক্ষো মহাবুদ্ধির্ময়ূরং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৩৯
উড্ডীয় পর্ব্বতং গত্বা ছন্নঃ কৌতুকমৈক্ষতে ।
এবং বিদ্রাবিতান্ দৃষ্ট্বা প্রমথৈর্দেবপুঙ্গবান ॥ ৪০
বিষ্ণুর্নারায়ণো মৌনী চিন্তয়ামাস চেতসা ।
দক্ষো মূঢ়মতিঃ শম্ভুং বিদ্বিষন্ কুরুতে মখম্ ॥
তস্মৈতাদৃক্ ফলং নো চেদ্বিফলং স্যাচ্ছ্রুতী-
রিতম্ ।
শিববিদ্বেষণেনৈব বিদ্বিষ্টোহস্মি ন সংশয়ঃ ॥
অহং শিবঃ শিবো বিষ্ণুর্ভেদো নাস্ত্যাবয়োর্যতঃ
অনেন বিষ্ণুরূপেণ প্রার্থিতোহস্মি ন সংশয়ঃ
নিন্দিতোহস্মি মহাদেবস্বরূপেণাহমেব হি ।
অস্যাপি ভাবদ্বৈবিধ্যং কর্ম্মণা মনসাপি চ ॥ ৪৩
বিদ্যতে দ্বিবিধং ভাবং করিষ্যাম্যহমেব চ ।
রক্ষিতা বিষ্ণুরূপেণ সংহর্ত্তা শিবরূপতঃ ॥ ৪৪
কৃত্বা স্বেন স্বয়ং যুদ্ধং লব্ধা তত্র পরাজয়ম্ ।
রুদ্ররূপেণ তং দক্ষং শময়িষ্যাম্যসংশয়ঃ ॥ ৪৫
পশ্চাত্তু যজ্ঞং সম্পূর্ণং করিষ্যামি সুরৈঃ সহ ।
বিষ্ণোরারাধনস্যাত্র তদেব হি মহৎফলম্ ॥ ৪৬
এবং নিশ্চিত্য মনসা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
প্রমথান্ দ্রাবয়ামাস সিংহনাদং মুমোচ হ ॥ ৪৭
অথ ক্রুদ্ধো বীরভদ্রঃ প্রাহ বিষ্ণুং সনাতনম্ ।
বিষ্ণো যজ্ঞপুমাংস্ত্বং হি শ্রূয়তেহস্মিন্মহাধ্বরে ॥
ক্ব স দক্ষো দুরাচারঃ শিবনিন্দাপরায়ণঃ ।
সমানীয় স্বয়ং দেহি ন চেদ্যুদ্ধং ময়া কুরু ॥ ৪৯
প্রায়শঃ শম্ভুভক্তানামনিষ্টেষু ত্বমগ্রণীঃ ।
বিদ্বেষিণাং হিতায়াপি দৃশ্যসে ত্বং ব্যবস্থিতঃ ॥
ততঃ স্মিত্বা প্রাহ বিষ্ণুরহং যোৎস্যে ত্বয়া সহ ।
বিজিত্য মাং রণে দক্ষং নয়পশ্যামি তে বলম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা ধনুরুদ্যম্য শরজালমবাকিরৎ ।

দেখিয়া প্রমথগণ বিনীতভাবে কহিল,—হে বিপ্রগণ! আপনাদের ভয় নাই, আপনারা চলিয়া যাউন, চলিয়া যাউন। ব্রাহ্মণগণ তৎশ্রবণে যজ্ঞলব্ধ বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়াই নির্ভয়ে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। মহাবুদ্ধি সহস্রাক্ষ ময়ূরের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি উড়িয়া গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রমথগণ কর্ত্তৃক দেবপুঙ্গবদিগকে বিদ্রাবিত দেখিয়া বিষ্ণু নারায়ণ মৌনাবলম্বনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মূঢ়মতি দক্ষ শিবদ্বেষী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল, তাহারই এই পরিণাম ঘটিল! তা নহিলে শ্রুতিবাক্য বৃথা হইয়া যাইত। শিবের প্রতি দ্বেষ করায় আমিও বিদ্বিষ্ট হইয়াছি সন্দেহ নাই। কেন না, আমি শিব, শিব বিষ্ণু, আমাদের উভয়ের ভেদ নাই। আমি এই বিষ্ণুরূপে আহূত হইয়াছি; মহাদেবরূপে নিন্দিত হইয়াছি। কর্ম্মে ও মনে দক্ষের দ্বিবিধ ভাব বিদ্যমান; সুতরাং আমিও দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ করিব। বিষ্ণুরূপে রক্ষক এবং শিবরূপে সংহারক হইব। স্বীয় অংশের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইব এবং রুদ্ররূপে দক্ষকে প্রশমিত করিব। পশ্চাৎ সুরগণ সহ যজ্ঞ সম্পাদন করিব। বিষ্ণু-আরাধনার ইহাই মহা ফল। শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণু মনে মনে এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সিংহনাদপুরঃসর প্রমথগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।৩৭—৪৭। অনন্তর বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতন বিষ্ণুকে বলিলেন, বিষ্ণো! শুনিলাম, এই মহাযজ্ঞের তুমিই যজ্ঞপুরুষ; সেই শিবনিন্দাপরায়ণ দুরাচার দক্ষ কোথায়? তাহাকে আনিয়া দাও, নচেৎ আমার সহিত যুদ্ধ কর। শম্ভুভক্তগণের অনিষ্টসাধনে তুমিই প্রায়শঃ অগ্রণী। অপিচ শম্ভুদ্বেষীদিগের হিতসাধনেও তোমাকেই বদ্ধপরিকর দেখা যায়। অনন্তর বিষ্ণু হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। আমাকে জয় করিয়া পরে দক্ষকে গ্রহণ কর। আমি তোমার পৌরুষ অবলোকন করিব। এই বলিয়া বিষ্ণু ধনু উদ্যত করিয়া শরজাল ক্ষেপণ করিতে

ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গা গণাস্তেঽভবন্ ক্ষণাৎ ॥৫২
রক্তং বেমুশ্চ শতশো মূর্চ্ছিতাশ্চ সহস্রশঃ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো বীরভদ্রো গদাং চিক্ষেপ তংপ্রতি
সা তদ্দেহমনুপ্রাপ্য বিদীর্ণা শতধাভবৎ ।
বিষ্ণুশ্চাপি গদামেকাং প্রচিক্ষেপ রুষান্বিতঃ
বীরভদ্রং সমাসাদ্য সাপ্যাসীৎ শতধা মুনে ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ক্রোধোদ্দীপ্তবিলোচনঃ ॥৫৪
জগ্রাহান্যামপি গদামাগ্নিসারময়ীং ক্ষণাৎ ।
ততঃ খট্টাঙ্গমাদায় বীরভদ্রো গদাধরম্ ॥ ৫৫
আতাড্য বাহুদণ্ডে তাং গদাং ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ
ততঃ স কুপিতো বিষ্ণুশ্চক্রং চিক্ষেপ তং প্রতি
সুদর্শনং মহাঘোরং জ্বলন্তং নিজতেজসা ।
তদ্দৃষ্ট্বা বীরভদ্রোঽপি শিবং সস্মার চেতসা ॥৫৭
তেন কণ্ঠগতং চক্রং মালেব হি ভবৌ মুনে ।
ততঃ ক্রোধাদ্রণে বিষ্ণুঃ খড়্গং সূর্য্যসমপ্রভম্
জগ্রাহ বীরভদ্রঞ্চ নিহন্তুং সোঽভ্যধাবত ।

ততঃ সখড়্গং তং বিষ্ণুং বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্ ।
হুঙ্কারেণ মহাবাহুঃ স্তম্ভয়ামাস তৎক্ষণাৎ ।
ততঃ সংস্তম্ভিতং বিষ্ণুং বীরভদ্রঃ সমভ্যগাৎ ॥
শূলমুদ্যম্য বেগেন নিহন্তুং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
ততোঽভবদ্দৈববাণী বীরভদ্রোঽস্থিরো ভব ॥
কিমাত্মানং বিস্মৃতোঽসি ক্রোধমাসাদ্য চাহবে
যো বিষ্ণুঃ স মহাদেবঃ শিবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥
নানয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ কদাচিদপি কুত্রচিৎ ।
ইতি শ্রুত্বা বীরভদ্রো নত্বা বিষ্ণুং শিবাত্মকম্
দক্ষং গৃহীত্বা কেশেষু বাক্যমাহ মহামতিঃ ।
যেন বক্ত্রেণ দেবেশং শিবং পরমপূরুষম্ ॥ ৬৪
বিনিন্দিতোঽসি তদ্বক্ত্রং প্রহরামি প্রজাপতে ।
ইত্যুক্ত্বা সংপ্রহর্ষৈব দক্ষবক্ত্রং পুনঃপুনঃ ॥৬৫
নখাগ্রেণ প্রচিচ্ছেদ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
তথান্যে যে মহাদেবনিন্দামাকর্ণ্য হর্ষিতাঃ ॥৬৬
তেষাং জিহ্বাঃ জ্বলন্তীশ্চাপি চিচ্ছেদ প্রমথাধিপঃ

লাগিলেন। বিষ্ণুশরে প্রমথগণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। শত শত প্রমথ রক্ত বমন করিতে লাগিল, সহস্র সহস্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনন্তর বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। গদা বিষ্ণুদেহ প্রাপ্ত হইয়া শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু এক গদা নিক্ষেপ করিলেন, হে মুনে! বীরভদ্রের দেহে লাগিয়া সে গদাও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর অমেয়াত্মা বিষ্ণু ক্রোধদীপ্ত-নয়নে ক্ষণমধ্যে অগ্নিসারময়ী অন্য এক গদা গ্রহণ করিলেন। তখন বীরভদ্র খট্টাঙ্গ লইয়া গদাধরের বাহুদণ্ডে তাড়নপূর্ব্বক তাঁহার গদা ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু কুপিত হইয়া তৎপ্রতি স্বীয় তেজে দীপ্যমান মহাঘোর সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে বীরভদ্র মনে মনে শিব স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তখন সেই বিষ্ণুচক্র বীরভদ্রের কণ্ঠে আসিয়া মালার ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া শত সূর্য্যসমপ্রভ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বীরভদ্রকে নিহত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তখন প্রতাপবান মহাবাহু বীরভদ্র সেই খড়্গ এবং বিষ্ণু উভয়কেই তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার দ্বারা স্তম্ভিত করিলেন। পরে ক্রোধমূর্চ্ছিত বীরভদ্র সংস্তম্ভিত বিষ্ণুকে নিহত করিবার জন্য সমুদ্যত শূল-হস্তে ধাবিত হইলেন। তখন সহসা দৈববাণী হইল,—বীরভদ্র! স্থির হও; তুমি কি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়াছ? যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব; যিনি শিব, তিনিই নারায়ণ, শিব-নারায়ণের ভেদ কোথাও কোনও কালে নাই। মহামতি বীরভদ্র এই দেববাণী শুনিয়া শিবাত্মক বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্ব্বক দক্ষের কেশ গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—রে প্রজাপতে! পরম পুরুষ দেবেশ শিবকে তুই যে মুখে নিন্দা করিয়াছিস্, তোর সেই মুখে আমি প্রহার করি। এই বলিয়া বীরভদ্র পুনঃপুনঃ দক্ষবক্ত্রে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধরক্তনেত্রে নখাগ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। যাহারা মহাদেবের নিন্দা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়াছিল,

এবং বিনষ্টে যজ্ঞে তু বিধিঃ কৈলাসমভ্যগাৎ ।
প্রণম্য চ মহেশানং বিধিলোপং ন্যবেদয়ৎ ।
উবাচ ত্বং মহাদেবং কথমেবং করোষি বা ॥৬৮
সতী নিত্যা জগদ্ধাত্রী যা স্বয়ং ব্রহ্মরূপিণী ।
তস্যা দেহপরিত্যাগ ইতি ভ্রান্তিবিড়ম্বনম্ ॥ ৬৯
সা তু দক্ষবিমোহায় মহামায়া জগন্ময়ী ।
ছায়াসতীং যজ্ঞকুণ্ডসন্নিধৌ স্থাপিতা প্রভো ॥
সৈব ছায়া যজ্ঞবহ্নৌ মোহার্থন্তু প্রজাপতেঃ ।
প্রাবিশৎ প্রাকৃতা দেবী স্বয়ং গগনমাস্থিতা ॥৭১
তৎ কিং ত্বং ন জানাসি কথমেবং করোষি বা
আগচ্ছ দেবদেবেশ প্রণতানাং কৃপাকর ॥ ৭২
বিধিসংরক্ষকস্ত্বং হি মা বিধিং পরিলোপয় ।
তত্র যজ্ঞং সমাপ্যৈব সহিতেঽস্মাভিরেব চ ॥৭৩
সম্প্রার্থ্য পরমেশানীং পুনর্দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ।
তদ্ গচ্ছ মহাদেব দক্ষস্য নিলয়ং প্রতি ॥ ৭৪
অনুগৃহ্নীষ্ব মাং দেব নান্যথা কর্তুমর্হসি ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শিবো দক্ষালয়ং যযৌ ॥
সমাগতং বিলোক্যৈব বীরভদ্রো ননাম তম্ ।
ততো ব্রহ্মা পুনর্দেবং সম্প্রার্থ্যোবাচ সম্ভ্রমাৎ
আজ্ঞাপয় মহেশান পুনর্যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততাম্ ।
ততঃ শম্ভুর্বীরভদ্রং সমাজ্ঞাপয়দুল্বণম্ ॥ ৭৭
ত্যজ কোপং বীরভদ্র পুনর্যজ্ঞং প্রকল্পয় ।
ইত্যাজ্ঞপ্তো বীরভদ্রো মহাদেবেন তৎক্ষণাৎ
পূর্ব্ববৎ কল্পয়ামাস যজ্ঞং দেবানমোচয়ৎ ।
ততো ব্রহ্মা পুনঃ প্রাহ দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ।
দক্ষং জীবয়িতুং স্বাজ্ঞাং বিধেহি পরমেশ্বর ।
ততঃ পুনঃ প্রাহ শম্ভুর্বীরভদ্রং মহৌজসম্ ।
পুনঃ প্রজাপতিং দক্ষং জীবয়াশু মমাজ্ঞয়া ॥৮০
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দেবদেবস্য বুদ্ধিমান্ ।
দত্ত্বৈকং ছাগমুণ্ডং স দক্ষং সমজীবয়ৎ ॥ ৮১
ঈশ্বরং যে বিনিন্দন্তি তে মূর্খাঃ পশবো ধ্রুবম্ ।

প্রমথপতি তাহাদিগেরও জিহ্বা-কর্ণ ছেদন করিলেন। এইরূপে দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা কৈলাসে গেলেন এবং মহেশকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিধিলোপের কথা নিবেদন করিলেন। বলিলেন,—মহাদেব! কেন এরূপ করিতেছেন? সতী নিত্যা, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মরূপিণী। তাঁহার দেহত্যাগ ভ্রান্তিবিড়ম্বনা। তিনি জগন্ময়ী মহামায়া; দক্ষমোহনের জন্য তিনি যজ্ঞকুণ্ড সমীপে ছায়া-সতীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। হে প্রভো! সেই ছায়া-সতীই প্রজাপতিকে মোহিত করিবার জন্য যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকৃত দেবী স্বয়ং গগনে অবস্থান করিতেছেন। তাহা কি আপনি জানেন না? তবে কেন এরূপ করিতেছেন? হে দেবদেবেশ! আগমন করুন; প্রণত জনে কৃপা বিতরণ করুন। আপনিই বিধিরক্ষক; বিধিবিলোপ আপনি করিবেন না। তথায় যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের সহিত প্রার্থনা করিলে পুনরায় মহেশানীকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। অতএব হে মহাদেব! দক্ষালয়ে আগমন করুন; আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইহার অন্যথা করিবেন না। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া শিব দক্ষালয়ে গমন করিলেন।৬৮-৭৫। শিব সমাগত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া বীরভদ্র প্রণাম করিল। অনন্তর ব্রহ্মা পুনরায় দেবদেবের নিকট সসম্ভ্রমে প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—হে মহেশ! আজ্ঞা করুন, পুনরায় যজ্ঞারম্ভ হউক। অনন্তর শম্ভু বীরভদ্রকে আদেশ করিলেন,—হে বীরভদ্র! কোপ পরিত্যাগ কর, পুনরায় যজ্ঞারম্ভ করিয়া দাও। বীরভদ্র মহাদেব কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞারম্ভ করাইলেন, দেবগণকে মোচন করিলেন। তখন ব্রহ্মা পুনরায় দেবদেব ত্রিলোচনকে বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! দক্ষকে উজ্জীবিত করিবার আদেশ প্রদান করুন। তখন শম্ভু পুনরায় মহাতেজা বীরভদ্রকে বলিলেন,—আমার আদেশে পুনরায় দক্ষ প্রজাপতিকে জীবিত কর। বুদ্ধিমান্ বীরভদ্র দেবদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া একটী ছাগমুণ্ড প্রদানপূর্ব্বক দক্ষকে জীবিত করিলেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরকে

এবং বিবিচ্য দক্ষায় ছাগমুণ্ডং দদৌ মুনে ।
ব্রাহ্মণাশ্চ ততঃ সর্ব্বে নির্ভীতাঃ পুনরায়যুঃ ॥ ৮১
দত্বাহুতিং মহেশায় দক্ষো যজ্ঞং সমাপয়ৎ ।
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দক্ষং প্রাহ প্রজাপতিম্ ॥
শিবং পূজয় দেবেশং নানাস্তুতিভিরাদরাৎ ।
চিরং বিনিন্দ্য দেবেশং যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্
তস্মাদ্বিমুক্তিকামস্তং স্তুহি দেবং সনাতনম্ ।
আশু তুষ্যত্যয়ং দেবঃ স্বভাবাচ্ছিবনামকঃ ॥৮৪
ন চাস্য স্থাস্যতি তদা বৈষম্যং তৎকৃতে পুনঃ ।
তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা দক্ষস্তং প্রণনামহ ॥৮৫
স্তোতুং সমারভদ্দেবং পুরমেশ্বরমব্যয়ম্ ॥ ৮৬

দক্ষ উবাচ ।

ন ত্বাং জানাতি বিষ্ণুর্ন চ কমল-
জনির্যোগিনস্তত্ত্বতো ন,
এবং দুর্গম্যরূপং কথয়তি কুমতি
র্জ্ঞাতুমেবাস্মি যোগ্যঃ ।
ত্বং সর্ব্বেষাং হি বুদ্ধিস্তব মতিবশগাঃ
সর্ব্ব এবেহলোকাঃ,
তৎকো মে বাপরাধস্তব মতিবশগ-
শ্চাস্মি তে নিন্দনেন ॥ ৮৭
ত্বং শুদ্ধঃ পরমঃ পরাৎ পরতরো
ব্রহ্মাদিদেবার্চ্চিতঃ,
কিন্তেহহং পরমং বদামি চরিতং
কিংবা স্বরূপং তব ।
দাসোঽহং শরণ গতস্তবপদ-
দ্বন্দ্বং বিনা কো গতিঃ,
শম্ভো তন্মেঽপরাধং ক্ষমনিজসুগুণৈ-
স্ত্রাহি পাপার্ণবান্মাম্ ॥ ৮৮
ত্বং দেবঃ পরমেশ্বরো জগতি যে
দীনা মহান্তোঽপি চ,
তে সর্ব্বে তব মূর্ত্তয়ঃ পশুপতে ত্বং বিশ্বরূপো যতঃ
তস্মিন্নৈব হি নাস্তি তে মমকথং নিন্দাকৃতং
পাতকং,
দীনং মাং শরণাগতং করুণয়া বিশ্বেশ্বর
ত্রাহি মাম্ ॥ ৮৯

যাহারা নিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই মূক এবং পশু হইয়া থাকে। হে মুনে! এইরূপ বিবেচনা করিয়াই দক্ষকে ছাগমুণ্ড প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় নির্ভয়ে যজ্ঞস্থলে আসিলেন। দক্ষ মহেশকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ সাঙ্গ করিলেন। তখন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন,—বিবিধ স্তবে দেবেশ শিবকে সাদরে পূজা কর, চিরকাল শিবনিন্দা করিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্তি কামনায় সনাতন দেবকে স্তব কর। এই দেবদেব স্বভাবতই শিব ; ইনি তোমার প্রতি প্রেরূপে অচিরেই পরিতুষ্ট হইবেন। তোমার কার্য্যে ইহাঁর বৈষম্য কিছুই থাকিবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বাক্য শুনিয়া দক্ষ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরমেশ অব্যয় পুরুষ দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ কহিলেন,—বিষ্ণু তোমায় জানেন না, ব্রহ্মা তোমায় বিদিত নহেন ; যোগিগণও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। এইরূপে অনভিগম্যরূপী তোমাকে, কুমতি আমি কেমনে জানিতে পারিব? তুমিই সকলের বুদ্ধি ; এই সমস্ত লোকই তোমার বুদ্ধির বশীভূত। অতএব তোমার নিন্দনে তোমার বুদ্ধিবশীভূত ব্যক্তির অপরাধ কি? তুমি শুদ্ধ পরম, পরাৎপরতর, ব্রহ্মাদি দেবেরও বাঞ্ছিত ; আমি তোমার চরিত্র বা স্বরূপের বিষয় কি বলিব? দাস আমি, শরণাগত আমি, তোমার পদদ্বন্দ্ব ব্যতীত আমার আর কি গতি আছে? হে শম্ভো। নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা কর ; আমায় পাপার্ণব হইতে ত্রাণ কর। হে পরমেশ দেব! এ জগতের ক্ষুদ্র মহান্ সমস্তই তোমার মূর্ত্তি ; হে পশুপতে! যেহেতু তুমি বিশ্বরূপী! তোমার নিন্দাই নাই ; সুতরাং তোমার নিন্দাকৃত পাতক আবার কি? দীন আমি, শরণাগত আমি, হে বিশ্বেশ্বর! করুণায় আমায় ত্রাণ কর।

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিধৃত্য,
ব্রহ্মা হরিশ্চ সুরবৃন্দ-সুবন্দ্যপাদঃ।
ত্বাং যৎসমাগতমিহ স্বদৃশা সুরেশং,
পশ্যামি ভাগ্যমতুলং মম পূর্ব্বজাতম্ ॥ ৯০
ত্বং কুবুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিশ্চ সর্ব্বেষাং দেহিনামিহ।
নিন্দনীয়শ্চ বন্দ্যশ্চ নাপরাধস্ততো মম ॥ ৯১
এবং সম্প্রার্থিতঃ শম্ভুরাশুতোষঃ প্রজাপতিম্।
আকৃষ্য নিজপাণিভ্যামুদ্দধারদয়ানিধিঃ ॥ ৯২
শিবাঙ্গস্পর্শনাদেব কৃতকৃত্যঃ প্রজাপতিঃ।
জীবন্মুক্তমিবাত্মানং মেনে ভাগ্যং মহত্তরম্ ॥৯৩
বিবিধৈরুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস শঙ্করম্।
কায়েন মনসা বাচা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৯৪
ততো ব্রহ্মা মহাদেবং পুনঃ প্রোবাচ ভক্তিতঃ।
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ত্বমেব হি সদাশিব ॥৯৫
সানুগ্রহেণ ভবতা নিশম্য বচনং মম।
যতঃ প্রজাপতির্দক্ষো রক্ষিতঃ পরমেশ্বর। ৯৬
বিহায় দেবাস্ত্বাং যজ্ঞে যাস্যন্তি যদি কুত্রচিৎ।
তাদৃশীঞ্চ দশাং নূনং লপ্স্যন্ত্যেব তৎক্ষণাৎ
যে ত্বাং বিনা সুরাংশ্চান্যান্ যজন্তে তে নরাধমা
হতযজ্ঞা ভবিষ্যন্তি মহাপাতকিনশ্চ তে ॥ ৯৮
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শিবনারদ-
সংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং যজ্ঞে তু সম্পূর্ণে মহাদেবঃ পুনঃপুনঃ।
সতীবিয়োগদুঃখার্ত্তো রুরোদ প্রাকৃতো যথা ॥১
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ তমুবাচ মহেশ্বরম্।
কিং রোদিষি মহাজ্ঞানিন্ ভ্রান্তবৎ বিমোহিতঃ
পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী জগদাদ্যা সনাতনী।
মহাবিদ্যা বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বচৈতন্যরূপিণী ॥ ৩
যস্যা মায়াবশাৎ সর্ব্বে বয়ঞ্চাপি বিমোহিতাঃ।
তস্যা দেহপরিত্যাগ ইতি ভ্রান্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৪

তোমার পাদপঙ্কজপরাগ মস্তকে ধরিয়া ব্রহ্মা এবং হরি দেববৃন্দের বন্দিত; এহেন সুরাধিপকে আমি স্বচক্ষে সমাগত দেখিতেছি; নিশ্চয়ই ইহা আমার জন্মান্তরের অতুল ভাগ্য। তুমি সর্ব্বদেহীর কুবুদ্ধি, সুবুদ্ধি; নিন্দনীয় এবং বন্দনীয়। সুতরাং নিন্দনে আমার অপরাধ নাই। দয়ানিধি আশুতোষ শম্ভু এইরূপে সম্প্রার্থিত হইয়া প্রজাপতিকে নিজ পাণি দ্বারা ধরিয়া তুলিলেন। শিবাঙ্গ-সংস্পর্শে প্রজাপতি কৃতকৃত্য হইলেন, এবং আত্মাকে জীবন্মুক্তবৎ জ্ঞান করিয়া নিজের মহাভাগ্য মনে করিলেন। অনন্তর শঙ্করকে বিবিধ উপচারে, কায়মনোবাক্যে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন। তখন ব্রহ্মা মহাদেবকে পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে বলিলেন,—সদাশিব! আপনিই ভক্তানুকম্পী, ভগবান্, যেহেতু আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার অনুরোধ-বাক্য শুনিয়া দক্ষপ্রজাপতিকে রক্ষা করিয়াছেন। অতঃপর দেবগণ যদি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যজ্ঞাহুতি গ্রহণে গমন করেন, তবে তদ্দণ্ডেই ঈদৃশ দশা প্রাপ্ত হইবেন। যে নরাধমেরা তুমি ব্যতীত যজ্ঞে অপর দেবগণকে অর্চ্চনা করিবে তাহারা হতযজ্ঞ ও মহাপাতকগ্রস্ত হইবে। ৭৬—৯৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রী মহাদেব কহিলেন,—এইরূপে যজ্ঞ-সমাধা হইলে সতীবিয়োগদুঃখার্ত্ত মহাদেব পুনঃপুনঃ প্রাকৃতবৎ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু মহেশ্বরকে বলিলেন,—হে মহাজ্ঞানি! আপনি ভ্রান্তবৎ বিমোহিত হইয়া কেন রোদন করিতেছেন? জগদাদ্যা, পূর্ণ ব্রহ্মময়ী, দেবী সনাতনী; তিনি মহাবিদ্যা, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বচেতনারূপিণী; তাঁহার মায়াবশে আমরা এবং এই সমস্ত জগৎই বিমোহিত। তাঁহার

মৃত্যুঞ্জয়ত্বং ভগবন্ যৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।
তস্যাঃ কিমস্তি মৃত্যুর্বা জন্ম বাপি মহামতে ॥ ৫
জগতাং ভক্ষকঃ কালস্তস্য কালস্বরূপিণী।
অতএব মহাকালী শ্রুতিভিঃ সা প্রগীয়তে ॥ ৬
তস্যা দেহপরিত্যাগো মোহমাত্রং ন বাস্তবম্।
বয়ং ত্রয়স্তু পুরুষাস্তস্যা এব হি মূর্ত্তয়ঃ ॥ ৭
এষামেকস্য নিন্দাতস্তস্য নিন্দা প্রজায়তে।
তন্নিন্দা তু মহাপাপজনিকা পরমেশ্বর ॥ ৮
যস্য সঞ্জায়তে পাপং সা তং ত্যজতি নিশ্চিতম্
ধর্ম্মিষ্ঠা সা মহাদেবী ন জহাতি কদাচন ॥ ৯
অধর্ম্মিণঃ পরিত্যাগে ন পিত্রাদিবিবেচনা।
বিদ্যতেঽস্যা ধর্ম্মমাত্রং সম্বন্ধো ন তু লৌকিকঃ ॥
ধর্ম্মং যঃ কুরুতে সোঽস্যাঃ পিতা মাতা চ বান্ধবঃ।
অধর্ম্মকারী পরমঃ শত্রুরেব ন বান্ধবঃ ॥ ১১
তস্মাৎ প্রজাপতিং দক্ষং তন্নিন্দনপরায়ণম্।
কৃতপাপং বিলোক্যৈব সাত ত্যাজ মহেশ্বরী ॥
যদ্যস্য পুত্রীভাবেন সা তিষ্ঠতি পরা স্বয়ম্।
তদা কথং স্যাদেবং বা দুর্দ্দশাস্য প্রজাপতেঃ ॥
ইত্যস্মাৎ সা মহাদেবী ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদা।
ত্যক্ত্বেনং পাপিনং পূর্ব্বং স্বয়ং স্বস্থানমাযযৌ ॥
সাক্ষাৎ ক্ষণেন কিং কর্ত্তুং ন সমর্থা প্রজাপতেঃ
তথাপি যৎকৃতোপেক্ষা তল্লোকান্ প্রতি শিক্ষিতুম্ ॥ ১৫
ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রী সা যদ্যেবং ন সমাচরেৎ।
তদা লোকাঃ কথং ধৈর্য্যং বিদধ্যুঃ পিতরং প্রতি
তস্মাৎ সা পরমা নিত্যা মোহয়ন্তী প্রজাপতিম্
মায়য়ান্তর্হিতা ভূত্বা স্বয়ং গগনমাস্থিতা ॥ ১৭
ত্যজ শোকং মহাদেব বহ্নৌ ছায়া সতী গতা

শ্রীশিব উবাচ।

যদুক্তং সত্যমেবৈতৎ সতী মে প্রকৃতিঃ পরা।
নিত্যা ব্রহ্মময়ী সূক্ষ্মা নৈব দেহং জহৌ স্বয়ম্ ॥
কিন্তু কুত্র গতা সা মে সতী প্রাণৈকবল্লভা।

দেহত্যাগ, ইহা একটা ভ্রান্তবিড়ম্বনা। যাঁহার প্রসাদে মহেশ্বর তুমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছ। হে মহামতে! তাঁহার কি জন্ম-মরণ সম্ভবে? কাল জগদ্‌ভক্ষক, সেই কালেরও তিনি কালস্বরূপিণী। তাই শ্রুতিগণ তাঁহাকে মহাকালী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহার দেহত্যাগ মোহমাত্র, বাস্তব নহে। আমরা ত্রিমূর্ত্তি তাঁহারই মূর্ত্তি; এই ত্রিমূর্ত্তির একের নিন্দায় তাঁহারই নিন্দা হইয়া থাকে। হে পরমেশ! তোমার নিন্দা মহাপাপজনিকা; এ পাপ যাহার জন্মে, তাহাকে তিনি পরিত্যাগ করেন। সেই মহাদেবী কদাচ ধর্ম্মিষ্ঠজনকে পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু অধার্ম্মিকের পরিত্যাগে তাঁহার পিত্রাদি বিবেচনা থাকে না। ধর্ম্ম মাত্রই ইঁহার সম্বন্ধ; লৌকিক সম্বন্ধ নাই। যে ধর্ম্মাচরণ করে, সেই-ই ইঁহার পিতা, মাতা, বান্ধব; অধর্ম্মকারী ব্যক্তি তাঁহার বান্ধব নহে,—পরম শত্রু। এই জন্যই দক্ষ প্রজাপতিকে আপনার নিন্দান্বিত, সুতরাং কৃতপাপ দর্শনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই পরমা দেবী যদি দক্ষের পুত্রীরূপে থাকিতেন, তবে কিরূপে তাহার দুর্দ্দশা হইতে পারিত? এই জন্যই সেই ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদা মহাদেবী পাপী দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। তিনি সাক্ষাতে থাকিয়া ক্ষণমধ্যে প্রজাপতির কি না করিতে পারিতেন? তথাপি তিনি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লোকশিক্ষার্থই জানিতে হইবে। তিনি যদি ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রী হইয়া ঐরূপ আচরণ না করিতেন, তবে লোক সকল পিতার প্রতি কিরূপে ধৈর্য্যধারণ করিত? অতএব সেই সনাতনী দেবী প্রজাপতিকে মোহিত করিবার জন্যই মায়ায় অন্তর্হিতা হইয়া স্বয়ং গগনে বিরাজ করিতেছেন। হে মহাদেব! মোহ ত্যাগ কর, বহ্নানলে ছায়া-সতীই প্রবেশ করিয়াছেন ।১—১৮।

শ্রীশিব কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সতী আমার পরা প্রকৃতি, তিনি সূক্ষ্মা, সনাতনী, ব্রহ্মময়ী; তাঁহার দেহত্যাগ নাই; তিনি তাহা করেন

পশ্যামি চেচ্ছান্তমনা ভবামি পরমেশ্বরীম্ ॥২০
ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ ।
স্তোষ্যামস্তাং মহাদেবীং সর্ব্বলোকৈকবন্দিতাম্
তদৈব সুপ্রসন্না সা পুনর্দৃশ্যা ভবিষ্যতি ॥ ২১
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
এবং নিশ্চিত্য তে দেবাস্ত্রয় এব হি নারদ ।
তুষ্টুবুস্তাং মহাদেবীং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥২২
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা উচুঃ ।
ত্বং নিত্যা পরমা বিদ্যা জগচ্চৈতন্যরূপিণী ।
পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহা ॥ ২৩
অদ্বৈতং তে পরং রূপং বেদাগমসুনিশ্চিতম্ ।
নানা ত্বাং ব্রহ্মবিজ্ঞানগম্যং পরমগোপিতম্ ॥২৪
সৃষ্ট্যর্থং স্বশরীরার্থং প্রধানং পুরুষং স্বয়ম্ ।
কল্পিতা শ্রুতিভিস্তেন দ্বৈতরূপা ত্বমুচ্যসে ॥২৫
তত্রাপি ত্বাং বিনা পূর্ণঃ পুরুষঃ শবরূপবৎ ।
অতঃ সর্ব্বেষু দেবেষু তব প্রাধান্যমুচ্যতে ॥ ২৬
তাং ত্বামেবংবিধাং দেবীমচিন্ত্যচরিতাকৃতিম্ ।
কিং স্বল্পবুদ্ধয়ঃ স্তোতুং সমর্থাঃ স্মো বয়ং শিবে
অস্মানপি স্বেচ্ছয়া ত্বং সৃষ্ট্বা সংহরসি স্বয়ম্ ।
তৎ ত্বাং স্তোতুং সমর্থঃ কো ভবেদিহ জগত্রয়ে
ত্বন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বেঽজ্ঞানিনো মানবা ইব ।
বয়ং ত্বাং কথং স্তোতুং শক্তাঃ স্মঃ পরমেশ্বরি
ত্বমস্মাকং চেতনা চ বুদ্ধিঃ শক্তিস্তথৈব চ ।
বিনা ত্বাং শববৎ সর্ব্বে স্তোষ্যামস্ত্বাং কথং বয়ম্
যা ত্বং গুণৈস্ত্রিভির্বদ্ধা বিমোহয়সি চ মায়য়া ।
অজ্ঞানিন ইবাস্মাংশ্চ কস্ত্বাং বিজ্ঞাতুমুৎসহেৎ
দৃষ্টন্তু যাদৃশং রূপমস্মাভির্দক্ষবেশ্মনি ।
তথৈব দর্শনং দেহি কৃপয়া পরমেশ্বরি ॥ ৩২
ত্বামদৃষ্ট্বা জগদ্ধাত্রীং বিষণ্ণা স্মো মহেশ্বরীম্ ।
গতপ্রাণমিবাত্মানং লক্ষয়ামঃ সুরা বয়ম্ ॥৩৩
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
এবং স্তুতা মহাদেবী দৃষ্ট্বা দেববিষণ্ণতাম্ ।

নাই। তোমাদের এ কথা সত্য ; পরন্তু আমার সেই প্রাণবল্লভা সতী কোথায় গেল ? যদি সেই পরমেশীকে দেখিতে পারি, তবেই শান্তচিত্ত হই। ব্রহ্মা বিষ্ণু বলিলেন,—আমরা সেই সর্ব্বলোকৈকবন্দিতা জগদ্ধাত্রীকে স্তব করি, তাহা হইলেই তাঁহাকে পুনরায় দর্শন করিতে পারিব। শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে নারদ! সেই দেবত্রয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাদেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন ; বলিলেন—তুমি নিত্যা, পরমা বিদ্যা, বিশ্বচৈতন্যরূপিণী, পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বেচ্ছায় বিগ্রহধারিণী ; তোমার অদ্বৈত পরমরূপ বেদাগম-নির্ণীত, ব্রহ্মবিজ্ঞানগম্য, পরম গোপিত ; তুমি সৃষ্টি নিমিত্ত এবং স্বশরীরার্থ স্বয়ং প্রধান পুরুষকে কল্পনা করিয়াছ। তাই বেদসমূহে তুমি দ্বৈতরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তথাচ তুমি বিনা সেই পূর্ণপুরুষ শবরূপবৎ। অতএব সর্ব্ববেদেই তোমার প্রাধান্য কীর্ত্তিত। হে শিবে! এবম্বিধ অচিন্ত্যাকৃতি দেবী তুমি, স্বল্পবুদ্ধি আমরা তোমার স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? তুমি আমাদিগকেও স্বয়ং স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করিয়া সংহার করিয়া থাক ; সুতরাং এ ত্রিজগতে কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে ? তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা সকলে অজ্ঞানী মানবের ন্যায় রহিয়াছি ; তুমি পরমেশ্বরী, কিরূপে তোমার স্তব করিতে আমাদের ক্ষমতা আছে ? তুমিই আমাদের চেতনা এবং তুমিই আমাদের বুদ্ধি এবং শক্তি। তোমা ব্যতীত আমরা সকলে শববৎ আছি ; সুতরাং তোমাকে কিরূপে আমরা স্তব করিব ? তুমি গুণত্রয়ে আবদ্ধ করিয়া মায়ায় আমাদিগকে অজ্ঞানিবৎ মোহিত করিয়াছ। সুতরাং কে তোমাকে অবগত হইতে সমুৎকণ্ঠিত হইবে ? হে পরমেশ্বরি! আমরা তোমার দক্ষালয়ে তোমার যে আকৃতি দেখিয়াছিলাম, তুমি কৃপা করিয়া সেইরূপে আমাদিগকে দর্শন দাও। তুমি জগদ্ধাত্রী মহেশ্বরী, তোমায় না দেখিয়া আমরা বিষণ্ণ হইয়াছি, নিজেকে আমরা গতপ্রাণবৎ লক্ষ্য করিতেছি।১৯—৩৩। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহা

শিবঞ্চ ব্যাকুলং দৃষ্ট্বা গগনে দর্শনং দদৌ ॥৩৪
ভূত্বা চ যাদৃশী কালী দক্ষযজ্ঞং সমাগতা।
ছায়া চ যাদৃশী বহ্নৌ প্রবিষ্টা নিজমায়য়া ॥ ৩৫
প্রকৃতিং তাদৃশীং তেঽপি দদৃশুর্নিশ্চলেক্ষণাঃ।
শিবমাহ মহাদেবী মহাদেব স্থিরো ভব ॥ ৩৬
পুনস্ত্বাং প্রতিলপ্স্যামি হিমালয়সুতাহ্বয়ম্।
ভূত্বা মেনোদরে জাতা সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥
ন ময়া পরিসন্ত্যাজ্যস্ত্বং কদাচিন্মহেশ্বর।
তবৈব হৃদয়স্থাহং মহাকালী পরা স্বয়ম্ ॥ ৩৮
তস্মাৎ ত্বং হি মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ
ত্বং প্রভুত্বাভিমানেন কিঞ্চিন্মামুক্তবানসি ॥৩৯
অহন্তেনাপরাধেন সাক্ষাৎপত্নীস্বরূপতঃ।
ন স্থাস্যামি কিয়ৎকালং ভব শান্তমনাঃ শিব ॥
উপায়ং কথয়াম্যেবং কুরু শম্ভো তদেব হি।
প্রতিলপ্স্যসি মাং নূনং পূর্ব্ববচ্চাচিরেণতু ॥ ৪১
মমচ্ছায়া যজ্ঞবহ্নৌ প্রবিষ্টা যা মহেশ্বর।

তাং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা মাং প্রার্থ্য ভ্রম পৃথ্বীমিমাং শিব
স দেহো বহুধা ভূত্বা পতিষ্যতি ধরাতলে।
যত্র তত্র মহাপীঠং ভবিষ্যত্যঘনাশকম্ ॥ ৪৩
যোনিঃ পতিষ্যতে তত্র যত্র পীঠোত্তমং পরম্।
তত্র স্থিত্বা তপস্তপ্ত্বা পুনর্মাং প্রতিলপ্স্যসি ॥৪৪
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবং সমাশ্বাস্য পুনঃপুনঃ।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যঃ সহসা মুনিপুঙ্গব ॥ ৪৫
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠাঃ স্বস্বস্থানং বিনির্যযুঃ।
ততঃ শিবঃ সমাগত্য পুনর্দক্ষালয়ে মুনে ॥ ৪৬
ক মে সতী সতীত্যেবং রুরোদ প্রাকৃতো যথা
যজ্ঞশালাং প্রবিশ্যৈব ছায়াসত্যাঃ শরীরকম্ ॥৪৭
দদর্শ দীপ্যমানঞ্চ ভূমিস্থং মুদ্রিতেক্ষণম্।
অক্লিষ্টাং তাং বিলোক্যৈব নিদ্রিতাং প্রাকৃতামিব
শোকসন্তপ্তহৃদয়ঃ প্রাহেদং বচনং শিবঃ।
সতি তেঽহং পতিঃ শম্ভুস্ত্বৎসমীপমুপাগতঃ ॥৪৯
উত্তিষ্ঠ ত্বং পূর্ব্ববন্মাং কথং ন পারতঽস্যসে।

দেহী এইরূপে মূর্ত্তা হইয়া দেবগণের বিষণ্ণতা এবং শিবের ব্যাকুলতা দর্শনে আকাশপথে দর্শন দিলেন। দেবী যে কালীরূপে দক্ষযজ্ঞে আসিয়াছিলেন, নিজ মায়ায় নির্ম্মিত যাদৃশ ছায়া বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, দেবগণ নিশ্চলনেত্রে তাদৃশ প্রতিকৃতিও প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন মহাদেবী শিবকে বলিলেন, —হে মহাদেব! স্থির হউন। আমি হিমালয়-নন্দিনী হইয়া আবার আপনাকে লাভ করিব। তৎকালে মেনকার উদরে আমার জন্ম হইবে। ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। হে মহেশ্বর! মৎকর্ত্তৃক আপনি কদাচ পরি-ত্যাজ্য নহেন। আপনারই হৃদয়স্থিতা পরমা মহাকালী আমি, তাই মহাকাল আপনি বিশ্বসংহারকারক। আপনি প্রভুত্বাভিমানে আমায় কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন, আমি সেই অপ-রাধে কিয়ৎকালের জন্য আপনার সাক্ষাৎ পত্নীরূপে থাকিব না। হে শিব! আপনি শান্তমনা হউন। হে শম্ভো! আমি উপায় বলিতেছি, আপনি তাহাই করুন। তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে নিশ্চয়

প্রাপ্ত হইবেন। মহেশ্বর! আমার ছায়া যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়াছে, আপনি আমাকে কামনা করিয়া সেই ছায়ামূর্ত্তি মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতে থাকুন। আমার সেই দেহ বহুধা বিভক্ত হইয়া ধরা-তলে পতিত হইবে। যেখানে যেখানে পড়িবে, সেই সেই স্থানেই এক এক পাপহর মহাপীঠ হইবে। যেখানে যোনি পড়িবে, তাহাই পীঠোত্তম হইবে, তথায় থাকিয়া তপস্যা করিয়া পুনরায় আমায় লাভ করিবে। কালী এই বলিয়া মহাদেবকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস প্রদান করত সহসা অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মুনে! অনন্তর শিব পুনর্ব্বার দক্ষালয়ে আসিয়া "আমার সতী কোথায়? সতী কোথায়" বলিয়া প্রাকৃত জনবৎ রোদন করিতে লাগি-লেন। তিনি যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া ভূতলে ছায়াসতীর মুদ্রিত-নেত্র দীপ্যমান দেহ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে প্রাকৃতার ন্যায় নিদ্রিতা দেখিয়া শিব শোকসন্তপ্তমনে বলিলেন,—হে সতি! আমি তোমার পতি

কৃতাগসং মাং দক্ষঞ্চ ক্ষিপ্তা শোকমহার্ণবে॥ ৫০
স্বয়মন্তর্হিতাস্মাংশ্চ মোহয়ন্তী স্বমায়য়া।
ন ত্বাং কদাচিত্ত্যক্ষ্যামি মম প্রাণৈকবল্লভাম্॥
প্রগৃহ্য পরমামোদাৎ কিয়ৎকালং নয়াম্যহম্।
এবং বিলপ্য বহুধা শম্ভুঃ প্রাকৃতলোকবৎ॥ ৫২
বাহুভ্যাং তাং সমালিঙ্গ্য অগ্রাহ শিরসা মুনে।
ছায়াসত্যাস্তু তাং দেহং ধৃত্বা শিরসি শঙ্করঃ॥ ৫৩
সম্প্রাপ্তপরমামোদো ননর্ত্ত ধরণীতলে।
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৫৪
অপূর্ব্বং রথমাস্থায় গগনে দ্রষ্টুমাগমন্।
পুষ্পবৃষ্টিঃ সমভবৎ প্রমথাশ্চ দিশো দশ॥ ৫৫
মুখবাদ্যং ততশ্চক্রুর্ননৃতুশ্চগলজ্জটাঃ।
কদাচিচ্ছিরসা ধৃত্বা কদাচিদ্দক্ষিণে করে॥ ৫৬
কদাচিদ্বামহস্তেন কদাচিৎ স্কন্ধদেশকে।

শম্ভু, তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি উঠ, কেন আমায় পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণ করিতেছ না? কৃতাপরাধ আমাকে এবং দক্ষকে শোক-মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া,—অপিচ আমা-দিগকে স্বীয় মায়ায় মোহিত করিয়া স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করিয়াছ। মম প্রাণৈকবল্লভা তুমি, তোমাকে কদাচ ত্যাগ করিব না; প্রত্যুত পরমাদরে গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল আমি যাপন করিব হে মুনে! শম্ভু প্রাকৃত জনবৎ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া বাহুযুগ দ্বারা সেই সতীদেহ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলেন, শঙ্কর ছায়া-সতীর সেই দেহ মস্তকে ধারণ করিয়া পরম আমোদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ধরণীপৃষ্ঠে নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রমুখ সুরশ্রেষ্ঠগণ অপূর্ব্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক সেই নৃত্য দেখিতে আসি-লেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রমথগণ দশদিকে মুখবাদ্য আরম্ভ করিল মুক্তজটা হইয়া তাহারা নৃত্য করিতে লাগিল। সদাশিব সতীর শবদেহ কখনও মস্তকে, কখনও দক্ষিণকরে, কখনও বামকরে, কখনও স্কন্ধদেশে ও কখন

কদাচিদ্বক্ষসি প্রীত্যা পরিষ্বজ্য সদাশিবঃ।
ননর্ত্ত চরণাঘাতৈঃ কম্পয়ন্ ধরণীতলম্॥ ৫৭
চন্দ্রলোকস্থিতশ্চন্দ্রো ললাটে তিলকোঽভবৎ
চলজ্জটাবিনিঃক্ষিপ্তা বভ্রুস্তারকাগণাঃ॥ ৫৮
সূর্য্যলোকস্থিতঃ সূর্য্যঃ কণ্ঠভূষণতাং গতঃ।
কূর্ম্মানন্তৌ পীড়িতৌ তাং ধরণীং ত্যক্তুমুদ্যতৌ
নৃত্যবেগসমুদ্ভূতা বায়ুনা চ মহীধরাঃ॥ ৫৯
সুমেরুপ্রমুখাশ্চেলুর্বৃক্ষা ইব মহামুনে।
এবং ভূতানি সংক্ষোভ্য নৃত্যন্ সর্ব্বাং
বসুন্ধরাম্॥ ৬০
বভ্রাম শিরসা ধৃত্বা ছায়াসত্যাস্তু বিগ্রহম্।
শিবস্তু পরমামোদো মনসেদং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৬১
সতি ত্বং মম ভার্য্যেতি লোকলজ্জাং পরিত্যজন
মূর্দ্ধ্না বহামি তে চ্ছায়াং ভাগ্যং মম মহত্তরম্॥
এবং স আত্মনো ভাগ্যমুপবর্ণ্য সদাশিবঃ।
অতীব পরমামোদো ননর্ত্ত স মুহুর্মুহুঃ॥ ৬৩

বা বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক প্রীতিভরে আলিঙ্গন করত চরণাঘাতে ধরণীতল কম্পিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৩৪—৫। চন্দ্র-লোকস্থ চন্দ্র তাঁহার ললাটে তিলকরূপে প্রতিভাত হইলেন। তদীয় চলিত জটাচ্ছটায় আকাশের তারকারাজি চতুর্দ্দিকে বিনিক্ষিপ্ত হইল। সূর্য্য-লোকস্থ সূর্য্য তাঁহার কণ্ঠভূষণ হইলেন। কূর্ম্ম এবং অনন্ত নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধরণীত্যাগে উদ্যত হইল। নৃত্য-বেগোত্থিত বায়ুবশে সুমেরুপ্রমুখ গিরিব-গণ বৃক্ষসমূহের ন্যায় চালিত হইল। শম্ভু এইরূপে ভূতবৃন্দ সংক্ষোভিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ছায়া-সতীর বিগ্রহ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার পরম প্রমোদ হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সতি! তুমি আমার ভার্য্যা হইলেও আমি লোকলজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার ছায়া মস্তকে বহন করি-তেছি। ইহা আমার মহাভাগ্য, সদাশিব—এইরূপে আত্মভাগ্য বর্ণন করিয়া অত্যধিক

ক্ষুব্ধমাসীজ্জগৎ সর্ব্বং পক্ষিণো মৃতকা ইব।
অকালে প্রলয়ং মত্বা গণয়ামাসুরাগতম্ ॥ ৬৪
ব্রহ্মাজ্ঞয়া তু ঋষয়শ্চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
দেবাশ্চ চিন্তয়ামাসুঃ কিমেবং সমুপস্থিতম্ ॥ ৬৫
উপায়ং নৈব পশ্যামি জগদ্রক্ষা ভবেৎ কথম্।
দক্ষোঽস্মাকং বিনাশায় জগতোঽস্য ক্ষয়ায় চ
আরব্ধবান্ কুযজ্ঞং স শিববিদ্বেষকারণাৎ।
শম্ভুরানন্দসম্মগ্নো বিঘূর্ণিতনয়নঃ প্রভুঃ ॥ ৬৭
ন চিন্তয়তি লোকানাং বিপত্তিং সমুপস্থিতাম্
কথং শান্তো ভবেদেষ জগৎসংহারকারকঃ ॥
ইতি ব্যাকুলিতা দেবা উপায়ে মন আদধুঃ।
অথাহ ভগবান্ বিষ্ণুর্জগতাং পরিপালকঃ ॥ ৬৯
ব্রবীম্যুপায়ং ত্রিদশা মা ভয়ং কুরুতাধুনা।
উক্তং ত্বয়া মহাদেব্যা ছায়াসত্যাশ্চ বিগ্রহঃ ॥ ৭০
ভূতলে বহুধা ভূত্বা পতিষ্যতি সুনিশ্চিতম্।
যত্র যত্র চ দেহোঽস্যাং খণ্ডশঃ প্রপতিষ্যতি ॥ ৭১
তত্তৎ স্থলং মহাপীঠং পুণ্যতীর্থং ভবিষ্যতি।
তয়া যদুক্তং তন্মিথ্যা কদাচিন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৭২
পতিষ্যতি ধরাপৃষ্ঠে ছায়াসত্যাশ্চ বিগ্রহঃ।
অহঞ্চ সৃষ্টিরক্ষার্থং কৃত্বা সাহসমুত্তমম্ ॥ ৭৩
পরমানন্দমগ্নস্য মহেশস্য শিরঃস্থিতম্।
খণ্ডশঃ পাতয়িষ্যামি ছায়াসত্যাঃ শরীরকম্ ॥ ৭৪
সুদর্শনেন চক্রেণ প্রভোঃ শম্ভোরজানতঃ।
এবং ময়ি কৃতে নূনং জগদ্রক্ষণকারিণী ॥ ৭৫
সৈব ব্রহ্মময়ী দেবী মাং রক্ষিষ্যতি শঙ্করাৎ ॥ ৭৬

দেবা উচুঃ।

প্রভো বিষ্ণো জগন্নাথ যদ্যেবং কর্ত্তুমর্হসি।
তদেবং জগতাং রক্ষা নোচেৎ প্রলয়মেষ্যতি ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো বিষ্ণুর্মহাবাহুর্জগতাং পরিপালকঃ
ছায়াসত্যাঃ শরীরং স পাতয়ামাস খণ্ডশঃ ॥ ৭৮
সুদর্শনেন চক্রেণ মহাভীত ইবারণঃ।
আনন্দমুগ্ধচিত্তস্য শিবস্য পরমেশিতুঃ ॥ ৭৯
নৃত্যমানো যদা শম্ভুঃ ক্ষিপতে চরণৌ ভুবি।
তদৈব প্রক্ষিপংশ্চক্রং ছায়াদেহং চকর্ত্ত সঃ ॥ ৮০
বিষ্ণুচক্রেণ বিচ্ছিন্নাস্তদ্দেহাবয়বাঃ পৃথক্।

পরমানন্দে মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যাবেগে সব জগৎ ক্ষুব্ধ হইল। পক্ষিকুল মৃতকল্প হইয়া পড়িল। প্রাণিগণ অকালাগত প্রলয় বলিয়া মনে করিল। ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঋষিগণ মহাস্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এ কি উপস্থিত হইল! উপায় তো কিছুই দেখি না, কিরূপে জগৎ রক্ষা হইবে? দক্ষ আমাদের বিনাশের জন্য এবং জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত শিবদ্বেষকারণ কুযজ্ঞই আরম্ভ করিয়াছিল। প্রভু শম্ভু নয়ন ঘূর্ণ্য করিয়া মহানন্দে সমগ্ন। তিনি লোকসমূহের উপস্থিত বিপদ কিছুই চিন্তা করিতেছেন না। কিরূপে এই জগৎসংহারকারক শিব শান্ত হইবেন? দেবগণ এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উপায় অন্বেষণে মনোযোগ দিলেন। অনন্তর জগৎপরিপালক বিষ্ণু দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা ভীত হইবেন না। মহাদেবী বলিয়াছেন, ছায়াসতীর বিগ্রহ ভূতলে বহুধা বিভক্ত হইয়া পতিত হইবে। যে যে স্থানে দেহখণ্ড পতিত হইবে, সেই সেই স্থানে পুণ্য-তীর্থ—মহাপীঠ হইবে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ছায়া-সতীর দেহ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে। আমি সৃষ্টিরক্ষার্থ মহা সাহস করিব; পরমানন্দমগ্ন শিবের শিরঃস্থিত ছায়া-সতীর দেহ সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভূতলে পাতিত করিব। আমি এইরূপ করিলে সেই জগৎরক্ষাকারিণী দেবী ব্রহ্মময়ী নিশ্চয়ই শঙ্কর হইতে আমায় রক্ষা করিবেন। দেবগণ কহিলেন—হে প্রভো, বিষ্ণো! হে জগন্নাথ! যদি আপনি এইরূপ করেন, তাহা হইলেই জগৎরক্ষা হইবে; নচেৎ প্রলয়কাণ্ড ঘটিবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর মহাবাহু বিশ্বপালক বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা মহাভীতবৎ আনন্দমগ্ন শিবের মস্তক হইতে ছায়াসতীর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। শম্ভু যখন নৃত্য করিতে

নিপেতুঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে মহামুনে॥
যত্র যত্র তদঙ্গানি পেতুঃ পৃথ্ব্যাং পৃথক্ পৃথক্।
তে তে দেশা মহাপুণ্যাঃ সদা দেব্যা হ্যধিষ্ঠিতাঃ
মহাতীর্থানি তান্যেব মুক্তিক্ষেত্রাণি ভূতলে।
সিদ্ধপীঠা হি তে দেশা দেবানামপি দুর্লভাঃ ॥৮৩
তেষু দেবীং সমুদ্দিশ্য হোমপূজাদিকন্তু যৎ।
কুরুতে কোটিগুণিতং ফলং তস্য মহামুনে ॥ ৮৪
তত্র জপ্ত্বা মহাদেবীং সাক্ষাৎকরোতি মানবঃ।
পাতকী মুচ্যতে পাপাদ্ব্রহ্মহত্যাদিকাদপি ॥ ৮৫
ভূমৌ নিপতিতাস্তে তু ছায়াঙ্গাবয়বাঃ ক্ষণাৎ।
জগ্মুঃ পাষাণতাং সর্ব্বলোকানাং হিতহেতবে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ তথেন্দ্রাদ্যাঃ সুরা মুনে।
আগত্য বহবস্তেষাং সেবন্তে পরমেশ্বরীম্ ॥৮৭
এবং ছায়াসতীদেহে নিকৃত্তে চক্রপাণিনা।
নির্ভারং স্বশিরো জ্ঞাত্বা শিবো ধৈর্য্যমুপেত্য চ
দদর্শ ব্যাকুলং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্নারদং ব্রহ্মণঃ সুতম্ ॥ ৮৯
শান্ত্যর্থং দেবদেবস্য প্রেষয়ামাস সন্নিধিম্।
গচ্ছ নারদ ভদ্রন্তে শিবং শান্তয় মৎকৃতে॥ ৯০
ত্বমেব হি সমর্থোঽসি ব্রহ্মপুত্রো মহামতিঃ।
শিবঃ সতীবিয়োগেন দুঃখার্ত্তঃ প্রমথেশ্বরঃ ॥৯১
কস্য কিং প্রকরোত্যেষ নৈশ্চত্যং নৈব বিদ্যতে
যথা শান্তমনা ভূত্বা তিষ্ঠত্যদ্য মহেশ্বরঃ ॥ ৯২
তথা কুরু মহাবুদ্ধে শান্তয়স্ব সদাশিবম্।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদঃ প্রযযৌ ততঃ ॥৯৩
সম্মুখে দেবদেবস্য কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতঃ।
নৃত্যন্ স নারদং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতম্ ॥৯৪
প্রাহ মে ক্ব গতা সাধ্বী সতী প্রাণৈকবল্লভা ॥

নারদ উবাচ।

ভব শান্তমনাঃ শম্ভো সতীং লপ্স্যসি সর্ব্বথা।
অস্ত্যেব তে সতী নিত্যা ন গতা ত্বাং
বিহায় সা ॥ ৯৬
দৃষ্টাপি প্রত্যয়ো নৈব জাতঃ কিং পরমেশ্বর।

করিতে ভূতলে পাদক্ষেপ করিতেছিলেন, বিষ্ণু সেই সময়ই চক্র নিক্ষেপ করিয়া সতী-দেহ কর্ত্তন করেন, হে মহামুনে। বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া সতীর দেহাবয়ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থানে স্থানে পতিত হইল। যে যে দেশে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল, সেই সেই দেশই সর্ব্বদা দেবী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়ায় মহাপুণ্যময় হইল। ভূতলে সেই সেই দেশই মহাতীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র হইয়া দেবদুর্লভ সিদ্ধপীঠ হইয়া রহিল। হে মহা-মুনে! সেই সকল সিদ্ধপীঠে দেবীর উদ্দেশে যে কিছু হোম জপাদি ক্রিয়া করা হয়, তাহার ফল কোটিগুণ হইয়া থাকে। মানব তথায় জপ করিয়া দেবীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। পাতকী ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। সেই ছায়া-সতীর অবয়ব সকল ভূতলে পতিত হইয়া সর্ব্বলোকের হিতার্থ পাষাণাকারে পরিণত হইল। হে মুনে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আগ-মনপূর্ব্বক অহরহ সেই সকল ক্ষেত্রে পরমে-শ্বরীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছায়াসতীর দেহ চক্রপাণি কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে, শিব স্বীয় শিরঃ ভারহীন হইয়াছে বুঝিয়া ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক দেখিলেন, সমস্ত চরাচর জগৎ ব্যাকুল হইয়াছে। এই সময় বিষ্ণু ব্রহ্মনন্দন নারদকে দেবদেবের সান্ত্বনার্থ তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। বলিলেন,—যাও নারদ, তোমার মঙ্গল হউক। আমার জন্য তুমি গিয়া শিবসান্ত্বনা কর। তুমি ব্রহ্মপুত্র মহামতি; এ কার্য্যে তুমি এক-মাত্র সমর্থ। প্রমথপতি শিব সতীবিয়োগে দুঃখার্ত্ত হইয়া কাহার কি করিয়া ফেলেন, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব যাহাতে তিনি শান্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে মহামতে! তুমি তাহাই কর, সদাশিবকে সান্ত্বনা দাও। বিষ্ণুর এই বাক্য শুনিয়া নারদ যাত্রা করি-লেন এবং সদাশিবের সম্মুখে গিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে রহিলেন। শিব নৃত্যকালে নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রে দেখিয়া কহি-লেন,—কোথায় আমার প্রাণৈকবল্লভা সাধ্বী সতী? ৫৮—৯৫। নারদ কহিলেন,—শম্ভো!

অকালে প্রলয়ং নৈব কুরু শম্ভো স্থিরো ভব ॥
শিব উবাচ।
যুষ্মাকং কিং করোম্যেবং কথং বদসি নারদ।
অকালে প্রলয়ং বাপি করোমি কুত্র চাপ্যহম্।
সতীবিরহদুঃখার্ত্তশ্ছায়াসত্যাশ্চ বিগ্রহম্।
প্রাপ্য বিস্মৃতদুঃখোঽহমভবং তত্র কেন বা ॥
শিরঃস্থঃ সোঽপ্যপহৃতো দেহো দুষ্টবিচেতসা।
নারদ উবাচ।
ভব শান্তমনা দেব সর্ব্বং তে কথয়াম্যহম্।
প্রসীদাশু মহাদেব ত্যজ নৃত্যং ভয়প্রদম্ ॥১০০
ত্বন্নৃত্যেন বিষণ্ণেয়ং বসুধাপি নিমজ্জতি।
পর্ব্বতাশ্চলিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্বর্গং তথাত্যজন্
নাশমেতি জগৎসর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
ত্বয়া তু স্বকৃতশ্চাসৌ প্রলয়ো নৈব দৃশ্যতে ॥১০২

আপনি শান্তচিত্ত হউন। সতীকে আপনি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন। সতী নিত্যা, নিত্যই তিনি বিদ্যমানা; আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি যান নাই। আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন; দেখিয়াও প্রত্যয় করিতেছেন না কেন? হে শম্ভো! আপনি জগতের আকালিক প্রলয় ঘটাইবেন না, স্থির হউন। শিব কহিলেন,—নারদ! তুমি কি কহিতেছ? আমি তোমাদের কি করিয়াছি? আমা দ্বারা আকালিক প্রলয়ই বা কোথায় হইতেছে? আমি সতীর বিরহদুঃখে পীড়িত হইয়া ছায়াসতীর দেহ পাইয়া সে দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু কোন্ দুষ্টাশয় আমার সেই শিরঃস্থ সতীদেহ অপহরণ করিল? নারদ কহিলেন,—হে দেব! আপনি শান্ত হউন, আপনার নিকট সমস্তই বলিতেছি। হে মহাদেব! আপনি প্রসন্ন হউন, এই ভয়প্রদ নৃত্য পরিত্যাগ করুন; আপনি নৃত্য করিতে থাকিলে বসুধা বিষণ্ণ হইয়া নিমজ্জিত হইবে, পর্ব্বত সকল প্রচলিত হইবে এবং দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন। এইরূপে সুরাসুর-নর-সমাবর্ত্ত সমস্ত জগৎই নষ্ট হইবে। আপনি নিজকৃত প্রলয় দেখিতেছেন না।

কথং নৃত্যচ্ছলেনেদং বিশ্বং নাশয়সি প্রভো।
প্রভোঃ কিমীদৃশং কর্ম্ম যৎ স্বকীয়ান্ বিনাশয়েৎ
শিব উবাচ।
ত্যক্তনৃত্যঃ শান্তমনা ভূতোঽহং মুনিপুঙ্গব।
ক মে ছায়াসতীদেহো বদ কেন হৃতাপি বা ॥
নারদ উবাচ।
ত্রৈলোক্যরক্ষকো বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা বিপদমদ্ভুতাম্।
ত্বাং শান্তয়িতুকামোঽসৌ ধৃত্বা চক্রং সুদর্শনম্
প্রক্ষিপ্য শনকৈশ্ছায়াসতীদেহং সমাচ্ছিনৎ।
স দেহঃ খণ্ডশো ভূমৌ যত্র যত্র সমাপতৎ ॥
মহাপীঠান্তত্র জাতাঃ কামরূপাদয়ঃ প্রভো।
উক্তং তয়া জগদ্ধাত্র্যা সমারাধিতয়া ত্বয়া ॥১০৭
পূর্ব্বমেব হি দেহোঽয়ং পতিষ্যতি ধরাতলে।
খণ্ডশো বহুধা ভূত্বা মহাপীঠপ্রসিদ্ধয়ে।
তস্মাদ্বিষ্ণুস্তথা চক্রে ভব শান্তঃ সদাশিব ॥
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবমুক্তস্তু মুনিনা ত্যক্তনৃত্যঃ সদাশিবঃ।

হে প্রভো! কেন নৃত্যচ্ছলে এ বিশ্ব আপনি নাশ করিতেছেন? প্রভুজনের কি ঈদৃশ কর্ম্ম শোভা পায়?—যাহাতে নিজেরই সব নাশ প্রাপ্ত হয়। শিব কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি নৃত্য ত্যাগ করিয়া শান্ত হইলাম। বল, কোথায় আমার সেই ছায়াসতীর দেহ? কে তাহা অপহরণ করিল? ৯৬—১১৪। নারদ কহিলেন,—ত্রিলোকরক্ষী বিষ্ণু এই আকস্মিক বিপদ্ দেখিয়া আপনাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সুদর্শন চক্র ধারণ ও নিক্ষেপপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই ছায়াসতীদেহ ছেদন করিয়াছেন। সেই দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে যে-যেখানে পড়িয়াছে, হে প্রভো! সেই সেই স্থানে কামরূপাদি মহাপীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবী জগদ্ধাত্রী আপনা কর্ত্তৃক সমারাধিত হইয়া পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছিলেন যে, আমার দেহ বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মহাপীঠপ্রসিদ্ধি নিমিত্ত ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে। অতএব বিষ্ণু তাঁহার কথামতই এইরূপ করিয়াছেন। হে সদাশিব! আপনি শান্ত হউন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—

ত্রিনিঃশ্বস্য মুহুর্বিষ্ণুং শশাপ কমলাপতিম্ ॥ ১০৯
বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ জনিষ্যতি মহীতলে।
ত্রেতায়াং সূর্য্যবংশেহসৌ মম শাপেন নিশ্চিতম্
তত্রাতিরম্যা তৎপত্নী সতীব প্রাণবল্লভা।
ছায়াং সম্প্রাপ্য তং ত্যক্ত্বা মায়য়ান্তর্হিতা স্বয়ম্
ভবিষ্যতি তদাশ্চাসৌ মৃষামায়াবিমোহিতঃ।
আনন্দমগ্নচিত্তঃ স ভূত্বা যাস্যতি দূরতঃ ॥ ১১২
ততো যথা মাং চক্রেহসৌ ছায়াপত্নীবিয়োগিনম্
ক্রূররাক্ষসবুদ্ধিস্তু তথা রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ১১৩
এনং করিষ্যতি ক্রূরশ্ছায়াপত্নীবিয়োগিনম্।
হৃত্বা ছায়াময়ীং পত্নীং সত্যং সত্যং মহামুনে।
শোকসন্তপ্তহৃদয়ঃ স যথাহং ভবিষ্যতি ॥ ১১৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং শপ্ত্বা শিবো বিষ্ণুং সুস্থচিত্তোহভবত্ততঃ
প্রসার্য্য ত্রীণি নেত্রাণি দদর্শ চ জগত্ত্রয়ম্ ॥ ১১৫
দৃষ্ট্বা যোনিং কামরূপে রোমাঞ্চিতকলেবরঃ।
কামব্যাকুলিতাঙ্গশ্চ বভূব গিরিশঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৬
দৃষ্টমাত্রা তু সা যোনিঃ কামমুক্তেন শম্ভুনা।
পৃথ্বীং বিভিদ্য পাতালং গচ্ছতীব বভূব হ ॥
দৃষ্ট্বৈবং শঙ্করঃ সদ্যো ভূত্বাংশেন গিরিঃ স্বয়ম্
দধার যোনিং হৃষ্টাত্মা বর্ণয়ন্ ভাগ্যমাত্মনঃ ॥ ১১৭
সর্ব্বেষু তেষু পীঠেষু কামরূপাদিষু স্বয়ম্।
পাষাণলিঙ্গরূপেণ হ্যধিষ্ঠায় ব্যসেবত ॥ ১১৯
সস্মার পূর্ব্ববৃত্তান্তং বহুক্তং হি তয়া মুনে।
যোনিপীঠে তপস্তপ্তুং পুনর্লব্ধুং মহেশ্বরীম্ ॥
ততঃ শান্তমনা ভূত্বা যোগচিন্তাপরোহভবৎ।
বিহায়সা মুনিশ্রেষ্ঠোপি যযৌ স্বস্থানমুত্তমম্ ॥ ১২১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গত্বা তু নারদঃ শ্রীমান্ বিষ্ণোঃ স নিকটং ততঃ
অশ্রাবয়দ্যথা বৃত্তং দেবদেবস্য চেষ্টিতম্ ॥ ১

মুনি এই কথা কহিলে সদাশিব মূর্চ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস মোচন করত কমলাপতি বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—আমার শাপে ত্রেতাযুগে বিষ্ণু মানুষরূপে ভূতলে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন, তৎকালে আমার সতীর ন্যায় প্রাণবল্লভা তাঁহার মনোরমা পত্নী ছায়া দেহ রাখিয়া মায়াবলে অন্তর্হিতা হইবেন। তখন বিষ্ণু বৃথা-মায়ায় বিমোহিত হইয়া পড়িবেন। অনন্তর আনন্দমগ্ন চিত্তে দূরদেশে গমন করিবেন। যেমন ক্রূর রাক্ষসের ন্যায় বিষ্ণু আমাকে এক্ষণে ছায়াপত্নীবিরহিত করিলেন, তেমনি তৎকালে এক ক্রূর রাক্ষসপুঙ্গব তাঁহার ছায়াপত্নী হরণ করিয়া তাঁহাকে পত্নীবিযুক্ত করিবে। হে মহামুনে! ইহা আমি সত্য সত্যই বলিলাম। আমি যেমন শোকসন্তপ্ত হইয়াছি, বিষ্ণুকেও এইরূপ হইতে হইবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শিব বিষ্ণুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন এবং নেত্রত্রয় উন্মীলন করিয়া ত্রিজগৎ অবলোকন করিলেন। কামরূপে যোনিপীঠ দেখিয়া তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি কামব্যাকুলিতাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কামমুক্ত শম্ভু কর্ত্তৃক সেই যোনি দৃষ্ট হইবামাত্র তাহা যেন পৃথ্বীভেদ করিয়াই পাতালে গমনোদ্যত হইল। শঙ্কর ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অংশে গিরিরূপ গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে আত্মভাগ্য বর্ণন করত সেই যোনি ধারণ করিলেন, কামরূপাদি সেই সেই সমস্ত পীঠে শিব স্বয়ং পাষাণলিঙ্গরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেবী যে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মহেশ্বরীকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য যোনিপীঠে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শান্তমনে যোগচিন্তায় তৎপর হইলেন। নারদমুনিও আকাশপথে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১১৫—১২১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শ্রীমান্ নারদ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে দেবদেব-

অভিশাপাদিকং শ্রুত্বা শিবস্যাকুলতাং তথা।
ব্রহ্মণা সহিতো বিষ্ণুঃ কামরূপং সমভ্যগাৎ ॥২
দ্রষ্টুং দেবং মহেশানং শোকব্যাকুলমানসম্।
অশ্রুধারাভিসংসিক্তগাত্রং সান্ত্বয়িতুং তথা ॥৩
তৌ দৃষ্ট্বা ভগবান্ শম্ভুর্মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ।
পত্নীমাক্ষিপ্য বহুধা সতীং প্রাকৃতলোকবৎ ॥৪

ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ।

কিমেবং দেবদেবেশ মুধা রোদিষি শঙ্কর।
বিদ্যমানামপি সতীং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা বিমূঢ়বৎ ॥ ৫

শিব উবাচ।

সত্যং বদসি জানামি সতীং প্রকৃতিরূপিণীম্।
নিত্যাং ব্রহ্মময়ীং শুদ্ধাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্
দৃষ্টং স্বচক্ষুষা দক্ষযজ্ঞভঙ্গোত্তরং যথা।
তথাপি তাং ন দৃষ্টৈব পত্নীভাবেন পূর্ব্ববৎ ॥৭
স্বগৃহে মে মনোঽতীবব্যাকুলং জায়তেঽধুনা।
কথং পুনর্ভবিষ্যামি পূর্ব্ববত্তাং মহেশ্বরীম্।
উপায়ং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ বিষ্ণো ত্বঞ্চাপি সাম্প্রতম্

ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ।

স্থিত্বা শান্তমনা দেব কামরূপেঽত্র সংস্থিতঃ।
তামেব মনসি ধ্যাত্বা তপশ্চর সমাহিতঃ ॥ ৯
মহাপীঠোঽয়মত্রৈব সাক্ষাৎ সা পরমেশ্বরী।
প্রত্যক্ষফলদা দেবী সাধকানাং ন সংশয়ঃ ॥
মাহাত্ম্যমস্য পীঠস্য বক্তুং বা কেন শক্যতে।
ত্বমেব সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ।
কিমাবাং কথয়িষ্যাবো ভব শান্তঃ সদাশিব ॥১১

শ্রীশিব উবাচ।

তত্রৈবাহং তপশ্চোগ্রং চরিষ্যে সুসমাহিতঃ।
তয়াপি কথিতাপ্যেবং যুবাভ্যামপি চাধুনা ॥১২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স শিবঃ শান্তস্তপস্তেপে সমাহিতঃ।
কামরূপে মহাপীঠে ধ্যায়ংস্তাং পরমেশ্বরীম্ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ তত্রৈব মহাপীঠে ততঃ স্থিতঃ।
সমাহিতমনাস্তীব্রং চচার পরমং তপঃ ॥ ১৪
বহুকালে গতে দেবী প্রসন্না জগদম্বিকা ॥

সম্বন্ধীয় যথাবৎ বৃত্তান্ত শুনাইলেন। বিষ্ণু শিবপ্রদত্ত অভিশাপাদির বিবরণ এবং শিবের ব্যাকুলতা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার সহিত কামরূপে আগমন করিলেন। শিবের সহিত সাক্ষাৎকার এবং শোকব্যাকুলিতচিত্ত অশ্রুধারাসিক্ত দেব মহেশকে সান্ত্বনা দানই তাঁহাদের এ আগমনের উদ্দেশ্য। ভগবান্ শম্ভু ব্রহ্মাবিষ্ণুকে দেখিয়া বারংবার প্রাকৃত জনবৎ পত্নীর জন্য আক্ষেপ করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবদেবেশ শঙ্কর। সতী বিদ্যমান আছেন, আপনি তাঁহাকে দেখিয়া এবং জানিয়াও কেন বৃথা রোদন করিতেছেন? শিব কহিলেন,—তোমরা সত্যই বলিতেছ। আমিও জানি, সতী প্রকৃতিরূপিণী, নিত্যা, ব্রহ্মময়ী, শুদ্ধা ও সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারিণী; দক্ষযজ্ঞভঙ্গের পর আমি তাঁহাকে ঐরূপই দেখিয়াছি। অথচ তাঁহাকে স্বীয় গৃহে পূর্ব্ববৎ পত্নীভাবে না দেখিয়া আমার মন অতীব ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! কি করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় তোমরা সম্প্রতি বলিয়া দাও। ১-৮। ব্রহ্মা বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেব! আপনি শান্তমনে কামরূপে থাকিয়াই তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করত সমাহিতভাবে তপস্যা করিতে থাকুন। এই কামরূপ মহাপীঠ; এখানে সেই দেবী পরমেশ্বরী সাধকসমূহের প্রত্যক্ষফলদায়িনী সন্দেহ নাই। এই পীঠের মাহাত্ম্য বাক্য দ্বারা বলিবার শক্তি নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর; আপনি সমস্তই জানেন। আমরা আর আপনাকে কি বলিব? হে সদাশিব! আপনি প্রশান্ত হউন। শ্রীশিব কহিলেন;—আমি সুসমাহিত হইয়া কামরূপেই তীব্র তপস্যা করিব। সেই দেবীও এই কথা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমরাও ইহাই কহিলে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—এই বলিয়া শিব শান্ত ও সমাহিত ভাবে কামরূপ মহাপীঠে পরমেশ্বরীকে ধ্যান করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই সেই মহাপীঠে অবস্থিত হইলেন এবং সমাহিতমনে পরম

প্রত্যক্ষতাং জগামাশু তেষাং ত্রৈলোক্যমোহিনী
প্রোবাচ চ মহাদেবং কিমেতেঽভিলষিতং বদ ॥

শ্রীশিব উবাচ ।

যথা হি কৃপয়া পূর্ব্বং স্থিতা মদ্গেহিনী স্বয়ম্ ।
তথৈব হি পুনশ্চাপি ভব ত্বং কৃপয়েশ্বরি ॥ ১৬

দেব্যুবাচ ।

অহং ত্বামচিরেণৈব হিমালয়সুতা স্বয়ম্ ।
দ্বিধা ভূত্বা লভিষ্যামি সত্যমেব মহেশ্বর ॥ ১৭
যতস্ত্বং শিরসা হর্ষাদ্ধৃত্বা মাং নৃত্যতৎপরঃ ।
অতস্তেনাংশতো ভূত্বা গঙ্গাজলময়ী স্বয়ম্ ॥ ১৮
ত্বামেব পতিমাপন্না বসিষ্যে তব মূর্দ্ধনি ।
অপরা পার্ব্বতী ভূত্বা পত্নীভাবেন শঙ্কর ।
স্থাস্যামি তব গেহেঽহং পূর্ণেব হি মহামতে ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো ভগবতী দেবী দত্ত্বাভিলষিতং বরম্ ।
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে চাপি স্বয়মন্তর্হিতাভবৎ ॥ ২০
ততঃ সাপি মহাদেবী দ্বিধা ভূত্বা হিমালয়ম্ ।
প্রযযৌ মেনকাগর্ভেঽভবৎ কন্যাদ্বয়ং ততঃ ॥ ২১
জ্যেষ্ঠা গঙ্গাভবদ্দেবী কনিষ্ঠা পার্ব্বতী শুভা ।
শিবস্তু হৃষ্টচেতাঃ সন্ কামরূপে মহামতিঃ ॥ ২২
কামাখ্যানিকটে ভূয়শ্চচার পরমং তপঃ ।
মহাপীঠস্য মাহাত্ম্যাদেবং ভগবতী স্বয়ম্ ॥ ২৩
মহেশায় প্রসন্নাভূদভীষ্টঞ্চ দদৌ তথা ।
এবমন্যেঽপি যে কেচিত্তস্মিন্ পীঠে মহেশ্বরীম্
সমারাধয়তে তস্য মনোঽভীষ্টং প্রসিধ্যতি ॥ ২৫

নারদ উবাচ ।

কামরূপস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব মহেশ্বর ।
যত্র সাক্ষাদ্ভগবতী প্রত্যক্ষফলদায়িনী ॥ ২৬
মন্যে সর্ব্বেষু পীঠেষু শ্রেষ্ঠোঽয়ং পরমেশ্বর ।
যতস্ত্বয়াপি তত্রৈব তপসারাধিতেশ্বরী ॥ ২৬

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

পীঠান্যেকপঞ্চাশদভবন্মুনিপুঙ্গব ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতেন ছায়াসত্যা মহীতলে ॥ ২৭
তেষু শ্রেষ্ঠতমঃ পীঠঃ কামরূপো মহামতে ।
যত্র সাক্ষাদ্ভগবতী স্বয়মেব ব্যবস্থিতা ॥ ২৮

তপস্যা করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ত্রিলোকমোহিনী জগদম্বিকা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন এবং মহাদেবকে বলিলেন,—আপনার অভীষ্ট কি বলুন? শ্রীশিব কহিলেন,—হে ঈশ্বরি! তুমি স্বয়ং কৃপা করিয়া পূর্ব্বে যেমন আমার গৃহিণী হইয়াছিলে, এক্ষণে পুনরপি কৃপা করিয়া সেইরূপ হও! দেবী কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আমি অচিরেই হিমালয়-সুতা হইয়া দ্বিধারূপে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব। যে হেতু আপনি আমাকে মস্তকে লইয়া হর্ষাবেশে নৃত্যনিরত হইয়াছিলেন, সেই জন্য আমি অংশতঃ জলময়ী গঙ্গা হইয়া আপনাকেই পতিরূপে লাভ করত আপনার মস্তকে বাস করিব। হে শঙ্কর! আমি অপরাংশে পার্ব্বতী হইয়া পত্নীভাবে আপনার গৃহে পূর্ণরূপে অবস্থান করিব। ৯—১৯। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর দেবী ভগবতী ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকেও অভিলষিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর সেই মহাদেবী দ্বিধারূপে হিমালয়ে গিয়া মেনকাগর্ভে কন্যাদ্বয়রূপে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। জ্যেষ্ঠা হইলেন গঙ্গা দেবী এবং কনিষ্ঠা হইলেন পার্ব্বতী। মহামতি শিব হৃষ্টচিত্তে কামরূপে কামাখ্যানিকটে পুনরায় পরম তপস্যা করিয়াছিলেন, মহাপীঠের মাহাত্ম্যে স্বয়ং ভগবতী দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর দিয়াছিলেন। এইরূপে অন্য যে কেহও সেই পীঠে মহেশ্বরীকে আরাধনা করে, তাহারও মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—মহেশ্বর! যথায় সাক্ষাৎ ভগবতী প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী, আপনি সেই কামরূপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। হে পরমেশ্বর! আমার মনে হয়, সমস্ত পীঠমধ্যে এই পীঠই শ্রেষ্ঠ পীঠ, যে হেতু আপনিও ঐ পীঠেই তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! ছায়াসতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতে ভূতলে একপঞ্চাশৎ পীঠ হইয়াছিল। হে মহামতে! সেই সকল পীঠ মধ্যে কামরূপই শ্রেষ্ঠ, সেখানে সাক্ষাৎ

তত্র গত্বা মহাপীঠে স্নাত্বা লৌহিত্যবারিণি।
ব্রহ্মহাপি নরঃ সদ্যো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥২৯
ব্রহ্মপুত্রঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্দ্রবরূপী জনার্দ্দনঃ।
তস্মিন্নরঃ কৃতস্নানো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ॥৩০
তত্র স্নাত্বা বিধানেন পিতৄন্ সন্তর্প্য ভক্তিতঃ।
কামেশ্বরীং নমস্কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন সাধকঃ ॥ ৩১
কামেশ্বরীঞ্চ কামাখ্যাং কামরূপনিবাসিনীম্।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশাং তাং নমামি সুরেশ্বরীম্ ॥৩২
ততো মানসকুণ্ডাদি তীর্থং গত্বা বিধানতঃ।
কৃত্বা স্নানাদিকং ক্ষেত্রং প্রবিশেচ্চ যথাবিধি ॥
দৃষ্ট্বা পীঠং নরঃ সদ্যো মুক্তো ভবতি নান্যথা।
ততস্তন্ত্রোক্তবিধিনা সম্পূজ্য পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩৪
জপহোমাদিকং কৃত্বা যাদৃশং ফলমশ্নুতে।
তদ্বক্তুং নৈব শক্নোমি কোটিভির্বক্ত্রকৈরপি ॥
যস্য সঞ্জায়তে মৃত্যুস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহামুনে।
স মুক্তিমেতি সদ্যো বৈ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ
কিমত্র বহুনোক্তেন যত্র ক্ষেত্রে মহামুনে।
দেবা মরণমিচ্ছন্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৩৭
ইতি তে কথিতং বৎস সংক্ষেপেণ মহামুনে।
কামরূপস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রনাশনম্ ॥ ৩৮
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহেশস্তু পুনস্তপসি সংস্থিতঃ।
সতী হিমবতো গেহং দ্বিধা ভূত্বা সমভ্যগাৎ ॥
এবং দক্ষগৃহে জাতা স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা।
সংস্থাপ্য পরমাং কীর্ত্তিং লোকানাং ত্রাণহেতবে
জগাম মেনকাগর্ভং পুনর্লব্ধুং মহেশ্বরম্।
যঃ ইদং চরিতং দেব্যাঃ মহাপাতকনাশনম্ ॥৪১
শৃণোতি পরয়া ভক্ত্যা স শিবত্বমবাপ্নুয়াৎ।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসচারণাঃ ॥ ৪২
তস্যাজ্ঞাবশগাঃ সর্ব্বে ভবন্তীহ ন সংশয়ঃ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র ভবেৎ সংশ্রবণান্নরঃ ॥৪৩
তরত্যবশ্যং দুর্গঞ্চ সুদুষ্করমপি ক্ষণাৎ।
শ্রবণান্নাশমায়াতি পাপং জন্মান্তরার্জ্জিতম্ ॥৪৪
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি বন্ধুবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সংসারে জনিমাসাদ্য নৈতদাকর্ণিতং হি যৈঃ ॥

ভগবতী স্বয়ং অবস্থিত। সেই মহাপীঠে গিয়া লৌহিত্যজলে স্নান করত ব্রহ্মহা ব্যক্তিও সদ্য ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মপুত্র সাক্ষাৎ দ্রবরূপী জনার্দ্দন, তথায় স্নান করিলে নর সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সাধক ব্যক্তি তথায় বিধিপূর্ব্বক স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া কামেশ্বরী দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে; যথা —কামেশ্বরী কামাখ্যা, কামরূপবাসিনী, তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, সুরেশ্বরী, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। ২০—৩২। অনন্তর মানসকুণ্ডাদি তীর্থে গিয়া যথাবিধি স্নানাদি সমাধানপূর্ব্বক বিধি-অনুসারে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। নর কামাখ্যা পীঠ দর্শনে সদ্যই মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর তন্ত্রোক্ত বিধানে পরমেশ্বরীকে পূজা ও জপহোমাদি কর্ম্ম করিয়া নরে যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি কোটি কোটি মুখেও ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। হে মহামুনে! সেই ক্ষেত্রে যাহার মৃত্যু হয়, একথা ধ্রুব সত্য যে, তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হয়। হে মহামুনে! এ সম্বন্ধে অধিক বলিয়া কি হইবে? যথায় দেবগণও মরণ কামনা করেন, তথায় মানবগণের কথা আর বক্তব্য কি? বৎস! তোমার নিকট সংক্ষেপে কামরূপের এই সর্ব্বপাপহর মাহাত্ম্য কথা কীর্ত্তন করিলাম। ৩৩—৩৮। সেই ক্ষেত্রে মহেশ পুনরায় তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে সতী দ্বিধারূপে হিমালয়গৃহে আগমন করেন। এই-রূপে উত্তমা প্রকৃতি স্বয়ং দক্ষগৃহে জন্মিয়া লোকসমূহের ত্রাণার্থ পরম কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক মেনকাগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পুনরায় মহেশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া দেবীর মহাপাতকহর চরিত শ্রবণ করে, তাহার শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, চারণ সকলেই তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত। নর ইহা শ্রবণে সর্ব্বত্রই অব্যা-হতাজ্ঞ হয়। অতি দুর্গম সুদুষ্কর ভবাব্ধিও তৎক্ষণাৎ সন্তরণ করিতে পারে। ইহা শ্রবণমাত্র জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। রিপুকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বন্ধু-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সংসারে জন্ম লাভ

তেষাং জন্ম বৃথা মর্ত্ত্যে সত্যমেব মহামুনে।
শ্রুত্বেদং চরিতং দেব্যাঃ সংসারব্যাধিভেষজম্
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সদ্যো যদি স্যাদতিপাতকী
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি দ্বিধা ভূত্বা স্বয়ং সতী।
যথাভবন্মেনকায়া গর্ভে হিমবতঃ সুতা ॥ ১
তত্রাদৌ সমভূদ্ গঙ্গা নিজাংশেন সিতপ্রভা।
স্থাতুং শিরসি শম্ভোঃ সা ভূত্বা দ্রবময়ী মুনে ॥
তৎপশ্চাৎ সমভূদ্গৌরী পূর্ণা শঙ্করগেহিনী।
যাহরৎ প্রেমভাবেন শরীরার্দ্ধং মহেশিতুঃ ॥ ৩
তত্রাভূৎ সা যথা গঙ্গা তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে পাপী ব্রহ্মহাপি নরঃ ক্ষণাৎ ॥
সুমেরুতনয়া মেনা গিরিরাজস্য গেহিনী।
তাং জন্মনে সতী প্রাপ নিজাংশেন মহেশ্বরী

করিয়া যে ইহা শ্রবণ করে নাই, তাহার জন্ম বৃথা। এই সংসারব্যাধির ভেষজরূপ দেবী-চরিত শ্রবণ করিয়া অতি পাতকী ব্যক্তিও সদ্য জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ৩৯—৪৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—বৎস! সতী যেরূপে দ্বিধা হইয়া মেনকার গর্ভে হিমগিরি-সুতারূপে জন্মিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! অগ্রে তিনি শম্ভু-শিরে বাস করিবার জন্য সিতদ্যুতি দ্রবময়ী হইয়া গঙ্গা নামে নিজাংশে প্রাদুর্ভূত হন। পরে তিনি পূর্ণরূপে গৌরী হইয়া শঙ্করগৃহিণী হইয়াছিলেন। গৌরীরূপেই তিনি প্রেমোৎ-কর্ষে মহেশের দেহার্দ্ধ হরণ করেন। হে মহামুনে! একণে গঙ্গা যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে ব্রহ্মহা ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। সুমেরুসুতা মেনা, গিরিরাজ

ততঃ সমভবদ্গর্ভবতী গিরিবরাঙ্গনা।
সুষুবে চ সুতাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং রুচিরাননাম্ ॥৬
বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং দিনার্দ্ধকে
গঙ্গা সমভবৎ শুভ্রা সুচারুমুখপঙ্কজা ॥ ৭
ত্রিনেত্রা ললিতাপাঙ্গী চতুর্ব্বাহুবিশোভিতা।
অথাদ্রিরাজঃ শ্রুত্বা তু পুত্রীং জাতাং সমুৎসুক
মঙ্গলঞ্চাকরোদ্দানং বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বহু।
ববৃধে সা পিতুর্গেহে কলেব শশিনঃ সিতে ॥৯
বর্ষাসু চ যথা নিত্যং নদী তোয়েন বর্দ্ধতে।॰
অথৈকদা গিরীন্দ্রস্তাং ক্রোড়ে কৃত্বা পুরান্তরে
উপবিষ্টস্তদায়াতো নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
গঙ্গাং দ্রষ্টুং ভগবতীং জ্ঞাত্বা জাতাং নিজাংশতঃ
প্রকৃতিং যাং সমারাধ্য কামরূপে স্থিতো হরঃ ॥
গিরিরাজস্তমালোক্য প্রণম্য চরণাদ্বয়ম্।
প্রক্ষাল্য চাসনং দত্ত্বা প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥১২

হিমালয় উবাচ।

মুনে ভাগ্যবশাদেব লভ্যতে তব দর্শনম্।

হিমালয়ের গৃহিণী। মহেশ্বরী সতী জন্ম-লাভার্থ নিজাংশে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। গিরিবরাঙ্গনা গর্ভবতী হইলেন। অনন্তর বৈশাখমাসের শুক্লতৃতীয়ার দিবার্দ্ধে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। এই কন্যার নাম গঙ্গা। গঙ্গা শুভ্রকান্তি, সুন্দরমুখপঙ্কজা, ত্রিনেত্রা, ললিতাপাঙ্গী ও চতুর্ব্বাহুশালিনী। অনন্তর অদ্রিরাজ, কন্যা-জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সসন্তোষে মঙ্গলা-নুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দান করিলেন। যেমন চন্দ্রকলা দিন দিন বৃদ্ধি পায়, অথবা বর্ষাকালীন নদী যেমন জল-ভরে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই কন্যা তেমনি পিতৃগৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর একদা গিরিরাজ কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মপুত্র নারদ কামরূপে অবস্থিত হইয়া যে প্রকৃতির আরা-ধনা করিয়াছিলেন, সেই ভগবতী দেবী নিজাংশে গঙ্গারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। গিরিরাজ তাঁহাকে দেখিয়া তদীয় চরণদ্বয়ে

দৃষ্টোঽসি সাম্প্রতং ব্রহ্মন্ কথমত্র সমাগমঃ ॥১৩

নারদ উবাচ।

শ্রুতমেতন্ময়া লোকাৎ কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
কাচিত্তব গৃহে জাতা তাং দ্রষ্টুমহমাগতঃ ॥ ১৪॥

হিমালয় উবাচ।

অহো বহুতরং ভাগ্যমেতস্যাশ্চ মমাপি চ।
যদেনাং দ্রষ্টুকামস্ত্বমাগতো দেবদুর্লভঃ ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

ত্বং ধন্যঃ কৃতকৃত্যশ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতঃ।
যতস্তবৈষা তনয়া দেবানামপি দুর্লভা ॥ ১৬

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা গিরিরাজং স মুনিঃ পরমকৌতুকাৎ।
তস্যাঙ্কাত্তাং নিজাঙ্কে তু ব্যনয়ৎ পরমাদৃতঃ ॥
মুনির্বিধায় তাং ক্রোড়ে গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্।
ধন্যোঽস্মীত্যব্রবীদ্বাক্যং রোমাঞ্চিতবপুস্ততঃ ॥
ততঃ প্রাহ গিরিং হৃষ্টো মুনীন্দ্রো নারদঃ স্বয়ম্
পুত্রীং যথার্থতঃ কিং ত্বং জ্ঞাতবানসি বাথ কিম্

হিমালয় উবাচ।

জ্ঞায়তে মম কন্যেয়ং চার্ব্বঙ্গী শুভলক্ষণা।
নাতস্তু জ্ঞায়তে কশ্চিদ্বিশেষো মুনিপুঙ্গব ॥ ২০

নারদ উবাচ।

যা মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা দক্ষকন্যাভবৎ পুরা।
নাম্না সতী সৈব দেবী নিজাংশেন মহামতে ॥
কন্যা তবেয়ং সম্ভূতা পুনর্লব্ধুং পতিং হরম্।
গঙ্গেতি ক্রিয়তাং নাম সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥
লোকানাং ত্রাণকর্ত্রীয়ং মহাপাতকনাশিনী।
বিবাহোঽস্যাঃ স্বর্গপুরে ভবিষ্যতি মহাগিরে ॥
শিব এব হি ভর্ত্তাস্যাঃ পূর্ব্বমেব হি নিশ্চিতঃ।
এনাং কন্যাং পুরং নেতুং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
ভবন্তং স্বয়মাগত্য প্রার্থয়িষ্যতি যত্নবান্।
তদা ত্বয়া সমর্প্যৈষা ব্রহ্মণে চারুরূপিণী ॥ ২৫
স তু নীত্বা স্বর্গপুরে শিবমাহূয় সাদরঃ।
সম্প্রদাস্যতি তস্মৈ তে পুত্রীমেনাং শুভাননাম্

প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন দানান্তে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন। ১-১২। হিমালয় কহিলেন,—হে মুনে! ভাগ্যবশেই আপনার দর্শনলাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আপনাকে অদ্য দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে বলুন কি নিমিত্ত হেথায় আগমন করিলেন? নারদ কহিলেন,—আমি লোকমুখে শুনিলাম, এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা তোমার গৃহে জন্মিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি। হিমালয় বলিলেন,—অহো! আমার এবং আমার কন্যার অদ্য বহু ভাগ্য যে, আমার কন্যাকে দেখিবার জন্য দেবদুর্লভ ভবদ্বিধ মহাজন উপস্থিত। নারদ কহিলেন,—তুমি ধন্য, কৃতকৃত্য এবং সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন; যেহেতু এই দেবদুর্লভা দেবী তোমার তনয়া। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—নারদ এই বলিয়া সেই কন্যাকে গিরিরাজের ক্রোড় হইতে পরমাদরে নিজ ক্রোড়ে লইলেন। ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাকে ক্রোড়ে লইয়া মুনির দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন,—আমি ধন্য হইলাম। অনন্তর মুনীন্দ্র নারদ হৃষ্ট হইয়া সহাস্তে গিরিরাজকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি কি আপনার এই কন্যাকে পরমার্থতঃ জানিতে পারিয়াছেন? ১৩—১৯। হিমালয় কহিলেন,—এই আমার চারুগাত্রী সুলক্ষণা কন্যা; ইহাই আমার বিদিত। ইহা অপেক্ষা বিশেষ কিছুই জানি না। নারদ কহিলেন,—হে মহামতে! যে সূক্ষ্মা মূলপ্রকৃতি পূর্ব্বে সতী নামে দক্ষকন্যা ছিলেন, তিনিই হরকে পুনর্ব্বার পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নিজাংশে আপনার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন। আপনি ইহার 'গঙ্গা' এই সর্ব্বপাপঘ্ন নাম নির্দ্দেশ করুন, ইনি লোকসমূহের ত্রাণকর্ত্রী ও সর্ব্বপাপহারিণী। হে মহাগিরে! আপনার কন্যার বিবাহ স্বর্গে হইবে। শিব ইহার ভর্ত্তা হইবেন। ইহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত আছে। এই কন্যাকে স্বীয়পুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া সাদরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিবেন। তুমি তখন ব্রহ্মাকে এই চারুরূপিণী কন্যা করিবে। তিনি তোমার কন্যাকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া শিবকে আহ্বান করিয়া এবং

হিমালয় উবাচ।
ত্বং জ্ঞাতা বিষয়াণাং হি ভূতভব্যভবিষ্যতাম্।
বিজ্ঞানচক্ষুষা সর্ব্বং প্রত্যক্ষমপি পশ্যসি ॥ ২৭
বিধাত্রা বিহিতং যত্তত্তু ভবিষ্যতি ন চান্যথা।
তদাহং কিং করিষ্যামি নেশ্বরেচ্ছা বৃথা ভবেৎ
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তো গিরিরাজেন স মুনিঃ প্রযযৌ দ্রুতম্
যত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ২৯
তং প্রণম্যাহ স মুনিঃ প্রহৃষ্টাত্মা মহামতিঃ।
প্রভো সতী সমুৎপন্না হিমালয়গৃহে পুনঃ ॥ ৩০
নিজাংশেনাভবদিয়ং গঙ্গা পরমসুন্দরী।
পূর্ণাপি দেবী তত্রৈব সম্ভবিষ্যত্যুমাপি চ ॥ ৩১
ব্রহ্মোবাচ।
সত্যং জানামি সা জাতা হিমালয়গৃহেঽধুনা।
নিজাংশেন মহাদেবী গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী
মহেশপূর্ব্বপত্নী সা মহেশমধিযাস্যতি।
শিবোঽপি তামনুপ্রাপ্য নির্বৃতিং সম্প্রাপ্যতে ধ্রুবম্
কিন্তু ছায়াসতীদেহং ধৃত্বা মূর্দ্ধ্নি যদা হরঃ।
আনন্দমগ্নচিত্তঃ সন্ননর্ত্ত ধরণীতলে ॥ ৩৪
তদা তস্য শিরঃসংস্থং ছায়াদেহং হরিঃ স্বয়ম্।
চকর্ত্তাস্মন্মতেনৈব জগদ্রক্ষণহেতবে ॥ ৩৫
তেনাপরাধেনাদ্যাপি রুষ্টোঽস্মান্ প্রতি শঙ্করঃ
তস্য কিংবা করিষ্যামি কথং তুষ্টো ভবেচ্ছিবঃ
নারদ উবাচ।
শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি যদ্বিধেয়ং মহেশিতুঃ।
সুপ্রসন্নো ভবেদস্মান্ প্রতি যেনাত্র বৈ প্রভো
গিরীণামধিপঃ শ্রীমান্ দাতা পরমধর্ম্মবিৎ।
তৎসন্নিধিং স্বয়ং গচ্ছ সার্দ্ধমিন্দ্রাদিদৈবতৈঃ ॥
ভিক্ষামর্থয় তাং গঙ্গাং তদা নূনং সংদাস্যতি।
ততস্তাং সমানীয় স্বর্গপুর্য্যাং মহোৎসবম্ ॥ ৩৯
কৃত্বা শম্ভুং সমাহূয় গঙ্গাং দেহি প্রযত্নতঃ।
যথা ছায়াসতী তস্য স্থিতা মূর্দ্ধ্নি তথৈব হি ॥ ৪০
ইয়ং দ্রবময়ী ভূত্বা সংস্থাস্যতি সুনিশ্চিতম্।
তদৈব তুষ্টো ভগবান্ ভবিষ্যতি মহেশ্বরঃ ॥ ৪১

তোমার এই শুভাননা কন্যাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিবেন। হিমালয় কহিলেন,—আপনি ভূত-ভব্য-ভবিষ্য—সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞাতা, বিজ্ঞাননেত্রে সমস্তই আপনার প্রত্যক্ষ। বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা হইবেই; সুতরাং আমি ইহাতে কি করিতে পারি? ঈশ্বরেচ্ছা তো বৃথা হইবার নহে। মহাদেব কহিলেন,—গিরিরাজ এই কথা কহিলে নারদ মুনি সত্বর লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। মহামতি নারদমুনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—প্রভো! সতী পুনরায় হিমালয়-গৃহে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি স্বীয় অংশে পরমসুন্দরী গঙ্গা হইয়া জন্মিয়াছেন। উমা দেবীও পূর্ণরূপেই তথায় প্রাদুর্ভূত হইবেন। ২০-৩২। ব্রহ্মা কহিলেন, আমিও ধ্রুব জানিতে পারিয়াছি—মহাদেবী, ত্রিলোকপাবনী গঙ্গারূপে স্বীয় অংশে হিমালয়ের গৃহে অধুনা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি মহেশের পূর্ব্বপত্নী মহেশকেই প্রাপ্ত হইবেন। শিবও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিবেন। কিন্তু হর যৎকালে ছায়াসতীর দেহ মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দমগ্ন মনে ধরাতলে নর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন হরি তাঁহার শিরঃস্থিত সেই ছায়াদেহ আমাদের মতানুসারেই জগৎ রক্ষার্থ কর্ত্তন করেন। সেই অপরাধে শঙ্কর অদ্যাপি আমাদের উপর রুষ্ট হইয়া আছেন। সে বিষয়ে কি করিব? কিরূপে শিব তুষ্ট হইবেন? নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ করুন, মহেশ সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে এবং তিনি আমাদের প্রতি যাহাতে সুপ্রসন্ন হইবেন, তাহা বলিতেছি। গিরিরাজ হিমালয় শ্রীমান্ দাতা এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণসহ তাঁহার নিকট স্বয়ং গমন করুন এবং গঙ্গাকে গিয়া প্রার্থনা করুন। তাহা হইলেই হিমালয় তাঁহাকে প্রদান করিবেন। অনন্তর গঙ্গাকে স্বর্গপুরে আনয়নপূর্ব্বক মহোৎসব সহকারে শম্ভুকে আহ্বান করত সযত্নে তাঁহার করে কন্যা দান করুন। যেমন শিবের শিরে ছায়াসতী ছিলেন, এই গঙ্গাও তেমনি দ্রবময়ীরূপে তথায় নিশ্চয় অবস্থান

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্র ত্বং চিরং জীব ভদ্রমেবোক্তবানসি।
যন্মে নিগদিতং বৎস সন্তুষ্টোঽস্মি চ নারদ ॥৪২
যদ্যেবং স্যাত্তদা শম্ভুস্তুষ্টোঽস্মান্ স ভবিষ্যতি
গচ্ছ পুত্র দ্রুতং যত্র দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥৪৩
কথয়স্ব যথাবৃত্তমায়ান্তু মম সন্নিধিম্ ॥ ৪৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা প্রীতঃ প্রযযৌ নারদো দ্রুতম্
যত্র দেবা মহাত্মানঃ সন্তীন্দ্রাদ্যা মহামতে ॥৪৫

নারদ উবাচ।

দেবরাজ সমায়াতো ব্রহ্মলোকাদহং প্রভো।
যুষ্মাকং সন্নিধিং পিত্রা সমাদিষ্টো মহাত্মনা ॥ ৪৬
মর্ত্ত্যে হিমবতো গেহে পুত্রী জাতা স্বয়ং সতী
ভাগার্দ্ধেন মহাদেবী গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ॥
তামানেতুং স্বর্গপুরং ব্রহ্মা যাস্যতি ভূতলম্।
যূয়মাগচ্ছত ক্ষিপ্রং মর্ত্ত্যং গন্তুং সুরোত্তমাঃ ॥

দেবা ঊচুঃ।

কিং ব্রবীষি মুনিশ্রেষ্ঠ মর্ত্ত্যে জাতা স্বয়ং সতী।
বৃত্তমেতন্মহেশায় কথিতং কিং ন বা মুনে ॥ ৪৭

নারদ উবাচ।

আনীয়তাং দেবপুরে কিং ভণিষ্যামি শঙ্করম্।
দ্রুতমাগচ্ছত সুরা ব্রহ্মণো নিকটং ততঃ ॥ ৫০

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা সুরগণা জগ্মুর্ব্রহ্মপুরং তদা।
ইন্দ্রাদ্যাস্তে মুনিশ্রেষ্ঠ হর্ষোৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ ॥৫১
প্রণেমুশ্চ মহাত্মানং ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্।
ঊচুঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো ॥৫২

ব্রহ্মোবাচ।

সতী হিমবতো গেহে জাতা গঙ্গা মহেশ্বরী।
ভাগার্দ্ধেন তথৈবোমা তত্রৈব হি ভবিষ্যতি ॥
সাম্প্রতং তাং স্বর্গপুরং যাস্যাম্যানেতুমুত্তমাম্।
যুষ্মাকমপি কেচিচ্চ সমাগচ্ছন্তু চামরাঃ ॥ ৫৪
ইন্দ্রঃ কুবেরো বরুণঃ সোমসূর্য্যাগ্নিমারুতাঃ
সমায়ান্তু ময়া সাকং বুদ্ধিমাংশ্চৈব নারদঃ ॥ ৫৫

করিবেন। তখন মহেশ্বরও তুষ্ট হইবেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! তুমি চিরজীবী হও। তুমি উত্তম কথাই কহিয়াছ। বৎস! তোমার কথায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, শম্ভু নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি তুষ্ট হইবেন। হে পুত্র! ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ যথায় আছেন, তুমি সত্বর সেইখানে যাও। তথায় গিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত বল, তাঁহারা আমার নিকট আগমন করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে নারদ প্রীত হইয়া যথায় মহাত্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। নারদ কহিলেন,—হে প্রভো দেবরাজ! মহাত্মা পিতার আদেশে আমি ব্রহ্মলোক হইতে আপনাদের নিকট আসিয়াছি। মর্ত্ত্যে হিমালয়ের গৃহে স্বয়ং সতী অর্দ্ধাংশে ত্রিলোকপাবনী হইয়া হিমালয়ের পুত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য ব্রহ্মা ভূতলে গমন করিবেন। হে সুরোত্তমগণ! আপনারাও মর্ত্ত্যে যাইবার জন্য সত্বর আগমন করুন। দেবগণ কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি বলিলেন—স্বয়ং সতী মর্ত্ত্যে জন্মিয়াছেন? হে মুনে! এ বৃত্তান্ত মহেশকে বলিয়াছেন কিনা? ৩৩--৪৯। নারদ কহিলেন,—তাঁহাকে দেবপুরে না আনিয়া শঙ্করকে কি বলিব? অতএব হে সুরগণ! আপনারা ব্রহ্মার নিকট আগমন করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন, সুরগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তৎকালে ব্রহ্মপুরে প্রয়াণ করিলেন। হে মুনিবর! তৎকালে ইন্দ্রাদি সুরবরগণের মুখপঙ্কজ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তাঁহারা জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—প্রভো! কি আজ্ঞা করিতেছেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—মহেশ্বরী সতী স্বীয় দেহার্দ্ধভাগে গঙ্গারূপে হিমালয়গৃহে জন্মিয়াছেন। তাঁহার স্থায় উমা দেবীও তথায় জন্মগ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি তাঁহাকে স্বর্গপুরে আনিবার জন্য গমন করিব। তোমাদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ আগমন কর। ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মারুত এবং বুদ্ধিমান্ নারদ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তথেত্যুক্ত্বা যযুর্দেবা ইন্দ্রাদ্যা মুনিপুঙ্গব ।
ব্রহ্মা মহর্ষিণা তেন নারদেন যযৌ দ্রুতম্ ॥ ৫৬
হিমাদ্রিসন্নিধিং গঙ্গাযাচ্ঞাপ্রক্রান্তমানসঃ ।
তদহঃপূর্ব্বরাত্রে তু গঙ্গা গিরিবরং স্বয়ম্ ।
স্বপ্নে প্রাহ মহাদেবী জ্ঞাত্বা দেববিচেষ্টিতম্ ॥
স্বপ্নং দদর্শ গিরিরাট্ রজন্যাঃ শেষ এব হি ॥
শুক্লা ত্রিনয়না কাচিদ্দেবী মকরবাহনা ।
উবাচ প্রমুখে স্থিত্বা পিতস্তে তনয়া হ্যহম্ ॥ ৫৯
যাদ্যা প্রকৃতিরেকৈব সাহং দক্ষপ্রজাপতেঃ ।
পুত্রী সতী পিতুর্যজ্ঞে শিবং ত্যক্তবতী পতিম্
শিবস্তু মদ্বিয়োগার্ত্তঃ কামরূপব্যবস্থিতঃ ।
তপশ্চরতি মাং লব্ধুং পত্নীভাবেন বৈ পুনঃ ॥
ত্বয়াপ্যারাধিতা চাহং পুত্রীভাবেন ভক্তিতঃ ।
তেনাহং ত্বদ্গৃহে জাতা ভাগার্দ্ধেন তু সাম্প্রতম্
ভাগার্দ্ধেনাপরেণাপি ভবিষ্যামি তবাত্মজা ।
মাং নেতুমাগমিষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥
ত্বাং সম্প্রার্থ্য স্বর্গপুরং যাস্যামি সহ তৈঃ সুরৈঃ
লপ্স্যামি চ পতিং শম্ভুং দেবৈর্দত্তং মহাত্মভিঃ
মদর্থং মা শুচ পিতঃ কদাচিদপি মোহতঃ ।
পূর্ব্বমুক্তমতস্তাত মা ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৬৪
ইত্যেবমুক্ত্বা সা স্বপ্নে গঙ্গা শৈলাধিপং মুনে ।
অন্তর্হিতাভবৎ সদ্যঃ শৈল উত্থায় চাবিশৎ ।
চিন্তায়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু মমেয়ং তনয়েতি যঃ ।
মোহ আসীন্মহাবুদ্ধিস্তং তত্যাজ মহাগিরিঃ ॥ ৬৬
অথাযাতাঃ সুরাস্তে তু ব্রহ্মাদ্যা মুনিপুঙ্গব ।
হিমালয়গৃহে গঙ্গাং নেতুকামা মহৌজসঃ ॥ ৬৭
স প্রণম্য গিরিশ্রেষ্ঠস্তানুবাচ মহামতিঃ ।
কথমত্রাগমো দেবাঃ কথয়ধ্বং যথার্থতঃ ॥ ৬৮

দেবা উচুঃ ।

দাতা ত্বং সর্ব্বলোকেষু গীয়সে ভূধরাধিপ ।
ভিক্ষার্থমাগতাঃ স্মোহদ্য তবান্তিকমতো গিরে
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা স্মৃত্বা স্বপ্নকথাং গিরিঃ

আমার সহিত আগমন করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! ইন্দ্রাদি দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া মহর্ষি নারদের সহিত হিমাদ্রিনিকটে গঙ্গাপ্রার্থনার্থ সত্বর গমন করিলেন। সেই দিবসের পূর্ব্বরাত্রে মহাদেবী গঙ্গা দেবগণের কার্য্যকলাপ জানিতে পারিয়া স্বপ্নযোগে হিমালয়কে বলিলেন। ৫০-৫৭। হিমালয় দেখিলেন,—রজনীর শেষ ভাগে এক শুক্লা ত্রিনয়না মকরবাহিনী দেবী তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া বলিতেছেন,—পিতঃ! আমি আপনার তনয়া; যে আদ্যা প্রকৃতি সতী দক্ষপ্রজাপতির পুত্রী, যিনি পিতৃযজ্ঞে গিয়া পতি শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যান; আমিই সেই সতী। শিব আমারই বিয়োগে কামরূপে অবস্থিত। তিনি আমাকে পত্নীভাবে লাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন। আপনিও আমায় পুত্রীভাবে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়াছেন। তাই আমি দেহার্দ্ধ ভাগে ভবদ্গৃহে জন্মিয়াছি। অপর ভাগার্দ্ধেও আপনার পুত্রী হইয়া আমি জন্মগ্রহণ করিব। ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ আমাকে লইবার জন্য আসিবেন। আমি আপনার সম্মতি লইয়া স্বর্গপুরে যাইব এবং দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া শম্ভুকে পতি লাভ করিব। হে পিতঃ! আমার জন্য আপনি স্নেহবশে শোক করিবেন না। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইলাম। অতএব হে তাত! আপনি অতঃপর অনুশোচনা করিবেন না। মুনে! গঙ্গা স্বপ্নে শৈলাধিপতিকে এই কথা কহিয়া সদ্য অন্তর্হিতা হইলেন। শৈলরাজ উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করত এই 'আমার কন্যা' এই বলিয়া তাঁহার যেএকটা মোহ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর ব্রহ্মাদি মহাতেজা সুরগণ গঙ্গাকে লইবার জন্য হিমালয় গৃহে আগমন করিলেন। তখন মহামতি গিরিবর প্রণাম করিয়া দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! কি জন্য আপনারা হেথায় শুভাগমন করিয়াছেন? তাহা বলুন। দেবগণ কহিলেন,—হে ভূধরাধিপ! আপনি সর্ব্বলোকে দাতা বলিয়া কীর্ত্তিত। তাই আমরা আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আগমন

ভাবিতং নারদেনাপি নোবাচ বচনং তদা ॥ ৭০
ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবানাহ গিরিঃ পুনঃ।
ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরা যূয়ং কথং ভিক্ষার্থিনঃ সুরাঃ
কিং প্রদাস্যামি যুষ্মভ্যং তন্মে বদত সাম্প্রতম্
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি যদর্থং সমুপাগতাঃ।
বয়ং দেবাস্তব পুরঃ স্ফুটং বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥
প্রকৃতিঃ পরমা জাতা দক্ষপুত্রী স্বয়ং সতী।
শিবং বৃতবতী সাধ্বী পতিং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥ ৭৪
দক্ষস্তু শিবনিন্দায়াং রতঃ কুমতিরীশ্বরম্।
শিবং দ্বিষন্মহাযজ্ঞমারভদ্গিরিপুঙ্গব।
সর্ব্বানেব সমাহূতো দেবানিন্দ্রপুরোগমান্।
বিষ্ণুং মাঞ্চ মহাযে জ্ঞাদ্বর্জ্জয়িত্বা সতীং বৌ ॥
তেন ক্রুদ্ধা হি দেবী গন্তুং দক্ষপুরং স্বয়ম্।
সমুদ্যতা মহেশেন নিষিদ্ধা বহুধা গিরে ॥ ৭৭
প্রভুত্বাভিমতেনাপি শম্ভুর্জাতাপরাধকঃ।
তেন ক্রুদ্ধা শিবং ত্যক্ত্বা দক্ষগেহং গতা সতী

দক্ষস্তন্মায়য়া মুগ্ধঃ শিবমেব ব্যনিন্দয়ৎ।
তেন তঞ্চ পরিত্যজ্য শিবঞ্চাপ্যপরাধিনম্ ॥ ৭৯
বিমোহ্য মায়য়া দেবী ছায়য়া মৃতরূপয়া।
নিত্যা ব্রহ্মময়ী পূর্ণা স্বয়মন্তর্হিতাভবৎ ॥ ৮০
তেন শোকেন দুঃখার্ত্তঃ শিবস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
তাং ছায়াং শিরসা ধৃত্বা ননর্ত্ত ধরণীতলে ॥ ৮১
তেন নৃত্যেন ভুবনং রসাতলগমোদ্যতম্।
দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং দেবগণা উচু রক্ষ জগত্রয়ম্ ॥ ৮২
ততশ্চক্রেণ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ছায়াসত্যাস্তু তং দেহং প্রচিচ্ছেদ শনৈঃ শনৈঃ
স তদ্দেহবিয়োগেন দুঃখিতঃ পরমেশ্বরঃ।
অদ্যাপি রুষ্ট আস্তেঽস্মান্ প্রতি ভূধরপুঙ্গব ॥
সৈব দাক্ষায়ণী দেবী সাম্প্রতং তব বেশ্মনি।
অংশেন তনয়া জাতা গঙ্গা ত্রিভুবনেশ্বরী ॥ ৮৫
শিবস্য পূর্ব্বপত্নীয়ং শিবমেব হি লপ্স্যতি।
কেবলং রুষ্টচিত্তোঽস্মান্ প্রতি স্বাস্থতি শঙ্করঃ
অতস্ত্বং যদি চাস্মভ্যং কন্যামেনাং প্রযচ্ছসি।

করিয়াছি! দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ, এবং স্বপ্নোক্তি ও নারদোক্তি স্মরণ করিয়া গিরিরাজ প্রথমে কোন কথাই কহিলেন না। পরে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা ত্রৈলোকেশ্বর দেব, আপনারা কেন ভিক্ষার্থী? যাহা হউক, আপনাদিগকে কি প্রদান করিব? তাহা বলুন। ৫৮—৭১। ব্রহ্মা বলিলেন—বৎস! যে জন্য আমরা আসিয়াছি, শ্রবণ কর আমরা তোমার সমক্ষে তাহা স্পষ্টই বলিতেছি, পরমা প্রকৃতি দক্ষপুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। হে গিরিবর! কুমতি দক্ষ শিবনিন্দায় রত হইয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষ বশতঃ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। সে যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত দেব, বিষ্ণু এবং আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। একমাত্র সতী শিবের নিমন্ত্রণ তথায় ছিল না। হে গিরে! তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া দক্ষপুর গমনে সমুদ্যত হন। মহেশ তাঁহাকে বহুবার নিষেধ করেন। শম্ভুর প্রভুত্বাভিমান হইয়াছিল; তাই তাঁহার অপরাধ হয়। তাহাতে সতী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া দক্ষপুরে প্রয়াণ করেন। দক্ষ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শিবের নিন্দা করিতে থাকেন, তাহাতে অপরাধী দক্ষকে এবং শিবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মায়াবশে ছায়া-শবদেহে বিমোহিত করিয়া নিত্যা পূর্ণা ব্রহ্মময়ী স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন। সেই শোকে ত্রিভুবনপতি শিব দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই ছায়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ধরণীতলে নৃত্য করিতে থাকেন। সেই নর্ত্তনে ত্রিভুবন রসাতলোদ্যত হয়। তদ্দর্শনে দেবগণ বিষ্ণুকে ত্রিজগৎ রক্ষা করিতে বলেন। পরম পুরুষ ভগবান বিষ্ণু তখন চক্র দ্বারা সেই ছায়াসতীর দেহ খণ্ডখণ্ডাকারে ছেদন করেন। পরমেশ্বর শিব সতীদেহবিয়োগে দুঃখিত হইয়া অদ্যাপি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া আছেন। হে গিরিবর! সেই দাক্ষায়ণী দেবীই অংশতঃ ত্রিভুবনপাবনী গঙ্গারূপে তোমার গৃহে জন্মিয়াছেন। ইনি শিবের পূর্ব্বপত্নী শিবকেই প্রাপ্ত হইবেন। শিব কেবল আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া রহিবেন। অতএব যদি তুমি আমাদিগকে, এই

তদা স্বর্গপুরং নীত্বা মহোৎসাহপুরঃসরম্ ॥ ৮৭
মহেশায় সমর্প্যৈব প্রাপ্স্যামো নির্বৃতিং পরাম্
সা দেবী পূর্ণভাবেন ভবিষ্যত্যপরা সুতা ॥ ৮৮
তাং ত্বমেব মহেশায় সম্প্রদাস্যসি সাদরঃ।
এনাং দেহি বয়ং নীত্বা দদামঃ শম্ভবে গিরে।

হিমালয় উবাচ।

কন্যায়া ন পিতুর্গেহে স্থিতির্ভবতি শাশ্বতী।
পরার্থা হি ভবেৎ কন্যা ন স্বকীয়া কদাচন ॥৯০
জানাম্যেবং বহুবিধং তথাপি মম চেতসি।
গঙ্গাবিরহজং দুঃখং দুঃসহং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯১

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমুক্তা গিরিশ্রেষ্ঠঃ সাশ্রুপূর্ণবিলোচনঃ।
রুরোদ বহুধা গঙ্গাং ক্রোড়ে কৃত্বা মহামতিঃ ॥
গঙ্গা প্রাহ পিতস্ত্বন্তু ত্যজ শোকং কৃতে মম।
প্রেষয় ব্রহ্মণেঽস্মৈ চ যাস্যে স্বর্গন্তু সাম্প্রতম্ ॥
নাহং তব স্থিদূরস্থা ন মে দূরস্থিতো ভবান্।
ত্বং ভক্তো ভক্তিগম্যাহং সদৈব নিকটস্থিতা ॥

এবমুক্তা তু পিতরং প্রণম্য গিরিনন্দিনী
ব্রহ্মণো নিকটং প্রায়াদগত্বং ভূতপতিং পতিম্

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো ব্রহ্মা গিরীন্দ্রাস্যমতে গঙ্গাং মহামুনে।
কমণ্ডলৌ সমাধায় প্রায়াৎ স্বর্গপুরং দ্রুতম্ ॥১
অথ মেনা সমাগত্য গিরীন্দ্রস্যান্তিকং তদা।
অদৃষ্ট্বা তনয়াং বাচমুবাচ গিরিপুঙ্গবম্ ॥ ২

মেনোবাচ।

ক্ব গতা মে সুতা রাজন্ গঙ্গা প্রাণসমা প্রভো
সংস্থিতা তব চাঙ্কে সা কেন নীতা বদ দ্রুতম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সাশ্রুপরীতাক্ষঃ প্রাহ তস্যৈ হিমালয়ঃ।
গঙ্গায়া গমনং স্বর্গে যাচ্ঞাং চ ব্রহ্মণোঽপি চ ॥
তচ্ছ্রুত্বা তু মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গাবিচ্ছেদদুঃখিতা।

কন্যা অর্পণ কর, তাহা হইলে ইহাকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া মহোৎসব সহকারে মহেশকে সম্প্রদান করত আমরা পরম নির্বৃত হইতে পারি। সতীদেবী পূর্ণরূপে তোমার অন্য কন্যা হইয়া জন্মিবেন, তাঁহাকে তুমি সাদরে মহেশের করে সম্প্রদান করিবে। হে গিরে! তোমার এই বর্ত্তমান কন্যাকে আমাদের হস্তে অর্পণ কর। আমরা লইয়া গিয়া শম্ভুকে সম্প্রদান করি।৭২-৮৯। হিমালয় কহিলেন,—পিতৃগৃহে কন্যার নিত্য স্থিতি নাই। কন্যা পরমার্থতঃ পিতার নিজস্ব নহে। আমি এরূপ বহুবিধ প্রবোধবচন জানি; তথাচ আমার চিত্ত গঙ্গাবিরহজাত দুঃসহদুঃখ হইবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—গিরিশ্রেষ্ঠ এই বলিয়া সাশ্রুনেত্রে গঙ্গাকে ক্রোড়ে লইয়া বারবার রোদন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা বলিলেন,—পিতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত শোক করিবেন না। আমাকে ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করুন। আমি স্বর্গপুরে গমন করিব। আপনার আমি দূরস্থা নহি, আপনিও আমার দূরস্থ নহেন। আপনি ভক্ত, আমি ভক্তিগম্যা, সুতরাং সদাই আপনার নিকটস্থিতা। গিরিনন্দিনী গঙ্গা পিতাকে এই বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক ভূতপতিকে পতিলাভার্থ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ৯০—৯৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে! অনন্তর গিরীন্দ্রের মতানুসারে ব্রহ্মা গঙ্গাকে কমণ্ডলু মধ্যে লইয়া সত্বর স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন। অতঃপর মেনকা গিরীন্দ্রসমীপে আসিয়া কন্যাকে না দেখিয়া তৎকালে গিরিবরকে বলিলেন,—প্রভো! আমার প্রাণসমা গঙ্গা কোথায় গেল? সে তোমার অঙ্কে ছিল, কে তাহাকে লইয়া গেল; সত্বর বল। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সাশ্রুনেত্র হিমালয় মেনকাকে গঙ্গার স্বর্গগমন ও ব্রহ্মার প্রার্থনার কথা কহিলেন। হে মুনিবর! গিরিরাজপত্নী মেনকা তৎশ্রবণে গঙ্গাবিচ্ছেদদুঃখে দুঃখিতা হইয়া

রুরোদ গিরিরাজস্য পত্নী মেনাতিবিস্তরম্॥ ৫
ততস্তাং সান্ত্বয়ামাস গিরীন্দ্রো জ্ঞানিনাং বরঃ।
শ্রাবয়ন্ ভাষিতং সর্ব্বং গঙ্গায়াঃ স্বয়মেব হি॥ ৬
ততঃ সা তনয়াং রোষাচ্ছশাপ হিমগেহিনী।
অসম্ভাষ্য গতাং স্বর্গং গঙ্গাং প্রাণসমামপি॥ ৭
মাতরং মামসম্ভাষ্য গতা যস্মাত্রিপিষ্টপম্।
ততো দ্রবময়ী ভূত্বা পুনরেহি ধরাতলম্॥ ৮
এবং কৃত্বাভিশাপন্তু মেনা হিমবতোঽঙ্গনা।
প্রবিবেশ গৃহং দেবী গিরিরাজোঽপি নারদ॥
অথ স্বর্গপুরে দেবা গঙ্গাং নীত্বা সমুৎসুকাঃ।
অকার্ষুর্ম্মঙ্গলং তস্য বিবাহার্থং মহামতে॥ ১০
নারদং প্রেরয়ামাস ব্রহ্মা হৃষ্টমনাস্তদা।
কামরূপং মহাপীঠং শম্ভুমানেতুমাদরাৎ॥ ১১
ততঃ স নারদো গত্বা কামরূপে মহেশ্বরম্।
দদর্শ ধ্যানসন্নিষ্ঠং যোগচিন্তাপরায়ণম্॥ ১২
নিবৃত্তেন্দ্রিয়কার্য্যৌঘং মহাযোগবিচেতনম্।
মধ্যাহ্নার্কসমূহাভং স্ফুরদিন্দুকলোজ্জ্বলম্॥ ১৩

এবং বিলোক্য দেবেশং নারদস্তত্র সংস্থিতঃ।
চিন্তয়ামাস ভীতাত্মা ধ্যানভঙ্গে মহেশিতুঃ॥
যদ্যেনং কথয়ে দেব্যাঃ সত্যা হিমবতো গৃহে।
জন্মাভূদিতি তত্তস্য ধ্যানভঙ্গো ভবিষ্যতি॥
ন চেদ্বদামি তদ্ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞোঽহন্দ্য ভবামি চ
কিংবা শ্রুত্বা সতী দেব্যাঃ পুনর্জ্জন্ম মহেশ্বরঃ॥
তুষ্ট্যা পরময়া যুক্তো ময়ি প্রীতো ভবিষ্যতি॥ ১৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য শনকৈঃ শম্ভোরন্তিকমেত্য বৈ।
উবাচ নারদো দেবং যোগব্যাসক্তমানসম্॥ ১৮

নারদ উবাচ।

দেবদেব নমস্তে ত্বাং নারদোঽহং জগদ্গুরো
যস্তে সতীং সমন্বেষ্টুং প্রত্যুদ্যাতস্তবান্তিকাৎ॥
জাতা তব সতী ভূয়স্ত্বামিচ্ছন্তী পতিং প্রভো।
তাং গ্রহীতুং সমাগচ্ছ ত্যজ যোগবিচিন্তনম্॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মহাদেবো ধ্যানং ত্যক্ত্বা তদৈব হি
ক্ক মে সতী সতীত্যেবমুক্ত্বা তস্থৌ মহামুনে॥
ততস্তং প্রাহ দেবর্ষির্জ্জাতা হিমবতঃ সুতা।

বিস্তর রোদন করিলেন। তখন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গিরিবর তাঁহাকে স্বয়ং গঙ্গাকথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনন্তর হিমগেহিনী মেনকা গঙ্গা প্রাণসমা হইলেও তাঁহাকে না বলিয়া স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। বলিলেন,—আমি মাতা, আমাকে না বলিয়া গঙ্গা এ স্থান হইতে স্বর্গে গিয়াছিস্। অতএব দ্রবময়ী হইয়া পুনরায় তোকে ধরাতলে আসিতে হইবে। হে নারদ! হিমালয়গৃহিণী মেনা এই বলিয়া গঙ্গাকে অভিশাপ দিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন, গিরিরাজও গৃহে গেলেন। এ দিকে দেবগণ গঙ্গাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহার বিবাহার্থ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। ১-১০। তখন ব্রহ্মা সাদরে শম্ভুকে আনিবার জন্য মহাপীঠ কামরূপে নারদকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর নারদ কামরূপে গিয়া দেখিলেন,—মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন যোগচিন্তানিরত, নিশ্চলেন্দ্রিয়, মহাযোগে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত; মধ্যাহ্নার্কসমূহসমপ্রভ এবং স্ফুরচ্চন্দ্রকলায় সমুজ্জ্বল। নারদ দেবদেবকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গের বিষয় সভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—সতী দেবীর হিমালয়গৃহে জন্ম হইয়াছে, এই কথা যদি ইহাঁকে বলি, তাহা হইলে ইহার ধ্যান ভঙ্গ হইতে পারে। আর যদি তাহা না বলি, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবে। কিম্বা মহেশ্বর সতীদেবীর পুনর্জ্জন্ম-সংবাদ শুনিয়া মৎপ্রতি পরিতুষ্টও হইতে পারেন। নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে যোগাসক্তচিত্ত শম্ভুর সমীপে আগমন করিলেন। নারদ কহিলেন,—হে জগদ্গুরো! হে দেবদেব! আমি নারদ, নমস্কার করি। সতীর অন্বেষণার্থ আমি আপনার নিকট হইতে গিয়াছিলাম। হে প্রভো! জানিবেন—সতী জন্মিয়াছেন। আপনাকে তিনি পতি কামনা করিতেছেন। আপনি যোগ পরিত্যাগ করুন, সতীকে গ্রহণ করিতে সমাগত হউন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে! মহাদেব এই কথা শুনিয়া

অংশেন সা সতীদেবী গঙ্গানাম্নী সুলোচনা ॥২২
তাং ব্রহ্মা তু সমানীয় স্বর্গে সর্ব্বসুরৈঃ সহ।
তুভ্যং দাতুমনা স্তুত্বা প্রেষয়ামাস মাং বিভো ॥
ত্বমেহি পরিগৃহ্ণীষ পত্নীং তে চারুরূপিণীম্।
অনুগৃহ্ণীষ দেবাংশ্চেত্যেবমাহ পিতা মম।
তচ্ছ্রুত্বা তু স দেবেশঃ প্রহৃষ্টাত্মা মহামুনিম্।
আলিঙ্গ্য প্রযযৌ স্বর্গপুরং তেন সহ দ্রুতম্ ॥২৫
আগতং বীক্ষ্য দেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
অভ্যর্চ্চ্য বিধিবত্রম্যে হ্যাসনে সন্ন্যবেশয়েৎ ॥
ততঃ সর্ব্বসুরৈঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মা গঙ্গাং হিমাদ্রিজাম্
মহোৎসবং প্রকৃত্যৈব শম্ভবে দত্তবান্মুনে ॥ ২৭
প্রসন্নাশ্চাভবন্ দেবাঃ প্রসন্নশ্চ সদাশিবঃ।
প্রাপ্য দেবীং ত্রিপথগাং সত্যংশেন সমুদ্ভবাম্
ততস্তাঞ্চ সমাদায় গন্তুকামং মহেশ্বরম্।
বিধিঃ প্রাহ কিয়ৎকালং রক্ষ গঙ্গাং মমালয়ে ॥
অতীব জায়তে স্নেহঃ সুতাবৎ পরিপালনাৎ।
তচ্ছ্রুত্বাপি মহাদেবো ন তাং তত্র হিমাদ্রিজাম্
অরক্ষীৎ সমুপাদায় প্রয়াতুং মন আদধে।
তদা বীক্ষ্য বিধাতারং সাশ্রুপূর্ণেক্ষণং মুনে ॥
গঙ্গা প্রাহ মহাদেবী বচনং ভক্তবৎসলা ॥ ৩২

গঙ্গোবাচ।

বিধে ত্বং সমুপাদায় কমণ্ডল্বন্তরে যদা।
মাং স্বর্গে সমুপানীতস্তত্র দেবীক্ষ তত্র বৈ ॥ ৩৩
কমণ্ডলৌ স্বয়ং বাসঃ কল্পিতো নূনমাত্মনঃ।
সাহং যথা মহাদেবসহিতা যামি বা প্রভো ॥৩৪
তথা কমণ্ডলৌ ত্বেহপি স্থিতাহং পশ্য মাং বিধে

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ কমণ্ডলৌ ব্রহ্মাপশ্যত্তাং চারুরূপিণীম্।
স্থিতামংশেন ত্রৈলোক্যপাবনীং শিবগেহিনীম্
মহেশস্তাং প্রগৃহ্যৈব ততঃ প্রায়াম্মহামতে।
কৈলাসং প্রসন্নাত্মা সমস্তৈঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥৩৭
স্থিতা কমণ্ডলৌ যা তু সৈব দ্রবময়ং হরিম্।

ধ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় আমার সতী? কোথায় সতী? এই বলিয়া উত্থিত হইলেন। অনন্তর দেবর্ষি বলিলেন,—সতীঅংশক্রমে হিমালয়সুতা গঙ্গা নামে জন্মিয়াছেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আনিয়া সমস্ত দেব সহ এক যোগে আপনার হস্তে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে আমায় এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি আপনার সেই চারুরূপিণী পত্নীকে গ্রহণ করুন। দেবগণ আপনার অনুগ্রহভাজন হউন। পিতা আমায় এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। তৎশ্রবণে দেবদেব প্রহৃষ্টচিত্তে নারদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন। ১১—১৫। পিতামহ ব্রহ্মা দেবদেবকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি রম্যাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। হে মুনে! অনন্তর সুরগণসহ ব্রহ্মা মহোৎসব করিয়া হিমালয়াত্মজা গঙ্গাকে শম্ভুর করে অর্পণ করিলেন। এই ব্যাপারে দেবগণ প্রসন্ন হইলেন। সদাশিব সতীর অংশজাতা দেবী ত্রিপথগামিনীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর মহেশ্বর গঙ্গাকে লইয়া যাইতে সমুদ্যত হইলে বিধি কে বলিলেন,—কিয়ৎকাল গঙ্গাকে আমার আলয়ে রাখুন। কন্যাবৎ পরিপালনে আমার ইহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে। মহাদেব ঐ কথা শুনিয়াও তাঁহাকে তথায় রাখিলেন না, তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবারই মনন করিলেন। হে মুনে! তৎকালে বিধাতাকে সাশ্রুনেত্র দেখিয়া মহাদেবী ভক্তবৎসলা গঙ্গা বলিলেন—হে বিধে! আপনি আমাকে কমণ্ডলুর মধ্যে করিয়া স্বর্গে যখন আনয়ন করিয়াছেন, তখন তাহাতেই আমার বাস হইয়াছে। আপনার কমণ্ডলুর মধ্যেই আমি আমার আত্মার অবস্থিতি কল্পনা করিয়াছি। সুতরাং হে প্রভো! আমি মহাদেব সহ যেখানেই যাই, আপনার কমণ্ডলুমধ্যে আমার যেমন অবস্থান, তেমনই অবস্থান দেখিবেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন—অনন্তর ব্রহ্মা সেই ত্রিলোকপাবনী চারুহাসিনী শিবগৃহিণী গঙ্গাকে কমণ্ডলু মধ্যে অবস্থিতা দেখিলেন। হে মহামতে! তখন মহেশ তাঁহাকে লইয়া প্রমথগণসহ প্রসন্নচিত্তে কৈলাসে গেলেন। যিনি কমণ্ডলু মধ্যে রহিলেন, তিনি হরিকে

প্রাপ্য দ্রবময়ী ভূত্বা বসুধায়াপি চাগমৎ।
স্বর্গে রম্যনদীরূপা সমুপাগত্য ভূতলম্॥
উদ্ধৃত্য সাগরং বংশং প্রাপ্য সাগরমম্বুধিম্॥৩৯
পাতালং প্রাপ লোকানাং পরিত্রাণায় নারদ॥
এবং হিমগিরেঃ পুত্রী ভূত্বাংশেন সতী মুনে॥৪০
পতিমাপ মহাদেবং প্রসন্না জগদম্বিকা।
অপরাপি মুনিশ্রেষ্ঠ ততস্তস্য সুতাং স্বয়ম্।
সম্ভূয়াপি চ পূর্বৈব পতিমাপ চ শঙ্করম্॥৪১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
শ্রুতং দেব মহেশান যথা সা পরমেশ্বরী।
বভূব মেনকা-গর্ভে পূর্ণভাবেন পার্ব্বতী॥১
শ্রুতং বহু-পুরাণেষু জ্ঞায়তেঽপি চ যদ্যপি।
জন্মকর্ম্মাদিকং তস্যাস্তথাপি পরমেশ্বর॥২

শ্রোতুং ত্বন্মুখাতে ভূয়ঃ তত্ত্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ।
তদদ্য মহাদেব বিস্তরেণ মহামতে॥৩

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনয়াপি চ।
মহোগ্রতপসা পুত্রীভাবেন মুনিপুঙ্গব॥৪
প্রার্থিতা চ মহেশেন সতীবিরহদুঃখিনা।
প্রযযৌ মেনকাগর্ভে পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ম্॥৫
ততঃ শুভে দিনে মেনা রাজীব-সদৃশাননাম্।
সুষুবে তনয়াং দেবীং সুপ্রভাং জগদম্বিকাম্
ততোঽভবৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সর্ব্বতো মুনিপুঙ্গব।
পুণ্যগন্ধো ববৌ বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ॥
অথাদ্রিরাজঃ শ্রুতবান্ পুত্রীং জাতাংশুভাননাম্
তরুণাদিত্যকোট্যাভাং ত্রিনেত্রাং দিব্যরূপিণীম্
অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
মেনে তাং প্রকৃতিং সূক্ষ্মামাদ্যাংজাতাংস্বলীলয়া

পাইয়া দ্রবময়ীরূপে বসুধায় আগমন করেন। হে নারদ! গঙ্গা স্বর্গে রম্য নদীরূপে সমাগত হইয়া ভূতলে প্রবেশপূর্ব্বক সগর-বংশের উদ্ধার সাধনান্তে লোকসমূহের পরিত্রাণের জন্য পাতালে উপস্থিত হন। হে মুনে। জগদম্বিকা সতী এইরূপে অংশ-ক্রমে হিমগিরিসুতা হইয়া মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মুনিবর! সতী দেবী পূর্ণরূপে হিমালয়ের অন্য কন্যা হইয়া হরকেই পতি প্রাপ্ত হন। ২৬—৪১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে দেবদেব মহেশ্বর! আমি অনেক পুরাণেই পার্ব্বতীর জন্ম ও আচরণাদির কথা শুনিয়াছি, নিজেও কিছু কিছু জানি বটে, কিন্তু হে পরমেশ্বর। আপনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ; সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী, যেরূপে পূর্ণভাবে মেনকাগর্ভে পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আপনার নিকট একবার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; হে মহামতি মহাদেব! সবিস্তারে তাহা কীর্ত্তন করুন। ১—৩। মহাদেব বলি-লেন,—মুনিবর! গিরিরাজ হিমালয় এবং তদীয় পত্নী মেনকা—অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ত্রিলোক-জননী ব্রহ্মময়ী সনাতনী দুর্গার নিকট প্রার্থনা করেন, “তিনি যেন তাঁহাদিগের কন্যা হন, সতীবিরহে দুঃখিত-চিত্ত আমি মহেশ্বরও তাঁহাকে পুনরায় পাই-বার জন্য প্রার্থনা করি,—আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পূর্ণব্রহ্মময়ী ভগবতী স্বয়ং মেনকা-গর্ভে অবতীর্ণা হইলেন। ৪। ৫। কিছুদিন পরে মেনকা, সেই কমলাননা সুপ্রভা জগ-দম্বা দেবীকে কন্যারূপে প্রসব করিলেন। ৬। মুনিবর! তখন চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, সুগন্ধ গন্ধবহ মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল; দশদিক্ প্রসন্ন হইল। ৭। অনন্তর গিরিরাজ শুনিলেন, তাঁহার একটী সুন্দর-বদনা দিব্যরূপা কন্যা জন্মিয়াছে, কন্যাটির তিনটী চক্ষু, অচিরোদিত কোটি সূর্য্যের ন্যায় আভা, আয়ত লোচন, আটখানি হস্ত, আর

তদা হৃষ্টমনা ভূত্বা বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বহু।
ধনং বাসাংসি চ মুনে দোগ্ধ্রীর্গাশ্চ সহস্রশঃ।
দ্রষ্টুং প্রতিযযৌ তাঞ্চ বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ॥১০
ততস্তমাগতং জ্ঞাত্বা গিরীন্দ্রং মেনকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজন্ রাজীব-লোচনাম্‌
আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূতহিতায় চ॥১১
ততঃসোঽপিনিরীক্ষ্যৈমাংজ্ঞাত্বাতাংজগদম্বিকাম্‌
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ।
প্রোবাচ বচনং দেবীংভক্ত্যা গদ্গদয়াগিরা॥
হিমালয় উবাচ।
কা ত্বং মাতর্বিশালাক্ষি চিত্ররূপা সুলক্ষণা।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাম্‌॥
দেব্যুবাচ।
জানীহি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বরকৃতাশ্রয়াম্‌।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানমূর্ত্তিং সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকাম্‌।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাম্‌॥
অহং সর্ব্বান্তরস্থা চ সংসারার্ণবতারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতি চ॥১৫
যুবয়োস্তপসা তুষ্টা পুত্রীভাবেন ভাবিতা।
জাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব॥১৬
হিমালয় উবাচ। মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মম সুতা জাতাসি নিত্যাপি যৎ, ভাগ্যং মে বহুজন্মজন্মজনিতং তেনৈব মন্যে মহৎ। দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎপরতরাং মূর্ত্তিং তবাম্বামপি, মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥১৭॥ দেব্যুবাচ। দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্‌। ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ॥১৮
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞানমুত্তমম্‌।
স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা॥১৯
শশিকোটিপ্রভং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্‌।

অর্দ্ধচন্দ্র তাঁহার শিরোভূষণ;—শুনিয়াই বুঝিলেন, কারণরূপা আদ্যা শক্তিই নিজ লীলাবশে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ৮। ৯। হে মুনে! তখন হিমালয়, হৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন, বস্ত্র এবং সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিলেন। অনন্তর বন্ধুগণ-পরিবৃত হইয়া কন্যা দর্শনার্থ সত্বর গমন করিলেন। ১০। তখন মেনকা, গিরিরাজ তথায় আসিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন;—রাজন্! এই কমলনয়না কন্যাকে অবলোকন কর; ইনি আমাদিগের তপস্যার প্রভাবে এবং নিখিল জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণা হইয়াছেন। ১১। অনন্তর হিমালয়, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া এবং জগদম্বা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ভক্তিগদ্গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন;—মা বিশালাক্ষি! দেখিতেছি তুমি বিচিত্ররূপা এবং সুলক্ষণসম্পন্না; বৎসে! তোমাকে জানিনা, তুমি কে মা?—যথার্থ বল। ১২। ১৩। দেবী বলিলেন;—আমাকে মহেশ্বরী মহাশক্তি বলিয়া জানিও, আমি নিত্যজ্ঞানময়ী নিত্যৈশ্বর্য্যশালিনী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্রী সর্ব্বপ্রবর্ত্তিনী জগদম্বা। ১৪। আমি সকলের অন্তর্যামিনী, সংসার-সমুদ্র-নিস্তারিণী, নিত্যানন্দময়ী, নিত্যা, ঈশ্বরী, ব্রহ্মময়ী; তোমরা উভয়ে আমাকে কন্যারূপে কামনা করত তপস্যা করিয়াছিলে,—পিতঃ! আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার বহুভাগ্যফলে তোমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছি। ১৫। ১৬। হিমালয় বলিলেন,—মা! তুমি নিত্য (জন্ম মৃত্যুরহিতা) হইয়াও যে আমার প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক আমার গৃহে আমার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার জন্ম-জন্মার্জ্জিত বহুসৌভাগ্য বোধ হইতেছে। আমি এ—রূপ ত তোমার দেখিলাম, এখন হে বিশ্বেশ্বরি! কৃপা করিয়া তোমার সেই পরাৎপরতরা মাহেশ্বরী মূর্ত্তি সত্বর অবলোকন করাও; মা! তোমাকে নমস্কার। ১৭। দেবী বলিলেন;—পিতঃ! তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, আমার শিবমূর্ত্তি অবলোকন কর; নিজমনের সন্দেহ মিটাও; আমাকে সর্ব্বদেবময়ী বলিয়া বোধ কর। ১৮। মহাদেব বলিলেন;—ব্রহ্মময়ী গিরিরাজকে এই কথা বলিয়া উত্তম দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক আপনার দিব্য মহেশ্বর-মূর্ত্তি তাঁহাকে দেখা

ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ জটামণ্ডিতমস্তকম্ । ২০
ভয়ানকং ঘোররূপং কালানলসহস্রভম্ ।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ।
দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধরং নাগেন্দ্রকৃতভূষণম্ ॥ ২১
এবং বিলোক্য তদ্রূপং বিস্মিতো হিমবান্ পুনঃ
প্রোবাচ বচনং মাতা রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥ ২২
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ ।
রূপমন্যন্মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী ॥ ২৩
শরচ্চন্দ্রনিভং চারুমুকুটোজ্জ্বলমস্তকম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং নেত্রত্রয়োজ্জ্বলম্ ॥ ২৪
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
যোগীন্দ্রবৃন্দসংবন্দ্যসুচারুচরণাম্বুজম্ ॥ ২৫
সর্ব্বতঃপাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
দৃষ্ট্বা তদেতৎ পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্ ।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্লমানসঃ ॥ ২৬

লেন, হিমালয় দেখিলেন,—কোটি শশধরের ন্যায় শরীরের বর্ণ, মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র শিরোভূষণ, হস্তে বর ও ত্রিশূল, মস্তকে জটাজুট; দেখিলেন, তাঁর সহস্র কালানল সদৃশ বিকট জ্যোতি পাঁচটী মুখ, তিনটী চক্ষু, সর্পের যজ্ঞোপবীত; দেখিলেন, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অঙ্গে মহাসর্পসংহতির অলঙ্কার। সেই ঘোরতর ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গিরিরাজ সবিস্ময়ে তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন;—মা! অন্য মূর্ত্তি—অবলোকন করাও। ১৯—২২। মুনিবর! তখন সনাতনী বিশ্বরূপা দুর্গা সেই রূপ সম্বরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রূপান্তর প্রদর্শন করিলেন। ২৩। হিমালয় দেখিলেন, সে মূর্ত্তির প্রভা শারদ শশাঙ্কের ন্যায়, মস্তকে মনোহর উজ্জ্বল মুকুট, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, হস্তে—শঙ্খ-চক্র, গদা-পদ্ম, পরিধান দিব্য বস্ত্র, গলদেশে দিব্যমাল্য, অঙ্গে দিব্যগন্ধ অনুলেপন; যোগিশ্রেষ্ঠগণ, তদীয় সুচারু চরণকমলদ্বয় বন্দনা করিতেছেন, আর দেখিলেন; তাঁহার কর—চরণ সর্ব্বত্র; চক্ষু—মুখ,—মস্তক সর্ব্বত্র;—গিরিরাজ সেই পরমোত্তম ঐশ্বর বিরাটমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া

হিমালয় উবাচ ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্ ।
বিস্মিতোঽস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥
ত্বং যস্য স হ্যশোচ্যোঽপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি ।
অনুগৃহ্নীষ্ব মাতর্মাং কৃপয়া তে নমো নমঃ ॥ ২৮

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা শৈলরাজেন পার্ব্বতী
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে ॥ ২৯
নীলোৎপলদলশ্যামং বনমালাবিভূষিতম্ ।
ত্রিনেত্রং দ্বিভুজং রক্তপঙ্কেরুহপদাম্বুজম্ ॥ ৩০
ঈষৎসহাস্যবদনং দিব্যলক্ষণলক্ষিতম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৩১
এবং বিলোক্য তদ্রূপং শৈলানামধিপস্ততঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিত্বা মহাহর্ষেণ সংযুতঃ ॥ ৩২
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্

হিমালয় উবাচ । মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে, ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে। ত্বং

বিস্ময়-প্রফুল্ল চিত্তে তনয়াকে বলিলেন,—মা! তোমার এই পরমোৎকৃষ্ট বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেছি; অন্য রূপ দর্শন করাও। ২৪—২৭। পরমেশ্বরি! তুমি যাহার প্রতি প্রসন্না, তাহার জন্য কাহাকেও দুঃখ করিতে হয় না, এবং সে ব্যক্তি ধন্য; মা! দয়া করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার। ২৮। মহাদেব বলিলেন,—পিতা গিরিরাজ, এই কথা বলিলে, পার্ব্বতী সে—রূপও সম্বরণ করিয়া অন্য দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ২৯। শৈলাধিপতি দেখিলেন, নীলোৎপল-দল-শ্যামল বনমালা-ভূষিত, রত্নভূষণে অলঙ্কৃত, ত্রিনেত্র, দ্বিভুজ, দিব্য-লক্ষণাক্রান্ত, মনোহরমূর্ত্তি; দেখিলেন, তাঁহার চরণযুগল রক্ত-পদ্ম-সন্নিভ, বদনে ঈষৎ হাস্য, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-অনুলেপন। ইহা দেখিয়া হিমালয় মহা আনন্দে কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।—মা! সর্ব্বময়ি! পরাৎপরে! বিশ্বেশ্বরি! প্রসন্না হও, মা!—

বিষ্ণুর্গিরিশস্ত্বমেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃ পরা, কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া ॥ ৩৪ ॥ ত্বং স্বাহাখিল-দেবতৃপ্তিজনিকা স্বধৈব পিতৃণামপি, তৃপ্তে-র্হেতুরসি স্বধা চ জননি ত্বং দেবদেবাম্বিকা। হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা, ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৫ ॥ রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্‌যোগিনো বিদ্যয়া, শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং শান্তং সুতৃপ্তং তব। বাচাং দুর্বিষয়ং মনোঽতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে, ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥ ৩৬ ॥ উদ্যৎসূর্য্যসহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া, দেবীমষ্টভুজাং বিশাল-নয়নাং বালেন্দুমৌলিং শুভাম্। উদ্যৎ-কোটিশশাঙ্ককান্তিমমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাম্, ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে ॥ ৩৭ ॥ রূপং তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলম্, ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্। চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে, ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে ॥ ৩৮ ॥ রূপং শারদচন্দ্র-কোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনম্, দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্ : দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈর্যুতমহং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ, পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিল-ব্রহ্মাদিদেবস্তুতে ॥ ৩৯ ॥ রূপং তে নবনীর-দদ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলম্, কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্। বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিকসিতোরস্কং জগত্তারিণি, ভক্ত্যাহং প্রণতোঽস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বাশ্রয়ে! তুমিই সব; শিবে! জগতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই; তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবার তুমিই আদ্যাশক্তি। হে অচিন্ত্য-চরিতে! তোমার চরিত্র ব্রহ্মাদিরও অজ্ঞেয়; আমি বর্ণন করিব কি!৩০—৩৪। মা! তুমি সকল দেবগণের তৃপ্তিবিধায়িনী স্বাহা, তুমিই আবার পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন স্বধা; জননি! তুমি দেবগণের দেবতা, তুমি হব্য (দেবভোজ্য), কব্য (পিতৃভোজ্য); তুমি নিয়ম, যজ্ঞ, দক্ষিণা। হে নিখিলফল-দায়িনি! স্বর্গাদিরূপ ফলও তুমি; বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। ৩৫। শিবে! যোগিগণ, তত্ত্বজ্ঞানবলে যে পরাৎপরতর সূক্ষ্মতম পরম শান্ত সুতৃপ্ত শুদ্ধরূপ অবগত হন, সেই অবাঙ্মনস-গোচর ত্রৈলোক্যের বীজভূত ব্রহ্মময় রূপ—তোমারই। দেবি! বরদে! আমি ভক্তিসহকারে তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর। মা! নবোদিত সহস্র দিনকরের ন্যায় তোমার উজ্জ্বল জ্যোতি, নয়নত্রয় আয়ত, শশিকলা তোমার শিরোভূষণ, অচিরোদিত কোটি শশধরের ন্যায় তোমার সুনির্মল-কান্তি। দেবি! ক্ষেমঙ্করি! শিবে! তুমি এইরূপ রূপ-সম্পন্ন অষ্টভুজা বালিকামূর্ত্তিতে লীলাবশে স্বয়ং আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছ; মা জগদম্বে! ভক্তিসহকারে তোমাকে প্রণাম করি। দেবি! অম্বিকে! প্রসন্না হও। হে শরণ্যে! শিবে! তোমার সেই রজত-গিরি-সন্নিভ, মহাসর্পভূষণে সাতিশয় সমুজ্জ্বল, পঞ্চ-বদনকমলে পরিশোভিত, ভীষণ নয়নত্রয়ে সমুদ্ভাসিত, শশিকলাশেখর, জটাজুট-ধারী মহেশ্বর-মূর্ত্তিকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি। মা! জগদম্বে! প্রসন্না হও। হে ব্রহ্মাদি-সকল-দেবগণ-বন্দিতে! শিবে! আমি তোমার দিব্যবস্ত্র-পরিধান দিব্যভূষণ-ভূষিত চতুর্ভুজ বিশ্ব-বিমোহন কমনীয়কান্তি কোটি শারদ-শশধর-সদৃশ সুশোভন বিষ্ণু-মূর্ত্তির চরণ-কমল ভক্তিভাবে বন্দনা করিতেছি; মাগো! প্রসন্না হও। নব-নীরদ-শ্যামল-বর্ণ, ফুল্লনলিনাভনয়ন, ভুবনমোহন-কান্তি, সস্মিত-বদন, রত্নময়-কেয়ূরে ভূষিত, বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান-সুচারু বনমালা—দেবি! জগত্তারিণি! আমি, ভক্তিভাবে

মাতঃ কঃ পরিবর্ণয়িতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বা-
ত্মকং, শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগৈর্দেবো-
ঽথবা মানুষঃ। কোঽহং স্বল্পমতিস্ত্রবীমি
করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ, নো মাং মোহয়
মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ৪১॥
অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যত্ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা॥ ৪২
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽস্মি মাতস্ত্বং নিজলীলয়া
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ
কিং ব্রূমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাভবত্তব॥ ৪৪
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং গিরীন্দ্রতনয়া গিরিরাজেন সংস্তুতা।
বভূব সহসা চারুরূপিণী পূর্ব্ববন্মুনে॥ ৪৫
মেনকাপি বিলোক্যৈবং বিস্মিতা ভক্তিসংযুতা
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥৪৬

মেনকোবাচ।
মাতঃ স্তুতিং ন জানামি ভক্তিং বা জগদম্বিকে
তথাপ্যহমনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজগুণেন হি॥ ৪৭
ত্বয়া জগদিদং সর্ব্বং সৃষ্টং তে জগদম্বিকে।
ত্বং মজ্জঠরসম্ভূতা ইতি লোকবিড়ম্বনম্॥ ৪৮
দেব্যুবাচ।
শুভাশুভানাং ফলদা কর্ম্মণাং মাতরস্ম্যহম্।
যাদৃশং কর্ম্ম যঃ প্রাপ্তি তস্মৈ তাদৃক্ফলপ্রদা॥৪৯
ত্বয়া মাতস্তথা পিত্রাপ্যনেনারাধিতা হ্যহম্।
মহোগ্রতপসা পুত্রীং লব্ধুং মাং পরমেশ্বরীম্॥
যুবয়োস্তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া।
নিত্যা লব্ধবতী জন্ম গর্ভে তব হিমালয়াৎ॥৫১
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ততো গিরীন্দ্রস্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ
পপ্রচ্ছ ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রাঞ্জলির্মুনিসত্তম॥ ৫২

তোমার—এই রুক্মমূর্ত্তিকে প্রণাম করি-তেছি। মা দুর্গে! কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্না হও।৩৬—৪০। মাগো! ত্রিভুবনে কোন্ দেবতা বা মনুষ্য বহুযুগযুগান্তেও তোমার গুণাবলী এবং বিশ্বব্যাপক রূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়? স্বল্পবুদ্ধি আমি ত কোন্ ছার! দেবি! কেবল নিজগুণে দয়া করিয়া আমাকে ঘোরতর মায়াজাল হইতে অব্যা-হতি দাও। বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। আজ আমার জন্ম সফল হইল, তপস্যাও সার্থক হইল;—কেন না তুমি ত্রিজগতের জননী হইয়াও আমার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছ। মাগো! তুমি নিত্যা হইয়াও যে নিজলীলাবশে আমার গৃহে মদীয় কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছ, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম —কৃতার্থ হইলাম। মেনকার শতজন্মার্জ্জিত ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তুমি ত্রিজগ-তের জননী;—সে কি না তোমারও জননী হইল।৪১-৪৪। মহাদেব বলিলেন;—মুনিবর! গিরিরাজ এইরূপ স্তব করিলে, পার্ব্বতী, সহসা পূর্ব্বের ন্যায় কমনীয়-রূপা বালিকা হইলেন। মেনকাও এই সকল ব্যাপার দর্শনে কন্যাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী স্থির করিয়া বিস্মিতভাবে ভক্তিগদ্গদ-স্বরে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।—মাগো! আমি না জানি ভক্তি, না জানি স্তুতি; জগদম্বে! তথাপি তোমাকে নিজ-গুণে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে হইবে।৪৫—৪৭। জগদম্বে! তুমিই এই সমস্ত জগতের প্রসূতি; তুমি যে আমার গর্ভে উৎপন্না হইলে ইহা তোমার লোকানুকারিণী লীলামাত্র। ৪৮। দেবী বলিলেন;—মা!—আমি শুভাশুভকর্ম্মের ফলদাত্রী; যে, যেরূপ কর্ম্ম করে, আমি তাহাকে—তাদৃশ ফল প্রদান করি। ৪৯। মা! তুমি এবং পিতা—গিরিরাজ,—তোমরা উভয়ে পরমেশ্বরীরূপা আমাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছ; তোমাদিগের উভয়ের সেই তপস্যার ফল দান করিবার নিমিত্ত আমি নিত্যা হইলেও লীলাবশে তোমার গর্ভে হিমালয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ৫০। ৫১। মহাদেব বলিলেন; —মুনিবর! অনন্তর গিরিরাজ, সেই দেবীকে বারংবার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

হিমালয় উবাচ ।

মাতস্ত্বং বহুভাগ্যেন মম জাতাসি কন্যকা ।
ব্রহ্মাদৈর্দুর্লভা যোগিদুর্গমা নিজলীলয়া ॥ ৫৩
অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোঽস্মি মহেশ্বরি
যথাঞ্জসা তরিষ্যামি সংসারাপারবারিধিম্ ।
তথা ত্বং শাধি মাতর্মাং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৫৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যোগসারং মহামতে ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৫৫
গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্‌গুরোঃ সুসমাহিতঃ ।
কায়েন মনসা বাচা মামেব হি সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৬
মচ্চিত্তো মদ্গতপ্রাণো মন্নামজপতৎপরঃ ।
মৎ-প্রসঙ্গো মদালাপো মদ্‌গুণ-শ্রবণে রতঃ ॥
ভবেন্মুমুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ ।
মদর্চ্চাপ্রীতিসংসক্ত-মানসঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫৮
পূজাযজ্ঞাদিকং কুর্য্যাৎ যথাবিধি বিধানতঃ ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতৈঃ সম্যক্ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতৈঃ ।
সর্ব্বযজ্ঞতপোদানৈর্মামেব হি সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৯
জ্ঞানাৎ সঞ্জায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্ ।
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তির্ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং মমেদং রূপমাশ্রয়েৎ ॥ ৬০
সর্ব্বাকারাহমেবৈকা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা ।
মদংশেন-পরিচ্ছিন্না দেহাঃ স্বর্গৌকসাং পিতঃ
তস্মান্মামেব বিধ্যুক্তৈঃ সকলৈরেব কর্ম্মভিঃ ।
বিভাব্য প্রযত্নেভক্ত্যা নান্যথা ভাবয়েৎ সুধীঃ
এবং বিধ্যুক্তকর্ম্মাণি কৃত্বা নির্ম্মলমানসঃ ।
আত্মজ্ঞানে সমুদ্যুক্তো মুমুক্ষুঃ সততং ভবেৎ ॥
ঘৃণাং নিবর্ত্ত্য সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিকেষ্বপি ।
বেদান্তাদিষু শাস্ত্রেষু সন্নিবিষ্টমনা ভবেৎ ॥ ৬৪
কামাদিকং ত্যজেৎ সর্ব্বংহিংসাঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েৎ

নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫২। হিমালয় বলিলেন,—মাগো! তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ; যোগিগণ, তোমার তত্ত্বনিশ্চয় করিতে অসমর্থ; তুমি আমার বহু ভাগ্যফলেই নিজ লীলাবশে আমার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছ। ৫৩। মহেশ্বরি! আমি তোমার চরণ-কমলে আশ্রিত হইলাম;—আমি যাহাতে অপার সংসার-সমুদ্র অনায়াসে পার হইতে পারি,—মা! আমাকে সেই উত্তম ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ কর। ৫৪। পার্ব্বতী বলিলেন;—মহামতে! পিতঃ! আমি যোগসম্বন্ধে সার কথা উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা জানিবামাত্র জীব, ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। ৫৫। মানব, সুসমাহিতভাবে, সদ্‌গুরুর নিকট মদীয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বাক্য, মন ও শরীরদ্বারা আমারই আশ্রিত হইবে। ৫৬। রাজেন্দ্র! মুমুক্ষু সাধকশ্রেষ্ঠ,—মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিবে, আমার নাম-জপে তৎপর হইবে, আমার প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিবে, আমার কথারই আলাপ করিবে, সতত আমার গুণশ্রবণেই আসক্ত থাকিবে, আমার প্রতি ভক্তি করিবে, আমার পূজনেই একাগ্রচিত্ত হইবে। ৫৭।৫৮। পূজা ও যজ্ঞাদিকার্য্য যথাবিধি আচরণ করিবে। নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-কর্ত্তব্য শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত বিবিধ যজ্ঞ তপস্যা ও দান দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করিবে। ৫৯। জ্ঞান হইতে মুক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, আর ধর্ম্ম হইতে ভক্তি জন্মে; যজ্ঞাদি কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি, ধর্ম্মের জন্যই আমার এই—রূপ আশ্রয় করিবে। ৬০। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপা একমাত্র আমিই সর্ব্বময়ী;—পিতঃ! দেবগণের দেহও আমারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। ৬১। অতএব সুধী সাধক, আমাকেই মনে করত বিধিবিহিত সকল কর্ম্ম দ্বারাই আমার পূজা করিবে, অন্য ভাবনা করিবে না। ৬২। মুমুক্ষু—বিধি-বিহিত কার্য্য এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হইবে। ৬৩। আত্মজিজ্ঞাসু সাধক পুত্রমিত্রাদি সকলের প্রতিই ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তাদিশাস্ত্রে নিবিষ্টচিত্ত হইবে। ৬৪। কামাদি ষড়্‌বর্গ পরিত্যাগ করিবে, হিংসা করিবে না;—যাহারা এইরূপ

এবং কৃতবতাং বিদ্যা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৫
তয়ৈবাত্মা মহারাজ প্রত্যক্ষমনুভূয়তে।
তদৈব জায়তে মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ব্রবীমি তে
কিন্তে তদ্দুর্লভং তাত মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাম্।
তস্মাদ্ভক্তিঃ পরা কার্য্যা ময়ি যত্নান্মুমুক্ষুভিঃ॥
ত্বমপ্যেবং মহারাজ ময়োক্তং কুরু সর্ব্বথা।
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্ব্বাধ্যসে ন কদাচন॥ ৬৮
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীমদ্ভগ-
বতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-
শাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।
বিদ্যা বা কীদৃশী মাতর্যতো মুক্তিঃ প্রজায়তে!
অথবা কিংস্বরূপঞ্চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বরি॥ ১
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যা সংসারনিবর্ত্তিকা।
বিদ্যা তস্যাঃ স্বরূপং তে সংক্ষেপেণ মহামতে॥
বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতেন্দ্রিয়তঃ পৃথক্।
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মাহং শুদ্ধ এবেতি নিশ্চিতম্॥৩
আদির্নিরাময়ঃ শুদ্ধো জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিতঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতশ্চিদানন্দাত্মকো মতঃ॥ ৪
অনঙ্গঃ স্বপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ॥ ৫
স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্ স্বয়মাস্থিতঃ।
ইত্যাত্মনঃ স্বরূপং তে গিরিরাজ ময়োদিতম্॥৬
এবং বিচিন্তয়েন্নিত্যমাত্মানং সুসমাহিতঃ।
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিং বিবর্জ্জয়েৎ।
রাগদ্বেষাদিদোষাণাং হেতুভূতা হি সা যতঃ॥
রাগদ্বেষাদি-দোষেভ্যঃ সদোষং কর্ম্ম সম্ভবেৎ

করিবে, তাহাদিগের বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) হইবেই—সন্দেহ নাই। ৬৫। মহারাজ! তত্ত্বজ্ঞানবলেই আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আত্মপ্রত্যক্ষ হইলেই মুক্তি হয়;—এই যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহা—সত্য সত্য। ৬৬। পিতঃ! কিন্তু আমার প্রতি যাহাদিগের ভক্তি নাই, মুক্তি তাহাদিগের পক্ষে অপ্রাপ্য। অতএব আমার প্রতি পরম ভক্তি করা মুমুক্ষুদিগের যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। ৬৭। মহারাজ! আমি যাহা বলিলাম, তুমিও এইরূপ করিতে থাক, কদাচ কোনও সংসার-দুঃখে পীড়িত হইবে না। ৬৮।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

হিমালয় বলিলেন;—মাগো! মুক্তির কারণ—বিদ্যা কাহাকে বলে? তাহার স্বরূপই বা কি? মহেশ্বরি! তাহা আমাকে বল। ১। পার্ব্বতী বলিলেন;—পিতঃ! সংসার-নিবর্ত্তিকা বিদ্যা যাহাকে বলে, তাহা এবং তাহার স্বরূপ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, হে মহামতে! শ্রবণ কর। ২। বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে বিভিন্ন অস্মৎ-শব্দের গোচর অদ্বিতীয় শুদ্ধ, চিৎস্বরূপ আত্মা আছেন—ইহা নিশ্চয়। আত্মা,—আদি, নির্বিকার, নির্ম্মল ও জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-বর্জ্জিত; বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিও তাঁহার নহে, তিনি চিন্ময় আনন্দময়। আত্মা—অশরীরী, জ্যোতির্ম্ময়। নিত্যপূর্ণ এবং শুদ্ধজ্ঞানাদিময়। তিনি এক অদ্বিতীয় (সজাতীয়-বিজাতীয় দ্বিতীয় রহিত), সর্ব্বদেহগত, সর্ব্বাতীত। তিনি নিজ জ্ঞানপ্রভায় দেহাদিকে উদ্ভাসিত করত স্বয়ং অবস্থিত আছেন। গিরিরাজ! এই আমি তোমার নিকট আত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম।৪—৬। আত্মাকে একাগ্রচিত্তে নিত্য এইরূপ চিন্তা করিবে। (এই আত্মজ্ঞানই বিদ্যা) শরীর প্রভৃতি আত্মভিন্ন পদার্থকে আত্মা বলিয়া মনে করিবে না! (আত্ম ভিন্ন পদার্থে আত্মত্ব বুদ্ধিই অবিদ্যা।) ৭। কেন না এই আত্ম ভিন্ন পদার্থকে আত্মা বলিয়া মনে করা অর্থাৎ অবিদ্যাই অনুরাগ-দ্বেষাদির কারণ; রাগ-দ্বেষাদি-দোষ হইতে শুভাশুভ কর্ম্মের উৎপত্তি। সেই কর্ম্ম হই-

ততঃ পুনঃ সংসৃতিশ্চ তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮
হিমালয় উবাচ।
অদৃষ্টজনকা রাগদ্বেষাদয়ঃ শিবে।
কথং জনৈঃ পরিত্যাজ্যাস্তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৯
কুর্ব্বন্তি চাপকারাংশ্চ কথং তান্ সহতে জনঃ।
তেষু রাগশ্চ বিদ্বেষঃ কথং বা ন ভবেত্তয়োঃ ॥
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
অপকারং কৃতঃ কস্য তদেবাশু বিচারয়েৎ।
বিচার্য্যমাণে তস্মিংস্তু দ্বেষ এব ন জায়তে ॥ ১১
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মুক্তজীবো জড়ঃ স্বয়ম্।
ছিন্নো দহ্যতে বাপি শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপি বা
তথাপি যো ন জানাতি কোঽপকারোঽস্তি
তস্য বৈ ॥ ১২
আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে নির্লেপো ন চ দুঃখভাক্
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাপকারোঽস্য
জায়তে ॥ ১৩
যথা গৃহাভ্যন্তরস্থ নভসঃ কাপি ন ক্ষতিঃ।
গৃহেষু দহ্যমানেষু গিরিরাজ তথৈব হি ॥ ১৪
আত্মা চেন্মন্যতে হন্তা যশ্চৈনং মন্যতে হতঃ।
তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
স্ব-স্বরূপং বিদিত্বৈবং দ্বেষং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ
দ্বেষমূলো মনস্তাপো দ্বেষঃ সংসারবন্ধনম্।
মোক্ষবিঘ্নকরো দ্বেষস্তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
হিমালয় উবাচ।
দেহস্যাপি ন চেদ্দেবি ন জীবস্য পরাত্মনঃ।
অপকারোঽত্র বিদ্যেত নৈতৌ দুঃখস্য ভাগিনৌ
তৎ কস্য জায়তে দুঃখং যৎ সাক্ষাদনুভূয়তে ॥
অন্যো বা কোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ দুঃখভোক্তা
মহেশ্বরি।

তেই সংসার; অতএব অবিদ্যা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৮। হিমালয় বলিলেন,—শিবে! অদৃষ্টজনক—মুক্তিপ্রতিবন্ধক—রাগদ্বেষাদি মানুষে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? লোকে অপকার করিলে, তাহা কি সহ্য করা যায়?—না—লোকে উপকার করিলে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায়? উপকারী ও অপকারী ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হওয়াই ত স্বতঃসিদ্ধ,—নিবারিত হইবে কিরূপে? ৯।১০। পার্ব্বতী বলিলেন;—কেহ অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি প্রথমেই বিচার করিবে—"কাহার অপকার করিল"—এই বিষয়টী বিচারিত হইলে, আর দ্বেষই হইতে পারে না। ১১। জীবাত্মা ছাড়িয়া দিলে, পঞ্চভূতময় দেহ ত জড় পদার্থমাত্র; জ্ঞান চৈতন্য কিছুই নাই, আপনি বহ্নি-দগ্ধই হউক আর শৃগালাদিকর্ত্তৃক ভক্ষিতই হউক, যে নিজে কিছুই জানিতে পারে না, তাহার সেই জড় দেহের আবার অপকার কি? সুতরাং দেহের একটা অপকারই হইতে পারে না। ১২। আত্মা, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দময়। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আত্মা—নির্লেপ, দুঃখহীন; দেহ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার অপকার হয় না। যেমন গৃহ দগ্ধ হইতে থাকিলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশের কিছুই ক্ষতি হয় না; গিরিরাজ! আত্মাসম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ;—দেহবিচ্ছেদেও দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার কোনও ক্ষতি নাই। যে, আত্মাকে হন্তা বলিয়া মনে করে, কিংবা যে, আত্মাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই ভ্রান্তচিত্ত; আত্মা হন্তাও হয় না, হতও হয় না। মানুষ, এইরূপ নিজ স্বরূপ অবগত হইলেই দ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া সুখী হইবে। দ্বেষই মনস্তাপের মূল, দ্বেষই সংসারের বন্ধন, দ্বেষই মুক্তির প্রতিবন্ধক, অতএব যত্নপূর্ব্বক দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে।১৩-১৬। হিমালয় বলিলেন,—দেবি! যদি দেহের বা পরমাত্মস্বরূপ জীবের অপকার না থাকে, তাহা হইলে ইহারা দুঃখভাগীও নহেন;—তবে এই সাক্ষাৎ অনুভবসিদ্ধ দুঃখ কাহার হইয়া থাকে? মহেশ্বরি! তবে এই দেহে অন্য কেহ কি দুঃখ-ভোক্তা আছেন?—মাগো! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে,

এতন্মে ব্রূহি তত্ত্বেন যদি তেঽস্ত্যনুগ্রহঃ ॥১৮
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
নৈব দুঃখং হি দেহস্য নাত্মনোঽপি পরাত্মনঃ।
তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো মম মায়য়া
অহং সুখী চ দুঃখী চ স্বয়মেবাভিমন্যতে ॥ ১৯
অনাদ্যবিদ্যা সা মায়া জগন্মোহনকারিণী।
জাতমাত্রস্য সম্বন্ধস্তয়া সঞ্জায়তে পিতঃ।
সংসারো জায়তে তেন রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ ॥ ২০
আত্মা স্বলিঙ্গস্য মনঃ পরিগৃহ্য মহামতে।
তৎকৃতান্ সঞ্চয়ন্ কামান্ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ ॥২১
বিশুদ্ধঃ স্ফটিকো যদ্বদ্রক্তপুষ্পসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনা।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনোঽপি তথা গতিঃ ॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশতস্তাত ফলভোক্তার এব তে ॥ ২৩
সর্ব্বং বৈষয়িকং তাত সুখং বা দুঃখমেব বা।
ত এব ভুঞ্জতে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥২৪
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ব-বাসনা-মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫
তত্তো জ্ঞানবিচারেণ মোহং ত্যক্ত্বা বিচক্ষণঃ।
সুখী ভবেন্মহারাজ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ২৬
দেহমূলো মনস্তাপো দেহঃ সংসারকারণম্।
দেহঃ কর্ম্মসমুৎপন্নঃ কর্ম্ম চ দ্বিবিধং মতম্ ॥ ২৭
পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োরংশানুসারতঃ।
দেহিনঃ সুখদুঃখং স্যাদলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ ॥
স্বর্গাদিকামঃ কৃত্বাপি পুণ্যকর্ম্ম বিধানতঃ।
প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যাশু ভূয়ঃ কর্ম্মপ্রচোদিতঃ ॥২৯
তস্মাৎ সৎসঙ্গতিং কৃত্বা বিদ্যাভ্যাসপরায়ণঃ।
বিমুক্তসঙ্গঃ পরমং সুখমিচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৩০
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীমদ্ভগবতী-গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

তাহা হইলে এ বিষয়টী যথার্থ করিয়া আমার নিকট বলুন। পার্ব্বতী বলিলেন,—দুঃখ—দেহেরও নাই, পরমাত্মস্বরূপী জীবাত্মারও নাই ; জীবাত্মা নির্লেপ ; তথাপি ইনি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া "আমি সুখী আমি দুঃখী" আপনিই এরূপ বোধ করেন। বিশ্ব-বিমোহিনী সেই অনাদি অবিদ্যার নামই মায়া ; পিতঃ! জন্মিবামাত্রই জীবের সেই অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ হয়। তাহাতেই এই রাগদ্বেষাদি-সঙ্কুল সংসার-বন্ধন হইয়া থাকে। মহামতে! জীবাত্মা, নিজের বিশেষক উপাধি—মনের সহিত বিজাতীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, মনঃ-কৃত কামনার আবেশেই অবশভাবে সংসারে চালিত হন। ১৭—২১। যেমন নির্ম্মল স্ফটিক,রক্তবর্ণ কুসুমের সমীপে থাকিলে, তাহা তত্তৎ-পুষ্প-সবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্ফটিকের বাস্তবিক রক্ততা নাই। বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির সমীপে অবস্থিতি হেতু আত্মা নির্ম্মল হইলেও তত্তৎ পদার্থের ধর্ম-গুণ-সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। ২২। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—জীবের সহকারী ; আপনাদিগের কৃত কর্ম্মফল তাহারাই ভোগ করে। ২৩। পিতঃ! বৈষয়িক সমস্ত সুখ-দুঃখ ভোগই—তাহারা করে ; নির্লেপ অব্যয় প্রভু জীবাত্মা কোন ফলই ভোগ করেন না। ২৪। পুনঃ-সৃষ্টি-সময়ে জীব, পূর্ব্ব বাসনা ও মন প্রভৃতির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হন। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাঁহাকে এরূপ ভ্রমণ করিতে হয়। ২৫। মহারাজ! বিচক্ষণ ব্যক্তি, ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান-বিচারপূর্ব্বক মোহ পরিত্যাগ করিলে সুখী হইতে পারিবে। দেহ—মনস্তাপের মূল; দেহ—সংসারের কারণ ; কর্ম্ম হইতেই সেই দেহের উৎপত্তি ; কর্ম্ম দ্বিবিধ—পাপ আর পুণ্য ; সেই পাপ-পুণ্যের অংশানুসারেই দেহীর সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে—যতটুকু পাপ, ততটুকু দুঃখ, যতটুকু পুণ্য, ততটুকু সুখ। এই সুখ-দুঃখ, দিবা-রাত্রির ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ এবং অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গাদি অভিলাষে যথাবিধি

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে ।
তত্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখৈঃ পরিভূয়তে ॥ ১
সোঽয়ং সঞ্জায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরি ।
ক্ষীণপুণ্যঃ কথং জীবো জায়তে চ পুনর্ভুবি ॥২

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
এতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ
প্রধানা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা ।
উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সোঽয়ং গিরিরাজ নিবোধ মে
অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ ॥ ৪
অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ স্বেদজা মশকাদয়ঃ ।
বৃক্ষগুল্মপ্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জা হি বিচেতনাঃ ॥ ৫
জরায়ুজা মহারাজ মানবাঃ পশবস্তথা ।
শুক্রশোণিতসম্ভূতো দেহো জ্ঞেয়ো জরায়ুজঃ ॥৬
ভূয়ঃ স ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ পুংস্ত্রীক্লীববিভেদতঃ ।
শুক্রাধিক্যে চ পুরুষো ভবেৎ পৃথ্বীধরাধিপ ।
রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী তয়োঃসাম্যে নপুংসকঃ
স্বকর্ম্মবশতো জীবো নীহারকণয়া যুতঃ ।
পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো ভবেৎ ॥ ৮
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্তা ভুজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ
ততঃ প্রবিষ্টস্তদ্ভোজ্যঃ পুংসো দেহে প্রজায়তে
রেতস্তেন স জীবোঽপি ভবেদ্দেহগতস্তদা ॥ ৯
ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন ঋতুকালে মহামতে ।
রেতসা সহিতঃ সোঽপি মাতৃগর্ভে প্রয়াতি হি ॥
ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেঽহনি তদ্দিনাৎ ।
আ ষোড়শদিনাদ্র জন্মতুকাল উদীরিতঃ ॥ ১১

ধর্ম্মকার্য্য করিয়া স্বর্গলাভ হইলেও কর্ম্মবশে পুনরায় তথা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি, সাধুসঙ্গ ও বিদ্যাভ্যাস-ফলে সঙ্গহীন (কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য) হইয়া পরম সুখ লাভ করিতে অভিলাষী হইবে। ২৬—৩০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।১৬।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

হিমালয় বলিলেন,—শিবে! পঞ্চভূতময় দেহই দুঃখের নিদান ; এই জন্য একেবারে দেহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইলে দেহী আর দুঃখাভিভূত হন না। ১। মা মহেশ্বরি! এই ত সেই দেহ ; ইহা উৎপন্ন হয় কিরূপে? জীব, পুণ্যক্ষয়ের পর স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায় ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন কিরূপে?। পার্ব্বতী বলিলেন ; এই পাঞ্চভৌতিক দেহ—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চভূতে গঠিত। পৃথিবীই দেহের প্রধান কারণ ; অবশিষ্ট চতুর্ভূত সহকারী কারণমাত্র। গিরিরাজ! এই দেহ আবার চতুর্ব্বিধ বলিয়া কথিত, আমার নিকট তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। দেহ—অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ এই চারি প্রকার। ২—৪।

পক্ষী এবং সর্প প্রভৃতির দেহ অণ্ডজ, মশকাদির দেহ স্বেদজ, বৃক্ষ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি অচেতন জীবের দেহ উদ্ভিজ্জ, মহারাজ! মানুষ ও পশুদিগের দেহ জরায়ুজ। শুক্র-শোণিত-সম্ভূত দেহের নাম জরায়ুজ দেহ॥ পুরুষ, স্ত্রী, নপুংসক,—ভেদে জরায়ুজদেহ আবার ত্রিবিধ। পর্ব্বতরাজ! শুক্রের ভাগ অধিক থাকিলে পুরুষ হয়, শোণিতের ভাগ অধিক হইলে নারী হয়, শুক্র-শোণিত—উভয়ের অংশ সমান হইলে নপুংসক হয়। ৫-৭। জীব, নিজ-কর্ম্মবশে হিমকণাসহ ভূতলে পতিত হইয়া কোনও ব্রীহির অভ্যন্তরে শস্যরূপে অবস্থিত হয়। জীব, শস্যরূপে বহুদিন তথায় অবস্থিত হইলে, যথাকালে কোন-না কোনও পুরুষ সেই শস্য ভোজন করেই। তখন সেই ভুক্ত শস্য, পুরুষ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হয় ; এইরূপে জীব, পুরুষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। মহামতে! অনন্তর সেই পুরুষের—ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ হইলে, জীব, শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। রাজন্! স্ত্রীলোক চতুর্থ দিনে ঋতু-স্নান করে ; ঋতুর প্রথম দিন

জায়তে চ পুমাংস্তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্মদিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ। ১২
ঋতুস্নাতা তু কামার্ত্তা মুখং যস্য সমীক্ষতে।
তদাকৃতিঃ সন্ততিঃ স্যাত্তৎ পশ্যেদ্ভর্ত্তুরাননম্। ১৩
তদ্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং তুষ্বা মহামতে।
দিনেনৈকেন কললং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্। ১৪
ততঃ পঞ্চদিনেনৈব বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ।
যা তু চর্ম্মাবৃতিঃ সূক্ষ্মা জরায়ুঃ সা নিগদ্যতে। ১৫
শুক্রশোণিতয়োর্যোগস্তস্মিন্ সঞ্জায়তে ততঃ।
তত্র গর্ভো ভবেদ্ যস্মাত্তেন প্রোক্তো
জরায়ুজঃ। ১৬
ততস্তৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ।
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী তচ্ছোণিতপরিপ্লুতা। ১৭
ততশ্চাঙ্কুর উৎপন্নঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু। ১৮
স্কন্ধ-গ্রীবা-শিরঃ-পৃষ্ঠোদরাণি চ মহামতে।
পঞ্চধাঙ্গানি জায়ন্তে এবং মাসেন চ ক্রমাৎ।
দ্বিতীয়ে মাসি জায়ন্তে পাণিপাদাদয়স্তথা।
অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ সর্ব্বে তৃতীয়ে সম্ভবন্তি হি। ২০
অঙ্গুল্যশ্চাপি জায়ন্তে চতুর্থে মাসি সর্ব্বতঃ।
রক্তবাহিণ্যশ্চ জীবস্য তস্মিন্নেব হি জায়তে।
ততশ্চলতি গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরে স্থিতঃ। ২১
নেত্রে কর্ণৌ তথা নাসা জায়ন্তে মাসি পঞ্চমে।
তথাপি তন্নখ-শ্রেণি-গুহ্যং তস্মিন্ প্রজায়তে।
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ কর্ণচ্ছিদ্রদ্বয়ং তথা।
জায়তে মাসি ষষ্ঠে তু নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্।
সপ্তমে কেশরোমাদ্যা জায়ন্তে চ তথাষ্টমে।
বিভক্তাবয়বশ্চৈব জায়তে গর্ভমধ্যতঃ। ২৪
বিহায় শ্মশ্রুদন্তাদীন্ জন্মান্তরসমুদ্ভবান্।
সমস্তাবয়বাস্তত্র জায়ন্তে ক্রমশঃ পিতঃ। ২৫
নবমে মাসি জীবশ্চ চৈতন্যং সর্ব্বতো লভেৎ।
মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ। ২৬
প্রাপ্যাপি যাতনাং ঘোরাং ন ম্রিয়েত স্বকর্ম্মতঃ

হইতে যোল দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল; চতুর্থ দিন হইতে শুদ্ধ কাল। ৮—১১। পিতঃ! যুগ্ম দিবসে অর্থাৎ ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম প্রভৃতি দিবসে সংসর্গ করাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষ; হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অযুগ্ম দিবসে সহবাসে যে সন্তান হয়, তাহা নারী। ঋতুস্নাতা নারী কামার্ত্তা হইয়া যাহার মুখাবলোকন করিবে; সেই-ঋতুকালে উৎপন্ন পুত্রের আকার তাহার ন্যায় হইবে, অতএব তখন স্বামীর মুখাবলোকন করাই তাহার কর্ত্তব্য। ১৩। মহামতে! নিষিক্ত শুক্র, যোনিশোণিত আবৃত হইয়া জরায়ু-মধ্যে কলল-রূপে পরিণত হয়। তাহার পর পাঁচ দিনে বুদ্বুদাকার হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যস্থ সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণের নাম জরায়ু। ১৫। সেই জরায়ুতেই শুক্র-শোণিত যোগ হইয়া তাহাতেই গর্ভ হয়, এই জন্য শুক্র-শোণিতসম্ভূত দেহের নাম জরায়ুজ দেহ। অনন্তর সেই বুদ্বুদ, সাত দিনে মাংসপেশীরূপে পরিণত হয়। পরে সেই পেশী, এক পক্ষের মধ্যেই শোণিতাপ্লুত হইয়া থাকে। ১৭। পঞ্চবিংশতি দিনে অঙ্কুরাকার হয়। মহামতে! এক মাসে—ক্রমে স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, পৃষ্ঠ এবং উদর এই পাঁচটী অঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মাসে হস্ত-পদাদি, তৃতীয় মাসে সমুদায় অঙ্গসন্ধি এবং চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গুলী উৎপন্ন হয়। এই চতুর্থ মাসে জীবশরীরে রক্ত-সঞ্চারও হইয়া থাকে। এই জন্য জননী-জঠরস্থিত গর্ভ এই সময় হইতেই স্পন্দিত হইতে থাকে। ১৮।২১। পঞ্চম মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নখশ্রেণী এবং গুহ্যদেশ উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ মাসে মনুষ্যদিগের গুহ্যচ্ছিদ্র, মূত্রচিহ্ন, পুংচিহ্ন, কর্ণচ্ছিদ্র এবং নাভি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২২।২৩। সপ্তম মাসে কেশ-রোমাদি হয়; জীব, অষ্টম মাসে গর্ভমধ্যেই বেশ বিভক্তাবয়ব হইয়া উঠে। ২৪। পিতঃ! শ্মশ্রু ও দন্তাদি ব্যতীত পূর্ব্বজন্মের সমস্ত অবয়বই ক্রমে ক্রমে গর্ভমধ্যে উৎপন্ন হয়। ২৫। জীব, নবম মাসে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য লাভ করে। (অষ্টম মাসেও চৈতন্য লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা প্রায়ই অসম্পূর্ণ।) তখন জীব, জননীর ভোজনানুসারে গর্ভমধ্যেই

স্মৃত্বা প্রাক্তনদেহোত্থকর্ম্মাণি বহুদুঃখতঃ॥ ২৭
মনসা বচনং ক্রতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি।
এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্মান্তরং ক্ষিতৌ॥
অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতম্।
নারাধিতা ভগবতী দুর্গা দুর্গতিহারিণী॥ ২৯
যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মে স্যাৎ গর্ভদুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীম্।
নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ॥
বৃথাপুত্রকলত্রাদিবাসনাবশতোহসকৃৎ।
নিবিষ্টঃ সংসরন্নিত্যং কৃতবান্নাত্মনো হিতম্॥৩১
তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং দুরাসদম্।
তন্ন ভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসারসেবনম্॥ ৩২
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ।
অস্থিযন্ত্র-বিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মনা॥ ৩৩
সূতিবাতবশাদেব নরকাদিব পাতকী।
মেদোহসৃক্পূতসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥
ততো মন্মায়য়া মূঢ়স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ড ইব স্থিতঃ॥
সুষুম্না পিহিতা নাড়ী শ্লেষ্মণা যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালো ন শক্যতে॥
ন গন্তুমপি শক্নোতি বন্ধুভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
শ্বমার্জ্জারাদিদংষ্ট্রিভ্যো দৃপ্তঃ কালবশাত্ততঃ।
যথেষ্টং ভাষতে বাক্যং গচ্ছত্যপি সুদূরতঃ॥
ততশ্চ যৌবনোদ্রিক্তঃ কামক্রোধাদিসংযুতঃ।
কুরুতে বিবিধং কর্ম্ম পাপপুণ্যাত্মকং পিতঃ॥৩৮
কুরুতে কর্ম্মজালানি দেহভোগার্থমেব হি।
স দেহঃ পুরুষাদ্ভিন্নঃ পুরুষঃ কিং সমশ্নুতে॥৩৯
প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যায়ুশ্চলৎপত্রাগ্রতোয়বৎ।
স্বপ্নোপমং মহারাজ সর্ব্বং বৈষয়িকং সুখম্॥৪০
তথাপি ন ভবেজ্জ্ঞানিরভিমানস্য দেহিনঃ।

বাড়িতে থাকে। ২৬। তখন ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব হইলেও নিজকর্ম্মফলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। তখন, সে, পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া বহু দুঃখ সহকারে, আপনাই বিচার করত মনে মনে বলিতে থাকে,—পৃথিবীতে পূর্ব্বজন্মগ্রহণও—এইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াই হইয়াছিল, অন্যায়ক্রমে ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করিয়াছি, কিন্তু দুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গার আরাধনা করি নাই। ২৭—২৯। যদি আমার এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে পুনরায় নিষ্কৃতি হয়, তাহা হইলে মহেশ্বরী দুর্গার সেবা ছাড়িয়া আর বিষয়সেবাতে রত হইব না; সংযতচিত্তে সেই নিত্যা দেবীকেই ভক্তিভাবে পূজা করিব। ৩০। বারংবার সংসারে ঘুরিতেছি, কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই নিবিষ্ট-চিত্ত হওয়াতে আপনার হিত কিছুই করি নাই। ৩১। এখন, তাহারই প্রতিফল এই দারুণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; অতএব বৃথা সংসার-সেবা আর করিব না। ৩২। জীব, এইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে বহুতর দুঃখ অনুভব করত মেদঃশোণিত-পরিব্যাপ্ত জরায়ু-বেষ্টিত অবস্থায় অস্থি-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া সূতিপবনবেগে গর্ভরন্ধ্র দ্বারা ঘোরতর নরক হইতে পাপীর ন্যায় গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। ৩৩। ৩৪। তখন জীব, কর্ম্ম করিতে অসমর্থ মাংসপিণ্ডরূপে অবস্থিত হয় এবং আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া সেই সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যায়। ৩৫। যতদিন সুষুম্না নাড়ী শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে, বালক ততদিন স্পষ্টবাক্য বলিতে সমর্থ হয় না, গমন করিতেও পারে না, কুক্কুর মার্জ্জার প্রভৃতি দংষ্ট্রীদিগের ভয় হইতে বন্ধুগণ তাহাকে রক্ষা করে। কালক্রমে বালক দুরন্ত হইয়া উঠে, যথেষ্ট বাক্য বলিতে পারে; অতি দূরেও গমন করিতে সক্ষম হয়।৩৬।৩৭। পিতঃ! তাহার পর, জীব, যৌবনাবস্থাতে কাম-ক্রোধাদির অধীন হইয়া পাপপুণ্যাত্মক বিবিধ কর্ম্ম আচরণ করে। ৩৮। জীব, দেহের ভোগার্থই কর্ম্মজাল আচরণ করে। দেহ, আত্মা হইতে বিভিন্ন, আত্মা কিছুই ভোগ করেন না। ৩৯। মহারাজ! চঞ্চলপত্র-প্রান্তস্থিত জলের ন্যায় আয়ু প্রতিক্ষণেই ক্ষরিত হইতেছে; জীব বৈষয়িক সমস্ত

ন চৈতন্মীক্ষতে দেহী মোহিতো মম মায়য়া ॥ ৪১
বীক্ষতে কেবলং ভোগং শাশ্বতং তত্র জীবনম্
অকস্মাদ্ গ্রসতে কালঃ পূর্ণে চায়ুষি ভূধর ॥ ৪২
যথা ব্যালোঽন্তিকং প্রাপ্তং মণ্ডূকং
গ্রসতে ক্ষণাৎ।
হা হন্ত জন্মৈতদপি বিফলং জাতমেব হি ॥৪৩
এবং জন্মান্তরমপি বিফলং জায়তে তথা।
নিষ্কৃতির্বিদ্যতে নৈব বিষয়ানন্দসেবিনাম্ ॥৪৪
তস্মাজ্জ্ঞানবিচারেণ ত্যক্ত্বা বৈষয়িকং সুখম্
শাশ্বতৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্ হি মদৰ্চ্চনপরো ভবেৎ।
তদৈব জায়তে ভক্তির্ময়ি ব্রহ্মণি নিশ্চলা ॥৪৫
দেহাদিভ্যঃ পৃথক্কেন নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
দেহাদিমমতাং মিথ্যাজ্ঞানজাং পরিসন্ত্যজেৎ ॥

তুল্য ক্ষণভঙ্গুর। ৪০। তাহা হইলেও জীবগণের অভিমান দূর হয় না। জীব, আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এ সকল তত্ত্বের দিকে চাহিয়া দেখে না।৪১। তখন কেবল, ভোগ ও জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া থাকে। মহীধর! যেমন, ভুজঙ্গ,সমীপাগত মণ্ডূককে ক্ষণমধ্যে গ্রাস করে; সেইরূপ আয়ু পূর্ণ হইলেই অকস্মাৎ কাল আসিয়া সেই ভোগৈকলক্ষ্য নিশ্চিন্ত ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়া থাকে। হায়! হায়!! এজন্মও তাহার এইরূপ বিফলেই যাইল! ৪২।৪৪। শুধু এ জন্ম নহে—অন্য জন্মও এইরূপ বিফলে যায়;—বিষয়সুখাসক্ত ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতি কোনও কালেই হয় না। অতএব নিত্য সুখলাভে অভিলাষী হইলে তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক বিষয় সুখাসক্তি ত্যাগ করিয়া আমার অর্চ্চনায় রত হইবে, তাহা হইলেই ব্রহ্মস্বরূপা আমাতে দৃঢ়ভক্তি হইয়া থাকে। আত্ম-সাহায্যে আত্মাকে দেহাদি হইতে বিভিন্ন অবধারণ করিয়া মিথ্যা-জ্ঞান-সম্ভূত দেহাদিমমতা (১) পরিত্যাগ করিবে।

---

(১) আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমার পুত্র, আমার দেহ ইত্যাদি জ্ঞানবিশেষের নাম দেহাদিমমতা।

নিষ্কৃতিং যদি সংসারদুঃখাদ্‌গিরিবর তিমিচ্ছসি।
তদারাধয় মাং ভক্ত্যা ব্রহ্মরূপাং সমাহিতঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীমদ্ভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

অনাশ্রিতানাং ত্বাং দেবি মুক্তিশ্চৈব ন বিদ্যতে
কথং সমাশ্রয়েৎ ত্বাংতৎ কৃপয়া ব্রূহি মে তদা ॥
সন্ধ্যেয়ং কীদৃশং রূপং মাতস্তব মুমুক্ষুভিঃ।
ত্বয়ি ভক্তিঃ সদা কার্য্যা দেহবন্ধবিমুক্তয়ে ॥২

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোঽপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ
রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্।

পিতঃ! তুমি যদি সংসার-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সমাহিতভাবে ভক্তিসহকারে ব্রহ্মস্বরূপা আমাকে আরাধনা কর। ৪৪—৪৭।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হিমালয় কহিলেন,—দেবি! তোমাকে আশ্রয় না করিলে যদি একান্তই মুক্তি লাভ না হয়, তবে কৃপা করিয়া আমাকে বল;—লোকে তোমাকে কিরূপে আশ্রয় করিবে? মা গো! মুমুক্ষুগণ দেহ-বন্ধন-বিমোচনের জন্য তোমার কীদৃশ রূপ ধ্যান করিবে এবং তোমার প্রতি সতত কিরূপ ভক্তি করিবে? পার্ব্বতী বলিলেন;—বহু সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনও একজন—সিদ্ধ হইতে যত্নবান্ হয়; আবার সিদ্ধিকামী বহুসহস্র ব্যক্তির মধ্যে বড় একজন আমার তত্ত্ব বুঝিতে পারে। পিতঃ! আমার যে—রূপ অপরি-

নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেককারণম্
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ৫
অহং মতিমতাং তাত সুমতিঃ পর্ব্বতাধিপ ।
পৃথিব্যাঃপুণ্যগন্ধোহহং রসোহপ্সু শশিনি প্রভা
তপস্বিনাং তপশ্চাস্মি তেজশ্চাস্মি বিভাবসোঃ
কামরাগাদিরহিতং বলিনাং বলমস্ম্যহম্ ॥ ৭
সর্ব্বকর্ম্মসু রাজেন্দ্র কর্ম্ম পুণ্যাত্মকং তথা ।
ছন্দসামপি গায়ত্রী বীজানাং প্রণবোহস্ম্যহম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামোহস্মি সর্ব্বভূতেষু ভূধর ॥ ৮
এবমন্যেহপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা ।
তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি ॥ ৯
নাহং তেষামধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ ॥ ১০
এবং সর্ব্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ম্ ।
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া ॥ ১১
যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে
সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ ॥
শিবঃ প্রধানপুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা ।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত এব পরাৎপরম্ ॥ ১৪
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্ ।
সংহরামি মহারুদ্র-রূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া ॥ ১৫
দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে ॥ ১৬
অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদিরূপতঃ ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে ॥ ১৭
রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং তত্র চ স্মৃতম্ ।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যানর্হত্বমাস্থিতম্ ॥ ১৮
রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কাল্যাদিকানি চ ।

ছিন্ন, সূক্ষ্ম, বাক্‌পথাতীত, সুনির্ম্মল, নির্গুণ; পরম-জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বব্যাপক, নির্ব্বিকল্প, আরম্ভহীন, সচ্চিদানন্দময় এবং জগতের একমাত্র কারণীভূত; মুমুক্ষুগণ দেহবন্ধন ছেদনের জন্য সেই—রূপই ধ্যান করিবে। পিতঃ! আমি বুদ্ধিমানদিগের সুমতি, পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, জলের রস; হে পর্ব্বত-রাজ! আমি চন্দ্রের কান্তি, সূর্য্যের তেজ, তপস্বীদিগের তপস্যা; এবং আমি বলবান্‌দিগের কামরাগাদি-সম্বন্ধ শূন্য পবিত্র বল। ২—৭। রাজেন্দ্র! আমি সকল কর্ম্মের মধ্যে পুণ্যকর্ম্ম,—ছন্দঃসমূহের মধ্যে গায়ত্রী, সকল বীজের মধ্যে প্রণব; হে মহীধর! আমি ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামস্বরূপে সর্ব্বভূতে অব-স্থিত। এবং অন্য যে সমস্ত সাত্ত্বিক রাজ-সিক তামসিক ভাব আছে, তৎসমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন, আমার অধীন এবং আমাতে বর্ত্তমান। পর্ব্বতরাজ! আমি কিন্তু কখনই তাহাদিগের অধীন নহি। মহারাজ! মদীয় মায়া-মোহিত ব্যক্তিগণ আমার এই প্রকার সর্ব্বগত অদ্বিতীয় অবিনাশী পরম-রূপ জানিতে পারে না। ১১। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারাই এই মায়ার হাত এড়াইতে পারে। ১২। পিতঃ। পর্ব্বত-রাজ! আমি সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমেই স্ত্রী ও পুরুষ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ১৩। শিব,—প্রধান পুরুষ, শিবা,—পরমা শক্তি; তত্ত্বদর্শী যোগি-গণ, (দুই রূপই আমার এই জন্য) আমাকে শিবশক্তি—উভয়াত্মক পরাৎপর ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১৪। আমি ব্রহ্মরূপে এই চরাচর জগৎ সৃজন করি; আবার অন্ত-কালে স্বেচ্ছাক্রমেই মহারুদ্ররূপে সমস্ত জগৎ সংহার করি। ১৫। হে মহামতে! আমি দুষ্ট-দমনের জন্য পরম-পুরুষ বিষ্ণু হইয়া এই সমস্ত জগৎ পালন করি। ১৬। মহামতে! আমি রামাদিরূপে বারংবার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অসুর বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী পালন করি। ১৭। পিতঃ! এ সকলের মধ্যে শক্তিরূপই প্রধান বলিয়া গণ্য। কেন না, পুরুষ,—শক্তি ব্যতীত কার্য্যক্ষম হয় না। ১৮। রাজেন্দ্র! ব্রহ্মা—বিষ্ণু—শিব—রাম-রূপাদি এবং কালী-রূপাদিকে আমার স্থূলরূপ বলিয়া জানিও; হে অনঘ! সূক্ষ্মরূপের

সূক্ষ্মাণি বিদ্ধি সূক্ষ্মঞ্চ পূর্ব্বমুক্তং তবানঘ ॥ ১৯ ॥
অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতর্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরি।
তেষু কিং রূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ২২ ॥

দেব্যুবাচ।

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দেবী-মূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥ ২৩ ॥
সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ২৪ ॥
মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ২৫ ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্য-সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
আসামন্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ২৭ ॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
ন লভন্তে মহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর ॥ ২৮ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ
যস্তু সংস্মৃত্য মামন্তে প্রাণং ত্যজতি ভক্তিতঃ
সোঽপি সংসারদুঃখৌঘৈর্বাধ্যতে ন কদাচন ॥
অনন্যচেতসা যে মাং ভজন্তে ভক্তিসংযুতাঃ।
তেষাং মুক্তিপ্রদা নিত্যমহমস্মি মহামতে ॥ ৩০ ॥
শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদম্।

কথা ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। ১৯। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! যাহা দেখিলে মুক্তিলাভ করা যায়। সেই সূক্ষ্মরূপ দর্শনে অধিকার—আমার স্থূলরূপ ধ্যান না করিলে হয় না। ২০। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি, প্রথমে আমার স্থূলরূপের আশ্রয় লইবে। কর্ম্মযোগানুসারে যথাবিধি সেই সকল রূপের অর্চ্চনা করিয়া ক্রমে আমার অবিনাশী পরম সূক্ষ্মরূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। ২১। হিমালয় বলিলেন;—মা! তোমার স্থূলরূপ ত অনেক প্রকার; তন্মধ্যে কোন্‌রূপ আশ্রয় করিলে সাধক, অবিলম্বে মুক্তিলাভ করে? হে মহাদেবি! আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ থাকে ত ইহা প্রকাশ করিয়া বল। দেবী বলিলেন;—হে মহীধর! আমার স্থূলরূপ এত যে, এই জগন্মণ্ডল তদ্দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই আরাধ্যতম, কেন না দেবীমূর্ত্তি আশু-মুক্তি-প্রদায়িনী। হে মহামতে! দেবীমূর্ত্তিও নানাপ্রকার; তন্মধ্যে দশ মহাবিদ্যাই অত্যন্ত শীঘ্র মুক্তি প্রদান করেন; মহারাজ! আমার নিকট তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর।

মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী—এই দশমহাবিদ্যা মনুষ্যদিগকে মুক্তি ফল দান করেন; ইঁহাদিগের প্রতি পরম ভক্তি করিলে অবিলম্বে মোক্ষ লাভ হয় সন্দেহ নাই। পিতঃ! আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগানুসারে ইঁহাদিগের মধ্যে যে কোনও মহাবিদ্যার আশ্রিত হও; নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ধরণীধর! যাহারা আমাকে পাইবে—সেই মহাত্মাদিগকে আর কখনই দুঃখসঙ্কুল নশ্বর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, অনন্যচিত্তে সতত আমাকেই স্মরণ করে, রাজন্! আমি সেই ভক্ত যোগীকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি, অন্তকালে ভক্তিভাবে আমাকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাকেও কদাচ ভব-যন্ত্রণা-জালে পীড়িত হইতে হয় না। মহামতে! যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্য মুক্তি দান করি। মহা-

সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ২
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদা।
কিন্তু তাস্বেব যে ভক্তাস্তেষাং মুক্তিঃ সুদুর্লভা
ততো মামেব শরণং দেহবন্ধবিমুক্তয়ে।
যাহি সংযতচেতাস্ত্বং মামেষ্যসি ন সংশয়ঃ॥৩৫
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনাৎ॥৩৬
যে মাং ভজন্তি মদ্ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্
ন মেঽস্তি বিপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাপি
মহামতে॥ ৩৭

রাজ! অনায়াসে মোক্ষপ্রদ মদীয় শক্তিরূপের আশ্রিত হও, তাহা হইলে অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ২২-৩২। অন্যদেবতা-ভক্ত যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে সেই-সেই-দেবতার পূজা করে, হে রাজেন্দ্র! তাহারাও আমারই পূজা করে, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা, আমি সর্ব্বযজ্ঞ-ফলদায়িনী সর্ব্বময়ী; কিন্তু যাহারা—আমার রূপ স্বরূপ সেই সকল দেবতারই কেবল ভক্ত, তাহারা বহু কষ্টে মুক্তি লাভ করে। অতএব তুমি দেহবন্ধন মোচনের জন্য সংযতচিত্তে আমার এই শক্তিমূর্ত্তিরই শরণাপন্ন হও, অবিলম্বে আমাকে প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই। কর্ম্মানুষ্ঠান, ভোজন, হোম, দান—সমুদয় কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে। * যে সকল মদীয় ভক্ত, আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে—আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত; মহামতে! জগতে

---

* "যাহা করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যাহা হোম করিবে, এবং যাহা দান করিবে—তৎসমস্তই যাহাতে আমাতে অর্পিত হয় তাহা করিবে" এই অনুবাদ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যান্তর্গত।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি সোঽপি চ
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তিরলভ্যা পর্ব্বতাধিপ॥৩৯
ততস্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে।
মন্মনা ভব মদ্যাজী মাং নমস্কুরু মৎপরঃ।
মামেবৈষ্যসি সংসারদুঃখৈর্নৈব হি বাধ্যসে॥ ২০
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীমদ্ভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ। ১৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং শ্রীপার্ব্বতী বক্তি যোগসারং পরং মুনে।
নিশম্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো জীবন্মুক্তো বভূব হ॥ ১

আমার প্রিয়ও কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই। ৩৩—৩৭। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভক্ত হইয়া যদি আমাকে ভজনা করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে; অর্থাৎ সে ব্যক্তি অবিলম্বে ধার্ম্মিক হয়, তৎপরে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়। আমার প্রতি যাহাদের ভক্তি আছে, হে পর্ব্বতরাজ! তাহাদিগের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। অতএব হে মহামতে! তুমি পরম ভক্তি সহকারে আমার আশ্রিত হইয়া আমাতে চিত্তসমর্পণ কর, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, মৎ-পরায়ণ হও। তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে; ভবযন্ত্রণায় আর পীড়িত হইবে না। ৩৮—৪০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—মুনিবর! পার্ব্বতী, এই পরম যোগসার হিমালয়ের নিকট এইরূপে কীর্ত্তন করিলেন; পর্ব্বতরাজ ইহ

সাপীয়ং শৈলরাজায় যোগমুক্তা মহেশ্বরী।
মাতুস্তন্যং পপৌ বালা প্রাকৃতেব হি লীলয়া ॥
গিরীন্দ্রশ্চ ততো হর্ষাদকরোৎ স মহোৎসবম্।
যথা ন দৃষ্টং কেনাপি শ্রুতং বা কেনচিৎ ক্বচিৎ
ষষ্ঠেঽহ্নি ষষ্ঠীং সম্পূজ্য সম্প্রাপ্তে দশমেঽহনি
পার্ব্বতীত্যকরোন্নাম সান্বয়ং পর্ব্বতাধিপঃ ॥ ৪
এবং ত্রিজগতাং মাতা নিত্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সম্ভূয় মেনকা-গর্ভাদ্ধিমালয়গৃহে স্থিতা ॥ ৫
হিমালয়ায় পার্ব্বত্যা কথিতং যোগমুত্তমম্।
যঃ পঠেৎ সুলভা মুক্তিস্তস্য নারদ জায়তে ॥ ৬
তুষ্টা ভবতি শর্ব্বাণী নিত্যং মঙ্গলদায়িনী।
জায়তে চ দৃঢ়া ভক্তিঃ পার্ব্বত্যাং মুনিপুঙ্গব ॥ ৭
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং ভক্তিসংযুতঃ।
পঠন্ শ্রীপর্ব্বতীগীতাং জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৮
শরৎকালে মহাষ্টম্যাং যঃ পঠেৎ সমুপোষিতঃ
রাত্রৌ জাগরিতো ভূত্বা তস্য পুণ্যং ব্রবীমি কিম্
স সর্ব্বদেবপূজ্যশ্চ দুর্গাভক্তি-পরায়ণঃ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাস্তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৪
স্বয়ং দেবীকলামেতি সাক্ষাদ্দেব্যাঃ প্রসাদতঃ
নশ্যন্তি তস্য পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি ॥ ১১
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং লভতে চিরজীবিনম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তস্য নিত্যং প্রাপ্নোতি মঙ্গলম্ ॥
অমাবস্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স দুর্গাতুল্যতামিয়াৎ ॥ ১৩
নিশীথে পঠতে যস্তু বিল্ববৃক্ষস্য সন্নিধৌ।
তস্য সংবৎসরাম্মধ্যে স্বয়ং প্রত্যক্ষমেতি বৈ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
অস্য পাঠসমং পুণ্যং নাস্ত্যেব পৃথিবীতলে ॥১৫
তপস্যাযজ্ঞদানাদিকর্ম্মণামিহ বিদ্যতে।
ফলস্য সংখ্যা নৈতস্য বিদ্যতে মুনিপুঙ্গব ॥ ১৬

শুনিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন। ১। সেই মহেশ্বরীও গিরিরাজকে যোগোপদেশ প্রদান করিয়া লীলাবশতঃ সামান্য বালিকার ন্যায় মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন।২। অনন্তর, গিরিরাজ, মহা-আনন্দে যেরূপ মহোৎসব করিলেন, সেরূপ উৎসব কেহ কখনও দেখে নাই—শুনে নাই। ৩। ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠী পূজা করিয়া দশম দিন অতীত হইলে পর্ব্বতরাজ, বংশানুসারে কন্যার নাম রাখিলেন "পার্ব্বতী"। ত্রিভুবন-জননী আদ্যা প্রকৃতি দেবী নিত্য হইলেও মে·কাগর্ভে উৎপন্না হইয়া হিমালয়গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪।৫। নারদ! যে ব্যক্তি হিমালয়ের নিকট পার্ব্বতী দেবীর কথিত এই উত্তম যোগশাস্ত্র পাঠ করে, মুক্তি তাহার পক্ষে সুলভ হয়। শর্ব্বাণী তাহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া সতত তাহার মঙ্গল বিধান করেন; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পার্ব্বতীর প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি জন্মে। ৬।৭। মানব—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং নবমী তিথিতে ভক্তিভাবে এই শ্রীমদ্ভগবতীগীতা· পাঠ করিলে জীবন্মুক্ত হয়।৮। যে ব্যক্তি, শরৎকালে মহাষ্টমী তিথিতে উপবাস রাত্রি-জাগরণ করিয়া এই গীতা পাঠ করিবে, তাহার পুণ্যের কথা আর কি বলিব? সে ব্যক্তি সকল দেবগণের পূজ্য এবং দুর্গার অত্যন্ত ভক্ত হয়; ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ তাহার আজ্ঞাকারী হন; দেবীর প্রসাদে সে নিজেই সাক্ষাৎ দেবীর অংশ হইয়া উঠে; তাহার ব্রহ্মহত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ পাপও বিনষ্ট হয়; সে, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন দীর্ঘজীবি পুত্রলাভ করে; এবং তাহার বিপত্তিসমূহ-বিনাশ ও নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, অমাবস্যা তিথিতে ভক্তিভাবে এই গীতা পাঠ করিবে, সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গাতুল্য হইবে। যে ব্যক্তি নিশীথকালে বিল্ববৃক্ষসমীপে ইহা পাঠ করে, দেবী স্বয়ং এক বৎসরের মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষগোচর হন। নারদ! এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; ফল-কথা শুন, এই ভগবতী-গীতা-পাঠের সমান পুণ্যকার্য্য ভূমণ্ডলে নাই। মুনিবর! জগতে তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানাদি সৎকার্য্যের ফলের সংখ্যা আছে, কিন্তু গীতা-পাঠের ফল অসংখ্য। পরমেশ্বরী

ইত্যুক্তং তে যথা জাতা নিত্যাপি পরমেশ্বরী
লীলয়া মেনকাগর্ভে ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে হিমালয়-
পার্ব্বতীসংবাদে শ্রীভগবতীগীতাসমাপ্তিং
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
স্থিতা হিমবতো গেহে লীলয়া পরমেশ্বরী।
কথমাপ পতিং শম্ভুং যোগচিন্তাপরায়ণম্ ॥ ১
কথং হরো মনশ্চক্রে দারগ্রহণকর্ম্মণি।
ত্যক্ত্বা যোগং মহাযোগী সংসারবিমুখঃ প্রভুঃ ॥২
কথমর্দ্ধশরীরং সাপাহরৎ স্মরসি প্রভো।
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহেশ্বর ॥ ৩
শ্রীমহাদেব উবাচ।
যয়েদং মোহ্যতে বিশ্বং পরয়া মায়য়া মুনে।
কো বোদ্ধুমিহ শক্নোতি তস্যা মায়াং মহামতে
যা শক্তির্জগতামাদ্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
সাতিবাল্যং সমাস্থায় স্থিতা হিমবতো গৃহে ॥৫
ততঃ সা ববৃধে নিত্যং বর্ষাসু স্বর্ণদী যথা।
চারুতামপি সংদধ্রে যথা শরদি চন্দ্রিকা ॥ ৬
সখীভিঃ সহিতা নিত্যং চিক্রীড় নিজলীলয়া।
স্বগুণৈঃ পিতরৌ নিত্যং তর্পয়ামাস পার্ব্বতী ॥৭
গিরিরাজস্তথা মেনা দৃষ্ট্বাদৃষ্ট্বাপি তন্মুখম্।
দৃষ্টিং ব্যাপারয়ামাস নান্যত্র ক্ষণমপ্যপি ॥ ৮
বিদ্যতে মুনিশার্দ্দূল নাসাধ্যং হি তপস্বিনঃ।
তপসা যন্ন চাপ্নোতি বিদ্যতে নৈব তৎফলম্ ॥
অপি ব্রহ্মাদিদেবানাং যস্যা দুর্লভমীক্ষণম্।
তাং কৃত্বাঙ্কে দিবারাত্রং হিমবান্ মেনকাপি চ
নিরীক্ষতে কৌতুকেন পুত্রীভাবেন তারিণীম্।
এবং ভজন্তি যে ভক্ত্যা তেষামিষ্টফলপ্রদা ॥
দুর্গম্যাপি সুরশ্রেষ্ঠৈঃ সুলভা জগদম্বিকা।

'নিত্যা হইলেও লীলাবশে মেনকার গর্ভে যেরূপে উৎপন্ন হন, তাহা তোমার নিকট এই বলিলাম ; পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ১—১৭।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—পরমেশ্বরী লীলাক্রমে হিমালয়গৃহে অবস্থান করিয়া কিরূপে যোগ-চিন্তানিরত শম্ভুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন ? সংসারবিমুখ হরই বা কিরূপে মহাযোগ পরিত্যাগ করিয়া দারসংগ্রহব্যাপারে মনো-নিবেশ করিলেন ? কি রূপেই বা সেই দেবী হরের শরীরার্দ্ধ হরণ করিলেন ? হে প্রভো ! আপনার ইহা স্মরণ আছে ? যদি থাকে, তবে হে মহেশ্বর ! আমার নিকট ইহা সবিস্তরে বলুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনে ! যে পরমা মায়া কর্ত্তৃক এই বিশ্ব বিমোহিত, হে মহামতে ! কে তাহার মায়া বুঝিতে সমর্থ ? যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী শক্তি জগতের আদিভূতা, তিনি নিতান্ত বালিকারূপে হিমালয়গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন বর্ষাকালে সুরনদী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনি পিতৃভবনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শরতের চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার দেহের চারুতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি সখীগণ সহ স্বীয় লীলায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী নিজ-গুণে পিতা-মাতার প্রীতিবিধান করিতে লাগিলেন। গিরিরাজ এবং মেনকা পার্ব্বতীর মুখ বারম্বার দেখিয়া দেখিয়া অল্পক্ষণের জন্যও বিষয়ান্তরে আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। ১-৮। হে মুনিবর ! তপস্যাকারীর অসাধ্য কিছুই নাই। এমন ফল নাই, যাহা তপ-স্যার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখ, যাঁহার দর্শন ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ, হিমালয় এবং মেনকা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া দিবারাত্র পুত্রীভাবে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক জগদম্বিকার ভজনা করে, সুরশ্রেষ্ঠ-গণেরও অসুলভা জগদম্বিকা তাহাদের সুলভা ও ইষ্টফলপ্রদা হইয়া থাকেন। স্বয়ং

এবং স্থিতা ভগবতী গিরিরাজগৃহে স্বয়ম্ ॥১২
মাতুস্তৃপ্তিকরী নিত্যং পিতৃপ্রীণনতৎপরা ॥
অথৈকদা গিরীন্দ্রস্তাং ক্রোড়ে কৃত্বা পরমেশ্বরীম্ ॥
তনয়ৈশ্চ সুসঙ্গম্যাস্থিতঃ পরমকৌতুকাৎ।
এতস্মিন্নেব কালে তু নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৪
নভসা চ সমায়াতো দ্রষ্টুং দেবীং মহেশ্বরীম্।
স দদর্শ তদা গৌরীং গিরীন্দ্রনিকটস্থিতাম্ ॥১৫
শরন্নিশি নিশানাথ-জ্যোৎস্নামিব সুনির্ম্মলাম্ ॥
গিরীন্দ্রস্তথ তং বীক্ষ্য মুনিং স্বগৃহমাগতম্ ॥ ১৬
সম্পূজ্য প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রণনাম মহামতিঃ ॥
উপবিষ্টো মুনিঃ প্রাহ শৈলরাজং প্রহর্ষয়ন্ ॥ ১৭
মহারাজ ময়া পূর্ব্বং যদুক্তং জ্ঞাতবানসি।
স্বয়ং প্রকৃতিরাদ্যা তে তনয়া সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৮
সেয়ং তনয়া জাতা স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা।
শম্ভোর্ভর্ত্রী দয়িতা প্রেম্নাদেহার্দ্ধহারিণী ॥ ১৯
স চাপ্যেনাং বিনা জায়াং নান্যামুদ্বাহয়িষ্যতি।
অনয়ৈব গিরিশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ ॥ ২০
ভবিষ্যতি মহেশায় দেয়েয়ং তনয়া ত্বয়া।
তস্যৈব পূর্ব্বপত্নীয়ং জাতা দক্ষগৃহে যদা ॥ ২১
অনয়োর্যাদৃশং প্রেম ভবিষ্যতি মহামতে।
কয়োর্ন তাদৃশং ভূতং বিদ্যতে বা ভবিষ্যতি ॥
অনয়া দেবকর্ম্মাণি করিষ্যন্তে বহূনি চ।
পুত্রোঽপি ভবিতা চাস্যা মহাবলপরাক্রমঃ ॥২৩
যেন তুল্যবলো যোদ্ধা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি
নান্যস্মৈ ত্বমিমাং দাতুং মনঃ কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪
ইত্যৃষের্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজ উবাচ তম্।
শ্রূয়তে ত্যক্তসঙ্গঃ স মহাযোগী মহেশ্বরঃ ॥২৫
তপশ্চচারাত্যুগ্রঞ্চ দেবানামপ্যগোচরঃ।
কেবলং পরমং ব্রহ্ম সোঽহস্তঃ পশ্যতি নিশ্চলঃ ॥
ন বাহ্যমীক্ষতে শুদ্ধব্রহ্মণ্যর্পিতমানসঃ।
তস্যৈব নিশ্চলং চেতঃ কো ভ্রংশয়িতুমুৎসহেৎ
কথং বা তনয়ামেনাং ভার্য্যার্থে সংগ্রহীষ্যতি ॥

ভগবতী এইরূপে গিরিরাজগৃহে বিরাজিত হইয়া নিত্য মাতা-পিতার তৃপ্তি বিধানে তৎপর হইলেন। অনন্তর একদা গিরিরাজ পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া অন্যান্য তনয়গণ সহ পরম কৌতুকে অবস্থিত আছেন। ইত্যবসরে মুনিপুঙ্গব নারদ আকাশপথে দেবী মহেশ্বরীকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—শরতের সুনির্ম্মল চন্দ্রিকার ন্যায় গৌরী গিরীন্দ্র নিকটে অবস্থান করিতেছেন। গিরীন্দ্র নারদ মুনিকে স্বগৃহে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সৎকার করত প্রাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন মুনিবর উপবেশনপূর্ব্বক শৈলরাজকে প্রহর্ষিত করত কহিলেন,—মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আপনার বিদিত আছে ত? বলিয়াছিলাম,—স্বয়ং প্রকৃতি দেবী আপনার তনয়া হইবেন। এক্ষণে উত্তমা প্রকৃতি স্বয়ংই আপনার তনয়া হইয়াছেন। ইনি শম্ভুর দয়িতা হইবেন এবং প্রেমাধিক্যে তাঁহার দেহার্দ্ধ হরণ করিবেন। শম্ভু ইঁহাকে পত্নীরূপে না পাইলে অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। হে গিরিশ্রেষ্ঠ! হর ইঁহা দ্বারাই অর্দ্ধনারীশ্বর হইবেন। আপনি আপনার এই তনয়াকে মহেশের করেই সম্প্রদান করিবেন, ইনিই দক্ষগৃহে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং শম্ভুরই ইঁন পূর্ব্বপত্নী। ইঁহাদের পতিপত্নীর যাদৃশ প্রেম হইবে, হে মহামতে! এ জগতে তাদৃশ প্রেম কাহারও হয় নাই, হইবে না এবং বর্ত্তমানেও নাই। ৯—২২। ইঁনি বহুল দেবকার্য্য সম্পাদন করিবেন। ইঁহার মহাবল পরাক্রম পুত্র হইবে। তাঁহার তুল্য যোদ্ধা হয় নাই, হইবে না। আপনি অন্য কাহারও হস্তে ইঁহাকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিবেন না। গিরিরাজ ঋষির এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—শুনিতে পাই, সেই দেবদুর্লভ মহাযোগী মহেশ্বর সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অত্যুগ্র তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিশ্চল হইয়া অন্তরে কেবল পরব্রহ্মকে দেখিতেছেন। তাঁহার মন ব্রহ্মেই অর্পিত; তাই কোন বাহ্য বস্তুই তিনি দর্শন করেন না। তাঁহার এই নিশ্চল চিত্ত বিচলিত করিতে কে সমর্থ হইবে? কিরূপেই বা

নারদ উবাচ ।

তদর্থং নৈব চিন্তাং ত্বং কুরু পর্ব্বতপুঙ্গব ।
ভবিষ্যতি তপোভঙ্গো যথা তস্য নিশাময় ॥ ২৯
তারকেণাসুরেন্দ্রেণ জিত্বা দেবান্ সবাসবান্ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতে রাজ্যং হৃতং মদবলাশ্রয়াৎ
তথান্যেষাং সুরাণাং স আধিপত্যং বলাদ্ধরন্
এক আস্তে ত্রিলোকেশো ব্রহ্মদত্তবরেণ হি ॥
ব্রহ্মণা কল্পিতো মৃত্যুস্তস্য নূনং দুরাত্মনঃ ।
শিবস্যৌরসজাতেন পুত্রেণামিততেজসা ॥৩২
তেন দেবাঃ সুসংযত্তা ইন্দ্রাদ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ ।
সর্ব্বে ব্যাপারয়িষ্যন্তি মহাদেববিমোহনে ॥ ৩৩
নিমিত্তমাত্রমিত্যুক্তং লৌকিকং পর্ব্বতর্ষভ ।
বস্তুতস্তে সুতৈবৈষা হরং সম্মোহয়িষ্যতি ॥৩৪
ইয়ং স্বয়ং মহামায়া জগন্মোহনকারিণী ।
বিষ্ণুসম্মোহিনী লক্ষ্মীঃ শিবসম্মোহিনী শিবা ॥
সোঽপি নিত্যং মহাকালস্তদন্তর্যামিনীমিমাম্ ।
মহাকালীং মহাযোগী সমাধিস্থো নিরীক্ষতে ॥ ৩৬

তপশ্চরতি চৈতস্যা অর্থে নিশ্চলমানসঃ ।
এনাং প্রাপ্য পুনঃ পত্নীং ত্যক্তযোগো
ভবিষ্যতি ॥ ৩৭
অচিরেণৈব ভগবান্ ধ্যানযোগেন শঙ্করঃ ।
জ্ঞাত্বৈনাং ত্বদ্গৃহে জাতাং ব্রহ্মরূপাং সনাতনীম্
ভব প্রস্থে তপস্তপ্তুং সমায়াস্যতি নিশ্চিতম্ ॥৩৯

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

উক্ত্বৈবং গিরিরাজায় স মুনিঃ প্রযযৌ দ্রুতম্ ।
বিহায়সা স্বকং স্থানং মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

গতে তস্মিন্মুনিশ্রেষ্ঠে গিরীন্দ্রঃ সহ মেনয়া ।
পুত্রৈশ্চ নিশ্চিতং মেনে পার্ব্বতীং ভবমোহিনীম্
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুস্ত্যক্তা পূর্ব্বাশ্রমং মুনে ।

তিনি আমার এই কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন ? নারদ কহিলেন,—হে পর্ব্বতবর ! সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না ; তাঁহার যেরূপে তপোভঙ্গ হইবে, তাহা শ্রবণ কর। অসুরবর তারক ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবকে জয় করিয়া মদবলাশ্রয়ে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হরণ করিয়াছে। অন্যান্য সুরবৃন্দের আধিপত্যও হরণপূর্ব্বক সেই অসুর ব্রহ্মদত্ত বরে ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছে। শিবের ঔরসজাত পুত্রের হস্তে ব্রহ্মা সেই দুরাত্মার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন। তাই ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বপ্রাণে মহাদেবের মোহনে ব্যাপৃত হইবেন। হে পর্ব্বতবর ! ইহা হইল লৌকিক নিমিত্ত মাত্র। বস্তুতঃ তোমার এই সুতাই হরকে সম্মোহিত করিবেন। ইনি স্বয়ং জগন্মোহনকারিণী মহামায়া, বিষ্ণুসম্মোহিনী লক্ষ্মী এবং শিবসম্মোহিনী শিবা। সেই মহাযোগী মহাকাল সমাধিস্থ হইয়াও তাঁহার অন্তর্যামিনী মহাকালীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি ইহাঁরই নিমিত্ত নিশ্চলমনে তপস্যা করিতেছেন। মহাদেব ইহাকে পুনরায় পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া যোগ ত্যাগ করিবেন। ভগবান্ শঙ্কর ধ্যানযোগে এই ব্রহ্মরূপিণী সনাতনীকে তোমার গৃহে উৎপন্ন জানিয়া নিশ্চয় হিমবৎপ্রস্থে তপস্যা করিতে আসিবেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—গিরিরাজকে এই কথা কহিয়া সেই মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-সম প্রভাশালী মুনি আকাশপথে সত্বর স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন। ২৩—৩৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মুনিবর নারদ প্রস্থান করিলে ভার্য্যা মেনকা ও পুত্রগণসহ গিরীন্দ্র পার্ব্বতীকে ভবমোহিনী বলিয়া নিশ্চয় জানিলেন। হে মুনে ! ইত্যবসরে

হিমাদ্রেঃ প্রযযৌ প্রস্থং তপস্তপ্তুং সুদুশ্চরম্ ॥ ২
যত্র গঙ্গা নিপতিতা ব্রহ্মলোকাৎ স্বয়ং পুরা ।
তত্র বিশ্বেশ্বরঃ পূর্ণব্রহ্মধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৩
সংস্থিতঃ পরমো যোগী ধ্যানানন্দসমুৎসুকঃ ।
এবং ধ্যানপরে তস্মিন্ হরে প্রমথপুঙ্গবাঃ ॥ ৪
কেচিদ্ধ্যানপরা আসন্ কেচিৎ সেবাপরায়ণাঃ ।
অন্যে চ বহবস্তস্য কিঞ্চিদ্দূরে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫
কল্পপুষ্পাণি চিন্বন্তো গীতনৃত্যপরায়ণাঃ ।
ক্রীড়ন্তি গৈরিকৈরঙ্গং বিলিপ্য চ সমুৎসুকাঃ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা শিবং সমায়াতং গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ।
একদা কথয়ামাসুর্গিরীন্দ্রায় মহাত্মনে ॥ ৭
প্রভো গিরীন্দ্র ভগবংস্তব প্রস্থে মহেশ্বরঃ ।
সমায়াতস্তপস্তপ্তুং সমস্তৈঃ প্রমথৈঃ সহ ॥ ৮
ওষধিপ্রস্থনগরস্যাদূরে স স্বয়ং স্থিতঃ ।
মহাত্মা জটিলো যোগী চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকঃ ॥ ৯
প্রমথাশ্চাপি বহবো নিকটে তস্য সংস্থিতাঃ ।
ধ্যাননিষ্ঠাস্তথান্যে চ শুশ্রূষণপরায়ণাঃ ॥ ১
অন্যে চ কোটিশস্তস্য কিয়দ্দূরে ব্যবস্থিতাঃ ।
নৃত্যন্তি চৈব ক্রীড়ন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥ ১১
কেচিদ্দিগম্বরাস্তেষাং কেচিদ্ব্যাঘ্রাজিনাম্বরাঃ ।
বিভূতিধবলাঃ সর্ব্বে জটামুকুটমস্তকাঃ ॥ ১২
ঐশ্বর্য্যং ভূতনাথস্য বিচিত্রং পর্ব্বতর্ষভ ।
গত্বৈকদা মহারাজ স্বয়ং পশ্য যথেপ্সিতম্ ॥ ১৩
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং হিমবান্ পর্ব্বতাধিপঃ ।
প্রযযৌ যত্র বিশ্বেশস্তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ১৪
ততঃ সম্পূজয়ামাস বিশ্বেশং ভক্তিসংযুতঃ ।
সোঽপি তস্যার্চ্চনাং শম্ভুঃ প্রতিজগ্রাহ সাদরঃ
ততঃ স পূজিতো দেবো গিরীন্দ্রং প্রাহ হর্ষয়ন্ ।
মহারাজ তব প্রস্থে নির্জ্জনেঽহং সমাগতঃ ॥১৬
তপঃ কর্ত্তুং মহাপুণ্যে সমস্তৈঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ।
ত্বমত্র রাজা পুণ্যাত্মন্ গিরিরাজ তথা কুরু । ১
যথা মন্নিকটে কোঽপি নৈবায়াতি জনঃ ক্বচিৎ ।

শম্ভু পূর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিবার জন্য হিমাদ্রিপ্রস্থে প্রয়াণ করিলেন। যথায় স্বয়ং গঙ্গা পূর্ব্বে ব্রহ্মলোক হইতে পতিত হইয়াছিলেন, পূর্ণব্রহ্মধ্যান-তৎপর পরম যোগী বিশ্বেশ্বর ধ্যানানন্দে সমুৎসুক হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হর এইরূপে ধ্যাননিষ্ঠ হইলে প্রমথাধিপদিগণের মধ্যে কেহ কেহ ধ্যানপরায়ণ হইলেন, কেহ কেহ শিবের সেবায় নিরত রহিলেন। অন্য সকলে শিবের কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা কল্পপুষ্প চয়ন করিয়া—নৃত্যগীতে নিরত হইয়া—সর্ব্বাঙ্গে গৈরিক রঙ্গ বিলেপন করিয়া সোৎসাহে ক্রীড়া করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ শিবকে সমাগত দেখিয়া একদা মহাত্মা গিরিরাজকে কহিলেন,—হে প্রভো! হে ভগবন্ গিরীন্দ্র! ভগবান্ মহেশ্বর সমস্ত প্রমথসহ আপনার প্রস্থে তপস্যা করিতে আসিয়াছেন। মহাত্মা জটাজুটধারী যোগী চন্দ্রশেখর ওষধিপ্রস্থনগরের অদূরে স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন বহুসংখ্যক প্রমথ তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ ধ্যাননিষ্ঠ, কেহ কেহ শিবসেবানিরত এবং অন্য কোটি কোটি প্রমথ শিবের কিয়দ্দূরে অবস্থিত। তাহারা নৃত্য করিতেছে, গান করিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, হাসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দিগম্বর এবং কেহ কেহ ব্যাঘ্রাজিনাম্বর। তাহারা সকলেই বিভূতি-ধবল, এবং সকলেই জটামুকুট-মস্তক। হে পর্ব্বতবর! ভূতনাথের ঐশ্বর্য্য অপূর্ব্ব! মহারাজ! আপনি নিজে গিয়া তাহা যথেচ্ছ প্রত্যক্ষ করুন। গিরিবর হিমবান তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথায় বিশ্বেশ্বর দুশ্চর তপস্যা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই বিশ্বপতির পূজা করিলেন। ১-১৫

শম্ভু সাদরে তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দেবদেব পূজিত হইয়া গিরিরাজকে প্রহর্ষিত করত কহিলেন,—মহারাজ! আমি সমস্ত প্রমথপরিবৃত হইয়া ভবদীয় মহাপবিত্র নির্জ্জন প্রস্থে তপস্যা করিতে আসিয়াছি। হে পুণ্যাত্মন্ গিরিরাজ! আপনি এ বিষয়ে

তপোহানির্ভবেৎ সঙ্গাত্তেন সঙ্গভয়েন হি ॥১৮
নির্জ্জনে ক্রিয়তে বাসো যোগিভিঃ কিল ভূধর
ত্বমাশ্রয়ো মুনীন্দ্রাণাং যক্ষাণাং কিন্নরস্য চ ॥ ১৯
দেবানাং রাক্ষসানাঞ্চ দ্বিজাতীনাঞ্চ ভূধর।
সর্ব্বেষাং ব্যবহারাণি জ্ঞাতবানসি ধর্ম্মবিৎ ॥২০
কিং তুভ্যমধিকং বাচ্যং ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহামতিঃ
ইত্যুক্ত্বা গিরিরাজং স তূষ্ণীভূয় মহেশ্বরঃ ॥২১
স্থিতস্তং প্রত্যুবাচাথ গিরীন্দ্রো বিনয়ান্বিতঃ।
দেবদেব জগন্নাথ মদ্ভাগ্যাত্ত্বমুপস্থিতঃ ॥ ২২
মম প্রস্থে তপঃ কর্ত্তুং ব্রহ্মাদৈরপি দুর্লভঃ।
তপ স ত্বং নির্জ্জনেঽস্মিন্ যথেচ্ছং জগদীশ্বর ॥
ন মত্যাস্তি সমঃ কশ্চিদপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
যতস্ত্বং মামনুপ্রাপ্তঃ সগণঃ কামচারতঃ ॥ ২৪
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ ন মত্তোঽস্তীহ পুণ্যবান্
ভগবন্মম প্রস্থেঽস্মিন্ তপসে যদুপস্থিতঃ ॥২৫
নাত্রায়াস্যতি নৈব কশ্চিজ্জনস্ত্বন্নিকটে প্রভো।
তপ স ত্বং মহাদেব রহস্যত্র যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬
ইত্যেবমুক্ত্বা গিরিরাট্ প্রযযৌ নিজমালয়ম্।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা সর্ব্বান্ জানপদান্ গিরিঃ ॥
স্বকীয়ানপি চাহূয় সন্নিগম্য মুহুর্ম্মুহুঃ।
গঙ্গাবতারণপ্রস্থে মহেশ্বরতপঃস্থলম্ ॥ ২৮
ন মমাজ্ঞাং বিনা কৈশ্চিদ্গন্তব্যং মহতাপি চ।
যদি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য কোঽপি গচ্ছতি তৎস্থলম্ ॥
স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইতি তস্যাজ্ঞয়া ভীতা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৩০
পিশাচা রাক্ষসা বাপি মানবাঃ পশবস্তথা।
নো যান্তি হিমবৎপ্রস্থং যত্রাস্তে চন্দ্রশেখরঃ ॥৩১
নির্জ্জনে স মহাযোগী তত্তপে উগ্রং মহত্তপঃ।
পার্ব্বত্যপি পিতুর্গেহে বর্দ্ধমানা দিনে দিনে।
পাণিগ্রহণযোগ্যাভূচ্চার্ব্বঙ্গী রুচিরাননা।
গিরীন্দ্রো নারদোক্তং তদ্বাক্যং সঞ্চিন্ত্য কুত্রচিৎ
ন চেষ্টয়তি পার্ব্বত্যা বিবাহার্থং মহামতিঃ।
অথৈকদা জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতী স্বয়মেব হি ॥ ৩৫

এইরূপ করুন, যাহাতে আমার নিকটে কোন জনই কখন না আসিতে পারে। সঙ্গবশে তপস্যার হানি হইয়া থাকে। যোগিগণ সঙ্গ-ভয়েই নির্জ্জনে বাস করেন। মুনীন্দ্র, যক্ষ, কিন্নর, দেব, রাক্ষস, দ্বিজ, সকলেরই আপনি আশ্রয়। ইঁহাদের সকলেরই ব্যবহার আপনার বিদিত। আপনি মহামতি ধর্ম্মবিৎ; আপনাকে আর অধিক বলিব কি? মহেশ্বর গিরিরাজকে এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গিরীন্দ্র প্রত্যুত্তরে সবিনয়ে বলিলেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ! আমার ভাগ্যবশেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ আপনি আমার প্রস্থে তপস্যা করিতে উপস্থিত। হে জগদীশ্বর! আপনি এই নির্জ্জন দেশে যথেচ্ছ তপস্যা করুন। আমার সমান কেহ নাই, সাক্ষাৎ পুরন্দরও আমার তুল্য নহেন? যে হেতু আপনি সগণে আমার প্রস্থে স্বীয় ইচ্ছায় সমুপস্থিত। আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য; মৎসদৃশ পুণ্যবান্ কেহ নাই। কেন না, আপনি আমার প্রস্থে তপস্যার্থ উপস্থিত। হে প্রভো! এ স্থানে আপনার নিকটে কেহই আসিবে না। এখানে নির্জ্জনে আপনি যথেচ্ছ তপস্যা করুন। গিরিরাজ এই কথা কহিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সমস্ত জনপদবাসী ও আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগকে ডাকিয়া গিরিরাজ এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে মহেশ্বরের তপঃস্থান; আমার আদেশ ব্যতীত কেহই সেখানে যাইতে পারিবে না। যদি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেহ তথায় যায়, তবে সে আমার দণ্ডার্হ, এমন কি বধদণ্ড পর্য্যন্ত তাহার উপর বিহিত হইবে। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মানব ও পশুগণ তাঁহার এইরূপ আজ্ঞায় ভীত হইয়া চন্দ্রশেখরের অধিষ্ঠিত হিমালয়প্রস্থে যাইতে লাগিল না। মহাযোগী মহেশ্বর নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। চার্ব্বঙ্গী রুচিরাননা পার্ব্বতী দিনে দিনে পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলেন। মহামতি গিরীন্দ্র নারদোক্ত বাক্য চিন্তা করিয়া পার্ব্বতীর বিবাহার্থ অন্যত্র কুত্রাপি চেষ্টা করিতে

পিতরৌ প্রাহ যাস্যামি তপঃ কর্ত্তুং শিবান্তিকম্
যদা ব্রহ্মা স্বতনয়াং সন্ধ্যাং কামবিমোহিতঃ ॥৩৬
সন্ধর্ষিতুং সমুদ্যাতো গগনস্থো হরস্তদা।
নিনিন্দ তং মুহুর্দেবং ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্ ॥৩৭
তদা স লজ্জয়োপেতো বিবর্ণবদনো বিভুঃ।
তপসারাধয়ামাস মাং জগন্মোহিনীং শিবাম্ ॥৩৮
ততো ময়ি প্রসন্নায়াং স বব্রে বাঞ্ছিতং বরম্।
তত্রৈবোবাচ মাং মাতস্ত্বং ভূত্বা চারুরূপিণী ॥৩৯
মোহয়স্ব মহেশানং সংসারবিমুখং প্রভুম্।
ত্বামৃতে তস্য নো কাচিদ্ভবিষ্যতি মনোরমা ॥৪০
তস্মাত্ত্বং জন্ম সম্প্রাপ্য ভবস্ব হরমোহিনী।
কান্তাভিলাষমাত্রং মে দৃষ্ট্বা নিন্দন্মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
তেন সম্প্রাপ্তলজ্জোঽহং দুঃখী ত্বাং সমুপাশ্রিতঃ
তত্ত্বং মামনুগৃহ্নীষ্ব মোহয়স্ব মহেশ্বরম্ ॥ ৪২
যদা যদা ত্যক্তসঙ্গো হরঃ স্থাস্যতি নির্জ্জনে।
তদৈব যোষিদ্রূপেণ মোহয়িষ্যসি তং শিবে ॥৪৩
ইত্যেতদীপ্সিতং তেন যাচিতং পরমেষ্ঠিনা।
ময়াপ্যঙ্গীকৃতং পূর্ব্বং তুষ্টয়া তপসা বিধে ॥ ৪৪
তেন দক্ষগৃহে জাতামোহিয়ং সকৃদেব তম্।
প্রাকৃতং পুরুষং যাদৃক্ প্রাকৃতা হি বরাঙ্গনা ॥
দক্ষস্য সুকৃতে ক্ষীণে যুবাভ্যাং সমুপাসিতা।
তদ্গৃহাদ্যুবয়োর্গেহে জাতাস্মি হরমোহিনী ॥৪৬
সোঽপি মামেব সংলব্ধুং তপশ্চরতি শঙ্করঃ।
সতীবিরহদুঃখার্ত্তঃ সুচিরং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৭
তস্মৈ প্রতিশ্রুতমপি পুনঃ প্রাপ্স্যামি তং পতিম্
তেনাহমনুযাস্যামি যত্রাস্তে চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪৮
সমস্তৈঃ প্রমথৈঃ সার্দ্ধং তপোনিষ্ঠং সুনির্জ্জনে।
তত্র স্থিত্বা মহেশানং মোহয়িষ্যে তথৈব হি ॥

লাগিলেন [illegible]। অনন্তর, একদা জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতী নিজেই পিতা-মাতার নিকট বলিলেন,—আমি তপস্যা করিতে শিবসন্নিধানে গমন করিব। যৎকালে ব্রহ্মা কামমোহিত হইয়া স্বীয় তনয়া সন্ধ্যাকে সন্ধর্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন হর গগনপথে থাকিয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে মুহুর্মুহু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া বিবর্ণবদন হন এবং তপস্যা দ্বারা জগন্মোহিনী শিবা আমাকে আরাধনা করেন। আমি প্রসন্ন হইলে তিনি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন—মাতঃ! আপনি সুচারু রূপ ধারণ করিয়া সংসারবিমুখ ভগবান্ মহেশকে মোহিত করুন। আপনি ব্যতীত আর কেহই তাঁহার মনঃপ্রিয়া হইবেন না। অতএব আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া হর-মোহিনী হউন! আমি কান্তাজনে অভিলাষ মাত্র করিয়াছিলাম, তাই দেখিয়া মহেশ আমায় নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া আপনার আশ্রয় লইয়াছি। অতএব আপনি মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন; মহেশ্বরকে মোহিত করুন। হর ত্যক্তসঙ্গ হইয়া যখন যখন নির্জ্জনে অবস্থান করিবেন, হে শিবে! আপনি রমণীরূপে সেই সেই কালেই তাঁহাকে মোহিত করিবেন। পরমেষ্ঠী এইরূপই ইষ্টবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে ঐরূপ অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হইয়াছিলাম। তাই পূর্ব্বে দক্ষগৃহে জন্ম লইয়া একবার মহেশকে মোহিত করিয়াছি। তখন আমি প্রাকৃত স্ত্রী আর তিনি যেন প্রাকৃত পুরুষ হইয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষের সুকৃতি ক্ষীণ হইলে, আপনারা আমার আরাধনা করেন, সুতরাং দক্ষগৃহ হইতে আপনাদের গৃহে আমি হরমোহিনী হইয়া জন্মিয়াছি।৩৬—৪৬। সেই শম্ভুও আমাকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। তিনি পরমেশ্বর হইয়াও বহুকাল হইতে সতীর বিরহদুঃখে দুঃখিত। আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, পুনরায় তাঁহাকেই পতি লাভ করিব। হে অম্ব! সে কারণ অদ্য আমি চন্দ্রশেখরের সন্নিহিত স্থানে গমন করিব! মহেশ্বর সমস্ত প্রমথ সহ নির্জ্জনে তপোনিষ্ঠ হইয়াছেন। আমি সেখানে থাকিয়া মহেশকে

যথা যোগং পরিত্যজ্য ভার্য্যার্থে মাং গ্রহিষ্যতি
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স্মৃত্বা নারদভাষিতম্ ॥৫০
গিরীন্দ্রস্তনয়াং নীত্বা প্রস্থাতুং শিবসন্নিধিম্ ।
মনশ্চক্রে মুনিশ্রেষ্ঠ সহসৈব মহামতিঃ ॥ ৫১
মেনা তু পার্ব্বতীং কৃত্বা স্বাঙ্কে সাশ্রুবিলোচনা
রুরোদ মুক্তকণ্ঠাতিবাষ্পেণ মুনিপুঙ্গব ॥ ৫২
হা মাতঃ প্রাণতুল্যাসি কমনীয়কলেবরা ।
মাং বিহায় কথং তীব্রং কাননং গন্তুমর্হসি ॥৫৩
ততস্তাং পার্ব্বতী প্রাহ সান্ত্বয়ন্তী মুহুর্ম্মুহুঃ ।
বিমৃজ্য নয়নে তস্যাশ্চারুহস্তাম্বুজেন বৈ ॥৫৪
মাতস্ত্বং সুমতির্মেহর্থে নানুশোচিতুমর্হসি ।
অশোচ্যাহং তব সুতা জ্ঞাত্বাপি কিমু মুহ্যসি॥৫৫
অহং প্রকৃতিরাদ্যাস্মি নিত্যানন্দময়ী স্বয়ম্ ।
ন মেহস্তি দুঃখংকুত্রাপি কাননে বা গৃহেহপি বা
অহং শ্মশানসংবাসা মহাকালী শবাসনা ।
ন মেহস্তি নির্জ্জনে ভীতির্মাতস্ত্বং সুস্থিরা ভব
বিমোহ্য তং মহাদেবং পুনরায়ামি নিশ্চিতম্ ।
ততঃ প্রাপ্য পতিং শম্ভুং যাস্যে হং শিবসন্নিধৌ
শ্রুত্বৈতদ্বচনং মেনা পার্ব্বত্যা ভয়দং মহৎ ।
উ মেতি বিস্মিতা প্রাহ তেনোমাখ্যাং জগাম স
ততঃ প্র হ গিরিং মেনা কন্যা মে হরসান্নিধিম্ ।
যদি যাস্যতি তর্হ্যেতে সখ্যৌ যাতং তয়া সহ ।
সাহায্যং কুরুতামস্যাঃ ফলপুষ্পাদিভিঃ সদা ॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনং সু-নরুদুহিতুস্তাভ্যাং সখীভ্যাং
সুতাম্ ।
নীত্বা পর্ব্বতপুঙ্গ ঃ সমগমৎ শ্রীবিশ্বনাথান্তিকম্ ।
সর্ব্বে দেবগণাঃসমীক্ষ্যমুদিতা হর্ষেণ মুক্তাম্বদা,
বৃষ্টিং পুষ্পময়ীং মহেশবিপিনে চক্রুঃসমন্তাম্মুনে
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পার্ব্বত্যাঃ
শিবান্তিকগমনং নাম একবিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

এরূপভাবে মোহিত করিব, যাহাতে তিনি যোগ পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার্থ আমাকেই গ্রহণ করেন। হে মুনিবর! মহামতি গিরিরাজ কন্যার এই সকল উক্তি শ্রবণ এবং নারদবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কন্যা লইয়া শিবসন্নিধানে গমনে মানস করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! এদিকে মেনকা পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া সাশ্রুনেত্রে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হা মাতঃ। তুই আমার প্রাণতুল্যা, কমনীয়-কলেবরা; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তুই নিবিড় বনে গমন করিবি? তখন পার্ব্বতী মেনকাকে বারম্বার সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় সুন্দর করপদ্মে মাতার নেত্রজল মুছাইয়া কহিলেন, —মাতঃ! তুমি সুমতিশালিনী; আমার জন্য অনুশোচনা করা তোমার উচিত হয় না! আমি কন্যা অশোচ্যা জানিয়াও তুমি কেন মুগ্ধ হইতেছ? আমি আদ্যা প্রকৃতি, নিত্যানন্দময়ী; কাননে বা গৃহে কুত্রাপি আমার দুঃখ নাই। আমি শ্মসানবাসিনী শবাসনা মহাকালী। মাতঃ! নির্জ্জনে আমার ভয় নাই। তুমি সুস্থিরা হও। আমি মহেশকে মোহিত করিয়া পুনরায় আগমন করিব। অনন্তর শম্ভুকে পতি পাইয়া শম্ভুসমীপেই গমন করিব। মেনা পার্ব্বতীর ভয়প্রদ মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে 'উ—মা' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। তদবধি পার্ব্বতী 'উমা' এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মেনকা গিরিরাজকে বলিলেন,—কন্যা যদি হরসন্নিধানে একান্তই গমন করে, তবে তাহার এই সখীদ্বয়ও তাহারই সহিত গমন করুক, ইহারা গিয়া ফলপুষ্পাদি চয়ন করত ইহার সাহায্য করিতে থাকুক। সুমেরুনন্দিনী মেনকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা ও কন্যার সহচরীদ্বয় সহ পর্ব্বতরাজ শ্রীবিশ্বনাথ সন্নিধানে গমন করিলেন। হে মুনে! দেবগণ এই ব্যাপার দেখিয়া মহাহর্ষে মহেশের তপোবনে চারিদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।৪৭—৬১।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।২১।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো গিরীন্দ্রঃ প্রোবাচ মহাদেবং মহামতিঃ ।
প্রণিপত্যাগতঃ স্থিত্বা বিনয়েন মহামুনে ॥ ১

হিমালয় উবাচ

ভগবন্মম পুত্রীয়ং স্থিত্বা ত্বৎসন্নিধিং শিব ।
করিষ্যতি যথাভীষ্টং শুশ্রূষণপরায়ণা ।
সখীভ্যাং সংহৃতা নিত্যং ফলপুষ্পজলাদিভিঃ ॥২

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ শম্ভুর্মহাযোগী তাং জ্ঞাত্বা জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভদ্রমাহ গিরিশ্রেষ্ঠং প্রহৃষ্টাত্মা মহামতিঃ ॥ ৪
ততো গিরীন্দ্রঃ প্রযযৌ পুনঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ।
সংস্থাপ্যৈবং মহাযোগী মহেশনিকটে মুনে ৫
ইত্যেবং প্রার্থিতা দেবী হরেণ তপসা স্বয়ম্ ।
সংস্থিতা বিপিনে তত্র ভক্তানুগ্রহতৎপরা ॥ ৬
শিবস্তু সান্তরস্থাং তাং ধ্যায়মানঃ সমুৎসুকঃ ।
জগ্রাহ সহসা নৈব ভার্য্যাত্বেন মহেশ্বরীম্ ॥ ৭
অথেচ্ছাভূন্মহাদেব্যা মহাদেববিমোহনে ।
ততো দেবা যথা চক্রুস্তচ্ছৃণু মহামুনে ॥ ৮
তারকেণার্দ্দিতা দেবাঃ প্রযযুর্ব্রহ্মসন্নিধিম্ ।
প্রণিপত্যাথ তং প্রাহুর্ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্ ॥৯

দেবা উচুঃ ।

প্রভো ব্রহ্মংস্ত্রিলোকেশ তারকো দৈত্যপুঙ্গবঃ
নির্জ্জিত্যাস্মান্ বলাৎ স্বর্গে স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ
ত্বদ্দত্তবরদর্পিতঃ সর্ব্বানেব দিবৌকসঃ ।
ভ্রষ্টরাজ্যান্ ভ্রষ্টদারান্ স চক্রে তারকোঽসুরঃ
ইন্দ্রশ্চন্দ্রশ্চ বরুণো যমোঽগ্নির্নিঋ্ তিস্তথা
কুবেরো বায়ুরেতস্য সদাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥ ১২
যত্র যত্র বয়ং যামস্তত্র তত্র মহাসুরঃ ।
বাধতেঽহর্নিশং সোঽস্মান্ দুরাত্মা ত্রিজগৎপতে
তস্য সেনাপতিঃ ক্রৌঞ্চবলী নাম মহাসুরঃ ।
পাতালমপি সঙ্গম্য প্রজাঃ সম্বাধতেঽনিশম্ ।
এবং তেন হৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং বলশালিনা
উপায়ং নহি পশ্যামস্ত্বামৃতে ত্রিজগৎপতে ॥ ১৫

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে ! অনন্তর মহামতি গিরিরাজ মহাদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে তদীয় অগ্রে অবস্থিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্ ! আমার এই পুত্রী সখীদ্বয়-সঙ্গে আপনার সন্নিধানে থাকিয়া শুশ্রূষাকারিণীরূপে ফল পুষ্প ও জলাদি দ্বারা আপনার যথাভীষ্ট সম্পাদন করিবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,— অনন্তর মহাযোগী শম্ভু জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে গিরিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন,—উত্তম প্রস্তাব। অনন্তর গিরীন্দ্র মহেশনিকটে মহেশ্বরীকে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে হর কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভক্তানুগ্রহতৎপরা পার্ব্বতী সেই বিপিনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিব তাঁহাকে অন্তরেই ধ্যান করিতেছিলেন, তাই তিনি সমুৎসুক হইয়া সহসা মহেশ্বরীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর মহাদেবীর মহাদেব-মোহনে ইচ্ছা হইল। তখন দেবগণ যাহা করিলেন, হে মুনে ! তাহা শ্রবণ কর। দেবগণ তারকাসুর কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করিলেন এবং জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, —হে প্রভো ব্রহ্মন ! ত্রিলোকে তারক শ্রেষ্ঠ দৈত্য ; সে সবলে আমাদিগকে জয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছে। ১—১০। আপনার দত্ত বরে দর্পিত হইয়া তারকাসুর দেবগণকে ভ্রষ্টরাজ্য ও হৃতদার করিয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, অগ্নি, নিঋ্ তি, কুবের ও বায়ু সকলেই এক্ষণে তাহারই আজ্ঞাপালক। হে ত্রিজগৎপতে ! আমরা যেখানে যেখানে যাইব, সেই দুরাত্মা মহাসুর সেই সেই স্থানে যাইয়া দিবারাত্র আমাদিগকে উৎপীড়িত করে। তাহার সেনাপতির নাম ক্রৌঞ্চবলী। সে পাতালে গিয়াও প্রজা- বর্গকে নিত্য উৎপীড়িত করে। এইরূপে সেই বলবান্ অসুর এই সমস্ত ত্রৈলোক্য

বধো বা চিন্ত্যতাং তস্য স্থানং বা কল্প্যতাঞ্চ নঃ
বিধীয়তাং বিধেয়ং যত্তৎকর্ত্তা হি জগৎপতিঃ ॥১৬
ব্রহ্মোবাচ।
ময়ৈব বরদানেন বর্দ্ধিতস্তারকোঽসুরঃ।
ন ... মরণে চেষ্টা যুজ্যতে মম বৈ সুরাঃ ॥১৭
প্রতিকারশ্চ যুষ্মাকং কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা ময়া।
কিন্তু সম্যক্ন শক্নোমি তপসা তোষিতো যতঃ
উপদেশং ব্রবীম্যেকং শৃণুধ্বং সুরসত্তমাঃ ॥১৮
ন হরির্ন হরো নাহং ন যূয়ং তস্য ঘাতকাঃ।
ঋতে মহেশতনয়ং ন হন্তা তস্য বিদ্যতে ॥ ১৯
ততো যথা মহাদেবঃ শীঘ্রং দারপরিগ্রহম্।
করোতি সন্ত্যজ্য যোগচিন্তাং তৎ কুরুত দ্রুতম্
হিমালয়গৃহে জাতা লীলয়া প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
সাপি তিষ্ঠতি দেবস্য মহেশস্যাগ্রতো বনে ॥২১
তাং গ্রহীষ্যতি সোঽবশ্যং ভার্য্যাত্বেন মহেশ্বরঃ
স্ততোঽচিরান্মহেশস্য ধ্যানভঙ্গো যথা ভবেৎ
তথা যতধ্বং ত্রিদশা মহাদেববিমোহনে। ২২
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
প্রযযুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বস্বস্থানং মহামুনে ॥ ২৩
ব্রহ্মাপি ত্রিদশানেবমুক্ত্বৈব সহসাভ্যগাৎ।
তারকস্যালয়ং তঞ্চ বচনং প্রাব্রবীদিদম্ ॥ ২৪
ব্রহ্মোবাচ।
ভো তারক সমস্তানি জগন্তি পরিশাধি চ।
যদর্থং হি তপস্তপ্তং ময়া চোক্তং তদেব হি ॥২৫
স্বর্গলোকেঽধিবসতিঃ প্রার্থিতা নাপি বৈ ত্বয়া।
ন ময়াপি চ তে স্বর্গে বাস উক্তশ্চিরং ক্বচিৎ ॥
তস্মাৎ স্বর্গং পরিত্যজ্য স্থিত্বা মর্ত্ত্যে মহাসুর।
সংশাধি সকলং রাজ্যং মমাজ্ঞাং মা মৃষা কুরু
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সোঽপি মহাবলপরাক্রমঃ।
স্বর্গং ত্যক্তুমিচ্ছিতো প্রায়াত্তারকো দেবকণ্টকঃ

হরণ করিয়াছে। হে ত্রিজগৎপতে! আপনি ভিন্ন উপায় কিছুই দেখি না। হয় আপনি তাহার বধোপায় চিন্তা করুন, না হয় আমাদের একটা বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। আপনি বিধাতা, ত্রিজগৎপতি, যাহা বিধেয় হয় করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি বরদান করিয়া তারকাসুরকে বর্দ্ধিত করিয়াছি। অতএব হে সুরগণ! তাহার বধের ব্যবস্থা আমিই করিব, ইহা সঙ্গত হয় না। তবে তোমাদের যাহাতে প্রতিকার হয়, তাহা আমি করিব। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কোনই প্রতিকার করিতে পারিব না; যেহেতু সে তপস্যা করিয়া আমায় তুষ্ট করিয়াছে। যাহা হউক সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি এক উপদেশ বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। একমাত্র মহেশপুত্র ব্যতীত হরি, হর, আমি ব্রহ্মা ইন্দ্র, আমরা কেহই তাহার ঘাতক নহি। অতএব মহাদেব যাহাতে যোগধ্যান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র দারপরিগ্রহ করেন, তোমরা সত্বর তাহারই জন্য চেষ্টা কর। স্বয়ং প্রকৃতি দেবী লীলাক্রমে হিমালয়গৃহে জন্মিয়াছেন। তিনিও মহেশের নিকটে বনমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহেশ্বর অবশ্যই তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন। অতএব অচিরাৎ যাহাতে মহেশের ধ্যানভঙ্গ হইতে পারে, হে ত্রিদশগণ! মহাদেবের মোহনার্থ তোমরা তাহারই চেষ্টা কর।১১—২২। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে! পরমাত্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মাও ত্রিদশগণকে সেই উপদেশ প্রদান করিয়া সহসা তারকালয়ে গমনপূর্ব্বক তারকাসুরকে বলিলেন,—হে তারক! তুমি সমস্ত জগৎ শাসন কর। যে জন্য তুমি তপস্যা করিয়াছিলে, আমি তোমায় সেইরূপ বরই প্রদান করিয়াছি। তুমি স্বর্গলোকে বাস করিবার প্রার্থনা কর নাই, আমিও তোমাকে স্বর্গবাসের বর প্রদান করি নাই। অতএব হে মহাসুর! তুমি স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে গিয়া সর্ব্বরাজ্য শাসন কর। আমার আজ্ঞা অন্যথা করিও না। মহাদেব কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহাবলপরাক্রম দেবদ্বেষী তারকাসুর স্বর্গ

তত্রৈবেন্দ্রমুখা দেবাঃ সমাগত্য মহামুনে।
দদত্যুপায়নং দ্রব্যং প্রত্যহং তত্ত্বয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ২৯
এবং স্থিতো ক্ষিতৌ দৈত্যঃসমস্তাংস্ত্রিদিবৌকসঃ
তাপয়ামাস দুর্দ্ধর্ষো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩০
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সহিতা নির্জ্জনস্থলে।
মহাদেববিমোহার্থং মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥ ৩১
ইন্দ্রঃ সুরগুরুং প্রাজ্ঞং সম্বোধ্য বিনয়ান্বিতঃ।
প্রোবাচ বচনং দেবসভায়াং ক্ষেমকারণম্ ॥ ৩২

ইন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ দানবেন্দ্রস্য তারকস্য দুরাত্মনঃ।
বিধিনা কল্পিতো মৃত্যুর্মহাদেবাত্মজাদ্গুরো ॥ ৩৩
স তু বিশ্বেশ্বরো যোগী সংসারবিমুখঃ স্বয়ম্।
কস্তস্যাগ্রে বদেদ্ভার্য্যাং গৃহাণ পরমেশ্বর। ॥ ৩৪
ব্রহ্মণা কথিতং যত্নং কর্ত্তুং তস্য বিমোহনে।
তত্রোপায়ং ন পশ্যামি কস্তং সম্মোহয়িষ্যতি ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

উপায়োঽস্তি মহারাজ মহাদেববিমোহনে।
ভবিষ্যত্যচিরেণৈব ধ্যানভঙ্গো মহেশিতুঃ ॥
যা দক্ষতনয়া দেবী মহেশগৃহিণী স্বয়ম্।
সা জাতা মেনকাগর্ভে হিমালয়সুতাধুনা ॥ ৩৭
তামেব পত্নীং সংলব্ধুং বিশ্বেশস্তপসি স্থিতঃ।
সন্ধ্যায় পরমং রূপং তস্যা এব মহামতে ॥ ৩৮
অন্যথা দেবদেবস্য সর্ব্বথা বিদিতাত্মনঃ।
কিং কার্য্যং তপসোগ্রেণ যোগধ্যেয়স্য বিদ্যতে
সাপি তুষ্টা মহেশস্য নিকটং সমুপাগতা।
তিষ্ঠত্যবিরতং শম্ভোরন্তিকে ভক্তবৎসলা ॥ ৪০
কামদেবো মহেশস্য চিরং যোগাবিচিন্তনাৎ।
নিষ্টস্তেন শম্ভুস্তাং ন গৃহ্লাতি কদাচন ॥ ৪১
তস্মাৎ কুসুমধন্বানং সর্ব্বলোকবিমোহনম্।
সমাহূয় মহেশস্য ধ্যানভঙ্গে নিযোজয় ॥ ৪২
তস্যেষুণাতিবিদ্ধস্তু যোগচিন্তাপরাঙ্মুখঃ।
গ্রহীষ্যতি পুনঃ পত্নীং পার্ব্বতীমচিরেণ তু ॥ ৪৩

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো গুরুণা তেন দেবরাজো মহামতিঃ।
আহূয় পুষ্পধন্বানং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৪

পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে গমন করিল। হে মহামুনে! ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাহার ভয়ে সেই স্থানে গিয়াও তাঁহাকে প্রত্যহ উপায়ন-দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভূতলে থাকিয়াও দুর্দ্ধর্ষ তারকদৈত্য সমস্ত দেবকে তাপিত করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ এক নির্জ্জন স্থানে সম্মিলিত হইয়া মহাদেবের বিমোহার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বিজ্ঞ সুরগুরুকে সম্বোধন করিয়া সেই দেবসভামধ্যে সবিনয়ে বলিলেন,—হে ভগবন্ গুরো! বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহাদেবের আত্মজ হইতে তারকাসুরের মৃত্যু হইবে। সেই যোগী বিশ্বেশ্বর স্বয়ং সংসারবিমুখ। 'হে পরমেশ্বর! তুমি ভার্য্যা গ্রহণ কর', এ কথা তাঁহার সমক্ষে কে বলিবে? এদিকে ব্রহ্মা তাঁহারই মোহনার্থ চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি তো কোনই উপায় দেখি না যে, কে তাঁহাকে মোহিত করিবে? বৃহস্পতি বলিলেন,—মহারাজ! মহাদেবমোহনের এক উপায় আছে। অচিরেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইবে। যে দেবী দক্ষনন্দিনী স্বয়ং মহেশগৃহিণী হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে মেনকাগর্ভে হিমালয়নন্দিনী হইয়া জন্মিয়াছেন। হে মহামতে! তাঁহারই পরম রূপ ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য বিশ্বেশ্বর তপস্যা করিতেছেন। তাহা যদি না হইবে, তবে সেই সর্ব্বথা বিদিতাত্মা যোগিজনধ্যেয় দেবদেবের তপস্যার প্রয়োজন কি? সেই ভক্তবৎসলা দেবীও তুষ্টচিত্তে মহেশনিকটে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। মহাদেব দীর্ঘকাল যোগমগ্ন থাকায় তাঁহার কামাদি নষ্ট হইয়াছে। তাই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন না। অতএব সর্ব্বলোক মোহন কুসুমধন্বাকে আহ্বান করিয়া মহেশের ধ্যান-ভঙ্গে নিয়োজিত কর। তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়া মহেশ যোগচিন্তায় বিমুখ হইবেন এবং অচিরেই পার্ব্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহামতি

ইন্দ্র উবাচ ।

কাম ত্বং দেবগন্ধর্ব্বকিন্নররক্ষসাম্ ।
তথান্যেষাঞ্চ জন্তূনাং সদা প্রীতিবিবর্দ্ধকঃ ॥৪৬
ত্বমেকং মে মহৎ কার্য্যং ত্রৈলোক্যপ্রীতিবর্দ্ধনম্
কৃত্বা জগদিদং সর্ব্বং পরিরক্ষ মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৭

কামদেব উবাচ ।

ত্বদাজ্ঞাপালকাঃ সর্ব্বে বয়ং দেবগণাধিপ ।
কিংকার্য্যংভবতোহভীষ্টংকরিষ্যেহপি সুদারুণম্
যস্য বক্ষসি তে বজ্রং বিষ্ণোশ্চক্রঞ্চ শীর্য্যতে ।
তং ভিন্দন্তি শরাঃপঞ্চ মম পুষ্পময়াঃ ক্ষণাৎ ॥৪৮
তাদৃশা হি ইমে পঞ্চবাণা মেহব্যর্থসংজ্ঞকাঃ ।
তথা পুষ্পময়ং চাপং ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারকম্ ॥
মন্ত্রী বসন্তঃ পবনো যন্তা মলয়সম্ভবঃ ।
মিত্রং শশাঙ্কঃ পত্নী মে রতিস্ত্রৈলোক্যমোহিনী
এতান্ সহায়ান্ সংলভ্য কস্য কিং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥
সাপি বিশ্বেশ্বরং দেবং যোগচিন্তাপরায়ণম্ ॥৫১
জিতেন্দ্রিয়ং মোহয়েহহং সর্ব্বং ত্বং যদি মন্যসে

ইন্দ্র উবাচ ।

সর্ব্বং ত্বং সমানীতস্ত্বং হি স্বয়মুক্তবান্ ।
প্রাজ্ঞেষু বচনাপেক্ষা প্রায়শো নৈব বিদ্যতে ॥
তারকঃ সকলান্‌দেবান্ বাধতেহহর্নিশং বলাৎ
জ্ঞায়তে তত্ত্বয়া চাপি তৎ ত্বয়া কিন্তে প্রবদাম্যহম্
ব্রহ্মণা কল্পিতো মৃত্যুস্তস্য নূনং দুরাত্মনঃ ।
মহেশতনয়স্যৈব হস্তে নান্যপ্রকারতঃ ॥ ৫৬
শ্রূয়তে হিমবৎপ্রস্থে তপশ্চরতি শঙ্করঃ ।
জিতেন্দ্রিয়ো মহাযোগী সংসারবিমুখঃ সদা ॥৫৫
আদ্যা সনাতনী শক্তিঃ পূর্ব্বং যা দক্ষকন্যকা ।
মহেশবনিতা চৈব জাতা হিমবতঃ স্নুষা ॥ ৫৭
সাপি তস্যান্তিকে তস্মিন্‌প্রস্থে তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্
আরূঢ়যৌবনা দেবী স্থিরত্বমতিসুন্দরী ॥ ৫৮
তাং নেহতে মহাদেবো মনসাপি কদাচন ।
যোগচিন্তাপরস্তত্বং মোহয়াশু মমাজ্ঞয়া ॥ ৫৯
যথা সন্ধ্যাং সানুরাগো রেমে স বৃষভধ্বজঃ ।
তথা গিরিজয়া সার্দ্ধং রমতাং যেন যেন বৈ ॥৬০

দেবরাজ দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া পুষ্পধন্বাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে কাম! দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর রাক্ষস ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীরই তুমি প্রীতিবর্দ্ধক। তুমি এক্ষণে আমার আজ্ঞায় ত্রিলোকপ্রীতিকর এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া এই সর্ব্বজগৎ রক্ষা কর। কাম কহিলেন,—দেবরাজ! আমরা সকলে আপনার আজ্ঞাকারী। আপনার এমন কি কঠিন কার্য্য ইষ্ট, যাহা আমি সমাধা করিব। আপনার বজ্র বা বিষ্ণুর চক্রও যাহার বক্ষে বিশীর্ণ, আমার পুষ্পময় পঞ্চবাণ তাহাকেও ভেদ করিতে সমর্থ। আমার এহেন অব্যর্থসন্ধান পঞ্চবাণ; এই ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকর পুষ্পচাপ; মন্ত্রী বসন্ত; মলয়ানল সারথি; মিত্র শশাঙ্ক; পত্নী রতি,—ত্রৈলোক্যমোহিনী, আমি এই সকলের সাহায্য লাভ করিয়া কাহার না কি করিতে পারি? আপনার যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যোগচিন্তারত জিতেন্দ্রিয় বিশ্বেশ্বর দেবকেও আমি ক্ষণমধ্যে মোহিত করিতে পারি।৪৬-৫২। ইন্দ্র কহিলেন,—যেজন্য তোমায় আহ্বান করিয়াছি, তাহা তুমি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছ। বস্তুতঃ প্রাজ্ঞজনে বচনাপেক্ষা প্রায়শই নাই। তারকাসুর সবলে সর্ব্বদেবকে দিবারাত্র উৎপীড়িত করিতেছে। ইহা তুমি জান; এ সম্বন্ধে তোমাকে আর অধিক বলিব কি? ব্রহ্মা মহেশনন্দনের হস্তে সেই দুরাত্মার মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুনিতে পাই, মহাযোগী সংসারবিমুখ শঙ্কর জিতেন্দ্রিয় হইয়া হিমালয়-প্রস্থে তপস্যা করিতেছেন। যিনি পূর্ব্বে দক্ষসুতা মহেশবনিতা ছিলেন, তিনি এক্ষণে হিমালয়সুতা হইয়া জন্ম লইয়াছেন। শুনিলাম, তিনিও সম্প্রতি শঙ্করসমীপে অবস্থান করিতেছেন। সেই দেবী প্রাপ্তযৌবনা, অতি সুন্দরী, স্থিরযৌবনা, কিন্তু যোগচিন্তারত মহাদেব তাঁহাকে একবার মনেও করিতেছেন না, অতএব হে কুসুমায়ুধ! তুমি মহেশকে মোহিত কর। বৃষধ্বজ

তথা বিধৎস্ব লোকানাং হিতায় কুসুমায়ুধ।
ত্বৎপ্রসাদাদিমে দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥
সুখানি সন্তু লোকানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৬২
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচঃ কামো দেবরাজস্য বিস্মিতঃ।
সস্মার ব্রহ্মণা দত্তমভিশাপং সুদারুণম্॥ ৬৩
যদা শস্ত্রপরীক্ষার্থং সন্ধ্যাং প্রতি বিধাতরম্।
অতাড়য়ং পুষ্পবাণৈস্তদা মামশপদ্বিধিঃ॥ ৬৪
হরনেত্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধো ভবিষ্যসি মনোভব।
কিপ্ত্বা তদঙ্গে বাণাংস্ত্বং দেবকার্য্যানুরোধতঃ
সোঽয়ং মে সময়ঃ প্রাপ্তঃ শাপকালোঽনিবারিত
দৈবং ন পুরুষঃ কোঽপি শক্তো
লঙ্ঘয়িতুং কচিৎ॥৬৬
ইতি স্মৃত্বা বিধেঃ শাপং বিষণ্ণোঽপি মনোভবঃ
অঙ্গীকৃতবশাত্তত্র নান্যথা ব্যাহরন্মুনে॥ ৬৭
উবাচ দেবরাজ ত্বং করিষ্যে যত্ত্বয়েপ্সিতম্।
মোহয়িষ্যে যতাত্মানং শিবং পরমযোগিনম্॥৬৮
কিন্তু ক্রুদ্ধো মহাদেবো যদি মাং নাশয়েৎ প্রভুঃ
তদা দেবগণৈঃ সার্দ্ধং মদর্থে ত্বং যতিষ্যসি॥৬৯
ইন্দ্রোঽপি তমুবাচাথ সমাশ্বাস্য পুনঃপুনঃ।
ত্বদর্থেঽহং যতিষ্যামি সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ॥ ৭০
ততঃ কামো যযৌ শীঘ্রং মহেশস্য তপোবনম্।
সরতির্ম্মধুনা সার্দ্ধং মহেন্দ্রাজ্ঞাপ্রমাণতঃ॥ ৭১
তত আজ্ঞাপয়ামাস সর্ব্বানেব দিবৌকসঃ।
ত্রিদশাধিপতির্যূয়ং গচ্ছতাশু মমাজ্ঞয়া॥ ৭৩
কামোঽয়ং দেবকার্য্যার্থং করিষ্যতি সুদারুণম্
হরসম্মোহনং কার্য্যং মম বাক্যপ্রমাণতঃ॥৭৪
যূয়ং কুরুধ্বং সাহায্যং যত্র যত্র ব্রজেৎ স্মরঃ
অনুগম্য চ তত্রৈব সময়ে মাঞ্চ বোধয়॥ ৭৬
যদা তু পুষ্পধন্বায়ং মহারুদ্রং মহৌজসম্॥৭৭
সম্মোহনেন বাণেন সম্মোহয়িতুমারভেৎ।
তদা শ্রুত্বা সমায়াস্যে তত্রাহমপি তৎক্ষণাৎ॥
ইত্যুক্তা দেবরাজেন ত্রিদশাঃ সর্ব্ব এব তে।
অনুজগ্মুঃ কামদেবং রক্ষার্থং সুসমাহিতাঃ॥ ৭৬

অনুরক্ত হইয়া গিরিনন্দিনী সতীর সহিত যাহাতে রমণ করেন, স্বর্গলোকের হিতের জন্য তুমি তাহার উপায় কর। তোমার অনুগ্রহে দেবগণ বিগতজ্বর হউন। চরাচর সমস্ত লোক স্বাস্থ্য লাভ করুক। শ্রীমহাদেব কহিলেন, কাম দেবরাজবাক্য শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে ব্রহ্মদত্ত দারুণ অভিশাপ স্মরণ করিলেন। ভাবিলেন—যৎকালে আমি শস্ত্রপরীক্ষার্থ পুষ্পবাণে বিধাতাকে তাড়ন করিয়াছিলাম, বিধি তখন সন্ধ্যালিঙ্গনে সমুৎসুক হইয়া আমায় অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, হে মনোভব! তুমি দেবকার্য্যানুরোধে হরাঙ্গে বাণক্ষেপ করিয়া হরনেত্রানলে দগ্ধ হইবে। এক্ষণে আমার সেই শাপকাল উপস্থিত। কোন পুরুষই কখন দৈব লঙ্ঘন করিতে পারে না। হে মুনে! মনোভব সেই বিধিদত্ত শাপ স্মরণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন এবং অঙ্গীকারবশে অন্যথা কিছুই বলিলেন না; বলিলেন—দেবরাজ! আমি আপনার আদেশ পালন করিব। পরমযোগী যতাত্মা শিবের আমি মোহ জন্মাইব। কিন্তু হে প্রভো! যদি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমায় সংহার করেন, তাহা হইলে তখন আপনি দেবগণসহ আমার জীবন জন্য যত্ন করিবেন। ৫৩-৬৯। ইন্দ্র তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—আমি সমস্ত দেবসহ তোমার জন্য যত্ন করিব। অনন্তর মহেন্দ্রের আজ্ঞানুসারে কাম রতি ও মধুর সহিত সত্বর মহেশতপোবনে যাত্রা করিল। ইন্দ্র সর্ব্বদেবকে আদেশ করিলেন, আমার আদেশে আপনারা কামের পশ্চাদনুসরণ করুন, কাম দেবকার্য্য সাধনার্থ আমার আজ্ঞায় হরসম্মোহনরূপ সুদারুণ কর্ম্ম সম্পাদন করিবে; সুতরাং যে যে স্থানে কাম যাইবে, আপনারা সেই সেই স্থানে গিয়া তাহার সাহায্য করুন এবং যথাকালে আমাকে সকল সংবাদ প্রদান করুন। এই পুষ্পধন্বা যৎকালে সম্মোহনাস্ত্রে মহাতেজা মহারুদ্রকে সম্মোহিত করিতে উদ্যত হইবে, তখন সে সংবাদ পাইয়া আমিও তৎক্ষণাৎ

কামঃ প্রবিশ্য সহসা মহাদেবাশ্রমং মুনে।
সংস্থিতো মধুনা সার্দ্ধং কিয়ৎকালং সহ স্ত্রিয়া ॥৭৭
ন দদর্শ মহেশস্য ছিদ্রং কিমপি যেন সঃ।
প্রবেক্ষ্যতি শরীরেঽস্য কামঃ সর্ব্ববিমোহকঃ ॥৭৮
বসন্তাগমনাৎ সর্ব্বে কিংশুকঃ কেশরাশ্চ্যুতাঃ।
পুষ্পিতা বহবাশ্চান্যে তরবো মুনিসত্তম ॥৮২
মল্লিকা মালতী জাতী পুষ্পিতা মাধবী লতা।
সরাংসি চ সপদ্মানি বভূবুস্তৎসমাগমাৎ ॥৮৩
গুঞ্জায়মানাঃ কামেন প্রমত্তা মধুপবনাঃ।
দ্বিরেফমালাঃ পুষ্পেষু বিহরন্ত্যঃ পরস্পরম্।
ববৌ বায়ুর্ম্মলয়জঃ সত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যবান্।
সুপ্রভোঽভূন্নিশানাথো দেহিনঃ স্যুঃ সমুৎসুকাঃ।
তপশ্চরন্তি নো সিদ্ধাঃ কামেন পরিমোহিতাঃ।
শৃঙ্গারভাবমাপন্নাঃ কিন্নরাদ্যাস্তথাভবন্ ॥৮৬
যে চান্যে চন্দনস্থাশ্চ জন্তবো মুনিসত্তম।
তে সর্ব্বে বিকলা আসন্ কামেন পরিমোহিতাঃ

সবিকারা গণাশ্চাসন্ মহেশস্য মহাত্মনঃ।
কদাচিদপি নো যাতো ধ্যানভঙ্গো ভ্রমাদপি ॥৮৮
যদা তু শঙ্করং বীক্ষ্য স্বকং চাপং সমুদ্বহন্।
অগ্রেসরোঽভবৎ কামস্তদা রত্যা নিবারিতঃ।
জ্বলৎকালাগ্নিসঙ্কাশং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্
যোগচিন্তাপরং রুদ্রং কঃ সমাসাদিতুং ক্ষমঃ ॥৯০
এবমিন্দ্রবচঃ স্মৃত্বা স্বমঙ্গীকৃতং যদা।
কৃত্বা সাহসমত্যন্তং বাণং ধনুষি সন্দধে ॥ ৯১
তদৈব বীক্ষ্য তং রুদ্রং পুনঃ পশ্চাজ্জগাম হ।
এবং নিরীক্ষ্য তং কামং শিবমোহপরাঙ্মুখম্ ॥
স্মৃত্বা মহেশমোহার্থং সমুত্তস্থৌ মহেশ্বরী।
মহামায়া যয়েদং হি মোহ্যতে সকলং জগৎ ॥৯৩
সা সখীভ্যাং মহেশস্য সম্মুখে সংস্থিতা যদা।
তদা ধ্যানং পরিত্যজ্য মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৯
নিমীল্য চারুনেত্রাণি পার্ব্বতীং তাং ব্যলোকয়ৎ
নিরীক্ষ্য তন্মুখাম্ভোজং সুচারুনয়নোজ্জ্বলম্ ॥৯৫

তথায় গমন করিব। দেবরাজ এই কথা কহিলে, সর্ব্বদেব কামদেবের রক্ষণার্থ সতর্ক হইয়া তাহার অনুগমন করিলেন। হে মুনে! মদন মহাদেবাশ্রমে সহসা প্রবেশ করিয়া মধু ও রতিসহ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্ববিমোহক কাম মহেশের এমন কোনই ছিদ্র পাইলেন না যে, যাহার দ্বারা তিনি তৎশরীরে প্রবিষ্ট হইবেন। হে মুনিসত্তম! তখন বসন্তাগমন ঘটিল। তাহাতে কিংশুক, কেশর ও চূতকলিকা প্রস্ফুটিত হইল। অন্যান্য সমস্ত তরুরাজীও পুষ্পিত হইয়া উঠিল—মল্লিকা, মালতী, জাতী ও মাধবীলতা পুষ্পিত হইল। সরসী সকল পদ্মপুঞ্জে পরিশোভিত হইল। মদনমত্ত মধুকরকুল মধুর রবে গুঞ্জন করিয়া পরস্পর প্রতিপুষ্পে বিহার করিতে লাগিল। শৈত্য-সৌগন্ধ্য-মান্দ্যবান্ মলয়বায়ু বহিল। শশলাঞ্ছন সুপ্রসন্ন হইলেন। প্রাণিগণ প্রফুল্ল হইল। কামমোহিত সিদ্ধগণ তপস্যায় শিথিলযত্ন হইলেন। কিন্নর বিদ্যাধরাদি শৃঙ্গারভাবে তন্ময় হইল। হে মুনিবর! সেই বনে যে সকল প্রাণী ছিল, তাহারা সকলেই কামমোহিত হইয়া বিকল হইল। মহাত্মা মহেশের গণসমূহও বিকারগ্রস্ত হইল। কিন্তু ভ্রমেও ভবদেবের ধ্যানভঙ্গ কখনই হইল না। ৭০-৮৮। এই অবস্থায় কাম যখন পুষ্পচাপ গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল, তখন রতি তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। জ্বলৎকালাগ্নি-সন্নিভ; কোটিসূর্য সমপ্রভ, যোগচিন্তারত রুদ্রকে আক্রমণ করিবার শক্তি কাহার আছে? এই ইন্দ্রবাক্য এবং স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া যৎকালে কাম অসম সাহসে ধনুতে বাণারোপণ করিলেন, তখনই রুদ্রকে দেখিয়া পুনরায় পশ্চাৎপদ হইলেন। মহামায়া মহেশ্বরী কামকে এইরূপে মহেশমোহনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া স্বয়ং মহেশ-মোহনার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। যিনি এই সর্ব্ব বিশ্ব ধারণ করেন, তিনি স্বয়ং সখীদ্বয় সহ যৎকালে মহেশসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন ত্রিনয়ন মহাদেব ধ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ চারুনেত্রত্রয় উন্মীলিত করিয়া পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত

নিশ্চলাক্ষঃ স্থিতঃ শম্ভুঃ প্রহৃষ্টাত্মা হসন্মুখঃ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু দৃষ্ট্বৈবং চন্দ্রশেখরম্ ॥৯৬
পুষ্পধন্বা পুষ্পবাণং সন্ধদম্য হরং যযৌ ।
ইন্দ্রোঽপি সময়ং জ্ঞাত্বা দেববক্ত্রাৎ সমাগতঃ॥৯৭
সমস্তৈস্ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং গগনে সংস্থিতো রথে ।
প্রথমং প্রাহিণে দ্বাণং হর্ষণং শঙ্করোরসি ॥৯৮
ততঃ প্রহৃষ্টচেতাঃ স পার্ব্বতীং সমলোকয়ৎ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু কামসাহায্যকারণাৎ ।
মনোজ্ঞঃ প্রববৌ বায়ুঃ শৃঙ্গারঃ প্রাবিশদ্ধরম্ ।
ততঃ পুনঃ সমাদায় পুষ্পমালাবিভূষণম্ ॥ ১০০
বাণং সম্মোহনং নাম পৌষ্পে ধনুষি সন্দধে ।
তদাভূদ্দক্ষিণে তস্য রতিঃ পরমসুন্দরী ॥১০১
বামে প্রীতিরভূৎ পৃষ্ঠে বসন্তঃ পরমঃ সখা
কামস্তৎ প্রাহিণোদ্বাণং জগন্মোহনকারকম্ ॥
মহেশহৃদয়ে স্পৃষ্টঃ সর্ব্বদেবস্য পশ্যতঃ ।
মোহিতস্তেন বাণেন জগন্মোহনকারিণা ॥১০৩

জাতেন্দ্রিয়বিকারঃ সন্ জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেঽভবৎ
প্রশশংসুস্ততো দেবাঃ কামদেবং মুহুর্মুহুঃ ॥
অসাধ্যং বিদ্যতে নাস্য কামস্যাত্র জগত্রয়ে ।
ততঃ সংস্মৃত্য বিশ্বেশ ইন্দ্রিয়াণাং বিনিগ্রহম্ ॥
বিধায় চিন্তয়ামাস বিকারস্যাশু কারণম্ ।
ততস্তু সহসা বীক্ষ্য সম্মুখে কুসুমায়ুধম্ ॥ ১০৬
তমিন্দ্রিয়বিকারস্য নিশ্চিকায় চ কারণম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সমাগত্য মনোভবম্ ॥১০৭
পৌষ্পং বাণং ধনুঃ শক্তিং প্রাণমাকৃষ্য তৎক্ষণাৎ
সমুৎসার্য্য বসন্তঞ্চ পুনঃ স্বস্থানমাযযৌ ॥ ১০৮
হরঃ সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য কামো মামপি মোহয়েৎ
প্রজজ্বাল মহাক্রোধাৎ কালানলনিভেক্ষণঃ ॥
রুষা প্রজ্বলিতস্তস্য তৃতীয়নয়নাত্ততঃ ।
নিঃসসার মহানগ্নির্দ্দিধক্ষুর্জগতীমিব ॥ ১১০
তমগ্নিং বীক্ষ্য সম্ভূতং ভীতাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ
উচ্চৈরূচুর্ম্মহাদেবং কামরক্ষণকারণাৎ ॥ ১১১

করিলেন। সুন্দরনয়নোদ্ভাসিত তদীয় মুখাম্বুজ অবলোকন করিয়া শম্ভু হৃষ্টচিত্তে হসিতবদনে নিশ্চলনেত্র হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে পুষ্পধন্বা চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া পুষ্পবাণ উত্তোলনপূর্ব্বক তৎপ্রতি অগ্রসর হইল। দেবেন্দ্র দেবগণমুখে সংবাদ পাইয়া সমস্ত দেব সহ আগমনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাম শঙ্করবক্ষে অগ্রে হর্ষণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, শঙ্কর তাহাতেই হৃষ্টচিত্তে পার্ব্বতীর প্রতি তাকাইয়াছিলেন। ইত্যবসরে কামের সাহায্যার্থ মনোজ্ঞ মলয়ানিল বহিতে লাগিল। শৃঙ্গার শঙ্করান্তরে প্রবেশ করিল। তখন কাম আপনার ফুল-ধনুতে ফুল-মালামণ্ডিত সম্মোহন বাণ আরোপণ করিলেন। কামের দক্ষিণে পরমা সুন্দরী রতি, বামে প্রীতি, এবং পৃষ্ঠে পরমসখা বসন্ত বিরাজ করিতেছিল। কাম এই সময়ে মহেশের হৃদয়ে বিশ্ববিমোহনকর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্ব দেব দেখিলেন—সেই জগন্মোহনবাণে মহেশ মোহিত হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্গমার্থ পার্ব্বতীকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ কামদেবের মুহুর্মুহুঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ত্রিজগতে কামের অসাধ্য কিছুই নাই। অনন্তর বিশ্বেশ্বর স্বীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গের নিগ্রহ করত স্বীয় চিত্তবিকারের কারণানুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সহসা সম্মুখে পুষ্পধন্বাকে দেখিলেন। দেখিয়াই তিনি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা মনোভবের নিকট আসিয়া তদীয় পুষ্পবাণ, ধনু, শক্তি এবং প্রাণ আকর্ষণপূর্ব্বক বসন্তকে সরাইয়া দিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৯৭—১০৮। হর চিন্তা করিলেন, কাম আমাকেও মোহিত করিল! এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি তখন কালানলবৎ প্রতিভাত হইল। তখন তদীয় ক্রোধজ্বলিত তৃতীয় নেত্র হইতে জগদ্দিধক্ষু মহাবহ্নি নিঃসৃত হইল। সেই বহ্নি দর্শনে সর্ব্বদেব ভীত হইয়া কামরক্ষণ-

প্রভো শিব জগন্নাথ রক্ষ রক্ষ মনোভবম্।
যথা ত্বয়া নিযুক্তোঽয়ং তথৈবাসৌ সমাচরৎ ॥
প্রসীদাস্মান্মহাদেব রক্ষাস্মাকং হিতৈষিণম্।
ইত্যেবং বদতাং তেষাং হরনেত্রাগ্নিসম্ভবঃ।
চকার ভস্মসাৎ কামং সহসা মুনিসত্তম ॥ ১১৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
হরনেত্রসমুদ্ভূতঃ স বহ্নির্ন মহেশ্বরম্।
পুনর্গন্তুং শশাকার্থ কদাচিদপি নারদ ॥ ১
বভূব বড়বারূপী তাপয়ামাস মেদিনীম্।
ততো ব্রহ্মা সমাগত্য বড়বারূপিপাবকম্ ॥ ২
নীত্বা সমুদ্রং সম্প্রার্থ্য তত্তোয়েঽস্থাপয়ন্মুনে।
যযুর্দেবা নিজস্থানং কামশোকেন মোহিতাঃ ॥ ৩
সমাশ্বাস্য রতিং স্বামী পুনস্তে জীবিতো ভবেৎ
অথ প্রাহ মহাদেবং পার্ব্বতী রুচিরাননা।
ত্রিজগজ্জননী স্মিত্বা নির্জ্জনে তত্র কাননে ॥ ৪

দেব্যুবাচ।
আদ্যাং প্রকৃতিং মামেব লব্ধুং পত্নীং মহত্তপঃ
চিরং করোষি তৎ কস্মাৎ কামোঽয়ং নাশিতস্ত্বয়া ॥ ৫
কামে বিনষ্টে পত্ন্যা কিংবিদ্যতেঽত্র প্রয়োজনম্
যোগিনামপি নো ধর্ম্ম এষ যো নাশয়েৎ পুরম্

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করশ্চকিতস্তদা।
সন্ধ্যায় জ্ঞাতবানাদ্যাং প্রকৃতিং পর্ব্বতাত্মজাম্
ততো নিমীল্যনেত্রাণি প্রহর্ষপুলকান্বিতঃ।
নিরীক্ষ্য পার্ব্বতীং প্রাহ সর্ব্বলোকৈকসুন্দরীম্
জানে ত্বাং প্রকৃতিং পূর্ণামাবির্ভূতাং স্বলীলয়া।
ত্বামেব লব্ধুং ধ্যানস্থশ্চরং তিষ্ঠামি কাননে ॥

কামনায় উচ্চৈঃস্বরে মহাদেবকে বলিলেন,—প্রভো জগন্নাথ! মনোভবকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনি কামকে যে ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, কাম সেইরূপই আচরণ করিয়াছে। হে মহাদেব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; আমাদের হিতৈষী কামকে রক্ষা করুন। দেবগণ এইরূপ বলিতেছিলেন, ইতিমধ্যে হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই হরনেত্রসম্ভূত বহ্নি তৎক্ষণাৎ কামকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।১০৯—১১৩।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে নারদ! সেই হরনেত্রোৎপন্ন বহ্নি পুনর্ব্বার হরের নিকট কিছুতেই যাইতে পারিল না। সে বহ্নি বড়বারূপী হইয়া মেদিনীর তাপ জন্মাইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া সেই বড়বারূপী পাবককে লইয়া গিয়া সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন। তখন কাম-শোক-মোহিত দেবগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রতিকে আশ্বাস দিয়া গেলেন যে, তোমার স্বামী পুনরায় জীবিত হইবে। অনন্তর রুচিরাননা ত্রিজগজ্জননী পার্ব্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়া মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন।১—৪। দেবী কহিলেন,—আমি আদ্যা প্রকৃতি, আমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য আপনি চিরদিন মহাতপস্যা করিতেছেন। অথচ কামকে আপনি কি জন্য নাশ করিলেন? কামই যদি নষ্ট হইল, তবে আর পত্নীর প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ যোগিগণের ইহা ধর্ম্ম নয়, যাহাতে পরের প্রাণ নষ্ট হয়। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শঙ্কর দেবীর এই বাক্য শুনিয়া তৎকালে চকিত হইলেন। তিনি ধ্যান করিয়া জানিলেন,—পার্ব্বতী সত্য সত্যই আদ্যা প্রকৃতি। তখন হর নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া প্রহর্ষপুলকিতগাত্রে ত্রিলোকসুন্দরী পার্ব্বতীকে দেখিয়া বলিলেন, জানি আমি, তুমি পূর্ণা আদ্যা প্রকৃতি—

অদ্যাহং কৃতকৃত্যোঽস্মি যত্ত্বাং সাক্ষাৎ
পরাৎপরাম্।
পুনঃ পশ্যামি চার্ব্বঙ্গীং সতীমিব মম প্রিয়াম্॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
তব ভাবেন তুষ্টাহং সম্ভূয় হিমবদ্‌গৃহে।
ত্বামেব পতিমালব্ধুং সমায়াতা তবান্তিকম্॥ ১১
যো মাং যাদৃশভাবেন সম্প্রার্থয়তি ভক্তিতঃ।
তস্য তেনৈব ভাবেন পূরয়ামি মনোরথম্॥ ১২
অহং সৈব সতী শম্ভো যা দক্ষস্য মহাধ্বরে।
বিহায় ত্বাং গতা কালী ভীমা ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
শ্রীশিব উবাচ।
যদি মে প্রাণতুল্যা সা সতী ত্বং চারুলোচনে
তদা যথা মহামেঘপ্রভা সা ভীমরূপিণী॥ ১৪
বভূব দক্ষযজ্ঞস্য বিনাশায় দিগম্বরী।
কালী তথা স্বরূপেণ চাত্মানং দর্শয়স্ব মাম্॥১৫
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা সা হিমসুতা শম্ভুনা মুনিসত্তম।
বভূব পূর্ব্ববৎ কালী স্নিগ্ধাঞ্জনসমপ্রভা॥ ১৬
দিগম্বরী স্ফুরদ্রক্ত-ভীমায়তবিলোচনা।
পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্ব-চারুশোভিতবক্ষসা॥ ১৭
গুলদাপাদসংলম্বি-কেশভারভয়ানকা।
ললজ্জিহ্বা জলদস্তনখরৈরুপশোভিতা॥ ১৮
উদ্যচ্ছশাঙ্কনিচয়ৈর্ম্মেঘপঙ্‌ক্তিরিবাম্বরে।
আজানুলম্বিমুণ্ডালীমালয়াতিবিশালয়া॥ ১৯
রাজমানা মহামেঘপংক্তিশ্চঞ্চলয়া যথা।
ভুজৈশ্চতুর্ভির্ভূষাঢ্যৈঃ শোভমানা মহাপ্রভা॥২০
বিচিত্ররত্নবিভ্রাজন্মুকুটোজ্জ্বলমস্তকা॥
তং বিলোক্য মহাদেবঃ প্রাহ গদগদয়া গিরা॥
রোমাঞ্চিততনুর্ভক্ত্যা প্রহৃষ্টাত্মা মহামুনে।
চিরং ত্বদ্বিরহেণেদং নির্দগ্ধং হৃদয়ং মম॥ ২২
ত্বমন্তর্যামিনী শক্তির্হৃদয়স্থা মহেশ্বরী।
আরাধ্য ত্বৎপদাম্ভোজং ধৃত্বা হৃদয়পঙ্কজে॥ ২৩
ত্বদ্বিচ্ছেদসমুদ্ভূতং হৃৎ করোমি সুশীতলম্॥
ইত্যুক্তা স মহাদেবো যোগং পরমমাস্থিতঃ॥

স্বীয় লীলায় আবির্ভূতা। আমি তোমাকেই পাইবার জন্য ধ্যানস্থ হইয়া চিরকাল কাননবাসী হইয়াছি। অদ্য আমি কৃতকৃত্য; যে হেতু মম প্রিয়া চার্ব্বঙ্গী সতীর ন্যায় পুনরায় পরাৎপরা তোমায় আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। পার্ব্বতী বলিলেন,—আমি ভবদীয় ভাবে তুষ্ট হইয়া হিমালয়গৃহে আবির্ভূত হইয়াছি এবং আপনাকেই আমার পতি পাইবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। যে, যে ভাবে আমায় ভক্তির সহিত প্রার্থনা করে, আমি সেই ভাবে তাহার মনোরথ পূরণ করি। হে শম্ভো! যিনি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষের মহাযজ্ঞে গিয়াছিলেন, আমিই সেই সতী—ভীমা ত্রিলোকমোহিনী কালী। শিব কহিলেন,—হে চারুনেত্রে! তুমি যদি আমার সেই প্রাণতুল্যা সতী, তবে দক্ষযজ্ঞবিনাশে তুমি যেমন মহামেঘপ্রভা ভীমরূপিণী দিগম্বরী কালী হইয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপ রূপে আমায় তুমি আত্মস্বরূপ দেখাও।১—১৫। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মুনিবর! শম্ভু সেই হিমসুতাকে এই কথা কহিলে, তিনি পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধাঞ্জনপুঞ্জপ্রভা, আয়তনয়না, স্ফুরিতশোণিতভীমা, আয়তনয়না, পীনোন্নতস্তনী, আপাদলম্বিত গলিতকেশপাশা, ভয়ানকা, ললজ্জিহ্বা, দিগম্বরী কালীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি জলদন্তনখশোভিতা, সুতরাং অভ্রগতা শশাঙ্কসমূহান্বিতা মেঘপঙ্‌ক্তির ন্যায় বিরাজিতা; তিনি আজানুলম্বিত বিশাল মুণ্ডমালায় মণ্ডিতা; সুতরাং যেন বিদ্যুল্লতায় মহামেঘপঙ্‌ক্তি বিভাসিতা; তিনি মহাপ্রভা, ভূষণভূষিত ভুজচতুষ্টয়ে শোভিতা, তাঁহার মস্তক বিচিত্র রত্নখচিত মুকুটঘটনায় সমুজ্জ্বল। হে মহামুনে! মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া গদগদ স্বরে রোমাঞ্চিত গাত্রে সহর্ষে ভক্তিভাবে কহিলেন,—আমার এ হৃদয় চিরদিন তোমার বিরহে দগ্ধ হইয়াছে। তুমি মহেশ্বরী, অন্তর্যামিনী হৃদয়স্থিতা শক্তি। তোমার পদপঙ্কজ আরাধনা করিয়া হৃদয়পঙ্কজে ধারণপূর্ব্বক তোমার বিচ্ছেদজনিত এ হৃদয় আমি শীতল করিয়াছি। এই কথা

শয়িতস্তৎপদাম্ভোজং দধার হৃদয়ে তদা।
ধ্যানানন্দেন নিস্পন্দঃ শবরূপ ইব স্থিতঃ ॥ ২৫
ব্যাঘূর্ণমাননেত্রৈস্তাং দদর্শ পরমাদরঃ।
অংশতঃ পুরতঃ স্থিত্বা পঞ্চবক্ত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সহস্র নামভিঃ কালীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ।২৬

শিব উবাচ।

অনাদ্যা পরমা বিদ্যা প্রধানা প্রকৃতিঃ পরা ॥২৭
প্রধানপুরুষারাধ্যা প্রধানপুরুষেশ্বরী।
প্রাণাত্মিকা প্রাণিশক্তিঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষিণী।
উমা চোন্মত্তকেশিন্যুত্তমাচোন্মত্তভৈরবী।
উর্ব্বশী চোন্নতা চোগ্রা মহোগ্রা চোন্নতস্তনী।
উগ্রচণ্ডোগ্রনয়না মহোগ্রদৈত্যনাশিনী।
উগ্রপ্রভাবতী চোগ্রবেগাত্যুগ্রপ্রমর্দ্দিনী ॥৩০
উন্মত্তভৈরবারাধ্যা মহোন্মত্তপ্রমর্দ্দিনী।
উগ্রতারোগ্রনয়না চোর্দ্ধস্থাননিবাসিনী।
উন্মত্তনয়নাত্যুগ্রদন্তোত্তুঙ্গস্থলালয়া ॥ ৩১
উল্লাসিন্যুল্লসচ্চিত্তা চোৎফুল্লনয়নোজ্জ্বলা।
উৎফুল্লকমলারূঢ়া কমলা কামিনী কলা ॥ ৩২

কালী করালবদনা কমনীয়া সুকামিনী।
কোমলাঙ্গী কৃশাঙ্গী চ কৈটভাসুরমর্দ্দিনী ॥ ৩৩
কালিন্দী কমলস্থা চ কান্তা কাননবাসিনী।
কুলীনা নিষ্কলা কৃষ্ণা কালরাত্রিস্বরূপিণী ॥৩৪
কুমারী কামরূপা চ কামিনী কৃষ্ণপিঙ্গলা।
কপিলা শান্তিদা শুদ্ধা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ॥ ৩৫
কৌমারী কার্ত্তিকী দুর্গা কৌশিকী কুণ্ডলোজ্জ্বলা
কুলেশ্বরী কুলশ্রেষ্ঠা কুন্তলোজ্জ্বলমস্তকা ॥ ৩৬
ভবানী তারিণী বাণী শিবানী শিবমোহিনী।
শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবপ্রাণৈকবল্লভা ॥ ৩৭
শিবপত্নী শিবস্তুত্যা শিবানন্দপ্রদায়িনী।
ত্রৈলোক্যজননী শম্ভুহৃদয়স্থা সনাতনী ॥ ৩৮
সদয়া নির্দ্দয়া মায়া শিবা ত্রৈলোক্যমোহিনী।
ব্রহ্মাদিত্রিদশারাধ্যা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ ৩৯
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মগায়ত্রী সাবিত্রী ব্রহ্মসংস্তুতা ॥ ৪০
ব্রহ্মোপাস্যা ব্রহ্মশক্তির্ব্রহ্মসৃষ্টিবিধায়িনী।
কমণ্ডলুকরা সৃষ্টিকর্ত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪১
চতুর্ব্বেদাত্মিকা যজ্ঞ-সূত্ররূপা দৃঢ়ব্রতা।

মহাদেব পুনরায় পরম যোগ অবলম্বনে শয়ন করিয়া তদীয় পদপঙ্কজ হৃদয়ে ধারণ করিলেন। হর ধ্যানানন্দে শবরূপে রহিয়া ঘূর্ণমান নেত্রে পরমাদরে পরমেশ্বরীকে দেখিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চবক্ত্র অংশত তদীয় সম্মুখে অবস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্র নামোচ্চারণে পরমেশ্বরী কালীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬—২৬। শিবকহিলেন,—তুমি অনাদ্যা, পরমাবিদ্যা, প্রধানা, প্রকৃতি, পরা, প্রধান-পুরুষারাধ্যা, প্রধানপুরুষেশ্বরী, প্রাণাত্মিকা, প্রাণশক্তি, সর্ব্বপ্রাণীহিতৈষিণী, উমা, উন্মত্তকাশিনী, উত্তমা, উন্মত্তভৈরবী, উর্ব্বশী, উন্নতা, উগ্রা, মহোগ্রা, উন্নতস্তনী, উগ্রচণ্ডা, উগ্রনয়না, মহোগ্রদৈত্যনাশিনী, উগ্রপ্রভাবতী, উগ্রবেগা, অত্যুগ্রমর্দ্দিনী, উন্মত্ত ভৈরবারাধ্যা, মহোন্মত্তপ্রমর্দ্দিনী, উগ্রতারা, উগ্রনয়না, উর্দ্ধস্থাননিবাসিনী, উন্মত্তনয়না, অত্যুগ্রদন্তা, উত্তুঙ্গস্থানালয়া, উল্লাসিনী, উল্লসচ্চিত্তা, উৎফুল্লনয়না, উজ্জ্বলা, উৎফুল্ল-কমলারূঢ়া, কমলা, কামিনী, কলা, কালী, করালবদনা, কমনীয়া, সুকামিনী, কোমলাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, কৈটভাসুরমর্দ্দিনী, কালিন্দী, কমলস্থা, কান্তা, কাননবাসিনী, কুলীনা, নিষ্কলা, কৃষ্ণা, কালরাত্রিস্বরূপিণী, কুমারী, কামরূপা, কামিনী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, কপিলা, শান্তিদা, শুদ্ধা, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী, কৌমারী, কার্ত্তিকী, দুর্গা, কৌশিকী, কুণ্ডলোজ্জ্বলা, কুলেশ্বরী, কুলশ্রেষ্ঠা, কুন্তলোজ্জ্বলমস্তকা, ভবানী, তারিণী, বাণী, শিবানী, শিবমোহিনী, শিবপ্রিয়া, শিবারাধ্যা, শিবপ্রাণৈকবল্লভা, শিবপত্নী, শিবস্তুত্যা, শিবানন্দপ্রদায়িনী, ত্রৈলোক্যজননী, শম্ভু-হৃদয়স্থা, সনাতনী, সদয়া, নির্দ্দয়া, মায়া, শিবা, ত্রৈলোক্যমোহিনী, ব্রহ্মাদিত্রিদশারাধ্যা, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী, নিত্যানন্দময়ী, নিত্যা, সচ্চিদানন্দবিগ্রহা, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মগায়ত্রী, সাবিত্রী, ব্রহ্মসংস্তুতা, ব্রহ্মোপাস্যা, ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মসৃষ্টিবিধায়িনী, কমণ্ডলু-করা, সৃষ্টিকর্ত্রী,

হংসারূঢ়া চতুর্বক্ত্রা চতুর্বক্ত্রাভিসংস্তুতা ॥ ৪২ ॥
বৈষ্ণবী পালনকরী মহালক্ষ্মীর্হরিপ্রিয়া ।
শঙ্খচক্রধরা বিষ্ণুশক্তির্বিষ্ণুস্বরূপিণী ॥ ৪৩ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুপ্রাণৈকবল্লভা ।
যোগনিদ্রাক্ষয়া বিষ্ণুমোহিনী বিষ্ণুসংস্তুতা ॥৪৪
বিষ্ণুসম্মোহনকরী ত্রৈলোক্যপরিপালিনী ।
শঙ্খিনী চক্রিণী পদ্মা পদ্মিনী মুষলায়ুধা ॥ ৪৫,
পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মমালাবিভূষিতা ।
গরুড়স্থা চারুরূপা সম্পদ্রূপা সরস্বতী ॥ ৪৬
বিষ্ণুপার্শ্বস্থিতা বিষ্ণুপরমাহ্লাদদায়িনী ।
সম্পত্তিঃ সম্পদাধারা সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী ॥৪৭
শ্রীবিদ্যা সুখদা সৌখ্যদায়িনী দুঃখনাশিনী ।
দুঃখহর্ত্রী সুখকরী সুখাসীনা সুখপ্রদা ॥ ৪৮
সুখপ্রসন্নবদনা নারায়ণমনোরমা ।
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী নারায়ণবিমোহিনী ॥ ৪৯
নারায়ণশরীরস্থা বনমালাবিভূষিতা ।
দৈত্যঘ্নী পীতবসনা সর্বদৈত্যপ্রমর্দ্দিনী ॥ ৫০
বারাহী নারসিংহী চ রামচন্দ্রস্বরূপিণী ।
রক্ষোঘ্নী কাননাবাসা অহল্যাশাপমোচনী ।
সেতুবন্ধকরী সর্বরক্ষঃকুলবিনাশিনী ।
সীতা পতিব্রতা সাধ্বী রামপ্রাণৈকবল্লভা ॥৫২
অশোককাননাবাসা লঙ্কেশ্বরবিনাশিনী ।
লঙ্কেশ্বরসমারাধ্যা সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥ ৫৩
রামস্তুতা রমা রামশত্রুহন্ত্রী রণপ্রিয়া ।
গোপিনী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী বরবর্ণিনী ॥৫৪
রুক্মিণী কৃষ্ণরূপা চ কংসাসুরবিনাশিনী ।
নীতিঃ সুনীতিঃ সুকৃতিঃ কীর্ত্তির্মেধা বসুন্ধরা ॥
দিব্যমালাধরা দিব্যাদিব্যগন্ধানুলেপনা ।
দিব্যবস্ত্রপরীধানা দিব্যস্থাননিবাসিনী ॥ ৫৬
মাহেশ্বরী প্রেতসংস্থা প্রেতভূমিনিবাসিনী ।
নির্জ্জনস্থা শ্মশানস্থা ভৈরবী ভীমলোচনা ॥৫৭
সুঘোরা ঘোরনয়না দিব্যস্থাননিবাসিনী ।
ঘনস্তনী ঘনশ্যামা প্রেতভূমিপ্রিয়নঘা ।
খট্বাঙ্গধারিণী দ্বীপিচর্ম্মাম্বরসুশোভিতা ॥ ৫৯
মহাকালী চণ্ডবক্ত্রা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ।
উদ্যানকাননাবাসা পুষ্পোদ্যানবনপ্রিয়া ॥৬০
বলিপ্রিয়া মাংসভক্ষ্যা রুধিরাসবভক্ষিণী ।

ব্রহ্মস্বরূপিণী, চতুর্বেদাত্মিকা, যজ্ঞস্বরূপা, দৃঢ়ব্রতা, হংসারূঢ়া, চতুর্বক্ত্রা, চতুর্বক্ত্রাভিসংস্তুতা, বৈষ্ণবী, পালনকরী, মহালক্ষ্মী, হরিপ্রিয়া, শঙ্খচক্রধরা, বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুস্বরূপিণী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুমায়া, বিষ্ণুপ্রাণৈকবল্লভা, যোগনিদ্রা, অক্ষয়া বিষ্ণুমোহিনী, বিষ্ণুসংস্তুতা, বিষ্ণুসম্মোহনকরী, ত্রৈলোক্যপরিপালিনী, শঙ্খিনী, চক্রিণী, পদ্মা, পদ্মিনী, মুষলায়ুধা, পদ্মালয়, পদ্মসংস্থা, পদ্মমালাবিভূষিতা, গরুড়স্থা, চারুরূপা, সম্পদ্রূপা, সরস্বতী, বিষ্ণুপার্শ্বস্থিতা, বিষ্ণু-পরমাহ্লাদদায়িনী, সম্পত্তি, সম্পদাধারা, সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী, শ্রীবিদ্যা, সুখদা, সৌখ্যদায়িনী, দুঃখনাশিনী, দুঃখহর্ত্রী, সুখকরী, সুখাসীনা, সুখপ্রদা, সুখপ্রসন্নবদনা, নারায়ণমনোরমা, নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, নারায়ণবিমোহিনী, নারায়ণশরীরস্থ, বনমালাবিভূষিতা, দৈত্যঘ্নী, পীতবসনা, সর্বদৈত্যপ্রমর্দ্দিনী, বারাহী, নারসিংহী, রামচন্দ্রস্বরূপিণী, রক্ষোঘ্নী, কাননাবাসা, অহল্যাপাশমোচনী, সেতুবন্ধকরী, সর্বরক্ষঃকুলবিনাশিনী, সীতা, পতিব্রতা, সাধ্বী, রামপ্রাণৈকবল্লভা, অশোককাননাবাসা, লঙ্কেশ্বরবিনাশিনী, লঙ্কেশ্বর-সমারাধ্যা, সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী, রামস্তুতা, রমা, রামশত্রুহন্ত্রী, রণপ্রিয়া, গোপিনী, রাধিকা, কৃষ্ণমোহিনীবরবর্ণিনী, রুক্মিণী, কৃষ্ণরূপা, কংসাসুরবিনাশিনী, নীতি, সুনীতি, সুকৃতি কীর্ত্তি, মেধা, বসুন্ধরা, দিব্যমালাধরা, দিব্যা, দিব্যগন্ধানুলেপনা, দিব্যবস্ত্রপরীধানা, দিব্যস্থাননিবাসিনী, মাহেশ্বরী, প্রেতসংস্থা, প্রেতভূমিনিবাসিনী, নির্জ্জনস্থা, শ্মশানস্থা, ভৈরবী, ভীমলোচনা, সুঘোরা, ঘোরনয়না, ঘোররূপা, ঘনপ্রভা ঘনস্তনী, ঘনশ্যামা, প্রেতভূমিপ্রিয়া, অনঘা, খট্বাঙ্গধারিণী, দ্বীপিচর্ম্মাম্বরসুশোভিতা, মহাকালী, চণ্ডবক্ত্রা, চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, উদ্যানকাননাবাসা, পুষ্পোদ্যানবনপ্রিয়া, বলিপ্রিয়া, মাংসভক্ষ্যা, রুধিরাসব

ভীমরবা সাট্টহাসা রণে নৃত্যপরায়ণা ॥৬১
অসুরাসৃক্প্রিয়া দুষ্ট-দৈত্যদানবমর্দ্দিনী।
দৈত্যবিদ্রাবিণী দৈত্যমর্দ্দিনী দৈত্যসূদনী ॥ ৬২
দৈত্যঘ্নী দৈত্যহন্ত্রী চ মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
রক্তবীজনিহন্ত্রী চ শুম্ভাসুরবিনাশিনী ॥ ৬৩
নিশুম্ভহন্ত্রী ধূম্রাক্ষমর্দ্দিনী দুর্গহারিণী।
দুর্গাসুরনিহন্ত্রী চ শিবদূতী মহাবলা ॥ ৬৪
মহাবলবতী চিত্রবস্ত্ররক্তাম্বরামলা।
বিমলা ললিতা চারুহাসা চারুত্রিলোচনা ॥৬৫
অজেয়া জয়দা জ্যেষ্ঠা জয়শীলাপরাজিতা।
বিজয়া জাহ্নবী দুষ্টজৃম্ভিণী জয়দায়িনী ॥ ৬৬
জগদ্রক্ষাকরী সর্ব্বজগচ্চৈতন্যরূপিণী।
জয়া জয়ন্তী জননী জনরক্ষণতৎপরা ॥ ৬৭
জলরূপা জলস্থা চ জপ্যাজাপকবৎসলা।
জাজ্বল্যমানা জিজ্ঞাসা জন্মনাশবিবর্জ্জিতা ॥৬৮
জরাতীতা জগন্মাতা জগদ্রূপা জগন্ময়ী।
জঙ্গমা জ্বালিনী জৃম্ভা স্তম্ভিনী দুষ্টতাপিনী ॥৬৯
ত্রিপুরঘ্নী ত্রিনয়না মহাত্রিপুরতাপিনী।
তৃষ্ণা জাতিঃ পিপাসা চ বুভুক্ষা ত্রিপুরা প্রভা ॥
ত্বরিতা ত্রিপুটা ত্র্যক্ষা তন্বী তাপবিবর্জ্জিতা।
ত্রিলোকেশী তীব্রবেগা তীব্রা তীব্রবলাশ্রয়া ॥
নিঃশঙ্কা নির্ম্মলাভা চ নিরাতঙ্কানলপ্রভা।
বিনীতা বিনয়া বিজ্ঞা বিশেষজ্ঞা বিলক্ষণা ॥৭২
বরদা বল্লভা বিদ্যুৎপ্রভা বিনয়শালিনী।
বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্রা চ বিবস্ত্রা বিনয়প্রদা ॥ ৭৩
বিশ্বেশপত্নী বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপা বলোৎকটা।
বিশ্বেশী বিশ্ববনিতা বিশ্বমাতা বিচক্ষণা ॥ ৭৪
বিদুষী বিশ্ববিদিতা বিশ্বমোহনকারিণী।
বিশ্বমূর্ত্তির্বিশ্বধরা বিশ্বপালনকারিণী ॥ ৭৫
বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বহন্ত্রী বিশ্বপালনতৎপরা।
বিশ্বেশ্বরহৃদাবাসা বিশ্বেশ্বরমনোরমা ॥ ৭৬
বিশ্বস্থা বিশ্বনিলয়া বিশ্বমায়া বিভূতিদা।
বিশ্বা বিশ্বোপকারা চ বিশ্বপ্রাণাত্মিকাপি চ ॥৭৭
বিশ্বপ্রিয়া বিশ্বময়ী বিশ্বদুষ্টবিনাশিনী।
দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ৭৮
বিশ্বম্ভরা বসুমতী বসুধা বিশ্বপাবনী।
সর্ব্বাতিশায়িনী সর্ব্বদুঃখদারিদ্র্যহারিণী ॥৭৯
মহাবিভূতিরব্যক্তা শাশ্বতী সর্ব্বসিদ্ধিদা।

ভঙ্গিণী, ভীমরাবা, সাট্টহাসা, রণনৃত্যপরায়ণা, অসুরাসৃক্প্রিয়া, দুষ্ট-দৈত্যদানবনাশিনী, দৈত্যাবিদ্রাবিণী, দৈত্যমথনী, দৈত্যসূদিনী, দৈত্যঘ্নী, দৈত্যহন্ত্রী, শুম্ভাসুরমর্দ্দিনী, রক্তবীজনিহন্ত্রী, শুম্ভাসুরবিনাশিনী, নিশুম্ভহন্ত্রী, ধূম্রাক্ষমর্দ্দিনী, দুর্গহারিণী, দুর্গাসুরনিহন্ত্রী, শিবদূতী, মহাবলা, মহাবলবতী, চিত্রবস্ত্র-রক্তাম্বরা, অমলা, বিমলা, ললিতা, চারুহাসা, চারুত্রিলোচনা, অজেয়া, জয়দা, জ্যেষ্ঠা, জয়শীলা, অপরাজিতা, বিজয়া, জাহ্নবী, দুষ্টজাড্যনী, জয়দায়িনী, জগদ্রক্ষাকরী, সর্ব্বজগচ্চৈতন্যরূপিণী, জয়া, জয়ন্তী, জননী, জনরক্ষণতৎপরা, জলরূপা, জলস্থা, জপ্যজাপকবৎসলা, জাজ্বল্যমানা, জিজ্ঞাসা, জন্মনাশবিবর্জ্জিতা, জরাতীতা, জগন্মাতা, জগদ্রূপা, জগন্ময়ী, জঙ্গমা, জ্বালিনী, জৃম্ভা, স্তম্ভিনী, দুষ্টতাপিনী, ত্রিপুরঘ্নী, ত্রিনয়না, মহাত্রিপুরতাপিনী, তৃষ্ণা, জাতি, পিপাসা, বুভুক্ষা, ত্রিপুরা, প্রভা, ত্বরিতা ত্রিপুটা, ত্র্যক্ষা, তন্বী, তাপবিবর্জ্জিতা, ত্রিলোকেশী, তীব্রবেগা, তীব্রা, তীব্রবলাশ্রয়া, নিঃশঙ্কা, নির্ম্মলাভা, নিরাতঙ্কা, অনলপ্রভা, বিনীতা, বিনয়া, বিজ্ঞা, বিশেষজ্ঞা, বিলক্ষণা, বরদা, বল্লভা, বিদ্যুৎপ্রভা, বিনয়শালিনী, বিম্বোষ্ঠী, বিধু-বক্ত্রা, বিবস্ত্রা, বিনয়প্রদা, বিশ্বেশপত্নী, বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপা, বলোৎকটা, বিশ্বেশী, বিশ্ববনিতা, বিশ্বমাতা, বিচক্ষণা, বিদুষী, বিশ্ববিদিতা, বিশ্বমোহনকারিণী, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বধরা, বিশ্বপালনকারিণী, বিশ্বহন্ত্রী, বিশ্বকর্ত্রী, বিশ্বপালনতৎপরা, বিশ্বেশ্বরহৃদাবাসা, বিশ্বেশ্বর-মনোরমা, বিশ্বস্থা, বিশ্বনিলয়া, বিশ্বমায়া, বিভূতিদা, বিশ্বা, বিশ্বোপকারা, বিশ্বপ্রাণাত্মিকা, বিশ্বপ্রিয়া, বিশ্বময়ী, বিশ্বদুষ্টবিনাশিনী, দাক্ষায়ণী, দক্ষকন্যা, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী, বিশ্বম্ভরা, বসুমতী, বসুধা, বিশ্বপাবনী, সর্ব্বাতিশায়িনী, সর্ব্বদুঃখদারিদ্র্যহারিণী, মহাবিভূতি

অচিন্ত্যাচিন্ত্যরূপা চ কেবলা পরমাত্মিকা ॥ ৮০
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বদা সর্ব্ব পরিত্রাণ পরায়ণা।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলপ্রদা।
মঙ্গলার্হা মহাদেবী সর্ব্বমঙ্গলবাসিনী।
সর্ব্বান্তরস্থা সর্ব্বাত্মরূপিণী চ নিরঞ্জনা ॥ ৮১
চিচ্ছক্তিশ্চিন্ময়ী সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্ববিধায়িনী।
শান্তিঃ শান্তিকরী সৌম্যা সর্ব্বশান্তিপ্রদায়িনী ॥
কান্তিঃ ক্ষেমা ক্ষেমকরী ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রবাসিনী
ক্ষেমঙ্করী ক্ষুধা ক্ষৌণী জগৎক্ষেমবিধায়িনী ॥
ক্ষেত্রস্থা ক্ষেত্রনিলয়া ক্ষেত্রস্থাননিবাসিনী।
ক্ষণাত্মিকা ক্ষীণতনুঃ ক্ষীণাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা।
ক্ষিপ্রগা ক্ষেমগা ক্ষিপ্তা ক্ষণদাচরনাশিনী।
বৃত্তির্নিবৃত্তির্ভূতানাং প্রবৃত্তির্বৃত্তলোচনা।
ব্যোমমূর্ত্তির্ব্যোমসংস্থা ব্যোমালয়কৃতাশ্রয়া ॥
চন্দ্রাননা চন্দ্রকান্তিশ্চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকা।
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকলা শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥ ৮৬
চন্দ্রাত্মিকা চন্দ্রমুখী চন্দ্রশেখরবল্লভা।
চন্দ্রশেখরবক্ষস্থা চন্দ্রলোকনিবাসিনী ॥ ৮৭
চন্দ্রশেখরশৈলস্থা চঞ্চলা চঞ্চলেক্ষণা।
ছিন্নমস্তা ছাগমাংসপ্রিয়া ছাগবলিপ্রিয়া ॥ ৮৮
জ্যোৎস্না জ্যোতীর্ম্ময়ী সর্ব্বজ্যায়সী জীবমাত্মিকা
সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতহিতৈষিণী ॥ ৮৯
গুণাতীতা গুণময়ী ত্রিগুণা গুণশালিনী।
গুণৈকনিলয়া গৌরী গুহ্যা গোপকুলোদ্ভবা ॥৯০
গরীয়সী গুরুতরা গুপ্তস্থাননিবাসিনী।
গুণজ্ঞা নির্গুণা সর্ব্বগুণার্হা গুহ্যকালিকা ॥ ৯১
গলজ্জটা গলৎকেশা গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা।
গজেন্দ্রগমনা গন্ত্রী গীতনৃত্যপরায়ণা ॥ ৯২
গগনস্থা গণাধ্যক্ষা গণেশজননী তথা।
গানপ্রিয়া গানরতা গৃহস্থা গৃহিণীপরা ॥ ৯৩
গজসংস্থা গজারূঢ়া গ্রসন্তী গরুড়াসনা।
যোগস্থা যোগিনী যোগ্যা যোগচিন্তাপরায়ণা।
যোগিধ্যেয়া যোগিবন্দ্যা যোগলভ্যা যুগাত্মিকা
যোগিজ্ঞেয়া যোগযুক্তা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী ॥ ৯
যুগান্তজলদারাবা যুগান্তজলদপ্রভা।
যুগান্তকারিণী যজ্ঞরূপা সূর্য্যসমপ্রভা ॥ ৯৬
যুগান্তানিলবেগা চ সর্ব্বযন্ত্রকলাত্মিকা।
সংসারযোনিঃ সংসারব্যাপিনী সকলাস্পদা ॥৯৭

অব্যক্তা, শাশ্বতী, সর্ব্বসিদ্ধিদা, অচিন্ত্যা, অচিন্ত্যরূপা, কেবলা, পরমাত্মিকা, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বদা, সর্ব্বপরিত্রাণপরায়ণা, সর্ব্বার্ত্তিহর, সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গলপ্রদা, মঙ্গলস্থা, মহাদেবী, সর্ব্বমঙ্গলবাসিনী, সর্ব্বান্তরস্থা, সর্ব্বাত্মরূপিণী, নিরঞ্জনা, চিচ্ছক্তি, চিন্ময়ী, সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্ববিধায়িনী, শান্তি, শান্তিকরী, সৌম্যা, সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী, কান্তি, ক্ষমা, ক্ষেমকরী, ক্ষেত্রজ্ঞা, ক্ষেত্রবাসিনী, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষুধা, ক্ষৌণী, জগৎক্ষেমবিধায়িনী, ক্ষেত্রস্থা, ক্ষেত্রনিলয়, ক্ষেত্রস্থাননিবাসিনী, ক্ষণাত্মিকা, ক্ষীণতনু, ক্ষীণাঙ্গী, ক্ষীণমধ্যমা, ক্ষিপ্রদা, ক্ষেমদা, ক্ষিপ্তা, ক্ষণদাচরনাশিনী, ভূতগণের বৃত্তি, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি, বৃত্তলোচনা, ব্যোমমূর্ত্তি, ব্যোমসংস্থা, ব্যোমালয়কৃতাশ্রয়া, চন্দ্রাননা, চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকলা, শরচ্চন্দ্রনিভাননা, চন্দ্রাত্মিকা, চন্দ্রমুখী, চন্দ্রশেখরবল্লভা, চন্দ্রশেখরবক্ষস্থা, চন্দ্রলোকনিবাসিনী, চন্দ্রশেখরশৈলস্থা, চঞ্চলা, চঞ্চলেক্ষণা, ছিন্নমস্তা, ছাগমাংসপ্রিয়া, ছাগবলিপ্রিয়া, জ্যোৎস্না, জ্যোতির্ম্ময়ী, সর্ব্বজ্যায়সী, জীবনাত্মিকা, সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী, সর্ব্বভূতহিতৈষণী, গুণাতীতা, গুণময়ী, ত্রিগুণা, গুণশালিনী, গুণৈকনিলয়া, গৌরী, গুহ্যা, গোপকুলোদ্ভবা, গরীয়সী, গুরুতরা, গুপ্তস্থাননিবাসিনী, গুণজ্ঞ, নির্গুণা, সর্ব্বগুণার্হা, গুহ্যকালিকা, গলজ্জটা, গলৎকেশা, গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা, গজেন্দ্রগমনা, গন্ত্রী, গীতনৃত্যপরায়ণা, গগনস্থা, গণাধ্যক্ষা, গণেশজননী, গানপ্রিয়া, গানরতা, গৃহস্থা, গৃহিণীপরা, গজসংস্থা, গজারূঢ়া, গ্রসন্তী, গরুড়াসনা, যোগস্থা, যোগিনী, যোগ্যা, যোগচিন্তাপরায়ণা, যোগিধ্যেয়া, যোগিবন্দ্যা, যোগলভ্যা, যুগাত্মিকা, যোগজ্ঞেয়া, যোগযুক্তা, মাহাযোগেশ্বরেশ্বরী, যুগান্তজলদারাবা, যুগান্তজলদপ্রভা, যুগান্তকারিণী, যজ্ঞরূপা, সূর্য্যসমপ্রভা, যুগান্তানিল-

সংসারতারিণী সেব্যা সংসারার্ণবতারিণী।
সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বা সংসারব্যাপিনী তথা ॥ ৯৮
সংসারবন্ধকর্ত্রী চ সংসারপরিবর্জ্জিতা।
দুর্নিরীক্ষ্যা সুদুষ্প্রাপ্যা ভূতির্ভূতিমতীত্যপি ॥
অনাদ্যনন্তবিভবা মহাবিভবদায়িনী।
শব্দব্রহ্মস্বরূপা চ শব্দযোনিঃ পরাৎপরা ॥ ১০০
ভূতিদা ভূতিমত্তা চ ভূতিহন্ত্রী বিভূতিদা।
ভূতান্তরস্থা কূটস্থা ভূতনাথপ্রিয়াঙ্গনা ॥ ১০১
ভূতমাতা ভূতনাথা ভূতালয়নিবাসিনী।
ভূতনৃত্যপ্রিয়া ভূতসঙ্গিনী ভূতলাশ্রয়া ॥ ১০২
জন্মমৃত্যুজরাতীতা মহাপুরুষসংজ্ঞিতা।
ভুজগা তামসী ব্যক্তা তমোগুণবতী তথা ॥ ১০
ত্রিতত্ত্বা তত্ত্বরূপা চ তত্ত্বজ্ঞা ত্র্যম্বকপ্রিয়া।
ত্র্যম্বকা ত্র্যম্বকারূঢ়া শুক্লা ত্র্যম্বকরূপিণী ॥ ১০৪
ত্রিকালজ্ঞা জন্মহীনা রক্তাঙ্গী জ্ঞানরূপিণী।
অকার্য্যা কার্য্যজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া ॥ ১০৫
বৈরাগ্যযুক্তা বিজ্ঞানগম্যা ধর্ম্মস্বরূপিণী।
সর্ব্বধর্ম্মবিধানজ্ঞা ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মতৎপরা ॥ ১০৬
ধর্ম্মিষ্ঠপালনকরী ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণা।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীনা চ ধর্ম্মজন্যফলপ্রদা ॥ ১০৭
ধর্ম্মিণী ধর্ম্মনিরতা ধর্ম্মিণামিষ্টদায়িনী।
ধন্যা ধীর্ধবলা ধীরা ধমনী ধনদায়িনী ॥ ১০৮
ধনুষ্মতী ধরাসংস্থা ধরণীস্থিতিকারিণী।
সর্ব্বযোনিরপাংযোনির্বিশ্বযোনিরযোনিজা ॥
রুদ্রাণী রুদ্রবনিতা রুদ্রৈকাদশরূপিণী।
রুদ্রাক্ষমালিনী রৌদ্রী ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥
ব্রহ্মোপেন্দ্রোপেন্দ্রবন্দ্যা চ নিত্যং মুদিতমানসা।
ইন্দ্রাণী বাসবী ঐন্দ্রী বিচিত্রৈরাবতস্থিতা ॥ ১১১
সহস্রনেত্রা চিত্রাঙ্গী দিব্যকেশবিলাসিনী।
দিব্যাঙ্গনা দিব্যনেত্রা দিব্যচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ১১২
দিব্যালঙ্করণা দিব্যশ্বেতচামরবীজিতা।
দিব্যহারা দিব্যপদা দিব্যনূপুরশোভিতা ॥ ১১৩
কেয়ূরশোভিতা হৃষ্টা হৃষ্টচিত্তপ্রহর্ষিণী।
প্রহৃষ্টমানসা হর্ষা প্রসন্নবদনা তথা ॥ ১১৪
দেবেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জা দেবেন্দ্রপরিপূজিতা।
রাজসী রক্তনয়না রক্তপুষ্পপ্রিয়া সদা ॥ ১১৫
রক্তাঙ্গী রক্তনেত্রা চ রক্তোৎপলবিলোচনা।
রক্তাভা রক্তবস্ত্রা চ রক্তচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ১১৬

বেগা, সর্ব্বযজ্ঞফলাত্মিকা, সংসারযোনি, সংসারব্যাপিনী, সকলাস্পদা, সংসারতারিণী, সেব্যা, সংসারার্ণবতারিণী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বসংসারব্যাপিনী, সংসারবন্ধকর্ত্রী, সংসারপরিবর্জ্জিতা, দুর্নিরীক্ষ্যা সুদুষ্প্রাপা, ভূতি, ভূতিমতী, অনাদ্যনন্তবিভবা, মহাবিভবদায়িনী, শব্দব্রহ্মস্বরূপা, শব্দযোনি, পরাৎপরা, ভূতিদা, ভূতিমত্তা, ভূতিহন্ত্রী, বিভূতিদা, ভূতান্তরস্থা, কূটস্থা, ভূতনাথপ্রিয়াঙ্গনা, ভূতমাতা, ভূতনাথা, ভূতালয়নিবাসিনী, ভূতনৃত্যপ্রিয়া, ভূতসঙ্গিনী, ভূতলাশ্রয়া, জন্মমৃত্যুজরাতীতা, মহাপুরুষসংজ্ঞিতা, ভুজগা, তামসী, ব্যক্তা, তমোগুণবতী, ত্রিতত্ত্ব, তত্ত্বরূপা, তত্ত্বজ্ঞা, ত্র্যম্বকপ্রিয়া, ত্র্যম্বকা, ত্র্যম্বকারূঢ়া, শুক্লা, ত্র্যম্বকরূপিণী, ত্রিকালজ্ঞা, জন্মহীনা, রক্তাঙ্গী, জ্ঞানরূপিণী, অকার্য্য কার্য্যজননী, ব্রহ্মাখ্যা, ব্রহ্মসংশ্রয়া, বৈরাগ্যযুক্তা, বিজ্ঞানগম্যা, ধর্ম্মস্বরূপিণী, সর্ব্বধর্ম্মবিধানজ্ঞা, ধর্ম্মিষ্ঠা, ধর্ম্ম-তৎপরা, ধর্ম্মিষ্ঠপালনকরী, ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণা ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীনা, ধর্ম্মজন্যফলপ্রদা, ধর্ম্মিণী, ধর্ম্মনিরতা, ধার্ম্মিকের ইষ্টদায়িনী, ধন্যা, ধী, ধবলা, ধীরা, ধননির্দ্ধনদায়িনী, ধনুষ্মতী, ধরাসংস্থা, ধরণীস্থিতিকারিণী, সর্ব্ব-যোনি, অপাংযোনি, বিশ্বযোনি, অযোনিজা, রুদ্রাণী, রুদ্রবনিতা, রুদ্রৈকাদশ-রূপিণী, রুদ্রাক্ষমালিনী, রৌদ্রী, ভুক্তিমুক্তি-প্রদা, ব্রহ্মোপেন্দ্রোপেন্দ্রবন্দ্যা, নিত্যমুদিত-মানসা, ইন্দ্রাণী, বাসবী, ঐন্দ্রী, বিচিত্রৈরাবত-স্থিতা, সহস্রনেত্রা, চিত্রাঙ্গী, দিব্যকেশবিলা-শিনী, দিব্যাঙ্গনা, দিব্যনেত্রা, দিব্যচন্দন-চর্চ্চিতা, দিব্যালঙ্করণা, দিব্যশ্বেতচামর-বীজিতা, দিব্যহারা, দিব্যপাদা, দিব্যনূপুর-শোভিতা, কেয়ূরশোভিতা, হৃষ্টা, হৃষ্টচিত্তা, প্রহর্ষিণী, প্রহৃষ্টমানসা, হর্ষপ্রসন্নবদনা, দেবেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জা, দেবেন্দ্রপরিপূজিতা, রাজসী, রক্তনয়না, রক্তপুষ্পপ্রিয়া, রক্তাঙ্গী,

রক্তেক্ষণা রক্তপূজ্যা রক্তমত্তা বনাশ্রয়া।
রক্তদন্তা রক্তজিহ্বা রক্তভক্ষণতৎপরা ॥ ১১৭
রক্তপ্রিয় রক্ততুষ্টা রক্তভক্ষণতৎপরা।
বন্ধুককুসুমাভাসা রক্তমাল্যানুলেপনা।
স্ফুরদ্রক্তাঞ্চিততনুঃ স্ফুরৎসূর্য্যশতপ্রভা ॥ ১১৮
স্ফুরন্নেত্রা পিঙ্গজটা পিঙ্গলা পিঙ্গলেক্ষণা।
বগলা পীতবস্ত্রা চ পীতপুষ্পপ্রিয়া সদা ॥ ১১৯
পীতাম্বরা পীতবক্ত্রা পীতপুষ্পোপশোভিতা।
শত্রুঘ্নী শত্রুসম্মোহজননী শত্রুতাপিনী ॥ ১২০
শত্রুপ্রমর্দ্দিনী শত্রুবাক্যস্তম্ভনকারিণী।
উচ্চাটনকরী সর্ব্বদুষ্টোৎসারণকারিণী ॥ ১২১
বিপক্ষমর্দ্দনকরী শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করী।
সর্ব্বদুষ্টঘাতিনী চ সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনী ॥ ১২২
দ্বিভুজা শূলহস্তা চ ত্রিশূলবরধারিণী।
শত্রুবিদ্রাবিণী শত্রু-সম্মোহনকরী তথা ॥ ১২৩
শত্রুসন্তাপজননী সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
ক্ষোভিণী ক্ষোভজননী দুষ্টক্ষোভপ্রবর্দ্ধিনী ॥
দুষ্টানাং ক্ষোভসম্বর্দ্ধা ভক্তক্ষোভনিবারিণী।
দুষ্টসন্তাপিনী দুষ্টসন্তাপপরিবর্দ্ধিনী ॥ ১২৫

সন্তাপরহিতা ভক্তসন্তাপপরিনাশিনী।
অক্ষুব্ধা ক্ষোভরহিতা দুষ্টক্ষোভপ্রদায়িনী ॥ ১২৬
দুষ্টস্তম্ভনকর্ত্রী চ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হিণী।
মহাস্তম্ভনকর্ত্রী চ ভক্তস্তম্ভনিবারিণী ॥ ১২৭
শত্রুজৃম্ভণকর্ত্রী চ স্বভক্তপরিপালিনী।
অদ্বৈতা দ্বৈতরহিতা নিষ্কলা ব্রহ্মরূপিণী।
প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপা চ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
ত্রিদশেশী ত্রিলোকেশী সর্ব্বেশী জগদীশ্বরী ॥
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতা ত্রিদশেশ্বরসংস্তুতা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেশ্বরী ॥ ১৩০
দেবরাজস্তুতা রাজ্ঞী রাজরাজেশ্বরেশ্বরী।
দেবরাজেশ্বরী সর্ব্বদেবরাজেশ্বরেশ্বরী।
ব্রহ্মেশসেবিতপদা সর্ব্ববন্দ্যপদাম্বুজা ॥ ১৩১
অচিন্ত্যরূপচরিতা চাচিন্ত্যবলবিক্রমা।
সর্ব্বাচিন্ত্যপ্রভাবা চ সুপ্রভাবপ্রদর্শিনী ॥ ১৩২
অচিন্ত্যমহিমাচিন্ত্য-রূপা সৌন্দর্য্যশালিনী।
অচিন্ত্যবেশশোভা চ লোকাচিন্ত্যগুণান্বিতা।
অচিন্ত্যশক্তির্দুশ্চিন্ত্যপ্রভাবাচিন্ত্যরূপিণী।
যোগচিন্ত্যা মহাচিন্তানাশিনী চেতনাত্মিকা ॥
গিরিজা দক্ষজা বিশ্বজননী জগৎপ্রসূঃ।

রক্তনেত্রা, রক্তোৎপলবিলোচনা, রক্তাভা, রক্তবস্ত্রা, রক্তচন্দনচর্চ্চিতা, রক্তেক্ষণা, রক্তপূজ্যা, রক্তমত্তা, বনাশ্রয়া, রক্তদন্তা, রক্তজিহ্বা, রক্তভক্ষণতৎপরা, রক্তপ্রিয়া, রক্ততুষ্টা, বন্ধুককুসুমভাসা, রক্তমাল্যানুলেপনা, ক্ষরদ্রক্তাচিততনু, স্ফুরৎসূর্য্যশতপ্রভা, স্ফুরন্নেত্রা, পিঙ্গজটা, পিঙ্গলা, পিঙ্গলেক্ষণা, বগলা, পীতবস্ত্রা, পীতপুষ্পপ্রিয়া, পীতাম্বরা, পিত্তভক্তা, পীতপুষ্পোপশোভিতা, শত্রুঘ্নী, শত্রুসম্মোহজননী, শত্রুতাপিনী, শত্রুপ্রমর্দ্দিনী, শত্রুবাক্যস্তম্ভনকারিণী, উচ্চাটনকরী, সর্ব্বদুষ্টোৎসারণকারিণী, বিপক্ষমর্দ্দনকরী, শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করী, সর্ব্বদুষ্টঘাতিনী, সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনী, দ্বিভুজা, শূলহস্তা, ত্রিশূলবর-ধারিণী, শত্রুবিদ্রাবিণী, শত্রুসম্মোহনকরী, শত্রুসন্তাপজননী, সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী, ক্ষোভিণী, ক্ষোভজননী, দুষ্টক্ষোভপ্রমর্দ্দিনী, দুষ্টদিগের ক্ষোভবর্দ্ধিনী, ভক্তক্ষোভনিবারিণী, দুষ্টসন্তাপিনী, দুষ্টসন্তাপপরিবর্দ্ধিনী, সন্তাপরহিতা, ভক্তসন্তাপ-পরিনাশিনী, অক্ষুব্ধা, ক্ষোভরহিতা, দুষ্টক্ষোভপ্রদায়িনী, দুষ্টস্তম্ভণকর্ত্রী, সর্ব্বদুষ্টনিবর্হিনী, মহাস্তম্ভনকর্ত্রী, ভক্তস্তম্ভনিবারিণী, শত্রুজৃম্ভণকর্ত্রী, স্বভক্তপরিপালিনী, অদ্বৈত্য, দ্বৈতরহিতা, নিষ্কলব্রহ্মরূপিণী, প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপা, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী, ত্রিদশেশা, ত্রিলোকেশী, সর্ব্বেশী, জগদীশ্বরী, ব্রহ্মেশ-বিষ্ণু-নমিতা, ত্রিদশেশ্বর-সংস্তুতা, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যা, দেবরাজস্তুতা, রাজ্ঞী, রাজরাজেশ্বরী, দেবরাজেশ্বরী, সর্ব্বদেবরাজেশ্বরেশ্বরী, ব্রহ্মেশসেবিতপদা, সর্ব্ববন্দ্যপদাম্বুজা, অচিন্ত্যরূপচরিতা, অচিন্ত্যবলবিক্রমা, সর্ব্বাচিন্ত্যপ্রভাবা, সুপ্রভাবপ্রদর্শিনী, অচিন্ত্য-মহিমা, অচিন্ত্যরূপ-সৌন্দর্য্যশালিনী, অচিন্ত্য-বেশশোভা, লোকাচিন্ত্যা, গুণান্বিতা, অচিন্ত্য-শক্তি, দুশ্চিন্ত্যপ্রভাবা, অচিন্ত্যরূপিণী, যোগ-চিন্তা, মহাচিন্তা, নাশিকা, চেতনাত্মিকা, গিরিজা,

সন্নম্যা প্রণতা সর্ব্বপ্রণতার্ত্তিহরা তথা ॥ ১৩৫
প্রণতৈশ্বর্য্যদা সর্ব্বপ্রণতাশুভনাশিনী।
প্রণতাপন্নাশকরী প্রণতাশুভমোচনী ॥ ১৩৬
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধসেব্যা সিদ্ধচারণসেবিতা।
সিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিকরী সর্ব্বসিদ্ধিগণেশ্বরী ॥ ১৩৭
অষ্টসিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধগণসেব্যপদাম্বুজা।
কাত্যায়নী স্বধা স্বাহা বষট্ বৌষট্স্বরূপিণী ॥
পিতৃণাং তৃপ্তিজননী কব্যরূপা সুরেশ্বরী।
কব্যভোক্ত্রী কব্যতুষ্টা পিতৃরূপাসিতপ্রিয়া ॥১৩৯
কৃষ্ণপক্ষপ্রপূজ্যা চ প্রেতপক্ষসমর্চ্চিতা।
অষ্টহস্তা দশভুজা চাষ্টাদশভুজান্বিতা ॥ ১৪০
চতুর্দ্দশভুজাসংখ্য-ভুজবল্লীবিরাজিতা।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া সহস্রভুজরাজিতা ॥ ১৪১
ভুবনেশী চান্নপূর্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরা সুন্দরী সৌম্যা সুখী সুন্দরলোচনা ॥
সুন্দরাস্যা শুভদংষ্ট্রা সুভ্রূঃ পর্ব্বতনন্দিনী।
নীলোৎপলদলশ্যামা স্মেরোৎফুল্লমুখাম্বুজা ॥
সত্যসন্ধা পদ্মবক্ত্রা ভ্রূকুটীকুটিলাননা।
বিদ্যাধরী বরারোহা মহাসন্ধ্যা স্বরূপিণী ॥ ১৪৪
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী সুধূম্রাক্ষী শুভেক্ষণা।
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ কৃতির্যোগমায়া পুণ্যা পুরাতনী ॥
বাগ্দেবতা বেদবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী।
বেদশক্তির্বেদমাতা বেদাদ্যা পরমা গতিঃ ॥১৪৬
আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা যোগশাস্ত্রপ্রকাশিনী।
ধূমাবতী বিয়ন্মূর্ত্তির্বিদ্যুন্মালাবিলাসিনী ॥ ১৪৭
মহাব্রতা সদানন্দনন্দিনী নগনন্দিনী।
সুনন্দা যমুনা চণ্ডী রুদ্রচণ্ডী প্রভাবতী ॥ ১৪৮
পারিজাতবনাবাসা পারিজাতবনপ্রিয়া।
সুপুষ্পগন্ধসন্তুষ্টা দিব্যপুষ্পোপশোভিতা ॥১৪৯
পুষ্পকাননসম্বাসা পুষ্পমালাবিলাসিনী।
পুষ্পমাল্যধরা পুষ্প-গুচ্ছালঙ্কৃতদেহিকা ॥ ১৫০
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা শুদ্ধকাঞ্চনমণ্ডিতা।
সুবর্ণকুণ্ডলবতী স্বর্ণপুষ্পপ্রিয়া সদা। ১৫১
নর্ম্মদা সিন্ধুনিলয়া সমুদ্রতনয়া তথা।
ষোড়শী ষোড়শভুজা মহাভুজগমণ্ডিতা ॥ ১৫২
পাতালবাসিনী নাগী নাগেন্দ্রকৃতভূষণা।
নাগিনী নাগকন্যা চ নাগমাতা নগালয়া ॥ ১৫৩
দুর্গাপত্তারিণী সর্ব্বদুষ্টগ্রহনিবারণী।

দক্ষজা, বিশ্বজননী, জনয়িত্রী, জগৎপ্রসূ, সন্নম্যা, সর্ব্বপ্রণত, প্রণতার্ত্তিহরা, প্রণতৈশ্বর্য্যদা, সর্ব্বপ্রণতা, অশুভনাশিনী, প্রণতাপন্নাশকরী, প্রণতাশুভমোচনী, সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধসেব্যা, সিদ্ধচারণ-সেবিতা, সিদ্ধিপ্রদা, সিদ্ধিকরী, সর্ব্বসিদ্ধিগণেশ্বরী, অষ্টসিদ্ধিপ্রদা, সিদ্ধগণসেব্যপদাম্বুজা, কাত্যায়নী, স্বধা, স্বাহা, বষট্‌বৌষট্‌স্বরূপিণী, পিতৃতৃপ্তিজননী, কব্যরূপা, সুরেশ্বরী, কব্যভোক্ত্রী, কব্যতুষ্টা, পিতৃরূপা, অসিতাপ্রিয়, কৃষ্ণপক্ষপ্রপূজ্যা, প্রেতপক্ষসমর্চ্চিতা, অষ্টহস্তা, দশভুজা, অষ্টাদশভুজান্বিতা, চতুর্দ্দশভুজা, অসংখ্য-ভুজবল্লীবিরাজিতা, সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া, সহস্রভুজরাজিতা, ভুবনেশী, অন্নপূর্ণা, মহাত্রিপুরসুন্দরী, ত্রিপুরাসুন্দরী, সৌম্যমুখী, সুন্দরলোচনা, সুন্দরাস্যা, শুভদংষ্ট্রা, সুভ্রূ, পর্ব্বতনন্দিনী, নীলোৎপলদলশ্যামা, স্মেরোৎফুল্লমুখাম্বুজা, সত্যসন্ধ্যা, পদ্মবক্ত্রা, ভ্রূকুটীকুটিলাননা, বিদ্যাধরী, বরারোহা, মহাসন্ধ্যা-স্বরূপিণী, অরুন্ধতী, হিরণ্যাক্ষী, সুধূম্রাক্ষী, শুভেক্ষণা শ্রুতি, স্মৃতি, কৃতি, যোগমায়া, পুণ্যা, পুরাতনী, বাগ্‌দেবতা, বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী, বেদশক্তি, বেদমাতা, বেদাদ্যা, পরমাগতি, আন্বীক্ষিকী, তর্কবিদ্যা, যোগশাস্ত্র-প্রকাশিনী, ধূমাবতী, বিয়ন্মূর্ত্তি বিদ্যুন্মালাবিলাসিনী, মহাব্রতা, সদানন্দনন্দিনী, নগনন্দিনী, সুনন্দা, যমুনা, চণ্ডী, রুদ্রচণ্ডা, প্রভাবতী, পারিজাতবনবাসা, পারিজাতবনপ্রিয়া, সুপুষ্প-গন্ধসন্তুষ্টা, দিব্যপুষ্পোপশোভিতা, পুষ্পকানন-সম্বাসা, পুষ্পমালাবিনাশিনী, পুষ্পমাল্যধরা, পুষ্পগুচ্ছালঙ্কৃতদেহিকা, প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা, শুদ্ধকাঞ্চনমণ্ডিতা, সুবর্ণ-কুণ্ডলবতী, স্বর্ণপুষ্পপ্রিয়া, নর্ম্মদা, সিন্ধুনিলয়া, সমুদ্রতনয়া, ষোড়শী, ষোড়শভুজা, মহাভুজগমণ্ডিতা, পাতালবাসিনী, নাগী, নাগেন্দ্রকৃতভূষণা, নাগিনী, নাগকন্যা, নাগমাতা, নগালয়া, দুর্গা-

অভয়াপরিহর্ত্রী চ সর্ব্বাপৎপরিনাশিনী ॥১৫৪
ব্রহ্মণ্যা শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞা জগতাং কারণাত্মিকা।
নিষ্কারণা জন্মহীনা মৃত্যুঞ্জয়মনোরমা ॥ ১৫৫
মৃত্যুঞ্জয়হৃদাবাসা মূলাধারনিবাসিনী।
ষট্চক্রসংস্থা মহতী মহামাহাত্ম্যশালিনী ॥১৫৬
রোহিণী সুন্দরমুখী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা।
সদসদ্বস্তুরূপা চ নিষ্কামা কামপীড়িতা ॥ ১৫৭
কামাতুরা কামমত্তা কামালসলসত্তনুঃ।
কালরূপা চ কালিন্দী কুচানমিতবিগ্রহা ॥ ১৫৮
অতসীকুসুমাভাসা সিংহপৃষ্ঠনিষেদুষী।
যুবতী যৌবনোদ্রিক্তা যৌবনোদ্রিক্তমানসা ॥
অদিতির্দেবজননী ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী।
দক্ষিণাপূর্ব্ববদনা পূর্ব্বকালবিবর্জ্জিতা ॥ ১ ০
অশোকা শোকরহিতা সর্ব্বশোকনিবারণী।
অশোককুসুমাভাসা শোকদুঃখক্ষয়ঙ্করী।
সর্ব্বযোষিৎস্বরূপা চ সর্ব্বপ্রাণিমনোরমা।
মহার্য্যা মহদাশ্চর্য্যা মহামোহস্বরূপিণী ॥ ১৬২
মহামোহকরী মোহকারিণী মোহদায়িনী।
অশোচ্যা পূর্ণকামা চ পূর্ণাপূর্ণমনোরথা ॥ ১৬৩
পূর্ণাভিলষিতা পূর্ণনিশানাথসমাননা।
দ্বাদশার্কস্বরূপা চ সহস্রার্কসমপ্রভা ॥ ১৬৪
তেজস্বিনী স্নিগ্ধগাত্রা চন্দ্রাবয়বলক্ষণা।
অপারাপারমাহাত্ম্যা নিত্যবিজ্ঞানশালিনী ॥
সুভগামিতমাহাত্ম্যা সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী।
ডাকিনী শাকিনী বিশ্বভবা বিশ্ববিনাশিনী ॥১৬৫
বৈশ্বানরী হব্যবাহী জাতবেদঃস্বরূপিণী।
স্বৈরিণী স্বেচ্ছবিহরা নির্বীজা বীজরূপিণী ॥ ১৬৬
অনন্তবর্ণানন্তাখ্যানন্তসংস্থা মহোদরী।
দুষ্টভূতাপহন্ত্রী চ সদ্বৃত্তপরিপালিকা ॥ ১৬৮
কপালিনী পানমত্তা মত্তবারণগামিনী।
বিন্ধ্যাস্থা বিন্ধ্যনিলয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী ॥১৬৯
বন্ধুপ্রিয়া জগদ্বন্ধুঃ পবিত্রা সুপবিত্রিণী।
পরামৃতামৃতকলা চাপমৃত্যুবিনাশিনী ॥ ১৭০
মহারজতসঙ্কাশা রজতাদ্রিনিবাসিনী।
রজতাদ্রিসুতা রম্যা কৈলাসপুরবাসিনী ॥ ১৭১
কাশীবিলাসিনী কাশীক্ষেত্ররক্ষণতৎপরা।
যোনিরূপা যোনিপীঠ-স্থিতা যোনিস্বরূপিণী ॥
কামালসিতচার্ব্বাঙ্গী কটাক্ষক্ষেপমোহিনী।
কটাক্ষক্ষেপনিস্তারা কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী ॥ ১৭৩
পাশাঙ্কুশধরা শক্তিধারিণী খেটকায়ুধা।

পত্তারিণী, সর্ব্বদুষ্টগ্রহনিবারণী, অভয়া, অসুরহন্ত্রী, সর্ব্বাপৎপরিনাশিনী, ব্রহ্মণ্যা, শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞা, জগৎকারণাত্মিকা, নিষ্কারণা, জন্মহীনা, মৃত্যুঞ্জয়মনোরমা, মৃত্যুঞ্জয়হৃদাবাসা, মূলাধারনিবাসিনী, ষট্চক্রসংস্থা, মহতী, মহামাহাত্ম্যশালিনী, রোহিণী, সুন্দরমুখী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা, সদসদ্বস্তুরূপা, নিষ্কামা, কামপীড়িতা, কামাতুরা কামমত্তা, কামালসলসত্তনু, কালরূপা, কালিন্দী, কুচানমিতবিগ্রহা, অতসীকুসুমাভাসা, সিংহপৃষ্ঠনিষেদুষী, যুবতী, যৌবনোদ্রিক্তা, যৌবনোদ্রিক্তমানসা, অদিতি, দেবজননী, ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী, দক্ষিণাপূর্ব্ববদনা, পূর্ব্বকালবিবর্জ্জিতা, অশোকা, শোকরহিতা, সর্ব্বশোকনিবারিণী, অশোককুসুমাভাসা, শোকদুঃখক্ষয়করী, সর্ব্বযোষিৎস্বরূপা, সর্ব্বপ্রাণিমনোরমা, মহার্য্যা, মহদাশ্চর্য্যা, মহামোহস্বরূপিণী, মোহক্ষয়করী, মোহকারিণী, মোহদায়িনী, অশোচ্যা, পূর্ণকামা, পূর্ণা, পূর্ণমনোরমা, পূর্ণাভিলষিতা, পূর্ণনিশানাথসমাননা, দ্বাদশার্কস্বরূপা, সহস্রার্কসমপ্রভা, তেজস্বিনী, স্নিগ্ধগাত্রী, চন্দ্রাবয়বলক্ষণা, অপারা, অপারমাহাত্ম্যা, নিত্যবিজ্ঞানশালিনী, সুভগা, অমিতমাহাত্ম্যা, সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী, অনন্তবর্ণা, অনন্তাখ্যা, অনন্তসংস্থা, মহোদরী, দুষ্টভূতাপহন্ত্রী, সদ্বৃত্ত-পরিপালিকা, কপালিনী, পানমত্তা, মত্তবারণগামিনী, বিন্ধ্যস্থা, বিন্ধ্যনিলয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী, বন্ধুপ্রিয়া, জগদ্বন্ধু, পবিত্রা, সুপবিত্রিণী, পরামৃতা, অমৃতকলা, অপমৃত্যুবিনাশিনী, মহারজতসঙ্কাশা, রজতাদ্রিনিবাসিনী, রজতাদ্রিসুতা, রম্যকৈলাসপুরবাসিনী, কাশীবিলাসিনী, কাশীক্ষেত্ররক্ষণতৎপরা, যোনিরূপা, যোনিপীঠস্থিতা, যোনিস্বরূপিণী, কামালসিতচার্ব্বঙ্গী, কটাক্ষক্ষেপমোহিনী, কটাক্ষক্ষেপনিস্তারা, কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী, পাশা-

বাণায়ুধামোঘশস্ত্রা দিব্যশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥ ১৭৪
মহাস্ত্রজালবিক্ষেপবিপক্ষক্ষয়কারিণী।
ঘণ্টিনী পাশিনী পাশহস্তা পাশাঙ্কুশায়ুধা ॥ ১৭৫
চিত্রসিংহাসনগতা মহাসিংহাসনস্থিতা।
মন্ত্রাত্মিকা মন্ত্রময়ী মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৭৬
সুরূপানেকরূপা চ বিরূপা বহুরূপিণী।
বিরূপাক্ষপ্রিয়তমা বিরূপাক্ষমনোরমা ॥ ১৭৭
বিরূপাখ্যা কোটরাক্ষী কূটস্থা কূটরূপিণী।
করালাস্যা বিশালাস্যা ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগা ॥ ১৭৮
অধ্যাত্মবিদ্যাশাস্ত্রার্থকুশলা শৈলনন্দিনী।
নগাধি রাজপুত্রী চ নগপুত্রী নগোদ্ভবা ॥ ১৭৯
গিরীন্দ্রবালা গিরিশপ্রাণতুল্যমনোরমা ॥ ১৮০
প্রসন্নচারুবদনা প্রসন্নাস্পদা তদা।
শিবপ্রাণা পতিপ্রাণা পতিসংমোহকারিণী ॥ ১৮১
পতিসেবানঙ্গমত্তা পতিবিচ্ছেদকাতরা।
শিবশীর্ষকৃতাবাসা শিরোধার্য্যা শিরঃস্থিতা ॥
জটান্তরস্থা তরলা শিবশীর্ষ বিহারিণী।
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী সুদৃষ্টির্হংসগামিনী।
নিত্যং কুতুহলপরা নিত্যানন্দাভিনন্দিতা ॥
সত্যবিজ্ঞানরূপা চ তত্ত্বজ্ঞানৈককারণা।
ত্রৈলোক্যসাক্ষিণী লোকধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শিনী ॥ ১৮৫
ধর্ম্মাধর্ম্মবিধাত্রী চ শম্ভুপ্রাণাত্মিকা পরা।
মেনকাগর্ভসম্ভূতা মৈনাকভগিনী তথা ॥ ১৮৬
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠহারা চ শ্রীকণ্ঠহৃদয়স্থিতা।
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠজপ্যা চ নীলকণ্ঠমনোরমা ॥ ১৮৭
কালকূটাত্মিকা কালকূটভক্ষণকারিণী।
মহাকালপ্রিয়া কালকলনৈকবিধায়িনী ॥ ১৮৮
অক্ষোভ্যপত্নী সংক্ষোভনাশিনী তে নমো নমঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং নামসহস্রেণ সংস্তুতা পর্ব্বতাত্মজা।
বাক্যমেতন্মহেশন মুবাচ মুনিসত্তম ॥ ১৯০

দেব্যুবাচ।

অহং ত্বদর্থে শৈলেন্দ্রতনয়াত্বমুপাগতা।
ত্বং মে প্রাণসমো ভর্ত্তা ত্বদনন্যাহমঙ্গনা ॥ ১৯১
ত্বংমদর্থেতপস্তীব্রং সুচিরং তপ্তবামসি।
অহঞ্চ তপসারাধ্য ত্বাং লপ্স্যামি পুনঃ পতিম্ ॥

শ্রীশিব উবাচ।

ত্বমারাধ্যতমা সর্ব্বজননী প্রকৃতিঃ পরা।

অঙ্কুশধরা, শক্তিধারিণী, খেটকায়ুধা, বাণায়ুধা, বাণায়ুধা, অমোঘশস্ত্রা, দিব্যশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী, মহাস্ত্রজালবিক্ষেপবিপক্ষক্ষয়কারিণী, ঘণ্টিনী, পাশিনী, পাশহস্তা, পাশাঙ্কুশায়ুধা, চিত্রসিংহাসনগতা, মহাসিংহাসনাস্থিতা, মন্ত্রাত্মিকা, মন্ত্রময়ী, মন্ত্রাধিষ্ঠিত-দেবতা, সুরূপা, অনেকরূপা, বিরূপা, বহুরূপিণী, বিরূপাক্ষপ্রিয়তমা, বিরূপাক্ষমনোরমা, বিরূপাক্ষা, কোটরাক্ষী, কূটস্থা, কূটরূপিণী, করালাস্যা, বিশালাস্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগা, অধ্যাত্মবিদ্যা, শাস্ত্রার্থকুশলা, শৈলনন্দিনী, নগাধিরাজপুত্রী, নগপুত্রী, নগোদ্ভবা, গিরীন্দ্রবালা, গিরিশপ্রাণতুল্যমনোরমা, প্রসন্নচারুবদনা, প্রসন্না, আস্পদা, শিবপ্রাণা, পতিপ্রাণা, পতিসম্মোহকারিণী, পতিসেব্যা, অনঙ্গমত্তা, পতিবিচ্ছেদকাতরা, শিবশীর্ষকৃতাবাসা, শিরোধার্য্যা, শিরঃস্থিতা, জটান্তরস্থা, তরলা, শিবশীর্ষবিহারিণী, মৃগাক্ষী, চঞ্চলাপাঙ্গী, সুদৃষ্টি, হংসগামিনী, নিত্যকুতুহলপরা, নিত্যানন্দাভিনন্দিতা, সত্যবিজ্ঞানরূপা, তত্ত্বজ্ঞানৈককারণা, ত্রৈলোক্যসাক্ষিণী, লোকধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শনী, ধর্ম্মাধর্ম্মবিধাত্রী, শম্ভুপ্রাণাত্মিকা, মেনকাগর্ভসম্ভূতা, মৈনাকভগিনী, শ্রীকণ্ঠকণ্ঠহারা, শ্রীকণ্ঠহৃদয়াস্থিতা, শ্রীকণ্ঠকণ্ঠজপ্যা, নীলকণ্ঠমনোরমা, কালকূটাত্মিকা, কালকূটভক্ষণকারিণী, মহাকালপ্রিয়া, কালকলনৈকবিধায়িনী, অক্ষোভ্য-পত্নী ও সংক্ষোভনাশিনী, তোমায় নমস্কার নমস্কার। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! গিরিনন্দিনী এহেন নামসহস্রে সংস্তুতা হইয়া মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন। ২৭—১৯০। দেবী কহিলেন,—আমি তোমারই জন্য শৈলসুতা এবং তোমারই নিকট উপস্থিতা। তুমি আমার প্রাণতুল্য ভর্ত্তা এবং আমিও তোমার অনন্যচিত্তা দয়িতা। তুমি আমার জন্য দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছ আমিও তপস্যায় আরাধনা করিয়া তোমাকেই পুনঃ

ত্বমারাধ্যো জগত্যত্র বিদ্যতে কোঽপি নৈব হি
অহং ত্বয়া নিজগুণৈরনুগ্রাহ্যো মহেশ্বরি।
প্রার্থনীয়স্ত্বয়ি শিবে এষ এব বরো মম ॥ ১৯৩
যত্র যত্র ভবেদেবং হি কালীরূপং মহেশ্বরি।
আবির্ভবতি তত্রৈব শবরূপস্য মে হৃদি ॥ ১৯৪
সংস্থাতব্যং ত্বয়া লোকে খ্যাতা চ শববাহনা।
ভবিষ্যসি মহাকালী প্রসীদ জগদম্বিকে ॥ ১৯৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা শম্ভুনা কালী কালমেঘসমপ্রভা।
তথেত্যুক্ত্বা সমভবৎ পুনর্গৌরী যথা পুরা ॥ ১৯৬
য ইদং পঠতে দেব্যা নাম্নাং ভক্ত্যা সহস্রকম্।
স্তোত্রং শ্রীশম্ভুনা প্রোক্তং স দেব্যাঃ সমতা-
মিয়াৎ ॥ ১৯৭
অভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈর্মহেশ্বরীম্।
যঃ পঠেৎ স্তোত্রমেতচ্চ স লভেৎ পরমং পদম্
অনন্যমনসা দেবীং স্তোত্রেণানেন যো নরঃ।
সংস্তৌতি প্রত্যহং তস্য সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে
রাজানো বশগাস্তস্য নশ্যন্তি রিপবস্তথা ॥ ২০০
সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ সর্ব্বে হিংসকা দস্যবস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য দর্শনমাত্রতঃ ॥ ২০১
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে মঙ্গলং মহৎ।
অন্তে দুর্গাস্মৃতিং লব্ধা স্বয়ং দেবীকলামিয়াৎ ॥
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কালীসহস্র-
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ শম্ভুঃ সমাদায় কামদেবশরীরজম্।
ভস্ম সর্ব্বেষু দেহেষু ভূতিলেপং বিধায় চ।
পুনস্তপসি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে ভূতগণৈঃ সহ।
পার্ব্বত্যপি চ শৈলাগ্রে তপসে সমুপাবিশৎ ॥ ২
শম্ভুঃ সন্ধ্যায় তাং দেবীং দেবী তমপি শঙ্করম্।
সন্ধ্যায় মনসা বর্ষ-সহস্রত্রয়মানয়ৎ ॥ ৩

পতি প্রাপ্ত হইব। শ্রীশিব কহিলেন—তুমি আরাধ্যতমা সর্ব্বজননী, পরা প্রকৃতি, এ জগতে তোমার আরাধ্য কেহই নাই। হে মহেশ্বরি! আমায় তুমি নিজগুণে অনুগৃহীত কর। হে শিবে! তোমার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। হে মহেশ্বরি! যেখানে যেখানে তোমার এই কালীরূপের আবির্ভাব হইবে, সেই সেইখানেই শবরূপী আমার হৃদয়ে তুমি অধিষ্ঠান করিবে। এই কার্য্যে জগতে তোমার শববাহনা মহাকালী নাম খ্যাত হইবে। হে জগদম্বিকে! প্রসন্ন হও। শ্রীমহাদেব কহিলেন—কালমেঘসমপ্রভা কালী শম্ভু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইলে 'তথাস্তু' বলিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ গৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই শম্ভুসমীরিত সহস্র নাম স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সে দেবীর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা মহেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার পরম পদ লাভ হয়। যে নর, অনন্যমনে এই স্তোত্রে প্রত্যহ দেবীর স্তব করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি হয়। রাজগণ তাহার বশ্য হন; রিপুকুল নিধন প্রাপ্ত হয়। সিংহ ব্যাঘ্রপ্রমুখ হিংস্রগণ এবং দস্যুবর্গ তাহার দর্শনমাত্র দূরে পলায়ন করে। সে সর্ব্বত্র অব্যাহতাজ্ঞ হইয়া মহামঙ্গল প্রাপ্ত হয় এবং অন্তে দুর্গাস্মৃতি লাভ করিয়া দেবীর স্বারূপ্য লাভ করে।১৯১—২০২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর শম্ভু কামদেবের দেহভস্ম লইয়া সর্ব্বদেহে বিভূতি বিলেপন করিলেন এবং ভূতবৃন্দ সহ পুনরায় শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে তপস্যা করিতে গেলেন। এ দিকে পার্ব্বতীও শৈলাগ্রে তপস্যার্থ বাস করিতে লাগিলেন। শম্ভু সেই দেবীকে এবং দেবী শম্ভুকে মনে মনে ধ্যান করিয়া তিন সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিলেন।

ততঃ শম্ভুঃ সুদুঃখার্ত্তঃ কামেন ভস্মরূপিণা।
পার্ব্বতীনিকটং গত্বা কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ ॥ ৪
প্রাব্রবীৎ পরমেশানি তপস্ত্যজ সুদুশ্চরম্।
ধ্যানেন পরিজপ্যেন মূল্যেন মহতা ত্বয়া ॥ ৫
ক্রীতস্তবৈব দাসোঽহং মাং সেবায়াং নিয়োজয়
ত্বদঙ্গমার্জ্জনে হারকেয়ূরপরিধাপনে ॥ ৬
ত্বদঙ্গপরিসংস্কারেঽলক্তকাদিভিরাদরাৎ ॥ ৭
নিযুঙ্ক্ষ্ব পর্ব্বতসুতে প্রসন্না যদি মে শিবে।
নির্দ্দগ্ধোঽস্মি ভৃশং ভস্মরূপিণা মদনেন চ ॥ ৮
দেহস্থেন মহাদেবি মামুদ্ধর মনোভবাৎ।
ত্বং সর্ব্বদুর্গতিহরা দুর্গাভীষ্টফলপ্রদা ॥ ৯
ত্বামাশ্রয়ন্তি যে তেষাং দুঃখং সঞ্জায়তে ন হি।
অহং ত্বাং সর্ব্বথা ভক্তিভাবেন সমুপাশ্রিতঃ।
মামুদ্ধর মহাদুর্গ-কামসাগরমধ্যতঃ ॥ ১১
যথা ত্বং সংসৃতিজুষাং মোক্ষদাসি দয়াময়ি।
তথা মাং কৃপয়া কামসাগরাচ্চ সমুদ্ধর ॥ ১১
এবং সা প্রার্থিতা শম্ভুং প্রোবাচ হিমদেহজা।
সখীং সম্বোধ্য লজ্জাভির্নতবক্ত্রা স্মিতাননা ॥১২
অপ্রদত্তা পিত্রাহং কথমেনমুপাগতা।
ভবিষ্যামি ততঃ পাণিং গৃহ্ণাতু বিধিবদ্ধরঃ ॥১৩
পিতরং মে গিরিশ্রেষ্ঠং কেনচিদ্বুদ্ধিশালিনা।
অভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়তু বিবাহার্থং মহেশ্বরঃ ॥ ১৪
ইত্যুক্তঃ সোঽপি ভগবান্মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ।
তথ্যং মেনে গিরিসুতাবচনং কামুকোঽপি সন্
ততঃ সা প্রযযৌ শীঘ্রং সখীভিঃ পরিবারিতা ॥
পিতুর্গেহং ভগবতী প্রফুল্লকমলাননা ॥ ১৬
পার্ব্বতীমাগতং শ্রুত্বা গিরীন্দ্রঃ সংসোত্থিতঃ।
আগত্যাঙ্কে সমারোপ্য পুরমধ্যং সমানয়ৎ ॥১৭
আগত্য মেনকা পুত্রীমালিঙ্গ্য নিজপাণিনা।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা বক্ত্রং চুচুম্ব পরমাদরাৎ ॥ ১৮
উবাচ মাতস্ত্বং পুত্রী মম প্রাণসমা হ্যসি।
ত্বদ্বিচ্ছেদমৃতামদ্য মাং কৃতাসি সুজীবিতাম্ ॥
মৈনাকপ্রমুখাঃ সর্ব্বে পার্ব্বত্যা ভ্রাতরস্তথা।

অনন্তর শম্ভু ভস্মরূপী কাম দ্বারা সুদুঃখার্ত্ত হইয়া পার্ব্বতীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে পরমেশানি! এই দুষ্কর তপস্যা ত্যাগ কর। তোমার ধ্যান-জপরূপ মহামূল্য দ্বারা তোমারই ক্রীতদাস হইয়াছি, আমাকে তোমার সেবায় তুমি নিযুক্ত কর। হে শিবে, পর্ব্বতপুত্রি! মৎপ্রতি যদি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে তোমার অঙ্গ-মার্জ্জনে,হার-কেয়ূর-পরিধাপনে এবং তোমার অঙ্গপরিসংস্করণাদি কার্য্যে আমায় নিযুক্ত কর। হে মহাদেবি! আমি দেহস্থ ভস্মরূপী মদন কর্ত্তৃক একান্ত দগ্ধ হইতেছি, আমাকে মনোভব হইতে রক্ষা কর। তুমি সর্ব্ব দুর্গতি-হারিণী এবং দুর্গত জনের অভীষ্টফলদায়িনী, তোমার শরণাগত জনগণের কদাচ দুঃখ উৎপন্ন হয় না। আমি সর্ব্বথা তোমার শরণাপন্ন, বিষম কামসাগর মধ্য হইতে আমায় উদ্ধার কর। হে দয়াময়ি! তুমি যেমন সংসারীদিগের মোক্ষদায়িনী, তেমনি কৃপা করিয়া কামসাগর হইতে আমারও উদ্ধারকর্ত্রী হও। গিরিনন্দিনী এইরূপে শম্ভু কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে লজ্জাবনতবদনে সখীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইয়া কিরূপে ইঁহার সঙ্গিনী হইব? অতএব হর বিধিপূর্ব্বকই আমার পাণিগ্রহণ করুন।১--১৩। মহেশ্বর মৎপিতা গিরিরাজকে কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্বারা বিবাহার্থ স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন। এইরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ত্রিনয়ন মহাদেব কামুক হইয়াও গিরিজার বচন সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর ভগবতী পার্ব্বতী সখীগণে পরিবৃত হইয়া প্রফুল্লবদনে সত্বর পিতৃগৃহে গমন করিলেন। পার্ব্বতী আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া গিরীন্দ্র সহসা উত্থিত হইলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে করত পুরমধ্যে লইয়া গেলেন। মেনকা আসিয়া বাহুবেষ্টনে কন্যাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে পরমাদরে তাঁহার বক্ত্র চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন—মা, তুমি আমার প্রাণসমা তোমার বিচ্ছেদমৃতা আমাকে অদ্য

বান্ধবাশ্চ তথৈবান্যে দৃষ্ট্বা হর্ষমুপেদিরে ॥ ২০
তস্যাঃ সখীভ্যাং শৈলেন্দ্রশ্রেষ্ঠায় চ নিবেদিতম্
যথাদৃষ্টং বনে শম্ভু-পার্ব্বত্যোরভিচেষ্টিতম্ ॥ ২১
গিরীন্দ্রস্তৎ সমাকর্ণ্য হর্ষেণ মহতা যুতঃ।
প্রতীক্ষমাণো বার্ত্তাং স গিরিশস্য তদা স্থিতঃ
বিবাহে স্বসুতায়াস্তু পার্ব্বত্যা মুনিপুঙ্গব।
শম্ভুশ্চ তত্র শৈলাগ্রে সংস্থিতঃ প্রমথৈঃ সহ ॥২৩
উবাস পার্ব্বতীপাণিগ্রহণে কৃতনিশ্চয়ঃ।
ততঃ সস্মার গিরিশো মরিচ্যাদীন্মহামুনীন্।
অভিপ্রায়ং গিরীন্দ্রায় বিজ্ঞাপয়িতুমাত্মনঃ। ২৪
ততস্তে সমুপাযাতা মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
তৎক্ষণাচ্ছিবসান্নিধ্যং বাতোদ্ভূতঘনা ইব ॥ ২৫
তে প্রণম্য মহাদেবং পপ্রচ্ছুস্ত্রিদশেশ্বরম্।
কিমর্থমস্মান্ ভগবন সংস্মৃতোঽসি বদস্ব তৎ ॥
ততঃ প্রাহ মহাদেবো মরীচ্যাদীন্ পৃথক্ পৃথক্
সম্বোধ্য কাম নির্দগ্ধহৃদয়ো মুনিপুঙ্গব ॥ ২৭

হিতায় সর্ব্বজগতাং তথা সন্তানবৃদ্ধয়ে।
দারগ্রহমতির্মেঽদ্য জায়তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৮
যৎ সতী মাং সন্ত্যজ্য গতা সীয়নিজমায়য়া।
তাবত্তামেব হৃদয়ে সন্ধ্যায়াহং তপঃস্থিতঃ ॥২৯
সা তেন তপসা তুষ্টা স্বয়ং হিমগিরেঃ সুতা
ভূত্বা মাং পতিভাবেনাপ্যঙ্গীচক্রে নিজেচ্ছয়া ॥
কিন্তু তস্যাঃ পিতা শৈলরাজেন্দ্রো হিমবান্ যদি
আহূয় মে দদাত্যেনাং পাণিগ্রহণকর্ম্মণি ॥ ৩১
তদা সা মম পত্নী স্যাচ্চার্ব্বঙ্গী রুচিরাননা।
ভস্মীভূতেন কামেন দহ্যেঽহং দিবারাত্রিকম্।
ন শান্তিমভিলপ্স্যামি বিনা তাং পর্ব্বতাত্মজাম্
যদ্যত্র কৃত্বা সাহায্যং তাং মৎপ্রাণৈকবল্লভাম্
মহ্যং দাপয়িতুং শক্তাস্তদাহং স্থাতুমুৎসহে ॥৩৩

ঋষয় ঊচুঃ।

যথাভিচেষ্টিতং দেব ত্বমাজ্ঞাপয়সি প্রভো।
তথাস্মাভিশ্চেষ্টিতব্যং কিং নঃ কার্য্যমতঃপরম্ ॥

তুমি জীবন দান করিলে। পার্ব্বতীর মৈনাক প্রমুখ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণ সকলেই পার্ব্বতীকে দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর পার্ব্বতীর সখীদ্বয় বনমধ্যে শম্ভু ও পার্ব্বতীর যেরূপ ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, গিরিরাজের নিকট সত্বর তাহা নিবেদন করিলেন। গিরিরাজ তৎশ্রবণে মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া কন্যা পার্ব্বতীর বিবাহে গিরিশের অভিপ্রায়ের অপেক্ষায় রহিলেন। শম্ভু সেই শৈলশৃঙ্গে প্রমথগণ সহ বাস করিতে লাগিলেন। তিনি পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর গিরিশ গিরীন্দ্রকে আত্মাভিপ্রায় বিজ্ঞাপনের জন্য মরীচি প্রমুখ ঋষিগণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র মহর্ষিগণ সেই দণ্ডেই বাতোদ্ভূতবৎ শিবসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন— ভগবন্! কি জন্য আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? অনন্তর কামদগ্ধহৃদয় মহাদেব জগতের হিত ও সন্তানবৃদ্ধির জন্য মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণের প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দারগ্রহণে আমার অভিপ্রায় হইয়াছে। যখন সতী আমায় স্বীয় মায়ায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি তখন হইতেই তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তপস্যা করিতেছিলাম। সতী আমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া স্বয়ং হিমগিরিগৃহে জন্মিয়াছেন এবং আমায় নিজের ইচ্ছায় পতিভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পিতা শৈলরাজেন্দ্র যদি আমাকে আহ্বান করিয়া পাণিগ্রহণ বিধানে কন্যা দান করেন, তাহা হইলেই সেই রুচিরাননা চার্ব্বঙ্গী আমার পত্নী হইতে পারেন। ভস্মীভূত কামকর্ত্তৃক আমি দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি। সেই গিরিজা ব্যতীত আমার শান্তি লাভ হইতেছে না। আপনারা যদি সাহায্য করিয়া মৎপ্রাণৈক বল্লভা গিরিজায়াকে আমার করে সম্প্রদান করাইতে পারেন, তাহা হইলেই আমি স্থির হইতে পারি। ১৪—৩৩। ঋষিগণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যেরূপ চেষ্টা করিতে বলিলেন, আমরা সেইরূপ চেষ্টাই করিব। আমাদিগের ইহা

আদ্যাহি পরমা বিদ্যা পূর্ণা প্রকৃতিরুত্তমা।
জাতা হিমবতঃ পুত্রী তবৈব পূর্ব্বগেহিনী॥ ৩৫
অবশ্যং হিমবাংস্তুভ্যং দাস্যত্যেবাচিরেণ হি।
নিমিত্তমাত্রং তত্রৈব ভবিষ্যামো বয়ং শিব॥

শিব উবাচ।

গত্বা গিরীন্দ্রং মদভিপ্রায়ং তস্মৈ নিবেদ্য চ।
যথা দদাতি মহ্যং তাং তথা কুরুত মৎকৃতে॥৩৭

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য শম্ভোস্তেঽপি মহর্ষয়ঃ।
প্রযযুর্গিরিরাজস্য পুরং পরমহর্ষিতাঃ॥ ৩৮
বিবাহার্থং মহেশস্য সংযোজয়িতুমম্বিকাম্॥ ৩৯
তাং দৃষ্ট্বা সমুপায়াতান্ গিরীন্দ্রোঽপি যথাবিধি
পূজয়িত্বা যথান্যায়মাসনেষু পবেশয়েৎ॥ ৪০
অথ প্রোচুর্গিরিশ্রেষ্ঠমৃষয়স্তে হিমালয়ম্।
শৃণু রাজংস্তব হিতং যচ্ছিবেনাভিভাষিতম্॥
তস্যৈব বনিতা দক্ষতনয়া যা সতী পুরা।
সৈব তে তনয়া জাতা পার্ব্বতী সাম্প্রতং শিবা
তাং ত্বং নিযচ্ছ দেবায় শিবায় পরমাত্মনে।
সম্প্রাপ্তদারঃ স সুখী ত্বৎপ্রসাদেন জায়তাম্॥
প্রভাবং দেবদেবস্য সর্ব্বং ত্বং জ্ঞাতবানসি।
তস্মৈ দেয়া নিজসুতা কিংবা কার্য্যমতঃপরম্
নারদঃ পুনরাহেদং শৈলরাজং হিমালয়ম্।
স্মিত্বা স্মিত্বা মহাবুদ্ধির্ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ।
মহারাজ ময়া পূর্ব্বমেতৎ সর্ব্বং নিবেদিতম্।
অনাদিপুরুষেশায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।
তনয়াং পরমামাদ্যাং দেহি ভাগ্যস্য গৌরবাৎ
ততঃ প্রাহ গিরীন্দ্রস্তান্ হর্ষনির্ভরমানসঃ।
কৃতকৃত্যোঽস্মি পূতোঽস্মি যুষ্মাকঞ্চ সমাগমাৎ
যং চন্দ্রশেখরং সর্ব্বে দেবদেবং বদন্তি বৈ।
জগতাং সৃষ্টিসংহারকারণে পালনে ক্ষমঃ॥৪৭
তস্মৈ দেয়া সুতেত্যত্রানুপপত্তিশ্চ কা মম।
যস্যেচ্ছাবশগোঽহং হি তদ্বৎ সর্ব্বমিদং জগৎ॥
যদেচ্ছা সমভূত্তস্য তদেবেচ্ছা মমাপ্যভূৎ।

অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কার্য্য কি আছে? আদ্যা পরমা বিদ্যা উত্তমা পূর্ণা প্রকৃতি, হিমবৎ-পুত্রীরূপে জন্মিয়াছেন; তিনি আপনারই পূর্ব্বগৃহিণী। হিমবান্ অবশ্যই অচিরে তাঁহাকে আপনার করে অর্পণ করিবেন। হে শিব! আমরা সে বিষয়ে কেবল নিমিত্ত মাত্র হইব। শিব কহিলেন,—আপনারা গিরীন্দ্রনিকটে গমন করিয়া মদভিপ্রায় তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপন করুন এবং তিনি যাহাতে আমার করে কন্যা দান করেন, তাহার চেষ্টা করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহর্ষিগণ শম্ভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষে, অম্বিকাকে মহেশসহ বিবাহবিধানে সংযোজিত করিবার জন্য গিরিরাজপুরে প্রয়াণ করিলেন। গিরীন্দ্র তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, যথাবিধি যথান্যায়ে পূজা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর ঋষিগণ গিরিরাজকে বলিলেন,—রাজন্! দেবদেব যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারই পূর্ব্ব-বনিতা দক্ষ-তনয়া সতী শিবা সম্প্রতি আপনার তনয়া পার্ব্বতী-রূপে জন্মিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে পরমাত্মা শিবের করে সম্প্রদান করুন। আপনার প্রসাদে তিনি প্রাপ্তদার হইয়া সুখী হউন। দেবদেবের প্রভাব সমস্তই আপনার বিদিত আছে। আপনি তাঁহাকে নিজ কন্যা প্রদান করুন। তখন ভূত-ভব্য-ভবিষ্যবিৎ বুদ্ধিমান্ নারদ বারবার হাস্য করিয়া শৈলরাজ হিমালয়কে বলিলেন,—মহারাজ! আমি পূর্ব্বে এই সকলই আপনার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছি। আপনি ভাগ্য-বৈভবে অনাদি পুরুষ পূর্ণ পরমাত্মার করে পরমা আদ্যা তনয়াকে প্রদান করুন। অনন্তর গিরীন্দ্র হর্ষ-নির্ভরমনে তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনাদের আগমনে আমি কৃতকৃত্য এবং পূত হইলাম। যে চন্দ্রশেখরকে সকলে দেবদেব বলে, যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহার-সমর্থ, তাঁহাকে কন্যাদান করিব, ইহাতে আমার আর অনুপপত্তি কি আছে? আমি তাঁহারই ইচ্ছার বশীভূত; এই

গচ্ছধ্বং শম্ভুনিকটং কথয়ধ্বং বচো মম ॥ ৪৯
শুভং নিশ্চিত্য সময়ং ময়ি বার্ত্তাং দদাতু সঃ।
দাস্যামি তনয়াং তস্মৈ বিধেরিচ্ছানুসারতঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পার্ব্বত্যুদ্বাহে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নিশম্য গিরিরাজস্য বচনং তে মহর্ষয়ঃ।
পুনর্মহেশাম্নিধ্যং প্রযযুর্হৃষ্টচেতসঃ ॥ ১
তান্ সমীক্ষ্যাগতান্ শম্ভুর্মহাত্রিস্ত ইবাব্রবীৎ।
কিমাহ হিমবানদ্রির্যুস্মান্ বদন্ত মা চিরম্ ॥ ২
স্বেচ্ছয়া স্বসুতা মহ্যং দাতব্যা কিং ন বেত্তি চ
কথয়িত্বা মম স্বান্তং সুস্থিরং কুরুত দ্বিজাঃ ॥ ৩

ঋষয় উচুঃ।

দাতব্যা ভক্তিভাবেন গিরীন্দ্রেণ নিজাত্মজা।
মা চিন্তাং কুরু দেবেশ সাম্প্রতং সুস্থিরো ভব
উক্তং তেন গিরীন্দ্রেণ সময়ং বীক্ষ্য শোভনম্
তস্মৈ দেয়া ত্বয়া বার্ত্তা তদোদ্বাহো ভবিষ্যতি ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ প্রাহ পুনঃ শম্ভুস্তাংস্তদা মুনিসত্তম।
ক্রতুং নিরূপ্য সময়ং শোভনং দোষবর্জ্জিতম্ ॥ ৬
গিরীন্দ্রায় ক্রতং ব্রূত সুব্রতায় মহাত্মনে ॥ ৭
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য মরীচ্যাদ্যাস্তপোধনাঃ।
বিবাহসময়ং তস্য নিশ্চিত্যোচুর্মহেশ্বরম্ ॥ ৮
বৈশাখে মাসি যা শুক্লা পঞ্চমী সা শুভেঽহ্নিনে।
তস্যামুদ্বাহকর্ম্ম ত্বং কুরু সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ৯
সর্ব্বদোষবিহীনং হি দিনমেতৎ সুশোভনম্।
বিজ্ঞাপয় গিরীন্দ্রায় মহাদেব মহাত্মনে ॥ ১০
অথ প্রাহ মহাদেবো যূয়ং যাত নগাধিপম্।
কথয়ধ্বং নিজসুতা তেন তস্মিন্ শুভেঽহনি ॥
দাতব্যা বিধিবন্মহ্যং তত্রাহঞ্চ সুরোত্তমৈঃ।

সর্ব্বজগৎই তন্ময়; সুতরাং তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে, আমারও ইচ্ছা তাহাই। অতএব আপনারা শম্ভুসমীপে গিয়া বলুন। শুভদিন নির্ণয় করিয়া তিনি যেন আমায় সংবাদ দেন। ঈশ্বরেচ্ছানুসারে আমি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।৩৪—৫০।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন—মহর্ষিগণ গিরিরাজের বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় মহেশসমীপে গমন করিলেন। শম্ভু তাঁহাদিগকে সমীপাগত দেখিয়া যেন মহাত্রস্ত হইয়াই জিজ্ঞাসিলেন—হিমবান্ আপনাদিগকে কি বলিলেন? সত্বর আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার কন্যা আমায় দান করিবেন কিনা? হে দ্বিজগণ! আপনারা ইহা বলিয়া আমার চিত্ত সুস্থির করুন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি চিন্তা করিবেন না, সুস্থির হউন। গিরীন্দ্র ভক্তিপূর্ব্বক নিজাত্মজাকে আপনার করে অর্পণ করিবেন। গিরিরাজ বলিয়া দিয়াছেন, শুভ দিন স্থির করিয়া আপনি তাঁহাকে সংবাদ জানাইবেন, সেই দিনে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ১—৫। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! অনন্তর শম্ভু তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিলেন, আপনারা দোষবর্জ্জিত শুভ সময় নির্ণয় করিয়া মহাত্মা গিরিরাজকে গিয়া বলুন। মরীচিপ্রমুখ তপোধনগণ এই কথা শুনিয়া বিবাহসময় নির্ণয়পূর্ব্বক মহেশ্বরকে বলিলেন,—বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী, বৃহস্পতিবার, এই দিন সর্ব্বদোষহীন শুভ দিন। আপনি সন্তানবৃদ্ধির জন্য এই দিনে উদ্বাহ কর্ম্ম সম্পাদন করুন এবং গিরিরাজকেও এই দিনের কথা বিজ্ঞাপন করুন। অনন্তর মহাদেব বলিলেন,—আপনারা নগাধিপ নিকটে গমন করুন, তাঁহাকে গিয়া বলুন, তিনি ঐ শুভদিনে স্বীয় সুতাকে আমার করে দান করি-

আগমিষ্যে পুরং তস্য মহোৎসবপুরঃসরম্ ॥ ১২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং শম্ভোঃ পুনস্তেঽপি মহর্ষয়ঃ।
গত্বা হিমাদ্রিং ব্যাজহ্রুর্মহেশেনাভিভাষিতম্ ॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা গিরিরাজোঽপি ভদ্রমাহ মুদান্বিতঃ।
বিসসর্জ্জ চ সম্পূজ্য মহর্ষীংস্তান্ যথাবিধি ॥ ১৪
তেঽপি ভূয়ো যযুর্যত্র সংস্থিতশ্চন্দ্রশেখরঃ।
প্রোচুশ্চাপি মহাদেবং গিরিরাজেন ভাষিতম্
তানুবাচ ততঃ শম্ভুর্যূয়ং তত্র শুভেঽহনি।
আগত্য বৈ ময়া সার্দ্ধং গমিষ্যথ গিরেঃ পুরম্ ॥
নারদং প্রাহ তাত ত্বমব্যাহতগতিঃ স্বয়ম্।
একং কুরুষ্ব মৎকার্য্যং যত্তে বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে তদ্বদ্দিকৃপালেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্
কথয়স্ব মমোদ্বাহবার্ত্তাং হর্ষপ্রদায়িনীম্ ॥ ১৮
বিজ্ঞাপয় চ তদ্বাক্যং তেষ্বিদং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৯
মদুদ্বাহদিনে সর্ব্বৈর্দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
যুষ্মাভিঃ সমুপাগত্য চেষ্টিতব্যং শুভং মম ॥ ২০

ততঃ স নারদোঽপ্যাহ যথাজ্ঞাপয়সি প্রভো।
তথৈব হি বিধাতব্যং ত্বদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনা ॥ ২১
ততঃ প্রণম্য তে দেবং মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
স্বস্থানং গন্তুমুদ্যুক্তাঃ প্রার্থয়ামাস তং শিবম্ ॥ ২২
আজ্ঞাং বিধেহি গচ্ছামো নিজস্থানন্তু সাম্প্রতম্
ত্বদুদ্বাহদিনে সর্ব্বে আয়াস্যামঃ সুরৈঃ সহ ॥ ২৩
ততঃ প্রাহ মহাদেবঃ সাশ্রুনেত্রো মহামুনীন্।
পত্নীবিরহদুঃখার্ত্তো ভৃশং কামপ্রপীড়িতঃ ॥ ২৪
যাবদ্ধিমাদ্রিতনয়াং তাং মৎপ্রাণৈকবল্লভাং
ন পত্নীমভিলপ্স্যামি তাবৎ কষ্টেন জীবনম্ ॥
ধারয়িষ্যে ভৃশং কামনির্দ্দগ্ধোঽপি মহর্ষয়ঃ।
প্রতিজ্ঞায় ব্রবীম্যেতদ্যুষ্মাকং সম্মুখে ধ্রুবম্ ॥ ২৬
যদাহং সমবাপ্স্যামি পার্ব্বতীং প্রাণবল্লভাম্।
তদা সর্ব্বাত্মনা দেবীং সেবিষ্যে তাং নিরন্তরম্
ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি কদাচিদপি মোহতঃ ॥ ২৮
যত্র যাস্যতি সা দেবী গমিষ্যেঽহঞ্চ তত্র বৈ।
ন ত্যক্ষ্যামি কদাচিত্তাং ক্ষণার্দ্ধমপি সুব্রতাম্ ॥

বেন। আমি সুরোত্তমগণ সহ মহোৎসব করিয়া তাঁহার পুরে আগমন করিব। মহর্ষিগণ শম্ভুর বচন শ্রবণ করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক মহেশভাষিত সমস্ত কথা গিরিরাজকে বলিলেন। গিরিরাজ তৎশ্রবণে মুদান্বিত হইয়া কহিলেন,—উত্তম। এই বলিয়া তিনি মহর্ষিগণকে যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। তখন মহর্ষিগণ পুনরায় চন্দ্রশেখর-স্থানে গমন করিলেন এবং গিরিরাজ-কথিত সকল কথা মহাদেবকে বলিলেন। তখন শম্ভু তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন,—আপনারা শুভদিনে আসিয়া আমার সহিত গিরিপুরে গমন করিবেন। শম্ভু নারদকে বলিলেন,—তুমি অব্যাহতগতি; তোমায় আমি যাহা বলি, তুমি স্বয়ং সে কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিবে। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমার এই হর্ষদায়িনী উদ্বাহবার্ত্তা বলিবে। হে মুনিপুঙ্গব! তাঁহাদিগকে জানাইবে—আমার উদ্বাহদিনে দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সহ তাঁহারা সকলে আসিয়া শুভকার্য্য সম্পাদন করিবেন। তখন

নারদ বলিলেন,—যে আজ্ঞা প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞাবশবর্ত্তী; আপনি যেমন বলিলেন, আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব। অনন্তর মরীচ্যাদি মহর্ষিরা দেবদেবকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমনে প্রার্থনা জানাইলেন; বলিলেন—সম্প্রতি আমাদিগকে আজ্ঞা প্রদান করুন, আমরা স্বস্থানে যাই, পরে আপনার বিবাহদিনে সুরগণসহ আবার আমরা আসিব।৬—২৩। অনন্তর মহাদেব সাশ্রুনেত্রে সেই সকল মহামুনিকে বলিলেন, —আমি পত্নীবিরহার্ত্ত; অত্যন্ত কামপীড়িত। হে মহর্ষিগণ! যাবৎ আমি মৎপ্রাণৈকবল্লভা অদ্রিনন্দিনীকে না পাইব; তাবৎ অত্যন্ত কামদগ্ধ হইয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিব। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আপনাদের সমক্ষে নিশ্চয় বলিতেছি, আমি যদি প্রাণবল্লভা পার্ব্বতীকে পাই, তবে সর্ব্বপ্রাণে নিরন্তর তাঁহারই আমি সেবা করিব। কদাচ মোহক্রমেও তাঁহার বিপ্রিয়াচরণ করিব না, দেবী যেখানে যাইবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে

যূয়ন্তু সাম্প্রতং যাত নিজস্থানং তপোধনাঃ।
তিষ্ঠাম্যহং কাননেঽস্মিন্ ধ্যায়ংস্তাং পর্ব্বতাত্মজাম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা গিরিশো বিসসর্জ্জ মহামুনীন্।
তেঽপি নত্বা যযুঃ সর্ব্বে স্বস্বস্থানং মহামতে॥৩১
নারদস্তু যযৌ তূর্ণং ব্রহ্মণো নিকটং তদা।
শিবস্যোদ্বাহবার্ত্তাঞ্চ তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥৩২
তথৈব বিষ্ণবে প্রাহ গত্বা বৈকুণ্ঠমুত্তমম্।
শ্রুত্বা তু হর্ষসম্পূর্ণৌ বভূবতুরতীব তৌ॥৩৩
তাবূচতুর্মুনিশ্রেষ্ঠং গমিষ্যাবো মহেশিতুঃ।
বিবাহদর্শনার্থায় পরিবারগণৈঃ সহ॥৩৪
ত্বন্তু স্বর্গপুরং গত্বা মহেন্দ্রায় বদ দ্রুতম্॥৩৫
স যাতু ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ সিদ্ধচারণকিন্নরৈঃ।
মহেশস্য বিবাহেঽস্মিন্ কর্ত্তুং সাহায্যমুত্তমম্॥
ততঃ স নারদো গত্বা মহেন্দ্রায় ন্যবেদয়ৎ।
শিবস্যোদ্বাহসংবাদং তাভ্যাং যচ্চাভিভাষিতম্
তচ্ছ্রুত্বা সুররাজোঽপি হর্ষনির্ভরমানসঃ।

সঙ্গে যাইব। সেই সুব্রতাকে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও আমি পরিত্যাগ করিব না। হে তপোধনগণ! আপনারা স্ব স্ব স্থানে গমন করুন। আমি পর্ব্বতাত্মজাকে ধ্যান করিয়া এই কাননেই অবস্থান করিব। হে মহামতে! গিরিশ এই বলিয়া সেই সকল মহামুনিকে বিদায় দিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নারদ সত্বর ব্রহ্মার নিকট গিয়া শিবের উদ্বাহবার্ত্তা বলিলেন, বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুকেও ঐ কথা কহিলেন। তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু এই সংবাদ শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—আমরা পরিবারবর্গের সহিত মহেশের বিবাহদর্শনে যাইব। তুমি সত্বর স্বর্গপুরে গিয়া মহেন্দ্রকে এই সংবাদ প্রদান কর। তিনি যেন সমস্ত দেব, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণসহ মহেশবিবাহে সাহায্য করিতে গমন করেন। অনন্তর নারদ ব্রহ্ম-বিষ্ণুর কথামত ইন্দ্রলোকে গিয়া মহেন্দ্রকে শিবের বিবাহ সংবাদ জানাইলেন। সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্র হর্ষনির্ভর মনে স্থির করিলেন—

মেনে মৃত্যুস্তারকস্য ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতম্॥
উদ্যোগঞ্চাকরোদ্ গন্তুং বিবাহে স মহেশিতুঃ
নারদোঽপি যযৌ স্বীয়ং স্থানমিন্দ্রেণ পূজিতঃ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পার্ব্বত্যু-দ্বাহে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথাদ্রিরাজনগরে পার্ব্বত্যুদ্বাহমঙ্গলম্।
প্রাবর্ত্তত মুনিশ্রেষ্ঠ জগতাং হর্ষবর্দ্ধনম্॥ ১
ভেরীমৃদঙ্গপণবতূর্য্যগোমুখনিস্বনৈঃ।
পূরিতং সর্ব্বতো ভূমি-নভোমধ্যং মহামতে॥
গন্ধর্ব্বাঃ শোভনং গানং চক্রুঃ পরমহর্ষিতাঃ।
তথৈবাপ্সরসাং নৃত্যং প্রাবর্ত্তত মনোহরম্॥
আযাতা দেবকন্যাশ্চ তথৈব গিরিকন্যকাঃ।
পুরে নগাধিরাজস্য পার্ব্বত্যুদ্বাহমীক্ষিতুম্॥ ৪
তাঃ সমাহ্বোর্ত্তিতাস্তেন নানালঙ্কারণাদিভিঃ

তারকের মৃত্যু নিশ্চয় হইবে। এই মনে করিয়া তিনি মহেশ-বিবাহের উদ্‌যোগ করিলেন। ইন্দ্র পূজিত হইয়া নারদও স্বস্থানে যাত্রা করিলেন। ২৪—৩৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! অনন্তর পার্ব্বতীর বিবাহমঙ্গল আরম্ভ হইল। সে মঙ্গলে জগতের হর্ষোদয় হইল। ভেরী, পণব, মৃদঙ্গ, তূর্য্য ও গোমুখরবে পর্ব্বতস্থলীর নভোমধ্য পরিপূরিত হইল। গন্ধর্ব্বেরা পরম হর্ষে সুন্দর গান করিতে লাগিল। অপ্সরোগণের মনোরম নৃত্য আরম্ভ হইল। দেবকন্যা ও গিরিকন্যাগণ পার্ব্বতীর বিবাহ দেখিবার জন্য নগাধিরাজ-পুরে আগমন করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! গিরিরাজ গৌরীবিবাহে সেই সকল কন্যাকে

বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈর্গৌরীবিবাহে মুনিপুঙ্গব। ৫
এবমাসীদ্‌গিরিপুরে মঙ্গলং সুমহত্তরম্।
বায়ুর্ববৌ পুণ্যগন্ধযুতস্তত্র শনৈঃ শনৈঃ। ৬
প্রসন্নমনসঃ সর্ব্বে তথাসন্ প্রাণিনস্তদা।
দিশঃ প্রসন্নাঃ সর্ব্বাশ্চ সুস্থমাসীত্তথা জগৎ। ৭
অথেন্দ্রস্ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈস্তথা গন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
গন্তুং মহেশসান্নিধ্যং প্রস্থানমকরোত্তদা। ৮
এতস্মিন্নন্তরে শ্রীমান্নারদো মুনিসত্তমঃ।
রতিং প্রাহ মহাদেব পার্ব্বত্যুদ্বাহমঙ্গলম্। ৯
তত্র যান্তি সুরাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরোরগৈঃ।
ত্বং যাহি দেবরাজস্য সন্নিধিং মা চিরং কুরু।
বিবাহহর্ষযুক্তস্য মহেশস্যান্তিকে যদি।
স্বভর্তুর্জীবনার্থং তে কথয়ন্ত্যমরাঃ সতি।
তদাবশ্যং শিবঃ কামং দেহসম্প্রাপয়িষ্যতি। ১১
ইত্যুক্ত্বা স মুনিঃ প্রায়ান্মহেশস্যান্তিকং দ্রুতম্।
রতিশ্চাপি সমুদ্যুক্তা সমভূদ্ ভর্ত্তৃজীবনে। ১২
আগতং নারদং বীক্ষ্য মহেশঃ প্রাব্রবীদ্বচঃ।
স্বাগতং তাত চেদানীং কর্ত্তব্যঞ্চ বিধীয়তাম্।
স আহ ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সমায়ান্তি মহেশ্বর।
সিদ্ধাশ্চারণগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহর্ষয়ঃ। ১৫
ততো রজন্যাং বৃত্তায়াং শুভে লগ্নে সুরৈঃ সহ
গন্তব্যং গিরিরাজস্য পুরং শম্ভো ত্বয়া সহ। ১৬
ভবিষ্যতি তদোদ্বাহো মহোৎসবপুরঃসরম্। ১৭
এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বৈর্দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
দেবরাজঃ সমায়াতো মহেশস্যান্তিকং তদা। ১৮
তে প্রণম্য মহাদেবং সর্ব্বলোকৈককারণম্।
উচুর্দ্দেবাঃ প্রভো কিং ত্বমাজ্ঞাপয়সি সাম্প্রতম্
স আহ-মদ্বিবাহেঽস্মিন্ যথা যোগ্যং বিধীয়তাম্
ততঃ প্রাবর্ত্তত শম্ভোর্ব্বিবাহে মঙ্গলং মহৎ।
দেবরাজঃ প্রীতমনাঃ শম্ভোস্তত্র তপোবনে। ২০
ভের্য্যাদিনিস্বনৈঃ সর্ব্বাঃ পুরিতাশ্চ দিশো দশ।
অভবন্মুনিশার্দ্দূল গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ। ২১
সমভূৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোমুখাঃ।
প্রফুল্লচারুপুষ্পৌঘনতশাখাশ্চ শাখিনঃ। ২২
সমাসন্ দেবদেবস্য কাননে মুনিপুঙ্গব। ২৩

নানা অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। এইরূপে গিরিপুরে মহামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পুণ্যগন্ধ পবন ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। প্রাণিগণ সকলেই প্রসন্নচিত্ত, দিক্‌সকল প্রসন্ন এবং সমস্ত জগৎ সুস্থ হইল। অনন্তর ইন্দ্র দেবগণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সহ মহেশ-সমীপে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মুনিবর শ্রীমান্ নারদ রতিকে বলিলেন—হরপার্ব্বতীর বিবাহোৎসবে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, সকলেই যাইতেছেন, তুমিও দেবরাজসহ সত্বর গমন কর। অমরগণ বিবাহহৃষ্ট মহেশের নিকট যদি তোমার ভর্ত্তার জীবনদানের কথা বলেন, তাহা হইলে শিব অবশ্যই এ সময় কামকে দেহযুক্ত করিবেন। এই বলিয়া নারদ মহেশনিকটে গমন করিলেন। রতি ভর্ত্তার জীবনলাভে সচেষ্ট রহিলেন। মহেশ নারদকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন,—তোমার শুভাগম হউক, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি আছে কর। নারদ বলিলেন,—মহেশ্বর! দেবগণ, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর ও মহর্ষিগণ সকলেই আগমন করিতেছেন! হে প্রভো, শম্ভো! অনন্তর রজনীযোগে শুভলগ্নে সুরগণসহ আপনাকে গিরিরাজপুরে যাইতে হইবে। আপনার উদ্বাহব্যাপার মহোৎসবের সহিত নিষ্পন্ন হইবে। ১—১৭। ইত্যবসরে সমস্ত দেব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণসহ দেবরাজ মহেশসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বলোক-কারণ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—প্রভো! সম্প্রতি কি আজ্ঞা করেন? মহাদেব বলিলেন,—আমার বিবাহব্যাপারে আপনারা সকলেই যথাযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করুন। তখন শম্ভুর মহাবিবাহমঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইল। দেবরাজ শম্ভুর সেই তপোবনে প্রীতচিত্ত হইলেন। ভেরী প্রভৃতির নিনাদে দশদিক্ পরিপূরিত হইল। গন্ধর্ব্বগণ ললিতগান গাহিতে লাগিল। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অপ্সরোগণ নৃত্য

কোকিলা রুচিরং শব্দং ভ্রমরাশ্চ সহস্রশঃ ।
চক্রিরে কাননে তস্মিন্ বায়ুর্মলয়জো ববৌ ॥ ২৪
অথ তত্র সমায়াতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈর্বশিষ্ঠাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ২৫
তথা নারায়ণশ্চাপি সমায়াতঃ শিবান্তিকম্ ।
সার্দ্ধং লক্ষ্ম্যা সরস্বত্যা দ্রষ্টুমুদ্বাহমঙ্গলম্ ॥ ২৬
ইত্যেবমাগতাংস্তাংশ্চ দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরস্তদা ।
প্রহৃষ্টচেতাঃ সমভূৎ সুপ্রসন্নমুখাম্বুজঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পার্ব্বত্যুদ্বাহে ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথায়াতা কামপত্নী রতিঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ।
পতিশোকসুদুঃখার্ত্তা কৃশাঙ্গী সজললোচনা ॥ ১
পুরন্দরমিদং প্রাহ সম্মুখে সংস্থিতা সতী ॥ ২

রতিরুবাচ ।

পূর্ব্বং তদাজ্ঞয়া ভর্ত্তা মম প্রাণৈকবল্লভঃ ।
প্রক্ষিপ্য শম্ভবে বাণং ভস্মতাং প্রাপ তৎক্ষণাৎ ।
তদা রুদন্তীং দুঃখেন মামুবাচ ভবানিদম্ ।
মা শোকং কুরু তে ভর্ত্তা পুনর্দেহমবাপ্স্যতি । ৪
পরিগৃহ্ণাতি দারাংস্তু সাম্প্রতং শঙ্করোঽপি চ ।
তেন বাণেন মুগ্ধঃ সন্ স্বয়ং পূর্ণমনোরথাঃ ॥ ৫
পতির্মম গতস্তস্য নো চেষ্টাস্তি জীবনে ॥ ৬

মহাদেব উবাচ ।

এবমাভাষ্য বহুধা রতিঃ পতিবিয়োগিনী ।
রুরোদ দেবরাজস্য পুরতো ব্রহ্মণোঽপি চ ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা দেবরাজশ্চ শঙ্করম্ ।
সম্প্রার্থ্যোবাচ বচনং বিবাহোৎসুকমানসম্ ॥ ৮

তাবূচতুঃ ।

প্রভো দেব মহেশান প্রণতানাং কৃপাকর ।
দেবানামুপকারায় কার্য্যমেকং কুরুষ্ব বৈ ॥ ৯

করিতে লাগিল। হে মুনিবর! দেবদেবের তপোবনে তখন তরুগণ প্রফুল্ল চারু পুষ্পভারে নতশাখ হইল। সহস্র সহস্র কোকিল ও ভ্রমর মনোজ্ঞ রব করিতে লাগিল। মলয়জ বায়ু বহিল। অনন্তর তথায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা বশিষ্ঠাদি মানস পুত্রের সহিত আগমন করিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত স্বয়ং নারায়ণও বিবাহোৎসব দেখিবার জন্য শিবসমীপে আগমন করিলেন। এইরূপে সমাগত সেই সকল দেবদিগকে আসিতে দেখিয়া বিশ্বেশ্বর তখন প্রসন্নচিত্ত হইলেন। তাঁহার মুখপদ্ম প্রসন্ন হইল। ১৮-২৭

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামপত্নী রতি, পতিশোকে দুঃখার্ত্তা, কৃশগাত্রী ও সাশ্রুনেত্রা হইয়াছিলেন। সেই সতী পুরন্দরের সম্মুখে থাকিয়া বলিলেন—মদীয় প্রাণৈকপ্রিয় ভর্ত্তা পূর্ব্বে আপনার আজ্ঞায় শম্ভুর প্রতি একটী শরক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হন। তখন আমি দুঃখভরে রোদন করিতে থাকিলে, আপনি আমায় বলিয়াছিলেন,—রতি! তুমি শোক করিও না, তোমার ভর্ত্তা পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হইবেন। সে কথায় আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে শঙ্কর তাঁহারই সেই বাণে মুগ্ধ হইয়া দারপরিগ্রহ করিতেছেন। আপনারা সকলে পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন। কিন্তু আমার পতি নাই, তাঁহার জীবনার্থ আপনারা কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—পতিবিয়োগিনী রতি পুনঃপুন এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মা ও দেবরাজের অগ্রে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান ব্রহ্মা এবং দেবরাজ বিবাহোৎসুক-চিত্ত শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! হে মহেশ! হে প্রণতজনগণের প্রতি কৃপাকর! আপনি দেবগণের উপকারার্থ এক্ষণে একটী কার্য্য করুন। ১—৯

যদ্যাস্মদ্বচনাৎ কামস্ত্বয়ি বাণবিমোচনে।
বিনির্দ্দধৌ তদোক্তু দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥১০
যদি ক্রুদ্ধো মহাদেবো মাং নাশয়তি বঃ কৃতে
তদা মমার্থে ত্রিদশা যতিষ্যধ্বং যথোচিতম্ ॥ ১১
তৈশ্চ প্রতিজ্ঞাতং তস্মৈ এবমেবেতি শঙ্কর ॥১২
স তু ত্বৎক্রোধসম্ভূত-বহ্নিনা জ্বলিতস্তদা।
ভস্মতাং প্রাপ তৎপত্নী রতিরস্মানুপাগতা ॥ ১৩
যাচতে স্বামিনং তস্যাঃ শোকসন্তপ্তমানসা ॥
যদি ত্বং কৃপয়া কামং দেহং প্রাপয়সি প্রভো
তদা দেবাঃ সত্যবাক্যা ভবন্তি ত্রিদশেশ্বর।
রতিশ্চ প্রাপ্নোতি ভর্ত্তারং জগন্মোহনরূপিণম্ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য মহাদেবঃ প্রণতানাং কৃপাকরঃ।
কামং সম্প্রাপয়ামাস পুনর্দ্দেহং মহামুনে ॥ ১৬
সংপ্রাপ্য দেহং কামস্তং প্রণিপত্য মহেশ্বরম্।
সর্ব্বান্ দেবাংশ্চাভিবন্দ্য রত্যাঃ পার্শ্বং জগাম চ

রতিঃ পতিং সমাসাদ্য হর্ষনির্ভরমানসা।
বভূব মুনিশার্দ্দূল দেবাশ্চ হর্ষসংযুতাঃ ॥ ১৮
অথ প্রবৃত্তা রজনী শশাঙ্কশ্চ সুনির্ম্মলঃ।
প্রবৃদ্ধতেজা বিবভৌ দেবাশ্চক্রুর্মহোৎসবম্ ॥১৯
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা প্রাহ দেবং সদাশিবম্।
বিভূতিভূষণং পিঙ্গজটামৌলিং চতুর্ভুজম্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।

শম্ভো তবেদং পরমং রূপং দেবাদিদুর্লভম্।
যোগিনাং মানসোৎসাহজনকং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ২১
এনং সংহৃত্য রূপং বৈ ধেহি সৌম্যতমং প্রভো
যথাহিহর্ষমাপ্নোতি শ্বশুরস্তে নগাধিপঃ ॥ ২২
বিলোক্য মেনকা চাপি শ্বশ্রূস্তামতিসুন্দরম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গৌরী তুভ্যং দেয়া মহাদ্রিণা।
যথা তস্য ভবেৎ প্রীতিস্তথা কুরু মহেশ্বর ॥২৪
যথা বিভেতি নো কাচিদ্বীক্ষ্য ত্বাং ভীমরূপিণম্
তথা চারুতরং রূপং দ্বিভুজৈকাননং শিব।
দেবদেব বিধেহি ত্বং বিবাহে স্মরসূদন ॥ ২৫

আমাদের কথানুসারে কাম যখন আপনার প্রতি বাণমোক্ষণে বিনির্গত হইয়াছিল, তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বলিয়াছিল, যদি মহেশ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদের নিমিত্ত আমায় বিনাশ করেন, তবে আমার জন্য ত্রিদশগণ সকলেই যথোচিত চেষ্টা করিবেন। হে শঙ্কর! তাঁহারা কামের কথায় 'এবমস্তু' বলিয়া সকলেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অতঃপর কাম ভবদীয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তাহার পত্নী রতি আমাদিগের নিকট আসিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্তমনে তাহার স্বামীকে প্রার্থনা করিতেছে। হে প্রভো! যদি আপনি কৃপা করিয়া কামকে দেহযুক্ত করেন, তাহা হইলে দেবগণ সত্যবাক্য হইতে পারেন এবং রতি ভুবনমোহনরূপী স্বীয় ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে! প্রণতজনে কৃপাবান্ মহাদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া কামকে পুনরায় দেহযুক্ত করিলেন। কাম দেহ প্রাপ্ত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অন্যান্য দেবগণেরও বন্দনা করিয়া রতির পার্শ্বে গমন করিলেন। হে মুনিবর! রতি পতি প্রাপ্ত হইয়া হর্ষনির্ভরমনা হইল। দেবগণও হর্ষান্বিত হইলেন। অনন্তর রাত্রি আসিল! শশাঙ্ক দেব তেজঃপ্রকর্ষে সুনির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হইলেন। দেবগণ মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।১০—১৯। এই সময় ব্রহ্মা বিভূতি-ভূষিত পিঙ্গলজটামৌলি-চতুর্ভুজ সদাশিবকে বলিলেন,—শম্ভো! আপনার এই পরমরূপ দেবদুর্লভ; যোগিজনের মানসোৎসাহজনক, এবং প্রীতিবর্দ্ধন। আপনি এইরূপ প্রতিসংহৃত করিয়া অন্য সৌম্যরূপ অবলম্বন করুন। আপনার শ্বশুর গিরিরাজ এবং শ্বশ্রূ মেনকা যেন সেইরূপ দেখিয়া হৃষ্ট হন। মহাগিরি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গৌরীকে আপনার করে সম্প্রদান করিবেন। যাহাতে তাঁহার প্রীতি হয়, আপনি সেইরূপই আচরণ করুন। আপনার ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া কোন ললনা যেন ভয় পায় না। আপনি দ্বিভুজ একমুখ চারুতর রূপ ধারণ করুন। হে শিব! হে দেবদেব! আপনি বিবাহে মদনমোহনরূপ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা শম্ভুস্তৎক্ষণান্মুনিসত্তম।
বভূব দ্বিভুজঃ সৌম্যরূপশ্চৈকাননঃ ক্ষণাৎ ॥ ২৬
জটা স্বর্ণকিরীটত্বং প্রাপ ত্বক্ দিব্যবস্ত্রতাম্।
ভস্মাসীচ্চন্দনং গাত্রে শেষঃ স্বর্ণবিভূষণম্ ॥ ২৭
অথ তং ত্রিদশেশানং সম্প্রাপ্তেঽহতি শুভক্ষণে
আরোপ্য বৃষপৃষ্ঠে তে দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২৮
গিরীন্দ্রস্য পুরং গন্তুং মনশ্চক্রুর্মহামতে ॥ ২৯
প্রয়াণকালে ত্রিদশেশ্বরস্য
বভূব বৃষ্টিঃ কুসুমাবলীনাম্।
স্বর্বাসিনাং দুন্দুভিতূর্য্যনিস্বনৈ-
র্দিগন্তমাসীৎ পরিপূরিতং মুনে ॥ ৩০
বায়ুর্ববৌ শৈত্যযুতঃ শনৈঃ শনৈঃ
সৌগন্ধ্যযুক্তাশ্চ কুজুঃ পতত্রিণঃ।
সুশোভনং তে প্রমথা অপি ধ্বনিং
চক্রুঃ সুঘোরং বদনেন হর্ষিতাঃ ॥ ৩১
এবং প্রবৃত্তে বৃষভধ্বজস্তদা
সার্দ্ধং সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্মুনীশ্বরৈঃ।
প্রায়াদ্গিরীন্দ্রস্য পুরং মহামতে
সকিন্নরশ্চারুশশাঙ্কশেখরঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পার্ব্বত্যা-
খ্যানে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথাদ্রিরাজো জ্ঞাত্বা তু সম্প্রাপ্তং মহেশ্বরম্
অগ্রত্যাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ পুরমাবেশয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ১
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং তথেন্দ্রাদিসুরোত্তমান্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং পুরমাবেশয়দ্গিরিঃ ॥ ২
মরীচ্যাদীন্মহর্ষীংশ্চ পূজয়িত্বা যথোচিতম্।
স্বপুরং প্রাপয়ামাস গিরীন্দ্রো হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩
বিলোক্য পার্ব্বতীনাথং শান্তং সুরুচিরাননম্।
দ্বিভুজং রত্নভূষাঢ্যং দিব্যস্বর্ণকিরীটিনম্ ॥ ৪
শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধানং শরদিন্দুসমপ্রভম্।
মুমুদে মেনকা তদ্বদ্গিরীন্দ্রোঽপি হিমালয়ঃ ॥ ৫
তথান্যে যে সমায়াতা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
তে বীক্ষ্য পার্ব্বতীনাথং লোচনেঽস্তত্র নাক্ষিপন্ ॥ ৬

ধারণ করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে মুনি-পুঙ্গব! ব্রহ্মা শম্ভুকে এই কথা কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ, একবক্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি হইলেন। তাঁহার জটা—স্বর্ণকিরীট ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম—দিব্যবস্ত্র হইল। তদীয় গাত্রভস্ম চন্দন এবং সর্প স্বর্ণভূষণ স্থান অধিকার করিল। অনন্তর শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে, দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাঁহাকে বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গিরীন্দ্রপুরগমনে মনস্থ করিলেন। ত্রিদশপতির প্রয়াণকালে কুসুমসমূহ বর্ষণ হইতে লাগিল, স্বর্বাসীদিগের দুন্দুভি-তূর্য্য-নাদে দিগ্দিগন্ত পরিপূরিত হইল। শৈত্য-সৌগন্ধযুক্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, পতত্রিকুল মধুর কূজন করিতে লাগিল। প্রমথগণ সহর্ষে ঘোর বদনবাদ্য করিতে লাগিল। এইরূপে যাত্রা ব্যাপার প্রবৃত্ত হইলে চন্দ্রশেখর বৃষধ্বজ সমস্ত দেব, মুনি ও কিন্নর-গণসহ গিরীন্দ্রপুরে প্রয়াণ করিলেন। ২০—৩২

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর অদ্রি-রাজ মহেশ্বরের আগমনসংবাদ অবগত হইয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিধিবৎ অর্চ্চনান্তে পুরে প্রবেশ করাইলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ এবং মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণকে যথাবিধি যথারীতি অর্চ্চনা করিয়া গিরীন্দ্র হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকেও স্বীয় পুরে প্রবেশ করাইলেন। তখন শান্ত সুন্দর দ্বিভুজ রত্নভূষিত দিব্য স্বর্ণকিরীটযুক্ত শরদিন্দুসমপ্রভ চন্দ্রশেখর পার্ব্বতীপতিকে দেখিয়া মেনকা এবং হিমালয় উভয়েই প্রমুদিত হইলেন। অন্য যে সকল দেবগন্ধর্ব্ব-কিন্নর আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও পার্ব্বতীপতিকে দেখিয়া অন্যত্র নয়ন

ঊচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে যথা গৌরী সুরূপিণী ।
তথৈব রূপসম্পন্নো মহাদেবো জগৎপতিঃ ॥৭
অথাদ্রিনাথঃ সম্প্রাপ্তে কালে চাতিসুলক্ষণে ।
পার্ব্বতীং দেবদেবায় সমভ্যর্চ্চ্য দদৌ স্বয়ম্ ॥৮
যথোক্তবিধিনা শম্ভুস্তাং জগ্রাহ হিমাদ্রিজাম্ ।
ভার্য্যাত্বেন প্রহৃষ্টাত্মা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥৯
তদা গিরীন্দ্রনগরে মহানাসীন্মহোৎসবঃ ।
যথা ন ভূতঃ কুত্রাপি ভবিতা বা ন কুত্রচিৎ ॥
প্রহৃষ্টমানসাঃ সর্ব্বে দেবা আসন্মহামতে ॥ ১১
হরে গৃহীতদারে তু দেবাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ।
প্রশশংসুর্মুহুঃ কামং মহাদেববিমোহিনম্ ॥ ১২
বিলোক্য পার্ব্বতীনাথং পার্ব্বত্যা সহিতং সুরাঃ
ঊচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
অহো বহুতরং ভাগ্যং গিরিরাজস্য ধীমতঃ ।
যতঃ স্বয়ং জগন্মাতা কন্যাত্বং সমুপাগতা ॥ ১৪
যা সূতে সকলং বিশ্বং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ পরা ।
সা প্রাপ যদ্‌গৃহে জন্ম কন্যারূপেণ লীলয়া ॥১৫
তস্মাত্তপসঃ পুণ্যমেতস্য গিরিভূপতেঃ ॥ ১৭
কিং বাচ্যমতুলং ভাগ্যং মেনায়াঃ পূর্ব্বসঞ্চিতম্
এতস্যাস্ত্রিজগন্মাতুরপি মাতাভবদ্যতঃ ॥১৮
প্রভাবং কো মহেশস্য বক্তুং লোকে ক্ষমো ভবেৎ ।
রূপং বা বিভবং বাপি বাচাতীতং মনোহতিগম্
এবমন্যদ্বহুবিধং প্রোচুঃ সর্ব্বে পরস্পরম্ ।
বিলোক্য রূপসম্পন্নৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥২০
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।
পার্ব্বত্যা সহিতং প্রাহ শান্তং হর্ষসমাকুলম্ ॥২১

ব্রহ্মবিষ্ণু ঊচতুঃ ।

প্রভো দেব সতীয়ং সা পার্ব্বতী তব গেহিনী ।
যস্যা বিয়োগদুঃখার্ত্তস্তপস্ত্বং কৃতবানসি ॥ ২২
অনয়া ত্রিজগদ্ধাত্র্যা পত্ন্যা ত্বং জগদীশ্বর ।
পাহি সর্ব্বমিদং বিশ্বং সুতামুৎপাদ্য শঙ্কর ॥২৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবমুক্তা মহাদেবং ব্রহ্মা বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ।
স্বস্থানং প্রযযৌ হৃষ্টঃ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২৪

করিলেন না। পরস্পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন,—গৌরী যেমন সুরূপিণী, তেমনি এই জগৎপতি মহাদেবও রূপবান্। অনন্তর শুভকাল উপস্থিত হইলে, গিরিরাজ দেবদেবের অর্চ্চনা করিয়া স্বয়ং তাঁহার করে গৌরী দান করিলেন। শম্ভু যথোক্ত বিধানে সেই সৃষ্টি-স্থিতিনাশকারিণী হিমালয়দুহিতাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিলেন। তৎকালে গিরীন্দ্রনগরে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। সেরূপ মহোৎসব কুত্রাপি হয় নাই এবং হইবেও না। অনন্তর হর দারপরিগ্রহ করিলে, দেবগণ মহাদেববিমোহী কামকে মুহুর্মুহুঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুরগণ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ পার্ব্বতীসহ পার্ব্বতীপতিকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—অহো ধীমান্ গিরিরাজের বহুভাগ্য! যে হেতু স্বয়ং জগন্মাতা তাঁহার কন্যা হইয়াছেন। যিনি স্বেচ্ছায় সর্ব্ব বিশ্ব প্রসব করেন, সেই পরাপ্রকৃতি তদীয় গৃহে লীলাক্রমে কন্যারূপে জন্মিয়াছেন। ইহা গিরিরাজের অল্প তপস্যার পুণ্যফল নহে। ১—১৭। গিরিরাজপত্নী মেনকারও পূর্ব্বসঞ্চিত অতুল ভাগ্যের কথা কি কহিব? যেহেতু তিনি এই জগন্মাতারও মাতা। এ জগতে মহেশের প্রভাব, রূপ, বা কল্পনাতীত বিভব বলিতে কে সমর্থ? রূপ-সম্পন্ন হর-পার্ব্বতীকে দেখিয়া এইরূপ এবং অন্য আরও অনেক কথা লোকে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। ভগবান্ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে ভগবান্ মহেশ্বরকে পার্ব্বতীসহ দেখিয়া শান্তি ও হর্ষাকুলমনে বলিলেন,—প্রভো! এই সতী পার্ব্বতী অদ্য আপনার গৃহিণী, আপনি ইঁহারই বিয়োগে দুঃখার্ত্ত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। আপনি জগদীশ্বর, সন্তানোৎপাদনপূর্ব্বক এই ত্রিজগদ্ধাত্রী পত্নীর সহিত এই সমগ্র বিশ্ব পালন করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—জগৎপতি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হৃষ্ট ও প্রসন্নবদনে

গতাশ্চান্তে সুরশ্রেষ্ঠাঃ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।
প্রণিপত্য তথা সর্ব্বে মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৫
গতেষু তেষু সর্ব্বেষু গিরীন্দ্রঃ পরমেশ্বরম্।
পার্ব্বত্যা সহিতং ভক্ত্যা তুষ্টাব প্রাঞ্জলির্মুনে ॥

হিমালয় উবাচ।

প্রভো শম্ভো হেতুস্ত্বমসি জগতামাদিরহিতঃ,
সদোৎসাহী নিত্যঃ সুবিমলমতির্লোককলদঃ।
প্রপন্নানাং বাঞ্ছাবিষয়কলদাতা গুণনিধে,
প্রপন্নস্ত্বামদ্য ত্রিপুরহর মাং পাহি কৃপয়া ॥ ২৭
নিত্যেয়ং বনিতা বিশালনয়না
গৌরী ভবান্তে স্বয়ং,
পূর্ণৈব প্রকৃতিঃ পরাৎপরতরা
ত্বৎসঙ্গিনী সর্ব্বদা।
বিচ্ছেদো ন হি বিদ্যতে তদপি যচ্চান্যা
মমাস্মিন্ কুলে,
জন্মাতুস্তদনুগ্রহপ্রকটনং
দাসে ময়ি স্বেচ্ছয়া ॥২৮
ত্বঞ্চাগত্য পুরং মমেহ তনয়াং
গৌরীং শশাঙ্কপ্রভাং,
দিব্যাঙ্গীং বনিতাং তবৈব বিলসৎ-
ফুল্লাম্বুজাক্ষাননাম্।
শম্ভো প্রাকৃতবদ্বিবাহবিধিনা
যৎ সংগৃহীতো ভবান্,
তস্মাদ্দীনতরে দয়া প্রকটিতা
মষ্যেব বৈ কেবলম্ ॥ ২৯
নমস্তে পার্ব্বতীনাথ প্রণতাভীষ্টদায়ক।
নমস্তে শিবমোহিন্যৈ পার্ব্বত্যৈ সততং নমঃ ॥৩০
অদ্যাহং কৃতকৃত্যোঽস্মি ধন্যশ্চাস্মিন্‌সংশয়ঃ।
পশ্যামি যজ্জগন্নাথং জগন্মাত্রা সমন্বিতম্ ॥ ৩১

মহাদেব উবাচ।

এবং স্তবন্তং সদ্ভক্ত্যা গিরিরাজং মহামুনে।
উবাচ ভগবান্ শম্ভুঃ প্রীণয়ন্ বচনামৃতৈঃ ॥ ৩২
গিরীন্দ্র ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মম মূর্ত্ত্যন্তরঃ স্বয়ম্।
ভাগ্যবানসি দেবানাং সম্মান্যশ্চ বিশেষতঃ ॥৩৩
অদ্যারভ্যাধ্বরে ভাগো ময়া তে পরিকল্পিতঃ।
ন ত্বাং বিনা করিষ্যন্তি মর্ত্ত্যে যজ্ঞং গিরীশ্বর ॥
যথা হবির্ভুজঃ সর্ব্বে দেবা যজ্ঞোৎসবে গিরে।
তথা ত্বমপি হব্যানাং ভোক্তা মর্ত্ত্যে ভবিষ্যসি

স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্য সুরবরগণ এবং মরীচ্যাদি মহর্ষিগণ সকলেই হর-পার্ব্বতীকে প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। হে মুনে! সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে গিরীন্দ্র ভক্তিপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হরগৌরীকে স্তব করিতে লাগিলেন। হিমালয় বলিলেন,—প্রভো, শম্ভো! আপনি অনাদি জগৎকারণ, সদা উৎসাহী, নিত্য নির্ম্মলমতি লোকফলদাতা, প্রপন্নগণের ইষ্টফলদায়ক, ও গুণনিধি; হে আদ্য! আমি আপনার শরণাগত; আমাকে আপনি কৃপা করিয়া রক্ষা করুন! আপনার বনিতা এই গৌরী, নিত্যা, বিশালনেত্রা, পূর্ণপ্রকৃতি, পরাৎপরা, ও সদা ভবৎসঙ্গিনী, ইহাঁর সহিত কদাচ আপনার বিচ্ছেদ নাই; তথাচ ইনি যে আমার কুলে জন্ম লইয়াছেন, ইহা মাদৃশ দাস জনে ইহাঁর স্বেচ্ছাকৃত অনুগ্রহ মাত্র। আর, আপনিও যে আমার পুরে আসিয়া এই আপনারই পূর্ব্বপত্নী মম তনয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, শশাঙ্করুচি, ফুল্লাম্বুজনয়না গৌরীকে প্রাকৃতবৎ বিবাহবিধানে গ্রহণ করিলেন, ইহাও মাদৃশ দাসজনে আপনার দয়াপ্রকাশ মাত্র। হে প্রণতাভীষ্টদাতা পার্ব্বতীনাথ! আপনাকে নমস্কার। আর তুমি শিবমোহিনী পার্ব্বতী, তোমাকেও আমার নিত্য নমস্কার। অদ্য আমি কৃতকৃত্য, এবং ধন্য; যেহেতু জগন্নাথ এবং জগন্মাতাকে এ চক্ষে দর্শন করিতেছি। ১৮-৩১। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে! ভক্তিপূর্ব্বক গিরিরাজ এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, ভগবান্ শম্ভু বচনসুধায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, গিরীন্দ্র! তুমি আমার মূর্ত্ত্যন্তর। তুমি ভাগ্যবান্ এবং দেবগণের বিশেষ সম্মানিত। অদ্য হইতে আমি তোমার যজ্ঞভাগ নির্দ্দেশ করিলাম। হে গিরীশ্বর! মর্ত্ত্যে তোমাকে ছাড়িয়া কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না।

হিমালয় উবাচ।
প্রভো ত্বদ্বরদানেন কৃতার্থোঽস্মি জগদ্গুরো।
অন্যদস্তি বরং শম্ভো প্রার্থনীয়ং কৃপানিধে॥৩৬
অনয়া সহ পার্ব্বত্যা কুরুষাত্র মহেশ্বর।
পবিত্রং কুরু মাং দেব শরণাগতবৎসল॥৩৭
শিব উবাচ।
বসিষ্যে ত্বৎপুরস্যাহমদূরে পর্ব্বতাধিপ।
তবৈব শিখরে দেব্যা পার্ব্বত্যা প্রীতমানসঃ॥
বক্ষ্যন্তি মাং গিরেশোকা গিরীশং তেন হেতুনা
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা তস্মিন্নেব নগোত্তমে।
নির্ম্মায় নগরং রম্যং তত্রোবাস সহোময়া॥৪০
অধ্যায়মেনং পার্ব্বত্যা বিবাহোৎসববিস্তরম্।
যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি স দেব্যাঃ পদমাপ্নুয়াৎ॥
ন তস্য বিদ্যতে ভীতিঃ শত্রুতো
রাজতোঽপি বা॥৪২
সমাপ্নোতি মনোঽভীষ্টং সকৃদাকর্ণ্য মানবঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ॥
ইত্যুক্তং তে মুনিশ্রেষ্ঠ যথা প্রাপ মহেশ্বরঃ।
তূর্য্যাং প্রকৃতিং পূর্ণাং যা সতী দক্ষকন্যকা॥৪৪
ইদানীং শৃণু পুত্রোঽভূদ্যথা তারকসূদনঃ।
কার্ত্তিকেয়ো মহাবাহুর্দেবানাং পরিরক্ষকঃ॥৪৫
ন যেন সদৃশঃ কশ্চিন্মহাবলপরাক্রমঃ।
ধনুর্দ্ধরস্ত্রিলোকেষু বিদ্যতে ভবিতাপি ন॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পার্ব্বতী-
বিবাহে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
অহর্নিশমনুভূত্য পার্ব্বতীলাভকারণম্।
তপঃক্লেশং মহাদেব তস্যাঃ প্রীতিকরোঽভবৎ।
তদ্বাক্যশ্রবণে কর্ণৌ লোচনং রূপদর্শনে।

হে গিরে! দেবগণ যেমন যজ্ঞোৎসবে হবির্ভোক্তা, তুমিও তেমনি মর্ত্ত্যে হব্য-ভোক্তা হইবে। হিমালয় কহিলেন,—হে জগদ্গুরো প্রভো! তোমার এই বরদানে আমি কৃতার্থ হইলাম। হে কৃপানিধে! আমার আরও একটী প্রার্থনীয় আছে। হে মহেশ্বর! এই পার্ব্বতী সহ আপনি আমারই পুরে বাস করুন। হে শরণাগতবৎসল! এই-রূপ করিয়া আমায় পবিত্র করুন। শিব কহিলেন,—হে গিরিরাজ! আমি আপনার পুরের অদূরে আপনারই শিখরবিশেষে দেবী পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে বাস করিব। হে গিরে! এইজন্য সর্ব্বলোক আমায় গিরিশ বলিবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শিব হিমালয়কে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই উত্তম পর্ব্বতেই রম্য নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক উমাসহ বাস করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি পার্ব্বতীর বিবাহোৎসব-বিবৃতিময় এই অধ্যায় শ্রবণ বা পাঠ করে, সে দেবীর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শত্রু বা রাজা হইতে তাহার ভয় থাকে না। মানব একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করিলেই সর্ব্ব মনোঽভীষ্ট লাভ করে। মহাদেবীর প্রাসাদে তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়। হে মুনিবর! মহেশ্বর পুনরায় দক্ষ-কন্যা পূর্ণা প্রকৃতি সতীকে যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা বলিলাম। এক্ষণে যেরূপে মহাবাহু তারক-সূদন দেবরক্ষক কার্ত্তিকেয় ইঁহার পুত্র হইয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে এই কার্ত্তিকেয় তুল্য ধনুর্দ্ধর মহাবলপরাক্রম কেহই বিদ্যমান নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ৩২—৪৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহেশ্বর পার্ব্বতী-লাভ হেতু অহর্নিশ তপঃক্লেশ অনুভব করিয়া এক্ষণে সর্ব্বথা তাঁহারই প্রীতিকর হইলেন, তিনি তাঁহার বাক্যশ্রবণে কর্ণযুগল, রূপ-

তন্মনোরঞ্জনে চেতঃ পরিযুজ্য নিরন্তরম্ ॥ ২
প্রীতিং স জনয়ামাস পার্ব্বত্যাঃ প্রীতিসংযুতঃ।
একদারণ্যপুষ্পাণি সমানীয় মহেশ্বরঃ ॥ ৩
নির্ম্মায় রুচিরাং মালাং কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতাম্ ।
পার্ব্বত্যাঃ সম্প্রদায়াস্মে প্রেম্ণালিঙ্গ্য স্মরাতুরঃ ॥ ৪
রন্তুং মনো দধে পুত্রমুৎপাদয়িতুমাদৃতঃ।
নন্দিনং প্রাহ ভগবান্ মমাজ্ঞাং বিনাত্র বৈ ॥ ৫
সমায়াতি জনঃ কোঽপি দেবো বা দেবন্দিতঃ।
তথা রক্ষ পুরদ্বারং সমস্তৈঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা সোঽপি তচ্চক্রে পুরদ্বারাভিরক্ষণম্।
সহিতঃ প্রমথৈঃ সর্ব্বৈর্দেবদেবস্য শাসনাৎ ॥ ৭
ততো বর্ষসি পার্ব্বত্যা দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
রেমে স ভগবান্ শম্ভুঃ কামেন পরিমোহিতঃ ॥ ৮
দিবা বা রজনীং বাপি ন প্রজজ্ঞে তদা হরঃ।
প্রেমানন্দনিমগ্নঃ সন্ কামব্যাপৃতমানসঃ ॥ ৯
এবং সংরমমাণস্য মহেশস্য কদাচন।
রেতঃ পপাত নো বাপি নো বা শ্রান্তির্বভূব হ ॥ ১০
তস্য পাদপ্রহারেণ বসুধা পরিপীড়িতা।
সূর্য্যস্যান্তিকমভ্যায়াদ্গোরূপা মুনিপুঙ্গব ॥ ১১
তস্মৈ সা কথয়ামাস রুদতী সাশ্রুলোচনা।
মহেশপাদসঙ্ঘাতজনিতোৎপাতমাত্মনঃ ॥ ১২

পৃথিব্যুবাচ।

দিবাকর হিমপ্রস্থে পার্ব্বত্যা ভগবাঞ্ছিবঃ।
রমতে সুচিরং কামমোহিতাত্মা জগৎপ্রভুঃ ॥ ১৩
শিবশক্ত্যোস্তু ভারেণ পীড়িতাস্মি ভৃশং প্রভো।
ন স্থাতুমভিশক্নোমি মমোপায়ং বদ দ্রুতম্ ॥ ১৪
স তু তাং পার্ব্বতীং প্রাপ্য কামবিহ্বলমানসঃ।
ন রাত্রিং প্রতিজানাতি দিনং বাপি জগৎপতিঃ ॥ ১৫
ন ক্ষণং বিরতিস্তস্য জায়তে বা মহেশিতুঃ।
রেতঃ পততি নো বাপি ন শ্রান্তিরপি জায়তে ॥ ১৬

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং বচনমাকর্ণ্য পৃথিব্যাঃ স দিবাকরঃ।
তয়া সার্দ্ধং যযৌ যত্র দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭

দর্শনে নয়নত্রয় ও মনোবাঞ্ছাপূরণে চিত্ত নিয়োগ করিয়া নিরন্তর প্রীতিভরে পার্ব্বতীরই প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। একদা মহেশ্বর কতকগুলি বন্য পুষ্প আনিয়া কর্পূরা-গুরুচর্চ্চিত সুন্দর মালা প্রস্তুত করিয়া পার্ব্বতীকে প্রদানপূর্ব্বক স্মরাতুর হইয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পুত্রোৎপাদনার্থ মহেশ্বর রমণে নিরত হইবার ইচ্ছা করিলেন এবং নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেব হউন বা দেববৃন্দের বন্দিতই হউন, যিনিই হউন, আমার আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যেন এখানে আগমন না করে। তুমি সমস্ত প্রমথপরিবৃত হইয়া পুরদ্বার রক্ষা কর। নন্দী তৎশ্রবণে প্রমথপরিবৃত হইয়া সেইরূপেই পুরদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ শম্ভু কামমোহিত হইয়া নির্জ্জনে পার্ব্বতী সহ পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ রমণ করিতে লাগিলেন। তখন হরের রাত্রিদিন জ্ঞান রহিল না। তিনি প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর কামব্যাপৃত রহিলেন। মহেশ এইরূপে রমণরত রহিলে কদাচ তাঁহার রেতঃপাত বা শ্রান্তিবোধ হইতে লাগিল না। তদীয় পাদ প্রহারে বসুধা পীড়িতা হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে মহাদেব-পাদসংঘাতজনিত স্বীয় উৎপাতবার্ত্তা জানাইলেন।১-১২। পৃথিবী কহিলেন—হে দিবাকর! জগৎপতি ভগবান্ শিব কামমোহিত হইয়া হিমপ্রস্থে পার্ব্বতীসহ বহুকাল রমণ করিতেছেন। হে প্রভো! আমি শিবশক্তির ভারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি। আমার উপায় কি হইবে বলুন, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। মহাদেব পার্ব্বতীকে পাইয়া কামবিহ্বলমনে রাত্রিদিন কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। রমণকার্য্যে মহেশের ক্ষণমাত্রও বিরতি নাই। তাঁহার রেতঃপাত হইতেছে না, তিনি শ্রান্তি বোধও করিতেছেন না। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দিবাকর পৃথিবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের নিকট গমন

তান্নুবাচ যথাবৃত্তং পৃথিব্যাঃ পরিভাষিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা প্রযযুঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণো নিকটং তদা ॥ ১৮
ত্রিদশা ধরয়া সার্দ্ধং সহৈব মহামুনে।
তে প্রাহুরথ তং দেবা ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্॥
সম্মুখে পৃথিবীং কৃত্বা গোরূপাং মুনিসত্তমঃ।
শৃণু ব্রহ্মন্ জগদ্ধাত্র্যা পার্ব্বত্যা সহিতো হরঃ॥
রমতে হিমবৎপ্রস্থে দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন তস্য রেতঃ পততি নো বা শ্রান্তিঃ প্রজায়তে
ন ধৈর্য্যমপ্যবা সমাধত্তে স কদাচিন্মহেশ্বরঃ।
নৈবং শ্রুতং বা দৃষ্টং বা কদাচিৎ কেনচিৎ কচিৎ
শিবশক্ত্যোস্তয়োর্ভারে পীড়িতেয়ং বসুন্ধরা।
রসাতলং জিগমিষুরস্মদন্তিকমাগতা ॥ ২৩
তদত্র কিং বিধেয়ং তদুচ্যতাং ত্রিজগৎপতে।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥
উবাচ ত্রিদশান্ ক্ষৌণীমাশ্বাস্য চ মুহুর্মুহুঃ।
দেবকার্য্যস্য সিদ্ধ্যর্থং রমতে স মহেশ্বরঃ॥ ২৫
এতস্মিন্ ক্ষরিতাদ্রেতঃসঞ্জাতাদুৎপৎস্যতে তু যঃ
স হন্তা তারকাখ্যস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
কিন্তু শম্ভোঃ সুতো দেব্যাঃ যদি সঞ্জায়তে তদা
স ভবিষ্যতি দেবানামসুরাণাঞ্চ মর্দ্দকঃ ॥ ২৭
পরাক্রমঞ্চ তস্যেদং জগন্নাপি সহিষ্যতি।
তস্মাদত্র কুত্রাপি শম্ভোরেতেন রেতসা ॥ ২৮
যথা ভবত্যেকসুতশ্চেষ্টয়ধ্বং তথা সুরাঃ।
অহং সমাগমিষ্যামি যত্রাসৌ স মহেশ্বরঃ ॥ ২৯
রমতে সহ পার্ব্বত্যা কামবিহ্বলমানসঃ।
যূয়ঞ্চ তত্র সর্ব্বেঽপি সমায়াস্যত সত্বরম্ ॥ ৩০
শম্ভোঃ সঙ্গনিবৃত্ত্যর্থং প্রার্থিতুং পরমেশ্বরীম্।
ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশান্ ব্রহ্মা সহসা তত্র নারদ ॥ ৩১
প্রযযৌ যত্র দেবেশো রমতে চ সহোময়া।
দেবাঃ সর্ব্বেঽপি তৎপশ্চাদ্যযুস্তত্র মহামতে ॥
দদৃশুস্তৌ রমন্তৌ তু পার্ব্বতীচন্দ্রশেখরৌ।
তেষ্বাগতেষ্বপি শিবঃ কামব্যামুগ্ধমানসঃ ॥ ৩৩
ন বিশ্রান্তিং রতৌ চক্রে নাপি লজ্জান্বিতোঽভবৎ

করিলেন এবং তাঁহাদিগকে গিয়া পৃথিবীর কথিত সমস্ত বিষয় বলিলেন। দেবগণ তৎশ্রবণে সকলেই ব্রহ্মার নিকট গেলেন। এবং পুরোভাগে গো-রূপধারিণী পৃথ্বীকে রাখিয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ করুন, জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতীর সহিত হর হিমবৎপ্রস্থে পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ রমণ করিতেছেন। তাঁহার রেতঃপাত হইতেছে না, শ্রান্তিবোধও হইতেছে না। সেই মহেশ্বর কদাচ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছেন না। কেহ কখনও এরূপ কোথাও দেখে নাই বা শুনে নাই। সেই শিব-শক্তির ভারপীড়িতা হইয়া এই বসুধা রসাতল-গমনে সমুদ্যতা। অতএব হে ত্রিজগৎপতে! এ সম্বন্ধে কি করা যায় বলুন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বারম্বার পৃথ্বীকে আশ্বস্ত করিয়া দেবগণকে বলিলেন,—মহেশ্বর দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য রমণ করিতেছেন। তাঁহার ক্ষরিত রেতঃসম্ভব হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তিনিই তারকহন্তা হইবেন নিঃসন্দেহ। পরন্তু যদি দেবীর উদরে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে পুত্র দেব ও অসুর সম্প্রদায়েরই মর্দ্দক হইবে। এই জগৎ তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব হে সুর-গণ! আপনারা চেষ্টা করুন, শম্ভুর এই রেতঃদ্বারা যাহাতে অন্য কোথাও একটী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে। যেস্থানে মহেশ্বর কামবিহ্বল মনে পার্ব্বতীসহ রমণ করিতেছেন, আমি সেইখানে আগমন করিতেছি। আপনারাও সকলে শম্ভুর সঙ্গমনিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরীকে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত সত্বর তথায় যাইবেন। হে নারদ! ব্রহ্মা ত্রিদশগণকে এই কথা কহিয়া যথায় মহেশ উমাসহ রমণ করিতেছেন, সহসা সেই স্থানে গমন করিলেন। হে মহামতে! দেবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা গিয়া হরপার্ব্বতীকে রমণরত দেখিলেন। কামমুগ্ধমানস হর দেবগণ উপস্থিত হইলেও রমণ হইতে বিরত হ

ন বা সা পার্ব্বতী দেবী লজ্জাং প্রত্যুদযযৌ তথা,
ন তত্যাজ মহেশং বা রমমাণমহর্নিশম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো দেবাঃ পরং প্রাপ্য বিস্ময়ং প্রাবদন্মুনে
তুষ্টুবুর্জগতাং লজ্জারূপিণীং জগদম্বিকাম্ ॥ ১

ব্রহ্মাদয় উচুঃ ।

ত্বং মাতা জগতাং পিতাপি চ হরঃ
সর্ব্বে ইমে বালকাঃ,
তস্মাচ্ছিশুভাবতঃ সুরগণা-
স্তেব তে সম্ভ্রমঃ ।
মাতস্ত্বং শিবসুন্দরি ত্রিজগতাং
লজ্জাস্বরূপা যতঃ,
তস্মাল্লজ্জয় দেবি রক্ষ ধরণীং
গৌরি প্রসীদস্ব নঃ ॥ ২

ত্বমদ্বৈতং ব্রহ্ম ত্রিগুণরহিতং বিশ্বজননি,
স্বয়ং ভূত্বা যোষিৎ পুরুষবিধদেহো জগতি চ ।
করোষ্যেনাং ক্রীড়াং স্বগুণবশতস্তেন হি পুন-
র্বদন্তি ত্বাং লোকাঃ পুরহরবধূং স্বাত্মরমণীম্ ॥৩
ত্বং স্বেচ্ছাবশতঃ কদা প্রতিভবং
স্বাংশেন শম্ভুঃ পুমান্,
স্ত্রীরূপেণ শিবে স্বয়ং বিহরসি
ত্রৈলোক্যসম্মোহিনী ।
সৈব ত্বং নিজলীলয়া প্রতিভবন
কৃষ্ণঃ কদাচিৎ পুমান্,
শম্ভুং সম্পরিকল্প্য চাত্মমহিষীং
রাধাং রমস্যম্বিকে ॥ ৪
প্রসীদ মাতর্দেবেশি জগদ্রক্ষণকারিণি ।
বিরম ত্বমিদানীন্তু ধরণীরক্ষণায় বৈ ॥৫

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবং স্তুতা ভগবতী ত্রিদশৈঃ পর্ব্বতাত্মজা ।
উত্তস্থৌ পরিত্যজ্য সঙ্গং লজ্জান্বিতা মুনে ॥৬
ততস্তস্যাঃ স্ববীর্য্যেণ জাত একঃ পরঃ পুমান্ ।
ভৈরবো ভীমনেত্রশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৭

লজ্জান্বিত হইলেন না। সেই পার্ব্বতীদেবীও লজ্জিতা হইয়া রমমাণ মহেশকে তখন পরিত্যাগ করিলেন না। ১৩—৩৫।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনে! তখন দেবগণ পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া জগতের লজ্জারূপিণী জগদম্বিকাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি কহিলেন,—মা! তুমি জগতের মাতা পিতা, এই আমরা সকলেই তোমার বালক; তাই শিশুভাববশতঃ সুরগণ হইতে তোমার কোনই সম্ভ্রম নাই। মা, শিবসুন্দরি! তুমি ত্রিজগতের লজ্জাস্বরূপা; সুতরাং লজ্জাযুক্তা হও। আমাদের প্রতি প্রসন্না হও; হে দেবি, গৌরি! এই ধরণীকে রক্ষা কর। মা বিশ্বজননি! তুমি স্বয়ং ত্রিগুণরহিত অদ্বৈত ব্রহ্ম হইয়াও স্বেচ্ছায় স্ত্রী পুরুষরূপ ধারণপূর্ব্বক দিবারাত্র এইরূপ ক্রীড়া করিতেছ; তাই লোক সকল তোমায় আত্মাভিরমণী পুরহরবধূ বলিয়া থাকে। তুমি স্বেচ্ছাবশে কদাচিৎ স্বীয় অংশক্রমে শম্ভুরূপে পুরুষ হও, আর হে শিবে! স্বয়ং তুমি তৎসহ ত্রিলোকমোহিনী স্ত্রীরূপে বিহার করিয়া থাক! আবার কখনও তুমি কৃষ্ণরূপে পুরুষ হইয়া শম্ভুকে আত্মমহিষী রাধারূপে কল্পনা করিয়া তৎসহ রমণ কর। হে অম্বিকে! হে জগৎরক্ষণকারিণি! হে মাতঃ, দেবেশি! তুমি প্রসন্ন হও, ইদানীং ধরণীরক্ষার্থ এই রমণ হইতে বিরত হও। ১—৫। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনে! ভগবতী পার্ব্বতী দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া লজ্জাবশতঃ সঙ্গম পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর উত্থিতা হইলেন। তাঁহার স্বীয়বীর্য্যে এক

তং জাতং পুরুষং প্রাহ দেবী ভগবতী তদা।
বসন্ মৎপুরদ্বারি রক্ষ দ্বারং সদা সুত ॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা ত্রিজগন্মাতা লজ্জয়াবনতাননা।
মন্দিরং প্রাবিশদ্রম্যং রত্নপ্রাকারতোরণম্ ॥ ৯
শম্ভুশ্চাপি পরিত্যক্তুং স্বরেতো মুনিসত্তম।
মনশ্চক্রে সুরাণাং বৈ হিতায় জগতোঽস্য চ ॥
স্বং রেতস্ত্যক্তুকামঞ্চ জ্ঞাত্বা কমলসম্ভবঃ।
উবাচ বায়ুং দেবানাং কার্য্যসংসিদ্ধয়ে ততঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বায়ো ত্বয়ৈকং কার্য্যন্তু কর্ত্তব্যং জগতাং হিতম্
তারকস্য বধার্থায় শম্ভোঃ পুত্রাভিজন্মনে ॥ ১২
যদা ত্যক্ষ্যতি রেতস্তু মহেশঃ পৃথিবীতলে।
তদা ত্বদ্যোষিতাং যোনিং প্রাপয়িষ্যসি বেগতঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বায়ুর্বেগবতাং বরঃ।
প্রববাবতিবেগেন তু তূর্ণং মুনিসত্তম ॥ ১৩
ততঃ শম্ভুশ্চ তত্যাজ রেতো বহ্নেঃ শিরস্থলম্
রজতাদ্রিসমং বহ্নেস্তুঃসহং তদভূত্তদা ॥ ১৫
ততঃ স পরিতত্যাজ সহসা শরকাননে।
শিরসো দেবদেবস্য রেতোরাশিং মহৌজসম্ ॥
তস্যার্দ্ধন্তু বলাদ্বায়ুঃ সংবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্।
কৃত্তিকানান্তু বহ্বীনাং বৈ যোনিমধ্যে ন্যবেশয়ৎ ॥
যোনিরন্ধ্রেণ তদ্রেতঃ প্রবিষ্টং মুনিসত্তম।
অবাপ শোণিতং তাসাং সহসোদরমাগতম্ ॥১৮
বহ্নৌ যচ্চাপতদ্রেতস্তচ্চ স্বর্ণং বভূব হ।
যৎস্থিতন্তু শরারণ্যে তচ্চাদ্যাপি চ দৃশ্যতে ॥১৯
বায়ুনীতন্তু যদ্রেতোভাগং তস্যাভিধারণে।
কৃত্তিকাস্তা মুনিশ্রেষ্ঠ ন সমর্থাস্তদাভবন্ ॥ ২
তত্যজুশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বা এব মহামতে।
ততস্তাঃ সহিতং কৃত্বা তদ্রেতঃ শোণিতোক্ষিতম্
সংস্থাপ্য কাষ্ঠকোষে তু চিক্ষিপুর্ভীতমানসাঃ।
গঙ্গায়াং মুনিশার্দ্দূল তদ্দদর্শ প্রজাপতিঃ ॥ ২২
ততস্তৎ কাষ্ঠকোষঞ্চ স গৃহীত্বা পিতামহঃ।
স্বস্থানমগমদ্ভূয়ঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রসন্নধীঃ ॥ ২৩

পুরুষ উৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ ভৈরব ভীমনেত্র ও মহাবলপরাক্রম। ভগবতী পার্ব্বতী সেই উৎপন্ন পুরুষকে দেখিয়া বলিলেন,—হে সুত! তুমি আমার পুরদ্বারে বাস করিয়া সর্ব্বদা দ্বার রক্ষা কর। ত্রিজগজ্জননী এই কথা কহিয়া লজ্জাবনতবদনে রত্নপ্রাকারতোরণময় রম্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। হে মুনিবর! তখন শম্ভু সুরগণের এবং জগতের হিতের নিমিত্ত স্বীয় রেতঃ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রহ্মা তাহা জানিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি জগতের একটী হিতকার্য্য কর। সে কার্য্য—তারকবধার্থ শম্ভুর পুত্রোৎপাদন। অতএব মহেশ যখন পৃথিবীর উপর তাঁহার রেতঃ পরিত্যাগ করিবেন, তখন তাহা বেগে লইয়া গিয়া তুমি স্ত্রী-যোনিতে নিক্ষেপ করিবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মুনিবর! বেগবৎপ্রধান বায়ু তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বেগে বহিতে লাগিলেন।

অনন্তর শম্ভু বহ্নিশিরে বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। সেই রজতাদ্রিসম রেতঃ বহ্নির দুঃসহ হইল। তিনি মস্তক হইতে দেবদেবের মহাতেজস্কর রেতঃ শরবণে নিক্ষেপ করিলেন। বায়ু সবলে তাহার অর্দ্ধাংশ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করত বহু কৃত্তিকার যোনিমধ্যে নিবেশিত করিলেন। হে মুনিবর! সেই রেতঃ কৃত্তিকাগণের যোনি মধ্যে প্রবিষ্ট ও সহসা উদরগত হইয়া তাঁহাদের শোণিতসম্পর্ক প্রাপ্ত হইল। বহ্নিমধ্যে শম্ভুর যে রেতঃপাত হইয়াছিল, তাহা স্বর্ণ হইল। যাহা শরবণে ছিল, তাহা অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে মুনিবর! কৃত্তিকাগণ সেই রেতোধারণে অসমর্থ হইয়া সকলেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই শোণিতযুক্ত রেতঃ মিলিত করিয়া কাষ্ঠকোষে স্থাপনপূর্ব্বক ভীতমনে গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। প্রজাপতি এই ঘটনা দেখিলেন। তখন পিতামহ সেই কাষ্ঠকোষ গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রসন্ন চিত্তে

তৎকাষ্ঠকোষমধ্যে তু বাজায়ত পরঃ পুমান্।
দ্বাদশৈর্বাহুভির্যুক্তো দ্বাদশাক্ষঃ ষড়াননঃ॥ ২৪
স্বর্ণগৌরতনুঃ শ্রীমান্ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ।
উদ্যচ্ছশাঙ্কতুল্যাভো নীলোৎপলদলেক্ষণঃ॥
এবং বিজায় জাতং তং দেব্যাঃ পুত্রং মহৌজসম্
মধ্যতঃ কাষ্ঠকোষস্য তৎ কোষং স প্রজাপতিঃ
প্রবিভেদ মুনিশ্রেষ্ঠ ততস্তং দদৃশে মুনে।
আশ্বিন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু এবং শিবকুমারকঃ॥
জাতবান্ ব্রহ্মলোকেঽসৌ তারকারির্মহাবলঃ
তস্মিন্ জাতে শিবসুতে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
সম্প্রাপ্তে পরমামোদো মহোৎসবমকারয়ৎ।
শিরসস্তারকাখ্যস্য কিরীটং কনকোজ্জ্বলম্ ॥২৯
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে চকম্পে চ শরীরকম্।
সঞ্জাতে পার্ব্বতীপুত্রে মহাবলপরাক্রমে॥ ৩০
দিশঃ সুনির্ম্মলা আসন্ দেবাশ্চোৎফুল্লমানসাঃ
জ্ঞাত্বা তু পার্ব্বতীপুত্রং সঞ্জাতং ব্রহ্মণঃ পুরে॥
নারায়ণঃ সমাগত্য দদৃশে পরমাদরাৎ।
আগতাস্ত্রিদশাশ্চাত্র মহেন্দ্রপ্রমুখাস্তথা॥ ৩২
মহর্ষয়শ্চ সর্ব্বেঽপি শ্রুত্বা জাতিমুমাসুতম্।
অথাকরোচ্চ নামানি ব্রহ্মা সর্ব্বসুরৈঃ সহ।
পার্ব্বতীবালকস্যাস্য প্রসন্নাত্মা মহামুনে॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

কৃত্তিকাগর্ভজাতত্বাৎ কার্ত্তিকেয়েতি চাখ্যয়া।
বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু ভবিষ্যতি শিবাত্মজঃ॥
তথা ষাণ্মাতুরেত্যস্য নাম লোকে ভবিষ্যতি।
যতস্তাঃ কৃত্তিকাশ্চাপি সংখ্যয়া ষট্প্রকীর্ত্তিতাঃ
তাভিঃ স্কন্দিতাদ্রেতঃসম্ভবাজ্জাতো হ্যয়ং যতঃ
ততঃ স্কন্দেতি নাম্নাপি খ্যাতো লোকে
ভবিষ্যতি॥ ৩৬
তারকস্য নিহন্তায়ং সমরে ভবিতা যতঃ।
ততস্তারকবৈরীতি লোকে নাম ভবিষ্যতি॥৩৭

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং নামানি কৃত্বাসৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ররক্ষ পার্ব্বতীপুত্রং স্বালয়ে পরমাদরাৎ॥ ৩৮
অস্ত্রাণি সুবহূন্যেনং শিক্ষয়ামাস তত্র বৈ।
শাস্ত্রাণি চ সমস্তানি সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৩৯

পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই কাষ্ঠকোষ মধ্যে এক পরম পুরুষ উৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ দ্বাদশবাহু, দ্বাদশনেত্র, ষড়ানন, স্বর্ণবৎ গৌরতনু, শ্রীমান প্রফুল্ল-মুখপদ্ম, উদ্যত শশাঙ্কতুল্যকান্তি, ও নীলোৎপলদলনয়ন। হে মুনে! প্রজাপতি সেই কাষ্ঠকোষে দেবীর মহাতেজাপুত্র জন্মিয়াছেন বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠকোষ বিদারণ করিলেন এবং তন্মধ্যে সেই পুরুষবরকে দেখিতে পাইলেন। আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা দিনে এইরূপে ব্রহ্মলোকে তারকারি মহাবল শিবকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। শিবকুমার জন্ম গ্রহণ করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা পরমামোদ প্রাপ্ত হইয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। তৎকালে তারকাসুরের মস্তক হইতে কনকোজ্জ্বল কিরীট ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল এবং তাঁহার গাত্রকম্প হইতে লাগিল। মহাবলপরাক্রম পার্ব্বতীনন্দন প্রাদুর্ভূত হইলে দিক্ সকল নির্ম্মল হইল, সর্ব্বদেব উৎফুল্ল হইলেন। ব্রহ্মপুরে পার্ব্বতীপুত্র জন্মিয়াছেন জানিয়া নারায়ণ আসিয়া পরমাদরে তাঁহাকে দেখিলেন। মহেন্দ্রপ্রমুখ অন্যান্য দেবগণও সমাগত হইলেন, উমানন্দনের জন্মবার্ত্তা শ্রবণে মহর্ষিগণও তথায় আগমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সুরগণ সহ প্রসন্ন মনে পার্ব্বতীনন্দনের নামকরণ করিলেন।২৩-৩৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—কৃত্তিকা-গর্ভজাত বলিয়া এই শিবনন্দন ত্রৈলোক্যে কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইবেন। এতদ্ভিন্ন ষণ্মাতুর, তারকহন্তা বরং তারকবৈরী নামেও তাহার আর এক নাম হইবে—ষণ্মাতুর; যেহেতু কৃত্তিকাগণ ষট্সংখ্যক, তাঁহাদের স্কন্দিত রেতঃসম্ভব হইতে জন্ম বলিয়া ইঁহার অন্য নাম হইবে স্কন্দ। সমরে তারককে হনন করিবেন, তাই খ্যাতিলাভ করিবেন মহাদেব কহিলেন,—লোকপিতামহ ব্রহ্ম পার্ব্বতীপুত্রের এই সকল নাম নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে পরমাদরে রক্ষা করিলে

ততঃ প্রাহুঃ পদ্মযোনিং স্বস্বকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে।
তারকেণার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে ত্রিদশা মুনিসত্তম ॥ ৪০

দেবা ঊচুঃ।

প্রভো ত্রিজগতাং নাথ যাবচ্ছঙ্করনন্দনঃ।
সংগ্রামে তারকং দৈত্যং নিহনিষ্যতি নৈব হি
তাবৎ পরিচয়ং নাস্য পিতৃভ্যাং কারয়িষ্যসি।
যদি স্নেহাদ্ভগবতী ভগবান্ বা সদাশিবঃ ॥ ৪২
ন যচ্ছতি রণে পুত্রং কিং করিষ্যামহে তদা।
তস্মাজ্জীবন্ হতে দৈত্যে সময়ে তারকাহ্বয়ে
তয়োঃ পুত্রস্য জন্মাত্র বক্তব্যন্তু ত্বয়া প্রভো ॥৪৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং দেব্যাঃ সমুদ্ভূয় পুত্রো জ্যেষ্ঠঃ ষড়াননঃ।
স্থিতো ব্রহ্মপুরে দেবাঃ স্বস্বস্থানমুপাগমন্ ॥৪৫
ইত্যুক্তং মুনিশার্দ্দূল কার্ত্তিকেয়ো যথাভবৎ।
দেব্যাঃ পুত্রো মহাবাহুস্তারকাসুরমর্দ্দনঃ ॥ ৪৬
অধ্যায়মেতং গিরিজাসুতস্য
জন্মপ্রসঙ্গং পরিপাঠয়ন্তি যে।
পঠন্তি শৃণ্বন্তি চ যেঽপি ভক্তিত-
স্তেষাং ন বিদ্যেত ভয়ন্তু কিঞ্চিৎ ॥ ৪৭
ন বিদ্যতে যস্য সুতঃ সমাহিতঃ
শ্রুত্বা স এনং গিরিজাসুতোদ্ভবম্।
উৎপাদয়েৎ পুত্রমশেষসদ্গুণা-
ন্বিতং সুরূপং গিরিজাসুতোপমম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কার্ত্তিকেয়-
জন্ম নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কথয়স্ব মহাদেব সংগ্রামে পার্ব্বতীসুতঃ।
কথং স পাতয়ামাস তারকং দেবকণ্টকম্ ॥ ১
কথং পরিচয়শ্চাভূৎ পিতৃভ্যাং তস্য বা প্রভো
সুতং প্রাপ্য চ সা দেবী কিঞ্চকার মহেশ্বরঃ ॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি সংগ্রামে তারকাসুরম্।
যথা সম্পাতয়ামাস সংগ্রামে পার্ব্বতীসুতঃ ॥৩
যথাভবৎ পরিচয়ঃ পিতৃভ্যামপি তস্য চ।

লাগিলেন এবং তিনি তাঁহাকে সুবহু অস্ত্র-শস্ত্র ও সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। হে মুনিবর! অনন্তর তারকার্দ্দিত দেবগণ স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির জন্য পদ্মযোনিকে আসিয়া বলিলেন,—হে প্রভো, ত্রিজগন্নাথ! যে পর্য্যন্ত না শঙ্করকুমার সংগ্রামে তারক দৈত্যকে নিহত করেন, তাবৎকাল পিতামাতার সহিত ইঁহার পরিচয় করাইবেন না ৷, কারণ, ভগবতী পার্ব্বতী বা ভগবান্ সদাশিব যদি স্নেহবশতঃ পুত্রকে রণে প্রেরণ না করেন, তবে তখন আমরা কি করিব? অতএব হে প্রভো! সত্বর সমরে তারকাসুর নিহত হইলে পর তাঁহাদের নিকট পুত্র জন্ম ব্যক্ত করিবেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন, দেবীর পুত্র ষড়ানন ব্রহ্মপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিবর! দেবীপুত্র, মহাবাহু, তারকারি কার্ত্তিকেয় যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই কার্ত্তিকেয়-জন্মাধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করাইলে কিম্বা স্বয়ং পাঠ বা শ্রবণ করিলে তাঁহাদের পাপভয় থাকে না; যাঁহার পুত্র নাই, তিনি সমাহিত হইয়া এই গিরিজাসুতের জন্মাধ্যায় শ্রবণ করিলে তাঁহার কার্ত্তিকেয়োপম অশেষ গুণান্বিত সুরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়। ৩৪—৪৮।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মহাদেব! দেব-কণ্টক তারকাসুরকে পার্ব্বতীনন্দন কিরূপে সমরে নিধন করিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। হে প্রভো! কিরূপে তাঁহার পিতা-মাতার সহিত পরিচয় হইল? পার্ব্বতী এবং মহেশ্বর পুত্র প্রাপ্ত হইয়া কি করিলেন? মহাদেব কহিলেন,—বৎস! পার্ব্বতীপুত্র যেরূপে তারকাসুরকে সমরে পাতিত করেন, এবং যেরূপে তাঁহার পিতামাতার সহিত

তচ্চ বক্ষ্যামি তাত ত্বং শৃণু সাবহিতোমম্ ॥৪॥
একদা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তারকেণ সমর্দ্দিতাঃ।
ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগত্য প্রণম্যোচুর্ব্বহামতিম্ ॥ ৫
দেবা ঊচুঃ।
প্রভো ব্রহ্মংস্তারকস্ত যথাস্মান্ বাধতে সদা।
তত্ত্বং কিং নাভিজানাসি কিংবা ক্রমস্তবাগ্রতঃ ॥৬
ইদানীং তস্ত নাশায় মহাদেবসুতং রণে।
প্রেষয়াশু মহাবাহুং কার্ত্তিকেয়ং মহাবলম্ ॥ ৭
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
কার্ত্তিকেয়ং বচঃ প্রাহ সর্ব্বদেবস্ত শৃণ্বতঃ ॥ ৮
ব্রহ্মোবাচ।
তাত ত্বং সর্ব্বদেবানাং রক্ষকোঽসি শিবাত্মজঃ
ইদানীং ত্রিদশান্ রক্ষ হত্বা দৈত্যন্তু তারকম্ ॥৯
ত্বাং সমাশ্রিত্য দেবাস্ত তারকাসুরভীতিতঃ।
নিস্তারং সমুপায়ান্ত জহি তং দেবকণ্টকম্ ॥ ১০
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ততস্ত বেধসম্প্রাহ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ।
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা দেবানামগ্রতঃ স্থিতঃ ॥১১
কার্ত্তিকেয় উবাচ।
পাতয়িষ্যামি তং দুষ্টং সমরে ভীমবিক্রমম্।
তারকং দৈত্যরাজন্ত বাহনং পরিকল্পয় ॥ ১২
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তৌ ভগবান্ ব্রহ্মা তস্মৈ শিবসুতায় তু।
ময়ূরং বাহনং প্রাদাদ্বায়ুবেগং মহামুনে ॥১৩
তারকস্ত বধার্থায় শক্তিং হেমপরিষ্কৃতাম্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসাং দদৌ তস্মৈ মহৌজসে ॥
ন তাদৃশী মহাশক্তির্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে।
তেন শক্তিধরেত্যাখ্যামবাপ স শিবাত্মজঃ
ততস্ত সুরসেনানাং রক্ষণার্থং নিযোজ্য তম্।
সমরে প্রেষয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৬
সোঽপি তং প্রণিপত্যৈব ময়ূরং প্রাক্রুরোহ চ
প্রগৃহ্য শক্তিং তাং ভীমাংমহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১৭
ততস্তমগ্রতঃ কৃত্বা ত্রিদশাঃ সমুপাগমন্।
যুদ্ধার্থং দৈত্যরাজস্য তারকস্য পুরীং মুনে ॥ ১৮
তেষামাপততাং শ্রুত্বা সুঘোরং নিস্বনং ততঃ
সমসজ্জত দৈত্যেন্দ্রঃ সমরায় সুরৈঃ সহ ॥ ১৯

পরিচয় হইয়াছিল; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা সর্ব্বদেব তারকাসুর কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো ব্রহ্মন্! তারকাসুর আমাদিগকে সর্ব্বদা উৎপীড়িত করিতেছে। আমরা সে সম্বন্ধে আপনাকে আর কি বলিব? আপনি কি তাহা জানেন না? আপনি এক্ষণে তাহার নাশের জন্য মহাদেবপুত্র মহাবাহু কার্ত্তিকেয়কে প্রেরণ করুন। মহাদেব কহিলেন,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেবসমক্ষে কার্ত্তিকেয়কে বলিলেন,—তাত! তুমি শিবনন্দন, সর্ব্বদেবের রক্ষক। এক্ষণে তারক দৈত্যকে বধ করিয়া দেবগণকে রক্ষা কর। তোমাকে আশ্রয় পাইয়া দেবগণ তারকাসুরভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করুন। তুমি সেই দেবকণ্টক তারককে বধ কর। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহাবল কার্ত্তিকেয় তখন স্নিগ্ধ-গম্ভীর ঘোষে বেধাকে বলিলেন,—আমি সমরে সেই ভীমকর্ম্মা দুর্বৃত্ত দৈত্যরাজ তারককে পাতিত করিব। আমার একটী বাহন নির্দ্দেশ করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে মহামুনে! কার্ত্তিকেয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বায়ুবেগী ময়ূর বাহন প্রদান করিলেন এবং তারকবধার্থ কোটিসূর্য্যসমপ্রভা হেমপরিষ্কৃতা শক্তি দিলেন। ত্রিভুবনে তাদৃশ মহাশক্তি আর নাই। শিবনন্দন সেই শক্তি ধরিয়া শক্তিধর আখ্যা লাভ করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরসেনাগণের রক্ষণার্থ তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া সমরে প্রেরণ করিলেন। মহাবল কার্ত্তিকেয় ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই ভীষণা শক্তি গ্রহণ করিয়া ময়ূরে আরোহণ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধার্থ দৈত্যরাজ তারকের পুরে প্রয়াণ করিলেন ।১-১৮। দৈত্যেন্দ্র তারক দেবগণের

অনন্তরথপাদাতৈর্গজবাজিসমূহকৈঃ।
বৃতঃ সমরদুর্দ্ধর্ষঃ সমরার্থং ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০
আয়াতং বীক্ষ্য সেনান্যং ময়ূরবরবাহনম্।
উদ্যচ্ছক্তিকরং সর্ব্বৈস্ত্রিদশৈঃ পরিবারিতম্ ॥২১
তারকো রথমারুহ্য শুদ্ধহেমপরিষ্কৃতম্।
সিংহবাহং ধ্বজৈশ্চিত্রৈঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥
প্রযযৌ নেমিশব্দেন কম্পয়ন্ ধরণীতলম্।
স দদর্শ নিমিত্তানি সুঘোরাণি মহামতে ॥ ২৩
মহাভয়ানি শংসন্তি যাত্রাকালেঽসুরাধিপঃ।
গৃধ্রাঃ পতন্তি যাগ্রে বৈ রথানাং শতশস্তথা ॥২৪
পেতুরুল্কাশ্চ নির্ভিদ্য সূর্য্যং রথসমীপতঃ।
বাজিনাং চক্ষুষঃ পেতুরশ্রুধারাস্তথা মুনে ॥ ২৫
অপ্রসন্নবদনাশ্চাসন্ যোদ্ধারঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ২৬
এবংবিধান্যপি বিবিধানি ভয়ানকানি
দৃষ্ট্বাপি স ত্রিদশতাপকদৈত্যরাজঃ।
প্রাদায় চারুবিপুলং ধনুরুগ্রমূর্ত্তিঃ
সম্প্রাপ শঙ্করসুতং যুধি জেতুকামঃ ॥২৭
মাতা স্বয়ং ভগবতী গিরিরাজকন্যা,
যা সর্ব্বদৈত্যগণনাশকরী রণেষু।
তাতশ্চ যস্য গিরিশো জগদন্তকারী
কস্তং বিজেতুমিহ শক্তিযুতঃ মুনে স্যাৎ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে তারকাসুরসংগ্রামে কার্ত্তিকেয়সমাগমো নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

আগমনকালীন ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া অসুরগণসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অনন্তর রথ, পদাতি, গজ, ও বাজিসমূহে পরিবৃত হইয়া সমরদুর্দ্ধর্ষ তারক সমরার্থ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ময়ূরবরবাহন সেনানীকে দেবগণসহ উদ্যৎশক্তিকরে' সমাগত দেখিয়া তারকাসুর শুদ্ধহেমপরিষ্কৃত, সিংহবাহন, বিচিত্রধ্বজপতাকালঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক নেমিশব্দে ধরণী কম্পিত করত প্রয়াণ করিল। হে মহামতে! অসুরাধিপ তারক যাত্রাকালে মহাভয়জনক ঘোর নিমিত্ত সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শত শত গৃধ্র তাহার রথাগ্রে আসিয়া পড়িল। সূর্য্য ভেদ করিয়া তদীয় রথাগ্রে উল্কাপাত হইতে লাগিল। অশ্বগণের নেত্র হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহাদের সমস্ত যোদ্ধাই অপ্রসন্নচিত্ত হইল। এইরূপে বিবিধ ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল দেখিয়াও দৈত্যরাজ তারক বিপুল ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করসুতকে জয় করিবার ইচ্ছায় সমরে অবতীর্ণ হইল। সমরে যিনি সর্ব্বদৈত্যনাশকারিণী, সেই গিরিরাজকন্যা স্বয়ং ভগবতী যাঁহার মাতা এবং জগদন্তকারী গিরিশ যাঁহার পিতা, হে মুনে! সমরে কে তাঁহাকে জয় করিতে শক্তিমান্ হইবে? ১৯—২৮

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততস্তূর্য্যনিনাদৈশ্চ ভেরীপণবনিঃস্বনৈঃ।
উভয়োঃ সেনয়োশ্চাপি সিংহনাদৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১
নেমিঘোষেণ ঘোরেণ পূর্ণমাসীন্নভোঽন্তরম্।
চকম্পে বসুধা চাপি ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সহ সর্ব্বৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অপূর্ব্বং রথমারুহ্য গগনে সমুপাগমৎ ॥ ৩
দ্রষ্টুং ঘোরতরং যুদ্ধং তারকেণ দুরাত্মনা।
ভবানীতনয়স্যাস্য কুমারস্য মহামুনে ॥ ৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর দেবাসুরসেনার সিংহনাদ, তূর্য্যনিনাদ, ভেরীপণবধ্বনি ও ঘোর নেমিঘোষে নভোমধ্য পূর্ণ হইল। বসুধা কম্পিতা হইলেন। অতঃপর যুদ্ধারম্ভ হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মা মহর্ষিগণসহ অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিয়া দুরাত্মা তারকের সহিত ভবানীনন্দন কুমারের মহা-

তদাতবন্মহাযুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৫
ইন্দ্রশ্চ বজ্রং নিক্ষিপ্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
জঘান সমরে দৈত্যান্মহাবলপরাক্রমান্ ॥ ৬
তথৈব বরুণঃ ক্রুদ্ধঃ পাশেনাসুরপুঙ্গবান্ ।
বদ্ধা প্রহার্য্য চাস্ত্রেণ প্রাপয়দ্যমসাদনম্ ॥ ৭
অন্যেঽপি ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ক্ষিপ্ত্বা বাণাননেকশঃ
সমরে পাতয়ামাসুর্দনুজেন্দ্রস্য সৈনিকান্ ॥ ৮
কার্ত্তিকেয়স্তু সমরে যুধ্যংস্তেন দুরাত্মনা ।
জঘানান্যান্মহাদৈত্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
এবং শস্ত্রাস্ত্রপাতৈস্তু দেবানাং দানবাস্তদা ।
ত্যক্তপ্রাণাঃ সমভবংস্তারকস্য সমীপতঃ ॥ ১০
তেষাং রথাশ্বনাগৈশ্চ প্রভগ্নৈশ্চ বসুন্ধরা ।
অগম্যা সমভূত্তত্র নিহতৈরসুরৈরপি ॥ ১১
হতানাং দৈত্যসঙ্ঘানাং শোণিতৈর্ম্মুনিসত্তম ।
প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা সেনয়োরন্তরে ততঃ ॥ ১২
এবং বিনষ্টে সৈন্যে তু তারকো দৈত্যপুঙ্গবঃ ।
অকরোত্তুমুলং যুদ্ধং সেনান্যা সহ নারদ ॥ ১৩
শস্ত্রাণি তেন ক্ষিপ্তানি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
চিচ্ছেদ সমরে গৌরীনন্দনঃ প্রহসন্নিব ।
তথা সোঽপি মহাস্ত্রাণি সেনান্যপ্রহিতানি চ ।
বভঞ্জ তারকঃ সংখ্যে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৫
এবং তয়োঃ প্রহরতোঃ শরব্রাতৈঃ পরস্পরম্
দৃষ্ট্বা যুদ্ধং পরম্প্রাপুর্বিস্ময়ং দেবকিন্নরাঃ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে দৈত্যঃ স্বর্ণপুঙ্খান্
শরান্ বহূন্ ॥ ১৭
যমদণ্ডোপমান্ ঘোরান্ সেনান্যে প্রাক্ষিপদ্রুষা
সেনানীঃ প্রক্ষিপন্ বাণমর্দ্ধচন্দ্রং সুদারুণম্ ॥ ১৮
তান্ প্রচিচ্ছেদ চারাতান্নিমিষার্দ্ধেন নারদ ।
ততস্তমাশুগৈর্ঘোরৈঃ সেনান্যং দৈত্যপুঙ্গবঃ ।
পুনর্বিব্যাধ সংক্রুদ্ধো দশভির্নতপর্ব্বভিঃ ।
তৈঃ পীড়িতো মহাবাহুঃ সেনানীঃক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
শরৈস্তং তাড়য়ামাস দশভির্ম্মর্ম্মভেদিভিঃ ।
স দৈত্যরাজস্তৈর্বাণৈঃ পীড়িতো মুনিসত্তম ॥ ২

যুদ্ধ দেখিতে গগনে আগমন করিলেন। তখন পরস্পর হননকারী দেবদানবগণের লোম-হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্র শত শত সহস্র সহস্র বজ্র নিক্ষেপ করিয়া সমরে মহা-বলপরাক্রম দৈত্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। বরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাশাস্ত্রে অসুরপুঙ্গবদিগকে বন্ধন ও অস্ত্রদ্বারা প্রহার করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ত্রিদশগণও বহু বাণ ক্ষেপণ করিয়া দনুজরাজের সৈনিকদিগকে সমরে পাতিত করিলেন। কার্ত্তিকেয় সংগ্রামক্ষেত্রে সেই দুরাত্মার সহিত যুদ্ধ করিয়া অন্য শত সহস্র মহাদৈত্যকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে দেবগণের শস্ত্রাস্ত্রপাতে দানবগণ তারকের সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দানবগণের প্রভগ্ন রথে, অশ্বে, নাগে এবং নিহত অসুরে বসুন্ধরা দুর্গম হইয়া উঠিল। হে মুনিবর! নিহত দৈত্যগণের শোণিত-স্রাবে উভয় পক্ষীয় সেনার অন্তরালে ঘোর নদী প্রবর্ত্তিত হইল। হে নারদ! এই-রূপে সৈন্য বিনষ্ট হইলে দৈত্যপুঙ্গব তারক সেনানী সহ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ১-১৩। তারক শত শত সহস্র সহস্র অস্ত্র ক্ষেপণ করিতে লাগিল। গৌরীনন্দন সে সকল হাসিতে হাসিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তারকও সেনানী-প্রেরিত শত সহস্র মহাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিল। এইরূপে তারক ও কার্ত্তি-কেয় শরসমূহ দ্বারা পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, দেব-কিন্নরগণ যুদ্ধদর্শনে পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ডোপম স্বর্ণপুঙ্খ, বহু ভীষণ শর সেনানীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেনানী দারুণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ক্ষেপণ করিলেন। হে নারদ! দৈত্য নিমিষার্দ্ধে তাহা ছেদন করিল। পরে দৈত্যবর নতপর্ব্ব ঘোর দশ-বাণে সেনানীকে বিদ্ধ করিল। মহাবাহু সেনানী সেই সকল বাণে পীড়িত ও ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া মর্ম্মভেদী দশবাণে তাহাকে তাড়ন করিলেন। হে মুনিবর! দৈত্য-রাজ সেই সকল বাণে পীড়িত ও মূর্চ্ছিত

মূর্চ্ছিতঃ পতিতস্তস্মিন্ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
ততঃ সমুত্থিতো ভূয়ঃ সিংহবন্নিনদন্মুহুঃ॥ ৩১
অমর্ষবশমাপন্নঃ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
তমুদ্যতমহাশূলং দৃষ্ট্বা সোঽপি ষড়াননঃ॥ ২২
চিক্ষেপ নিজশূলন্তু মহৌজসমরিন্দমঃ।
তেন শূলেন দৈত্যস্য তচ্ছূলং করসংস্থিতম্॥
সহসা ভস্মসান্নীতং তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে দৈত্যঃ সৃক্কণী পরিসংলিহন্॥
সেনান্যং প্রতি চিক্ষেপ গদাং শৈক্যায়সীং মুনে।
সেনানীস্তাং গদাং ভীমাং গদয়া সহসৈব হি॥
পাতয়ামাস তদ্ধস্তাৎ তস্য পাণৌ ব্যতাড়য়ৎ।
ততশ্চান্যামপি গদাং প্রগৃহ্য দনুজাধিপঃ॥২৬
অভ্যধাবত সেনান্যং সিংহনাদং নদন্মুহুঃ।
তমাপতন্তং সংবীক্ষ্য গদাপাণিং মহাসুরম্॥ ২৭
সেনানীস্তাড়য়ামাস ক্ষুরপ্রেণ ভুজদ্বয়ে।
তেনাস্ত্রেণ প্রবিদ্ধস্তু সমরে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
ননাদ সুমহানাদং যুগান্তে জলদো যথা॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে তারকবধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

হইয়া রথোপরি পতিত হইল। পরে পুনরায় উত্থিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ সিংহবৎ নিনাদ করিতে করিতে অমর্ষবশে শূল গ্রহণ করিল। অরিন্দম ষড়ানন তাহাকে মহাশূল উদ্যত করিতে দেখিয়া স্বীয় মহাবীর্য্য শূল দৈত্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শূলে দৈত্যের করস্থ শূল সহসা ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন সে এক অদ্ভুত ঘটনাই হইল। অনন্তর দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন করত সেনানীর প্রতি শৈক্যায়সী গদা নিক্ষেপ করিল। সেনানী গদা দ্বারা সেই ভীষণ গদা তাহার হস্ত হইতে পাতিত করিয়া তাহাকে পাণিদেশে প্রহার করিলেন। অনন্তর দনুজাধিপ অন্য গদা গ্রহণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে করিতে সেনানীর প্রতি ধাবিত হইল। সেই মহাসুরকে গদাহস্তে আসিতে দেখিয়া সেনানী তাহার ভুজযুগলে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে প্রহার করিলেন। দৈত্যবর সেই অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া যুগান্তকালীন জলদবৎ মহানাদ করিতে লাগিল। ১৪—২৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ তং দৈত্যরাজন্তু নদন্তং ভীমনিঃস্বনম্।
অতাড়য়চ্ছরৈর্ঘোরৈর্যমদণ্ডোপমৈ রণে॥ ১
ততঃ শক্তিং সমাদায় বজ্রদণ্ডাং সুদারুণাম্।
সেনান্যং প্রতি চিক্ষেপ তারকঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য শক্তিং দেবগুরুঃসহাম্
ত্রিদশাঃ সমকম্পন্ত ভয়েন পরিমোহিতাঃ॥৩
স্বস্ত্যয়নং চক্রে সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
সেনানীঃ প্রহসংস্তান্তু শক্তিং শ্রীপার্ব্বতীসুতঃ॥ ৪
সহসা ভস্মসাচ্চক্রে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ।
ততো দেবাঃ সুসংহৃষ্টাঃ পুষ্পবৃষ্টিং তদাকরোৎ
কার্ত্তিকেয়োপরি ব্রহ্মা প্রশশংস চ তং মুহুঃ।
বিস্ময়ং সিদ্ধগন্ধর্বা জগ্মুর্দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্॥ ৬

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর দৈত্যরাজ ঘোরনাদে নিনাদ করিতে থাকিলে, যমদণ্ডোপম দারুণ শরে সেনানী তাহাকে তাড়ন করিলেন। তখন তারক ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রদণ্ডময়ী দারুণ শক্তি সেনানীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই দেবদুঃসহা শক্তি সমাপতিত হইতে দেখিয়া ভয়মোহিত ত্রিদশগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। দিব্য মহর্ষিগণ সহ ব্রহ্মা স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। সেনানী হাসিতে হাসিতেই সহসা সর্ব্বলোক সমক্ষে সেই শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দেবগণ হৃষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয়োপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার

মহাদেবসুতস্যাস্য কার্ত্তিকেয়স্য নারদ।
ততঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈত্যেন্দ্রো ধনুরাদায় সত্বরম্॥
নিঃক্ষিপ্য শরজালানি স্কন্দং সমরদুর্জ্জয়ম্।
ছাদয়ামাস সমরে ময়ূরঞ্চ ব্যতাড়য়ৎ॥ ৮
ততঃ স শরজালানি ছিত্বা শিবসুতো রণে।
বিভবৌ মুনিশার্দ্দূল কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ৯
এতস্মিন্নেব কালে তু বৃত্রহাপি মহাসুরান্।
হত্বান্যান্ পার্ব্বতীপুত্রনিকটং সমুপাগমৎ॥ ১০
চিত্রে মরকতাদ্রীশসদৃশে শিখিনি স্থিতঃ।
পার্ব্বতীতনয়ঃ সংখ্যে বৃত্রহাপি গজোপরি॥ ১১
ঐরাবতাখ্যে বিভবাবতীব মুনিসত্তম।
তাবেকত্রস্থিতৌ দৃষ্ট্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥
চকার শরবৃষ্টিং স তারকো ভীমবিক্রমঃ।
তস্য তাংস্তু শরব্রাতাংশ্ছিত্বা তস্মিন্মহাহবে॥ ১৩
চক্রাতে সিংহনাদানি কুমারেন্দ্রৌ মহাবলৌ।
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈর্ঘোরৈস্তাড়য়ামাসতুস্তদা॥ ১৪

ইন্দ্রস্তং প্রতিচিক্ষেপ বজ্রং বেগেন নারদ।
তদাসীচ্ছতধা তস্য বক্ষঃ প্রাপ্য ক্ষণার্দ্ধতঃ॥ ১৫
ততঃ স খড়্গমুদ্যম্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
কুমারং পরিসন্ত্যজ্য দেবরাজমধাবত॥ ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ পার্ব্বতীতনয়ঃ ক্ষণাৎ।
চালয়ন্ বাহনং তস্য সখড়্গং করমচ্ছিনৎ।
ততঃ সব্যেতরেণাপি ভুজেন দিতিজাধিপঃ।
আদায় পরিঘং ঘোরং সেনান্যং প্রত্যধাবত॥
ততঃ শক্তিং সমাদায় ব্রহ্মদত্তাং সুদারুণাং
আয়াতং দৈত্যরাজস্তু তাড়য়ামাস সংযুগে॥
তয়া বিদ্ধঃ স দৈত্যেন্দ্রো নীলাচলসমো বলী
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে ধরণীমনুনাদয়ন্॥ ২০
হতে তস্মিন্মহাদৈত্যে দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ
প্রহর্ষং পরমং প্রাপুর্দিশশ্চাসন্ সুনির্ম্মলাঃ।
সুপ্রভোঽভূদ্দিনেশশ্চ সুস্থিরং জগদপ্যভূৎ ২১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে তারকা-
সুরবধো নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৩।

অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণ সেনানীর পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে নারদ! অনন্তর দৈত্যরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ করত সমরদুর্জ্জয় সেনানীকে আচ্ছাদিত ও তদীয় বাহন ময়ূরকে তাড়িত করিল। তৎকালে শিবনন্দন শরজাল ছেদনপূর্ব্বক কোটিসূর্য্যসম প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। হে মুনিবর! এই সময়ে ইন্দ্র অন্যান্য মহাসুরদিগকে নিহত করিয়া পার্ব্বতীনন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মরকতগিরিনিভ ময়ূরে পার্ব্বতীনন্দন এবং ঐরাবত গজোপরি ইন্দ্র অবস্থিত হইয়া সমরে সাতিশয় শোভিত হইলেন। ভীমবিক্রম তারক তাঁহাদের উভয়কে একস্থানে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধরক্তনেত্রে তাঁহাদের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার এবং ইন্দ্র সেই মহাসমরে তারকের শরসমূহ ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিলেন এবং ঘোরতর শস্ত্রবর্ষণে তারককে তাড়িত করিলেন। ১—১৪। হে নারদ! ইন্দ্র তাহার প্রতি বেগে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্র তারকের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া ক্ষণার্দ্ধে শতধা হইয়া গেল। অনন্তর তারক খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রোধ রক্তনেত্রে কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া দেবরাজের প্রতি ধাবিত হইল। তখন ভগবান্ পার্ব্বতীনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় বাহন পরিচালনপূর্ব্বক তদীয় খড়্গসহ কর ছেদন করিলেন। অনন্তর দৈত্যপতি সব্যেতরকরে ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া সেনানীর প্রতি ধাবিত হইল। তখন সেনানী ব্রহ্মদত্ত দারুণ শক্তি গ্রহণ করিয়া সমাগত দৈত্যরাজকে তাড়িত করিলেন। নীলাচল তুল্য বলবান্ দৈত্যেন্দ্র সেই শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ধরাতল অনুনাদিত করত ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইল। সেই মহাদৈত্য নিহত হইলে দেবগন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ পরম প্রহর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। দিক্ সকল নির্ম্মল

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ প্রসাদ্য গিরিজাসুতম্।
গন্ধপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ নানা স্তুতিভিরাদরাৎ॥ ১
মহেশসন্নিধিং নীত্বা প্রযযুর্মুনিসত্তম।
ব্রহ্মা বিমানমারুহ্য হংসবাহং প্রজেশ্বরঃ॥ ২
যযৌ কুমারমাদায় যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
পার্ব্বতীসহিতো রম্যে রত্নসিংহাসনে স্থিতঃ॥ ৩
ততঃ প্রণম্য তৌ ভক্ত্যা পার্ব্বতীচন্দ্রশেখরৌ
ব্রহ্মা প্রাহ মহাবাহুং কার্ত্তিকেয়ং ষড়াননম্॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।

বৎস তে জননীয়ং হি জগদ্বন্দ্যা সুরেশ্বরী।
পিতা তেঽয়ং মহাদেবো জগদ্বন্দ্যপদঃ প্রভুঃ॥
এতয়োস্তনয়স্ত্বন্তু পিতরৌ তে নমস্কুরু।
স্থিত্বাত্র সকলং বিশ্বং পালয়স্ব মহামতে॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি ব্রহ্মমুখাচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্ব্বতীশিবৌ।
বিতর্ক্য চেতসা পুত্রং জজ্ঞাতে মুনিসত্তম॥ ৬
ততো নমন্তং পুত্রন্তু পার্ব্বতী প্রীতিসংযুতা।
কৃত্বাঙ্কে পরমানন্দযুতা দেবী বভূব হ॥
মহেশোঽপি সুতং প্রাপ্য হর্ষনির্ভরমানসঃ।
অকরোৎ সুমহোৎসাহং সর্ব্বানাহূয় দৈবতান্॥
তত্রাগতস্তু ভগবান্ বিষ্ণুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
দদর্শ কার্ত্তিকেয়ন্তু দেব্যঙ্কে চারুবিগ্রহম্॥ ৯
দেব্যা বীক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং পরমস্নেহভাবতঃ।
সুচারুবদনং পূর্ণশশিকোটিসমপ্রভম্॥ ১০
ততঃ স চিন্তয়ামাস যথায়ন্তু ষড়াননঃ।
দেব্যা অঙ্কং সমারুহ্য মোদতে বহুভাগ্যতঃ॥
তথাহমপি চৈতস্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্য বৈ ধ্রুবম্
অঙ্কমারুহ্য পাস্যামি স্তন্যং পরমভাবতঃ॥ ১২
এবং বিচিন্ত্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
সন্ধ্যায় চেতসা দেবীং প্রণিপত্য যদা যযৌ॥ ১৩
তদা তস্যাভিলাষন্তু বিজ্ঞায় পরমেশ্বরী।

হইল। দিবাকর সুপ্রভ হইলেন এবং জগৎ সুস্থির হইল। ১৫—২১।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—হে মুনিবর! অনন্তর ত্রিদশগণ প্রহৃষ্ট হইয়া গন্ধ, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ ও নানা স্তুতি দ্বারা সাদরে গিরিজানন্দনকে প্রসাদিত করত মহেশ সমীপে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মা হংসবাহন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুমারকে লইয়া পার্ব্বতীসহ রম্য রত্নসিংহাসনস্থ মহেশ্বর সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা মহাবাহু কার্ত্তিকেয়কে কহিলেন,—বৎস! এই জগদ্বন্দ্যা সুরেশ্বরী তোমার জননী এবং এই জগদ্বন্দ্য প্রভু মহাদেব তোমার পিতা। তুমি ইঁহাদের তনয়। অতএব পিতামাতাকে নমস্কার কর এবং এই স্থানে থাকিয়া সর্ব্ব বিশ্ব পালন করিতে থাক।১-৫। মহাদেব কহিলেন, হরপার্ব্বতী ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করত স্বীয় পুত্র চিনিতে পারিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী প্রণত পুত্রকে প্রীতিভরে ক্রোড়ে লইয়া পর নন্দিতা হইলেন। মহেশও পুত্র পাইয়া হর্ষনির্ভরমনে সর্ব্ব দেবকে আহ্বান করিয়া মহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। ভগবান্ অব্যয় নারায়ণ তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন,—কার্ত্তিকেয় দেবীর অঙ্কে অবস্থিত। দেবী পরম স্নেহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি সুন্দরমূর্ত্তি ও সুন্দর বদন। তাঁহার প্রভা কোটি পূর্ণচন্দ্রসম। অনন্তর বিষ্ণু চিন্তা করিলেন,—এই ষড়ানন যেমন বহুভাগ্য বশতঃ দেবীর অঙ্কারূঢ় হইয়া আমোদ করিতেছেন, আমিও তেমনি ইঁহার পুত্র হইয়া অঙ্কারোহণপূর্ব্বক ইঁহার স্তন্য পান করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে দেবীকে ধ্যান করত প্রণামান্তে যখন গমন

তস্মৈ দদৌ বরং বিষ্ণো মৎপুত্রত্বং ভবিষ্যসি
ততোঽন্যেঽপি যযুঃ সর্ব্বে স্বস্থানং সুরোত্তমাঃ
প্রণিপত্য মহাদেবীং দেবদেবঞ্চ নারদ। ১৫
ইত্যুক্তং কার্ত্তিকেয়ো বৈ তারকং দেবকণ্টকম্
যথা সম্পাতয়ামাস সমরে ভীমবিক্রমম্। ১৬
যথা পরিচয়শ্চাভূৎ পিতৃভ্যাং সহ তস্য চ।
ইদানীং শৃণু বিষ্ণুঃ স যথাজাতো গণেশ্বরঃ।
ভবানীতনয়ো দেবপূজ্যঃ করিবরাননঃ। ১৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে তারকাসুরবধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৪।

—

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথৈকদা বিহারার্থং ভবান্যা সহিতো ভবঃ।
জগাম ধরণীপৃষ্ঠং পুত্রং সংস্থাপ্য মন্দিরে। ১
ততঃ প্রাপ্য পরং রম্যং কাননং ধরণীতলে।
নির্ম্মায় নগরীং রম্যাং তত্রোবাস সহোময়া। ২
তত্রৈকদা মহাদেবো দেবীং সংস্থাপ্য মন্দিরে
আহর্ত্তুং বন্যপুষ্পাণি প্রযযৌ প্রমথৈঃ সহ। ৩
তত্র প্রাপ্য চ পুষ্পাণি সুবহূনি মহেশ্বরঃ।
চক্রে কালবিলম্বঞ্চ কাননে প্রভুরব্যয়ঃ। ৪
এতস্মিন্নন্তরে গৌরী গাত্রং লিপ্ত্বা হরিদ্রয়া।
স্নানপ্রয়াণ উদ্যুক্তা সমভূন্মুনিপুঙ্গব। ৫
তদা দ্বাররক্ষার্থং মন্দিরস্য মহেশ্বরী।
চিন্তয়ামাস বিশ্বেষামপি রক্ষণকারিণী। ৬
তত্র বিষ্ণোশ্চ সংস্মৃত্য প্রার্থিতং নিজগাত্রতঃ
হরিদ্রালেপমানীয় পুত্রমেকং সসর্জ্জ হ। ৭
লম্বোদরং মহাবাহুং চারুবক্ত্রং চতুর্ভুজম্।
ত্রিনেত্রং রক্তবর্ণঞ্চ মধ্যাহ্নার্কশতপ্রভম্। ৮
নারায়ণং পুত্রত্বমেবং সর্ব্বগণেশ্বরম্।
ততস্তস্মৈ ভগবতী স্তন্যং দত্ত্বা শুচিস্মিতা। ৯
উবাচ বচনং পুত্র রক্ষস্বেনাং পুরীং মম।

করিবেন, তখন পরমেশ্বরী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে এইরূপ বরদান করিলেন যে, হে বিষ্ণো! তুমি আমার পুত্র হইবে। অনন্তর অন্যান্য সুরগণ সকলেই মহাদেবী ও দেবদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নারদ! কার্ত্তিকেয় সমরে যেরূপে ভীমবিক্রম দেবকণ্টক তারককে পাতিত করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে তাঁহার পিতামাতার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। বিষ্ণু যেরূপে ভবানীর পুত্র হইয়া গজানন ও দেবপূজ্য গণাধিপতি হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। ৬—১৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

—

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর ভবানীসহ ভব, একদা পুত্রকে মন্দিরে রাখিয়া বিহারার্থ ধরণীপৃষ্ঠে গমন করিলেন। তথায় পরম রম্য কানন প্রাপ্ত হইয়া রম্য নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক উমাসহ বাস করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব দেবীকে নিজ মন্দিরে রাখিয়া বন্য পুষ্প আহরণার্থ প্রমথগণসহ যাত্রা করিলেন এবং অরণ্যে গিয়া বহু পুষ্প প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে সেই অব্যয় প্রভুর কাননে কালবিলম্ব ঘটিল। ইত্যবসরে গৌরী হরিদ্রায় গাত্র লেপিয়া স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন বিশ্বরক্ষণকারিণী মহেশ্বরী মন্দিরদ্বার রক্ষার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া নিজ গাত্র হইতে হরিদ্রালেপ আনয়নপূর্ব্বক একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র লম্বোদর, মহাবাহু, চারুবক্ত্র, চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, রক্তবর্ণ, ও শত মধ্যাহ্নার্কপ্রভ। এইরূপে নারায়ণই সেই সর্ব্বগণেশ্বর পুত্র হইলেন। তখন ভগবতী তাঁহাকে স্তন্য দান করিয়া বলিলেন, —বৎস! যাবৎ আমি স্নান করিয়া এই পুরে ফিরিয়া আসি, তাবৎ তুমি এই পুরী রক্ষা

যাবদত্রাগমিষ্যামি স্নাত্বা ভূয়ঃ পুরীমিমাম্ ॥ ১০
ইত্যুক্ত্বা তং সুতং দেবী স্নাতুমভ্যাযযৌ দ্রুতম্
স্থিতস্তু বালকস্তস্মিন্ পুরে দ্বারং প্রপালয়ন ॥ ১১
এতস্মিন্নন্তরে সোঽপি দেবদেবো বনান্তরাৎ।
আয়াতস্তৎ পুরদ্বার তস্থৌ বালং দদর্শ হ ॥ ১২
ততস্তং বারয়ামাস দেবদেবমুমাসুতঃ।
পুরপ্রবেশকালে তু শূলমুদ্যম্য বেগিতঃ ॥ ১৩
তং দৃষ্ট্বা শূলিনং শূলপাণির্নেত্রৈর্দহন্নিব।
চিক্ষেপ সহসা শূলমবিজ্ঞানন্নুমাসুতে ॥ ১৪
অমোঘং তন্মহাশূলং নিঃক্ষিপ্তং শূলপাণিনা।
সহসা ভস্মসাচ্চক্রে শিরস্তস্য সুতস্য বৈ ॥ ১৫
বিশীর্ষঃ পার্ব্বতীপুত্রো ন চ প্রাণান্মুমোচ হ।
ন বা শূলং মহেশস্য তৎপ্রাণান্ জগৃহে তদা ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু স্নাত্বা সর্ব্বসখীবৃতা।
আয়াতা গিরিরাজস্য সুতাপি ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১৭
সা দৃষ্ট্বা তু সুতং দ্বারি বিশীর্ষং শূলধারিণম্।
পপ্রচ্ছ দেবদেবেশং সন্ত্রস্তা মুনিসত্তম ॥ ১৮

দেব্যুবাচ।
কিমেতৎ ত্রিদশশ্রেষ্ঠ বালকস্য তু মে শিরঃ।
কেন ভস্মীকৃতং ব্রূহি পুরদ্বাররক্ষিতস্য বৈ ॥ ১৯
শিব উবাচ।
নাহং জানে তব সুতমেনং পর্ব্বতনন্দিনি।
বর্ত্মাবরোধকং জ্ঞাত্বা ভস্মাকার্ষং শিরোঽস্য তু
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ততঃ প্রাহ মহাদেবং পার্ব্বতী ক্রোধসংযুতা।
শিরো মে দেহি পুত্রস্য মা চিরং কুরু তত্র বৈ
তচ্ছ্রুত্বা ভগবাংস্ত্রস্তঃ সত্বরঃ প্রযযৌ মুনে।
শিরোঽন্বেষ্টুং মহাদেবো দাতুং পুত্রায় চাননঃ
ততোঽরণ্যে সমালোক্য গজরাজং মহাবলম্
উদক্‌শিরসমেকঞ্চ শয়ানং স মহেশ্বরঃ ॥ ২৩
তচ্ছিরশ্ছেদনে পাপরহিতত্বাত্তদাচ্ছিনৎ।
ততস্তচ্ছির আনীয় সুতায় প্রদদৌ হরঃ।
গজাননোঽভবত্তেন দেবীপুত্রো গণাধিপঃ ॥ ২৪
দেবদেবোঽপি তং জ্ঞাত্বা জাতং নারায়ণং মুনে

কর। এই বলিয়া দেবী সত্বর স্নানার্থ গমন করিলেন। বালক সেই স্থানে থাকিয়া পুরদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবদেব বনান্তর হইতে পুরদ্বারে আগমন করিলেন। বালক তাঁহাকে দেখিল, এবং পুরপ্রবেশকালে বেগে শূল উত্তোলন করিয়া দেবদেবকে বারণ করিল। শূলপাণি তাঁহাকে শূল উত্তোলন করিতে দেখিয়া স্বীয় নেত্রত্রয়ে তাহাকে যেন দগ্ধ করিয়াই সহসা স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন। তিনি সেই দ্বাররক্ষীকে উমাপুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। শূলপাণির অমোঘ শূল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই উমাপুত্রের মস্তক ভস্মসাৎ হইল। পার্ব্বতীপুত্র বিশীর্ষ হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন না, এবং মহেশের শূলও তাঁহার প্রাণহরণ করিল না। ইত্যবসরে গিরিরাজনন্দিনী সখীগণসহ স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ত্রিদিবেশ্বরী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র শূলহস্তে ছিন্নমস্তকে দ্বারদেশে পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদেব! একি? আমার বালকের মস্তক কে ভস্মসাৎ করিল? বলুন। ১-১৯। শিব কহিলেন,—গিরিনন্দিনি! এ যে তোমার পুত্র, তাহা আমি জানি না; ইহাকে পথাবরোধী জানিয়া আমি ইহার মস্তক ভস্মসাৎ করিয়াছি। মহাদেব কহিলেন—তখন পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া শম্ভুকে বলিলেন, সত্বর আমার পুত্রের মস্তক প্রদান কর। হে মুনে! তখন দেবদেব তৎশ্রবণে ত্রস্ত হইয়া আত্মজের মস্তক অন্বেষণার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি অরণ্যের মধ্যে গিয়া এক মহাবল গজরাজকে উদক্‌শিরে শয়ান দেখিয়া তাহার শিরশ্ছেদনে পাপ হইবে না বুঝিয়া তাহাই তখন ছেদন করিলেন এবং সেই ছিন্ন মস্তক আহরণ করিয়া পুত্রকে প্রদান করিলেন। সেই হইতে দেবীপুত্র গণাধিপ গজানন হইলেন। অতঃপর দেবদেব জানিলেন যে, নারায়ণ তাঁহার পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন। ইহা জানিয়া তিনি গজাননকে

স্নেহং প্রকটয়ামাস ক্রোড়ে কৃত্বা গজাননম্ ॥২৫
তদৈব তমুবাচেদং পুত্রং নারায়ণং হরঃ।
প্রীণয়ন্ প্রিয়বাক্যেন সাপরাধ ইব প্রভুঃ ॥২৬

শিব উবাচ।

অজ্ঞাত্বা বচ্ছিরশ্ছিন্নং শূলেনানেন যন্ময়া।
তেনাহং সাপরাধোঽস্মি সত্যং সত্যং জনার্দ্দন
দ্বাপরস্য তু শেষে ত্বং বসুদেবগৃহে যদা।
সম্ভবিষ্যসি দেবক্যাং মূর্ত্ত্যন্তরমুপাশ্রিতঃ ॥ ২৮
তদা ত্বয়া সমং তাত পুরে শোণিতসংজ্ঞকে।
সংগ্রামঃ সুমহানেব ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতম্ ॥১৮
তত্রাহং সর্ব্বলোকস্য পশ্যতস্তদ্রণাজিরে।
সশূলো জৃম্ভিতোঽবশ্যং ভবিষ্যামি ত্বয়ৈব হি

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ স দেবঃ পার্ব্বত্যা সংস্থিতস্তত্র কাননে।
বিহার্য্য তং সুতং নীত্বা ভূয়স্তৎ পুরমভ্যগাৎ ॥
যত্রাসৌ সংস্থিতো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রস্তারকসূদনঃ।
হিমাদ্রিশিখরে রম্যে ময়ূরবরবাহনঃ ॥ ৩২
তত্র তাভ্যাং কুমারাভ্যাং নিত্যং সম্প্রীতমানসঃ।
উবাস দেবদেবেন সার্দ্ধং ব্রহ্মময়ী শিবা ॥৩৩
গত্বা কদাচিৎ কৈলাসং কদা বারাণসীং পুরীম্
অন্যত্র কুত্রচিদ্বাপি সংবিহার্য্য যথেপ্সিতম্ ॥৩৪
ভূয়স্তস্মিন্ সমাগত্য বাসকক্ষে সুরেশ্বরী।
সার্দ্ধং শ্রীদেবদেবেন পুত্রাভ্যাং প্রমথৈরপি ॥
ততস্তস্মাচ্চ কৈলাসে বাসকক্ষে তু সর্ব্বদা।
প্রীত্যা পরময়াযুক্তা স্থিতিস্তস্মিন্নগোত্তমে ॥ ৩৬
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টং মুনিসত্তম।
প্রকৃতেঃ পূর্ণভাবেন জন্মোদ্বাহাদি মঙ্গলম্ ॥৩৭
য ইদং প্রপঠেদ্ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
তস্য প্রসন্না সর্ব্বাণী ব্রহ্মাদ্যৈ রপি দুর্লভা ॥ ৩৮
কুরুতে চ মনোঽভীষ্টং পরিপূর্ণং ন সংশয়ঃ।
নশ্যন্তি রিপবস্তস্য চাপি সংখ্যে সুদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৩৯
অকালে বার্ষিকীং পূজাং যাং চকার রঘূদ্বহঃ।
রাবণস্য বধার্থায় ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৪০
তত্র কৃষ্ণনবম্যাস্তু সমারভ্য মহামতে
যাবন্মহানবম্যেয়া পঠংস্তাবদ্দিনে দিনে ॥ ৪১

ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং প্রভু দেবদেব যেন অপরাধীর ন্যায় পুত্র নারায়ণকে প্রিয়বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমি না জানিয়া শূলাঘাতে তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছি, আমার এই কার্য্যের দ্বারা সত্য সত্যই আমি অপরাধী। দ্বাপরশেষে বাসুদেবগৃহে দেবকীর উদরে যৎকালে তোমার আবির্ভাব হইবে, তখন শোণিত পুরে তোমার সহিত তোমার ঘোর সংগ্রাম হইবে। তখন আমি সর্ব্বলোকের সমক্ষে রণক্ষেত্রে তোমাকর্ত্তৃক শূলহস্তে পরাজিত হইব। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব পার্ব্বতীর সহিত সেই কাননে অবস্থান করতঃ বিহারান্তে সেই পুত্র লইয়া যথায় জ্যেষ্ঠ পুত্র তারকারি অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে আসিলেন। ময়ূরবরবাহন গিরিজানন্দন রম্য হিমাদ্রিশিখরে বাস করিতেছিলেন, ব্রহ্মময়ী শিবা সেইস্থানে প্রীত মনে পুত্রদ্বয় ও দেবদেবসহ নিত্য বাস করিতে লাগিলেন। ২-৩৪। সুরেশ্বরী পার্ব্বতীপতি দেবদেব, পুত্র যুগল ও প্রমথগণ সহ কদাচিৎ কৈলাসে, কদাচিৎ বারাণসীপুরে এবং কখনও কখনও বা অন্য কোনও স্থানে মনের সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। তখন হইতে পরম প্রীতিসহকারে গিরিবর কৈলাসেই তাঁহার নিত্য বাস হইল। হে মুনিবর! এই আমি তোমার জিজ্ঞাস্য পূর্ণা প্রকৃতির জন্ম-বিবাহাদি মঙ্গল বিষয় সমস্তই ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি এই উত্তম দেবীচরিত্র ভক্তিভরে পাঠ করে, ব্রহ্মাদি-দুর্লভা শর্ব্বাণী তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তদীয় মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করেন। তাঁহার সমর দুর্জ্জয় রিপুকুলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। রঘুনাথ রাবণবধার্থ পরমভক্তির সহিত অকালে যে বার্ষিকী পূজা করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণনবমী হইতে আরম্ভ করিয়া মহানবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ইহা পাঠ করিলে, নর দেবীর

অসাধ্যং সাধয়েদেব নরো দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
যথৈব নিহতঃ শক্রঃ সংগ্রামে দেবদুর্জ্জয়ঃ।
শ্রীরামেণ মহাবাহু রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৪৩
তথৈব পাতয়েচ্ছত্রূন্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
অশ্বমেধফলং প্রাপ্য মোদতে চ চিরং দিবি॥
শৃণুয়াদ্যে ইদং ভক্ত্যা দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তস্য পুণ্যং যশোবৃদ্ধির্জায়তে মুনিসত্তম॥ ৪৫
ন চ ব্যাঘ্রাদয়ঃ সর্ব্বে হিংসকা অপি জন্তবঃ।
তং পশ্যন্তি ভয়াচ্চাপি পলায়ন্তে সুদূরতঃ॥ ৪৬
পুত্রপৌত্রাদিভির্যুক্তঃ সুখং ভুক্তা চিরং ভুবি।
অন্তে দেব্যাঃ পদং প্রাপ্য রমতে মুনিসত্তম॥
বহুনা কিমিহোক্তেন সত্যং সত্যং মুনীশ্বর।
শৃণ্বতাং পঠতামেতৎ প্রসন্না স্যান্মহেশ্বরী॥ ৪৮
তস্যান্তু সুপ্রসন্নায়াং যৎফলং জায়তে মুনে।
তদ্বক্তুং ন সমর্থোঽস্মি কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৪৯
ন প্রকাশ্যমিদং বৎস তত্ত্বং দেব্যাঃ পরং মহৎ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দাতব্যং ভক্তিশালিনে
ত্বং দেব্যাঃ পরমো ভক্তঃ শুদ্ধজ্ঞানী দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যস্মাৎ কথিতং তুভ্যং ন প্রকাশ্যং ত্বয়া পুনঃ
ন তুভ্যং বিদ্যতে কিঞ্চিদপ্রকাশ্যং মুনীশ্বর।
কিমিচ্ছস্যপরং শ্রোতুং বদ তচ্চ বদামি তে॥ ৫২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যে ং ত্রিদশেশ্বরস্য বচনং শ্রুত্বা
মুনীন্দ্রস্ততো,
নত্বা তং ত্রিদশৈকবন্দিতপদং
পঞ্চাননং ভক্তিতঃ।
ভূয়োঽপি ত্রিদশেশ্বরীসুচরিতং
সংশ্রোতুকামস্তদা,
পপ্রচ্ছ তদপূর্ব্বমুত্তমমতির্দেব্যা
মহৎ পূজনম্॥ ৫৩
যৎ কৃত্বা রঘুনন্দনঃ সমবধীদ্
রক্ষোঽধিপং রাবণং,
দেবানামপি মর্দ্দকং সসুহৃদং
সামাত্যবর্গং রণে।
যৎ কৃত্বা ভুবি মানবা সুরপুরে
দেবা মহেন্দ্রাদয়ো,
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাশ্চ পরমং
প্রাপুর্মনোবাঞ্ছিতম্॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চ-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

প্রসাদে অসাধ্যও সাধন করিতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র যেমন সমর-দুর্জ্জয় রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেও তেমনি শত্রুনিপাত করিতে পারে। ইহা অতি সত্য। অপিচ, ঐ ব্যক্তি অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গিয়া সুখে বিহার করে। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার পুণ্য ও কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; প্রত্যুত তাহারা দূরে পলায়ন করে। ঐ ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদি সহ ভূতলে চিরসুখ ভোগ করিয়া অন্তে দেবীপদলাভে কৃতার্থ হয়। হে মুনিবর! অধিক বলিয়া কি হইবে? ইহা ধ্রুব সত্য যে, এই মাহাত্ম্য শ্রবণ-পাঠ-কারী ব্যক্তিদিগের প্রতি মহেশ্বরী নিত্য প্রসন্ন হইয়া থাকেন। হে মুনে! দেবী প্রসন্ন হইলে যে ফল হয়, শত কল্প কোটিকালেও তাহা বলিতে আমি সমর্থ নহি। বৎস! দেবীর এই পরম মহৎ তত্ত্ব অপ্রকাশ্য। ইহা যে কোনও ব্যক্তিকে প্রদেয় নহে। যে ব্যক্তি ভক্তিশালী, তাহাকেই ইহা প্রদান করিবে। তুমি দেবীর পরম ভক্ত শুদ্ধ জ্ঞানী, দৃঢ়ব্রত; তাই তোমার নিকট ইহা প্রকাশ করিলাম। তুমি অন্যত্র ইহা প্রকাশ করিও না। হে মুনীশ্বর! তোমার নিকট অপ্রকাশ্য বিষয় কিছুই নাই। অতএব অতঃপর তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? বল, আমি তোমার নিকট তাহা বলিব। ব্যাস বলিলেন,—দেবদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনীন্দ্র, তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণিপাতপূর্ব্বক পুনরপি মহাদেবীর চরিত্র শুনিবার অভিপ্রায়ে দেবীর অপূর্ব্ব মহাপূজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যে পূজা করিয়া রঘুনন্দন, দেব-বিমর্দ্দী রাক্ষসপতি রাবণকে সবংশে সমরে

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শারদীয়া মহাপূজা যা দেব্যাঃ প্রীতিদায়িকা।
বার্ষিকীতি ত্বয়া প্রোক্তা যাং চকার রঘূত্তমঃ ॥১
রাবণস্য বধার্থায় ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
তাং ব্রূহি মে মহাদেব বিস্তরেণ জগৎপতে ॥২
যথা স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সম্ভূয় মনুজাকৃতিঃ।
পূজয়ামাস বিশ্বেশীমকালেঽপি মহামতে ॥ ৩
ত্বত্তঃ কশ্চিন্ন বিদ্যেত বক্তা লোকত্রয়ে প্রভো
পবিত্রং কুরু মাং দেব দাসং ত্বং শরণাগতম্ ॥৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দেবীং ত্রৈলোক্যজননীং সম্প্রার্থ্য দশকন্ধরঃ।
তস্যাঃ প্রসাদাত্ত্রৈলোক্যবিজয়ী সমভূৎ পুরা॥৫
তস্য ভাবেন সন্তুষ্টা শর্ব্বাণী ভক্তবৎসলা।
উবাস নগরে তস্য রাবণস্য মহামুনে ॥ ৬
সংস্থিতা তপসঃ পুণ্যং ন যাবৎ ক্ষীণতামগাৎ
নিত্যং বিজয়দা ভূত্বা সহিতা যোগিনীগণৈঃ ॥৭
ক্ষীণে তু তপসঃ পুণ্যে জগৎপীড়নকারণাৎ।
ত্যক্ত্বা তস্য পুরীং দেবী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ॥৮
পূজিতা রামচন্দ্রেণ তং জঘান সবান্ধবম্ ॥ ৯
স রাবণঃ পুরা দর্পাদ্বিজিত্যেন্দ্রাদিদেবতান্।
বিষ্ণুঞ্চ জগতাং নাথং ত্রৈলোক্যং বাধতে স বৈ
ন হবির্ভুঞ্জে দেবাস্তস্মান্মুনিপুঙ্গব।
ন যজ্ঞং মুনয়শ্চক্রুর্ন তপো দেবপূজনম্।
তস্মাদ্রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১১
ভয়াদিন্দ্রঃ প্রতিদিনং গৃহীত্বোপায়নানি চ।
তৎকৃতানুগ্রহাপেক্ষী সংস্থিতঃ সম্মুখে মুনে ॥১২
তথান্যে যে চ দিক্‌পালাশ্চন্দ্রসূর্য্যাদয়ঃ সুরাঃ।

নিধন করিয়াছিলেন, ভূতলে মানবগণ এবং সুরপুরে ব্রহ্মা মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যে পূজা করিয়া পরম মনোভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নারদ মুনি দেবীর সেই পূজা-বিবরণই জানিতে চাহিলেন। ৩৫—৭০।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে জগৎপতি মহাদেব! যে শারদীয়া বার্ষিকী মহাপূজা দেবীর প্রীতিদায়িকা, রঘুবর রাবণবধার্থ পরম ভক্তিভরে যে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহামতি ভগবান্ বিষ্ণু মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে সেই বিশ্বেশ্বরীকে অকালে পূজা করেন, তাহাই আপনি বলুন! এ ত্রিভুবনে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বক্তা আর কেহই নাই। আপনি আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিয়া মাদৃশ শরণাগত জনকে পবিত্র করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—পুরাকালে দশানন ত্রিলোকজননী দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিল! ভক্তবৎসলা ভবানী তাহার ভক্তিভাবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাবণের পুরে বাস করিয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাবণের তপঃপুণ্য ক্ষীণ হইয়াছিল, তত কালই তথায় তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল। তিনি যোগিনীগণসহ নিত্য জয়দায়িনী হইয়া রাবণপুরে অবস্থিত ছিলেন। ১-৭। যখন জগতের পীড়া প্রদান হেতু রাবণের তপঃপুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, তখন চণ্ডবিক্রমা চণ্ডিকা তাহার পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্র কর্তৃক পূজিতা হইয়া রাবণকে সবান্ধবে নিহত করিলেন। ঐ রাবণ পূর্ব্বে স্বীয় দর্পে ইন্দ্রাদি দেবগণকে, এমন কি জগৎপতি বিষ্ণুকেও জয় করিয়া ত্রিলোকের পীড়া জন্মাইতেছিল। হে মুনিবর! দুরাত্মা রাবণরাজভয়ে দেবগণ হবিঃ ভোজন করিতে পারিতেন না; এবং মুনিগণ যজ্ঞ, তপস্যা বা দেবার্চ্চনা করিতে সমর্থ হইতেন না। হে মুনে! ইন্দ্র রাবণের ভয়েই প্রত্যহ উপায়ন লইয়া তদীয় অনুগ্রহপ্রত্যাশায় সম্মুখে অবস্থান করিতেন। চন্দ্র সূর্য্যাদি অন্যান্য দিক্

তে সর্ব্বে তেন দুষ্টেন কৃতা আজ্ঞানুসারিণঃ ॥১৩
ততস্তেনার্দ্দিতা দেবাঃ পৃথিব্যা সহিতা মুনে।
ব্রহ্মণোঽন্তিকমাসাদ্য প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ পুরাঃ।
প্রভো ব্রহ্মন্ জগন্নাথ পৌলস্ত্যতনয়ো মহান্।
রাবণো বরদর্পিষ্ঠস্ত্রিলোকীং বাধতে স্বয়ম্ ॥১৪
তস্য ভারাসহা পৃথ্বী তবান্তিকমুপাগতা।
বধোপায়ং চিন্তয়স্ব তস্য দেব দুরাত্মনঃ ॥ ১৫
ইত্যুক্তস্ত্রিদশৈর্ব্রহ্মা সমাশ্বাস্য বসুন্ধরাম্।
বৈকুণ্ঠং সমুপাগম্য বৈকুণ্ঠেশমুবাচ হ ॥ ১৬
প্রভো ত্রিজগতাং নাথ বিশ্বপালনতৎপর।
লঙ্কায়ামতিদুর্দ্ধর্ষো জায়তে দশকন্ধরঃ।
তং হন্তুং মানুষং দেহং সমাশ্রয় জগৎপতে ॥
যদা মাং তপসারাধ্য বাঞ্ছিতং যাচিতং বরম্।
তদা ন মানুষাবধ্যঃ সম্মোহাৎ প্রতিযাচিতম্ ॥
ভক্ষ্যাংস্তেন বিনিশ্চিত্য কৃত্বাবজ্ঞাং জগৎপতে
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা রাবণং দেবকণ্টকম্।
সপুত্রবান্ধবং দুষ্টং জহি তং বিশ্বপালক ॥ ২০
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা বিষ্ণুস্তমুবাচ মহামতিঃ।
আশ্বাস্য ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ রাবণেন সমর্দ্দিতান্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
আশ্রিত্য মানুষং দেহং ভূত্বা দাশরথিঃ স্বয়ম্।
পাতয়িষ্যামি তং দুষ্টং সপুত্রগণবান্ধবম্ ॥ ২২
কিন্তু দেবাঃ সহায়ার্থং ঋক্ষবানররূপিণঃ।
ভবন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৩
অন্যদ্বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ যদেকমতিদুষ্করম্।
তত্রোপায়ং চিন্তয়স্ব বধার্থং দুষ্টচেতসঃ ॥ ২৪
পূজ্যতে ত্রিজগদ্ধাত্রী দেবী কাত্যায়নী পরা।
সভক্ত্যা তেন দুষ্টেন রাবণেন মহাত্মনা ॥ ২৫
সাপি কাত্যায়নী তুষ্টা নিত্যং তস্য জয়প্রদা।
লঙ্কায়াং কুরুতে বাসং সহিতা যোগিনীগণৈঃ
সা সন্ত্যজতি চেল্লঙ্কাং সুপ্রসন্না ভবেন্ময়ি।
তদা শক্নোমি তং হন্তুং ন চেন্নৈবাস্ম্যহং ক্ষমঃ ॥
তদত্র যদ্বিধেয়ং তৎ কুরুষ্ব কমলাসন।

পালগণকেও সেই দুষ্ট রাক্ষস আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়াছিল। হে মুনে! একদা রাবণ-নিগৃহীত দেবগণ পৃথ্বীসহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ হে জগৎপতে! পৌলস্ত্যনন্দন প্রবল রাবণ দর্পিষ্ঠ হইয়া ত্রিলোকের পীড়া জন্মাইতেছে। এই পৃথ্বী তাহার ভারবহনে অক্ষম হইয়া আপনার নিকট উপস্থিতা। অতএব সেই দুরাত্মার বধোপায় চিন্তা করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা বসুন্ধরাকে সান্ত্বনা দিয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন, সেখানে বৈকুণ্ঠ-পতির নিকট তিনি গিয়া বলিলেন,—হে ত্রিজগৎপতে, বিশ্বপালনতৎপর প্রভো! জানিলাম লঙ্কাবাসী রাবণ অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। অতএব হে জগৎপতে! তাহাকে বধ করিবার জন্য আপনি মানুষদেহ ধারণ করুন। রাবণ যৎকালে তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করে, তখন মানুষকে সে স্বীয় ভক্ষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া মানুষের হস্তে অবধ্য হইবার বর চাহে নাই। অতএব আপনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকণ্টক রাবণকে সপুত্রবান্ধবে নিহত করুন। ৮ ২০। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, বিশ্বপালক বিষ্ণু রাবণার্দ্দিত সর্ব্ব দেবকে সমাশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমি দাশরথি রূপে মানুষ দেহ ধারণ করিয়া সপুত্র-বান্ধবে সেই দুষ্ট রাক্ষসকে বিনাশ করিব। কিন্তু হে দেবগণ! আপনারা আমার সাহায্যার্থ ঋক্ষবানররূপে ভূভার হরণার্থ ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হউন। হে ব্রহ্মন্! সেই দুরাত্মার বধের জন্য এক অতি দুষ্কর উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। আপনি সে বিষয়ে চিন্তা করুন। রাবণ দুষ্টাত্মা হইলেও মহাত্মা; কেন না, সে অতি ভক্তির সহিত ত্রিজগজ্জননী দেবী কাত্যায়নীকে পূজা করে। কাত্যায়নী তুষ্ট হইয়া নিত্য তাহার জয়দায়িনীরূপে যোগিনীগণ সহ লঙ্কায় বাস করিতেছেন। তিনি যদি মৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেই আমি রাবণকে নিহত করিতে পারিব। অতএব হে কমলাসন! এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য হয়

ন বিনানুগ্রহং তস্যাঃ শত্রুং জেতুং ক্ষমো ভবেৎ
অত্যল্পবীর্য্যঃ সুমহান্মহাবলপরাক্রমঃ ।
সানুকূলা জগন্মাতা যাবৎ কাত্যায়নী বিধে ॥
তাবজ্জগদিদং সর্ব্বং নাশয়েদ্যদি রাবণঃ ।
তথাপি তস্য কিং কর্ত্তুং ক্ষমোঽহং বিশ্বপালক

ব্রহ্মোবাচ ।

সত্যমেতজ্জগন্নাথ দুর্গাভক্তিপরায়ণঃ ।
নাবসীদতি দুষ্টোঽপি কদাচিদপি ভূতলে ॥৩২
তথাপ্যুপায়ো ভগবন্ বিদ্যতে তস্য নাশনে ।
তস্যা এব জগৎসর্ব্বং চরাচরমিদং প্রভো ॥ ৩৩
তয়ৈব সৃষ্টং কালে তু তয়ৈব পরিপাল্যতে ।
নাকালে জায়তে তস্যা বিনাশেচ্ছাং জগৎপতে
ত্বমহং বা মহেশানঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়েষু চ ।
নিমিত্তমাত্রং সৈবৈকা কারণং তেষু বস্তুতঃ ॥৩৪
তস্যা মূর্ত্ত্যন্তরাঃ সর্ব্বে বয়ং দেবা জগৎপতে ।
অস্মান্ বিদ্বিষতো রক্ষাং শাশ্বতীং ন করোতি সা

করুন। কোনও মহাবলপরাক্রম মহৎ ব্যক্তিও তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত স্বল্পবীর্য্য শত্রুকেও জয় করিতে পারেন না। হে বিধে! জগন্মাতা কাত্যায়নী যতদিন সেই রাবণের অনুকূলা, তাবৎ সেই রাবণ যদি এই সর্ব্ব জগৎ নাশও করে, তথাপি আমি বিশ্বপালক হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিব না। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগন্নাথ! ইহা সত্যই বটে যে, দুষ্ট ব্যক্তিও দুর্গাভক্তিনিরত হইয়া এ সংসারে অবসাদ প্রাপ্ত হয় না। তথাপি হে ভগবন্! তাহার বিনাশ সাধনের এক উপায় আছে। প্রভো! এই চরাচর সর্ব্বজগৎ দুর্গারই; দুর্গাই কালে ইহা সৃষ্টি করেন; পরিপালন করেন। হে জগৎপতে! অকালে তাঁহার বিনাশেচ্ছা হয় না। তুমি, আমি, মহেশ, আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র; বস্তুতঃ সৃষ্টিস্থিতিলয় ব্যাপারে তিনিই একমাত্র কারণ। আমরা সকলে তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং আমাদিগকে যাহারা দ্বেষ করে, তাহাদিগকে তিনি চিরকালের তরে রক্ষা করেন না।

বাচ ।

গচ্ছামি চ ত্বয়া সার্দ্ধং কৈলাসশিখরং বিধে
প্রার্থয়ামি চ বিশ্বেশীং যথার্থং দুষ্টচেতসঃ ।
পৌলস্ত্যতনয়স্যাস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩৬

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততস্তৌ জগ্মতুঃ শীঘ্রং কৈলাসং মুনিসত্তম ।
যত্রাস্তে সা জগদ্ধাত্রী শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৩৭
তৌ দৃষ্ট্বা তু সমায়াতৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
অভ্যর্চ্চ্যাগমনে হেতুং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গব ॥ ৩৮
ততস্তাবূচতুঃ শম্ভুং বৃত্তান্তং সকলং বিভুম্ ।
চেষ্টিতং রাক্ষসেন্দ্রস্য চাত্মনোশ্চাভিচেষ্টিতম্ ॥
ততস্তে সহিতা দেব-ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
উপতস্থুর্মহাদেবীং পার্ব্বতীং মুনিসত্তম ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা তাং পরমেশানীং সুপ্রসন্নমুখাম্বুজাম্ ।
প্রণেমুস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠা দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৪১
প্রণতান্ বীক্ষ্য সা দেবী স্বশরীরাচ্চ তৎক্ষণাৎ
ভূত্বা পরা মহাদেবী রত্নসিংহাসনে স্থিতা ॥৪২

ভগবান বলিলেন,—বিধে! চলুন, আমিও আপনার সহিত কৈলাসশিখরে যাইতেছি। সেখানে গিয়া দুষ্টচিত্ত পৌলস্ত্য রাবণের যথার্থ বিশ্বেশ্বরীকে প্রার্থনা করি। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! অনন্তর তাঁহারা যথায় জগদ্ধাত্রী মহাত্মা শঙ্কর সহ বিরাজমানা, সত্বর সেই কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে আসিতে দেখিয়া মহেশ্বর সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাদের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন. তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রাক্ষসরাজের, কার্য্যকলাপ এবং নিজেদের চেষ্টা ইত্যাদি সর্ব্ব বৃত্তান্তই শম্ভুর নিকট বলিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একযোগে গিরিনন্দিনী মহাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রসন্নমুখপঙ্কজা পরমেশ্বরীকে দর্শনমাত্র দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। দেবী তাঁহাদিগকে প্রণত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পরম সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। মহাদেবীর সে মূর্ত্তি রত্নসিংহাসনে সমাসীনা।

অষ্টাদশভুজা চারুহারশোভিতবক্ষসী।
প্রসন্নবদনা চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা ॥ ৮৩
সুচারুবদনা স্মেররুচিরাস্যা সুলোচনা।
ভূমেরুত্থায় ভগবান্ বিষ্ণুস্তাং জগদম্বিকাম্।
প্রাঞ্জলিঃপ্রাহ সদ্ভক্ত্যা রোমাঞ্চিতকলেবরঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মাতঃ পৌলস্ত্যতনয়ো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ত্বদনুগ্রহদর্পেণ বাধতে সকলং জগৎ ॥ ৪৫
তেন দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ।
ব্রহ্মাপি মাং বধার্থায় তস্য দেবি দুরাত্মনঃ।
অবোচন্মানুষং দেহং পৃথিব্যাং প্রতিলব্ধয়ে ॥
ময়া প্রতিশ্রুতং তচ্চ তথৈব জগদীশ্বরি।
ভূত্বা দাশরথির্ভূমৌ হনিষ্যে তং দুরাসদম্ ॥ ৪৮
কিন্তু ত্বং সেবিতানেন প্রত্যহং সুমহাত্মনা।
আরাধিতশ্চ ভগবান্ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৪৯
ত্বঞ্চাপি পরমপ্রীত্যা তস্য রক্ষণকারণাৎ।
করোষি বসতিং তস্য পুরে ত্রিদশবন্দিতে ॥
স ময়া তু নিহন্তব্যঃ কথং ত্রিদশকণ্টকঃ।
যস্য সংরক্ষণকরী ত্বং তথাসৌ মহেশ্বরঃ ॥ ৫১
বিশেষতস্ত্বমেবাসি স্বয়ং লঙ্কেশ্বরী শিবে ॥৫২
অতস্তং রক্ষণার্থায় জগতোঽস্য জগন্ময়ি।
যথা বিধেয়ং তদ্‌ব্রূহি নমস্তে জগদম্বিকে ॥৫৩

দেব্যুবাচ।

পূজিতা রাবণেনাহং সুচিরং মধুসূদন।
সত্যং বসামি লঙ্কায়াং তস্য রক্ষণকারণাৎ ॥৫৪
যথা মমার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা রাবণঃ স মহাবলঃ।
মহেশমপি সদ্ভক্ত্যা তথা প্রাপ চ সম্পদম্ ॥৫৫
ন চাবশিষ্টং বিদ্যেত তস্য প্রাপ্যেষু দুর্লভম্।
মনোরথশ্চ সম্পূর্ণঃ পূর্ণঞ্চ তপসঃ ফলম্ ॥ ৫৭
আত্মনঃ স বিনাশায় সাম্প্রতং বলদর্পিতঃ।
বাধতে সকলং বিশ্বং চরাচরমিদং বলাৎ ॥ ৫৯
ময়াপি নিধনে তস্য সাম্প্রতং চিন্ত্যতে স্বয়ম্।
নিমিত্তং যদি চাপ্নোমি তদাহমপি পাতয়ে ॥৫০

অষ্টাদশভুজা, চারুহারশোভিতবক্ষা, প্রসন্নবদনা, সুন্দরচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা সুন্দরদশনা স্মেররুচিরাননা ও সুলোচনা। ভগবান্ বিষ্ণু সেই জগদম্বিকাকে দেখিয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং রোমাঞ্চিতগাত্র ও প্রাঞ্জলি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বলিলেন,—মাতঃ! পৌলস্ত্যনন্দন রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার অনুগ্রহে দর্পিত হইয়া সর্ব্ব জগৎ উৎপীড়িত করিতেছে। তাই দেব-গন্ধর্ব্বগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা সেই দুরাত্মার বধ নিমিত্ত আমাকে ভূতলে মানুষদেহ ধারণ করিতে বলেন। হে জগদীশ্বরি! আমিও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছি। আমি ভূতলে দাশরথি হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্তকে বিনাশ করিব। কিন্তু সেই দুরাত্মা নিত্যই আপনাকে সেবা করে। পরমাত্মা ভগবান্ মহেশ্বরও তাহার আরাধিত। আপনি তো তাহার রক্ষার্থ পরম প্রীতিভরে তৎপুরে বাসই করিতেছেন। সুতরাং হে দেববন্দিতে! আপনি যাহার রক্ষাকর্ত্রী, এবং শিব যাহার সহায় বিশেষতঃ আপনি শিবা স্বয়ং যাহার লঙ্কাপুরের অধীশ্বরী, সেই দেবকণ্টক রাক্ষসকে আমি কিরূপে সংহার করিব? তাই বলিতেছি, হে জগন্ময়ি! এই জগৎরক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই নির্দ্দেশ করুন; হে জগদম্বিকে! আপনাকে নমস্কার করি।২১—৫৩। দেবী কহিলেন,—মধুসূদন! সত্যই বটে, রাবণ আমার চিরপূজক; তাহার রক্ষার জন্য আমি যে লঙ্কায় বাস করি, তাহাও সত্য। মহাবল রাবণ আমাকে যেমন অর্চ্চনা করে, তদ্রূপ ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া মহেশকেও সে পূজা করিয়া থাকে। তাই তাহার সম্পদপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাহার পাইবার অবশিষ্ট কিছুই নাই। প্রাপ্য মধ্যে দুর্লভ কিছুই নাই। তদীয় মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তপস্যার ফল সম্পূর্ণ ফলিয়াছে। এক্ষণে সে আত্মবিনাশের জন্যই বলদর্পিত হইয়া এই চরাচর সর্ব্ব বিশ্ব সবলে উৎপীড়িত করিতেছে। আমিও তাহার নিধনার্থ সম্প্রতি চিন্তা করিতেছি। যদি নিমিত্ত

তং দুষ্টং কিন্তু নো সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রাহন্তুমুৎসহে
তদ্রক্ত ব্রহ্মণা প্রোক্তং যাহি মানুষতাং স্বয়ম্ ।
যতস্ব তদ্বধে চাপি সাহায্যং তে করিষ্যতি ॥৫৯
ত্বয়ি মানুষতাং জাতে কমলাপি মদংশজা ।
মানুষং দেহমাশ্রিত্য সম্ভবিষ্যতি ভূতলে ॥৬০
তাং দৃষ্ট্বা চাতিলোভেন হরিষ্যতি সুদুর্ম্মতিঃ ।
স্মরঃস্মরতিমোহেন মম মূর্ত্যন্তরং বলাৎ ॥৬১
তস্যাং লঙ্কা প্রবিষ্টায়াং শিবস্যানুমতে এবম্ ।
ত্যক্ষ্যামি লঙ্কানগরীং বিনাশায় দুরাত্মনঃ ॥৬২
মম মূর্ত্যন্তরাং লক্ষ্মীমবমংস্যতি তাং যদা ।
তদৈব মম কোপেন স নাশং সমবাপ্স্যতি ॥৬৩
ত্যক্তায়ান্ত ময়া তস্যাং লঙ্কায়াং মধুসূদন ।
শম্ভুর্বানররূপেণ ভস্মসাত্তাং করিষ্যতি ॥৬৪
অহং ত্বয়া তু স্মর্ত্তব্যা সর্ব্বদা মধুসূদন ।
বধার্থং তস্য দুষ্টস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬৫
ত্বয়ি মানুষতাং জাতে সূর্য্যবংশে রঘোঃ কুলে
ব্রহ্মপুত্রো বশিষ্ঠস্ত্বাং মন্ত্রং গ্রাহয়িষ্যতি ॥ ৬৬
তন্মন্ত্রং সমরে তাত স্মরিষ্যসি সুগোপিতম্ ।
স্বকার্য্যমাত্মনশ্চাপি রাবণস্য বধায় চ ॥ ৬৭
ন তদা স্তেন নিক্ষিপ্তা অপি বাণাঃ সুদারুণাঃ
ত্বাং ভেৎস্যন্তি রণে ঘোরে কদাচিন্মধুসূদন ॥
তস্মিন্ বাণপ্রহরণে স্মর্ত্তব্যাহং মহামতে ।
সংহারকারিণী নিত্যং ভবতস্তে বিজয়ো ভবেৎ
মৎপ্রসাদাৎ সুদুর্লঙ্ঘ্যং সমুদ্রমপি হেলয়া ।
উত্তীর্য্য বানরৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কামেষ্যসি নিশ্চিতম্
ব্রহ্মোপদেশতস্তাত শরৎকালে বিধানতঃ ।
সমুদ্রতীরে কৃত্বা তু মৃন্ময়ীং প্রতিমাং শুভাম্ ॥
মাং প্রপূজ্য বিধানেন বেদোক্তেন জনার্দ্দন ।
পাতয়িষ্যসি দুর্দ্ধর্ষং রথাদ্ধেমপরিষ্কৃতাৎ ॥ ৭২
তং হত্বা সমরে বীরং সপুত্রগণবান্ধবম্ ।
লঙ্কাজয়ীতি বিখ্যাতিং মৎপ্রসাদাদবাপ্স্যসি ॥
তস্মান্মানুষতাং যাহি দ্রুতং ত্বং মধুসূদন ।
বধায় রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৭৪

পাই, তাহা হইলে উহার আমি নিপাত সাধন করি, পরন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বয়ং তাহাকে নিধন করিতে পারি না। ব্রহ্মা উত্তম কথাই বলিয়াছেন। আপনি মনুষ্য দেহই ধারণ করুন এবং তাহার বধার্থ চেষ্টা করুন। আমি আপনার সাহায্য করিব। আপনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে কমলাও আমার অংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মানবী হইয়া ভূতলে জন্ম লইবেন। দুর্ম্মতি রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া লোভ বশতঃ রমণেচ্ছায় অরণ্য হইতে হরণ করিবে। তিনি লঙ্কাপ্রবেশ করিলে শম্ভুর অনুমতিক্রমে আমিও সেই দুরাত্মার বিনাশের জন্য লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিব। মদীয় অন্য মূর্ত্তি লক্ষ্মীকে যখন অবমাননা করিবে, তখনই আমার কোপে রাবণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে মধুসূদন! আমি লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিলে শম্ভু বানররূপে তাহাকে ভস্মসাৎ করিবেন। আপনি সেই দুষ্ট রাবণের বধার্থ সর্ব্বদা আমায় স্মরণ করিতে থাকিবেন। সূর্য্যবংশে রঘুকুলে মনুষ্যরূপে তুমি অবতীর্ণ হইলে, ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ তোমায় মন্ত্রদীক্ষিত করিবেন ।৫৪—৬৬। হে তাত! সেই সুগোপিত মন্ত্র তুমি সমরে আত্মকার্য ও রাবণবিনাশের জন্য স্মরণ করিতে থাকিবে। ইহাতে রাবণনিক্ষিপ্ত দারুণ বাণ সকল ঘোর সমরে তোমার গাত্র ভেদ করিতে পারিবে না। হে মহামতে! সেই বাণপ্রহারকালে আমায় তুমি স্মরণ করিবে। আমি সংহারকারিণী; আমার স্মরণে তোমার নিত্যই জয়লাভ হইবে। মৎপ্রসাদে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরও তুমি হেলায় লঙ্ঘন করিয়া বানরগণ সহ নিশ্চয় লঙ্কাপুরে উপনীত হইবে। বৎস! ব্রহ্মার উপদেশে শরৎকালে সমুদ্রতীরে যথাবিধি মৃন্ময় প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া বেদোক্ত বিধানে আমার পূজা করিবে। সেই পূজার ফলে দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে তুমি হেমপরিষ্কৃত রথ হইতে ভূপাতিত করিবে। সেই বীর রাবণকে মৎপ্রসাদে সপুত্রবান্ধবে নিহত করিয়া জগতে তুমি লঙ্কাজয়ী খ্যাতিপ্রাপ্ত হইবে। তাই

শ্রীভগবানুবাচ।

যদি তস্য দৃঢ়া ভক্তিস্ত্বয়ি স্মরতি ভক্তিতঃ।
কথং ত্যক্ষ্যসি তল্লঙ্কাং মাতস্ত্বং করুণাময়ি ॥৭৫
সঙ্কটেঽপি সুদুর্দ্ধর্ষস্ত্বাং স্মরিষ্যতি ভক্তিতঃ।
তৎকথং তং হনিষ্যামি তন্মে বদ সুরেশ্বরি ॥৭৬
যে ত্বাং স্মরন্তি তান্ শম্ভুস্তথাহং শমনোঽপি চ
সায়ুধৈশ্চানুসঙ্গম্য রক্ষামোঽতি মহাভয়ে ॥ ৭৭
তৎকথং সংস্মরন্তং ত্বাং সমরে রাবণং শিবে।
অরক্ষবন্নিষ্যামি ত্বদ্ভক্তং পরমেশ্বরি ॥ ৭৮

দেব্যুবাচ।

সত্যমেব মহাবাহো সমরে মাং স্মরিষ্যতি।
তথাপি স যথা মৃত্যুং সমবাপ্স্যতি তচ্ছৃণু ॥৭৯
মমৈবৈতজ্জগৎ সর্ব্বং জগদ্রূপাহমেব হি।
এতস্য পীড়নেনৈব জায়তে মম পীড়নম্ ॥ ৮০
এবং প্রপীড়য়ন্ ভক্ত্যা যো মাং স্মরতি শঙ্কটে
নৈহিকং হি ফলং তস্য কিন্তু পারত্রিকং ভবেৎ
অবিদ্বিষন্ জগৎ সর্ব্বং যো মাং স্মরতি ভাবতঃ
তস্যাহং রক্ষণকরী পরত্রেহ চ সর্ব্বদা ॥ ৮২
যূয়ঞ্চ তস্য রক্ষায়ৈ যতিষ্যথ মহামতে।
স তু যস্মাৎ মহাভীতঃ সংস্মরিষ্যতি সঙ্কটে।
তস্য তদ্ধি ফলং বিদ্ধি যন্মোক্ষং সমবাপ্স্যতি ॥
ইহ ভুক্ত্বা পরং ভোগং যথাভিলষিতং চিরম্।
পরত্র মোক্ষং পরমং সমেষ্যতি সুদুর্লভম্ ॥ ৮৪
কিমিতো দেহিনামস্তি ফলং বা মধুসূদন।
ময়ি লঙ্কাপুরে তস্য স্থিতায়াং ন দুরাসদঃ ॥ ৮৫
সমেষ্যতি রণে মৃত্যুং তেন ত্যক্ষ্যামি তাং পুরীম্
রক্ষিষ্যামি ন বা যুদ্ধে জগৎপীড়নকারণাৎ ॥৮৫
তস্মাদ্যূয়ং যত্তাঃ যাহি মহেশং প্রণিপত্য চ ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

বলিতেছি, হে মধুসূদন! সত্বর তুমি দুরাত্মা রাক্ষসরাজের বধের নিমিত্ত মানুষদেহ ধারণ কর। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মাতঃ! করুণাময়ি! তোমাতে রাবণের দৃঢ়াভক্তি, ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য সে তোমায় স্মরণ করে; সুতরাং কিরূপে আপনি তাহার লঙ্কা ত্যাগ করিবেন? দুর্দ্ধর্ব রাবণ সঙ্কটকালেও আপনাকে স্মরণ করিবে। অতএব হে সুরেশ্বরি! কিরূপে আমি তাহার বধ সাধন করিব? মহাভয়ে যাহারা আপনার স্মরণ করে, শম্ভু, আমি এবং যম আমরা আয়ুধহস্তে তাঁহাদিগকেই রক্ষা করিয়া থাকি। এ অবস্থায় হে শিবে! রাবণ সমরে আপনার স্মরণ করিতে থাকিলে, কিরূপে সেই ভগবতীভক্তকে রক্ষক-শূন্যের ন্যায় নাশ করিব? ভগবতী কহিলেন,—হে মহাবাহো! এ কথা সত্য বটে যে, সমরে রাবণ আমাকে স্মরণ করিবে। তথাপি তাহার যেরূপে মৃত্যু হইবে, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি জগৎস্বরূপা; এই সমস্ত জগৎ আমারই, সুতরাং জগতের পীড়নায় আমারও পীড়ন হয়। অতএব যে ব্যক্তি একদিকে জগতের পীড়া জন্মাইবে, অন্যদিকে সঙ্কটে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিবে এরূপ ভক্তের ঐহিক ফল নাই; পরন্তু তাহার পারত্রিক ফল ফলিবে। জগতের শত্রুতাচরণ না করিয়া যে আমায় ভক্তির সহিত স্মরণ করে, কি ইহকালে কি পরকালে, সর্ব্বদাই আমি তাহার রক্ষণ-করী! হে মহামতে! তোমরা তাহার রক্ষার জন্য যত্ন করিবে। তবে সে যে সঙ্কটকালে অত্যন্ত ভীত হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে, তাহার ফল ইহাই জানিয়া রাখিবে যে, অন্তে তাহার মোক্ষলাভ হইবে। ইহকালে যথাভিলষিত পরম ভোগ উপভোগ করিয়া পরকালে রাবণ পরম দুর্লভ মোক্ষ লাভ করিবে।—হে মধুসূদন! দেহীদিগের ইহা অপেক্ষা আর অধিক ফল কি আছে? যাহা হউক আমি লঙ্কাপুরে থাকিলে, সেই দুর্দ্ধর্ব রাবণ সমরে মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে না; অতএব আমি সেই পুরী পরিত্যাগ করিব। তাহা দ্বারা জগৎ উৎপীড়িত হইতেছে, এই কারণে তাহাকে আমি রক্ষা করিব না।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্মধুসূদনঃ।
প্রণিপত্য মুহুর্ভক্ত্যা হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ ॥ ১॥
মহেশং বচনং প্রাহ সার্দ্ধং কমলযোনিনা ॥২

ভগবানুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ দেবী ভগবতী স্বয়ম্।
যথা প্রাহ সমক্ষং তে তৎসর্ব্বং শ্রুতবানসি ॥ ৩
ইদানীং ত্বয়া কার্য্যং সাহায্যং মম শঙ্কর।
তদ্ব্রূহি ত্বং মহেশান বধার্থং তস্য দুর্ম্মতেঃ ॥৪

শ্রীশিব উবাচ।

অহং বানররূপেণ সম্ভূয় পবনাত্মজঃ।
সাহায্যন্তে করিষ্যামি যথোচিতমরিন্দম ॥ ৫
উল্লঙ্ঘ্য সাগরং ঘোরং সমন্বেষ্য চ তেহঙ্গনাম্
প্রীতিং তে জনয়িষ্যামি সর্ব্বদা মধুসূদন ॥৬
অন্যচ্চাপি মহৎ কর্ম্ম করিষ্যামি সুদারুণম্।
ত্রৈলোক্যদুষ্করং বিষ্ণো তব প্রীতিবিবর্দ্ধনম্ ॥
ময়ি লঙ্কাং প্রবিষ্টে চ স্বয়ং বানররূপিণি।
লঙ্কেশ্বরী স্বয়ং লঙ্কাং পরিত্যক্ষ্যতি নিশ্চিতম্
ইতি তে যন্ময়া কার্য্যং সাহায্যং তৎ প্রতিশ্রুতম্
ব্রহ্মায়ং ভবতঃ প্রীত্যৈ কিং করিষ্যতি যাচতঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শম্ভুনা বিষ্ণুঃ স্মিত্বা কমলসম্ভবম্
অবৈক্ষত মহাবাহুর্হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ১০
ততো ব্রহ্মাপি বিজ্ঞায় বিষ্ণোরীপ্সিতমেব ।
প্রহসন্ বচনং প্রাহ নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ।

অহং তব সহায়ার্থমৃক্ষযোনৌ নিজাংশতঃ।
সম্ভবিষ্যামি ভগবন্মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১২
দাস্যামি মন্ত্রণাং তুভ্যং শুভং তব হিতেরতঃ।
ধর্ম্মঃ স্বয়ন্তু সঞ্জাতো লঙ্কায়াং হি বিভীষণঃ ॥ ১৩
ভ্রাতা রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
সোঽপি তং পরিসন্ত্যজ্য ত্বৎসহায়ীভবিষ্যতি

অতএব মহেশকে প্রণিপাত করিয়া তুমি মনুষ্যদেহ ধারণ কর। ৬৭—৮৬।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ভগবান্ মধুসূদন দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণিপাতপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে কমলযোনির সহিত একযোগে মহেশকে বলিলেন,—হে জগন্নাথ, দেবদেব! দেবী ভগবতী আপনার সমক্ষে যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই আপনি শুনিয়াছেন। হে শঙ্কর! অধুনা সেই দুর্ম্মতির বধের জন্য আপনি যেরূপ সাহায্য করিবেন, তাহা আমার নিকট বলুন। শ্রীশিব কহিলেন,—আমি পবনাত্মজ হইয়া বানরাকারে জন্মিব; তদবস্থায় আমা দ্বারা তোমার যথোচিত সাহায্য হইবে। হে মধুসূদন! আমি তখন ঘোর সাগর লঙ্ঘন করিয়া তোমার পত্নীর অনুসন্ধান করিব এবং সর্ব্বদা তোমার প্রীতি জন্মাইব। হে বিষ্ণো! তোমার প্রীতিকর ত্রিলোকদুষ্কর অন্য এক মহৎকার্য্যও আমি করিব। আমি লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, বানররূপিণী স্বয়ং লঙ্কেশ্বরী নিশ্চয়ই লঙ্কা ত্যাগ করিবেন। তৎকালে আমি তোমার যাহা সাহায্য করিব, এই তাহা প্রতিশ্রুত হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই ব্রহ্মা আপনার প্রীতির জন্য কি করিবেন? ১-৯। মহাদেব কহিলেন,—বিষ্ণু শম্ভু কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক হর্ষনির্ভরমনে কমলযোনির দিকে তাকাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাস্য করত অনাময় নারায়ণকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি ভবদীয় সাহায্যের নিমিত্ত নিজ অংশে ঋক্ষযোনিতে উৎপন্ন হইব এবং তোমার হিতনিরত হইয়া তোমাকে শুভ মন্ত্রণা দান করিব। স্বয়ং ধর্ম্ম লঙ্কায় বিভীষণরূপে জন্মিয়াছেন। তিনি রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণের ভ্রাতা। রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই

গচ্ছ মানুষতাং দেব রক্ষ বিশ্বং চরাচরম্ ॥ ১৫
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সম্প্রার্থ্য পরমেশ্বরীম্।
পৃথিব্যাং জন্ম সম্প্রাপ্য রাজ্ঞো গেহে মহাত্মনঃ
স্বয়ং দশরথস্যৈকশ্চতুর্দ্ধা মুনিসত্তম ॥ ১৭
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব ভরতশ্চ মহাবলঃ।
শত্রুঘ্নো রূপসৌন্দর্য্যশালিনস্তে মহাবলাঃ ॥ ১৮
শ্রীরামভরতৌ তত্র শ্যামৌ দূর্ব্বাদলপ্রভৌ।
সমুৎকনকগৌরাঙ্গৌ যৌ তদন্যৌ মহামতে ॥
রামস্যানুগতো নিত্যং লক্ষ্মণো লক্ষণান্বিতঃ।
ভরতস্য তু শত্রুঘ্নো বাল্যাবধি মহামুনে ॥ ২০
লক্ষ্মীশ্চাপি সমুদ্ভূয় ক্ষিতৌ পরমসুন্দরী।
স্থিতা জনকরাজস্য গেহে কন্যাস্বরূপিণী ॥ ২১
তথা ব্রহ্মা নিজাংশেন বভূব পৃথিবীতলে।
ঋক্ষযোনৌ মহাবুদ্ধির্জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২২
মহেশশ্চ তথাংশেন ভূত্বা পবননন্দনঃ।
হনুমানিতি বিখ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৩
কিষ্কিন্ধ্যায়াং স্থিতো বীরো মন্ত্রী বানরভূপতেঃ
তথান্যে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ঋক্ষবানররূপিণঃ।
সংস্থিতা কাননে বিষ্ণুং প্রতীক্ষন্তো মহামতে ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

বিভীষণ আপনার সাহায্যকারী হইবেন। অতএব হে দেব! মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন। এই চরাচর বিশ্ব রক্ষা করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে পরমেশ্বরীকে প্রার্থনা করিয়া মহাত্মা দশরথ রাজার গৃহে চতুর্দ্ধা দেহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবল রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি নামে তাঁহারা অভিহিত। রামাদি চারি ভ্রাতাই সৌভাগ্যশালী। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরাম এবং ভরত দূর্ব্বাদলপ্রভ শ্যামবর্ণ এবং লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন উজ্জল কনকবৎ গৌরাঙ্গ। হে মহামুনে! সুলক্ষণ লক্ষ্মণ নিত্যই রামের এবং শত্রুঘ্ন বাল্যাবধি ভরতের অনুগত। পরমা সুন্দরী লক্ষ্মী ক্ষিতিতলে উৎপন্ন হইয়া জনকরাজগৃহে কন্যারূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্বীয় অংশে ঋক্ষযোনিতে উৎপন্ন হইয়া মহাবুদ্ধি জাম্ববান্ নামে বিখ্যাত হইলেন। মহেশ অংশক্রমে পবননন্দনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া মহাবলপরাক্রম হনুমান্ নামে খ্যাতিলাভ করিলেন। তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় বানর ভূপতির মন্ত্রী হইয়া রহিলেন। হে মহামতে! অন্যান্য ত্রিদশগণ ঋক্ষবানররূপে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর প্রতীক্ষায় কাননমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০—২৪।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
অথ তং রামচন্দ্রঞ্চ ভরতং লক্ষ্মণং তথা।
শত্রুঘ্নঞ্চ বশিষ্ঠঃ স সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যশিক্ষয়ৎ ॥ ১
দীক্ষাঞ্চ কারয়ামাস দেব্যামন্ত্রেণ নারদ।
বভূবুস্তেঽপি চত্বারঃ সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ ॥ ২
অথৈকদা সমাগত্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
মখসংরক্ষণার্থায় শ্রীরামস্য সলক্ষ্মণম্।
অনয়ৎস্বতপোঽরণ্যং সম্প্রার্থ্য পিতরং তয়োঃ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে মহর্ষি বশিষ্ঠ সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। হে নারদ! দেবীমন্ত্রে তাঁহাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের দীক্ষা হইল। তাঁহারা চারি ভ্রাতাই সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্বশস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র আসিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় তপো-

তত্র গত্বা মহাবাহুস্তাড়কাং ঘোররাক্ষসীম্ ।
নিহত্য তন্মুনেশ্চাপি শস্ত্রাস্ত্রাণি গৃহীতবান্ ।৪
ততো গত্বা তপোঽরণ্যে মখবিঘ্নকরং মুনেঃ ।
সুবাহুমদহৎ ক্ষিপ্রং বাণমেকং মহাবলঃ । ৫
অপরেণৈকবাণেন মারীচং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ।
সাগরে প্রাক্ষিপদ্রামঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ । ৬
ততস্তেন মুনীন্দ্রেণ সার্দ্ধং স রঘুনন্দনঃ ।
মিথিলাং প্রযযৌ শীঘ্রং বিমোচ্য ব্রহ্মণঃ সুতাম্
ততো জনকরাজস্য পুরীং গত্বা মহাবলঃ ।
বভঞ্জ ধনুরত্যুগ্রং মহেশস্য মহামুনে ।৮
ততঃ স রাজা সন্তুষ্টো বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ।
সপুত্রং পুরমানায্য মহোৎসবপুরঃসরম্ । ৯
তৎসুতেভ্যশ্চতুর্ভ্যশ্চ চতস্রঃ কন্যকা দদৌ ।১০
রামায় প্রদদৌ সীতাং লক্ষ্মণায়োর্ম্মিলাং দদৌ
ভরতায় সুতাং প্রাদান্মাণ্ডবীং মুনিপুঙ্গব ।১১
শত্রুঘ্নায় দদৌ কন্যাং শ্রুতকীর্ত্তিং শুভাননাম্
তাসাং সীতা তু সম্প্রাপ্তা যজ্ঞভূমিবিশোধনে
ঊর্ম্মিলৌরসসম্ভূতা শেষপরে ভ্রাতৃকন্যকে । ১৩
অথ তাং পরিসংগৃহ্য চত্বারো ভ্রাতরশ্চ তে ।
পিত্রা সহ যযুঃ শীঘ্রং পুরং প্রতি মহামতে । ১৪
পথি তত্র সমায়াতো ভার্গবো বলদর্পিতঃ ।
তস্য সংচূর্ণয়ামাস দর্পং রামো মহাবলঃ । ১৫
ততঃ পুরং সমাগত্য রামরাজ্যাভিষেচনে ।
উদ্যোগমকরোদ্রাজা সহামাত্যৈর্মহামতে ।১৬
তত্রাভবন্মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিদশা বিঘ্নকারিণঃ । ১৭
যযাচে কৈকয়ী তেন রাজ্যং পুত্রস্য কারণাৎ ।
রামস্য বনবাসঞ্চ চতুর্দ্দশ সমা ইতি । ১৮
সত্যসন্ধো দশরথস্তস্যৈ তচ্চ বরং দদৌ ।১৯
তেন রাজ্যং পরিত্যজ্য সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
প্রতস্থে দণ্ডকারণ্যে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।২০
প্রণম্য পিতরৌ ভক্ত্যা বশিষ্ঠঞ্চ গুরুং মুনে ।
সন্ধ্যায় চেতসা দেবীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ । ১
রাবণস্য বধার্থায় যাত্রাঞ্চক্রে রঘূদ্বহঃ ।

বনে লইয়া গেলেন। মহাবাহু রাম তথায় যাইবার পথে তাড়কানাম্নী ভীষণা রাক্ষসীকে নিহত করিয়া মুনির নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাবল রাম তপোবনে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞবিঘ্নকর সুবাহুকে একটী বাণক্ষেপে দগ্ধ করিলেন। বাহুবলদর্পিত রাম অপর এক বাণে রণদুর্ম্মদ মারীচকে সাগরে ক্ষেপণ করিলেন। অতঃপর রঘুনন্দন পথে ব্রহ্মসুতা অহল্যাকে মোচন করিয়া সেই মুনীন্দ্র সহ সত্বর মিথিলায় গেলেন। পরে মহাবল রাম জনকরাজের পুরে গিয়া মহেশের অত্যুগ্র ধনুঃ ভঞ্জন করিলেন। তৎপরে রাজা জনক, তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ দশরথ নৃপতিকে মহোৎসবপুরঃসর স্বীয়পুরে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে চারি কন্যা প্রদান করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! ঐ কন্যাচতুষ্টয়ের নাম—সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি। ইঁহাদের মধ্যে সীতা রামকে, ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণকে, মাণ্ডবী ভরতকে এবং শ্রুতকীর্ত্তি শত্রুঘ্নকে প্রদত্ত হইল। সীতা যজ্ঞভূমিশোধনকালে লব্ধ হইয়াছিলেন। ঊর্ম্মিলা জনকের ঔরস কন্যা; মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা। হে মহামতে! রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় তখন স্ব স্ব পত্নী লইয়া পিতার সহিত স্বীয়পুরে আগমন করিলেন। পথমধ্যে বলদর্পিত ভার্গব আসিয়াছিলেন। মহাবল রাম তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ রাজধানীতে আসিয়া অমাত্যবর্গ সহ রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্‌যোগ করিলেন। হে মুনিবর! তাহাতে দেবগণ বিঘ্নকর্ত্তা হইলেন। তাই কৈকয়ী পুত্র ভরতের জন্য রাজ্য এবং রামের জন্য চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসপ্রার্থনা করিলেন। সত্যসন্ধ দশরথ তাঁহাকে সেই বর দিলেন।১—১৯। এ নিমিত্ত সত্যপরাক্রম রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। রঘুবর রাম পিতা মাতা ও গুরু বশিষ্ঠদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া চিত্তে দেবীকে ধ্যান ও পুনঃপুনঃ প্রণামান্তে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের দশমী-

দশম্যাং শুক্লপক্ষস্য পুষ্যায়াং মুনিসত্তম ॥ ২২
রাজা তু শোকদুঃখার্ত্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ।
সুমন্ত্রনেত্রং রামস্তু রথমারুহ্য নারদ ।
সানুজঃ সীতয়া সার্দ্ধং স্বপুরান্নির্জগাম হ ॥ ২৪
পৌরাশ্চ শোকদুঃখার্ত্তাস্তং পশ্চাদনুজগ্মিরে ॥
তাংস্ত্যক্ত্বা তু সমাগত্য শৃঙ্গবেরপুরং ততঃ ।
সুমন্ত্রং সরথং রামো বিসসর্জ্জ মহামতিঃ ॥ ২৬
তত্র কৃত্বা জটাং রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
সীতয়া নাবমারুহ্য গঙ্গামুত্তীর্য্য নারদ ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রায়াচ্চিত্রকূটং ততো যযৌ ॥ ২৭
রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা সুমন্ত্রস্য মুখান্মুনে ।
বনপ্রবেশং রামস্য দুঃখাৎ প্রাণান্মুমোচ হ ॥ ২৮
ভরতস্তু সমাগত্য মাতুলস্য গৃহাত্ততঃ ।
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং রাজ্ঞো ন ভরং ভর্ৎসয়ন্মুহুঃ ॥ ২৯
সামাত্যঃ সানুজঃ প্রায়াদ্রামচন্দ্রস্য সন্নিধিম্ ।
পুরপ্রত্যাগমে যত্নমকরোত্তরতস্তদা ॥ ৩০
তদনাদায় রামোঽগাদ্দেবকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে ।
সুঘোরং দণ্ডকারণ্যং সান্ত্বয়ন্ ভরতং বহু ॥ ৩১
ততস্তদাজ্ঞয়া সোঽপি ভরতো বিনিবর্ত্তিতঃ ।
সানুজঃ সংস্থিতো নন্দিগ্রামে পরিজনৈর্বৃতঃ ॥
ভূমিশায়ী জটাধারী রাজভোগবিবর্জ্জিতঃ ।
চিন্তয়ংশ্চেতসা রামং চতুর্দ্দশসমা মুনে ॥ ৩৩
প্রতীক্ষ্য রামচন্দ্রস্য রাজ্যং প্রত্যাগমং পুনঃ ॥
রামস্তু দণ্ডকারণ্যে বিরাধং ঘোররূপিণম্ ।
হত্বা রাক্ষসনাশায় কিয়ৎকালমুবাস হ ॥ ৩৫
নির্ম্মায় পর্ণশালাস্তু পঞ্চবট্যাং মহামতে ॥ ৩৬
তত্র শূর্পণখানাম্নী রাক্ষসী কামরূপিণী ।
সমেত্য রাঘবং ভর্ত্তুং পতিমৈচ্ছৎ স্মরাতুরা ॥
তাং জ্ঞাত্বা রাক্ষসীং দুষ্টাং লক্ষ্মণো ভ্রাতৃশাসনাৎ ।
চিচ্ছেদ কর্ণৌ নাসাঞ্চ খড়্গেন মুনিপুঙ্গব ॥ ৩৮
ততঃ সা রুদতী গত্বা ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ ।
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধা রাক্ষসী ভীমরূপিণী ॥ ৩৯

দিনে রাবণবধার্থ যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথ শোক দুঃখে পীড়িত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম সুমন্ত্রপরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ স্বীয় পুরী হইতে নির্গত হইলেন। পৌরগণ শোকদুঃখার্ত্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। মহামতি রাম, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্গবেরপুরে আগমনপূর্ব্বক রথসহ সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন। এই স্থানে জটাবন্ধন করিয়া রাম সীতা ও ভ্রাতা সহ নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইলেন; পরে ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিলেন; শেষে সেস্থান হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। রাজা দশরথ সুমন্ত্র-মুখে রামের বনপ্রবেশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলেন। পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন, মাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন; পরে শত্রুঘ্ন সহ রামচন্দ্রসমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে অযোধ্যাপুরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাম রাজ্যগ্রহণ করিলেন না, তিনি ভরতকে বহু সান্ত্বনা দিয়া সুরকার্য্য সিদ্ধির জন্য ঘোর দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। অনন্তর রামের আজ্ঞায় ভরত শত্রুঘ্ন সহ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং নন্দিগ্রামে আসিয়া পৌরজন সহ ভূশায়ী, জটাধারী, ও রাজভোগ-বর্জ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের অযোধ্যারাজ্যে পুনঃপ্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবৎ রামপদানুধ্যানে রাজ্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে, বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়া পঞ্চবটীতে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক অন্যান্য রাক্ষসনাশের জন্য কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন। তথায় সূর্পণখানাম্নী কামরূপিণী কামার্ত্তা রাক্ষসী আসিয়া রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা করিল। লক্ষ্মণ সেই দুষ্টা রাক্ষসীর অভিপ্রায় বুঝিয়া ভ্রাতার আদেশে খড়্গাঘাতে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। ২০—৩৮। অনন্তর ক্রোধিনী ভীষণরূপিণী,

শূর্পণখোবাচ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো ভ্রাত্রা সহ স্বয়ম্
আগতো দণ্ডকারণ্যে শ্যামো দুর্বলপ্রভঃ ॥ ৪০
তস্যাঙ্গনাপি তেনৈব সার্দ্ধং তত্র সমাগতা ॥ ৪১
যথা সা রূপসৌন্দর্য্যশালিনী নতথা কচিৎ।
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে কৈশ্চিদৃষ্টং শ্রুতং ন বা
ত্বদর্থে তাং সমানেতুং গতা তস্যানুজো মম।
চিচ্ছেদ কর্ণৌ নাসাঞ্চ তেনাহমাগতান্তিকম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৌ খরদূষণৌ।
রাক্ষসানাং পরিবৃতৌ চতুর্দ্দশসহস্রকৈঃ ॥ ৪৪
জগ্মতুঃ কাননে তত্র যত্রাস্তে রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৫
তান্ জঘান শরব্রাতৈ রামচন্দ্রঃ সমাগতান্ ॥ ৪৬
ততঃ শূর্পণখা গত্বা লঙ্কায়াং শোকবিহ্বলা।
বৃত্তান্তং এবয়ামাস রাবণায় মহামতে ॥ ৪৭
স তস্যাঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা সীতায়া রূপমুত্তমম্।
কুণ্ঠিতঃ কালপাশেন তাং হর্ত্তুং মতিমাদধে ॥

ততঃ সহায়ং কৃত্বা তু মারীচং তাড়কাসুতম্।
তাং হর্ত্তুকামঃ প্রযযৌ জানকীং তত্র স রাবণঃ ॥
মারীচস্তু বিনিশ্চিত্য শ্রীরামান্মৃত্যুমাত্মনঃ।
মায়াস্বর্ণমৃগো ভূত্বানয়দ্রামং সুদূরতঃ ॥ ৫০
রামস্তং প্রাহিণোদ্বাণং তেন বিদ্ধঃ স রাক্ষসঃ।
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে লক্ষ্মণেতি বদন্মুহুঃ ॥ ৫১
তচ্ছব্দং রামচন্দ্রেণ ভাষিতং জনকাত্মজা।
মত্বা প্রস্থাপয়ামাস রামং প্রতি চ লক্ষ্মণম্ ॥ ৫২
এতস্মিন্নন্তরে সোঽপি সমাগত্য দশাননঃ।
জহার জানকীং লক্ষ্মীং দেব্যা মূর্ত্ত্যন্তরং বলাৎ
তদৈব ভস্মসাৎ কর্ত্তুং সমর্থাপি সুরেশ্বরী।
নাকরোৎপ্রার্থিতা যস্মাৎ দেবীরূপেণ্ তৎসদা
রাবণেন নয়ন্তীং তাং জটায়ুঃ পক্ষিপুঙ্গবঃ।
ত্রাতুকামোঽকরোদ্যুদ্ধং রাবণেন দুরাত্মনা ॥
স তস্য পক্ষৌ ছিত্বা তু বলাদ্রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
তাং নীত্বা প্রযযৌ লঙ্কাং রাত্রৌ দেবর্ষিসত্তম ॥

রাক্ষসী কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ভ্রাতা খর-দূষণকে বলিল,—অযোধ্যাধিপতি দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরমা সুন্দরী পত্নী; সেরূপ সুন্দরী স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা পাতালে কেহই কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই। আমি তোমাদের জন্য তাহাকে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু রামের অনুজ লক্ষ্মণ আমার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছে। তাই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—রাক্ষস খর-দূষণ শূর্পণখার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সমভিব্যাহারে রঘুনন্দনের সন্নিধানে গমন করিল। রাক্ষসগণ উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাহাদিগকে শরনিকরপাতে নিহত করিলেন। অনন্তর শোকবিহ্বলা শূর্পণখা রাবণসমীপে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। রাবণ তাহার মুখে সীতার উত্তম রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণান্তে কালপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিতে মনস্থ করিল। ৩৯—৪৮ অনন্তর তাড়কানন্দন মারীচকে সহায় করিয়া রাবণ সীতাহরণার্থ দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইল। মারীচ শ্রীরামহস্তে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া মায়াবলে স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে বহু দূরে লইয়া গেল। রাম তাহার প্রতি বাণ-ক্ষেপণ করিলেন। মারীচ সেই বাণে বিদ্ধ হইয়া 'লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ' বলিয়া চিৎকার করত ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। জনকনন্দিনী মনে করিলেন,—রামচন্দ্রই ঐ শব্দ উচ্চস্বরে করিয়াছেন। তাই তিনি রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে দশানন আসিয়া দেবীর মূর্ত্ত্যন্তর লক্ষ্মীরূপিণী জানকীকে বল হইতে হরণ করিয়া লইল। সুরেশ্বরী সেই সময়েই রাবণকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু দেবীরূপে তাহা করিলেন না। রাবণ তাঁহাকে লইয়া চলিলে, পক্ষিরাজ জটায়ু তাঁহার উদ্ধার কামনায় দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিল। রাক্ষসরাজ সমরে তাহার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া সতী সীতাকে

অশোককাননে রম্যে স্থাপয়ামাস তাং সতীম্
ন ধর্ষিতুমভূচ্ছক্তো জলদগ্নিসমপ্রভাম্ ॥ ৫৭
এবং ভগবতী দেবী ভবকালে শুভপ্রদা।
যা সৈবাভবকালে তু বিনাশায় মহামতে ॥
প্রবিষ্টা জানকীরূপা স্থিতিসংহারকারিণী ॥ ৫৯
তস্যাং লঙ্কাপ্রবিষ্টায়াং লঙ্কেশ্বরজয়প্রদা।
স্বয়ং লঙ্কেশ্বরী দেবী অন্তর্দ্ধাতুং মনো দধে ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রামস্ত হতমারীচো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
আগত্য পর্ণশালায়াং ন দৃষ্ট্বা তত্র জানকীম্
বভ্রাম কাননে তত্র রুদন্ সীতানুসন্ধয়ে ॥ ১
তত্র দৃষ্ট্বা পতত্রেশং জটায়ুং ছিন্নপক্ষকম্।
সীতাপহারিণং মত্বা হন্তুকামোঽন্তিকং যযৌ ॥ ২
ততস্তমপি বিজ্ঞায় সখায়ং পিতুরাত্মনঃ।
ন প্রাহিণোচ্ছরং তত্র রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৩
ততঃ স উক্ত্বা রামায় রাবণেন হৃতাং প্রিয়াম্
দেহং ত্যক্ত্বা দিবং প্রাগাত্তস্য রামস্য পশ্যতঃ ॥ ৪
ততস্তমপি দগ্ধ্বা চ কাননে তত্র রাঘবঃ।
হত্বা কবন্ধং প্রযযৌ ঋষ্যমূকং মহামতে ॥ ৬
যত্র বালিভয়াদাস্তে সুগ্রীবঃ সূর্য্যনন্দনঃ।
হনুমৎপ্রমুখৈর্বীরৈশ্চতুর্ভির্মন্ত্রিসত্তমৈঃ ॥ ৭
তত্র সখ্যং স কৃত্বা তু সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
নিহত্য সমরে বীরং বালিনং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৮
রাজ্যাভিষেচনঞ্চক্রে সুগ্রীবস্য মহামতে ॥ ৯
ততোঽব্যতীত্য বর্ষাস্তু স্থিত্বা মাল্যবতি প্রভুঃ।
আনায় বানরং সৈন্যং বিপুলং মুনিসত্তম ॥ ১০
সীতান্বেষণকার্য্যার্থং দূতান্ প্রাস্থাপয়দ্ভুবি।
চতুর্দ্দিক্ষু যযুস্তেঽপি সীতান্বেষায় বানরাঃ ॥ ১১

লইয়া রাত্রিকালে লঙ্কায় উপস্থিত হইল এবং রম্য অশোক বনে তাঁহাকে রাখিয়া দিল; কিন্তু জলদগ্নিসমপ্রভা সীতাকে সে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপে যে ভগবতী দেবী ভবকালে শুভপ্রদা ছিলেন, অভাবকালে সেই সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারিণী দেবীই রাবণের বিনাশার্থ জানকীরূপে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। জানকী লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলে লঙ্কেশ্বরের জয়দায়িনী স্বয়ং লঙ্কেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ৫৭—৬০

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—রামচন্দ্র মারীচকে নিহত করিয়া লক্ষ্মণ সহ পর্ণশালায় আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন—সেথায় জানকী নাই। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সীতানুসন্ধানার্থ কাননে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে দেখিলেন,—ছিন্নপক্ষ পক্ষিরাজ জটায়ু পড়িয়া আছেন। রাম তাঁহাকে সীতাপহারী মনে করিয়া নিকটে গেলেন। কিন্তু সত্যপরাক্রম রাম জটায়ুকে পিতৃসখা বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎপ্রতি শরক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর জটায়ু সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছে, এই সংবাদ রামকে প্রদান করিয়া দেহ পরিহারপূর্ব্বক রামের সমক্ষে স্বর্গে গমন করিলেন। রাম কাননমধ্যে জটায়ুর দেহ দগ্ধ করিয়া কবন্ধকে নিহত করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তথায় হনুমৎপ্রমুখ বীর মন্ত্রি-চতুষ্টয়ে অন্বিত হইয়া বালিভীত রবি-সুত সুগ্রীব বাস করিতেছিলেন। রাম তথায় মহাত্মা সুগ্রীবসহ সখ্য স্থাপন করিয়া সমরে ভীমবিক্রম বীর বালির নিধনসাধনান্তে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১—৯। অনন্তর মাল্যবৎ পর্ব্বতে থাকিয়া বর্ষাকাল কাটাইলেন। বর্ষাশেষে বহু বানর সৈন্য সংগৃহীত

তত্রযাতা দিশং যাম্যাং হনূমদঙ্গদাদয়ঃ ।
জাম্ববৎপ্রমুখাশ্চাপি মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ১২
তে সম্পাতিমুখাচ্ছ্রুত্বা সবিশেষং মহামতে ।
সমুদ্রলঙ্ঘনে সর্ব্বে মন্ত্রয়ামাসুরেব হি ॥ ১৩
অথর্ক্ষাধিপতের্বাক্যাদ্ধনুমান্ ভীমবিক্রমঃ ।
উল্লঙ্ঘ্য সাগরং ঘোরং শতযোজনবিস্তৃতম্ ।
সায়ং বিবেশ লঙ্কায়াং রাত্রৌ চ ব্যচরৎপুরীম্
অন্বেষয়ন্ জনকজাং সপ্তরাত্রাণি মারুতিঃ ।
অশোকবনমধ্যে তু তাং দদর্শ শুভাননাম্ ॥
ততশ্চিকীর্ষুরত্যন্তদুষ্করং কর্ম্ম মারুতিঃ ।
সস্মার পূর্ব্ববৃত্তান্তং দেব্যা যদ্ব্যাহৃতং পুরা ॥ ১৭
তত উত্থায় বৃক্ষাগ্রে দেব্যা মন্দিরমদ্ভুতম্ ।
দিদৃক্ষুর্দিক্ষু সর্ব্বত্র দৃষ্টিং স প্রাহিণোত্তদা ॥ ১৭
অথাপশ্যৎ স ঐশান্যাং মন্দিরং সুমনোহরম্ ।
মণিমাণিক্যখচিতং শুদ্ধহেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮
সিংহধ্বজঞ্চ তস্যাগ্রে দৃষ্ট্বা পবননন্দনঃ ।
চকার নিশ্চয়ং দেব্যা মন্দিরং চেত্তদবহি ॥ ১৯
ততস্তম্মন্দিরদ্বারং গত্বাপশ্যৎ সুরেশ্বরীম্ ।
নৃত্যন্তীং প্রহসন্তীঞ্চ সহিতাং যোগিনীগণৈঃ ॥
তাং প্রণম্য মহাদেবীং প্রাঞ্জলিঃ পবনাত্মজঃ ।
উবাচ ত্রিজগদ্বন্দ্যাং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ২১

হনুমানুবাচ ।

দেবি প্রসীদ বিশ্বেশি রামস্যানুচরোঽস্ম্যহম্ ।
অন্বেষ্টুং জানকীং লক্ষ্মীং লঙ্কায়াং সমুপাগতঃ
ত্বয়ৈব প্রেরিতো বিষ্ণুর্মনুজত্বমুপাগমৎ ।
বধার্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৩
শিবোঽহমপি সম্ভূয় বানরোঽত্র সমাগতঃ ।
কর্ত্তুং রামস্য সাহায্যং তবাজ্ঞাবশতঃ শিবে ॥
ত্বয়ৈবৈতৎ পুরা প্রোক্তং লঙ্কামাগতে ময়ি
সন্ত্যজ্য নগরীমেনাং স্বস্থানমধিযাস্যসি ॥ ২৫
তস্মাত্ত্যজ পুরীমেনাং রাবণং সুদুরাসদম্ ।
পাতয়স্ব মহাদেবি রক্ষ বিশ্বং চরাচরম্ ॥ ২৬

দেব্যুবাচ ।

সীতাবমাননেনৈব কষ্টোঽহং বানরর্ষভ ।

হইল। সীতান্বেষণ কার্য্যে দূত প্রেরণ করিলেন। বানরগণ সীতান্বেষণার্থ সর্ব্বদিকেই প্রস্থান করিল। হনূমান্, অঙ্গদ ও জাম্ববান্প্রমুখ মহাবল পরাক্রম বানরগণ দক্ষিণদিকে গিয়া সম্পাতির মুখে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইলেন। তখন তাঁহারা সমুদ্রলঙ্ঘনে মন্ত্রণা করিলেন। অনন্তর ঋক্ষাধিপতির বাক্যে ভীমবিক্রম হনূমান্ শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়া সায়ংকালে লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক রাত্রিযোগে পুরীমধ্যে বিচরণ করিলেন। মারুতি সপ্তরাত্র রাবণপুরে জানকীর অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে অশোকবনে সেই শুভাননার সাক্ষাৎ পাইলেন। অনন্তর মারুতি অত্যন্ত দুষ্করকর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় দেবীর পূর্ব্বকথিত সর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিলেন। তিনি বৃক্ষাগ্রে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব দেবী-মন্দির দর্শন-লালসায় সর্ব্বদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—রাবণ-পুরের উত্তরাংশে মণিমাণিক্যখচিত শুদ্ধ হেমপরিষ্কৃত মনোহর মন্দির এবং মন্দিরাগ্রে সিংহধ্বজ বিদ্যমান। তদ্দর্শনে হনূমান্ স্থির করিলেন,—ইহাই দেবীর মন্দির। অনন্তর তিনি মন্দিরদ্বারে গিয়া সুরেশ্বরীকে যোগিনীগণ সহ হাস্য-নৃত্য করিতে দেখিলেন। পবননন্দন দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রাঞ্জলি হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই বিশ্ব-বন্দিতাকে বলিলেন,—হে দেবি, বিশ্বেশ্বরি! প্রসন্না হউন। আমি রামানুচর জানকীর অনুসন্ধানার্থ লঙ্কায় আসিয়াছি। আপনারই প্রেরণায় বিষ্ণু দুরাত্মা রাক্ষসরাজের বধের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। ১১—২৩। হে শিবে! আমি শিব, বানরদেহ ধরিয়া তোমারই আজ্ঞায় রামের সাহায্যার্থ হেথায় আসিয়াছি। পূর্ব্বে আপনিই তো বলিয়াছিলেন যে, আমি লঙ্কায় আসিলে, আপনি এ নগরী পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিবেন। অতএব হে মহাদেবি! এ পুরী পরিত্যাগ করুন, দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বধ করুন। চরাচর জগৎ

লঙ্কাত্যাগে মতিং পূর্ব্বমকার্ষং স্বয়মেব হি ॥২৭
ত্বদ্বাক্যাপেক্ষয়াদ্যাপি স্থিতাহং রাবণালয়ে ।
ত্যজাম্যদ্যৈনাং পুরীং লঙ্কাং ত্বয়োক্তা কপিপুঙ্গব

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী লঙ্কাং ত্যক্ত্বা মহেশ্বরী ।
অন্তর্দধে মুনিশ্রেষ্ঠ সহসা তস্য পশ্যতঃ ॥ ২৯
ততো বভঞ্জ গহনং রাক্ষসেন্দ্রস্য কাননম্ ।
অশোকবৃক্ষসঙ্ঘাতং মারুতিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধাদ্রাক্ষসান্ সুবহূংস্তথা ।
অক্ষং স্বতনয়ঞ্চাপি প্রেষয়ামাস নারদ ॥ ৩১
তান্ জঘান মহাবাহুর্হনূমান্ সুমহাবলঃ ।
বৃক্ষৈরাতাড্য সময়ে স্বয়মুৎপাটিতৈর্বলাৎ ॥ ৩২
ততঃ স্বয়ং সমাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্ ।
বদ্ধা তং নাগপাশেন রাবণান্তিকমানয়ৎ ॥ ৩৩
ততস্তং হন্তুকামস্য রাবণং ক্রোধমূর্চ্ছিতম্ ।
বিভীষণঃ সমাগত্য বারয়ামাস মর্ম্মবিৎ ॥ ৩৪
ততো বিরূপং তং কর্ত্তুং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ
লাঙ্গুলং বাসসা বদ্ধা দগ্ধা বহ্নিমদীপয়ৎ ॥ ৩৫
ততঃ স মারুতির্বীরো বহ্নিনা তেন নারদ ।
লঙ্কাং দগ্ধ্বা সমুল্লঙ্ঘ্য পুনস্তং সরিতাং পতিম্ ॥
সংপ্রাপ তীরং যত্রৈব সন্তি তেঽঙ্গদাদয়ঃ ॥৩৭
ততঃ স সমুপাগম্য জাম্ববৎপ্রমুখৈর্বৃতঃ ।
ভঙ্ক্ত্বা মধুবনং রাজ্ঞো যযৌ রামস্য সন্নিধিম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা রামচন্দ্রস্তু দূরতো মুনিসত্তম ।
পপ্রচ্ছ জানকীং তাত হনূমন্ দৃষ্টবানসি ॥ ৩৯
ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥
সীতাসন্দর্শনং লঙ্কাদহনং পবনাত্মজঃ ।
ভগবত্যাশ্চ নির্যাণং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা মহামতে ॥
সীতয়া ভাষিতং যচ্চ তচ্চ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৪১
ততঃ স রাঘবশ্চাপি সমস্তৈর্বানরৈর্বৃতঃ ।
দশম্যাং শুক্লপক্ষস্য শ্রাবণে মাসি নির্যযৌ ॥ ৪২
বধার্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য মহামতে ॥ ৪৩
ততঃ সমুদ্রতীরং স সমাগত্য মহামতিঃ ।

রক্ষা করুন। দেবী কহিলেন,—বানরবর ! সীতাবমাননায় রুষ্ট হইয়া পূর্ব্বেই আমি লঙ্কাত্যাগের অভিপ্রায় করিয়াছিলাম। পরন্তু তোমার বাক্য অপেক্ষায় অদ্যাপি আমি রাবণালয়ে অবস্থিতা, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক অভিহিতা হইলাম, এই রাবণালয় পরিত্যাগ করিলাম। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ভগবতী মহেশ্বরী এই বলিয়া রাবণালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মারুতির সমক্ষেই সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন মারুতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজের অশোক বৃক্ষময় নিবিড় বন ভঞ্জন করিলেন। রাবণ এই ঘটনার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং সুবাহুকে ও স্বীপুত্র অক্ষকে প্রেরণ করিল। মহাবল হনুমান্ স্বয়ং উৎপাটিত বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর প্রতাপবান্ মেঘনাদ আসিয়া হনুমানকে নাগপাশে বন্ধনপূর্ব্বক রাবণসমীপে লইয়া গেল। তখন ক্রোধমূর্চ্ছিত রাবণ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। পরন্তু রাক্ষসপতি রাবণ তাঁহাকে বিকৃতরূপ করিবার জন্য বস্ত্র দ্বারা তদীয় লাঙ্গুল জড়াইয়া দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। হে নারদ ! তখন বীরবর মারুতি সেই লাঙ্গুলাগ্নি দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিয়া পুনরায় সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক যথায় অঙ্গদাদি সঙ্গিগণ অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ২৪—৩৪। অনন্তর জাম্ববৎপ্রমুখ প্রধান সঙ্গিগণে পরিবৃত পবননন্দন সুগ্রীবের মধুবন ভাঙ্গিয়া রামসন্নিধানে গমন করিলেন। হে মুনিবর ! রামচন্দ্র হনুমানকে দূর হইতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—হনূমন্ ! সীতাকে তুমি দেখিয়াছ কি ? তখন হনুমান্ রামের নিকট যথার্থ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সীতাদর্শন, লঙ্কাদাহ, ভগবতীর লঙ্কা ত্যাগ ও সীতার সংবাদ, একে একে সমস্ত বৃত্তান্তই রামচন্দ্রকে হনুমান্ বলিলেন। অনন্তর রঘুবর সমস্ত বানর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীদিনে রাক্ষসেন্দ্র

স্থিতঃ পরিবৃতঃ সর্বৈঃ সমন্তাদ্বানরর্ষভৈঃ॥ ৪৪
এতস্মিন্নেব কালে তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্বান্মন্ত্রার্থ সমুপাবিশৎ॥ ৪৫
তত্রোবাচ মহাবুদ্ধিঃ সর্বমন্ত্রবিদাং বরঃ।
বিভীষণো দশাস্যং তং বারয়ন্ সর্বথা রণে।
সীতাং ত্যক্তুং মুহুঃ প্রাহ রাঘবস্য পরাক্রমম্
তচ্ছ্রুত্বা রাবণঃ ক্রুদ্ধস্তং পদাতাড়য়মুনে॥৪৭
ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্বয়ং ধর্মস্বরূপঃ স বিভীষণঃ
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ প্রায়াদ্রামচন্দ্রস্য সন্নিধিম্॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
বিভীষণমহেশেণ জ্ঞাত্বা তু শরণার্থিনম্।
সখ্যং কৃত্বা মহাবাহুর্লঙ্কারাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ॥১
ততস্তত্তীরমুর্দ্ধিং রামস্তং বানরাধিপম্।
সুগ্রীবং বচনং প্রাহ জিজ্ঞাসুর্বলবিক্রমম্॥ ২
স আহ ভগবংস্তত্র মা চিন্তাং কর্তুমর্হসি।
সমুদ্রং শোষয়িষ্যামি সেতুং বোৎপাট্য ভূধরান্
রচয়িষ্যে মহাসিন্ধৌ ততঃ পারং প্রযাস্যসি॥৩
তচ্ছ্রুত্বা তু প্রহৃষ্টাত্মা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
চক্রে জলনিধিং ঘোরং স্বয়ং বীক্ষ্য বন্ধনম্॥৪
ততঃ সুগ্রীববচনাদুৎপাট্যোৎপাট্য পর্বতান্।
রচয়ামাস জলধৌ সেতুং মনসুতো নলঃ॥ ৫
আরভ্য পৌর্ণমাস্যাস্তু শ্রাবণ্যাং মুনিসত্তম।
স্থিতে রামদ্বয়ে সেতুং সাগরে বানরর্ষভঃ॥ ৬
ববন্ধ মুনিশার্দ্দুল সর্বলোকসুদুষ্করম্॥ ৭
ততস্তু রাবণঃ শ্রুত্বা সেতুবন্ধং মহাম্বুধৌ।
ভয়ং সম্মোহমপ্যাপ চকম্পে চ মহাবলঃ॥ ৮
ততঃ পরিবৃতো রামো বানরাণাং মহামতে।
কোটিলক্ষৈর্মহাবাহুর্লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ॥ ৯
ত্রয়োদশ্যান্তু কৃষ্ণায়াং প্রাপ লঙ্কাং মহামতে॥১০
বেষ্টিতা বানরৈর্লঙ্কা সমন্তাদ্ভীমবিক্রমৈঃ।

রাবণের যথার্থ যাত্রা করিলেন। অতঃপর সমুদ্রতীরে আসিয়া বানর সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন। ইত্যবকাশে রাক্ষসরাজ রাবণ, স্বীয় মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণার্থ উপবেশন করিল। মহাবুদ্ধি বিভীষণ সেই সভায় রাবণকে সমরে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং সীতা প্রত্যর্পণার্থ বারম্বার রামের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিলেন। তৎশ্রবণে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পাদপ্রহার করিল। তখন ধর্ম্মরূপী বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় মন্ত্রিচতুষ্টয় সহ রামচন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। ৩৫—৪৮

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন, মহাবাহু রাম সমাগত বিভীষণকে বাস্তবিকই শরণার্থী জানিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর জলধির অপর পারে যাইবার উদ্দেশে বানরাধিপ সুগ্রীবকে তদীয় বল-বিক্রম অবগত হইবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন। সুগ্রীব প্রত্যুত্তরে বলিলেন—ভগবন্! চিন্তা করিবেন না। আমি সমুদ্র শোষণ করিব, কিম্বা ভূধরবৃন্দ উৎপাটন করিয়া আনিয়া ইহার উপর সেতু রচনা করিব। অতঃপর আপনি মহাসাগর পার হইয়া যাইবেন। সত্যবিক্রম রাম তৎশ্রবণে হৃষ্টচিত্তে ভীষণ জলধিকে আপনা হইতে বন্ধন-অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের আদেশে মন-নন্দন নল পর্ব্বতসমূহ উৎপাটন করিয়া জলধি মধ্যে সেতু রচনা করিলেন। সমুদ্রে সেতু রচনা হইয়াছে, শুনিয়া মহাবল রাবণ ভীত, মুগ্ধ ও কম্পিত হইল। হে মহামতে! অতঃপর রাম কোটি লক্ষ বানরসেনা ও লক্ষ্মণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশীদিনে লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। ১—১০।

জলে স্থলেষু প্রাকারে বৃক্ষেষু গৃহমধ্যতঃ ॥১১
চত্বরেষু পুরদ্বারে বনেষূপবনেষু চ।
নাসীদ্বানরশূন্যন্তু স্থলং কিঞ্চিন্মহামুনে ॥ ১২
ততো যুযুৎসুর্ভগবাংশ্চিন্তয়ামাস চেতসা।
পূজার্থং ভগবত্যাস্তু লঙ্কাবিজয়হেতবে ॥ ১৩
ন বিনারাধনং দেব্যাঃ শক্যং জেতুং ক্ষমো ভবেৎ।
অপি ত্রিলোকীবিজয়ী তৃণতুল্যমিহাহবে ॥১৪
অকালে বা কথং দেবীং পূজয়ামি সুরেশ্বরীম্
নিদ্রিতা ত্রিজগন্মাতা সাম্প্রতং দক্ষিণায়নে ॥১৫
এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ রামো নারায়ণোঽব্যয়ঃ
চকার বুদ্ধিং তাং যষ্টুং পিতৃরূপাং সনাতনীম্ ॥
সৈব দেবীমহামায়া পক্ষেঽস্মিন্ পিতৃরূপিণী।
প্রবৃত্তোঽপরপক্ষশ্চ প্রতিপত্তিথিরদ্য তু ॥ ১৭
অদ্যারভ্য মহাদেবীং পিতৃরূপাং জয়প্রদাম্।
পার্ব্বণেনৈব বিধিনা যাবদ্দর্শং দিনে দিনে ॥১৮
সম্পূজ্য সমরে যোৎস্যে শত্রূণাং নিধনায় বৈ।
এবং নিশ্চিত্য মনসা লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরঃ ॥১৯
করিষ্যে পার্ব্বণশ্রাদ্ধমপরাহ্নেঽদ্য ভক্তিতঃ।
ততস্তু প্রতিযোৎস্যামি সমরে রাক্ষসাধিপম্ ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্ব এবাহুর্ব্বানরা অপি রাঘবম্।
ভদ্রং পূজয় সদ্ভক্ত্যা পিতৄন্ বিধিবিধানতঃ ॥২১
জয়ার্থং সমরে দেব বিধাতব্যমেব হি ॥ ২২
ততঃ প্রবৃত্তে কালেতু রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
চকার পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দেবীং সম্ভাব্য চেতসা ॥২৩
তস্মিন্নেব দিনে যুদ্ধং প্রবৃত্তং রাক্ষসৈঃ সহ।
পশ্চিমাং দিশমাক্রম্য তপ্যমানে দিবাকরে ॥ ২৪
উদ্যোগো রামচন্দ্রস্য রাবণস্য চ সংযুগে।
যাদৃশোঽভূত্তথা কৈশ্চিন্ন দৃষ্টো ন শ্রুতোঽপি বা।
রাবণঃ প্রেষয়ামাস চতুরঙ্গবলান্বিতম্।
অকম্পনং মহাবীরমক্ষৌহিণ্যা তু সেনয়া ॥ ২৬
প্রথমেঽহনি যুদ্ধার্থং তং তস্মিন্ দিবসে মুনে।
মারুতিঃ সমরে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোদ্যমসাদনম্ ॥২৭

ভীমবিক্রম বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাপুরী চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইল। লঙ্কার জলে, স্থলে, প্রাকারে, বৃক্ষে, গৃহ মধ্যে, চত্বরে, পুরদ্বারে বনে, উপবনে, হেন স্থান রহিল না, যাহা বানর সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল না। হে মহামুনে। অনন্তর ভগবান্ রাম লঙ্কাবিজয়হেতু ভগবতীর পূজার্থ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—দেবীর আরাধনা ব্যতীত শত্রুজয়ে সমর্থ হইব না। ত্রিলোকবিজয়ী ব্যক্তিও দেবীর উপাসনা ব্যতিরেকে সমরে তৃণতুল্য হইয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণায়নে ত্রিজগন্মাতা নিদ্রিতা; সুতরাং অকালে কি প্রকারে দেবী সুরেশ্বরীর আরাধনা করি? অব্যয় পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই পিতৃরূপা সনাতনী দেবীর অর্চ্চনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন; ভাবিলেন—এই কৃষ্ণপক্ষে দেবী মহামায়া পিতৃরূপিণী; অদ্য প্রতিপৎ তিথি, অপর পক্ষের আরম্ভ; অদ্য হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পার্ব্বণ বিধিক্রমে দিনে দিনে পিতৃরূপিণী জয়দায়িনী মহাদেবীকে অর্চ্চনা করিয়া শত্রুকুলের নিধনার্থ সমরে যুদ্ধ করিব। রাম মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সাদরে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—অদ্য অপরাহ্ণে আমি শ্রদ্ধাসকারে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিব। পরে রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইব। তৎশ্রবণে সমস্ত বানরেরাও বলিল,—উত্তম কথা; আপনি যুদ্ধজয়ার্থ বিধানক্রমে ভক্তিভরে পিতৃলোকের অর্চ্চনা করুন। হে দেব! আপনিই তো সর্ব্ববিধানজ্ঞ। অনন্তর যথাকালে সত্যপরাক্রম রাম চিত্তে দেবীর সম্ভাবনাকরিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিলেন। ১১—২৩। এই দিনই রাক্ষসগণ সহ যুদ্ধারম্ভ হইল। দিবাকর পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়া তাপদানে প্রবৃত্ত হইলে রামরাবণের যুদ্ধোদ্যোগ হইতে লাগিল। সেরূপ যুদ্ধাড়ম্বর কখনও হয় নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শুনেও নাই। রাবণ প্রথম দিনের যুদ্ধে চতুরঙ্গবলান্বিত মহাবীর অকম্পনকে অক্ষৌহিণী সেনার সহিত প্রেরণ করিল। হে মুনে! ঐ দিনের

এবং প্রতিদিনং রামঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা দিনে দিনে।
প্রীণয়ন্ পরমেশানীং পাতয়ামাস রাক্ষসান্॥ ২৮
নিহতেঽকম্পনাখ্যে তু ধূম্রাক্ষঃ সেনয়াবৃতঃ।
দশাননাজ্ঞয়াভ্যেত্য প্রাকরোদ্যুদ্ধমুল্বণম্।
তং জঘান রণে বীরঃ দ্বিতীয়েঽহনি রাঘবঃ॥ ২৯
তথান্যেষু সুঘোরেষু নিহতেষু মহাহবে।
মাতুলো রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রহস্তো যোদ্ধুমাযযৌ॥
রাত্রৌ সমভবদ্যুদ্ধং তেন সার্দ্ধং দুরাসদম্।
সুরাসুরনরাণাঞ্চ দৈত্যানাং ভয়দায়কম্॥ ৩১
তস্য নাদেন ঘোরেণ কম্পিতাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
যুদ্ধসন্দর্শনং ত্যক্ত্বা দিগন্তং সমুপাগমন্॥ ৩২
এবং তমপি দুর্দ্ধর্ষং তস্মিন্ রাত্রৌ মহাবলম্।
সমরে পাতয়ামাস শেষযামে মহামতিঃ॥ ৩৩
তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রোঽপি রুরোদ বহুদুঃখিতঃ।
তং শান্ত্বয়ন্ যযৌ যুদ্ধে মেঘনাদঃ প্রতাপবান্
অতর্কিতঃ সমাগত্য রাত্রৌ গগনগা স্বতঃ।
ঘোরেণ নাগপাশেন স ববন্ধ রঘূত্তমৌ॥ ৩৫
সমস্তবানরৈঃ সার্দ্ধং ভল্লুকৈশ্চ মহামতে
যোঽভবন্মায়াবীরো রাক্ষসেন্দ্রসমো বলী॥ ৩৬॥
বিভীষণঃ সমাগত্য ভতস্তং রঘুনন্দনম্।
বোধয়ামাস রাত্রৌ তু তস্মিন্নেব মহানিশি॥ ৩৭
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ ভীতঃ পরমভক্তিতঃ।
সস্মার দেবীং শর্ব্বাণীং মহাভয়নিবারিণীম্॥ ৩৮
তত আগত্য গরুড়ো মোচয়ামাস বন্ধনাৎ।
ভক্ষন্ পাশং মহাঘোরং রাঘবৌ সহ সৈনিকৈঃ
ততঃ প্রভাতে তচ্ছ্রুত্বা রাবণঃ স্বয়মাগতঃ।
অকরোত্তুমুলং যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্॥ ৪০
রাবণং সমরে বীক্ষ্য কালান্তকযমোপমম্।
সমকম্পন্ত সর্ব্বে তু বানরা ভয়মোহিতাঃ॥ ৪১
অভবৎ সুমহদ্যুদ্ধং রামেণ সুমহাত্মনা।
তস্মিন্নিপতিতা বীরা দশকোটিসহস্রশঃ॥ ৪২
অথ তং সমরে ক্রুদ্ধো রামো রাজীবলোচনঃ
নিঃক্ষিপ্য শরজালঞ্চ চ্ছাদয়ামাস বৈ মুনে॥ ৪৩
আনীয় গিরিশৃঙ্গাণি কোটিশো বানরা অপি।
চিক্ষিপুঃ সমরে তস্য রথোপরি দুরাত্মনঃ॥ ৪৪
বৃক্ষৈঃ শালপিয়ালাদ্যৈ [illegible] র্ব্বনজৈরপি।

যুদ্ধেই মারুতি তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিয়া পরমেশ্বরীকে প্রীত করত সমরে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অকম্পন নিহত হইলে দশাননাজ্ঞায় সেনা-পরিবৃত ধূম্রাক্ষ ঘোর যুদ্ধ করিল। রাঘব দ্বিতীয় দিনে তাহাকে বিনাশ করিলেন। মহাযুদ্ধে অন্যান্য ভীষণ রাক্ষস সকল নিহত হইলে রাক্ষসরাজের মাতুল প্রহস্ত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। তাহার সহিত সুরাসুরনরের ভীতিপ্রদ ঘোর রাত্রিযুদ্ধ বাধিল, প্রহস্তের সিংহনাদে ত্রিদশপতিগণও কম্পিত হইয়া যুদ্ধ-দর্শন পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগন্তে প্রধাবিত হইলেন। মহামতি রাম রাত্রিযুদ্ধে সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে নিপাতিত করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র তন্মরণে বহু দুঃখে রোদন করিতে লাগিল। প্রতাপবান্ মেঘনাদ রাক্ষসেন্দ্রসম বলবান্। সে পিতা রাবণকে সান্ত্বনাদান করিয়া রাত্রিকালে অতর্কিতভাবে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বানর ও ভল্লুক সৈন্য সহ রাম-লক্ষ্মণকে মায়ামোহিত করিয়া ঘোর নাগপাশে বন্ধন করিল। সেই মহানিশায় বিভীষণ আসিয়া রঘুনন্দনের চৈতন্য সঞ্চার করাইলেন। রাঘব ভীত হইয়া মহাভয়নিবারিণী দেবী সর্ব্বাণীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন গরুড় আসিয়া নাগপাশ ভক্ষণ করত সমস্ত বানর সহ রাঘবদ্বয়কে নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। প্রভাতে রাবণ এই সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সমরে রাবণকে কালান্তক যমোপম দেখিয়া ভয়মোহিত বানরগণ কম্পিত হইল। মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত সেই দিন রাবণের ঘোরযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দশকোটি সহস্র বীর সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ২৪—৪২। রাজীবলোচন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রাবণকে আচ্ছাদিত করিলেন। কোটি কোটি বানর গিরিশৃঙ্গ আনিয়া দুরাত্মা রাব-

তাড়িতঃ সমরে বীরো মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৪৫
হনূমদঙ্গদাদ্যৈশ্চ মহাবলবলীমুখৈঃ।
প্রক্ষিপ্তৈঃ পর্ব্বতৈশ্চাপি শতশোঽথ সহস্রকৈঃ
বভূব রাবণো যুদ্ধে বিরথো রথিনাং বরঃ ॥৪৬
প্রহসন্তৌ রণে বীরৌ চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভৌ।
ভ্রাতরৌ রাঘবৌ সংখ্যে মহাবলপরাক্রমৌ ॥৪৭
ধনুরুদ্যম্য বেগেন যমদণ্ডোপমৈঃ শরৈঃ।
চ্ছাদয়ামাসতুর্বীরৌ রাবণং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ॥ ৪৮
হরীণাং কিলকিলাশব্দৈর্ধনুষাঞ্চ বিনিঃস্বনৈঃ।
রক্ষসাং ঘোরশব্দৈশ্চ রথনেমিস্বনৈরপি ॥ ৪৯
গজানাং বৃংহিতৈস্তদ্বদ্বাজিনামপি হেষিতৈঃ।
অকালে প্রলয়ং সর্ব্বে মেনিরে প্রাণিনো মুনে
আচ্ছাদিতশ্চ সমভূৎ সমরে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রক্ষিপ্তৈর্বাণসঙ্ঘৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ মহত্তরৈঃ ॥ ৫১
ততঃ সন্ত্যজ্য সমরং রাবণো ভয়বিহ্বলঃ।
প্রবিবেশ পুরীং ভূয়ঃ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষতঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং পরাজিতঃ সংখ্যে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ
বোধয়ামাস যুদ্ধার্থং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ১
কোটীনাং পঞ্চভির্লক্ষৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
স কুম্ভকর্ণঃ সমরে সমসজ্জত দুর্জ্জয়ঃ ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে দেবা ভীতাঃ সর্ব্বে মহামতে।
মন্ত্রণার্থং মহাবুদ্ধিং সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভুম্।
ব্রহ্মণোঽন্তিকমাসাদ্য প্রণম্যোচুর্মহামতিম্ ॥ ৩

দেবা ঊচুঃ।

ব্রহ্মন্ ত্রিজগতাং নাথ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
রক্ষার্থং জগতশ্চাস্য মানুষত্বং সমাগতঃ ॥ ৪
ত্বয়ৈব প্রার্থিতঃ সোঽপি যুধ্যতেঽদ্য রাক্ষসৈঃ।
তত্র প্রবুদ্ধঃ পৌলস্ত্যতনয়ো রাবণানুজঃ।
কুম্ভকর্ণোঽতিমায়াবী রণে ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৬
কোটীনাং পঞ্চভির্লক্ষৈ রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।

সের রথোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপর্ব্বতপ্রতিম রাবণ বানরগণ কর্ত্তৃক সমরে সাল পিয়াল ও অন্যান্য বহু বৃক্ষদ্বারা তাড়িত হইল। হনূমান্ অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরেন্দ্রগণ তৎপ্রতি শত শত সহস্র সহস্র বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। রথি-শ্রেষ্ঠ রাবণ তখন সমরে বিরথ হইল। চন্দ্র-সূর্য্যপ্রতিম মহাবল-পরাক্রম রঘুবর-যুগল তৎকালে হাসিতে হাসিতে ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক যমদণ্ডোপম শরনিকরে রণদুর্ম্মদ রাবণকে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন কপিকুলের কিলকিলা শব্দে, ধনুঃসমূহের নির্ঘোষে, রাক্ষসদিগের ঘোরনাদে, রথনেমি-নিস্বনে, গজগণের বৃংহণ এবং বাজিগণের হ্রেষারবে প্রাণিগণ আকালিক প্রলয়োদয় মনে করিল। প্রক্ষিপ্ত বাণজালে, এবং বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতে রাক্ষসাধিপ সমরে আচ্ছাদিত হইল। তখন ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ভয়বিহ্বল রাবণ সমর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বীয় পুরে প্রবেশ করিল। ৪৩—৫২।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—রাক্ষসপতি রাবণ এইরূপে সমরে পরাজিত হইয়া মহাবল কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধার্থ উদ্‌বোধিত করিল। রণ-দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণ পঞ্চ লক্ষ কোটি রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল। এই সময় দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ত্রিজগৎপতি নারায়ণ বিষ্ণু এ জগতের রক্ষানিমিত্ত, ভবদীয় প্রার্থনা-নুসারে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষস-গণ সহ যুদ্ধ করিতেছেন। পৌলস্ত্যনন্দন রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ অতি মায়াবী এবং সমরে ভীমপরাক্রমশালী ; সে পঞ্চলক্ষকোটি

স যোৎস্যতি রণে রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহামৃধঃ ॥৭
যস্য প্রতাপাৎ সকলং চরাচরমিদং জগৎ।
অকম্পত রণে সোঽয়ং কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ ॥ ৮
ত্বং যাহি ধরণীং দেব জয়ার্থং রাঘবস্য তু।
বৃহৎ স্বস্ত্যয়নং ব্রহ্মন্ কুরুষ ত্রিজগৎপতে ॥৯
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তস্ত্রিদশৈর্ব্রহ্মা বিচিন্ত্য মুনিসত্তম।
জগাম ধরণীং যত্র রামো দাশরথিঃ স্থিতঃ ॥১০
আযাতাশ্চাপরে দেবা রামচন্দ্রস্য সন্নিধৌ।
আচিরন্তো জয়ং সংখ্যে রাঘবস্য মহামতেঃ ॥ ১১
রাঘবোঽপি সমাকর্ণ্য কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
প্রবুদ্ধমুদ্যতং সংখ্যে দেবানামন্তকোপমম্ ॥১২
বিভীষণেন সহিতস্তথান্যৈর্বানরর্ষভৈঃ।
সানুজঃ সংস্থিতো মধ্যে বানরাণাং মহামতে
মন্ত্রণার্থং মহাবুদ্ধিঃ সর্ব্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১৪
ব্রহ্ম সমাগতং বীক্ষ্য সহিতং সর্ব্বদৈবতৈঃ।
সম্পূজ্য বচনং প্রাহ ভগবান্ পুরুষোঽব্যয়ঃ ॥
শ্রীরাম উবাচ।
কথং জয়েঽহং সংগ্রামে রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্।
রাবণপ্রমুখান্ বীরান্ মহাবলপরাক্রমান্ ॥ ১৬
তন্মে বদ সুরজ্যেষ্ঠ ত্বং মে জায়তে মহৎ ॥১৭
রাবণস্য যথা সংখ্যে স্ববাহুবলবিক্রমম্।
অনুভূতোঽস্মি বহুধা জগৎপ্রাবণকারণম্।
তথা কস্যাপি নো মন্যে বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥১৮
সাম্প্রতং শ্রূয়তে তস্য ভ্রাতা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
সমায়াস্যতি সংগ্রামে মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১৯
কোটীনাং পঞ্চভির্লক্ষৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
স যোৎস্যতি ময়া সার্দ্ধং ভ্রাতুঃ সাহায্যকারণাৎ
বিভীষণমুখাৎ শ্রুত্বা তস্যাপি চ পরাক্রমম্।
ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং ব্রূহি যথৈতান্ সমরে
জয়ে ॥ ২১
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তো রামচন্দ্রেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ সান্ত্বয়ন্ রামং সর্ব্বদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মোবাচ।
তব নাবিদিতং কিঞ্চিৎ তথাপি কমলাপতে।

ভীমপরাক্রম রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রণে রাম-লক্ষ্মণ সহ যুদ্ধ করিবে। যাহার প্রতাপে চরাচর সর্ব্বজগৎ কম্পিত হয়, এই সেই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত। অতএব আপনি ভূতলে যাউন এবং রামচন্দ্রের ও দেবগণের বিজয়লাভার্থ মহাস্বস্ত্যয়ন করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিলে, দাশরথি রামচন্দ্র যথায় অবস্থিত ছিলেন, ব্রহ্মা ভূতলে সেই স্থানে গমন করিলেন। অন্য দেবগণও রামচন্দ্রের রণ-জয় কামনায় তাঁহার নিকট আসিলেন। এদিকে সর্ব্বলোকেশ্বর মহাবাহু রামচন্দ্র যখন শুনিলেন, দেবগণের অন্তকপ্রতিম মহাবল কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়াছে, তখন তিনি লক্ষ্মণ বিভীষণ ও বানরেন্দ্রগণ সহ মন্ত্রণার্থ বানরবৃন্দ মধ্যে অবস্থিত হইলেন। ভগবান্ অব্যয় পুরুষ রামচন্দ্র সর্ব্বদেব সহ ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরজ্যেষ্ঠ আমার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি রাবণপ্রমুখ মহাবলপরাক্রম সমর-দুর্জ্জয় বীর রাক্ষসদিগকে কিরূপে সমরে জয় করিব? যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের বিশ্ববিদ্রবকর, যাদৃশ বাহুবলবিক্রম বহুবার আমি অনুভব করিয়াছি, এ ত্রিভুবনে তাহা অন্য কাহারও আছে বলিয়া মনে করি না। সম্প্রতি শুনিতে পাই, রাবণের ভ্রাতা রাক্ষসপুঙ্গব মহাবল পরাক্রম কুম্ভকর্ণ পঞ্চলক্ষ কোটি রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতার সাহায্যার্থ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে! আমি বিভীষণের মুখে তাহার পরাক্রমবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়াছি। সম্প্রতি বলুন, কিরূপে সমরে এই সকল রাক্ষসদিগকে জয় করিব? ১-২১। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—রামচন্দ্র এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বদেব সমক্ষে রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান করিয়া কহিলেন,—হে কমলাপতে! তোমার অবিদিত

যৎপৃচ্ছসি জগন্নাথ জয়ার্থং সমরে শৃণু। ২৩
ত্রৈলোক্যজননী দেবী ব্রহ্মরূপা হি যা পরা।
কাত্যায়নী ভবোপাস্যা মহাভয়নিবারিণী। ২৪
জয়দা সর্ব্বলোকানাং যা স্বয়ঞ্চাপরাজিতা।
তাং প্রার্থয় মহাবাহো দুর্গাং সঙ্কটতারিণীম্। ২৫
বিনা প্রসন্নতাং তস্যাঃ সমরে শত্রুসূদন।
ন বিজেতুং সমর্থোঽসি রাবণাদীন্ মহাবলান্।
যন্নাম সংস্মরন্ শম্ভুঃ পিবন্ হালাহলং পরম্।
বিজিত্য মৃত্যুং লোকেঽস্মিন্ নাম্না
মৃত্যুঞ্জয়োঽভবৎ। ২৭
তাং প্রসাদ্য রঘুশ্রেষ্ঠ জয় লঙ্কাং মহামতে।
এষ এব হ্যুপায়োঽত্র দৃশ্যতেঽস্য পরাজয়ে। ২৮
দুষ্টপ্রমর্দ্দিনী সৈবং সতামপি জয়প্রদা।
স্মর্ত্তব্যা পূজিতব্যা চ সাম্প্রতং সা ত্বয়া ধ্রুবম্
সংগ্রামে জয়লাভায় জগতো রক্ষণায় চ। ৩০
চণ্ডিকায়াং পরা ভক্তির্বিদ্যতে রাবণস্য হি।
কথং বিজেতুং শক্যোঽত্র দেব্যা দৃষ্টিং
বিনা প্রভো। ৩১
উক্তবানপি তত্রৈবৈতৎ পূর্ব্বং তুভ্যং মহাত্মনে।
সমক্ষং দেবদেবস্য মমাপি চ রঘূত্তম। ৩২
ত্বমপি জানাসি তৎ সর্ব্বং স্বয়ং ত্বং মধুসূদন।
তথাপি তব বক্ষ্যামি যৎ পৃষ্টো জয়কারণম্। ৩৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রাবণবধে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীরামায় মহাত্মনে।
সংক্ষেপাৎ পূর্ব্ববৃত্তান্তং কথিতুং সম্প্রচক্রমে। ১
ব্রহ্মোবাচ।
ভগবংস্তস্য দুষ্টস্য বধার্থং প্রার্থিতো যদা।
ময়া ত্বং ভগবান্ বিষ্ণুর্নৃষু জন্মপরিগ্রহে। ২
তদা ত্বমস্য রক্ষার্থে দেবীং জ্ঞাত্বা ব্যবস্থিতাম্

কিছুই নাই। তথাপি হে জগন্নাথ! আপনি জয় নিমিত্ত যাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রবণ করুন। ত্রিলোকজননী ব্রহ্মরূপিণী দেবী কাত্যায়নীই মহাভয়নিবারিণী, তিনি স্বয়ং অপরাজিতা পরন্তু সর্ব্বলোকের জয়কারিণী। হে মহাবাহো! সেই সঙ্কট-তারিণী দুর্গার আরাধনা করুন। হে অরিন্দম! তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত রাবণাদি মহাবলদিগকে সমরে জয় করিতে পারিবেন না। যাঁহার নাম স্মরণে শম্ভু হলাহল পানে মৃত্যু জয় করিয়া লোকে মৃত্যুঞ্জয় নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, হে মহামতে! রঘুবর! আপনি তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লঙ্কা জয় করুন। রাবণের পরাজয় ব্যাপারে এই একমাত্র উপায়ই লক্ষিত হইতেছে। তিনি দুষ্টদলের দলনী এবং শিষ্টজনের জয়দায়িনী। সম্প্রতি তিনিই একমাত্র আপনার অবশ্য স্মর্ত্তব্য এবং পূজিতব্য। সংগ্রামে জয়লাভ ও জগতের রক্ষার নিমিত্তও চণ্ডিকার প্রতি রাবণের পরাভক্তি। হে প্রভো! দেবীর দৃষ্টি ব্যতীত কে তাহাকে জয় করিতে সমর্থ? হে রঘূত্তম! দেবদেবের এবং আমার সমক্ষে দেবী দুর্গা এ সম্বন্ধে আপনাকে বলিয়াও ছিলেন; তথাপি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন বলিয়া আপনার জয়ের কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতেছি। ২২—৩৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা শ্রীরামকে সংক্ষেপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি ভগবান্ বিষ্ণু, হে ভগবান্! আমি এই দুষ্টবধের জন্য যখন আপনাকে মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন আপনি ইহার রক্ষার্থ

তস্যাঃ প্রার্থনার্থায় কৈলাসমগমঃ স্বয়ম্ । ৩
অহং তথা মহেশশ্চ সহিতৌ তত্র চাগতৌ ।
এতস্যৈব যথার্থায় অনুগ্রহহেতবে ॥ ৪
ততস্ত্বয়া তু তাং দেবীং প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ ।
উক্তমেতদ্বচো দেবি প্রসন্না ভব মে শিবে ॥৫
রাবণস্য বধার্থায় মানুষত্বং ব্রজাম্যহম্ ।
প্রার্থিতঃ ত্রিদশৈঃ সর্বৈর্ব্রহ্মণা চ বিশেষতঃ ॥৬
ত্বং তস্য জয়দা নিত্যং ভক্তিস্তস্য দৃঢ়া ত্বয়ি ।
তৎকথং পাতয়িষ্যামি সমরে তং মহাবলম্ ॥ ৭
ইতি বাক্যং তথান্যচ্চ ত্বয়োক্তং বিস্তরং তদা ।
তচ্ছ্রুত্বা সা যথা প্রাহ তচ্চ রাম নিবোধ মে ॥ ৮

দেব্যুবাচ ।

ত্বয়াহং স্মরণীয়া তু সংগ্রামে সর্বদা তদা ।
যদা যোৎস্যতি লঙ্কেশস্ত্বাং মায়ামনুজাকৃতিম্ ॥৯
ততস্ত্বাং নৈব ভেৎস্যন্তি বাণা অপি সুদারুণাঃ
ন ভীতির্ভবিতা বাপি দৃষ্ট্বা তেষাং পরাক্রমম্ ॥
কৃত্বা চ বিধিবৎ পূজামকালে মম চাত্র বৈ ।
বিজেষ্যসি রণে বীরং রাবণং মৎপ্রসাদতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মাদ্রাম মহাবাহো জেতুকামস্ত রাবণম্ ।
স্মরন্ যুধ্যস্ব সংগ্রামে দেবীং তাং জয়দায়িনীম্
গুরুস্তে মম পুত্রস্তু বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
যন্মন্ত্রং দত্তবাংস্তস্মাত্তৎ সংস্মৃত্য মহারণে ॥১৩
কৃত্বা যুদ্ধং রাক্ষসেন্দ্রং সবন্ধুং জয় রাঘব ।
পূজায়ৈ চ মহাদেব্যা যতস্ব রঘুনন্দন ॥ ১৪
তস্যা বিনা প্রসন্নত্বং ন জেষ্যসি কথঞ্চন ।
প্রবৃত্তে শুক্লপক্ষে তু রাবণস্তাং সুরেশ্বরীম্ ।
পূজয়েদ্যদি নো মৃত্যুস্তদা তস্য ভবিষ্যতি ॥১৬
তস্মাদস্মিন্নকালেঽপি তস্যাঃ সম্পরিপূজনে ।
যতস্ব নিধনায়ৈষাং রাক্ষসানাং রঘূদ্বহ ॥ ১৭

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শ্রীরামঃ প্রত্যুবাচ তম্ ।
বিজানন্নপি তৎ সর্বং লোকানামুপদেশকৃৎ ॥১৮

দেবী অবস্থিত আছেন, জানিয়া সেই দেবীর প্রার্থনার্থ স্বয়ং কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন। মহেশের সহিত আমিও আপনার সঙ্গে গিয়াছিলাম। তুষ্টের যথার্থ দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্ত আপনি সেই দেবীকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন,—হে শিবে! আমার প্রতি প্রসন্না হও। দেবগণের বিশেষতঃ ব্রহ্মার প্রার্থনায় আমি রাবণবধের জন্ত মানব হইব। তুমি তাহার নিত্য জয়দাত্রী, তাহারও তোমাতে দৃঢ়াভক্তি; অতএব কেমন করিয়া আমি সেই মহাবল রাবণকে সমরে পাতিত করিব? আপনি এইরূপ ও অন্যরূপ বিস্তর বাক্য দেবীকে বলিলেন। তখন দেবী তাহা শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে রাম! আমার নিকট বিদিত হও। দেবী বলিলেন,—তুমি সংগ্রামে আমাকে সর্বদা স্মরণ করিও। তুমি মায়ামনুষ্যাকৃতি; অতএব যখন তোমার সহিত রাবণ রণ করিবে, তখন সুদারুণ বাণনিচয়ও তোমাকে ভিন্ন করিতে পারিবে না। তাহাদের পরাক্রম দেখিয়াও তোমার ভয় হইবে না। লঙ্কায় অকালে তুমি আমার যথাবিধি পূজা করিয়া আমার প্রসাদে রণে বীর রাবণকে জয় করিতে পারিবে। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—অতএব হে মহাবাহু রাম! তুমি রাবণজয়কামী হইয়া সমরে জয়দায়িনী আমাকে স্মরণপূর্বক সমর কর। আমার পুত্র মুনিসত্তম বশিষ্ঠ তোমার গুরু। হে রাঘব! তিনি তোমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া মহারণে যুদ্ধ করত বন্ধুগণসহ রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় কর। হে রঘুনন্দন! মহাদেবীর পূজায় যত্ন কর, তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত তুমি কোনও ক্রমেই সমরে জয়লাভ করিতে পারিবে না। শুক্লপক্ষের প্রবৃত্তি হইলে রাবণ সেই সুরেশীর পূজায় প্রবৃত্ত হইবে, যদি পূজা করিতে পারে, তবে তাহার মৃত্যু হইবে না। হে রঘুবর! ঐ সকল রাক্ষসের বিনাশের জন্ত তুমিও এই সময়েই তাঁহার পূজার জন্ত যত্ন কর। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অখিল লোকের উপদেষ্টা শ্রীরাম এসকল

শ্রীরাম উবাচ।

সত্যং জয়প্রদা দেবী সৈব সাক্ষাৎ পরাৎপরা
স্মর্ত্তব্যা পূজিতব্যা চ সংগ্রামে জয়মিচ্ছতা।
কিন্তু নায়ং স কালো হি যত্র দেব্যার্চ্চনাবিধিঃ
নিদ্রিতা চ মহাদেবী সাম্প্রতং ত্রিদশেশ্বরী ॥ ২০
বিশেষতস্তু পক্ষোঽয়মপি কৃষ্ণঃ পিতামহঃ।
কথমত্র মহাদেবীমপ্রবুদ্ধাং প্রপূজয়ে ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

অহং তাং বোধয়িষ্যামি যুদ্ধে তব জয়ায় বৈ।
বধায় রাক্ষসেন্দ্রস্য সকুলস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২২
অকালেঽপি মহাদেবীং পূজয়িষ্যামি রাঘব।
বিজেষ্যসি রণে শত্রূন্ মা চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভদ্রং ব্রহ্মন্ বসিষ্ঠস্তে তনয়ো মে গুরুঃ স্বয়ম্।
পিতা তস্য ভবানেবং জগতাঞ্চ পিতামহঃ ॥ ২৪
অতস্ত্বং মে গুরুর্দেব পূজয়িষ্যসি চণ্ডিকাম্।
অহন্তু সমরাসক্তো ন স্বয়ং কর্ত্তুমুৎসহে ॥ ২৫
কিন্তু সম্পূজিতায়াস্তু সমরে জয়কাম্যয়া।
সোঽপি চেৎ পূজয়েদেবং শুক্লপক্ষে সুরেশ্বরীম্
দদাতি যদি তস্মৈ চ সুপ্রসন্না বরং স্বয়ম্।
তৎকথং পাতয়িষ্যামি সংগ্রামে ভীমবিক্রমম্ ২৭

ব্রহ্মোবাচ।

তয়োক্তং পূর্ব্বমেবৈতন্মবশ্যং তব হস্ততঃ।
ভবিষ্যতি রণে মৃত্যুস্তস্য তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৮
ত্বয়া সম্পূজিতা দেবী যদি ভূয়োঽপি তদ্বরম্।
দদাতি সমরে রাম ততস্তে বিজয়ো ধ্রুবম্ ॥ ২৯
স পাপাত্মা যদা সীতাং সাক্ষাল্লক্ষ্মীং পতিব্রতাম্
রিরংসুর্হৃতবান্ লোভাত্তস্যা মূর্ত্তান্তরং বলাৎ।
তদা সৈব বিনাশায় তস্য দুষ্টবিচেতসঃ।
কৃষ্টা বিপৎস্বরূপেণ প্রবিবেশ পুরীং স্বয়ম্ ॥ ৩১
যত্র ধর্ম্মে মতিঃ শান্তিস্তত্র শ্রীঃ কান্তিরেব চ।
অধর্ম্মে যত্র সা তত্র বিপদ্রূপা স্বয়ং শিবা ॥ ৩২
অহঙ্কৃতিবশাদ্যো হি কুরুতে ধর্ম্মহেলনম্।
দর্পোপশমনী তস্য সৈব দেবী মহামতে ॥ ৩৩

বিশেষরূপে জানিলেও ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন। শ্রীরাম বলিলেন,—সেই সাক্ষাৎ পরাৎপরা জয়প্রদা দেবী যুদ্ধজয়েচ্ছু মানবগণের সমরে স্মরণীয় ও পূজনীয়, ইহা সত্য; কিন্তু পূজা-বিধি অনুসারে এ তাঁহার স্মরণ বা পূজার কাল নহে। সম্প্রতি সেই ত্রিদশেশ্বরী মহাদেবী নিদ্রিতা, বিশেষতঃ হে পিতামহ! এই কৃষ্ণপক্ষ; এ সময়ে কিরূপে নিদ্রিতা মহাদেবীকে পূজা করা যায়? ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমার যুদ্ধজয়ার্থ আমি তাঁহাকে প্রবোধিত করিব। হে রাঘব! দুরাত্মা রাক্ষসরাজের সবংশে বিনাশ জন্য অকালেই আমি মহাদেবীকে পূজা করিব। তুমি চিন্তা করিও না, সমরে শত্রুনাশ করিতে পারিবে। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার পুত্র স্বয়ং বশিষ্ঠ আমার গুরু; আপনি তাঁহার পিতা—এ জগতের পিতামহ। অতএব হে দেব! আপনিই আমার গুরুরূপে চণ্ডিকার পূজা করিবেন। আমি সমরাসক্ত, সুতরাং স্বয়ং ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিব না, কিন্তু যুদ্ধ জয় কামনায় রাক্ষসরাজও যদি এরূপে সুরেশীর পূজা করে; আর তিনি যদি সুপ্রসন্না হইয়া স্বয়ং তাহাকেও বরদান করেন, তবে কেমন করিয়া সেই ভীম-বিক্রম রাবণকে রণে পাতিত করিব? ১২—২৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দেবী পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছেন,—অবশ্যই তোমার হস্তে সেই রাবণ রণে নিহত হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এখন তোমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যদি দেবী পুনরায় সেই বরদান করেন, তবে হে রাম! সমরে তোমার বিজয় নিশ্চিত। যৎকালে সেই পাপাত্মা রাক্ষস লোভবশে পতিব্রতা লক্ষ্মীরূপিণী সীতার সহিত রমণকামনায় তাঁহারই শরীরান্তর অপহরণ করে, তখন ঐ লক্ষ্মী সেই দুরাত্মার বধের জন্য রুষ্টা হইয়া বিপদ্রূপে তাহার পুরে প্রবেশ করেন। যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই শ্রী, বুদ্ধি, শান্তি, কান্তি বিরাজ করেন; আর যথায় অধর্ম্ম, সেথায় শুভদা লক্ষ্মী বিপদ্-রূপে পরিণতা হন। যে ব্যক্তি অহঙ্কার-

অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি সেতিহাসং রঘূদ্বহ।
যথা সম্ভাষিতং দেব্যা স্বয়মেব মমাগ্রতঃ॥ ৩৪
যথা মহেশ্বরো দেবঃ পঞ্চবক্ত্রো মহামতিঃ।
তথাহমপি পঞ্চাস্যঃ পূর্ব্বমাসং রঘূদ্বহ॥ ৩৫
তত্রৈকদা হ্যহঙ্কারবশাচ্ছম্ভুমহং পুরা।
অবোচং মম সংক্রোধঃ সম্ভূতো রঘুনন্দন॥ ৩৬
তচ্ছ্রুত্বা স মহাদেব পঞ্চমং মে শিরস্ততঃ।
প্রচিচ্ছেদ মহাক্রোধাত্তৎক্ষণাদেব শঙ্করঃ।
ততোঽহং চতুরাস্যঃ সন্নেকদা তাং সুরাত্তমাম্
প্রণন্তুং তৎপুরং পূর্ব্বমগমং সহ বিষ্ণুনা॥ ৩৭
মহারুদ্রশ্চ তত্রৈব প্রণন্তুং তাং মহামতে।
মহাদুর্গাং সমায়াতস্তস্মিন্নেব ক্ষণে প্রভুঃ॥ ৩৮
এবং তত্র স্বয়ং ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ।
সহিতাঃ সমভুদ্রাজন্ মহাদুর্গাসমীপতঃ॥ ৩৯
এতস্মিন্নেব কালেঽহং তাং প্রণম্য মহামতে।
অবোচং ত্রিদশেশানীং তস্য শম্ভোঃ সমীপতঃ
ত্বদনুগ্রহদর্পেণ মাতঃ শম্ভুরয়ং মম।
চিচ্ছেদ পঞ্চমং বক্ত্রং নিগৃহ্য সুরসত্তমে॥ ৪১
ময়া কিমপরাদ্ধং বা কস্মাৎ বা ধূর্জ্জটিঃ শিবঃ।
প্রচিচ্ছেদ জগন্মাতস্ত্রিদশেশ্বরবন্দিতে॥ ৪২
ইতি মে বচনং শ্রুত্বা ততঃ সা জগদম্বিকা।
মামাহ বচনঞ্চেদং সুচারুমুখপঙ্কজা॥ ৪৩

দেব্যুবাচ।

বৎস জানীহি কর্ম্মাণি শুভসংসূচকানি বৈ।
তথৈবাশুভভোগানাং সূচকানি চ তানি বৈ॥
শুভানামশুভানাং বা কর্ম্মণাং পদ্মসম্ভব।
ফলপ্রদাহমেবৈকা স্বতন্ত্রাস্মি ন চাপরঃ॥ ৪৫
যো যথা কুরুতে কর্ম্ম শুভং বাপ্যশুভং তথা।
তথা ফলং ভবেত্তস্য নান্যথা তু ভবেৎ কচিৎ
ন তত্র বিদ্যতে কশ্চিদপ্রিয়ো বা প্রিয়োঽথ বা
অবশ্যং সুকৃতং কর্ম্ম ভুঙ্‌ক্তে তত্র ন সংশয়ঃ॥
স্বস্য সন্ধ্যাং স্বতনয়াং দৃষ্ট্বা কামেন মোহিতঃ।
অকরোর্যদভিপ্রায়ং তস্যৈতৎ ফলমাপ্তবান্॥ ৪৮
শম্ভোঃ ক্রোধস্তত্রাভূচ্চ নিমিত্তং কেবলং বিধে

বশে ধর্ম্মে অবহেলা করে, হে মহামতে! সেই লক্ষ্মীদেবীই তাহার দর্প দূর করিয়া দেন। হে রঘুবর! এ বিষয়ে দেবী স্বয়ং আমার সম্মুখে যাহা বলিয়াছেন, ইতিহাসের সহিত তোমায় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রঘূত্তম! পূর্ব্বে মহামতি মহেশ ও আমি আমরা উভয়েই পঞ্চমুখ ছিলাম। হে রঘুনন্দন! অহঙ্কারবশে পূর্ব্বে আমি একদা শম্ভুর সহিত সক্রোধে সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, অনন্তর মহাদেব তাহা শুনিয়া রোষবশে তৎক্ষণাৎ আমার পঞ্চম মস্তক ছেদন করেন। অনন্তর আমি চতুর্ব্বদন হইয়া একদা সেই সুরশ্রেষ্ঠা দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বিষ্ণুর সহিত তদীয় পুরে গমন করি। হে মহামতে! সেই সময় সেখানে প্রভু মহারুদ্রও মহাদুর্গাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আমি ব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা তিনজনেই সেই মহাদুর্গার সমীপে মিলিত হই। হে মহামতে! সেই সময় আমি মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া শম্ভুর সমীপেই ত্রিদশেশ্বরীকে কহিলাম,—হে মাতঃ! আপনার অনুগ্রহদর্পেই সুরসত্তম আমাকে নিগৃহীত করিয়া পঞ্চানন আমার পঞ্চম আনন ছিন্ন করিয়াছেন। হে ত্রিদশবন্দিতে জগন্মাতঃ! আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, শিব আমার শিরশ্ছেদ করিলেন? অনন্তর সুচারুপদ্মাননা জগদম্বিকা আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে এই বাক্য বলিলেন।২৮—৪৩। দেবী বলিলেন,—হে বৎস! বিদিত হও;—কর্ম্মনিবহই শুভাশুভভোগের সূচক। হে কমলযোনে! এক আমিই মাত্র শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলদাত্রী; স্বতন্ত্র অপর কেহ কর্ম্মফলদাতা নাই। শুভই হউক আর অশুভই হউক, যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে তদ্রূপ ফল পায়, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। এ বিষয়ে প্রিয়াপ্রিয়ের কোনও কথা নাই, জীব অবশ্য স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তুমি কামমোহিত হইয়া নিজ কন্যা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার সঙ্গ অভিলাষ করিয়াছিলে, তাহারই এই ফল পাইয়াছ। হে বিধে! শম্ভুর ক্রোধ তোমার শির-

বস্তুতঃ কর্ম্মণস্তস্য ফলমেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥৪৯
যত্ত্ব স্বতনয়াং দৃষ্ট্বা কুরুতে কামচিন্তনম্ ।
শিরস্তস্য ভবেচ্ছিন্নং মদিচ্ছাবশতো বিধে ॥ ৫০
তস্মাত্তাত ময়ৈবৈতচ্ছিন্নশ্ছিন্নং মহামতে ।
অধিষ্ঠাত্র্যা শিবে নূনং কো দোষোঽত্র
শিবস্য তু ॥ ৫১
এবমেতদ্বিজানীহি ধর্ম্মবর্ত্মবিরোধিনাম্ ।
অহমেব নিয়ন্ত্র্যেকা নান্যোঽপ্যস্তি জগত্ত্রয়ে॥৫২
ব্রহ্মংস্তে পঞ্চমং বক্ত্রং কল্পিতো হব্যবাহনঃ ।
যস্মিন্ হুতে সুরাঃ সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি শাশ্বতীম্

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তে ত্রিজগদ্ধাত্রীং ত্রয় এব সুরোত্তমাঃ ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তুষ্টুবুর্ভক্তিসংযুতাঃ ॥ ৫৪

ত্রয় উচুঃ ।

উৎপন্নাঃ পুরুষা বয়ং তব তনৌ
ব্রহ্মেশনারায়ণা,
ভূয়োঽপি ত্বয়ি যাম এব
বিলয়ংত্বং জন্মনাশোজ্ঝিতা
জানীমো মহিমানমেব ন হি তে
প্রাচীনমত্যদ্ভুতং,
স্তোষ্যামঃ কথমেব দেবি জগতাং
ধাত্রি প্রসীদস্ব নঃ ॥ ৫৫

শিব উবাচ ।

সন্ধর্তুং শিরসা সুরেশি তরসা
ত্বৎপাদরেণূনহং,
গঙ্গায়াং স্বপতন্ কিয়ন্ত ইতি সা
ত্রৈলোক্যসম্পাবনী,
যস্যাস্তে পদপদ্মরেণুমহিমা-
প্যেতাদৃশস্তাং কথং,
ত্বাং স্তোষ্যে স্বগুণৈঃ প্রপাহি জগতাং
ধাত্রী প্রসীদাম্বিকে ॥ ৫৬
দেবি ত্বৎপদপঙ্কজং হৃদি ধৃতং
তেনৈব দর্পেণ বৈ,
জিত্বা মৃত্যুমশেষলোকভয়দং
তৎ কালকূটং বলাৎ ।

শিরশ্ছেদন অনিমিত্তমাত্র ; বস্তুতঃ তোমার কন্যা কামনারূপ কর্ম্মেরই এই ফল, ইহা সুনিশ্চিত। হে ব্রহ্মন্! তুমি যে স্বীয় তনয়া-দর্শনে কামচিন্তা করিয়াছিলে, আমার ইচ্ছায় তজ্জন্যই তোমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছে ; হে মহামতে! শিবাধিষ্ঠাত্রী আমিই তোমার শিরশ্ছেদ করিয়াছি ; আর ইহা নিশ্চিত যে, এ বিষয়ে শিবের দোষ নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মপথরোধিগণের আমিই একমাত্র নিয়ন্ত্রী, ত্রিজগতে আর কেহ নিয়ন্তা নাই। হে ব্রহ্মন্! তোমার ঐ পঞ্চমমুখ অগ্নিরূপে কল্পিত হইয়াছিল, এই অগ্নিমুখে আহুতি দিলে সুরগণ শাশ্বতী তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর সেই সুরোত্তমত্রয় জগত্ত্রয়পালনী দেবীকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করত স্তব করিলেন। দেবত্রয় বলিলেন,—হে দেবি! আপনার তনু হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, আমরা পুরুষত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছি,
আবার আপনার তনুতেই বিলীন হইব ; আপনি জন্মরহিতা ; আমরা আপনার প্রাচীন অত্যদ্ভুত মহিমা জানি না, অতএব কি করিয়া আপনার স্তব করিব, আপনি জগদ্ধাত্রী, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৪—৫৫। শিব বলিলেন,—হে সুরেশি! আপনার পাদপদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করিবার জন্য আমি অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তখন আপনার কতিপয় পদরেণু গঙ্গামধ্যে পতিত হয়, তাই গঙ্গা ত্রিলোকপাবনী। আপনার পাদপদ্মরেণুরই যখন এমন মহিমা, তখন কি করিয়া আপনার স্তব করিব? আপনি জগদ্ধাত্রী। হে অম্বিকে! আপনি স্বীয়গুণে প্রসন্না হউন। হে দেবি! আপনার পাদপদ্ম হৃদে ধারণ করিয়াছি, এই দর্পে মৃত্যুকে জয় করিয়াছি,—বলপূর্ব্বক নিখিল লোকের ভয়দ কালকূট পান করিয়াছি ; হে সুরেশি! নূতন মেঘবৎ দ্যুতিশালী ঐ কালকূট, কণ্ঠে অদ্যাপি দিব্য শোভা ধারণ

পীতং যদ্বনমীরজচ্যুতি গলে
চান্দ্যাপি সংব্রাজতে,
দিব্যাভং মণিবৎ সুরেশি জগতাং
ধাত্রি প্রসীদাম্বিকে ॥ ৫৭
বিষ্ণুরুবাচ ।
যত্রাব্জৌ ভুজগেশ্বরস্য শিরসি
স্বচ্ছং শয্যাম্যম্বিকে,
লক্ষ্মীবাণ্যনুমোদিতঃ স্তনঘট-
স্যন্দোকবিন্দুস্তবঃ ।
স্নেহপ্যব্ধিস্তব দেবি দুস্তরতর-
স্তৎ ত্বাং কথং বা শিবে ।
তোষ্যেহহং স্বগুণেন পাহি জগতাং
ধাত্রি প্রসীদাম্বিকে ॥ ৫৮
ত্বং সূক্ষ্মা প্রকৃতিঃ পরাৎপরতরা
বিশ্বৈকহেতুঃ শিবে ।
ত্বাং জানন্তি ন কেহপি যেহপি জগতাং
সৃষ্ট্যাদিশক্তা অপি ।
ত্বং মাতা জগতাং বয়ং তব সুতাঃ
কারুণ্যপূর্ণে কৃপা-,
মস্মাসু প্রবিধায় পাহি জগতাং
ধাত্রি প্রসীদাম্বিকে ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ ।
স্তোত্রং তে ন চ বেদ্মি নাপি চ পরং
রূপং ন শীলং গুণান্,
সম্যগ্বক্তু কিয়ৎ শ্রুতীরিতমহং
জানে তথান্যেহপি বা ।
তদ্বক্ত্রৈরপি কোটিভির্বহুযুগৈ-
র্বক্তুং ন শক্তাঃ শিবে,
পাহি ত্বং নিজসদ্‌গুণেন জগতাং
ধাত্রি প্রসীদাম্বিকে ॥ ৬০
ইত্যাদিস্তুতিবাক্যৈস্তাং স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ
প্রযযুস্তে নিজং স্থানং ব্রহ্মাদ্যা রঘুনন্দন ॥ ৬১
তয়েতদুক্তং রাজেন্দ্র স্বপ্নমেব মমাগ্রতঃ ।
অয়ঞ্চাপি দুরাত্মা নৈনং সা পরিরক্ষতি ॥ ৬২
সীতা মন্দোদরী গর্ভে সম্ভূতা চারুরূপিণী ।
ক্ষেত্রজা তনয়াপ্যস্য রাবণস্য রঘূত্তম ॥ ৬৩
তাং লোভাদপহৃত্যৈব রিরংসুঃ কামমোহিতঃ

করিয়া রহিয়াছে ; হে অম্বিকে ! তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি প্রসন্ন হও । বিষ্ণু কহিলেন,—হে অম্বিকে ! লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অভিপ্রায়ে আমি যে ভুজগপতির মস্তকোপরি স্বচ্ছ শয্যায় সাগরে শয়ন করি, সেই সাগর আপনার স্তনঘট হইতে স্যন্দিত একটী বিন্দু হইতে উদ্‌ভূত ; হে দেবি ! আপনার সেই স্তনবিন্দুজাত সাগরও দুস্তর ; অতএব হে শিবে ! আপনার কেমন করিয়া স্তব করিব ? আপনি আপনার নিজগুণে জগৎ পালন করুন, প্রসন্ন হউন । আপনি সূক্ষ্মা প্রকৃতি পরাৎপরতরা, বিশ্বের একমাত্র কারণ ; হে শিবে ! যাঁহারা জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ, তাঁহারাও আপনাকে জানিতে পারেন না ; আপনি জগতের মাতা, আমরা আপনার তনয় ; হে কারুণ্যপূর্ণে ! আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন ; আপনি জগদ্ধাত্রী, জগৎ পালন করুন ; অম্বিকে ! প্রসন্ন হউন । ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনার স্তব জানি না, আপনার পরমরূপ, শীল, গুণ জানি না ; এ বিষয়ে বেদে যাহা কিছু সামান্য উক্ত হইয়াছে, আমিই কি আর অন্যই বা কি, কোটি বক্ত্র দ্বারা বহুযুগ ব্যাপিয়াও কেহ তাহা বলিতে সমর্থ নহে ; হে শিবে ! আপনি নিজগুণে রক্ষা করুন । হে অম্বিকে ! আপনি জগদ্ধাত্রী । হে রঘুনন্দন ! ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ স্তুতিবাক্য দ্বারা ভক্তিভরে তাঁহার স্তব ও প্রণাম করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন । হে রাজেন্দ্র ! দেবী স্বয়ং আমার সম্মুখে এইরূপ বলিয়াছিলেন ; আর ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি দুরাত্মা রাবণকে রক্ষা করিবেন না । চারুরূপিণী সীতা মন্দোদরীর গর্ভে জন্ম লইবেন ; হে রঘুবর ! তিনি এই রাবণের ক্ষেত্রজা কন্যা হইবেন ॥ ৫৮-৬৩ ॥ কামমোহিত রাবণ লোভবশতঃ তাঁহার সহিত রতি কামনায় যৎকালে তাঁহাকে

যদা লঙ্কাং সমানীতা তদা লক্ষ্মীর্গতা ভবেৎ।
জয়দা ধর্ম্মনিষ্ঠানাং পাপিনাং নাশকারিণী।
একৈব সা রঘুশ্রেষ্ঠ ভবানী ভুবনেশ্বরী। ৬৫
তামভ্যর্চ্চয়তাং ভক্ত্যা সত্যং সত্যং রঘূদ্বহ।
ন বিদ্যতে কচিদ্ধানিঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে॥
তস্মাত্ত্বমপি ভো রাম বিবিধৈরুপহারকৈঃ।
শত্রূণাং নিধনাকাঙ্ক্ষী সমরে শত্রুসূদন॥ ৬৭
অকালেঽপি মহাদেবীং পরিপূজ্য বিধানতঃ।
বিজেষ্যসি রণে শত্রূন্ মা চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি॥
ধর্ম্মো বিজয়দা তত্র দেবী যত্র প্রপূজিতা।
অধর্ম্মো যত্র তত্রৈষা বিপদ্রূপা রঘূদ্বহ॥ ৬৯
ত্বং শুদ্ধঃ সত্যসন্ধশ্চ জগতাং হিতকারকঃ।
ন্যায়বর্ত্মপ্রবৃত্তশ্চ ততস্তে বিজয়ো ধ্রুবম্॥ ৭০
তেন যচ্চ কৃতং কর্ম্ম শুভং তস্য তু তৎফলম্।
তদ্ভুক্তং নাবশিষ্টঞ্চ কিঞ্চিত্তস্য প্রবর্ত্ততে॥ ৭১

ইদানীং কৃতদুষ্কর্ম্মফলন্তু সমুপস্থিতম্।
ততস্ত্বং বাণজালেন নিহতঃ স পতিষ্যতি॥ ৭২
তস্মাদ্রাম স্থিরো ভূত্বা দেবীং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ
পারয়িষ্যসি লঙ্কেশং মা চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রাবণবধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য রঘুশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবক্ত্রান্মহামুনে।
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রসন্নাত্মা প্রসন্নধীঃ॥ ১
শ্রীরাম উবাচ।
ব্রহ্মন্ বিজয়দা দেবী সৈব সত্যং মহামতে।
পূজয়িষ্যামি তাং ভক্ত্যা জয়কামো মহারণে॥
ইদানীং ব্রূহি সা দেবী মহাদুর্গা মহেশ্বরী।
কুত্রাস্তি কীদৃশং রম্যং রূপং তস্যা বদ প্রভো॥

হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিবে, তখন লঙ্কা হইতে লক্ষ্মী চলিয়া যাইবেন। দেবী ধর্ম্মনিষ্ঠগণের জয়দাত্রী, পাপিগণের নাশকারিণী; হে রঘুবর! একমাত্র ঐ ভবানীই ভুবনের ঈশ্বরী; হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, যাহারা তাঁহাকে সভক্তি অর্চ্চনা করে; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে কুত্রাপি তাহাদের হানি হয় না। অতএব হে রাম! তুমিও শত্রুসমূহের বিনাশকারী হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ উপহারে তাঁহার পূজা কর, সমরে শত্রু নাশ করিতে পারিবে। অকালেও যথাবিধানে মহাদেবীর পূজা করিয়া সমরে শত্রু জয় করিতে পারিবে। তুমি চিন্তিত হইও না। হে রঘূত্তম! যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানে দেবী সম্যক্ পূজিত হইলে জয়দা হন; আর যে স্থানে অধর্ম্ম, তথায় তিনি বিপদ্রূপা হইয়া থাকেন। তুমি শুদ্ধ, সত্যবাক্য, জগতের হিতকারক ও ন্যায়পথবর্ত্তী; অতএব তোমার জয় নিশ্চিত। রাবণ যে শুভকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার শুভফল তাহার ভোগ হইয়াছে। অবশিষ্ট কিছুই নাই; সম্প্রতি তাহার কৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগকাল উপস্থিত; অতএব বাণজাল দ্বারা তাহাকে নিহত করিতে পারিবে। অতএব হে রাম! স্থির হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা কর; লঙ্কেশ্বর রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে, চিন্তা করিও না। ৬৪—৭৩।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বলিলেন,—হে মহামুনে! প্রসন্নাত্মা প্রসন্নধী রঘুবর রাম ব্রহ্মার মুখে এই সকল শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দেবী বিজয়দা ইহা সত্য, হে মহামতে! মহারণে জয়কামী হইয়া ভক্তিভরে আমি তাঁহার পূজা করিব; হে প্রভো! সম্প্রতি বলুন—সেই দেবী মহেশ্বরী মহাদুর্গা কোথায়

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি স্বয়ং জানাসি যদ্যপি।
তথাপি পাবনং পুণ্যং শ্রোতৃণাং ভাবতাং বহঃ
সর্ব্বগা সর্ব্বসংস্থা চ বিশেষাৎ পীঠবাসিনী।
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যসংস্থা চ তদ্বহির্বাসিনী তথা ॥ ৫
স্বর্গে মর্ত্ত্যে হিমাদ্রৌ চ কৈলাসে শিবসন্নিধৌ
যা মূর্ত্তির্ভগবত্যাস্তু সৈব পৌরাণিকী মতা ॥৬
ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যসংস্থা তু যা মূর্ত্তিস্তান্ত্রিকী পরা।
সুগোপ্যা সা মহাদুর্গা নিত্যানন্দময়ী তথা ॥ ৭
তস্যাঃ স্থানন্তু যাদৃক্‌ তৎ কেন বক্তুং প্রশক্যতে
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তে রাম শৃণু সাবহিতো মম ॥৮
পাতালভূতলস্বর্গ ব্রহ্মলোকাশ্চ রাঘব।
ব্রহ্মাণ্ডান্তঃস্থিতাঃ সর্ব্বে ক্রমাদূর্দ্ধং সুদূরতঃ ॥৯
ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে রুচিরো ব্রহ্মলোকাৎ সমুচ্ছ্রিতঃ।
লক্ষযোজনমাত্রস্তু শিবলোকো নিরাময়ঃ ॥১০
যত্র প্রমোদতে নিত্যং প্রমথৈঃ প্রমথেশ্বরঃ।
অত্যনির্ব্বচনীয়শ্চ নিত্যোৎসবসুসংযুতঃ ॥ ১১
শিবভক্তাশ্চ যে লোকাস্তে তং প্রাপ্য মনোরমম্।
মোদন্তে দেবদেবস্য প্রসাদাৎ করুণানিধেঃ ॥
দক্ষিণে তস্য বৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠো যত্র মোদতে।
সার্দ্ধং কমলয়া শঙ্খচক্রপদ্মগদাধরঃ ॥ ১৩
সোঽপ্যনির্ব্বচনীয়ো বৈ লোকঃ শ্রীকমলাপতেঃ
শুদ্ধজ্যোতির্ম্ময়ো নানারত্নজালবিচিত্রিতঃ ॥১৪
বিষ্ণুভক্তিরতা যে চ দেবদানবমানবাঃ।
সালোক্যং সমনুপ্রাপ্তাস্তে তু বিষ্ণুপ্রসাদতঃ
মোদন্তে নগরে তত্র নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
দ্বারসংরক্ষকো যত্র গরুড়ঃ পন্নগাধিপঃ ॥ ১৬
শম্ভোর্লোকস্য বামে তু গৌরীলোকো মনোরমঃ।
বিচিত্রমণিমাণিক্যসমূহৈরতিশোভিতঃ ॥ ১৭
তত্র যা বৈদিকীমূর্ত্তির্দেব্যাদশভুজাপরা।
অতসীকুসুমাভাসা সিংহপৃষ্ঠনিবেশিনী ॥১৮
সাস্তে তু মন্দিরে রম্যে ষোড়শদ্বারশোভিতে।

আছেন? তাঁহার রূপ কিরূপ রম্য? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে রাম! যদিও তুমি নিজে জান, তথাপি ইহা শ্রোতা ও বক্তাদিগের পাবন বলিয়া এই পুণ্য কথা কহিতেছি। দেবী সর্ব্বদা সর্ব্বসংস্থা, বিশেষতঃ পীঠবাসিনী; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও আছেন, বাহিরেও বিদ্যমান; তিনি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, হিমালয়ে ও কৈলাসে শিবসন্নিধানে আছেন। ইঁহার ভগবতী মূর্ত্তি পৌরাণিক আর ব্রহ্মাণ্ডবাহে যে মূর্ত্তি বিদ্যমান, তাহা তান্ত্রিক! ঐ নিত্যানন্দময়ী মহাদুর্গার তান্ত্রিক মূর্ত্তি অতীব গোপনীয়। তাঁহার স্থান যে কিরূপ, তাহা কে বলিতে সম্যক্‌ সমর্থ? হে রাম! তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি, অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। হে রাঘব! পাতাল, ভূতল, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক এ সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিদ্যমান এবং যথাক্রমে বহুদূরে ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ব্রহ্মলোক হইতে লক্ষযোজন উচ্চে মনোজ্ঞ নিরাময় শিবলোক বিদ্যমান; এখানে প্রমথপতি প্রমথগণের সহিত নিত্য প্রমুদিত হন। এ স্থান অতি অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য উৎসবসমন্বিত; যাহারা শিবভক্ত, তাহারা এই মনোহর লোক লাভ করে; আর করুণানিধি দেবদেবের প্রসাদে নিত্য প্রমুদিত হয়।১-১২। এই শিবলোকের দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ লোক, এখানে শঙ্খচক্রগদাধর বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মীর সহিত প্রমুদিত। কমলাপতির এই লোকও অনির্ব্বচনীয় শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নানা রত্ন জালে বিচিত্রিত। বিষ্ণুভক্তিরত দেব দানব ও মানবগণ বিষ্ণুর প্রভাবে এখানে বিষ্ণুসালোক্য লাভ করিয়া নিত্য মুদিতমনে এ নগরে বিহার করে। পন্নগাধিপ গরুড় এই লোকের, দ্বাররক্ষক। শিব লোকের বামে মনোরম গৌরীলোক। এই লোক বিচিত্র মণিমাণিক্যনিচয়ে অতীব শোভিত। এই লোকে দেবীর অতসীকুসুমাভাসী সিংহাসনসমারূঢ়া দশভুজা বৈদিকী মূর্ত্তি বিদ্যমান। ষোড়শ দ্বারশোভিত বহু পতাকা দ্বারা অলংকৃত বিচিত্র শুভযুত রম্য মন্দিরের মধ্য-

বিচিত্ররত্নসংযুক্তে পতাকাভিরলঙ্কৃতে ॥ ১৯
স্তবদ্ভিঃ সর্ব্বদা দেবমুনীন্দ্রৈরভিপূজিতে ॥ ২০
অনন্তচেটিকাবৃন্দৈর্ভৈরবীভিশ্চ রক্ষিতে ।
ব্রহ্মাণ্ড বাসিভিঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্জ্জগদম্বিকা ॥২১
পূজ্যতে সমুপাগত্য শম্ভুনা বিষ্ণুনা তথা ।
সব্যে বৈকুণ্ঠলোকস্য শুদ্ধজ্যোতির্ম্ময়প্রভঃ ।
গোলকো রাধয়া যত্র কৃষ্ণো বিহরতে প্রভুঃ ।
বিচিত্ররত্নসম্বাপুরে কল্পদ্রুমাবৃতে ॥২৩
ব্রহ্মর্ষি বেদধ্বনিভিঃ পরিতঃ প্রতিনাদিতে ।
রত্নস্তম্ভ সমুদ্দীপ্তে মন্দিরে ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ২৪
যথেচ্ছং রমতে দেব্যা রাধয়া দ্বিভুজো হরিঃ ।
তত ঊর্দ্ধং রঘুশ্রেষ্ঠ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥
স্থানমস্তি মহাদুর্গা যত্র দেবী সুগোপিতা ।
স্বয়ং বিহরতে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাদিদুর্ল্লভা ॥ ২৬
বেদাগমস্মৃতিষু যৎ পরিপূর্ণমেকং,
বেদান্তকাদিবিবিধেষু চ দর্শনেষু ।
ব্রহ্মেতি নিশ্চিতমনেকবিধৈঃ প্রমাণৈঃ,
সাক্ষাত্তু তদ্ভগবতী খলু সৈব নিত্যা ॥ ২৮
বিশ্বাম্বিকানিরুপমা নিরুপদ্রবা চ
সূক্ষ্মা জগৎস্থিতিলয়াদিষু হেতুরেকা ।
নিত্যাতিসৌম্যবিগ্রহা খলু নিত্যদেহা
বিশ্বাশ্রয়া রঘুপতে পরমাপি সৈব ॥ ২৯
তস্যাঃ পদাম্বুজনখদ্যুতিমেব সর্ব্বে
নানাকঠোরতপসা পরিলোকয়ন্তি ।
ধ্যায়ন্তি চানিশমহোঽখিলযোগিবৃন্দা,
স্তদ্‌ব্রহ্ম কৃতিবিহীনমপি ব্রুবন্তি ॥ ৩০
তস্যা নিজাংশজনিতস্য মহেশ্বরস্য
বিষ্ণোশ্চ যৎ পরিহিতঃ শ্রুতিভিশ্চ তত্ত্বম্ ।
তৎ স্বাংশজত্ববিষয়া খলু বিদ্ধি রাজন্
পারং পরং রঘুপতে ন পুনস্তু সাক্ষাৎ ॥ ৩৪
যথাব্ধিসম্ভবা গঙ্গা ভিদ্যন্তে ন সমুদ্রতঃ ।
তথা ব্রহ্মাংশ জাতাস্তে ভিদ্যন্তো ব্রহ্মতোন চ
সৈব সংসৃজতে বিশ্বং সৈব সম্পালয়ত্যপি ।
সৈব সংহরতেঽপ্যন্তে নান্যস্তত্র তু কারণম্ ॥৩৩
যথা কৃত্রিমহস্ত্যাদেঃ পরিস্পন্দাদিহেতুতা ।

তিনি উপবিষ্টা। দেব ও মুনিবৃন্দের বন্দনা বাক্যে মন্দির সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত এবং অসংখ্য চেটিকা ও ভৈরবীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। ব্রহ্মাণ্ডবাসী ব্রহ্মাদি দেবগণ এখানে আসিয়া শম্ভু ও বিষ্ণুর সহিত জগদম্বিকার পূজা করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠলোকের বামদিকে শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় গোলোক, এই গোলোকপুর কল্পদ্রুমাবৃত, বিচিত্র রত্নসংবদ্ধ। এই পুরে প্রভু কৃষ্ণ রাধার সহিত বিহার করেন। এই পুরের চতুর্দিক্ ব্রহ্মর্ষিগণের মুখোচ্চারিত বেদধ্বনি দ্বারা প্রতিধ্বনিত। তথায় রত্নস্তম্ভসমুদ্দীপ্ত মন্দিরে স্বয়ং ভগবান্ দ্বিভুজ হইয়া দেবী রাধার সহিত যথেচ্ছ রমণ করেন। হে রঘুবর! ইহার পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে এক স্থান আছে, এখানে মহাদুর্গা সুগোপিতা; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদিদেবদুর্ল্লভা দেবী স্বয়ং এই স্থানে বিহার করেন। বেদ, আগম স্মৃতি ও বেদান্তাদি বিবিধ দর্শনে নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা যাহা একমাত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে,—ইনিই সেই সাক্ষাৎ নিত্যা ভগবতী। ইনি বিশ্বাম্বিকা নিরুপমা, নিরুপদ্রবা, সূক্ষ্মা ও জগতের স্থিতি লয়াদির একমাত্র কারণ; হে রঘুনাথ! ইনি নিত্যা, অতি সৌম্যবিগ্রহা, নিত্যদেহা, বিশ্বাশ্রয়া ও পরমা। ১৩—২৯। যোগিগণ নানারূপ কঠোর তপস্যার দ্বারা ইঁহারই পাদপদ্মের নখদ্যুতি সন্দর্শন করেন, অহর্নিশ ধ্যান করেন এবং ইঁহাকেই আকৃতিবিহীন ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। তাঁহার নিজাংশসম্ভূত মহেশ ও বিষ্ণুর যে তত্ত্ব শ্রুতিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, হে রাজন্! তাহার অংশাংশেরও পরপার জানা যায় না, হে রঘুনাথ! সাক্ষাৎ দেবীর তত্ত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? সাগরসম্ভবা নদী যেমন সাগর হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত পদার্থ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। সেই দেবীই বিশ্বসৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন এবং অন্তকালে তিনিই সংহার করেন, এ বিষয়ে অন্য কোনও কারণ নাই। কৃত্রিম হস্তীর পরিস্পন্দাদি ব্যাপারে সূত্রকই

প্রাধান্যাৎ কুম্ভকস্যৈব তথা তস্যাশ্চ হেতুতা॥৩৪
যেতু তামতিদুর্গম্যাং সর্ব্বেষাং মূলকারণম্।
ন জানন্তি মহামোহাত্তদ্ব্রহ্মাদিদৈবতান্॥
সৃষ্ট্যাদিহেতূন্ জানন্তি প্রাধান্যাদ্রঘুনন্দন।
যথা ঘটস্য হেতুত্বং কুলালমপহায় বৈ॥ ৩৬
প্রাধান্যাৎ কল্প্যতে দোষী দণ্ডাদিষু বিমূঢ়ধীঃ
তথৈবান্যত্র সৃষ্ট্যাদিহেতুতায়াশ্চ কল্পনা॥ ৩৭
প্রাধান্যেন রঘুশ্রেষ্ঠ মুগ্ধানামিহ মায়য়া।
জগদাধারভূতা সা সর্ব্বরক্ষণকারিণী॥ ৩৮
পরমা মোক্ষদা সৈব মোহবন্ধপ্রবর্ত্তিনী।
সৈব সিন্ধৌ নিমগ্নস্য বিষ্ণোঃ সংরক্ষণায় বৈ॥৩৯
বটপত্রময়ী ভূত্বা তং দধার মহাম্ভসি।
সৈব চৈতন্যরূপা চ তয়া তু রহিতং জগৎ॥ ৪০
বিভাতি শববৎ সর্ব্বং তৎ দৃষ্ট্যা চ রঘূদ্বহ।
চৈতন্যং সমাপ্নোতি সুমন্ত্রং মন্ত্রিণা যথা॥ ৪২
সৈব ক্রীড়েচ্ছয়া সৃষ্ট্বা লীলয়া পরমং শিবম্।
স্বমূর্ত্ত্যন্তরমেবৈক আত্মন্ বিহরতি স্বয়ম্॥ ৪
সৈব দুর্গতিমাপন্নাম্নিস্তারয়তি দুর্গতিম্।
তস্মাৎ সা প্রোচ্যতে লোকে দুর্গা দুর্গতি-
নাশিনী॥ ৪৩
মন্দভাগ্যোঽপি সংস্মৃত্য তস্যা নাম পরাক্ষরম্
সৌভাগ্যং সমবাপ্নোতি তস্মাৎ সা পরমেশ্বরী
মন্দভাগ্যপরিত্রাত্রী প্রোচ্যতে বেদবেদিভিঃ।
সৈব দেবী পরা বিদ্যা লোকানাং রঘুনন্দন॥৪৫
চতুর্বর্গপ্রদা সর্ব্ববিপক্ষক্ষয়কারিণী।
শৃণু সঙ্কীর্ত্তয়ে বৎস স্থানং তস্যাস্তু যাদৃশম্॥ ৪৬
রত্নদ্বীপং মহাবাহো সুধাসাগরবেষ্টিতম্।
কল্পদ্রুমসমাকীর্ণং ললিতং চারুহাটকৈঃ॥ ৪৭
বসন্তঃ সর্ব্বদা তত্র নান্যর্ত্তুর্বর্ত্ততে কদা।
নদী ত্রিপথগা তত্র সুস্বাদুজলরূপিণী॥ ৪৮
নানামণিনিভাস্তত্র পক্ষিণো মধুরস্বনাঃ।
দেবাংশসম্ভবাস্তে তু পুণ্যাত্মানো মহামতে।
গায়ন্তঃ সর্ব্বদা দেবীগুণং বেদাভিভাষিতম্।

যেমন প্রধানতঃ কারণ, সৃষ্টি পালন ও সংহারাদি ব্যাপারে দেবীই তদ্রূপ কারণ। যাহারা সকলের মূল কারণ সেই অতি দুর্গম্য দেবীকে জানে না, তাহারাই মহামোহ বশতঃ প্রধানতঃ ব্রহ্মাদি দেবগণকেই সৃষ্ট্যাদির হেতু কল্পনা করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ ঘটের কারণ কুম্ভকারকে পরিত্যাগ করিয়া প্রধানতঃ দণ্ডাদির হেতুতা প্রতিপন্ন করে, ঐ কল্পনাও তদ্রূপ হে রঘুবর! প্রধানতঃ মায়ামুগ্ধগণেরাই ঐরূপ সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে অন্যত্র হেতুতা কল্পনা করে। সেই দেবী জগদাধারভূতা, সর্ব্বরক্ষণকারিণী, পরমা, মোক্ষদা, মোহবান্ধবপ্রবর্ত্তিনী; আর তিনিই সিন্ধুনিমগ্ন বিষ্ণুর রক্ষার জন্য বটপত্রময়ী হইয়া জলরাশিমধ্যে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যরূপা, তাঁহার দৃষ্টিবিরহে জগৎ শববৎ প্রতিভাত হয়। আবার সুমন্ত্রী দ্বারা মন্ত্রে চৈতন্য সম্পাদনের ন্যায় তাঁহারই দৃষ্টিতে জগতে চৈতন্য সঞ্চার হয়। তিনিই ক্রীড়াভিলাষে লীলা বশতঃ নিজের মূর্ত্যন্তর পরম শিবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি একা ও নিজের আত্মায় নিজে বিহার করেন। তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে দুর্গতি হইতে নিস্তার করেন, তাই তিনি লোকে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। ৩০—৪৩। মন্দভাগ্য ব্যক্তিও তাঁহার পরম নামাক্ষর স্মরণ করিয়া সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই তিনি পরমেশ্বরী। হে রঘুনন্দন! বেদবেদীরা বলেন,—তিনি মন্দভাগ্যগণের পরিত্রাত্রী এবং অখিল লোকের পরা বিদ্যা। তিনিই চতুর্ব্বর্গ-প্রদা ও সর্ব্ববিপক্ষক্ষয়কারিণী। হে বৎস! তাঁহার সংস্থান কিরূপ, বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ কর! হে মহাবাহো! তাঁহার স্থান সুধাসাগরবেষ্টিত কল্পদ্রুমসমাকীর্ণ সুবর্ণসমূহে মনোরম রত্নদ্বীপ। সেখানে সর্ব্বদা বসন্ত বিরাজিত। সেখানে বসন্ত ব্যতীত অন্য ঋতুর প্রভাব নাই। তথায় ত্রিপথগা গঙ্গা সর্ব্বদা স্বাদুজলা। হে মহামতে! তত্রত্য পক্ষিগণ নানামণিনিভ ও সর্ব্বদা মধুরবাক্; ঐ সকল পক্ষী পুণ্যাত্মা

কালোচিতেন রাগেণ মধুরধ্বনিভির্মুদা ॥ ৫০
সুগন্ধঃ সর্ব্বদা বাতি বায়ুর্দক্ষিণদিগ্‌ভবঃ ।
মন্দং মন্দং রঘুশ্রেষ্ঠ পরমাহ্লাদদায়কঃ ॥ ৫১
ভবানীভক্তলোকৌঘা যে যে পুণ্যানুসারতঃ ।
সালোক্যং সমনুপ্রাপ্তাঃ সন্তি তে তত্র দেহিনঃ
নিত্যানন্দময়াস্তে তু নিত্যং বিজ্ঞানশালিনঃ ।
তেষাং দেবীসমা নার্য্যঃ পুমাংসে ভৈরবোপমাঃ ॥
সর্ব্বেষাং মন্দিরং চারু-রত্নহেমপরিষ্কৃতম্ ।
সুরম্যং রত্নজালৈস্ত রচিতৈস্তোরণৈররলম্ ॥৫৪
যৈর্গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ তোষিতা জগদম্বিকা ।
তে তৎ স্থানমনুপ্রাপ্য নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥
গায়ন্তি চৈব নৃত্যন্তি বাদয়ন্তি সমুৎসুকাঃ ।
এবমানন্দসন্দোহময়ং তত্ররঘুনন্দন ॥ ৫৬
নগরং ভগবত্যাস্ত বাচাতীতং রঘুদ্বহ ।
৫৭ তত্র দেব্যাঃ পুরং চিত্রং রত্নপ্রাকারতোরণম্ ।
উদ্দীপ্তং চন্দ্রকান্তাদিমণিভিঃ কৌস্তভৈরলম্ ।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্দ্বারং ভৈরবৈরভিরক্ষিতম্ ॥ ৫৮
রত্নদণ্ডধরৈঃ শূলধারিভির্ভীমলোচনৈঃ ।
ভৈরব্যঃ শতশস্তত্র দ্বারপালনতৎপরাঃ ॥ ৫৯
কুর্ব্বন্ত্যো গানবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো দণ্ডপাণয়ঃ ।
দোধূয়মানা বিবিধাঃ পতাকাস্তত্র রাঘব ॥ ৬০
ধ্বজাশ্চাতি মনোজ্ঞাশ্চ বিরাজন্তে সুনির্ম্মলাঃ
তন্মধ্যে সন্তি চিত্রাণি চত্বরাণি বহূনি চ ॥ ৬১
প্রাসাদৈর্বেষ্টিতান্যেবং তত্রাপি দ্বারপালকাঃ ।
মধ্যে অন্তঃপুরং দেব্যাস্তস্য দ্বারি গণাধিপঃ ॥
ষড়াননশ্চ দেব্যাস্তৌ পুত্রৌ রঘুকুলোদ্ভব ।
ইচ্ছন্তো দর্শনং দেব্যাস্তত্র ধ্যানপরায়ণাঃ ॥৬৩
ব্রহ্মাণ্ডকোটিকোটিস্থা ব্রহ্মাণঃ কোটিকোটয়ঃ ।
কোটয়ো মুরলীহস্তাঃ কোটয়শ্চ মহেশ্বরাঃ ॥৬৪
সন্তি রাম মহাবাহো কিমন্যেষাং ব্রবীমি তে ।
তস্মিন্নন্তঃপুরে রম্যে বিচিত্রে মণিমণ্ডপে ॥ ৬৫
জ্বলদ্রত্নময়স্তম্ভতোরণে মৌক্তিকোজ্জ্বলে ।

ও দেবাংশসম্ভূত। তাহারা সর্ব্বদা আমোদ-ভরে গুণ বেদোক্ত দেবীর গান করে, ঐ গানও তাহারা কালোচিত মধুর রাগে করিয়া থাকে। হে রঘুবর! তথায় হৃদয়ানন্দ-দায়ক সুগন্ধ দক্ষিণানিল সর্ব্বদা মন্দমন্দ প্রবাহিত হয়। যে যে ভবানীভক্ত লোক নিজ নিজ পুণ্যানুসারে দেবীর সালোক্য লাভ করিয়াছে, তাহারই সে স্থানে দেহধারী হইয়া নিত্যানন্দময় ও নিত্যবিজ্ঞানশালী। তথা-কার নারীরা দেবীতুল্যা ও পুরুষগণ ভৈর-বোপম এবং সকলের বাসনিলয় মনোহর ও রত্নহেমপরিষ্কৃত। উহা রত্নজালরচিত তোরণশ্রেণী দ্বারা সুরম্য। যাহারা গীত-বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা জগন্মাতাকে তুষ্ট করিয়াছে, তাহারা ঐ স্থান লাভ করিয়া নিত্য মুদিতমনে সমুৎসুক হইয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতেছে। হে রঘুনন্দন! ঐ স্থান এইরূপই আনন্দসন্দোহময়। হে রঘুবর! বাক্য দ্বারা ভগবতীর সেই নগরের বর্ণনা হয় না। তন্মধ্যে আবার দেবীর পুর বিচিত্র রত্নপ্রাকার ও তোরণযুক্ত। ঐ পুর বহু চন্দ্রকান্ত ও কৌস্তভাদি মণি দ্বারা উদ্দীপ্ত; পুরের চতুর্দ্দিকে চারিটী দ্বার, রত্নদণ্ড ও ত্রিশূলধারী ভীমলোচন ভৈরব-গণ এই দ্বারচতুষ্টয় রক্ষা করে। শত শত দণ্ডপাণি ভৈরবীও সেখানে দ্বার রক্ষায় তৎপর রহিয়াছে এবং তাহারা তথায় গান বাদ্য করিয়া থাকে। হে রাঘব! সেই পুরে বিবিধ পতাকারাজী দোধূয়মান ও সুনির্ম্মল অতি মনোরম ধ্বজরাজী বিরাজ-মান। তন্মধ্যে বিচিত্র বহু চত্বর বিদ্যমান, ঐ সকল চত্বর বহু প্রাসাদবেষ্টিত। এইরূপ বহু প্রাসাদপরিবেষ্টিত ঐ পুরমধ্যভাগে বহু দ্বাররক্ষক রহিয়াছে। হে রঘুবংশবর! ইহার মধ্য স্থলে দেবীর অন্তঃপুর। ঐ পুরদ্বার দেবীর দুই পুত্র গণপতি ও কার্ত্তিকেয় রক্ষা করেন। হে মহাবাহো রাম! অন্যের কথা কি কহিব, ব্রহ্মাণ্ডস্থ কোটি কোটি ব্রহ্মা, কোটি কোটি বিষ্ণু ও কোটি কোটি মহেশ্বর দেবীর দর্শনলাভাশায় সেই পুরী মধ্যে ধ্যান-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন। হে রঘুবর! সেই রম্য অন্তঃপুরে বিচিত্র মণিমণ্ডপ আছে। ঐ

রত্নপ্রদীপবলিভিঃ সুপ্রসন্নদিগন্তরে ॥ ৬৬
রত্নসিংহাসনে রম্যে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভে ।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা ভ্রাজৎসূর্য্যসহস্রভা ॥৬৭
তাবচ্ছরন্নিশানাথকোটিকান্তিশুভাননা ।
সমাস্তে ত্রিজগন্মাতা মহাদুর্গা রঘূদ্বহ ॥ ৬৮
তাবৎস্বর্ণসুসম্বদ্ধস্যমন্তকসহস্রকৈঃ ।
অনর্ঘৈঃ কৌস্তুভৈশ্চাপি রাজমানকিরীটিনী ॥
মহামাণিক্যহারৌঘ-চারুশোভিতবক্ষসী ।
সুচারুদশনা স্মেররুচিরাস্যা সুলোচনা ॥৭০
কর্ণালঙ্করণৈশ্চিত্রৈর্নাসিকাভরণৈস্তথা ।
শশাঙ্ককলয়াতীব রাজমানমুখাম্বুজা ॥ ৭১
শুদ্ধরত্নময়ৈর্নানাভূষণৈরতিশোভিতৈঃ ।
চতুর্ভির্বাহুভির্যুক্তা মহাসিংহোপরি স্থিতা ॥ ৭২
রক্তবস্ত্রপরীধানা ক্বণৎকাঞ্চীসুমধ্যমা ।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুসংবন্দ্যসুচারুপদপঙ্কজা ॥৭৩
পুরতঃ স্তুতিবাক্যৈস্তু মহাব্রহ্ম-মহেশ্বরাঃ ।
মহাবিষ্ণুশ্চ সংস্তৌতি প্রাঞ্জলিস্তাং মহামতে ।
চামরেণাতিরম্যেণ জয়া চ বিজয়া সদা ।
সংবীজয়তি তিষ্ঠন্ত্যৌ দ্বে পার্শ্বে সব্যবামতঃ ॥৭৫
বিচিত্রপদ্মহস্তা চ লক্ষ্মীর্দক্ষিণপার্শ্বতঃ ।
সংস্থিতাগুরুগন্ধাদিসৌগন্ধং প্রাতযচ্ছতি ॥ ৭৬
বীণয়া তু স্বয়ং বাণী সংস্থিতা বামপার্শ্বতঃ ।
সঙ্গায়তি গুণং দেব্যা বেদাগমসুসঙ্গতম্ ॥ ৭৭
শুদ্ধরত্নময়ে পাত্রে সুধামাদায় দেব ।
অপরাজিতা প্রভৃতয়ো যচ্ছন্তি প্রিয়কাম্যয়া ॥৭৮
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈশ্চরিতং বেদগোপিতম্ ।
গীয়তে পুরতো দেব্যা ভক্ত্যা গদগদয়া গিরা ॥
নন্দিন্যাদ্যাস্ত সংগৃহ্য মহামাণিক্যনির্মিতম্ ।
সতাম্বূলং তদাধারং তাম্বূলং প্রদদন্তি বৈ ॥৮০
ভৈরবীপ্রমুখা দেব্যো রক্তদণ্ডাসিপাণয়ঃ ।
সন্ত্যনেকবিধা রাম কোটয়ঃকোটয়ঃ কতি ॥৮১

মণ্ডপের স্তম্ভতোরণ প্রজ্বলিত রত্ন ও মুক্তায় উদ্ভাসিত এবং সর্ব্বদিক্ রত্নপ্রদীপাবলী দ্বারা সুপ্রসন্ন। পুরমধ্যে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ এক রম্য রত্নসিংহাসন আছে। উহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়—যেন সহস্র সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। ত্রিজগন্মাতা মহাদুর্গা সেই সিংহাসনে সমাসীনা। সেই শুভাননা দেবীর কান্তি সমুদিত কোটি শরৎশশধরের ন্যায়। দেবীর মস্তক কিরীটশোভিত স্বর্ণসুসংবদ্ধ। ঐ কিরীটে বহু সহস্র স্যমন্তক ও অমূল্য অনেক কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। মহামাণিক্যের হাররাজি দ্বারা তাঁহার বক্ষোদেশ মনোজ্ঞ শোভাধারণ করিয়াছে। সুলোচনা সুবদনা দেবীর সহাস্য আস্যের দশনসমূহ সাতিশয় শোভা পাইতেছে। বিচিত্র কর্ণাভরণে ও নাসিকাভরণে এবং চন্দ্রকলায় তাঁহার মুখপদ্মের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার বাহু চারিটী; ঐ বাহুচতুষ্টয় শুদ্ধ রত্নময় নানাভূষণে ভূষিত। সিংহাসনোপবিষ্টা দেবীর পরিধানে রক্তবসন, তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ ও কাঞ্চীশোভিত কাঞ্চী শব্দায়মান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহার সুচারু পাদারবিন্দের বন্দনাকারী। হে মহামতে! মহাব্রহ্ম, মহামহেশ ও মহাবিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্তুতি বাক্য দ্বারা তদীয় স্তব করিতেছেন। দেবীর দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে জয়া ও বিজয়া থাকিয়া অতিরম্য চামর দ্বারা সর্ব্বদা বীজন করিতেছে। বিচিত্র পদ্মহস্তা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া অগুরু গন্ধাদি সৌগন্ধ দ্রব্য প্রদান করিতেছেন। বামপার্শ্বে স্বয়ং বীণাপাণি অবস্থিতা, তিনি দেবীর বেদাগমসুসঙ্গত স্তুতিগীতি করিতেছেন। হে রাঘব! অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতারা তদীয় প্রিয়কামনায় শুদ্ধরত্নময় পাত্রে সুধা ঢালিয়া তাঁহাকে দান করিতেছেন। নারদাদি মুনিগণ দেবীর সম্মুখভাগে থাকিয়া ভক্তিগদ্‌গদ বাক্যে তদীয় বেদগোপ্য চরিত গাথা গান করিতেছেন। নন্দিনী প্রভৃতিরা মহামাণিক্যখচিত আধারে রক্ষিত করিয়া দেবীকে তাম্বূল দান করিতেছে। ৬৬—৮০। হে রাম! রক্তদণ্ডপাণি ও খড়্গহস্তা ভৈরবী

এবং তদত্তুং দেব্যা ঐশ্বর্য্যং রঘুনন্দন ।
কিমহন্তে প্রবক্ষ্যামি চতুর্ভির্ব্বক্ত্রকৈঃ প্রভো ॥৮২
অলং বর্ষসহস্রাণাং কোটিভির্ব্বক্ত্রকৈরপি ।
শ্রুতয়স্তত্র তিষ্ঠন্তি তস্য বা কলয়া স্বয়ম্ ॥৮৩
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী প্রত্যক্ষং চাংশসম্ভবা ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা নানাব্রহ্মাণ্ডবাসিনঃ ॥৮৪
ইচ্ছন্তো দর্শনং দেব্যাঃ পুরো বাহে সমাস্থিতা
ভক্ত্যার্চ্চনপরা যেতু তে হ্যবারিতদর্শিনঃ ॥৮৫
অন্যেষাং দুর্গমং রাম দর্শনং তত্র নিশ্চিতম্ ।
নাধিপত্যবিচারোঽস্তি ন বা বর্ণবিচারণা ।
তস্যাং যস্য মতিঃ পূর্ণা তস্যৈব সুলভা তু সা
ইত্যুক্তা তে রঘুশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিস্তস্যাস্তু তান্ত্রিকী ।
উক্তঞ্চ নগরং রম্যং যথা পৃষ্টং ত্বয়া প্রভো ॥৮৭
পৌরাণিকী তু যা মূর্ত্তির্দেবী দশভুজাপরা ।
তস্যা মূর্ত্তিং বিনির্ম্মায় মৃন্ময়ীং সিংহবাহিনীম্ ॥
পূজয়িষ্যামি সংগ্রামে জয়লাভায় তে ধ্রুবম্ ।
বোধয়িষ্যামি চৈতস্যাং নবম্যাং পরিপূজ্য চ ॥
বিল্ববৃক্ষে মহাদেবীং মহাভয়নিবারিণীম্ ।
অহং ত্বয়া বৃতো রাম ভগবত্যাস্তু পূজনে ॥৯০
অদ্যারভ্য নবম্যাস্তু কৃষ্ণায়ামার্দ্রযোগতঃ ।
প্রবোধ্য প্রত্যহং যাবৎ রাক্ষসেন্দ্রং হনিষ্যসি
তাবৎ প্রপূজয়িষ্যামি যুদ্ধে তে জয়কাম্যয়া ।
ত্বন্তু রাম শুচির্ভূত্বা স্তুত্বা দেবীং সমাহিতঃ ॥৯২
যুধ্যস্ব রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং জয়ং প্রাপ্স্যসি রাঘব ।
প্রবুদ্ধায়াস্তু দেব্যাঃ বৈ সংগ্রামাবসরে স্বয়ম্ ।
গত্বা গত্বা ভগবতীং প্রার্থয়িষ্যসি রাঘব ॥ ৯৪

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবমুক্তা স ভগবান্ দেব্যাঃ সংবোধনায় বৈ ।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে বিল্ববৃক্ষস্য সন্নিধিম্ ॥৯৫
প্রযযৌ ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৯৬
রামস্ত প্রাঞ্জলির্ভূত্বা চোত্তরাভিমুখস্ততঃ ।
তুষ্টাব জয়লাভায় সংগ্রামে জয়দায়িনীম্ ॥৯৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রাবণবধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রমুখ রক্ষী যে তাঁহার কতিবিধ ও কত কোটি, তাহা আর কি বলিব? হে রঘুনন্দন! এইরূপ ঐশ্বর্য্য যে দেবীর কত আছে, তাহার কথা চারিমুখে আর আমি কি বলিব? হে প্রভো! কোটিমুখে বর্ষ সহস্র যদি স্বয়ং শ্রুতিগণ বর্ণন করেন, তবে এককলাও বলিলে বলিতে পারেন। তাঁহার অংশসম্ভবা সাবিত্রী ও গায়ত্রী তথায় অবস্থিতা। নানা ব্রহ্মাণ্ডবাসী ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তদীয় পুরবহির্ভাগে অবস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনাপরায়ণ হয়, তাহারাই তাঁহার দর্শনলাভে সহজে সমর্থ হইয়া থাকে। হে রাম! অন্য লোকের পক্ষে দর্শন দুর্গম; ইহা নিশ্চয় জানিবে। এ স্থানে প্রভুত্ব বা বর্ণবিচার নাই; যাহার তাঁহাতে পূর্ণমতি থাকে, তাহারই তিনি সুলভা হন। হে রঘুবর! ত্বদীয় প্রশ্নানুসারে এই তোমার নিকট তাঁহার রম্য নগর ও তান্ত্রিকী মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল। হে বিভো! ইঁহার পৌরাণিকী মূর্ত্তি দশভুজা, আমি তোমার সংগ্রামে জয় লাভের জন্য দেবীর সিংহবাহিনী দশভুজা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিব। আমি নবমী তিথিতে মহাভয়নিবারিণী মহাদেবীকে বিল্ববৃক্ষে পূজা করিয়া বোধিত করিব। হে রাম! যুদ্ধে তোমার জয়কামনায় ভগবতীপূজার জন্য আমি তোমা কর্ত্তৃক বৃত হইয়া এবং অদ্য আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা নবমী হইতে আরম্ভ করিয়া রাক্ষসরাজের বধ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া পূজা করিব। হে রাঘব! তুমিও শুচি হইয়া সমাহিতমনে দেবীর স্তব করত রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ কর; হে রাম! সংগ্রামে নিশ্চয়ই তুমি জয় লাভ করিবে। দেবী প্রবুদ্ধ হইলে সংগ্রামকালে তুমি যখন অবসর পাইবে; তখন এক একবার আসিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিও। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা দেবীর বোধন বিষয়ে রামকে

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামে জয়দায়িনি ।
প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বশক্তিময়ে দুষ্টশক্তিমর্দ্দনকারিণি ।
দুষ্টজৃম্ভিণি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥২
ত্বমেকা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতা ।
দুষ্টসংহর্ত্রি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥
রণপ্রিয়ে রক্তভক্ষ্যে মাংসভক্ষণকারিণি ।
প্রপন্নার্ত্তিহরে যুদ্ধে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥
খট্টাঙ্গাসিকরে মুণ্ডমালাদ্যোতিতবিগ্রহে ।
অসুরাসৃক্প্রিয়া নিত্যং জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে
সিংহবাহিনি গৌরাঙ্গি প্রসন্নমুখপঙ্কজে ।
ত্রিশূলধারিণি রণে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥৬
ত্বৎপাদপঙ্কজাদন্যৎ ন মেঽস্তি শরণং শিবে ।
বিনাশয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে
অচিন্ত্যবিক্রমেঽচিন্ত্যরূপসৌন্দর্য্যশালিনি ।
অচিন্ত্যচরিতেঽচিন্ত্যে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে
যে ত্বাং স্মরন্তি দুর্গেষু দেবীং দুর্গার্ত্তিহারিণীম্ ।
নাবসীদন্তি তে দুর্গে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে
মহিষাসৃক্প্রিয়ে সংখ্যে মাহষাসুরমর্দ্দিনি ।
শরণ্যে গিরিকন্যে মে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে
প্রচণ্ডবদনে চণ্ডি চণ্ডাসুরবিমর্দ্দিনি ।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি শত্রূন্ জহি নমোঽস্তু তে
রক্তাক্ষি রক্তদশনে রক্তচর্চ্চিতগাত্রকে ।
রক্তবীজনিহন্ত্রি ত্বং জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥
নিশুম্ভশুম্ভসংহর্ত্রি বিশ্বকর্ত্রি সুরেশ্বরি ।
জহি শত্রূন্ রণে নিত্যং জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে

এইরূপ বলিয়া ত্রিদশগণ সহ, সমুদ্রের উত্তর-তীরে বিল্ববৃক্ষসমীপে গমন করিলেন। রামও বদ্ধাঞ্জলি ও উত্তরমুখ হইয়া যুদ্ধে জয়লাভের জন্য জয়দাত্রী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ৮১—৯৭।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে কাত্যায়নি! তুমি ত্রিজগদ্বন্দ্যা ও যুদ্ধে জয়দাত্রী; তুমি প্রসন্না হও—বিজয় দাও; তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বশক্তিময়ে! তুমি দুষ্ট জনের শক্তিমর্দ্দিনী ও দুষ্ট বিজৃম্ভণকারিণী; আমায় সংগ্রামে জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাশক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিতা, সংগ্রামে আমায় জয় দান কর। হে অসুর-শোণিতপ্রিয়ে! রণপ্রিয়ে, মাংসভক্ষিণি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! রণে জয়দান কর, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার করে খড়্গখট্টাঙ্গ, অঙ্গ তোমার মুণ্ডমালায় বিদ্যোতিত। যুদ্ধে জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। হে গৌরাঙ্গি! তুমি সিংহাসনসমাসীন, তোমার মুখপদ্ম নিত্য প্রসন্ন; হে ত্রিশূলধারিণি! রণে জয় প্রদান কর। তোমাকে নমস্কার। হে শিবে! তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, সমরে শত্রু বিনাশ কর, তোমাকে নমস্কার। হে অচিন্ত্যবিক্রমে! তোমার চরিত অচিন্তনীয়, তুমি অচিন্ত্য; আর তুমি অচিন্ত্য সৌন্দর্য্যশালিনী। তুমি জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। তুমি দুঃখক্লেশনাশিনী, দুর্গমে যাহারা তোমাকে স্মরণ করে, হে দুর্গে! তাহারা দুঃখ পায় না, তুমি জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি! তুমি সমরে নিত্য মহিষ-শোণিতপ্রিয়া, হে শরণ্যে গিরিকন্যে! আমাকে জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। হে প্রচণ্ডবদনে চণ্ডি! তুমি চণ্ডাসুরকে মর্দ্দিত করিয়াছ, সমরে শত্রুনাশ কর, বিজয় দাও, তোমাকে নমস্কার। তোমার নয়ন ও দশন সমূহ শোণিতপ্রভ, তোমার গাত্র শোণিতচর্চ্চিত, তুমি রক্তবীজের বিনাশ সাধন করিয়াছ, তুমি জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। ১—১২। হে সুরেশ্বরি! তুমি শুম্ভ-নিশুম্ভসংহর্ত্রী ও বিশ্বকর্ত্রী, তুমি রণে নিত্য শত্রু নাশ কর, জয় দাও,

তবৈবৈতৎ জগৎ সর্ব্বং ত্বং পালয়সি সর্ব্বদা।
রক্ষ বিশ্বমিদং মাতর্হত্বৈতান্ দুষ্টচেতসঃ॥ ১৪
ত্বং হি সর্ব্বগতা শক্তির্দুষ্টমর্দ্দনকারিণী।
প্রসীদ জগতাং মাতর্জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে।
দুর্ব্বৃত্তবৃন্দদমনী সদ্বৃত্তপরিপালিনী।
নিপাতয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে।
কাত্যায়নি জগন্মাতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরে শিবে।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি সর্ব্বদা॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং সংস্তবতস্তস্য শ্রীরামস্য মহাত্মনঃ।
বভূবাকাশগো বাক্যং সহসা মুনিসত্তম॥ ১৮
মা ভৈস্ত্বং রঘুশার্দ্দূল মহাবলপরাক্রমঃ।
বিজেষ্যচিরেণৈব লঙ্কাং হত্বা নিশাচরান্॥
অহং সংবোধিতা দেবৈ ব্রহ্মণা পূজিতাপি চ।
দাস্যামি তে মনোভীষ্টং বরং শত্রুনিবর্হণম্॥ ২০
ইতি শ্রুত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো বাক্যমাকাশসম্ভবম্।
অসংশয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ মেনে বিজয়মাত্মনঃ॥ ২১

এতস্মিন্নেব কালে তু সমরে ভীমবিক্রমঃ।
আয়াতঃ কুম্ভকর্ণো বৈ সহিতো রাক্ষসোত্তমৈঃ
তস্য নাদেন ঘোরেণ সশৈলবনকাননা।
চকম্পে ধরণী ক্ষুব্ধো বভূব সরিতাং পতিঃ॥ ২৩
রথাশ্বকুঞ্জরাণাঞ্চ সুঘোরৈরপি বৃংহিতৈঃ।
চকম্পে বসুধা চৈব লতিকেবহি বায়ুনা॥ ২৪
দুদ্রুবুর্বানরাঃ সর্ব্বে ভীতা দিক্ষু বিদিক্ষু চ।
দৃষ্ট্বা তমতিদুর্দ্ধর্ষমুদ্যতাস্ত্রং মহাবলম্॥ ২৫
অথ রামস্তমালোক্য সমায়াতং মহাহবে।
দেবীং প্রণম্য কোদণ্ডমাদদে বামপাণিনা॥
সোঽপি পাদাভিঘাতেন করাঘাতেন বানরান্
বিমৃদ্নন্ ভক্ষয়ংশ্চাশু আসসাদ রঘূত্তমম্॥ ২৭
স সম্প্রেক্ষ্য রঘুশ্রেষ্ঠঃ শ্যামং দূর্ব্বাদলপ্রভম্।
উদ্যতাস্ত্রং মহাবাহুং রক্ষসামন্তকারিণম্॥ ২৮
সানুজং সমরেঽক্ষোভ্যং নীলোৎপলদলে-
ক্ষণম্।
ননাদ বলবন্নাদং যুগান্তে জলদো যথা॥ ২৯

তোমাকে নমস্কার। এই অখিল জগৎ তোমার, তুমিই সর্ব্বদা পালন কর; আর হে মাতঃ! দুষ্টহৃদয়দিগকে নিহত করিয়া এই বিশ্ব তুমিই রক্ষা কর। তুমি সর্ব্বগতা শক্তি ও দুষ্টমর্দ্দনকারিণী, হে জগন্মাতঃ! প্রসন্ন হও, জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। তুমি দুর্ব্বৃত্তবৃন্দের দমন ও সদ্বৃত্তগণের পরিপালন কর, সম্প্রতি সমরে শত্রু নিপাতিত কর, জয় দাও, তোমাকে নমস্কার। হে কাত্যায়নি শিবে! তুমি জগতের মাতা, প্রপন্নজনের পীড়াহারিণী; যুদ্ধে জয় দাও, ভয় হইতে সর্ব্বদা পরিত্রাণ কর। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! এবংবিধ স্তবকারী মহাত্মা রামের সমীপে সহসা এক আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল, হে রঘুবর! তুমি ভয় করিও না, হে মহাবলপরাক্রম! লঙ্কার নিশাচরগণকে নিহত করিয়া অচিরেই তুমি বিজয় লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিশ্বস্তুক্ষে বোধিত ও পূজিত হইয়াছি, তোমাকে শত্রুবিনাশী অভীষ্ট বর প্রদান করিব। হে মুনিবর! রঘুবর রাম এই আকাশসম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের বিজয়ে সংশয়শূন্য হইলেন।১৩—২১। এই সময় শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণের সহিত সমরে ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ঘোর নাদে শৈলকাননসহ ধরণী কম্পিতা ও অব্ধি ক্ষুব্ধ হইল। তদীয় রথ ও অশ্বের ভীষণ শব্দে এবং হস্তীর বৃংহণধ্বনিতে বায়ু-বিচলিত ক্ষুদ্র লতার ন্যায় ক্ষিতি কম্পিত হইল। দুর্দ্ধর্ষ উদ্যতাস্ত্র মহাবল কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করত কপিকুল ভয়াকুল হইয়া দিক্‌বিদিকে প্রধাবিত হইল। অনন্তর রাম মহাসমরে সমাগত কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করিয়া দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক বামকরে কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুম্ভকর্ণও পদাঘাত ও করাঘাতে বানরগণকে ব্যথিত করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে রামের সমীপে উপস্থিত হইল এবং সমরে অক্ষোভ্য রাক্ষসান্তকারী দূর্ব্বাদল শ্যাম নীলোৎপলদলনয়ন মহাবাহু রঘুবর রামকে লক্ষ্মণের সহিত অব-

রাঘবোঽপি মহানাদং ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারকম্।
চক্রে তদা মুনিশ্রেষ্ঠ ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৩০
ব্রহ্মাস্ত্রজালৈঃ প্রক্ষিপ্তৈঃ পরস্পরজিগীষয়া।
তয়োরাসীন্মহদ্যুদ্ধং সুরাসুরভয়াসদম্ ॥ ৩১
অন্যৈশ্চ রাক্ষসশ্রেষ্ঠৈর্বানরাণাং মহাত্মনাম্।
আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধং সংগ্রামে জয়মিচ্ছতাম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রাবণবধে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মা তু বিষবৃক্ষে তাং দেবীং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ
বোধয়ামাস রামস্য জয়ার্থং জগদম্বিকাম্ ॥ ১
স্তোত্রেণ দেবীসূক্তেন প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ।
বেদোক্তেন মুনিশ্রেষ্ঠাকালেঽপি চ সুরেশ্বরীম্

ব্রহ্মোবাচ।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥৩
অহং সোমমাহনসং বিভর্মি
অহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৫
ময়াসো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধিশ্রুতং শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৬
অহমেবস্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।

শ্লোকনপূর্ব্বক অসি উদ্যত করিয়া যুগান্তকালের জলদবৎ ঘোর নাদ করিল। হে মুনিসত্তম! তখন রঘুবর রামও ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকর এক মহানাদ করিলেন, তাঁর পরসময় আরম্ভ হইল। পরস্পর জিগীষাবশে উভয়েই ব্রহ্মাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সে যুদ্ধ সুরাসুরেরও ত্রাসদ হইয়াছিল। যুদ্ধজয়াভিলাষী অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদিগের সহিতও প্রধান প্রধান বানরগণের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ২১-৩২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! এদিকে ব্রহ্মা সমরে রামের জয় কামনায় বিষবৃক্ষে ভক্তিভাবে জগন্মাতার পূজা করিয়া অকালে বোধন করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বেদোক্ত দেবীসূক্ত স্তোত্রে সুরেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—"আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের স্বরূপে বিচরণ করি; আমি মিত্রাবরুণনামক দেবতাদ্বয় এবং ইন্দ্রাগ্নি নামক দেবতাদ্বয় এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। সোমদেবতা, ত্বষ্টু নামক দেবতা, পূষা এবং ভগ নামক সূর্য্যকে আমি ধারণ করিয়া আছি। যে যজমানের উত্তম এবং প্রচুর আহুতির উপযুক্ত দ্রব্য আছে, যে ব্যক্তি দেবগণকে উত্তম দ্রব্য দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকে এবং যজ্ঞে বিধি অনুসারে সোমরস প্রস্তুত করে, সেই যজমানের যজ্ঞফল আমিই পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। আমিই জগদীশ্বরী, আমিই ধনদাত্রী, আমিই ব্রহ্মচৈতন্যরূপা, যাহা না হইলে যজ্ঞ হয় না, আমিই তৎসমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; এইরূপ গুণশালিনী আমি বহুভাবে আছি, আমিই নিখিল প্রাণীতে আত্মাকে জীবভাবে

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৭
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবাউ ।
অহং জনায় সমদং কৃণোমি,
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৮
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতা
মূম্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৯
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানিবিশ্বা
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী
মহিনাসম্বভূব

প্রবেশিত করি, অতএব দেবগণ যাহা করেন, তাহা আমাতেই পর্য্যবসিত হয়। যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, তাহার অন্ন ভোজনও আমারই দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়; এইরূপ দর্শন, শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ ও কথা শ্রবণ প্রভৃতি আমা দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। যাহারা আমাকে এইরূপ ভাবে না জানে, তাহারা হীন ভাবাপন্ন; অতএব হে শ্রুত! শ্রদ্ধালভ্য বিষয় আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আমি নিজেই নিজস্বরূপ তত্ত্ব-উপদেশ প্রদান করিতেছি—এই তত্ত্ব দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত; আমি যে যে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগের কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী করি, কাহাকেও ব্রহ্মা করিয়া থাকি, কাহাকেও বা ঋষি, কাহাকেও বা উত্তম মেধাবী করিয়া থাকি। আমি রুদ্রের শরাসন ব্রহ্মদ্বেষী হিংস্র ত্রিপুরবধের জন্য জ্যাযুক্ত করিয়াছি। আমিই স্তোতৃগণের জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকি; আমিই অন্তর্যামিরূপে স্বর্গ ও পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া আছি। আমিই জগতের পিতাকে প্রসব করিয়াছি, এই পৃথিবীতে পরমাত্মায় বিরাজমান অন্তঃ-

ওঁ নমো বিমলাবদনায়ৈ ভূর্ভুবঃস্বঃপরমহঃ-
কলায়ৈ কেবলপরমানন্দসন্দোহরূপায়ৈ ।
লোকত্রয়ানীবচ্ছিন্নিরাপসাকপরমজ্যোতীরূপায়ৈ
অসদভিলাসচ্ছিন্নিরদূষিতদোষাপসারণপরমা-
মৃতরসরসায়নামৃতারূপায়ৈ মূর্ত্তিমন্তকোটিচন্দ্র-
বদনায়ৈতেতদুর্গোদেবী সর্ব্ববেদোদ্ভবনারায়ণি
তৈজসশরীরে পরমাত্মনন্ প্রসীদ তে নমো-
নমঃ । ওঁকাররূপে প্রণবস্বরূপে হ্রীঁস্বরূপিণি ।
অম্বিকে ভগবত্যম্ব ত্রিগুণপ্রসূতে নমোনমঃ ।
ইতি করে স্ফেঁ স্ফেঁ । স্বাহা স্বরূপিণি বিমুক্ত-
মুখি চন্দ্রমুখি কোলাহলমুখি সর্ব্বে প্রসীদ ॥ ১১
জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতং ভুবনেস্মিন্ ।
শত্রুস্ত্বং মিত্ররূপা চ দুর্গে
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি ॥ ১২
একানেকা সূক্ষ্মরূপা বিকারা
ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিকোটিং প্রসূষে ।
কোঽহং বিষ্ণুঃ কোঽপরোবাশিবাখ্যো
দেবাশ্চান্যে স্তোতুমীশা ভবেমঃ ॥১৩

করণবৃত্তিসমূহের যে গূঢ় অংশ, তাহা আমার প্রকাশস্থান। অতএব আমি সমস্ত ভুবনে অবিপ্রষ্ট হইয়া ধারণ করি। আমি এই দেহ দ্বারা দূরবর্ত্তী দ্যুলোকও স্পর্শ করিয়া থাকি, আমিই জগৎ নির্ম্মাণ সময়ে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই। আমিই পৃথিবী এবং আকাশের পরেও আছি। আমিই ব্রহ্মস্বরূপিণী, এজন্য আমার অসীমতা এইরূপ হইয়াছে। (১) হে দেবি! তোমার ঈদৃশ মহেশ্বরীরূপ জানি, তোমার ক্রীড়াস্থান ভুবনে তোমার শুভাগমন হউক; তুমি শত্রু ও মিত্র উভয়রূপা তুমি দুর্গা—যোগিগণেরও দুর্গম্যা। তুমি এক হইয়াও অনেক, তুমি সূক্ষ্মরূপা অবিকারা, তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রসূতি;

(১) অতঃপর মন্ত্রাংশের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বঞ্চ বৌষট্
ত্বমোঙ্কার ত্বঞ্চ লজ্জাদিবীজম্
ত্বঞ্চ স্ত্রী ত্বং পুমান্ সর্ব্বরূপী
ত্বাং সম্যক্ বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ১৪
ত্বং বৈ দেবর্ষির্দেবতা কালরূপা
ত্বং বৈ মাসত্বমৃতুশ্চায়নে দ্বে ।
কব্যং ভুঙ্ক্তে ত্বং যথা স্বধাখ্যা
তা ত্বং স্বাহা হব্যভোক্তা স্বয়ং দেবি ॥ ১৫
ত্বং বৈ দেবাঃ শুক্লপক্ষে প্রপূজ্যা-
স্বং পিত্রাদ্যাঃ কৃষ্ণপক্ষে প্রপূজ্যাঃ ।
ত্বং বৈ সত্যং নিস্ত্রৈপঞ্চস্বরূপং
ত্বাং সম্যক্ বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ১৬
ত্বং বালার্কে নয়নে স্বাদ্যকে ত্বাং
মুক্তিং যান্তি ত্বৎপদধ্যানযোগাৎ ।
চান্দ্রেণ ত্বানোয়নে তু দ্বিতীয়ে
ত্বাং বৈ মুক্তিং যান্ত্য মাং দেবিহস্মাম্
উচ্চৈর্নীচং নীচমুচ্চৈশ্চ কর্ত্তু-
চন্দ্রার্কাকং ত্বং বিধাতুং সমর্থঃ ।

তত্র কালে শক্তিরূপা ত্বম্ ত্বং
ত্বাং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ১৮
ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা
রুদ্রাদৌ বামীহন্তি যা ত্বম্
সাত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্দ্ধ
তাং ত্বাং নত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ১৯

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অনেন দেবীসূক্তেন স্তোত্রেণ মুনিসত্তম ।
সংস্তুতা ব্রহ্মণা দেবী প্রবোধং প্রাপ চণ্ডিকা ॥ ২০
প্রবুদ্ধায়াঞ্চ দেব্যাং স ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রাঞ্জলির্দ্দৈবতৈঃ সার্দ্ধং প্রার্থয়ামাস বাঞ্ছিতম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবিত্বং বোধিতাস্মাভিরকালেপি সুরোত্তমে
হিতায় সর্ব্ব ভূতানাং রাক্ষসানাং বধায়চ ॥ ২২
জয়ায় রামচন্দ্রস্য সংগ্রামেঽতি সুদারুণে ।
যাবদ্দশাননঃ সংখ্যে সপুত্রগণবান্ধবঃ ॥ ২৩

আমিই কি, বিষ্ণুই কি, শিবই কি এবং অপর দেবগণই বা কি, কেহই তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহে। তুমি স্বাহা স্বধা ও বৌষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমিই লজ্জাদি বীজ; তুমি স্ত্রী ও পুরুষ, তুমি সর্ব্বরূপী, তোমাকে সম্যক্ নমস্কার করিয়া প্রবুদ্ধ করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। তুমি দেবর্ষি ও দেবতা, তুমি কালরূপা, তুমি মাস, তুমি ঋতু, তুমি উত্তর ও দক্ষিণায়ন। হে দেবি! তুমি স্বধারূপে কব্যভোক্তা ও স্বাহারূপে হব্যভুক্; তুমি শুক্লপক্ষে পূজ্যা দেবতা ও কৃষ্ণপক্ষে পূজ্য পিত্রাদি। তুমি সত্য নিস্ত্রৈপঞ্চস্বরূপা; তোমাকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রবোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি! তোমারই পদধ্যানে মানব ভবদায়। আদ্য বালার্কনয়নে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করে; আর যোগে তোমার দ্বিতীয় চান্দ্রনয়নে লীন হইয়াও মানব সূক্ষ্মা মুক্তিস্বরূপা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্ক চন্দ্রকে তুমিই উচ্চ-নীচ আবার নীচ-উচ্চ করিতে সমর্থ; তুমি শক্তিরূপা, আমি অকালে তোমার বোধন করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি রাম রাবণ ও রুদ্রাদি সকলেরই শক্তি; তথাপ সেই তুমি সম্প্রতি শুদ্ধস্বভাব একমাত্র রামকেই বর্দ্ধিত কর। আমি তোমাকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রবোধিত করিতেছি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ১-১৯। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই দেবীসূক্ত স্তোত্র দ্বারা সম্যক্ স্তুত হইয়া দেবী চণ্ডিকা প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন। দেবী প্রসন্ন হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দেবগণসহ অভীষ্ট প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি সুরোত্তমে! সর্ব্বভূতের হিত—রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত আমরা অকালে আপনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছি। রাম সুদারুণ রণে জয়লাভ করিবেন, ইহাই এই বোধনের উদ্দেশ্য। আমরা রামচন্দ্রের জয়ার্থী, আপনি জগতের মাতা মহাদেবী; যতদিন দশানন রণে সপুত্র ও বন্ধুগণসহ গতপ্রাণ

পতিষ্যতি গতপ্রাণস্তাবদ্বাং জগদম্বিকাম্ ।
পূজয়িষ্যে মহাদেবীং রাঘবস্থ জয়ার্থিনঃ ॥ ২৪
ত্বং প্রসন্না যদি শিবে তদা পূজাং প্রগৃহ্ন চ ।
নিপাতয় মহদ্রক্ষঃকুলং দেবি দিনে দিনে ॥ ২৫

দেব্যুবাচ ।

পতিষ্যত্যথ সংগ্রামে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ।
সহিতঃ সৈনিকৈর্ভীমৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ ॥ ২৬
এবমেনাং সমারভ্য নবমীমসিতাং শুভাম্ ।
যাবচ্ছুক্লা তু নবমী তাবদেব দিনে দিনে ॥২৭
পতিষ্যন্তি দুরাত্মানো রাক্ষসা রণমূর্দ্ধনি ।
অমাবাস্যাং নিশায়ান্তু মেঘনাদে হতে সতি ॥২৮
রাবণো দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো রামমেষ্যতি ।
অমর্ষবশমাপন্নো যুদ্ধার্থং সমরাজিরে ॥ ২৯
দেবান্তকপ্রভৃতিভির্মহাবলপরাক্রমৈঃ ।
ততস্তেষু হতেষেবং বীরেষু রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩০
দেবান্তকাদিষু মহাক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
স যোৎস্যতি মহাবীরো রাবণো লোককণ্টকঃ
তয়োস্ত দারুণং যুদ্ধং রামরাবণয়োস্তদা ।
ভবিষ্যতি যথা কৈশ্চিন্ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কচিৎ ॥
তত্রাপি শুক্লসপ্তম্যামারভ্য নবমীদিনম্ ।
তাবদ্ঘোরতরং যুদ্ধং ভবিষ্যতি তয়োর্দ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
তস্মাদ্ রভ্য সপ্তম্যাং নবমী যাবদেব হি ।
মৃন্ময্যাং প্রতিমায়ান্ত পূজ্যাহং বিধিবৎ সুরাঃ ॥
ভবদ্ভিঃ সমরে রামচন্দ্রস্য জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ।
অনর্ঘৈরুপচারৈশ্চ যথার্হৈর্বলিভিস্তথা ॥ ৩৫
বেদৈরবেদপুরাণে
সপ্তম্যাং পত্রিকায়াস্ত বেশনং মূলযোগতঃ ॥৩৬
কর্ত্তব্যং বিধিবদ্দেবাস্ততো রামধনুঃশরম্ ।
প্রবেক্ষ্যামি জয়ার্থং বৈ রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৭
অষ্টম্যাং পূজিতাহন্ত প্রবিষ্টা রাঘবেষুষু ।
অষ্টমীনবমীসন্ধৌ চ্ছেৎস্যামি শিরসোরণে ॥
রাবণস্য দুরাত্মনঃ ভূয়ো ভূয়ো দুরাত্মনঃ ।
ততঃ সন্ধিক্ষণেঽহন্ত পূজিতব্যা বিধানতঃ ॥৩৯
বিপুলৈরুপচারৈশ্চ মাংসশোণিতকর্দ্দমৈঃ ।
ততঃ শক্রবলির্দেয়া যথেষু বিষতাং রণে ॥ ৪০

হইয়া পতিত না হয়, ততদিন আমরা আপনাকে পূজা করিব। হে শিবে! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে দেবি! আমাদের দত্তপূজা গ্রহণ করিয়া এই বিশাল রাক্ষসকুল নির্মূল করুন। দেবী বলিলেন,—মহাবলপরাক্রম ভীষণ সৈনিকগণসহ অদ্যই মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ সমরে পতিত হইবে। এই শুভদায়িনী কৃষ্ণা নবমী হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লনবমী পর্য্যন্ত দিনে দিনে দুরাত্মা রাক্ষসেরা রণাঙ্গনে পতিত হইবে। অমাবস্যার নিশায় মেঘনাদ হত হইলে দুঃখদগ্ধহৃদয় দশানন মহাবলপরাক্রম দেবান্তক প্রভৃতির সহিত অমর্ষবশে সমর করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রামসমীপে উপনীত হইবে। অনন্তর দেবান্তকাদি বীরগণ রণক্ষেত্রে নিহত হইলে মহাক্রোধে আরক্তনয়ন সেই লোককণ্টক মহাবীর রাবণ যুদ্ধ করিবে। তারপর রাম-রাবণের এরূপ দারুণ যুদ্ধ হইবে যে, সেরূপ যুদ্ধ কেহ কোথাও দেখে নাই বা শুনে নাই। শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত রাম-রাবণের ঘোর-যুদ্ধ হইবে। হে সুরগণ! ঐ সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত তোমরা সমরে রামের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া অমূল্য অনেক উপচার ও যথাযোগ্য বহুল বলিদ্বারা মৃন্ময়ী প্রতিমাতে যথাবিধি আমার পূজা ও ভক্তিভাবে বেদপুরাণোক্ত স্তবসমূহ দ্বারা স্তুতি করিবে। হে দেবগণ! সপ্তমীর দিবস মূলাযোগে যথাবিধি পত্রিকা-প্রবেশ করিবে; তারপর আমি রামের ধনু ও শরে প্রবেশ করিব। তারপর আমি অষ্টমীতে পূজিত হইয়া মহাত্মা রামের জয়ার্থ তদীয় ইষুসমূহের আশ্রয় লইব। অতঃপর অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিসময়ে আমি সমরে দুরাত্মা দশাননের মস্তক পুনঃপুন ছেদন করিব। সেই সন্ধি সময়েও তোমরা বিপুল উপচারে আমার যথাবিধি পূজা করিবে; বলি এতই বিপুল হইবে যে, মাংস-শোণিতে কর্দ্দম হইবে।

নবম্যাং পূজিতাহঞ্চ বলিভির্বিবিধৈরপি।
অপরাহ্নে রণে বীরং পাতয়িষ্যামি রাবণম্ ॥৪১
দশম্যাং মাং প্রপূজ্যাথ প্রাতরেব সুরোত্তমাঃ
মূর্ত্তির্বিসর্জ্জনীয়া তু স্রোতঃসু সুমহোৎসবৈঃ ॥
এবং পঞ্চদশাহে তু কৃত্বা মম মহোৎসবম্।
নির্বৃতিং প্রাপ্স্যথ সুরা হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রাবণবধে দুর্গোৎসবো নাম পঞ্চচত্বারিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

এবং মহোৎসবো দেবা অকালেঽস্মিন সমাহিতৈঃ।
ত্রৈলোক্যবাসিভিঃ কার্য্যো মৎপ্রীত্যৈ প্রতি বৎসরম্ ॥১
নবম্যামার্দ্রযুক্তায়াং বিল্বে মাং পরিপূজ্য চ।
সম্বোধ্য ভক্তিতঃ শক্ত্যা শুক্লামানবমীমপি
প্রত্যহং পূজয়িষ্যন্তি যে তু লোকত্রয়ে সুরাঃ।
তেষাং প্রসন্না নিত্যাহং পূরয়িষ্যে মনোরথম্ ॥৩
ন শক্রঃ প্রভবেত্তেষাং ন বা বন্ধুবিয়োজনম্।
ন দুঃখং ন চ দারিদ্র্যং মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি
ঐহিকং যন্মনোঽভীষ্টং যচ্চ পারত্রিকং তথা।
সম্পৎস্যতে চ তৎসর্ব্বং মৎপ্রসাদাৎ সুরোত্তমাঃ ॥৫
পুত্রায়ুর্ধনধান্যাদিবৃদ্ধিস্তেষাং দিনে দিনে।
ভবিষ্যত্যচলা লক্ষ্মীর্ষাং ভক্ত্যা যজতামপি ॥ ৬
ন ব্যাধয়ো ভবিষ্যন্তি ন চ তান্ গ্রহপীড়নাঃ।
ন পীড়য়িষ্যন্তি তেষামপমৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৭
ন ভীতো রাজতো বাপি দস্যুতো বা ভবিষ্যতি
সিংহব্যাঘ্রাদিজন্তুভ্যো নরেভ্যো ভীর্ভবিষ্যতি
যাস্যন্তি বশ্যতাং ভূপা হ্রাসমেষ্যন্তি শত্রবঃ।
বিজয়শ্চ রণে নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ সংস্থাস্যতি সুরোত্তমাঃ
নাপদশ্চ তথা তেষাং প্রভবিষ্যতি বা কদা ॥ ১০

সময়ে শত্রুনাশকামনায় শত্রুবলি প্রদান করিবে। তারপর নবমীতে বিবিধ বলি দ্বারা পূজিত হইয়া আমি অপরাহ্নে রণে রাবণকে পাতিত করিব। হে সুরসত্তমগণ! দশমীর প্রভাতে প্রকৃষ্টরূপে আমার পূজা করিয়া মহোৎসব সহকারে আমার মূর্ত্তি স্রোতোজলে বিসর্জ্জন করিবে। হে সুরগণ! এইরূপে পঞ্চদশ দিবস আমার মহোৎসব করিয়া রাবণ-বধান্তে তোমরা নির্বৃতিলাভ করিবে। ২০—৪৩।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫ ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন—হে দেবগণ! ত্রিলোকবাসিগণ সমাহিত হইয়া বর্ষে বর্ষে অকালে আমার এই মহোৎসব করিবে। হে সুরগণ! এই ত্রিলোকে যাহারা আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতিথিতে বিল্ববৃক্ষে আমার পূজা করত বোধন করিয়া শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ভক্তিভাবে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করে, আমি তাহাদের প্রতি নিত্য প্রসন্ন হই ও তাহাদের মনোরথ পূরণ করিয়া থাকি। তাহাদের শত্রুভয় থাকে না, বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে না; আমার প্রসাদে কদাচ দুঃখদারিদ্র্য হয় না। হে সুরসত্তমগণ! আমার প্রসাদে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত মনোভীষ্ট সাধিত হয়। দিনে দিনে তাহাদের পুত্র, আয়ু, ধন ও ধান্যাদি বৃদ্ধি পায়; ভক্তিপূর্ব্বক মৎপূজাকারীদিগের লক্ষ্মী অচলা হন; তাহাদের ব্যাধি হয় না, পীড়া ও গ্রহগণ তাহাদিগকে পীড়িত করে না ও তাহাদের অপমৃত্যু হয় না। রাজা, দস্যু, সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু ও নরগণ হইতে তাহাদের ভয় হয় না। ১-৮। রাজগণ বশ্য ও শত্রু সকল বিনষ্ট হয় এবং যুদ্ধে নিঃসংশয় নিত্য জয় হয়। হে সুরোত্তমগণ! তাহাদের

সম্প্রাপ্য পরমং সৌখ্যং মৎপ্রসাদান্মদর্চ্চকাঃ।
অন্তে প্রাপ্স্যন্তি মল্লোকং সত্যং সত্যং ন
সংশয়ঃ ॥ ১১
অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং কোটিনামপি যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বার্চ্চাং বার্ষিকীমিমাম্
মোহাদ্দ্বিষেষতো বাপি যো মামস্মিন্ মহোৎসবে
পূজয়িষ্যন্তি নো মর্ত্ত্যাঃ স্বর্গে বাপি রসাতলে
রুষ্টাহং সকলান্ কামান্ বাঞ্ছিতাংশ্চ দিনে দিনে
বিনাশয়িষ্যে সর্ব্বাণি সত্যমেব সুরোত্তমা ॥
সাত্ত্বিকং ভাবমাশ্রিত্য যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং জনাঃ
ন তৈর্বলিঃ প্রদাতব্যা ন দেয়ং সামিষান্নকম্ ॥ ১৫
কর্ত্তব্যা মে মহাপূজা মম প্রীতিমভীপ্সুভিঃ।
নিরামিষৈস্ত নৈবেদ্যৈঃ স্তোত্রৈর্বেদাঙ্গসম্ভবৈঃ ॥
বিপুলৈর্জপযজ্ঞৈশ্চ বিপ্রাণাং ভোজনৈস্তথা।
সুসমাহিতচিত্তৈস্ত হিংসাদিপরিবর্জ্জিতৈঃ ॥
রাজসং ভাবমাপন্নৈর্নরৈঃ প্রীতয়ে তু মে।
কর্ত্তব্যেয়ং মহাপূজা নানাবলিভিরাদরাৎ ॥ ১৮
ছাগমেষাদিমহিষৈঃ সামিষান্নৈস্তথৈব চ।
স্তোত্রৈশ্চ জপযজ্ঞাদ্যৈর্বিপ্রাণামপি
ভোজনৈঃ ॥ ১৯
প্রেপ্সুভিঃ শত্রুনাশাদি ধনধান্যবিবর্দ্ধনম্।
সংগ্রামে বিজয়ং পুত্রদারাদ্যৈহিকমুত্তমম্ ॥ ২০
পরত্র চ পরং সৌখ্যং সালোক্যং পরমং পদম্
তামসৈস্ত মমার্চ্চায়ামেতয়োস্ত সমানতা ॥ ২১
অতঃ সা নৈব কর্ত্তব্যা আত্মবিজ্ঞানশালিভিঃ।
যূয়ন্ত রামচন্দ্রস্য সংগ্রামে জয়হেতবে ॥ ২২
রিপোর্নিধনমিচ্ছন্তো মহিষচ্ছাগমেষকৈঃ।
পূজয়ধ্বং প্রতিদিনং শুক্লামানবমীং সুরাঃ ॥ ২৩
মহানবম্যাং ছাগাদিবলিভির্বিপুলৈরহম্।
যুষ্মাভিঃ পূজিতব্যা তু মম প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে ॥ ২৪
ততস্তুষ্টা মহাবীরং রাবণং লোককণ্টকম্।
অজেয়ং শত্রুভিঃ সংখ্যে পাতয়িষ্যামি
নিশ্চিতম্ ॥ ২৫
নবম্যাং বলিদানেন প্রীতির্মে মহতী ভবেৎ।

কোনও দুষ্কৃত থাকে না। কদাচ আপদ্রাশি প্রভাব প্রাপ্ত হয় না। আমার অর্চ্চকগণ আমার প্রসাদে সর্ব্বদা সৌখ্য প্রাপ্ত হইয়া অন্তে আমার লোক লাভ করে; আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ইহা নিঃসংশয়। কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, প্রতিবর্ষে এই পূজাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার তুল্য ফললাভ হয়। স্বেচ্ছাবশেই হউক বা দ্বেষ করিয়া হউক, স্বর্গে বা রসাতলে যে মানব এই মহোৎসবে আমার পূজা না করে, আমি রুষ্ট হইয়া তাহার অভীষ্ট সকল দিনে দিনে বিনষ্ট করিয়া থাকি; হে সুরোত্তমগণ! যে সকল মানব সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিয়া আমার পূজা করে, তাহারা আমাকে বলি বা আমিষ অন্ন প্রদান করিবে না। আমার প্রীতিকামী মানবেরা নিরামিষ নৈবেদ্য ও বেদাঙ্গসম্মত স্তোত্র দ্বারা আমার মহাপূজা করিবে। এইরূপ পূজায় বিপুল জপ, যজ্ঞ, বহু ব্রাহ্মণ ভোজন, হিংসাদি পরিবর্জ্জন ও মনের সুসংযমন প্রয়োজন। যাহারা ইহকালে শত্রুনাশ, ধনধান্যবৃদ্ধি; যুদ্ধে জয়লাভ, পুত্রদারাদি প্রাপ্ত ও পরকালে পরম সৌখ্য পরমপদ সালোক্য কামনা করে, তাহারা রাজসভাব অবলম্বনে আমার প্রীতির জন্য আদরপূর্ব্বক ছাগ, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ বলি এবং সামিষ অন্নদ্বারা আমার এই মহাপূজা করিবে; এরূপ পূজায়ও স্তোত্র, জপ, যজ্ঞ ও বহু ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ত্তব্য। তামসী পূজা এই দ্বিবিধ পূজার তুল্য নহে, অতএব আত্মবিজ্ঞানশালিগণ তাহা করিবে না। তোমরা সংগ্রামে রামচন্দ্রের জয়লাভ—শত্রুনাশাভিলাষে মহিষ, ছাগ ও মেষ দ্বারা শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা কর; হে সুরগণ! মহানবমীদিনে ছাগাদি বহু বলি দ্বারা তোমরা আমার প্রীতি বৃদ্ধির জন্য পূজা করিলে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া সমরে শত্রুর অজেয় মহাবীর লোককণ্টক রাবণকে নিশ্চয় পাতিত করিব। ৯-২৫। নবমীতে বলি দিলে আমার মহতী প্রীতি হয়, অতএব মৎপ্রীতিকামী

অতো দেয়ো বলিস্তত্র মম প্রীতিমভীপ্সুভিঃ।
ভক্ত্যা বাপ্যথবা ভক্ত্যা জানতা বাপ্যজানতা
কর্ত্তব্যা বার্ষিকী পূজাবশ্যং লোকত্রয়ে মম ॥২৭
বলিশ্চাপি প্রদাতব্যো প্রত্যহং সুরসত্তমাঃ।
অসমর্থৈরপি তদা নবম্যাং দেয় এব হি ॥ ২৮
যতস্তস্যাং বলির্দেয়ো মহাযজ্ঞফলপ্রদঃ।
মহাষ্টম্যাং মম প্রীত্যৈ উপবাসঃ সুরোত্তমাঃ ॥
কর্ত্তব্যং পুত্রকামৈস্তু লোকৈস্ত্রৈলোক্যবাসিভিঃ
অবশ্যং ভবিতা পুত্রস্তেষাং সর্ব্বগুণান্বিতঃ ॥৩০
পুত্রবদ্ভিশ্চ কর্ত্তব্য উপবাসস্তু তদ্দিনে।
অষ্টম্যাম্নুপবাসৈস্তু নবম্যাং বলিদানতঃ ॥ ৩১
ফলং মহত্তরং জ্ঞেয়মশ্বমেধাদিযাগতঃ ॥ ৩২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং নিশম্য বচনং জগদম্বিকায়া
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা জগদীশ্বরীং তাম্।
হৃষ্টা জয়ায় বলিভির্বিবিধৈর্বিধানা-
ত্তক্ত্যার্চ্চয়ন্নন্বুদিনং নবমীদিনান্তম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রাবণবধে দুর্গোৎসবো নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

মানব নবমীতে বলিপ্রদান করিবে। ভক্তিতেই হউক বা অভক্তিতেই হউক, পূজা জানুক আর নাই জানুক, ত্রিলোকে আমার পূজা প্রতিবর্ষেই কর্ত্তব্য ; হে সুরসত্তমগণ! বলিও প্রতিদিনই দাতব্য। যাহারা অসমর্থ, তাহারা কেবল নবমীতে বলি দিবে ; কেন না, নবমীর দেয় বলি মহাযজ্ঞফলপ্রদ। হে সুরসত্তমগণ! ত্রিলোকবাসী লোক সকল পুত্রকামনায় আমার প্রীতির জন্য মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে, এই উপবাসে অবশ্যই তাহারা সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পুত্রবানেরাও মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে। অষ্টমীর উপবাস ও নবমীর বলিদান অশ্বমেধাদি যজ্ঞ হইতেও মহত্তর ফলপ্রদ। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ জগদম্বিকার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধে জয়লাভার্থ বিবিধ বলিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক নবমী পর্য্যন্ত জগন্মাতার পূজা করিলেন। ২৬—৩৩।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পরমেশ্বরঃ।
অবর্ত্তয়ন্মহাপূজাং মহাদেব্যা মহোৎসবে ॥ ১
রামস্তু তস্যাং কৃষ্ণায়াং নবম্যাং ভীমবিক্রমঃ।
সংগ্রামে পাতয়ামাস নিশিতৈ রাবণানুজম্ ॥ ২
হতাশ্চ বানরৈর্ঘোরা রাক্ষসা লক্ষকোটয়ঃ।
রাক্ষসৈশ্চ হতাঃ সংখ্যে বানরা বহুকোটয়ঃ ॥৩
প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা শোণিতৌঘতরঙ্গিণী।
মুণ্ডমালা চ বিপুলা বভাসে তত্র নারদ ॥ ৩
শ্রুত্বা তু রাবণো যুদ্ধে নিহতং ভ্রাতরং বহু।
করোদ শোকসন্তপ্তহৃদয়োঽথ মুমোহ চ ॥ ৫
ততোঽতিকায়ো বলবাংস্তমাশ্বাস্য মহারণে।
চকার যাত্রাং কৃষ্ণায়াং দশম্যাং ভীমবিক্রমঃ ॥৬
রামস্তু সমরে হত্বা কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে এবং পরমেশ্বর মর্ত্ত্যে মহাদেবীর মহোৎসবপূর্ব্বক মহাপূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন। রাম সেই কৃষ্ণা নবমীতে সংগ্রামে ভীমবিক্রম রাবণানুজ কুম্ভকর্ণকে নিশিত শরে নিপাতিত করিলেন। এদিকে বানরগণও ঘোর লক্ষকোটি রাক্ষস ও রাক্ষসেরা সমরে বহুকোটি বানর বিনিপাতিত করিল। রণস্থলে রক্তনিব্যূহে ঘোর নদী প্রবাহিত হইল। হে নারদ! রিপুগণের মুণ্ডমালায় রণভূমি শোভিত হইল। রাবণ রণে ভ্রাতৃগণের বধবৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে রোদন করিল ও মোহপ্রাপ্ত হইল। অনন্তর মহাবল ভীমবিক্রম অতিকায় রাবণকে আশ্বস্ত করিয়া কৃষ্ণা দশমীতে

প্রযযৌ ভগবান্ ব্রহ্মা দেবীং যত্রার্চ্চয়ন্মুনে ॥ ৭
প্রণম্য চ মহাত্মানং ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্।
কথয়ামাস সংগ্রামে নিহতো রাবণানুজঃ ॥ ৮
ব্রহ্মাপি কথয়ামাস দেব্যা যৎ কথিতং পুরা।
পূজাবিধানং শত্রূণাং নিধনঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৯
তচ্ছ্রুত্বা বানরৈর্নানাবিধং পূজোপহারকম্।
আনায্য ভগবান্ রামো দশম্যাং প্রাতরেব হি
পূজাং প্রবর্ত্তয়ন্ ভক্ত্যা বলিভির্বিপুলৈরপি।
প্রণিপত্য মহাদেবীং পুনর্যুদ্ধায় নির্যযৌ ॥ ১১
অতিকায়স্তু দুর্দ্ধর্ষঃ কম্পয়ন্ ধরণীতলম্।
নেমির্ঘোষেণ মহতা রথবংশেন সংযুগে ॥ ১২
সমায়াতোঽতিবিপুলৈঃ সৈনিকৈঃ পরিবারিতঃ
তস্মিন্ সমাগমে ঘোরে রাক্ষসানাং
দুরাত্মনাম্ ॥ ১৩
প্রাবর্ত্তত মহদ্যুদ্ধং বানরৈর্ভয়দায়কম্।
গদাভিঃ পরিঘৈর্বৃক্ষৈঃ পাষাণৈর্বানরর্ষভাঃ ॥ ১৪

মহারণে যাত্রা করিল। হে মুনে! রাম সমরে মহাবল কুম্ভকর্ণকে নিহত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা যে স্থানে দেবীকে পূজা করিয় ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। রাম জগতীপতি মহাত্মা পিতামহকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—সংগ্রামে রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে। স্বয়ং দেবী পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন—পূজাবিধান দ্বারা দিনে দিনে শত্রুগণের নিধন সাধন হইবে, ব্রহ্মা সে কথা রামসমীপে কীর্ত্তন করিলেন। তচ্ছ্রবণে বানরগণ নানাবিধ পূজোপহার আহরণ করিল, ভগবান্ রামও দশমীর প্রভাতে পুনরায় বিবিধ উপহার দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া মহাদেবীকে প্রণাম করত পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অতিকায় নেমিঘোষে ও রথশব্দের মহাশব্দে মেদিনী কম্পিত করত বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমরভূমিতে আগমন করিল। তাহার সমাগম বড়ই ভীষণ হইল। দুরাত্মা নিশাচরগণের সহিত বানরগণের ভয়দায়ক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বানরগণ গদা, পরিঘ,

রাক্ষসান্ পাতয়ামাসুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈ স্তদ্বানরানপি রাক্ষসাঃ ॥ ১৫
সংগ্রামে পাতয়ামাসুর্মহাবলপরাক্রমাঃ।
ততো ধনুঃ সমাদায় ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥১৬
পাতয়ামাসতুঃ সংখ্যে রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
স চাপি রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিনদন্ সমরাজিরে ॥১৭
বানরান্ পাতয়ামাস শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৮
রামলক্ষ্মণয়োস্তেন রাক্ষসেন দুরাত্মনা।
প্রহস্তপ্রমুখাশ্চান্যে যে চ বীরা মহাবলাঃ ॥ ১৯
তৈঃ সার্দ্ধং বানরেন্দ্রাণাং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্
যথা প্রবৃত্তং তেষান্তু যুদ্ধং ঘোরতরং মহৎ ॥২০
দিবারাত্রং মুনিশ্রেষ্ঠ পশ্যতাং ভয়দায়কম্।
তথা নালোকিতং কৈশ্চিদ্দেবৈর্বা যক্ষকিন্নরৈঃ
কদাচিদন্তরীক্ষে চ কদাচিদ্ধরণীতলে।
মহাস্ত্রশস্ত্রচিক্কৈঃ পৈর্গদাপরিঘতোমরৈঃ ॥ ২২
ত্রিশূলৈঃ পট্টিশৈশ্চাপি বভূব তুমুলং মহৎ।

বৃক্ষ ও প্রস্তর দ্বারা বিস্তর রাক্ষস পাতিত করিল। তদ্রূপ মহাবলপরাক্রম রাক্ষসেরাও সমরে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। ১—১৫। অনন্তর রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সমরে ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে পাতিত করিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ও যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জ্জন করিতে করিতে শত সহস্র বানর সৈন্য বিনাশ করিল। অনন্তর দুরাত্মা অতিকায়ের সহিত রাম-লক্ষ্মণের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রহস্ত প্রমুখ যে সকল মহাবল বীর রাক্ষস ছিল, তাহাদের সহিত বানরগণের সুদারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হে মুনিসত্তম! তাহাদের এমনই মহাসমর আরম্ভ হইল যে, দিবারাত্র সে সমরের বিরাম হইল না, সে যুদ্ধ দর্শকগণের ভীতিদ হইয়াছিল, এমন কি দেবযক্ষ বা কিন্নরগণও সেরূপ যুদ্ধ কখনও দর্শন করেন নাই। সেই মহাসমর কখনও অন্তরীক্ষে আবার কখনও বা ক্ষিতিতলে হইতে লাগিল; রাক্ষসেরা মহা অস্ত্র

দিনেঽপি সমভূদ্রাত্রিনিশীথেঽপ্যভবদ্দিনম্ ॥২৩
অমেঘেঽপ্যভবদ্বৃষ্টির্বায়ুশ্চ তুমুলো ববৌ।
বজ্রপাতশ্চ শতশো বভূব সমরাজিরে ॥ ২৪
এবং সমমভূদ্যুদ্ধং দিনত্রয়মনুত্তমম্।
ততো রাত্রৌ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্থেঽহনি লক্ষ্মণঃ।
জঘান তং মহাবাহুমতিকায়ং মহেষুভিঃ।
অন্যে চ রাক্ষসশ্রেষ্ঠা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ২৬
নিহতাঃ সমরে কেচিদ্বানরেন্দ্রেণ চাপরে।
হনূমদঙ্গদাদ্যৈশ্চ নিহতা বহবো রণে ॥ ২৭
দুদ্রুবুশ্চ ভয়াৎ কেচিৎ রামো হৃষ্টমনা বভৌ।
বানরাঃ সুমহাহর্ষাচ্চক্রুর্জয়জয়ধ্বনিম্ ॥ ২৮
বভূব নভসা পুষ্পবৃষ্টিঃ সুমহতী ততঃ।
রামস্তু ভ্রাতরং দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য পরমাদৃতঃ ॥২৯
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় হৃষ্টাত্মা ব্রহ্মণোঽন্তিকমবগাৎ।
প্রা[illegible]ঃ সম্পূজয়ামাস দেবীং বিশ্বে সুরেশ্বরীম্
ততঃ প্রণম্য ভূয়োঽগাদ্ যুদ্ধায় রণমূর্দ্ধনি।

রাবণোঽথ সমাকর্ণ্য নিহতং তং মহাবলম্ ॥৩১
রক্ষার্থং বিনির্যৌ জ্যেষ্ঠ পুত্রস্ত তনয়ং মুনে।
মেঘনাদং মহাবীরং স্বয়ং যুদ্ধায় নির্যযৌ ॥ ৩২
তদাসীৎ সুমহদ্যুদ্ধং তুমুলং ভয়দং মুনে।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৩
রামেণ লক্ষ্মণেনাপি যুদ্ধং তত্রাভবন্মহৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রজালৈঃ প্রক্ষিপ্তৈঃ পশ্যতাং ভয়দং মহৎ ॥
তত্র বীক্ষ্য সমীপে তু বিভীষণমমর্ষিতঃ।
ময়দত্তাং মহাশক্তিং জগ্রাহ স নিশাচরঃ ॥৩৫
জাজ্বল্যমানাং তাং শক্তিং বিভীষণবধোদ্যতাম্
লক্ষ্মণস্ত্রাতুকামস্তং সম্মুখে তস্য সংস্থিতঃ ॥৩৬
সা শক্তিস্তেন নি[illegible]ষ্টা প্রবিভেদ মহাবলম্।
লক্ষ্মণং মূর্চ্ছিতঃ সোঽপি পপাত ধরণীতলে ॥৩৭
ততঃ আদাতুকামস্তং লক্ষ্মণং রাক্ষসেশ্বরঃ।
বাহূ প্রসার্য্য পস্পর্শ ততস্তং পবনাত্মজঃ ॥ ৩৮

শস্ত্র, গদা, পারঘ, তোমর, ত্রিশূল ও পট্টিশ প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। দিন রাত্রির ন্যায় হইল, রাত্রি দিনের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল; বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত ও তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইল, শত শত অশনি পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে দিনত্রয় সেই দারুণ যুদ্ধ চলিল; অনন্তর চতুর্থ দিবসে ত্রয়োদশীর রাত্রিতে সৌমিত্রি মহাশর দ্বারা মহাবাহু অতিকায়কে পাতিত করিলেন। এদিকে মহাত্মা রাম ও অন্যান্য বানরগণ রাক্ষসসত্তমগণকে নিহত করিলেন। হনুমান্ ও অঙ্গদাদি বানরগণ রণে বহু রাক্ষস নিধন করিল। কতকগুলি রাক্ষস ভীত বিভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। রাম হৃষ্টমনা হইলেন। বানরগণ মহাহর্ষে জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল। আকাশ হইতে সুমহতী পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। রাম পরমাদরসহকারে বাহুদ্বারা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর রাম [illegible] বিশ্বমুখে সুরেশ্বরী পূজা ও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গনে প্রয়াণ করিলেন। হে মুনে! অনন্তর রাবণ মহাবল অতিকায়ের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাবীর পুত্র মেঘনাদের উপর পুররক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিল। হে মুনে! তখন রাক্ষস ও বানরগণের ঘোর সমর আরম্ভ হইল। সে সময়ে মৃত বীরগণ দ্বারা যমের রাজ্য বর্দ্ধিত হইল। ২৩—৩৩। রাম ও লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে যুদ্ধ দর্শকগণের মহাভীতি প্রদান করিল। তখন রাবণ বিভীষণকে সমীপে দেখিতে পাইয়া অমর্ষ-বশে ময়দত্ত মহাশক্তি গ্রহণ করিল। বিভীষণ বধোদ্যত সেই জাজ্বল্যমান শক্তি অব-লোকন করিয়া তাঁহার রক্ষামানসে লক্ষ্মণ সেই শক্তির সম্মুখীন হইলেন। রাবণনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি মহাবল লক্ষ্মণকে ভেদ করিল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হই-লেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিবার জন্য যেমন বাহু প্রসারণ করিয়া, তাঁহাকে স্পর্শ করিল, অমনি পবন-

মুষ্টিনা তাড়য়ামাস সুদৃঢ়ং বিপুলোরসি।
স তেন পীড়িতো দৈত্যঃপপাত রুধিরং বমন্॥
মূর্চ্ছিতঃ সমুপাশ্রিত্য ধ্বজযষ্টিং রথোপরি।
ততঃ সংজ্ঞামনুপ্রাপ্য ধনুরুদ্যম্য বেগিতঃ॥৪০
মারুতিং হন্তুকামোহসৌ প্রাভ্যধাবর্ত রাবণঃ।
ততস্তং বীক্ষ্য দুর্দ্ধর্ষং মারুতেরন্তকোপমম্।
শ্রীরামো ধনুরুদ্যম্য রাবণম্বিদমব্রবীৎ।
অদ্য রাক্ষসরাজ ত্বাং নিশিতৈঃ সায়কোত্তমৈঃ
পাতয়িষ্যামি দুষ্টাত্মন্ যদি নোৎসৃজসে রণম্
ইত্যাভাষ্য মহাবাহুর্বাণং ধনুষি সন্দধে॥ ৪৩
ততো হি ভয়াদ্রণং ত্যক্ত্বা রাবণঃ পুরমাযযৌ।
তমাশ্বাস্য রণে প্রায়াদিন্দ্রজিদ ভীমবিক্রমঃ॥৪৩
তেনাভবন মহদ্যুদ্ধং লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
সুঘোরং ভয়দং সর্বলোকসম্মোহকারকম্॥৪৫
তত্র রাত্রাবমোঘাস্ত্রৈর্লক্ষ্মণস্তং দুরাসদম্।

পাতয়ামাস সংগ্রামে অমায়াং মুনিপুঙ্গব॥ ৪৬
ততো বিলপ্য বহুধা দেবান্তকমুখৈর্বৃতঃ।
স্বয়ং পুনঃ সমায়াতঃ সংগ্রামে রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৪৭
প্রতিপত্তিথিমারভ্য যাবদা নবমীতিথিম্।
বভূব তুমুলং যুদ্ধং রামরাবণয়োর্মহৎ॥ ৪৮
অতুল্যং বচনাতীতং সর্বলোকভয়ঙ্করম্।
তত্র ষষ্ঠী তিথির্যাবত্তাবৎ সৈন্যং দিনে দিনে॥
বিনষ্টং রাক্ষসেন্দ্রস্য বিপুলং সংখ্যয়োজ্ঝিতম্
তস্যাং ষষ্ঠ্যাং বিনির্মায় মৃন্ময়ীং প্রতিমাং শুভাম্
সায়ং কৃত্বাধিবাসন্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পত্রী প্রবেশ্য সপ্তম্যাং দেবীং তাং সমপূজয়ৎ
পত্রীপ্রবেশমাত্রেণ সর্বসংহারকারিণী।
রাবণস্য বধার্থায় শ্রীরামধনুরাবিশৎ॥ ৫২
মহাষ্টম্যাং ততো দেবীং প্রাতরেব জগৎপতিঃ
ভক্ত্যা সম্পূজয়ামাস বিপুলৈরুপহারকৈঃ॥ ৫৩
ততঃ প্রসন্না তস্মিন্ বৈ দিনে সাক্ষাৎ মহেশ্বরী

নন্দন হনুমান্ তাহার বিপুল বক্ষে সুদৃঢ় আঘাত করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিল। রাবণ হনুমানের সেই মুষ্ট্যাঘাতে পীড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ধ্বজদণ্ড অবলম্বনপূর্বক মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর রাবণ সংজ্ঞালাভ করিয়া মারুতিকে নিহত করিবার জন্য মহাবেগে ধনু উত্তোলনপূর্বক ধাবিত হইল। তদনন্তর রাম মারুতির অন্তকসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে অবলোকন করিয়া সমরে শরাসন গ্রহণপূর্বক বলিলেন;—রে দুষ্টাত্মন্! রে রাক্ষসরাজ! আজ যদি তুই যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ না করিস, তবে তোকে নিশিত শরসমূহ দ্বারা পাতিত করিব। অনন্তর মহাবাহু রাম এইরূপ বলিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। রাবণ ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। অনন্তর ভীমবিক্রম ইন্দ্রজিৎ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করিলে মহাত্মা লক্ষ্মণের সহিত তাহার সর্বলোকসম্মোহকর ভয়দ সুঘোর মহাসমর সংঘটিত হইল। হে মুনিপুঙ্গব! অমাবস্যা রাত্রিতে লক্ষ্মণ অমোঘ অস্ত্রসমূহ দ্বারা দুরাসদ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাতিত করিলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ দেবান্তকপ্রমুখ রাক্ষসগণের সহিত বহু বিলাপ করিয়া স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধার্থ আগমন করিল এবং পুনরায় প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধের তুলনা হয় না। সেই সর্বলোকভয়ঙ্কর সমর বর্ণনার অতীত। সেই সময়ে ষষ্ঠী তিথি পর্য্যন্ত প্রতিদিন এতই অধিক রাক্ষসসৈন্য নিহত হইল যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই ষষ্ঠী তিথিতে শুভমৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সায়ং সময়ে অধিবাস ও সপ্তমীতে পত্রী প্রবেশ করাইয়া সেই দেবীর সম্যক্ পূজা করিলেন পত্রীপ্রবেশ মাত্রে সর্ব্ব সংহারকারিণী দেবী রাবণবধার্থ শ্রীরামচন্দ্রের ধনুতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪-৫২। অনন্তর জগৎপতি ব্রহ্মা মহাষ্টমীর প্রভাতকালে বিপুল উপহার দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলেন। সে পূজায় দেবী

বিষ্টা রামচন্দ্রেষুঃ রাবণস্ত শিরাংসি চ॥ ৫২
চিচ্ছেদ মুনিশ্রেষ্ঠ শতধা সমরাজিরে।
সোঽপি ভীতো ভগবতীং সস্মার দশকন্ধরঃ॥
স তত্যাজ বাণাংশ্চ রাঘবো নিধনেচ্ছয়া।
শাদ্ভূয়ো বভূবুশ্চ ছেদমাত্রাৎ শিরাংসি চ॥
জগৌ সমরে প্রাণাংস্তাড়িতোঽপি মহেষুভিঃ
চকার তুমুলং যুদ্ধং পূর্ব্বাহ্নে নবমীদিনে॥ ৫৫
অতীব ভয়দং সর্ব্বদেবানাং দিবি পশ্যতাম্।
মহানবম্যাং তস্যান্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৫৬
দেবীং সম্পূজয়ামাস নানাবলিভিরাদরাৎ।
সুরম্যৈর্ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈরপি॥ ৫৭
স্তোত্রৈশ্চ হোমৈর্বিপ্রাণাং ভোজনৈরপি
ভক্তিতঃ।
ততো দেবী ভগবতী যা বিদ্যা মুক্তিদা স্বয়ম্॥
সৈবাবিদ্যাস্বরূপেণ রাবণং সমুপাগমৎ।
ততো দেবীং ন সস্মার ন বা ভক্তিশ্চ তত্র বৈ
তস্যাসীন্মুনিশার্দ্দূল মোহিতস্য তু মায়য়া।

অমর্ষবশমাপন্নো যুযুধে রাঘবেণ তু॥ ৬০
ব্রহ্মাস্ত্রজালসঙ্ঘৈঃ স দর্শয়ন্ শক্তিমাত্মনঃ।
তথৈব রাঘবশ্চাপি ব্রহ্মাস্ত্রনিবহৈর্মুনে॥ ৬১
তাড়য়ামাস দুর্দ্ধর্ষং রক্ষসামধিপং রণে।
এবং প্রহরতো ক্রোধাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ॥
ব্যতীতমভবন্মধ্যন্দিনং শ্রীরামরক্ষসোঃ।
ততোঽপরাহ্নে রামস্ত সন্ধ্যায় জগদীশ্বরীম্।
প্রণম্য প্রার্থয়ামাস বধার্থং তস্য রক্ষসঃ॥ ৬৩
ব্রহ্মাপি প্রণিপত্যোনাং দেবীং ভক্ত্যা পুনঃপুনঃ
প্রার্থয়ামাস নাশায় রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
ততো দেবী স্বয়ং প্রাদাদমোঘং শস্ত্রমুত্তমম্।
বধার্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য জ্বলৎকালাগ্নিতেজসম্॥
ব্রহ্মা তদস্ত্রমানীয় প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
শ্রীরামায় দদৌ শীঘ্রং রাবণস্য নিপাতনে॥ ৬৬
সর্ব্বশক্তিময়ং বায়ুবেগং কালান্তকোপমম্।
জ্বলন্তং তেজসা বীক্ষ্য মুমুদে রঘুনন্দনঃ॥ ৬৭

মহেশ্বরী সন্তুষ্টা হইয়া সন্ধিসময়ে রামশরে প্রবেশপূর্ব্বক সমরে রাবণের মস্তকসমূহ শতধা ছিন্ন করিলেন। হে মুনিসত্তম! সেই দশবদনও ভীত হইয়া ভগবতীকে স্মরণ করিল। এদিকে রামও তাহার নিধন কামনায় বহুবাণ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু দশাননের বদনসমূহ ছিন্ন হইয়াও পুনঃপুনঃ প্ররূঢ় হইতে লাগিল; সে মহাবাণনিবহ দ্বারা তাড়িত হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিল না। পরন্তু নবমীর পূর্ব্বাহ্নে অতিভয়দ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সেই যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই মহানবমীদিনে সুরম্য ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, স্তোত্র, হোম, ব্রাহ্মণভোজন এবং বিবিধ বলি দ্বারা সাদরে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলেন। অনন্তর দেবী ভগবতী যিনি স্বয়ং মুক্তিদা বিদ্যা, তিনি অবিদ্যারূপে রাবণসমীপে আগমন করিলেন। তখন তাহার দেবী স্মরণ হইল না, সে দেবীকে ভক্তিও করিল না। হে মুনিশার্দ্দূল! সে সময় রাবণ দেবীর মায়ায় মোহিত হইল। রাবণ অমর্ষবশে ব্রহ্মাস্ত্রজাল দ্বারা স্বীয়শক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক রামের সহিত সমর করিতে লাগিল। হে মুনে! রামও ব্রহ্মাস্ত্রসমূহ দ্বারা রণে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রোধবশে শর প্রহার করিতে করিতে পরস্পর জিগীষু রাম-রাবণের মধ্যন্দিন অতীত হইয়া গেল! অনন্তর অপরাহ্নে রাম জগদীশ্বরীকে ধ্যান ও প্রণাম করিয়া রাক্ষসবধার্থ প্রার্থনা করিলেন। ৫৩—৬৩। এদিকে ব্রহ্মাও দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া দুরাত্মা রাবণের বিনাশার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী রাক্ষসরাজের বধের জন্য কালানলতুল্য প্রজ্বলিত অমোঘ অত্যুত্তম অস্ত্র প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা সেই অস্ত্র আনয়নপূর্ব্বক পরমপ্রীতিযুক্ত হইয়া রাবণবধার্থ সত্বর রামের করে অর্পণ করিলেন। সেই সর্ব্বশক্তিময় বায়ুবেগী কালান্তোপম তেজোজ্বলিত অস্ত্র দর্শন করিয়া রঘুনন্দন

ততঃ সংস্মৃত্য তাং দেবীং তদস্ত্রং রাঘবো মুনে
সন্ধায় দণ্ডকোদণ্ডে প্রচিক্ষেপ তং প্রতি ॥
ততস্তদস্ত্রং নির্ভিদ্য হৃদয়ং দুষ্টচেতসঃ।
প্রাণান্ জগ্রাহ বেগেন প্রবিবেশ ধরাতলম্ ॥
ততঃ পপাত সংগ্রামে রথাদ্ধেমপরিষ্কৃতাৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং রাবণো দেবকণ্টকঃ ॥
চালয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং ক্ষোভয়ন্ সরিতাং পতিম্।
ত্রাসয়ন্ সর্ব্বভূতানি রাক্ষসাংশ্চ বিদারয়ন্ ॥ ৭১
বানরা হর্ষসম্পন্নাশ্চক্রুর্জয়জয়ধ্বনিম্।
ত্রৈলোক্যবাসিনশ্চান্যে হতে তস্মিন দুরাত্মনি
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ যত্রাভূৎ স মহারণঃ।
তেনাসন্ জীবিতা ভূয়ো বানরা যে হতা রণে
বিভীষণস্তু বহুধা ভ্রাতৃশোকেন দুঃখিতঃ।
রুরোদ সান্ত্বয়ামাস তং রামো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
ততঃ সীতাং সমানীয় লক্ষ্মণেন সমাবৃতঃ।
শ্রীরামো হর্ষমাপন্নো বানরৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৭৫
প্রায়াৎ সম্পূজিতা যত্র ব্রহ্মণা জগদীশ্বরী ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে সপ্ত-
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

আনন্দিত হইলেন। হে মুনে! অনন্তর রাম দেবীকে স্মরণ করিয়া সেই অস্ত্র কোদণ্ডদণ্ডে সন্ধানপূর্ব্বক রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র দুষ্টচেতা রাবণের হৃদয়ভেদ করিয়া বায়ুবেগে ধরাতলে প্রবেশ করিল। অনন্তর হেমপরিষ্কৃত রথ হইতে দেবকণ্টক রাক্ষস দর্শকগণের সমক্ষে সমগ্র বসুধা কম্পিত, সাগর ক্ষুভিত, সর্ব্বভূত ত্রাসিত ও রাক্ষসগণকে বিষাদিত করিয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল। সেই দুরাত্মা নিহত হইলে বানরগণ ও অন্যান্য ত্রিলোকবাসীরা হৃষ্ট হইয়া জয় জয় ধ্বনি করিল, রণক্ষেত্রে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, যুদ্ধে যে সকল বানর নিহত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহারা জীবিত হইল। বিভীষণ ভ্রাতৃশোকে দুঃখিত হইয়া বহু বিলাপ করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ রাম তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিলেন। অনন্তর

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীরামস্তু ততো দেবীং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ তুষ্টাব প্রীতমানসঃ ॥ ১
অন্যে চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠাস্তত্রাগত্য মহামুনে।
তুষ্টুবুস্তাং মহাদেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ২
তৈঃ সংস্তুতা মহাদেবী পূজিতা ভক্তিভাবতঃ
বিপুলৈর্ব্বলিভিঃ প্রীতা বভূব জগদম্বিকা ॥ ৩
প্রহর্ষশ্চ মহানাসীন্মুনে ত্রৈলোক্যবাসিনাম্।
তত্র দেব্যা মহোৎসাহে স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে
ননৃতুর্ব্বানরা হর্ষাজ্জগুশ্চাপি মনোহরম্।
শ্রীরামো মুমুদে দেব্যাঃ প্রসাদাৎ পূর্ণমানসঃ ॥
এবং মহামহোৎসাহৈর্গতা তু নবমী তিথিঃ।
শ্রীরামস্য মুনিশ্রেষ্ঠ দেবানামপি নারদ।

হর্ষসমন্বিত রাম সীতানয়নপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও বানরগণের সহিত পরিবৃত হইয়া যেখানে ব্রহ্মা জগদীশ্বরীর পূজা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ৬৪—৭৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর প্রীতমনা রাম পরম ভক্তিসহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া দেবীকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। হে মহামুনে! অন্যান্য দেবগণও তথায় আগমন করিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তকারিণী মহাদেবীকে স্তব করিলেন। তাঁহারা বিপুল বলিদ্বারা ভক্তিভাবে মহাদেবীর পূজা ও স্তব করিলে জগদম্বিকা প্রীত হইলেন। হে মুনে! দেবীর মহামহোৎসবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল এই ত্রিলোকবাসী লোকগণেরই পরমহর্ষ হইল। বানরগণ হর্ষবশে নৃত্য ও মনোজ্ঞ গান করিল, দেবীর প্রসাদে পূর্ণমানস হইয়া রাম মুদিত হইলেন। হে মুনিসত্তম নারদ! এইরূপ মহামহোৎসাহে শ্রীরাম ও দেবগণের নবমী

দশম্যাং পূজয়িত্বা তু প্রাতরেব পিতামহঃ ॥৭
বিসৃজ্য জলধৌ মূর্ত্তিং স্থাপয়ন্ স্বালয়ং যযৌ।
ততঃ শ্রীমান্ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥
সহিতো বানরৈঃ সর্ব্বৈ রাক্ষসৈশ্চ সমন্বিতঃ।
বেষ্টিতস্ত্রিদশৈশ্চাপি ভল্লুকৈঃ কোটিকোটিশঃ
পুরপ্রবেশনে যাত্রাং চক্রে নত্বা মহেশ্বরীম্।
ইত্যেবং মুনিশার্দ্দূল ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥
স্বয়মারাধয়ামাস শরৎকালে বিধানতঃ।
অন্যেষাং কা কথা বৎস দেবানাং যক্ষরক্ষসাম্
নরাণাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বপন্নগানাং মহামতে।
নাস্তি দেব্যা সমো লোকে সমারাধ্যা মহামুনে
যস্তাং মোহান্ন সেবেত স পাপাত্মা ন সংশয়ঃ
ন তস্য বিদ্যতে স্থানং কুত্রাপি মুনিসত্তম ॥ ১৩
যস্তং স্পৃশতি বালাপং করোতি স চ পাপকৃৎ।
তস্মাচ্ছাক্তোঽথ শৈবো বা সৌরো
বা বৈষ্ণবোঽথ বা ॥ ১৪
অবশ্যং পূজয়েদ্দেবীং শারদীয়ে মহোৎসবে।

তিথি অতিবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা দশমীর প্রাতঃকালেই দেবীর পূজা করিয়া বিসর্জ্জনান্তে জলধিজলে প্রতিমা স্থাপন-পূর্ব্বক নিজের আলয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে রঘুবর শ্রীমান রামও সীতা, লক্ষ্মণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ, দেবগণ, ও কোটি কোটি ভল্লুকসহ মহেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। হে মুনিশার্দ্দূল! এইরূপে ভগবান পুরুষোত্তম রাম স্বয়ং শরৎকালে দেবীর বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়াছিলেন। হে বৎস! অন্য দেব, যক্ষ, রাক্ষস, নর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণের কথা আর কি কহিব? হে মহামতে! লোকে দেবীর আরাধনার তুল্য আর কিছুই নাই। হে মুনে! যে ব্যক্তি মোহবশে তাঁহার আরাধনা না করে, সে নিশ্চয় পাপাত্মা। হে মুনিসত্তম! তাহার কুত্রাপি স্থান নাই। যে তাহার সহিত আলাপ বা তাহাকে স্পর্শ করে, সেও পাপকারী। অতএব শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব—শারদীয় মহোৎসবে

বলিভির্মৎস্যমাংসাদ্যৈশ্ছাগকাসরমেষকৈঃ ॥
প্রীতয়ে জগদীশ্বর্য্যাস্তথান্যৈরুপহারকৈঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং সর্ব্বথাত্মনা ॥ ১৬
অবশ্যং যজনং দেব্যাঃ শারদীয়ে মহোৎসবে
পশুঘাতশ্চ কর্ত্তব্যো দেব্যাঃ প্রীত্যৈ মহামতে ॥
ভগবত্যা মহোৎসাহে যথাবিধি সমাহিতৈঃ।
শৈবোঽথ বৈষ্ণবঃ সৌরো ন বিদ্বেষমুপাশ্রিতঃ
অনর্চ্চনং মহাদেব্যাঃ কুর্য্যাদত্র মহোৎসবে।
যেঽন্যদেবার্চ্চনরতা মোহাদালস্যতোঽথ বা ॥
নার্চ্চয়ন্তি মহাদেবীং ত এব পশুরূপিণঃ।
উৎপদ্যন্তে মহীপৃষ্ঠে তেষাং নিস্তারহেতবে ॥
গৃহ্ণাতি চণ্ডিকা যজ্ঞে তানেব পরমাদৃতা।
তস্মাৎ পশুবলির্দেয়ো দেবীভক্তিপরায়ণৈঃ ॥
অন্যৈরপি মহাযজ্ঞে দেব্যাঃ প্রীতিমভীপ্সুভিঃ
দেব্যর্চ্চনরতা যে তু প্রতি সংবৎসরাণি চ ॥ ২

সকলেরই দেবীপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। মৎস্য, মাংস, ছাগ, মহিষ, মেষ ও অন্যান্য উপহার দ্বারা জগদীশ্বরীর প্রীতি সাধন একান্তকর্ত্তব্য। ইহাতে বিত্তশাঠ্য কর্ত্তব্য নহে। শারদীয় মহোৎসবে সর্ব্বাত্মনা দেবীর পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।১—১৬। হে মহামতে! ভগবতীর প্রীতির জন্য তদীয় মহোৎসাহে সমাহিত হইয়া যথাবিধি পশুঘাত কর্ত্তব্য। শৈব, সৌর ও বৈষ্ণব কাহারও ইহাতে দ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা এই মহোৎসবে মহাদেবীর পূজা করে না, মোহ বা আলস্য বশতঃ যাহারা এই সময়ে অন্য দেবতার অর্চ্চনায় রত হয়,—মহাদেবীর অর্চ্চনা করে না, তাহারা পশুরূপী হইয়া মহীপৃষ্ঠে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের উদ্ধারের জন্য চণ্ডীকা দেবী পরমাদরসহকারে যজ্ঞে তাহাদিগকে বলিরূপে গ্রহণ করেন। অতএব দেবীভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ পশুবলি প্রদান করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য দেবভক্তগণও যদি দেবীর প্রীতিকামনায় মহাযজ্ঞে প্রতি সংবৎসর দেবীর অর্চ্চনে রত হয়, তবে

তদাজ্ঞাবশগাঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন সত্যমেব মহামুনে ॥ ২৩
নাস্তি লোকত্রয়ে পুণ্যং দেব্যা অর্চ্চনসম্ভবাৎ
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা রামায়ণমনুত্তমম্ । ২৪
দেব্যা বিস্তৃতমাহাত্ম্যং মহাপাতকনাশনম্ ।
স দেব্যাঃ পদবীং যাতি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভাম্
ইত্যুক্তং তে মুনিশ্রেষ্ঠ স যথা ভগবান্ হরিঃ ।
সমভূয় মানুষং দেহং সমাশ্রিত্য ধরাতলে ॥২৬
শত্রোর্নিধনমন্বিচ্ছন্নকালেঽপি বিধানতঃ ।
দেবীং সম্পূজয়ামাস ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিমিচ্ছসি

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রামায়ণে
দুর্গোৎসবো নামাষ্টচত্বারিং-
শোঽধ্যায়ঃ । ৪৮ ।

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাহার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া থাকেন । হে মহামুনে ! বহু বলিয়া আর কি হইবে ? ইহা সত্যই জানিবে । দেবীর অর্চ্চনাসম্ভূত পুণ্যের মত আর কোনও পুণ্য ত্রিলোকে নাই । যে মানব ভক্তি-পূর্ব্বক এই অনুত্তম রামায়ণ ও মহাপাতক-নাশন দেবীর বিস্তৃত মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে ব্রহ্মাদিসুদুর্লভ দেবীর পদবী প্রাপ্ত হয় । হে মুনিশার্দ্দূল ! যেরূপে ভগবান হরি মানুষ দেহলাভ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং শত্রুনাশবাসনায় অকালে যথাবিধি দেবীর পূজা করিয়াছিলেন—এই আমি তৎসমস্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ১৭—২৮ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভূয়োঽপি শ্রোতুমিচ্ছামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্
সুগুপ্তং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ত্বন্মুখাম্ভোজনিঃসৃতম্ ॥১
বদন্ত্যনেকে তত্ত্বজ্ঞাঃ কালী বিদ্যা পরাৎপরা ।
যা সৈব কৃষ্ণরূপেণ ক্ষিতাববতরৎ স্বয়ম্ ॥ ২
বসুদেবগৃহে দেব্যা দেবক্যাং নিজলীলয়া ।
কংসাদিদুষ্টভূভারনিবৃত্ত্যৈ জগদীশ্বরঃ ॥৩
তদেতৎ শ্রোতুমিচ্ছামি কস্মাদ্দেবী মহেশ্বরী ।
পুংরূপেণাবতীর্ণাভূৎ কিন্তৌ তন্মে বদ প্রভো
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
শৃণু গুহ্যতমং বৎস সত্যমেব মহেশ্বরী ।
অবতীর্ণাভবৎ পৃথ্ব্যাং দেবক্যাং বসুদেবতঃ ॥
শম্ভোরিচ্ছানুসারেণ মায়াপুরুষরূপধৃক্ ।
দুষ্টভূভারসংহৃত্যৈ দ্বাপরান্তে মহীতলে ॥ ৬
শ্রীনারদ উবাচ ।
কালী শ্রীকৃষ্ণরূপেণ বসুদেবগৃহে স্বয়ম্ ।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ আপনার মুখকমলনিঃসৃত দেবীর সুগুপ্ত উত্তম চরিত্র পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি । হে জগদীশ্বর ! তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, স্বীয় লীলা প্রকটচ্ছলে কংসাদিদুষ্টভার দূরীভূত করিবার জন্য বসু-দেবগৃহে দেবী দেবকীর উদরে পরাৎপরা কালী বিদ্যা কৃষ্ণরূপে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । হে প্রভো ! দেবী মহেশ্বরী কিজন্য পুরুষরূপে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, উহা আপনি বলুন । শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে বৎস ! সত্যই সেই মহেশ্বরী, শঙ্করের ইচ্ছায় মায়াপুরুষবিগ্রহ ধারণ করিয়া দুষ্টভার-সংহারের জন্য দ্বাপরান্তে দেবকীগর্ভে বসুদেব হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, সেই সুগুপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জগন্নাথ ! আপনি

দেবক্যাং পরমেশান তদেতদ্বিস্তরেণ মে। ৭
সমাশংস জগন্নাথ সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়াপরঃ। ৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বৎস বক্ষ্যাম্যশেষেণ তথাহং মুনিসত্তম।
যথা সমভবচ্ছম্ভোর্যথা সাবতরৎক্ষিতৌ। ৮
কালী শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বাপরান্তে মহীতলে।
শৃণু সাবহিতো ভূত্বা ভক্তিমানসি নারদ। ৯
একদা মন্দিরে রম্যে কৈলাসে তু সুনির্জ্জনে।
পার্ব্বত্যা বিহরন্ শম্ভুঃ স্থিতঃ পরমকৌতুকী।
তত্র শম্ভুর্নিরীক্ষ্যৈব পার্ব্বত্যা রূপমুত্তমম্।
চেতসা চিন্তয়ামাস নারীজন্মাতিশোভনম্। ১১
ততঃ প্রাহ মহাদেবো দেবীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্
প্রীণয়ন্ প্রিয়বাক্যেন বিমৃজন্ পাণিনা মুখম্।

শ্রীশিব উবাচ।

কৃপয়া পরমেশানি সর্ব্বা এব মনোরথাঃ।
পরিপূর্ণীকৃতাঃ কিঞ্চিদবশিষ্টং ন বিদ্যতে। ১৩
অন্যৎ কিমপি শর্ব্বাণি বিদ্যতে বাঞ্ছিতং মম।
তৎ সম্পূর্ণং কুরু শিবে যদি তে মধ্যনুগ্রহঃ। ১৪

দেব্যুবাচ।

কিমেতদ্ বিদ্যতে শম্ভো বাঞ্ছিতং তব প্রভো
করিষ্যে তচ্চ সম্পূর্ণং তবৈব প্রিয়কাম্যয়া। ১৫

শিব উবাচ।

যদি মে ত্বং প্রসন্নাসি তদা পুংস্ত্বমবাপ্নুহি।
কুত্রচিৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে যাস্যেঽহং স্ত্রীস্বরূপতাম্
যথাহং তে প্রিয়ো ভর্ত্তা ত্বং বৈ প্রাণসমাঙ্গনা
তথা ত্বং তব মে ভর্ত্তা ভবিষ্যেঽহং তবাঙ্গনা।
এতদেব মমাভীষ্টং বিদ্যতে প্রার্থ্যমুত্তমম্।
কুরুষ পরিপূর্ণং মে ভক্তাভীষ্টফলপ্রদে। ১৮

দেব্যুবাচ।

মূর্ত্তির্মে ভদ্রকালী যা নবীনজলদপ্রভা।
সৈব শ্রীকৃষ্ণরূপেণ ক্ষিতাবেব ভবিষ্যতি। ১৯
নিজাংশেন মহাদেব ত্বং যাহি স্ত্রীস্বরূপতাম্।

সর্ব্বজ্ঞ; হে পরমেশান! আমার প্রতি দয়াপর হইয়া স্বয়ং কালী দেবীর বাসুদেবগৃহে দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণরূপে জন্মিবার বৃত্তান্ত আমার নিকট বিস্তার বা সংক্ষেপে বলুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম। শম্ভুর কিরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, আর কালী দেবীই বা কিরূপে দ্বাপরান্তে কৃষ্ণরূপে মহীতলে অবতার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, হে বৎস! তাহাই অশেষরূপে বলিতেছি। তুমি ভক্তিমান্, অতএব অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। একদা কৈলাসের অতি নির্জ্জন রম্য মন্দিরে শম্ভু পরম কৌতুকী হইয়া পার্ব্বতীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। অনন্তর শম্ভু পার্ব্বতীর উত্তম রূপসন্দর্শনে চিত্তে চিন্তা করিলেন যে, নারীজন্ম অতি শোভন। তারপর মহাদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবকে প্রিয়বাক্যে প্রীত করিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মার্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। শিব বলিলেন,—হে পরমেশানি! তুমি কৃপা করিয়া আমার সর্ব্ববিষয়ে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছ, অপূর্ণ অভীষ্ট আমার কিছুই নাই। হে শর্ব্বাণি! সম্প্রতি আমার অন্য একটী ইচ্ছা হইতেছে, হে শিবে! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণ কর। ৭—১৫। দেবী বলিলেন,—হে শম্ভো! আপনার কি বাঞ্ছিত বিদ্যমান, তাহা বলুন। হে প্রভো! আপনার প্রিয়কামনায় তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব। শিব বলিলেন,— যদি আমার প্রতি তোমার প্রসন্নতা থাকে, তবে তুমি পৃথিবীপৃষ্ঠে কোথায়ও পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর, আমি তোমার পত্নী হইয়া অবতীর্ণ হইব। আমি যেমন তোমার প্রিয়ভর্ত্তা, তুমি যেরূপ আমার প্রিয়পত্নী; তদ্রূপ তুমি আমার পতি হইবে আমি তোমার পত্নী হইব। ইহাই আমার মনোঽভীষ্ট ও উত্তম প্রার্থ্য। হে ভক্তাভীষ্টপ্রদে! এই অভীষ্ট তুমি পূর্ণ কর। দেবী বলিলেন,—হে মহাদেব! আমার যে নবীনজলদপ্রভা ভদ্রকালী মূর্ত্তি তাহাই কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইবে। আপনি নিজাংশে স্ত্রীস্বরূপতা প্রাপ্ত হউন।

শিব উবাচ।
ভবিষ্যেঽহং ত্বৎপ্রিয়ার্থং নবধা ধরণীতলে।
স্ত্রীরূপেণ জগদ্ধাত্রী প্রাপ্তায়াং কৃষ্ণতাং ত্বয়ি ॥
বৃষভানোঃ সুতা রাধা ভবিষ্যেঽহং স্বয়ং শিবে।
তব প্রাণসমা ভূত্বা বিহরিষ্যে ত্বয়া সহ ॥ ২২
ময়োঽষ্টৌ তথা মর্ত্ত্যে ভবিষ্যন্ত্যষ্ট যোষিতঃ
রুক্মিণীসত্যভামাদ্যা মহিষ্যশ্চারুলোচনাঃ ॥ ২৩
অন্যে চ ভৈরবা যে যে তেঽপি স্ত্রীরূপমেত্য চ
ক্ষিতাববতারষ্যন্তি ভবিষ্যন্তি তবাঙ্গনাঃ ॥ ২৪
দেব্যুবাচ।
তব মূর্ত্তিভিরেতাভির্বিহরিষ্যে যথোচিতম্।
যথা নাপি স্থিতং কৈশ্চিন্ন শ্রুতং বাপি কুত্রচিৎ
অপূর্ব্বং তদুপাখ্যানং লোকানাং পাপনাশনম্
ভবিষ্যতি মহাদেব মহৎ পুণ্যকরং তথা ॥ ২৬
বিজয়া চ জয়া চৈব প্রিয়সখ্যৌ মম প্রভো।
শ্রীদামবসুদামাখ্যৌ পুংরূপৌ সম্ভবিষ্যতঃ ॥ ২৭
বিষ্ণুনা সময়ঃ পূর্ব্বমাসীন্মম মহেশ্বরঃ।
স মে সহোদরভ্রাতা ভবিষ্যতি হলায়ুধঃ ॥ ২৮
মম প্রীতিকরো নিত্যং রামাখ্যঃ সুমহাবলঃ।
দেবকার্য্যং মহৎ কৃত্বা স্থিত্বা বাসুকিরক্ষিতৌ ॥
সংস্থাপ্য মহতীং কীর্ত্তিং পুনরেষ্যামি ভূতলাৎ

শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং প্রতিশ্রুতং দেব্যা শম্ভবে প্রেমভাবতঃ।
তস্মাদভূৎ সা কৃষ্ণঃ শ্যামো নবঘনদ্যুতিঃ ॥ ৩১
এতদ্দেব মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং মূলমীরিতম্।
কৃষ্ণাবতারে শর্ব্বাণ্যা অন্যচ্চাপি নিশাময় ॥৩২
নিহতাঃ সমরে দৈত্যাঃ পূর্ব্বং দেব্যা চ বিষ্ণুনা
দ্বাপরান্তে মহীপালা বভূবুর্মুনিসত্তম ॥ ৩৩
কংসস্তত্রাতিদুর্দ্ধর্ষস্তথা দুর্য্যোধনাদয়ঃ
অনেক দেশদেশীয়াস্তথান্যে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥৩৪
তেষাং ভারাসহা পৃথ্বী গোরূপা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্
প্রযযৌ ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতা ॥
তাং দৃষ্ট্বা ধরণীং ব্রহ্মা গোরূপামতিদুঃখিতাম্।
উবাচ মাতঃ কস্মাত্ত্বং মদন্তিকমুপাগতা ॥ ৩৬

শিব বলিলেন,—হে জগদ্ধাত্রি! তুমি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে আমি তোমার প্রিয়কামনায় নবধাভিন্ন স্ত্রীরূপে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইব। হে শিবে! আমি স্বয়ং তোমার প্রাণসমা বৃষভানুসুতা রাধা হইয়া তোমার সহিত বিহার করিব; এতদ্ভিন্ন সত্যভামা ও চারুলোচনা মহিষী রুক্মিণী আদি আমার আরও আটটী নারীমূর্ত্তি প্রকটিত হইবে; আমার অন্যান্য ভৈরবেরাও শ্রেষ্ঠ নারীরূপ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইবে। দেবী বলিলেন,—হে মহাদেব! তোমার এই সকল মূর্ত্তির সহিত আমি এরূপভাবে যথোচিত বিহার করিব যে, এরূপ কখনও হয় নাই, কেহ কোথাও শুনেও নাই। এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান অখিল লোকের পাপনাশন ও মহা পুণ্যকর হইবে। হে প্রভো! বিজয়া ও জয়া নামে আমার দুইটী প্রিয়সখী শ্রীদাম ও বসুদাম নামে দুইটী পুরুষরূপী সখা হইবে। হে মহেশ্বর! বিষ্ণুর সহিত পূর্ব্বে আমার এরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি আমার সহোদর হলায়ুধ হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন। সেই রাম নামক সুমহাবল হলধর আমার নিত্য প্রীতিকর হইবেন এবং তিনি অতিমহৎ দেবকার্য্য করত সুমহা কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ভূতল হইতে প্রত্যাগমন করিবেন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—প্রেমবশতঃ শম্ভুর সহিত দেবী এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া ক্ষিতিতলে নব মেঘকান্তি শ্যাম কৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মুনি-সত্তম! ইহাই শর্ব্বাণীর কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ। হে মুনিসত্তম! আরও শ্রবণ কর, পূর্ব্বে দেবী ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক সমরে নিহত দৈত্যগণ দ্বাপরান্তে মহীপাল হইয়াছিল। তন্মধ্যে কংস ও দুর্য্যোধনাদি অতিদুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল; ইহাদের ও অন্যান্য জনপদের ক্ষত্রিয় রাজগণের ভার অসহ্য হওয়ায় পৃথিবী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক দেব-গণপরিবৃত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। ১৮-৩৫। ব্রহ্মা সেই দুঃখিতা গোরূপা

ধরণ্যুবাচ।

নিহতা সমরে যে যে পূর্ব্বং দানবপুঙ্গবাঃ।
ত এব সাম্প্রতং ব্রহ্মন্ রাজানো দুষ্টতেজসঃ॥
তান্ বোঢ়ুমসমর্থাহং তবান্তিকমুপাগতা।
তৎ তেষাং নিধনে কমলাসন ॥৩৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো ব্রহ্মা ধরণ্যা মুনিপুঙ্গব।
আশ্বাস্য তাং স্বয়ং প্রায়াৎ কৈলাসং ত্রিদশৈর্বৃতঃ॥
তত্র বীক্ষ্য জগদ্ধাত্রীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ব্রহ্মা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ৪০
মাতস্ত্বয়া হতা যে যে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ।
বিষ্ণুনাপি চ তে সর্ব্বে সাম্প্রতং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ॥
তৈর্ব্যাপ্তা সকলা পৃথ্বী রাজভির্দুষ্টচেতসৈঃ।
ন তান্ বিসহতে পৃথ্বী বধস্তেষাং বিচিন্ত্যতাম্
ত্বং মাতর্বিগ্রহং কৃত্বা ছলেন ধরণীভুজঃ।
নিপাতয়ন্ চেত্তেষাঞ্চ মৃত্যুরেব হি মুচ্যতে॥৪১

দেব্যুবাচ।

নাহং যোৎস্যামি সংগ্রামে স্ত্রীরূপা ক্ষত্রিয়র্ষভৈঃ
যতস্তৈঃ স্ত্রীস্বরূপেণ মাং ভক্ত্যা সমুপাশ্রিতাঃ॥
কিন্তু মে ভদ্রকালী
বসুদেবগৃহে ব্রহ্মন্ পুংরূপঃ সম্ভবিষ্যতি॥৪২
দেবক্যাং দ্বিভুজঃ সৌম্যো বনমালাবিরাজিতঃ
শ্রীবৎসলাঞ্ছনো বীরঃ সুচারুমুখপঙ্কজঃ
আত্মসংগোপনার্থায় বিষ্ণুলক্ষণলক্ষিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ শ্যামঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৪৩
ভবিষ্যামি মহামায়ী দুষ্টক্ষত্রিয়মর্দ্দকঃ।
পাতয়িষ্যামি কংসাদীন্ বিবিধান্ ক্ষত্রিয়র্ষভান্
বিষ্ণুশ্চাপি নিজাংশেন পাণ্ডবো ভীমবিক্রমঃ।
অর্জ্জুনেতি সমাখ্যাতো ভবিষ্যতি মহাবলঃ॥৪৪
তস্য ভ্রাতা স্বয়ং ধর্ম্মো জ্যেষ্ঠো নাম্না যুধিষ্ঠিরঃ।
উৎপন্নশ্চাপরস্তদ্বদ্ ভীমসেনো মহাবলঃ॥ ৪৫

পৃথিবীকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! আপনি কি জন্য আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন? ধরণী উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে সমরে যে সব দানবপুঙ্গব নিহত হইয়াছিল, হে ব্রহ্মন্! তাহারা সম্প্রতি দুষ্টচেতা রাজা হইয়া জন্মিয়াছে। আমি তাহাদিগের ভার সহিতে না পারিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে কমলাসন! ইহাদের নিধনোপায় কল্পিত করুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! ব্রহ্মা ধরণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করতঃ স্বয়ং দেবগণপরিবৃত হইয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া ব্রহ্মা জগদ্ধাত্রীকে অবলোকনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—হে মাতঃ! আপনি যে সকল দৈত্য-দানব নিহত করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক যে সকল রাক্ষস নিহত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহারা দুষ্টচেতা ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী তাহাদের ভার সহিতে অসমর্থা হইয়াছেন, সত্বর তাহাদের বধোপায় চিন্তা করুন।৩৬-৪২। হে মাতঃ! আপনি বিগ্রহধারিণী হইয়া যদি ছলক্রমে সেই ধরাপতিগণকে বধ না করেন, তবে এ সংসারে তাহাদের মৃত্যু দেখি না। দেবী বলিলেন,—আমি স্ত্রীরূপিণী; ক্ষত্রিয়গণও ভক্তিযুক্ত হইয়া স্ত্রীদেবতারূপে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব না। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আমার যে নবমেঘদ্যুতি ভদ্রকালী মূর্ত্তি আছে, বসুদেব-দেবকীগৃহে ঐ মূর্ত্তি পুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইবে। ঐ মূর্ত্তি দ্বিভুজ, সৌম্য, বনমালাবিরাজিত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বীর ও চারুমুখ হইবে; আর আত্মগোপনার্থ ঐ মূর্ত্তি বিষ্ণুলক্ষণান্বিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শ্যাম ও শঙ্খচক্রগদাধর হইবে। আমি মহামায়াবী হইয়া দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে বিমর্দ্দিত ও কংসাদি বিবিধ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবগণকে নিপাতিত করিব। বিষ্ণুও নিজাংশে ভীমবিক্রম মহাবল পাণ্ডব অর্জ্জুন হইয়া জন্ম লইবেন; স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির হইয়া জন্মিবেন; পবন নিজাংশে মহাবল

পবনোঽপি নিজাংশেন মহাভীমপরাক্রমঃ ।
উৎপৎস্যতি তথা মাদ্রীপুত্রৌ ভীমপরাক্রমৌ
অশ্বিনৌ সহজৌ বীরৌ ভ্রাতারাবতিদুর্জ্জয়ৌ ।
তে ধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ
মদংশসম্ভবাং কৃষ্ণাং সংগ্রহীষ্যন্তি গেহিনীম্ ।
তাং বীক্ষ্য চারু সর্ব্বাঙ্গীং রাজা দুর্য্যোধনঃ স্বয়ম্
ছলে দ্যূতে পরাজিত্য ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫৪
মধ্যেরাজসভাং কৃষ্ণামবমংস্যতি দুর্ম্মতিঃ ।
অন্যচ্চাপি স পাপাত্মা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥
স ক্লেশজনকং কর্ম্ম করিষ্যতি সুদারুণম্ ।
অজ্ঞাতবনবাসাদি দুঃখদং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥৫৬
ততোঽহং পাণ্ডুপুত্রাণাং কৃত্বা সাহায্যমুত্তমম্ ।
উদ্যোগং সুমহৎ কৃত্বা ভবিষ্যে সমরোৎসুকঃ
স চাপি দুর্ম্মতিঃ কর্ণশকুন্যোর্মতমাশ্রিতঃ ।
করিষ্যতি সমুদ্যোগং যুদ্ধে দুর্য্যোধনঃ স্বয়ম্ ॥৫৮
অত্র সর্ব্বে মহীপালা নানাদেশনিবাসিনঃ ।
সমায়াস্যন্তি সাহায্যং কর্ত্তুং ভরতসিংহয়োঃ ॥৫৯

বিতত্য মহতীং মায়াং তত্রাহং রণমূর্দ্ধনি ।
পাতয়িষ্যামি তান্ বীরান্ পরস্পরজিঘাংসতঃ
ময়ৈব মোহিতাঃ সর্ব্বে রাজানো দুষ্টচেতসঃ ।
পতিষ্যন্তি রণে ঘোরে বিনিহত্য পরস্পরম্ ॥৬১
শূন্যা রাজর্ষভিঃ পৃথ্বী বালবৃদ্ধাবশেষিতা ।
ভবিষ্যতি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে জাতে সুদারুণে ॥
স্থাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ভ্রাতরো ধর্ম্মতৎপরাঃ
পুণ্যাত্মানো মহাভাগা ময়ি ভক্তিপরায়ণাঃ ॥৬৩
এবমেবং বিধেন্ দুষ্টান্ রাজন্যান্ দুষ্টচেতসঃ
প্রায়শো নিহনিষ্যামি কুরুপাণ্ডুসমাগমে ॥৬৪
অন্যাংস্তত্রাবশিষ্টাংশ্চ ক্ষত্রিয়ান্ দুষ্টচেতসঃ ।
পাতয়িষ্যামি সংগ্রামে ছলেন কমলাসন ॥৬৫
তত্র স্থিত্বা পরাং কীর্ত্তিং সংস্থাপ্যাহং মহীতলে
উৎপাদ্য সন্ততিঞ্চাপি বিনিপাত্যচ্ছলেন চ ॥৬৬
নির্ভারাং বসুধাং কৃত্বা পুনরেষ্যামি চাত্র তু ।
এবং লোকহিতার্থায় করিষ্যামি জগৎপতে ॥৬৭
স্বকং গত্বা জগন্নাথং প্রার্থয়স্ব সুরোত্তমম্ ।

মহাভীমপরাক্রম ভীমসেন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। অশ্বিনীকুমারযুগল ভীমপরাক্রম দুর্জ্জয় বীর ভ্রাতৃবৎসল মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেব হইয়া জন্মিবেন। ঐ সকল পাণ্ডব ধর্ম্মনিরত ও সত্যবিক্রম হইবেন, তাঁহারা মদংশসম্ভূত কৃষ্ণাকে গৃহিণীরূপে গ্রহণ করিবেন। দুর্ম্মতি রাজা দুর্য্যোধন সেই চারু-সর্ব্বাঙ্গী কৃষ্ণাকে দর্শন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশক্রীড়ায় পরাজিত করত রাজসভামধ্যে সেই কৃষ্ণার অবমাননা করিবে। এতদ্ভিন্ন সেই পাপাত্মা, মহাত্মা পাণ্ডবগণের সর্ব্বদেহি-দুঃখপ্রদ ও অজ্ঞাত বনবাসাদি মহাক্লেশকর অতি দারুণকার্য্য করিবে। অতঃপর আমি পাণ্ডবগণকে উত্তম সাহায্য করিয়া যুদ্ধোদ্যোগপূর্ব্বক সমরে উৎসাহিত করিব। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির মতে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিবে; যুদ্ধে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধনের সাহায্য করিবার জন্য নানাদেশবাসী মহীপালগণ আগমন করিবেন; সে সময়ে আমি মহামায়া বিস্তার করিয়া পরস্পর প্রহারী বীরগণকে পাতিত করিব। দুষ্টচেতা রাজগণ আমার মায়ায় মোহিত হইয়া পরস্পর প্রহার করত পতিত হইবে।৬০-৬১। সেই সুদারুণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীনা হইবে, কেবল বালক ও বৃদ্ধ জীবিত থাকিবে। মহাভাগ পুণ্যাত্মা পঞ্চপাণ্ডব আমাতে ভক্তিপরায়ণ ও ধর্ম্মতৎপর, তাহারা পঞ্চভ্রাতা জীবিত থাকিবে। এইরূপে কুরুপাণ্ডব সমরে আমা কর্ত্তৃক দুষ্টচেতা ক্ষত্রিয়গণ প্রায় নিহত হইবে; আর যে সকল দুষ্টচেতা ক্ষত্রিয় অন্যত্র অবশিষ্ট থাকিবে, হে কমলাসন! তাহাদিগকেও ছলক্রমে নিহত করিব। ধরাতলে অবস্থানপূর্ব্বক সন্ততি উৎপাদন ও ছলক্রমে তাহাদিগকে নিহত করিয়া মহাকীর্ত্তি সংস্থাপিত করিব এবং ধরাকে নির্ভারা করিয়া পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিব। হে জগৎপতে! লোকহিত নিমিত্ত আমি এই সকল কার্য্য করিব,

স যথা মানুষং দেহমাশ্রিত্য ধরণীতলে। ৮
অবতীর্ণো ভবেচ্ছীঘ্রং পাণ্ডোঃ পত্ন্যাং মহাবল
তথা বিধেহি যত্নেন মা চিরং কমলাসন। ৭১
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যেবং স তয়া প্রোক্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
প্রণিপত্য মহাদেবীং বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ দ্রুতম্।
তত্র সম্প্রার্থয়ামাস বিষ্ণুং কমলসম্ভবঃ।
পৃথিব্যাং জন্মনে পাণ্ডোঃ কুলে মানুষরূপতঃ
তচ্ছ্রুত্বা ভগবানাহ দেহং মানুষমাশ্রিতঃ।
সম্ভবিষ্যামি ভূপৃষ্ঠে কুন্ত্যাং দেবাৎ পুরন্দরাৎ
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টাত্মা নিজালয়ম্।
প্রযযৌ মুনিশার্দ্দূল প্রণিপত্য জগৎপতিম্। ৭৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৪৯।

আপনিও গিয়া মহাবল সুরসত্তম জগন্নাথকে প্রার্থনা করুন যে, তিনিও যেন মানুষদেহ আশ্রয় করিয়া ধরণীতলে পাণ্ডুপত্নীতে সত্বর অবতীর্ণ হন। হে কমলাসন! আপনি অবিলম্বে এইরূপ বিধান করুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—কমলযোনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন এবং বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি পৃথিবীতে পাণ্ডুকুলে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করুন। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—আমি মানুষশরীরে ভূতলে ইন্দ্র হইতে কুন্তীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিব, হে মুনিশার্দ্দূল! ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং জগৎপতিকে প্রণাম করিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। ৭২—৭৩।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
বিধিনা প্রার্থিতো বৎস বসুদেব গৃহে স্বয়ম্।
নিজাংশেনাভবৎ কৃষ্ণো দেবকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে।
বিষ্ণুশ্চাপি দ্বিধা ভূত্বা জন্ম লেভে মহীতলে।
বসুদেবগৃহে রামো মহাবলপরাক্রমঃ। ৩
তথাপরঃ পাণ্ডুসুতো ধৃষিশ্রেষ্ঠো ধনঞ্জয়ঃ।
ইদানীং জন্মবিস্তারং শৃণু চৈষাং মহামতে। ৪
তত্রাদৌ শৃণু তে বক্ষ্যে জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ।
অদিতির্দেবমাতা চ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ। ৫
দেবীং সম্প্রার্থয়ামাস সদ্ভক্ত্যা সুচিরং পুরা।
নিরাহারৌ জলে স্থিত্বা শীতে গ্রীষ্মেঽগ্নিমধ্যতঃ
দিব্যং বর্ষসহস্রং তৌ যতাত্মানৌ তপঃকৃতৌ।
তয়োঃ প্রসন্না সমভূৎ প্রত্যক্ষং জগদীশ্বরী। ৭
উবাচ বৃবয়োঃ কিংবা বাঞ্ছিতং বৃণুতঞ্চ তৎ।
ততস্তাবূচতুর্দেবীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ। ৮

পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া কৃষ্ণ দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য নিজাংশে বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুও দ্বিধা হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন,—প্রথম বসুদেবগৃহে মহাবল রাম ও দ্বিতীয় ধৃষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় হে মহামতে! সম্প্রতি তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ কর; তন্মধ্যে প্রথমে শ্রীরাম-কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবমাতা অদিতি ও প্রজাপতি কশ্যপ উত্তম ভক্তিদ্বারা দীর্ঘকাল দেবীর নিকট পুত্রার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেইখ তাঁহারা দম্পতি নিরাহারে শীতকালে জলে বাস করিয়া গ্রীষ্মে অনলমধ্যবর্ত্তী হইয়া দিব্য সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। জগদীশ্বরী তাঁহাদের স্তবে প্রসন্না হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদের অভীষ্ট কি? আমার নিকট সেই বর গ্রহণ কর। অনন্তর তাঁহারা দেবীকে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক

মাতস্ত্বমাবয়োর্গেহে জন্ম প্রাপ্নুহি লীলয়া।
যথা দক্ষগৃহে জন্মাভবত্তব সুরোত্তমে ॥ ৯
প্রসূত্যামাবয়োর্গেহে তথা জন্মাপ্নুহি বৈ।
গিরীন্দ্রস্য গৃহে চাপি মেনায়াং সমভূদ্যথা ॥ ১০
তথাবয়োর্গৃহে জন্ম ভবাম্বিত্যেব বাঞ্ছিতম্ ।
ততস্তৌ সমুবাচাথ দেবী কমললোচনা ॥ ১১
লপ্স্যামি যুবয়োর্গেহে জন্ম দ্বাপরশেষতঃ।
শত্রোরপি তু সিদ্ধ্যর্থং স্ত্রীরূপস্য নিজেচ্ছয়া ॥ ১২
পুংরূপঃ সম্ভবিষ্যামি নবীনজলদদ্যুতিঃ।
তদেয়ং মুণ্ডমালাপি বনমালা ভবিষ্যতি ॥ ১৩
সৌম্যরূপং বপুর্ঘোরং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজান্বিতম্ ।
ভবিষ্যতি সুসম্পূর্ণং বিষ্ণুলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তয়োরন্তর্হিতাভবৎ।
তৌ জগ্মতুর্নিজং স্থানং প্রহৃষ্টৌ মুনিসত্তম ॥
স কশ্যপো যদুকুলে জন্ম প্রাপ্য প্রজাপতিঃ।
বসুদেবেতি বিখ্যাতঃ সমভূদ্ধরণীতলে ॥ ১৬
অদিতিস্তু দ্বিধা জাতা দেবকী রোহিণী তথা।
পৃথিব্যাং মুনিশার্দূল মানুষং দেহমাশ্রিতা ॥ ১৭
উগ্রসেনসুতা তত্র দেবকী রুচিরাননা।
ভগিনী দুষ্টচিত্তস্য রাজ্ঞঃ কংসস্য নারদ ॥ ১৮
তাং তথা রোহিণীঞ্চাপি বসুদেবো বিধানতঃ।
উপযেমে মুনিশ্রেষ্ঠ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ১৯
তত্রোদ্বাহে তু দেবক্যা রাজা কংসো মহোৎসুকঃ।
অতীব মঙ্গলং চক্রে ভগিনীস্নেহহেতুনা ॥ ২০
তথা প্রয়াণসময়ে দেবকীবসুদেবয়োঃ।
আরুহ্য রথমভ্যাযাত্তাভ্যাং কংসোঽতিহৃষ্টধীঃ
এতস্মিন্নন্তরে বাণী নভসঃ সমভূন্মুনে।
অশরীরসমুৎপন্না সহসা মুনিসত্তম ॥ ২২
এতস্যা অষ্টমে গর্ভে সম্ভবিষ্যতি যঃ পুমান্।
স হন্তা ভবিতা নূনং তব রাজন্ সুদুর্মতে ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা সহসা সোঽপি খড়্গমুদ্যম্য বেগিতঃ।

বলিলেন,—মাতঃ! তুমি লীলাবশে আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ কর। হে সুরোত্তমে! তোমার দক্ষগৃহে যেরূপ জন্মগ্রহণ হইয়াছিল, আমাদের গৃহেও তদ্রূপ প্রসূত হও। তুমি গিরীন্দ্রগৃহে মেনার উদরে যেরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমাদের গৃহেও জন্মগ্রহণ কর। ইহাই তোমার নিকট আমাদের অভীষ্ট। অনন্তর কমললোচনা দেবী তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি নারীরূপ ধারণকারী শত্রুর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিজের ইচ্ছায় দ্বাপরের শেষভাগে তোমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিব। আমি নবনীরদদ্যুতি পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইব, তখন আমার এই মুণ্ডমালা বনমালায় পরিণত হইবে। আমার রূপ সৌম্য ও দেহ ঘোর হইবে; আমি দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজান্বিত হইয়া সম্পূর্ণ বিষ্ণুলক্ষণান্বিত হইব। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! মহাদেবী তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহারাও মুদিত হইয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই প্রজাপতি কশ্যপ যদুকুলের বিখ্যাত বসুদেব হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন; আর অদিতি দ্বিধা হইয়া দেবকী ও রোহিণীরূপ জন্ম লইলেন। হে মুনিশার্দূল! অদিতি এইরূপে মহীতলে মানুষ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতন্মধ্যে আবার রুচিরাননা দেবকী উগ্রসেনের কন্যা ও দুষ্টচিত্ত কংসের ভগিনী হইয়াছিলেন। হে নারদ! বসুদেব সেই শরচ্চন্দ্রনিভাননা রোহিণীকে যথাবিধানে বিবাহ করেন। হে মুনিসত্তম! ভগিনীস্নেহহেতু রাজা কংস দেবকীর সেই বিবাহে মহোৎসুক হইয়া অতীব মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। অনন্তর হৃষ্টমনা কংস দেবকী-বসুদেবের প্রয়াণকালে রথারোহণে তাঁহাদের সহিত গমন করিল, হে মুনে! ইত্যবসরে সহসা এক আকাশবাণী সমুৎপন্ন হইল। হে মুনিসত্তম! সেই অশরীরী বাণী বলিল, "হে দুর্মতে রাজন্! ইহার অষ্টম গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হইবে, সে নিশ্চয় তোমার হন্তা হইবে।" ১—২০। দুর্মতি কংস সহসা সেই আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গ উদ্যত করত দেবকীকে ছেদন করিবার

দেবকীং হন্তুকামস্তাং প্রত্যধাবত দুর্মতিঃ॥
ততস্তং প্রণিপত্যাসৌ বসুদেবো মহামতিঃ।
দাস্যামি সন্ততীঃ সর্ব্বা এতস্যা গর্ভসম্ভবাঃ॥২৫
মৃত্যং যথেষ্টকরণে স্বীকৃত্যৈবং শ্রবারয়ৎ।
ততঃ সোঽপি নিযুজ্যৈব রক্ষকান্ মুনিসত্তম॥
নিবৃত্তঃ সমভূৎ তস্যা নিধনাদপি ভূপতিঃ।
রক্ষকানাহ দুষ্টাত্মা যদেয়ং বিপ্রসূয়তে॥২৭
তদাস্তত্ৎ মমাভ্যেত্য কথয়ধ্বঞ্চ রক্ষকাঃ।
সম্ভাতে হ্যষ্টমে গর্ভে কথয়িষ্যথ মাং দ্রুতম্॥
তদেনাং ঘাতয়িষ্যামি সুগর্ভাং ভগিনীং মম।
ইত্যাজ্ঞাপ্য স দুষ্টাত্মা দেবক্যা পরিরক্ষকান্
মন্ত্রিভিঃ সহিতো রাজা নির্ব্বিঘ্নো গৃহমাবিশৎ।
ইতি তস্যাজ্ঞয়া তস্যা গর্ভে জাতে তু রক্ষকাঃ
রাজানং কথয়ামাসুস্তথোৎপন্নান্ সুতানপি।
শ্রুত্বা শ্রুত্বা স পাপাত্মা জাতমাত্রাংস্তু বালকান
জঘানসম্প্রহার্য্যৈব শিলায়াং মুনিসত্তম।

এবং নিহত্য দেবক্যাঃ ষষ্ঠগর্ভান্তসম্ভবান্॥৩২
সম্ভাব্যমানে গর্ভে তু সপ্তমে সোঽতিমূঢ়ধীঃ।
অতি সাবহিতাংশ্চক্রে দেবক্যাঃ পরিরক্ষকান্
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা কৈলাসং সমুপাগমৎ।
সমস্তৈস্ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং মন্ত্রপার্থং জগৎপতিঃ॥৩৪
স প্রণম্য ততো দেবীং দেবঞ্চাপি সদাশিবম্।
দেব্যগ্রে প্রাঞ্জলিঃ স্থিত্বা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মাতস্ত্বয়োক্তং দেবক্যাং জন্ম প্রাপ্য মহীতলে
পুংরূপঃ পৃথিবীভারান্ শময়িষ্যসি নিশ্চিতম্॥
তস্যাস্তু সন্ততীঃ সর্ব্বা জাতমাত্রাঃ শিলোপরি।
প্রহার্য্য নাশয়ত্যেব রাজা কংসোঽতিদুষ্টধীঃ॥
পূর্ব্বং বিবাহে দেবক্যাঃ কংসায় সমভূচ্চ যঃ।
আকাশাদ্দৈবমত্যুচ্চৈর্ব্বচনং তস্য দুর্ম্মতেঃ॥৩৮
দেবক্যা অষ্টমে গর্ভে সম্ভবিষ্যতি যঃ পুমান্।
স তে বিনাশকারীতি নিশ্চিতং বিদ্ধি দুর্ম্মতে
তচ্ছ্রুত্বা স তদৈবাতিরুষ্টস্তাং দেবকীং শিবে।

জন্য বেগে প্রধাবিত হইল। অনন্তর মহামতি বসুদেব, কংসকে বিনীতভাবে কহিলেন,—"দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্ততিই তোমাকে অর্পণ করিব। তুমি যাহা ইচ্ছা, করিও" বসুদেব এইরূপ প্রতিশ্রুতি দানে তাহাকে বারণ করিলেন। হে মুনিসত্তম! অনন্তর রাজা কংস রক্ষক নিযুক্ত করিয়া সেই বধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইল। দুষ্টাত্মা কংস রক্ষকগণকে কহিল,—হে রক্ষকগণ! দেবকীর যে সন্তান হইবে, আমার নিকট আনিয়া তাহা নিবেদন করিবে। বিশেষতঃ অষ্টম গর্ভের সম্ভাবনা হইলে দ্রুত আমার নিকট আসিয়া বলিবে; তখন আমি এই সগর্ভা ভগিনীকে নিহত করিব। দুষ্টাত্মা কংস দেবকীর রক্ষকগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্ন-হৃদয়ে মন্ত্রিগণসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। রক্ষকগণ রাজার আদেশানুসারে দেবকীর গর্ভজাত সন্তানগণের সংবাদ রাজাকে প্রদান করিতে লাগিল। হে মুনিসত্তম! পাপাত্মা কংসও শুনিয়া শুনিয়া সেই সদ্যোজাত শিশুগণকে শিলার উপরে প্রহারপূর্ব্বক বধ করিতে লাগিল। মূঢ়ধী কংস এইরূপে দেবকীর ষষ্ঠগর্ভজাত সন্তান পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল। তারপর সপ্তম গর্ভের সম্ভাবনা হইলে রক্ষকগণকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিল। ২৪—৩৩। ইত্যবসরে জগৎপতি ব্রহ্মা মন্ত্রপার্থ দেবগণসহ কৈলাসে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবী ও দেব শিবকে প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দেবীর অগ্রে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মাতঃ! আপনি বলিয়াছিলেন, মহীতলে দেবকীর গর্ভে পুরুষরূপে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীর ভার অপহরণ করিবেন; কিন্তু কুবুদ্ধি কংস তাঁহার সন্তান জাতমাত্রই শিলার উপর প্রহার করিয়া নিহত করিতেছে। পূর্ব্বে দেবকীর বিবাহপর্ব্বে উচ্চ আকাশবাণী দুর্ম্মতি কংসকে সম্বোধন করিয়া এই ভীতিপ্রদবাক্য বলিয়াছিল যে,—দেবকীর অষ্টমগর্ভে যে পুরুষ উৎপন্ন হইবে, নিশ্চিত জানিবে,—সে তোমার বিনাশকারী। হে শিবে! তচ্ছ্রবণে কংস দেবকীর

সংছেত্তুমুদ্যমশ্চক্রে বসুদেবস্তু তং তদা ॥ ৪০
সম্প্রার্থ্য ধারয়ামাস স্বীকৃত্যাপত্যঘাতনম্।
ততঃ স নিশ্চয়ং চক্রে গর্ভে জাতেঽষ্টমে ধ্রুবম্
দেবকীং ঘাতয়িষ্যামি ইত্যেবং সোঽতিদুর্ম্মতিঃ
তেন সঞ্জাতমাত্রাংস্তু দেবক্যা গর্ভসম্ভবান্। ৪২
ষট্ সুতান্ স জঘানোগ্র প্রতাপোঽতিসুদুর্জ্জয়ঃ।
ইদানীং সপ্তমে গর্ভে ন চেজ্জন্ম ত্বমাপ্নুহি ॥৪৩
তৎকথং ভবিতা জন্ম দেবক্যাং পরমেশ্বরি ॥৪৪
দেব্যুবাচ।
ন দৈববচনং ব্রহ্মন্ বিফলং সম্ভবিষ্যতি।
অবশ্যং ভাবি চৈব জন্ম তস্যা গর্ভেঽষ্টমে মম;
উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি তথা ত্বমপি চেষ্টয় ॥ ৪৫
মা চিরং কুরু গচ্ছ ত্বং বৈকুণ্ঠং কমলাসন।
অংশেন বিষ্ণুর্ভূপৃষ্ঠে সম্ভবিষ্যতি নিশ্চিতম্ ॥৪৬
বসুদেবগৃহে রামো ভ্রাতা জ্যেষ্ঠতমো মম।
ইত্যেবং সময়শ্চাসীৎ পূর্ব্বমেতেন বিষ্ণুনা ॥ ৪৭
তস্মাৎ কথয় তং শীঘ্রং স যাতু ধরণীতলে।
স্বাংশেন দেবকীগর্ভে বসুদেবাজ্জগৎপতিঃ ॥৪৮
অহঞ্চ ধরণীপৃষ্ঠে দ্বিধা ভূত্বা নিজাংশতঃ।
প্রয়ামি রোহিণীগর্ভে যশোদাগর্ভমপ্যুত ॥ ৪৯
সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে মাসি রোহিণীগর্ভমধ্যতঃ।
যাস্যামি দেবকীগর্ভং বিষ্ণুস্তদ্গর্ভতোঽপি চ
সমায়াস্যতি রোহিণ্যা গর্ভং কমলসম্ভব।
তদৈবমেঽষ্টমেগর্ভে জন্ম সম্পৎস্যতেঽপি চ ॥
ন জ্ঞাস্যতি সুদুর্বুদ্ধির্গর্ভঞ্চাপি তমষ্টমম্। -
এবং সম্প্রাপ্য দেবক্যাং জন্ম শ্রীকৃষ্ণরূপধৃক্ ॥
কালে সম্পাতয়িষ্যামি তং দুষ্টং সহ সৈনিকৈঃ
যাবৎ প্রবলকর্ম্মাণি ক্ষীণতাং যান্তি নিশ্চিতম্ ॥
তাবদ্যথা বিধেয়ন্তে তচ্চ মে ত্বং নিশাময়।
জাতায়াং ময়ি দেবক্যাং যশোদায়াং তথৈকদা ॥
পুংরূপিণাং তথা যোষিদ্রূপিণ্যাঞ্চ স্বলীলয়া।
দেবকীগর্ভসম্ভূতাং মাং মায়াপুরুষাত্মিকাম্ ॥৫৫

সাতিশয় রুষ্ট হইয়া তখনই তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বসুদেব তাহাকে পুত্রপ্রদান করিবেন, এইরূপ স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করিলে সে নিরত হয়। তার পর দুর্ম্মতি কংস নিশ্চয় করিয়াছে যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সম্ভাবনা হইলে তাহাকে বিনষ্ট করিবে। উগ্রপ্রতাপ দুর্জ্জয় কংস এযাবৎ দেবকীর ছয়টী সদ্যোজাত পুত্র বিনষ্ট করিয়াছে। হে পরমেশ্বরি! সম্প্রতি দেবকীর সপ্তম গর্ভের কাল উপস্থিত, এখন যদি তুমি এগর্ভে জন্মগ্রহণ না কর, তবে কেমন করিয়া দেবকীর গর্ভে তোমার জন্মলাভ সম্ভাবিত হইবে। দেবী বলিলেন,— হে ব্রহ্মন্! দৈববচন কদাচ বিফল হয় না, অবশ্যই আমার দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্মলাভ হইবে। হে কমলাসন! তোমার নিকট ইহার উপায় বলিতেছি, তুমিও এ বিষয়ে সচেষ্ট হও; তুমি অবিলম্বে বৈকুণ্ঠে গমন কর; বিষ্ণু স্বীয় অংশে বসুদেবগৃহে নিশ্চিতই আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বে বিষ্ণুর সহিত আমার এইরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল। অতএব তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে বল, সেই জগৎপতি যেন স্বীয় অংশে ধরণীতলে বসুদেবগৃহে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আমিও ধরণীতলে দ্বিধা হইয়া রোহিণী ও যশোদাগর্ভে নিজাংশে জন্মগ্রহণ করিব। তারপর গর্ভের পঞ্চম মাসে রোহিণীগর্ভ হইতে দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিব। বিষ্ণু দেবকীগর্ভ হইতে রোহিণী-গর্ভে আগমন করিবেন। এইরূপেই তখন আমার দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্ম সম্ভাবিত হইবে; সুদুর্বুদ্ধি কংস দেবকীর সেই অষ্টমগর্ভ জানিতে পারিবে না। আমি এইরূপে দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাকালে সৈনিকগণসহ দুষ্ট কংসকে নিপাতিত করিব। যে পর্য্যন্ত কংসের প্রবল কর্ম্ম সকল ক্ষীণ না হয়, তাবৎ তোমার যাহা করিতে হইবে, আমার নিকট শ্রবণ কর। দেবকীতে পুংরূপে ও যশোদায় যোষিদ্রূপে যুগপৎ আমার জন্ম হইলে হে প্রজাপতে! দেবকীগর্ভজাত মায়াপুরুষাত্মিকা আমাকে

সংস্থাপ্য গোকুলে ক্রোড়ে যশোদায়াঃ
প্রজাপতে।
তদ্গর্ভসম্ভবাং যোষিদ্রূপাং মামেব কালিকাম্।
আনীয় বসুদেবেন বাচ্যং তস্মৈ দুরাত্মনে।
সম্ভূতা মম কন্যেতি রক্ষৈনাং পৃথিবীপতে ॥৫৭
ততঃ স নিধনে যত্নং করিষ্যতি যদাসুরঃ।
তদৈব সা স্বয়ং স্বর্গং মূর্ত্তির্মে প্রতিযাস্যতি ॥৫৮
উক্ত্বা নিধনকর্ত্তারং পশ্যতস্তস্য দুর্ম্মতেঃ।
ততঃ সম্পাতয়িষ্যামি সমুপাগত্য গোকুলাৎ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে তং দুষ্টং কমলাসন ॥ ৬০

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দেব্যৈবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠমন্বগাৎ।
ন্যবেদয়চ্চ তৎসর্ব্বং দেব্যা সম্ভাষিতঞ্চ যৎ ॥৬১
বিষ্ণুস্তদবকর্ণ্যাথ নিজাংশেন মহামতে।
প্রযযৌ দেবকীগর্ভং রোহিণ্যাং জন্মলব্ধয়ে
ভগবত্যপি রোহিণ্যাং যশোদায়ামুপাগমৎ।
দ্বিধা ভূত্বা জগদ্ধাত্রী ভূভারস্ক নিবৃত্তয়ে ॥৬৩
পঞ্চমে মাসি রোহিণ্যা গর্ভতঃ সা সমাবিশৎ।
জন্মনে দেবকীগর্ভং রোহিণ্যাং বিষ্ণুরন্বগাৎ
তদৈব বসুদেবোঽপি ভয়াৎ কংসস্য দুর্ম্মতেঃ
রোহিণীং স্থাপয়ামাস গোকুলে নন্দবেশ্মনি ॥৬৫
তত্র সঞ্জাতবান্ রামো দিব্যলক্ষণলক্ষিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো গৌরো রোহিণ্যাস্তনয়ো মুনে
ততঃ সমভবদ্দেবী দেবক্যাঃ পরমঃ পুমান্।
অষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে তু রোহিণ্যামসিতে বৃষে ॥৬৭
গর্জ্জৎসু মেঘবৃন্দেষু পরিতস্তমসা বৃতে।
নিদ্রিতেষু চ সর্ব্বেষু রক্ষিতেষিতরেষু চ ॥ ৬৮
নবীনজলদশ্যামো বনমালাবিরাজিতঃ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনশ্চারু নয়নদ্বিতয়োজ্জ্বলঃ ॥ ৬৯
দ্বিভুজো দিব্যসর্ব্বাঙ্গো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
তং দৃষ্ট্বা বালকং জাতং দেবকী রুদতী ভৃশম্ ॥
সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ং পূর্ণং জ্ঞাত্বেদং বাক্যমব্রবীৎ।

বসুদেব গোকুলে যশোদাক্রোড়ে রক্ষিত করিয়া তদীয় গর্ভসম্ভূত আমার নারীমূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক দুরাত্মা কংসকে কহিবেন যে, আমার কন্যা জন্মিয়াছে, হে পৃথিবীপতে! ইহাকে রক্ষা কর। অনন্তর দুর্সুর কংস যখন ঐ কন্যাকে নিহত করিবার জন্য যত্ন করিবে, তখন আমার ঐ কন্যামূর্ত্তি স্বর্গে গমন করিবে। যাইবার সময় ঐ কন্যা তাহার নিধনকর্ত্তাকে নির্দ্দেশ করিয়া যাইবে। দুর্ম্মতি কংস তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। হে কমলাসন! তাহার কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে অনন্তর আমি গোকুল হইতে আসিয়া তাহাকে পাতিত করিব। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবী এইরূপ বলিলে ভগবান্ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেবী যেরূপ বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। হে মহামতে! বিষ্ণুও ইহা শ্রবণ করিয়া নিজাংশে রোহিণীগর্ভে জন্মলাভ করিবার জন্য দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। ভগবতী জগদ্ধাত্রীও ভূভার হরণ জন্য দ্বিধা হইয়া রোহিণী ও যশোদাগর্ভে আবিষ্ট হইলেন। রোহিণী-গর্ভের পঞ্চমমাসে তিনি সে গর্ভ হইতে দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণু রোহিণীগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বসুদেব দুর্ম্মতি কংসের ভয়ে রোহিণীকে গোকুলে নন্দমন্দিরে রক্ষা করিলেন, সেখানে দিব্য লক্ষণলক্ষিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গৌরবর্ণ বলরাম রোহিণীর তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তারপর দেবী পরমপুরুষরূপে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রে বৃষলগ্নে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন মেঘবৃন্দ গর্জ্জন করিতেছিল, সর্ব্বদিক্ অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল, রক্ষিগণ ও অপর সকলেই নিদ্রিত ছিল; ঐ বালক নবীন-জলদ শ্যাম বনমালাবিরাজিত শ্রীবৎসলক্ষণ, মনোজ্ঞ উজ্জ্বল লোচনযুক্ত দ্বিভুজ নিজ দিব্য তেজে দীপ্তসর্ব্বাঙ্গ। দেবকী জাতবালককে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত রোদন করিলেন। ৫৭—৭০। তিনি সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় পুরুষ সন্দর্শন করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন;—হে সুলোচন!

কথং জাতোঽসি মে গর্ভে দুর্ভাগায়াঃ
সুলোচন। ৭১
জানাসি কিন্ন রাজানং ভ্রাতরং মম বৈরিণম্।
কংসং নিধনকর্ত্তারং সুতানাং জাতমাত্রতঃ। ৭২
অদ্যৈব স সমাকর্ণ্য ত্বাং জাতং মম বালকম্।
নিহনিষ্যতি দুষ্টাত্মা কৃত্বা মাং শোকবিহ্বলাম্
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দেবক্যাঃ স তু বালকঃ।
উবাচ তাং সুদুঃখার্ত্তাং প্রীণয়ন বচনামৃতৈঃ।
বালক উবাচ।
মাতস্ত্বং কুরু মা ভীতিং ন মে হন্তাত্র বিদ্যতে
লোকত্রয়েঽসুরো বাপি দেবো বা মানুষোঽথ বা
অহমাদ্যা পরা বিদ্যা জগৎসংহারকারিণী।
দেবকার্য্যস্য সিদ্ধ্যর্থং ত্বত্তো জাতাস্মি সাম্প্রতম্
শম্ভোরনুমতে মায়াপুরুষাকৃতিরুত্তমা।
যুবয়োস্তপসা তুষ্টা জন্মান্তরকৃতেন বৈ। ৭৭
দেবক্যুবাচ।
বৎস তে বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতাস্মি সুলোচন।
সন্দর্শয় স্বরূপং তে দেব্যাত্মকমনুত্তমম্। ৭৮
শ্রীমহাদেব উবাচ।
দেবক্যৈবং নিগদিতঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
সহসা সমভূৎ কৃষ্ণা ভীমাস্যা শববাহনা। ৭৯
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না জিহ্বাললনভীষণা।
গলদায়তকেশৌঘ-ছন্নপৃষ্ঠা কিরীটিনী। ৮০
তদাভবন্মুনে সাপি বনমালা মনোরমা।
মুণ্ডালীরচিতা মালা লম্ব মানাতিশোভনা। ৮১
তথা দৃষ্ট্বা তু তং বালং কালীরূপং ভয়ানকম্।
দেবকী ব্যানয়ত্তত্র বসুদেবং ত্বরান্বিতা। ৮২
আগত্য স নিরীক্ষ্যৈবং স্বাত্মজাতঞ্চ বালকম্
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ। ৮৩
বসুদেব উবাচ।
বহুজন্মকৃতানেকতপসা মম ভাগ্যতঃ।
জাতাসি যদি মদ্গেহে মায়াবালকরূপধৃক্। ৮৫
তদনুগ্রহতো যত্তদেতৎ পরমদুর্লভম্।
প্রদর্শ্য কালিকারূপং মজ্জন্ম সফলং কৃতম্। ৮৫

কে তুমি দুর্ভগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে! তুমি কি আমার বৈরী ভ্রাতা—মদীয় সদ্যোজাত সুতগণের নিধনকর্ত্তা কংসরাজকে জান না? সেই দুষ্টাত্মা অদ্যই তুমি জন্মিয়াছ শুনিয়া আমাকে শোকবিহ্বল করিয়া তোমায় নিহত করিবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—বালক দেবকীর এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখার্ত্তা দেবকীকে বাক্যামৃতে পরিতৃপ্ত করত বলিতে লাগিলেন। বালক বলিলেন,—মাতঃ! ভীত হইবেন না, এ ত্রিলোকে, দেব, অসুর বা মানুষ কেহ আমার নিহন্তা নাই। আমি জগৎসংহারকারিণী আদ্যা, পরা-বিদ্যা; শম্ভুর ইচ্ছায় দৈবকার্য্য সিদ্ধির জন্য আমি মায়াপুরুষাকৃতি হইয়া তোমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোমরা জন্মান্তরে আমায় তপস্যায় তুষ্ট করিয়াছিলে, তাই আমার এই জন্মগ্রহণ। দেবকী কহিলেন,—হে সুলোচন! তোমার বচন শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিতা হইয়াছি, হে বৎস! তোমার দেব্যাত্মক স্বরূপ প্রদর্শন করাও ৮০ শ্রীমহাদেব বলিলেন,—কমললোচন কৃষ্ণ দেবকী কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সহসা কৃষ্ণা ভীমবদনা শববাহনা চতুর্ভুজা ত্রিনয়না জিহ্বা-ললন ভীষণা, পৃষ্ঠবিলম্বিমুক্ত কুন্তলা ও কিরীটিনী হইলেন। হে মুনিসত্তম! তখন তাঁহার মনোরম বনমালা লম্বমানা শোভনা মুণ্ডমালায় পরিণত হইল। দেবকী এই ভয়ানক কালীরূপ বালক অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে বসুদেবকে নিবেদন করিলেন! বসুদেব আগমন, করিয়া ও এবংবিধ বালক জন্মিয়াছে শুনিয়া পরম বিস্ময় সহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। বসুদেব বলিলেন,—আমার বহুজন্মকৃত অনেক তপস্যার ফলে—আমার ভাগ্যে তুমি যদি মদীয় গৃহে মায়াবালকরূপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তবে আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পরম দুর্লভ কালীরূপ প্রদর্শন করিয়া

তথাভবদপি তে চারু রূপং দশভুজান্বিতম্।
উদ্যৎকোটিশশাঙ্কাভং সৌম্যং মে প্রীতি দর্শয়॥
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তদ্রূপং পরিহৃত্য চ।
বভুব সহসা দেবী সৌম্যা দশভুজা ততঃ॥ ৮৭
তথা বিলোক্য রূপং স বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ॥
বসুদেব উবাচ।
ত্বং মাতা জগতামনাদি পরমা
বিদ্যাতি সূক্ষ্মাত্মিকা,
ত্বং তত্তজ্জনকোহপ্যনাদিপুরুষঃ
পূর্ণঃ স্বয়ংচিন্ময়ঃ।
ত্বং বিশ্বাসি তথৈব বিশ্ববনিতা
বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বগা,
ত্বত্তোহন্যন্নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে
বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ৮৯
ত্বং সৃষ্টৌ চতুরাননঃ স্থিতিবিধৌ
বিষ্ণুঃ পরাত্মা প্রভুঃ,
সংহৃত্যামতিভীমরূপচরিতো
রুদ্রঃ পিনাকাস্ত্রধৃক্।
তেষাং সৃষ্টিবিনাশপালনবিধৌ
ত্বং কালিকৈকা পরা,
নিত্যা ব্রহ্মময়ী প্রসীদ পরমে
কৃষ্ণে জগদ্বন্দিতে॥ ৯০
ত্বং সূক্ষ্মা প্রকৃতির্নিরাকৃতিরতি
স্থূলা জগদ্ব্যাপিনী,
স্ত্রীপুংক্লীববিভেদতস্ত্বমসি পুনঃ
স্ত্রীত্বাদ্যভাবঃ সদা।
তস্যাং তেন বিদন্তি কেচন জগত্য-
ত্রাম্বিকে তৎ কথম্,
শক্তস্তোতুমহং ভবামি পরমে
ব্রহ্মাদ্যগম্যাং স্তুতীঃ॥ ৯১
নমস্তে বিশ্বমোহিন্যৈ গৌর্য্যৈ ত্রিদশবন্দিতে।
নমস্তে কৃষ্ণরূপিণ্যৈ মায়াপুরুষরূপিণে॥ ৯০
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং সংস্তবতস্তস্য দেবী দশভুজা ক্ষণাৎ।
প্রত্যক্ষং সমভূদ্বালঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ২৩
তং বীক্ষ্য বালকং কৃষ্ণং বনমালাবিরাজিতম্।
বসুদেবঃ পুনঃ প্রাহ প্রাঞ্জলির্মুনিসত্তম॥ ৯৪

আমার জন্য সকল কর এবং তোমার দশভুজান্বিত সমুদিত কোটিচন্দ্রপ্রভ অতি সৌম্য মূর্ত্তি প্রদর্শন কর। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবী বসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালীরূপ পরিহারপূর্ব্বক সহসা সৌম্য দশভুজা মূর্ত্তি হইলেন। বসুদেব সেই রূপ দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন,—তুমি জগতের মাতা, অনাদি, পরমা বিদ্যা, অতি সূক্ষ্মাত্মিকা, তুমিই তোমার জনক, অনাদি পুরুষ, পূর্ণ,স্বয়ং চিন্ময়। তুমি বিশ্ব, বিশ্ববনিতা, বিশ্বাশ্রয়া, বিশ্বগা; ভুবনে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। হে বিশ্বেশি! তোমায় নমস্কার। তুমি সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা, পালনে পরাত্মা প্রভু বিষ্ণু, সংহারে অতিভীমরূপ ভীষণচরিত পিনাকধারী রুদ্র; হে কৃষ্ণ! ইহাদের সৃষ্টি স্থিতি ও পালনকার্য্যেও তুমি কালিকাই একমাত্র প্রধানা। হে জগদ্বন্দ্যে ব্রহ্মময়ি! তুমি নিত্যা, পরমা, সূক্ষ্মা প্রকৃতি, নিরাকৃতি অতিস্থূলা, জগৎপাবনী; তুমি স্ত্রী পুরুষ ক্লীব এই ত্রিবিধরূপা হইলেও সদা স্ত্রীত্বপ্রধানা। অতএব হে অম্বিকে! তোমাকে কে বিদিত হইতে সমর্থ হয়? তুমি ব্রহ্মাদির অগম্যা। হে ভবানি! আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া কেমন করিয়া তোমার স্তবে সমর্থ হইব? তুমি বিশ্বমোহিনী গৌরী ও ত্রিদশবন্দিতা, তোমাকে নমস্কার; তুমি কৃষ্ণরূপিণী ও মায়াপুরুষরূপিণী তোমাকে নমস্কার।৮৯—৯০। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! বসুদেব এইরূপে স্তব করিলে দশভুজা দেবী ক্ষণকাল মধ্যে বালকরূপী কমললোচন কৃষ্ণ হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। হে মুনিসত্তম! বসুদেব বনমালাবিভূষিত বালক কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক

বসুদেব উবাচ।

বৎস মত্তনয়ান্ সর্ব্বান্ জাতমাত্রান্মহাবলঃ।
কংসোনিহন্তি দুর্দ্ধর্ষঃ শিলায়ামুর্দ্ধতঃক্ষিপন্॥ ৯৫
তদিদানীং নযাবত্তু তস্যানুচররক্ষকাঃ।
চেতয়ন্তি বিধেয়ং মে তাবদ্ব্রূহি জগৎপতে॥৯৬

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপিণী।
যশোদানন্দয়োঃ পূর্ব্বং তপঃ স্মৃত্বেদমব্রবীৎ।

কৃষ্ণ উবাচ

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যৎকর্ত্তব্যং ত্বয়াধুনা।
ভয়াদতিসুদুষ্টস্য মাতুলস্য মহামতে॥ ৯৮
অদ্যৈব হি ব্যতীতায়ামষ্টম্যাং গোকুলে মম।
মূর্ত্তিরেকা পরা জাতা যশোদাগর্ভগেহতঃ॥৯৯
নতাং মন্মায়য়া মুগ্ধা যশোদা নিদ্রয়ান্বিতা।
জানাতি চারুসর্ব্বাঙ্গীং গৌরীং কমললোচনাম্
ত্বন্তু মাং তত্র সংস্থাপ্য তামানীয় ত্বরান্বিতঃ।
প্রবাদং কুরু মে জাতা কন্যেকেতি বরাননা॥
তস্যাস্ত নিধনার্থায় সম্প্রহর্তুং শিলোপরি।
যদোর্দ্ধং নৈষ্যতি ক্রোধাৎ কংস দুষ্টো মম মাতুলঃ
তদা যাস্যতি সা স্বর্গং দেবকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে।
অহন্তু গোকুলে স্থিত্বা কিয়ৎকালং তত স্বহ॥
সমাগত্য দুরাত্মানং নিহনিষ্যামি মাতুলম্॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বালকস্য মহামুনে।
বসুদেবস্তমাদায় গোকুলং প্রতিনির্ব্বযৌ॥১০৫
তদা প্রবোধং নো কশ্চিদবাপ মুনিসত্তম।
মোহিতো বাসুদেবস্য মায়য়াতিহুরত্যয়া॥১০৬
বসুদেবস্ত নির্গত্য স্বপুরাদতিদুঃখিতঃ।
করোদ পুত্রমুদ্বীক্ষ্য দীপ্যমানং স্বতেজসা॥১০৭
হা বৎস মদ্গৃহে কস্মাদাবির্ভূতোঽসি পাপিনঃ
কথং ত্বাং গোকুলে রক্ষিত্বায়াস্যেঽহং গৃহংপুনঃ
ইত্যেবং বহুধাভাষ্য সিক্তয়েন্নেত্রজলেন তম্।
উত্তীর্য্য যমুনাং কৃষ্ণপ্রসাদদাবহেলয়া॥১০৯

বলিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন,—হে বৎস! মহাবল দুর্দ্ধর্ষ কংস আমার সদ্যোজাত সন্তানগণকে শিলার উপর প্রহার করিয়া নিহত করিয়াছে। হে জগৎপতে! সম্প্রতি কংসের রক্ষকেরা যাবৎ জাগরিত না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য কি? তাহা বল। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—কৃষ্ণরূপিণী কৃষ্ণা বসুদেবের বাক্য শুনিয়া এবং যশোদা ও নন্দের পূর্ব্বতপোবৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে তাত! সুদুষ্টাত্মা মাতুলের ভয়ে এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহামতে! অদ্যই অষ্টমী তিথি অতীত হইলে গোকুলে যশোদাগর্ভে আমার এক নারীমূর্ত্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যশোদা আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিদ্রান্বিতা হইয়াছে, তাই সে চারুসর্ব্বাঙ্গী কমললোচনা দেবীকে জানিতে পারিতেছে না। তুমি সত্বর আমাকে তথায় রাখিয়া তাহাকে আনয়ন করি পুনরায় এবং রটনা কর যে, আমার এক বরাননা কন্যা জন্মিয়াছে। আমার দুষ্ট মাতুল কংস ক্রোধভরে যখন তাহাকে নিহত করিবার জন্য উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবে, তখন সে দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বর্গে চলিয়া যাইবে। তারপর আমিও কিছুদিন গোকুলে থাকিয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক সেই দুরাত্মা মাতুলকে নিহত করিব।৯১—১০৪। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মহামুনে! বসুদেব বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণকরত তাহকে লইয়া গোকুলে গমন করিলেন। হে মুনিসত্তম! তখন বাসুদেবের দুরত্যয়া মায়ায় কাহারও চৈতন্য ছিল না, বসুদেব নির্ব্বিঘ্নে স্বীয়পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং নিজ তেজে দীপ্যমান তনয়কে অবলোকনপূর্ব্বক অতি দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন;—হা বৎস! তুমি মাদৃশ পাপীর গৃহে কেন জন্মগ্রহণ করিলে? আমি এখন কিরূপে তোমাকে গোকুলে রক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিব? বসুদেব এইরূপে বহুধা বিলাপ করিতে করিতে নেত্রজলে বালককে অভিষিক্ত

প্রবিশ্য নন্দগোপস্য ভবনঞ্চাপ্যতর্কিতঃ।
যশোদাং দদৃশে তত্র প্রসূতা বরকন্যকা॥
অপ্রবুদ্ধামজানন্তীং পুত্রীং স্বোদরসম্ভবাম্।
সখীভিঃ সহিতাঞ্চাপি নিদ্রিতাভিরিতস্ততঃ॥
ততঃ সংস্থাপ্য তত্রৈব কৃষ্ণমানকদুন্দুভিঃ।
প্রগৃহ্য তনয়াং তাঞ্চ তূর্ণং গেহাদ্বিনির্যযৌ॥ ১১৫
দেবী তু বসুদেবস্য ক্রোড়েঽতিবিবভৌ মুনে
ভুজৈর্দশভিরুদ্দীপ্তা তেজোভিশ্চ মনোরমা॥
তাং বীক্ষ্য সর্ব্বলোকৈকজননীং ব্রহ্মরূপিণীম্।
আনন্দপরিপূর্ণাত্মা বসুদেবঃ পুরং যযৌ॥ ১১৬
প্রবিশ্য ভবনং দেবীং দেবক্যৈ চ সমর্পয়ন্।
উবাচ জাতা কন্যেতি রক্ষকেভ্যো মহামতিঃ॥
তেঽপি প্রাহুর্দ্রুতং তস্মৈ কংসায়াতি দুরাত্মনে
দেবক্যা সপ্তমে গর্ভে জাতৈকা তনয়া পরা॥
স পাপাত্মা তু তচ্ছ্রুত্বা তানুবাচ মহামুনে।
সমানয়ত তাং ক্ষিপ্রং হনিষ্যাম্যবিচারতঃ॥ ১১৭
তচ্ছ্রুত্বা তং সমানীয় দদুস্তস্মৈ দুরাত্মনে।
দেবীং ভগবতীং বালাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্
স পাপাত্মা তাঞ্চ নৈব জ্ঞাতবান্ পরমেশ্বরীম্
জগ্রাহ নিধনার্থঞ্চ সব্যে চ দৃঢ়মুষ্টিনা॥ ১১৯
তত্রাতিসুদৃঢ়াং জ্ঞাত্বা পাষাণৈরিব নির্ম্মিতাম্।
ঊর্দ্ধে চিক্ষেপ পাষাণোপরি তাং পাতনেচ্ছয়া॥
ততো ভগবতী দেবী গগনেঽতীবতেজসা।
জ্বলন্তী সিংহপৃষ্ঠস্থা তমূচে পাপচেতসম্॥ ১২১

দেব্যুবাচ।

দুরাত্মংস্তব নাশায় দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
অহমেব সমুদ্ভূয় মায়য়া পুরুষাকৃতিঃ॥ ১২২
তিষ্ঠামি গোকুলে নন্দগোপগেহে নিজাংশতঃ

করত কৃষ্ণপ্রসাদে অনায়াসে যমুনা উত্তীর্ণ হইলেন এবং অতর্কিতভাবে নন্দগোপগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যশোদা একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছে। যশোদার চৈতন্য ছিল না, তাই বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার উদরে একটী কন্যা জন্মিয়াছে। যশোদা তখন নিদ্রিতা ছিলেন, তদীয় সখীগণও ইতস্ততঃ নিদ্রিতা ছিল। অনন্তর বসুদেব কৃষ্ণকে সেইস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই কন্যা লইয়া সত্বর স্বপুরে প্রয়াণ করিলেন। হে মুনে! দেবীও তখন স্বীয়তেজে দীপ্যমানা ও দশভুজে মনোহরদর্শনা হইয়া বসুদেবের ক্রোড়ে শোভা পাইতে লাগিলেন। বসুদেব সেই একমাত্র সর্ব্বলোকজননী ব্রহ্মরূপিণী কন্যাকে অবলোকন করিয়া আনন্দপূর্ণহৃদয়ে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহামতি বসুদেব পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবকীর করে সেই দেবীকে অর্পণ করিলেন এবং রক্ষকগণকে বলিলেন যে, একটী কন্যা জন্মিয়াছে। রক্ষিরাও ক্ষিপ্রগতিতে অতি দুরাত্মা কংসের নিকটে গমন করিয়া বলিল,—দেবকীর সপ্তম গর্ভে এক উত্তম কন্যা জন্মিয়াছে। হে মহামুনে! অনন্তর সেই পাপাত্মা কংস কন্যাজন্ম সংবাদ শ্রবণ করিয়া রক্ষকগণকে কহিল,—তাহাকে শীঘ্র আনয়ন কর, বিচার না করিয়াই তাহাকে নিহত করিব। তখন দূতগণ দুরাত্মা কংসের আদেশ শ্রবণমাত্র কন্যা আনয়ন করিয়া তাহাকে অর্পণ করিল। পাপাত্মা কংস জানিত না যে, সেই কন্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী পরমেশ্বরী দেবী ভগবতী, সে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তদীয় বাম করে দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিল। সেই কন্যা এমনই দৃঢ়াঙ্গী যে, তাহার মনে হইল, যেন সে পাষাণ দ্বারাই নির্ম্মিতা হইয়াছে। কংস পাষাণোপরি নিক্ষেপার্থ কন্যাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিল। অনন্তর দেবী ভগবতী আকাশে উঠিয়া স্বীয়তেজে প্রদীপ্ত হইলেন এবং সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া পাপচেতা কংসকে বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—রে দুরাত্মন্! তোকে নিহত করিবার জন্য আমিই আত্মমায়ায় দেবকী-বসুদেবগৃহে পুরুষাকারে নিজাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্প্রতি গোকুলে নন্দ-

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী পশ্চাত্তস্য দুর্ম্মতেঃ।
স্বর্গং জগাম সিংহস্থা দেবকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে ॥১২৪

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবো নাম পঞ্চাশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
অথ প্রভাতে বিজ্ঞায় নন্দঃ পুত্রভবোৎসবম্।
বিপ্রেভ্যো গোসহস্রাণি প্রদদৌ মুনিসত্তম ॥১
অথ বাসাংসি দিব্যানি ধনানি সুবহূনি চ।
দত্ত্বা রাজ্ঞে করং দাতুং মথুরায়াং দ্রুতং যযৌ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কংসো মন্ত্রয়িত্বা চ মন্ত্রিভিঃ।
পূতনাং প্রেষয়ামাস গোকুলে বালঘাতিনীম্ ॥
সা তু তস্যাজ্ঞয়া চারু রূপং সংবিভ্রতী মুনে।
গোকুলে সমুপাগত্য নন্দবেশ্ম সমাবিশৎ ॥৪
আয়ান্তীং তাং সমালোক্য সর্ব্ব এব ব্রজাঙ্গনাঃ।
জগুঃ কেয়ং সমায়াতা চারুরূপা বরাঙ্গনা ॥৫
শচী কিং দেবরাজস্য পত্নী কিং বা স্বয়ং রতিঃ।
কামপত্নী সমায়াতা দ্রষ্টুং নন্দস্য বালকম্ ॥৬
কৃষ্ণস্তু তামভিজ্ঞায় রাক্ষসীং কামরূপিণীম্।
নিমীল্য লোচনে স্থিত্বা পর্য্যঙ্কে তাং দদর্শ হ ॥
সা বীক্ষ্য বালকং তত্র পর্য্যঙ্কস্থমিবানলম্।
যশোদামাহ সৌখ্যেন বচসা ক্রূররাক্ষসী।

পূতনোবাচ।
যশোদে সখি তে ভাগ্যং মন্যে জন্মশতার্জ্জিতম্
যতস্তবায়ং তনয়ো জাতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ ॥ ৯
অদ্যৈনং বীক্ষ্য তে পুত্রং শ্যামং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্
প্রাপ্তাস্মি হর্ষং বালস্তে চিরং জীবতু সুন্দরঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যেবং স্নেহসম্বদ্ধি বাক্যমুক্ত্বা তু রাক্ষসী।
মদঙ্কে বালকং দেহীত্যেবমূচে চ তাং পুনঃ ॥১১
ততো যশোদা তচ্ছ্রুত্বা তস্যাশ্চাঙ্কে দদৌ সুতম্

গোপগৃহে অবস্থান করিতেছি। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবী ভগবতী এইরূপ কহিয়া সেই দুরাত্মার সমক্ষে সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বর্গে গমন করিলেন। ১০৫—১২৪।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর প্রভাতে নন্দগোপ পুত্রজন্মোৎসব অবগত হইয়া বিপ্রবর্গকে সহস্র গো এবং দিব্য দিব্য বস্ত্র ও বহু ধন প্রদান করিয়া রাজস্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত সত্বর মথুরায় যাত্রা করিলেন। ইত্যবসরে কংস মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণা করিয়া বালঘাতিনী পূতনাকে গোকুলে প্রেরণ করিল। হে মুনে! পূতনা কংসের আজ্ঞায় মনোজ্ঞরূপ ধারণপূর্ব্বক গোকুলে আসিয়া নন্দালয়ে প্রবিষ্ট হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—এই সুন্দরী বরাঙ্গনা কে আসিল? ইনি কি দেবরাজের পত্নী, কিম্বা স্বয়ং কামপত্নী রতি? কে এ রমণী, নন্দনন্দনকে দেখিতে আসিল? এদিকে কৃষ্ণ কিন্তু কামরূপিণী রাক্ষসীকে চিনিয়া নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসী বালককে পর্য্যঙ্কস্থ অনলবৎ অবলোকন করিয়া সৌম্য বাক্যে যশোদাকে বলিল,—সখি যশোদে! তোমার এই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে, ইহা দ্বারা তোমার শত শত জন্মার্জ্জিত ভাগ্যফলই আমি মনে করি। অদ্য তোমার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্যামকলেবর পুত্র দর্শনে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই সুপুত্র চিরজীবী হউক ।১—১০। মহাদেব কহিলেন,—রাক্ষসী পূতনা এইরূপ স্নেহসম্বর্দ্ধিত বাক্য বলিয়া অবশেষে যশোদাকে বলিল,—তোমার এই

সাপি তস্য মুখে প্রাদাৎ স্তনং বিষময়ং ততঃ ॥
কৃষ্ণস্তামভিজ্ঞায় পূতনাং ক্রূররাক্ষসীম্।
স্তনমাত্রং হি চোষ্টেন পাপৌ প্রাণৈঃ সমং পয়ঃ
ততঃ সন্ত্যজ্য তদ্রূপং সৌম্যং সা ভীমরূপিণী।
বদন্তী মুঞ্চ মুঞ্চেতি প্রাণাংস্তত্যাজ রাক্ষসী ॥
ততঃ পপাত ভূপৃষ্ঠে বসুধামনুপীড্য সা।
আচ্ছাদ্য গোকুলং ভীমা বিকটাস্যা মহাদ্রিবৎ
তস্যা বক্ষসি কৃষ্ণস্তু সহসা কালিকাপরা।
ভূত্বা বিরেজে ভীমাস্যা মুণ্ডমালাবিরাজিতা ॥
ক্ষণার্দ্ধেন বপুস্তস্যা রাক্ষস্যাঃ কালিকা স্বয়ম্।
ভুক্ত্বা ভূয়ঃ সমভবদ্বালঃ শ্যামতনুঃ পরঃ ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা তু বিস্ময়ং জগ্মুঃ সর্ব্বে তে ব্রজবাসিনঃ।
মেনিরে চ শিশুং কৃষ্ণং শক্তিমাদ্যাং
পরাৎপরাম্ ॥ ১৭
যশোদা তু সমালিঙ্গ্য স্বাঙ্কে উত্থায় বালকম্
স্তনং দদৌ মুখাম্ভোজে সংস্নাপ্যৌষধিবারিণা।
এতস্মিন্নন্তরে সোঽপি নন্দগোপঃ সমাগতঃ।
দত্ত্বা রাজকরং তস্মৈ রাজ্ঞে কংসায় পাপিনে ॥
স শ্রুত্বা চেষ্টিতং তস্য বালকস্য মহামুনে।
দেবীং সম্পূজয়ামাস নানাবলিভিরাদৃতঃ ॥ ২০
অথ কংসঃ সমাকর্ণ্য পূতনানিধনং তথা।
কৃষ্ণস্য চেষ্টিতঞ্চাপি তং মেনে মৃত্যুমাত্মনঃ ॥ ২১
ততঃ প্রস্থাপয়ামাস তৃণাবর্ত্তং মহাসুরম্।
অপহৃত্য সমানেতুং কৃষ্ণং গোপকুলস্থিতম্ ॥ ২২
সমাগতস্তৃণাবর্ত্তো বীক্ষ্য তং নির্জ্জনে স্থিতম্।
আশ্লিষ্য বাহুদণ্ডেন নীত্বা গগনমাস্থিতঃ ॥ ২৩
কৃষ্ণঃ স্থিত্বা তু তস্যাঙ্কে স্থিত্বাভূদ্ভীমরূপিণী।
কালী ব্যাঘ্রাজিনধরা মহাজলদনিস্বনা ॥ ২৪
তস্যাস্তু তেন নাদেন মোহিতঃ স মহাসুরঃ।
চচাল চালয়ন্ পৃথ্বীং সশৈলজলকাননাম্ ॥ ২৫
ততস্তস্য শিরঃ কালী খড়্গেন তু নিহত্য বৈ।
সম্ভূয় বালকং তস্য স্থিতো বক্ষসি নারদ ॥ ২৬

বালকটীকে আমার ক্রোড়ে দাও। যশোদা তৎশ্রবণে তাহার ক্রোড়ে পুত্র অর্পণ করিলেন। পূতনা সেই বালকের মুখে স্বীয় বিষময় স্তন প্রদান করিল। কৃষ্ণ ক্রূর রাক্ষসী পূতনাকে চিনিতে পারিয়া ওষ্ঠপুট দ্বারা তদীয় স্তন আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সহ স্তন্য পান করিলেন। অনন্তর রাক্ষসী সৌম্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ রূপ ধারণপূর্ব্বক 'ছাড় ছাড়' বলিতে বলিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং বসুধা পীড়িত করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। বিকটাস্যা ভীমা পূতনা গোকুল আচ্ছাদিত করিয়া মহাদ্রিবৎ পতিত হইলে কৃষ্ণ তাহার বক্ষস্থলে সহসা ভীমবদনা মুণ্ডমালামণ্ডিতা কালিকারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই রূপে তিনি ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই রাক্ষসীর বিরাট দেহ ভোজন করিয়া পুনরায় শ্যামল-কলেবর সুন্দর বালক হইলেন। ব্রজবাসীরা এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং শিশু কৃষ্ণকে পরাৎপরা আদ্যা শক্তি বলিয়াই মনে করিল। যশোদা বালককে ঔষধিজলে স্নান করাইয়া স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় মুখাম্বুজে স্তন প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে নন্দগোপ পাপিষ্ঠ কংসকে রাজকর প্রদানপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বালকের কার্য্যকলাপ শ্রবণে নানা বলি দ্বারা সাদরে দেবীর পূজা করিলেন। অনন্তর কংস পূতনানিধন বৃত্তান্ত এবং কৃষ্ণচেষ্টিত শ্রবণ করিয়া তাহাকেই নিজের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিল। অনন্তর কংস গোকুলস্থ কৃষ্ণকে হরণ করিয়া আনিবার জন্য মহাসুর তৃণাবর্ত্তকে পাঠাইল। তৃণাবর্ত্ত আসিয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণদর্শনান্তে বাহুদণ্ডে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া গগনে উঠিল। কৃষ্ণ তাহার অঙ্কে থাকিয়া ব্যাঘ্রাজিনধারিণী মহাজলদনাদিনী ভীমরূপিণী কালী হইলেন। তাঁহার সিংহনাদে সেই মহাসুর মোহিত হইয়া সশৈলজল কাননা ধরিত্রী কম্পিত করত পতিত হইল। ১১—২৫। অনন্তর কালী খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পুনরায় বালকরূপে তাহার বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগি-

যশোদা তু সমাগত্য দৃষ্ট্বা তং দানবং হতম্।
মহাদ্রিসদৃশং ছিন্নশীর্ষং শোণিতসম্প্লুতম্ ॥ ২৭
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্য পুত্রং তমন্বসন্দধে।
তত্র বীক্ষ্য তৃণাবর্ত্তবক্ষঃস্থং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ২৮
হসন্তং সুপ্রসন্নাস্যং বিস্ময়ং পরমং গতা।
বদন্তী বৎস বৎসেতি সহসা স্বাঙ্কমানয়ৎ ॥ ২৯
নন্দশ্চাপি সমাগত্য দৃষ্ট্বা তং ঘোররূপিণম্।
পতিতং বিগতপ্রাণং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণেন হতং মত্বা মুমুদে মুনিসত্তম।
এবং ভগবতী দেবী মায়াপুরুষরূপিণী ॥ ৩১
তপসঃ ফলদানায় যশোদানন্দগোপয়োঃ।
শৈশবং ভাবমাস্থায় সংস্থিতা গোকুলে স্বয়ম্ ॥
শম্ভুর্জন্ম স্বয়ং প্রাপ্য বৃকভানুগৃহে ততঃ।
স্ত্রীরূপং লীলয়াস্থায় রাধেত্যাখ্যামুপাগমৎ ॥৩৩
তাং রাধামুপসংযম্যায়ানগোপো মহামুনে।
ক্লীবত্বং সহসা প্রাপ শম্ভোরিচ্ছানুসারতঃ ॥৩৪

সা রাধানুদিনং গত্বা কৃষ্ণং কমললোচনম্।
প্রেম্ণা স্বাঙ্কং সমারোপ্য দদৃশে পরমাদরাৎ ॥
কংসস্তু নিহতং শ্রুত্বা তৃণাবর্ত্তং মহাসুরম্।
নন্দনন্দনমাহর্ত্তুং ব্যচিন্তয়দহর্নিশম্ ॥ ৩৬
রোহিণীতনয়ো রামঃ কৃষ্ণেনামিততেজসা।
চিক্রীড় পরমানন্দপূর্ণঃ সোঽহর্নিশং মুনে ॥ ৩৭
তথা বিক্রীড়তস্তেন শ্রীদামবসুদামকৌ।
কুমারৌ রূপসম্পন্নৌ সুচারুমুখপঙ্কজৌ ॥ ৩৮
তেষাং ভাবেন সম্প্রীতমনাঃ কৃষ্ণস্তু গোকুলে।
উবাস রাধয়া সার্দ্ধং রন্তুকামো মহামুনে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে পূতনাবধো নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

লেন। এ দিকে যশোদা আসিয়া দেখিলেন, একটা মহাদ্রিসদৃশ দানব নিহত, তাহার মস্তক ছিন্ন, দেহ রুধিরপ্লুত। তদ্দর্শনে পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া যশোদা পুত্রের অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার শ্যামসুন্দর বালক তৃণাবর্ত্তের বক্ষে থাকিয়া প্রসন্নবদনে হাসিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি সবিস্ময়ে 'বৎস বৎস' বলিয়া সহসা বালককে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। এই সময় নন্দ আসিলেন; দেখিলেন,—ঘোররূপী দানব শোণিতধারায় পরিপ্লুত ও গতাসু হইয়া পতিত রহিয়াছে। হে মুনিসত্তম! নন্দ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত মনে করিয়া প্রমুদিত হইলেন। এইরূপে সেই মায়াপুরুষরূপিণী দেবী ভগবতী নন্দ-যশোদার তপঃফলপ্রদান করিবার নিমিত্ত শৈশবভাব অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং গোকুলে অবস্থান করিলেন। এদিকে শম্ভু লীলাক্রমে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া বৃকভানুগৃহে জন্ম লইলেন। তাঁহার নাম হইল রাধা। হে মহামুনে! আয়ানগোপ সেই রাধার পাণি গ্রহণ করিল। কিন্তু শিবের ইচ্ছায় সে ক্লীব হইল। রাধা প্রত্যহ কমলাক্ষ কৃষ্ণের নিকট গিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পরমাদরে দেখিতে লাগিলেন। এদিকে কংস মহাসুর তৃণাবর্ত্তের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া নন্দ-নন্দনকে হরণ করিবার জন্য রাত্রি দিন চিন্তা করিতে লাগিল। হে মুনে! রোহিণী-নন্দন রাম পরমানন্দপূর্ণাত্মা অমিততেজা কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সুন্দর-মুখপদ্ম রূপসম্পন্ন কুমার শ্রীদাম ও সুদামও ক্রীড়ারত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে তাহাদের ভাবে প্রীত হইয়া রাধাসহ রমণ-কামনায় বাস করিতে লাগিলেন।২৬—৩৯।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

সম্ভূতা দেবকীগর্ভে দেবী বালকরূপিণী।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—দেবী বালিকারূপে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া গোকুলে নন্দ-

উবাস গোকুলে কস্মান্নন্দগোপগৃহে স্বয়ম্ ॥ ১
পুরাসীদেষ নন্দঃ কো যশোদা কা তদঙ্গনা।
কিঞ্চকার তপঃ পূর্ব্বং যেন প্রাপ মহেশ্বরীম্ ॥২
কালী বালকভাবেন শ্যামসুন্দররূপিণী।
কস্মাদ্বাপি নিজাংশেন যশোদাগর্ভসম্ভবা ॥ ৩
দেবী ভগবতী সর্ব্বং জাতমাত্রা সমত্যগাৎ।
দদৃশে নৈব তাং মাতা জাতাং বা ন পিতাপি চ
যথোৎপন্না তথা যাতা কিং হেতুঃ কিমিদং প্রভো।
এতত্তে পার্ব্বতীনাথ সমাচক্ষ জগৎপতে ॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বৎস বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং যৎ পৃচ্ছসি মহামতে।
শৃণু সাবহিতো ভূত্বা যথাবন্মুনিপুঙ্গব ॥ ৬
দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং সতীবিরহদুঃখিতঃ।
চেতসা চিন্তয়ামাস জ্ঞাত্বা তাং প্রকৃতিং পরাম্
সম্প্রাপ্য তপসোগ্রেণ কন্যামাদ্যাং পরাৎপরাম্
তস্যাশ্চ বঞ্চিতো মোহাদজ্ঞাত্বা শিবানন্দনাৎ ॥
অহং তথা যতিষ্যামি ভূয়োঽপি তপ আচরন্।
যথা মত্তঃ সমুৎপত্তিং ভূয়ঃ সা সমবৈতি বৈ ॥ ৯
ইতি কৃত্বা মতিং দক্ষো হিমাদ্রেঃ প্রস্থমুত্তমম্।
গত্বা বর্ষশতং দিব্যং সমারাধয়দম্বিকাম্ ॥ ১০
প্রসূতিরপি তৎপত্নী সভক্ত্যা পরমেশ্বরীম্।
তথৈব প্রার্থয়ামাস সুচিরং মুনিসত্তম ॥ ১১
তয়োঃ প্রসন্না সমভূৎ প্রত্যক্ষং পরমেশ্বরী।
অবোচদপি সত্বং প্রার্থ্যং যুবয়োর্বুণুতং তৎ ॥১২
ততঃ প্রজাপতিঃ প্রাহ মাতস্ত্বং কৃপয়া পুনঃ।
মত্তো জন্মাপুহি শিবে প্রার্থ্যমেতন্মহেশ্বরি ॥১৩
প্রসূতিঃ প্রাহ মাতস্ত্বামপত্যস্নেহতঃ শিবে।
পালয়ামীতি মেঽভীষ্টং প্রার্থনীয়ং তবাগ্রতঃ ॥১৪

দেব্যুবাচ।

প্রজাপতে ভবিষ্যামি দ্বাপরান্তে ধরাতলে।
ত্বত্তো জন্ম সমালভ্য তনয়া তে ন সংশয়ঃ ॥১৬
ন স্থাস্যামি গৃহে কিন্তু তব কন্যারূপিণী।

গৃহে বাস করিলেন কেন? পূর্ব্বে এই নন্দ কে ছিলেন? তৎপত্নী যশোদাই বা কে? তিনি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন? যাহার ফলে মহেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কালী কালিকারূপে শ্যামসুন্দরী হইয়া কি জন্য যশোদাগর্ভে আবির্ভূতা হন এবং কেনই বা দেবী ভগবতী জাতমাত্র প্রস্থান করেন? তাঁহার মাতা বা পিতা কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান না কেন? তিনি যেমন জন্মিলেন, অমনি চলিয়া গেলেন, ইহারই বা কারণ কি? হে প্রভো, পার্ব্বতীপতে! ইহা আমার নিকট বলুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—বৎস! যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমস্তই তোমায় বলিতেছি। হে মুনিবর! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি সতীবিরহ-দুঃখে দুঃখিত ও তাঁহাকে পরা প্রকৃতি বলিয়া অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পরাৎপরা আদ্যা প্রকৃতিকে কঠোর তপস্যায় কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞানবশে শিবনিন্দা করিয়া তৎকর্তৃক বঞ্চিত হইলাম। অতএব আমি আবার এমন তপস্যা করিব, যাহাতে সেই প্রকৃতি দেবী আমা হইতে পুনরায় উৎপত্তি লাভ করিবেন। দক্ষ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া উত্তম গিরিপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত অম্বিকার আরাধনা করেন। ১—১০। দক্ষপত্নী প্রসূতিও ভক্তিভরে পরমেশ্বরীর নিকট দীর্ঘকাল ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! তখন পরমেশ্বরী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে অবির্ভূতা হন এবং তাঁহাদিগকে বলেন,—আপনাদের ইষ্ট বর প্রার্থনা করুন। তখন প্রজাপতি বলিলেন,—হে মাতঃ শিবে! তুমি কৃপা করিয়া পুনরায় আমা হইতে জন্মগ্রহণ কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। প্রসূতি বলিলেন,—হে মাতঃ শিবে! আমি যেন আবার তোমায় অপত্যস্নেহে পালন করিতে পারি। তোমার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনীয়। দেবী বলিলেন,—প্রজাপতে! আমি দ্বাপরান্তে ধরাতলে তোমা হইতে জন্ম লইব এবং নিশ্চয়ই তোমার তনয়া হইব; কিন্তু তোমার কন্যারূপে আমি গৃহে থাকিব না।

স্মৃত্বা স্বচরিতং পূর্ব্বং যজ্ঞারম্ভে হি তদ্ভুতম্ ॥ ১৭
ক্রতং স্বর্গপুরং যাস্যে দেবকার্য্যচ্ছলেন বৈ।
অজানতো জন্মবৃত্তং মম তাতস্য তে গৃহাৎ ॥ ১৮
মাতঃ প্রসূতে ত্বঞ্চেদং মত্তঃ প্রার্থয়সে তু যৎ,
সম্পৎস্যতে তদা নূনং তৎসত্যং নাত্র সংশয়ঃ
অদিত্যৈ কশ্যপায়াপি ময়া দত্তো বরঃ স্বয়ম্।
দ্বাপরান্তে ভবিষ্যামি তয়োর্গেহে সুতস্বহম্।
তদা তব গৃহেঽহন্তু দিনানি কতিচিদ্ ধ্রুবম্।
বসিষ্যে ফলদানায় তপসা তস্য লীলয়া ॥ ২২
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা সা ভগবতী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
অন্তর্দধে মুনিশ্রেষ্ঠ সহসা পশ্যতস্তয়োঃ ॥ ২৩
স দক্ষ এষ নন্দস্তু যশোদা চ তদঙ্গনা।
কারণাদপি চৈতস্মাদ্ যশোদাগর্ভসম্ভবা ॥ ২৪
দেবী ভগবতী স্বর্গং জাতমাত্রা সমভ্যগাৎ।
দেবকীগর্ভজাতাপি শ্যামসুন্দররূপিণী।
উবাস গোকুলে রম্যে কিয়ৎকালং মহামুনে ॥
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

তোমার যজ্ঞ আরম্ভকালীন পূর্ব্বতন কঠোর আচরণ স্মরণ করিয়া দেবকার্য্যচ্ছলে সত্বর স্বর্গে যাইব। তুমি আমার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিবে না। হে মাতঃ প্রসূতে! তুমিও আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন হইবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিবে না। আমি অদিতি এবং কশ্যপকেও এইরূপ বর প্রদান করিয়াছি যে, দ্বাপরান্তে তাহাদের গৃহে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব এবং তোমাদের গৃহে তোমাদের তপস্যার ফলদানার্থ স্বীয় লীলায় কতিপয় দিন নিশ্চয় বাস করিব। মহাদেব কহিলেন,—সৃষ্টিস্থিতিনাশকারিণী ভগবতী এই বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই দক্ষ—এই নন্দ এবং দক্ষপত্নী প্রসূতি—এই নন্দপত্নী যশোদা। এই কারণেই যশোদা-গর্ভসম্ভবা গর্ভবতী দেবী জাতমাত্রই স্বর্গে গমন করেন। হে মহামুনে! দেবকীগর্ভজাত শ্যামসুন্দররূপে তিনি কিয়ৎকাল রম্য গোকুলে বাস করিয়াছিলেন।১১—২৫।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
সংক্ষেপেণ সমাশংস পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ।
দেব্যাঃ শ্রীকৃষ্ণরূপায়াশ্চরিতং মে মহেশ্বর ॥ ১
যথা বিহরণক্রে গোকুলে সহ রাধয়া।
স্বপাতয়ংশ্চাপি যথা ভূভারান্ সুবহূন্ রণে ॥ ২
অন্যত্রাপি কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাদ্বাপি চ্ছলেন বা
যথাবাৎসাৎ ক্ষিতৌ সর্ব্বৈর্বৃষ্ণিভির্যদুবংশজৈঃ।
আরুরোহ পুনঃ স্বর্গং যথা তদপি শংস মে ॥ ৩
শ্রীমহাদেব উবাচ।
বিহরন্ গোকুলে কৃষ্ণঃ সমস্তৈর্গোপবালকৈঃ।
বাল্যে বয়সি হত্বাস্তান্ ধেনুকাদীন্ মহাসুরান্
কালীয়দমনং কৃত্বা প্রভাবমনুদর্শয়ন্।
রেমে বৃন্দাবনে রম্যে রাধয়া মুনিসত্তম ॥ ৫

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! হে পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভ! আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রীকৃষ্ণরূপিণী দেবীর চরিত্র কীর্ত্তন করুন। তিনি যেরূপে গোকুলে রাধার সহিত বিহার করেন, কুরুক্ষেত্রে বা অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষত বা ছলক্রমে যেরূপে ভূভার স্বরূপ বীরবৃন্দকে নিপাতিত করেন, যেরূপে যদুনন্দন হইয়া সমস্ত বৃষ্ণিগণসহ ভূমণ্ডলে বাস করেন এবং যেরূপে পুনরায় স্বর্গারোহণ করেন, তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—কৃষ্ণ বাল্যবয়সে গোকুলে গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করেন; ধেনুকাদি মহাসুরদিগকে বিনাশ করেন। কালিয়দমন করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকটন করেন; এবং

অন্যৈশ্চ গোপিকাবৃন্দৈর্ভৈরবাংশসমুদ্ভবৈঃ ।
লাবণ্যং বর্দ্ধয়ামাস কৃষ্ণকাল্যাত্মকঃ পুমান্ ॥ ৬
গোরক্ষণচ্ছলাদ্‌গত্বা দিবা বৃন্দাবনে বনে ।
বেণুনিঃস্বনসংবাদৈঃ সর্ব্বাশ্চানীয় গোপিকাঃ ॥ ৭
প্রধানমহিষীং কৃত্বা রাধাং রেমে স্বলীলয়া ।
বিবিধৈর্বন্যপুষ্পাদ্যৈর্মালাং নির্ম্মায় গোপিকাঃ ॥ ৮
কৃষ্ণাঙ্গে সম্প্রদায়াতিহৃষ্টাঃ কৃষ্ণং ব্যলোকয়ন্ ।
কৃষ্ণোঽপি রুচিরাং মালাং দত্ত্বা তাভ্যঃ স্মিতাননঃ
ব্যলোকয়ন্ মুখাম্ভোজং সুপ্রসন্নং নিরন্তরম্ ।
কদাচিদুপবিষ্টস্তু দিব্যসিংহাসনোপরি ॥ ১০
বামাঙ্কে সমুপাদায় রাধাং পরমসুন্দরীম্ ।
বিমৃজ্য শশিকোট্যাভাং বাসসা তন্মুখাম্বুজম্ ॥
প্রেম্ণা চুচুম্বে শ্যামস্তাং কামব্যাকুলমানসঃ ।
কদাচিদ্‌যমুনাতীরে কদাচিজ্জলমধ্যতঃ ॥ ১২
সহিতো গোপিকাবৃন্দৈশ্চিক্রীড় যদুনন্দনঃ ।
রাত্রৌ সংহৃত্য চেতাংসি গোপীনাং বেণুনিস্বনৈঃ
আনীয় কাননে তত্র রেমে কৃষ্ণঃ স কৌতুকাৎ
কদাচিদ্রাধিকা শম্ভুশ্চারুপঙ্কজমুখাম্বুজঃ ॥ ১৪
কৃষ্ণো ভূত্বা স্বয়ং গৌরী চক্রে বিহরণং মুনে ।
এবং স রমমাণস্তু রাধয়া গোকুলে স্বয়ম্ ॥ ১৫
কৃষ্ণ আনন্দপূর্ণাত্মা সমাবাসীন্মহামুনে ।
একদা সম্প্রবৃত্তে তু শরৎকালে মহানিশি ॥ ১৬
বিহর্ত্তুঞ্চ মনঃ কৃত্বা বৃন্দাবনমুপাগমৎ ।
পুষ্পিতং মল্লিকাকুন্দজাতীচম্পককুন্দকৈঃ ॥ ১৭
ললিতং মন্দমন্দায়মানৈর্মধুরবায়ুভিঃ ।
মধুপৈর্মধুমত্তৈশ্চ গুঞ্জিতং মধুরস্বনৈঃ ।
কূজিতং কোকিলৈঃ ক্রৌঞ্চৈঃ কামবিহ্বলমানসৈঃ
সরাংসি চাতিরম্যাণি কাননে তত্র নারদ ॥ ১৯
সুপুষ্পিতানি কহ্লারকুমুদৈঃ পঙ্কজৈরপি ।
অথোদয়মনুপ্রাপ শশাঙ্কোঽতিসুনির্ম্মলঃ ॥ ২০
হর্ষয়ন্নিব বিশ্বানি দ্রাবয়ন্ কামিনীমনঃ ।
এবং বনশ্রিয়ং বীক্ষ্য শশাঙ্কঞ্চাতিনির্ম্মলম্ ॥ ২১
প্রহৃষ্টাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণো বেণুমাবাদয়ন্মুনে ।
তচ্ছ্রুত্বা সমুপায়াতাঃ সর্ব্বাগোপবরাঙ্গনাঃ ।

রম্য বৃন্দাবনে রাধা ও ভৈরবাংশজ অন্যান্য গোপিকা-বৃন্দের সহিত রমণ করেন। কল্যাত্মক পুরুষ কৃষ্ণ স্বীয় লাবণ্য বর্দ্ধিত করিয়া বৃন্দাবনে গোরক্ষণচ্ছলে বনে বনে বিহার করিতে থাকেন। তাঁহার বেণুরব-সংবাদে সর্ব্বগোপিকা সমাগত হইলে তিনি তন্মধ্যে রাধাকেই স্বীয় প্রধান মহিষী করিয়া লীলাক্রমে রমণ করিলেন। গোপিকারা বিবিধ বন্যপুষ্পে মাল্যনির্ম্মাণ করত কৃষ্ণাঙ্গে পরাইয়া দিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণাবলোকন করিত। আবার কৃষ্ণও সহাস্যবদনে সুন্দর মালা তাঁহাদের গলে দিয়া তাঁহাদের সদা সুপ্রসন্ন মুখাম্বুজ অবলোকন করিতেন। কৃষ্ণ কখনও দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ; পরম সুন্দরী রাধা তাঁহার বামাঙ্কে বিরাজিতা ; কৃষ্ণ শশিকোটিনিভ রাধামুখপদ্ম বস্ত্রপ্রান্তে মুছাইয়া প্রেমভরে কামাকুলমনে তাঁহাকে চুম্বন করেন। কদাচিৎ যমুনাতীরে, কদাচিৎ জলমধ্যে গোপীবৃন্দসহ যদুনন্দন ক্রীড়া-নিরত হইতেন কখনও রাত্রিকালে বেণু-রবে গোপীগণের মন হরণ করিয়া কাননে আনয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণ কৌতুকে তাঁহাদের সহিত কেলি করিতেন। হে মুনে ! কখনও রাধিকা সুন্দর পঙ্কবক্ত্রশালী শম্ভু হইতেন এবং কৃষ্ণ গৌরী হইয়া বিহার করিতেন। হে মহামুনে, এইরূপে রাধাসহ রমণ করত আনন্দপূর্ণাত্মা কৃষ্ণ গোকুলে বাস করিতে লাগিলেন। একদা শরৎকালে বিহার করিবার কামনায় কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবনে এ সময় মল্লিকা, কুন্দ, জাতি, চম্পক প্রভৃতি প্রস্ফুটিত ; মন্দ মন্দ মধুর মারুতে সে বন মাধুর্য্যময় ; মধুমত্ত মধুপকুল মধুর রবে গুঞ্জনরত ; কামাকুলচেতা ক্রৌঞ্চ-কোকিল-কুলের কূজনে মুখরিত ; সরোবর সকল সুরম্য,—কুমুদ-পঙ্কজে অলঙ্কৃত। এ হেন বনাকাশে কামিনীমন প্লাবিত করিয়া—বিশ্বমণ্ডল হর্ষিত করিয়া সুনির্ম্মল শশাঙ্ক সমুদিত হইলেন। এবম্বিধ বনশ্রী এবং নির্ম্মল শশাঙ্ক দর্শনে কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া বেণু নিক্কণ

সন্ত্যজ্য গৃহকর্ম্মাণি কৃষ্ণাকর্ষিতমানসাঃ।
রাধা জগাম চার্ব্বঙ্গী তাসামগ্রে ব্যবস্থিতা ॥
সাক্ষাচ্ছম্ভুঃ পুমান্ পূর্ণো মায়াস্ত্রীরূপমাশ্রিতঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ পরিসংবীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥
মহাবিহার উদ্যোগং চক্রে স মুনিসত্তম।
আকৃষ্য বাহুভিঃ সর্ব্বা গোপীঃ কৃষ্ণঃ
পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৬
রেমে রতিপতিং জিত্বা নানামঙ্গলকৌতুকৈঃ।
অথাষ্টধাভবৎ কৃষ্ণো নবীনজলদপ্রভঃ ॥ ২৭
স্মিতাস্যঃ পরমানন্দঃ পূর্ণাত্মা কামবিহ্বলঃ।
তদ্বীক্ষ্য রেজে রাধাপি ভূত্বাষ্টৌ মূর্ত্তয়ঃ ক্ষণাৎ
সহস্রেন্দুপ্রভা স্মেররুচিরা মদবিহ্বলা।
তাভির্মূর্ত্তিভিরষ্টাভির্বিহরন্তং মহামুনে ॥ ২৯
অষ্টমূর্ত্তিঃ প্রসন্নাত্মা কৃষ্ণঃ সোঽন্তর্দধে ক্ষণাৎ।
ততোঽন্তরীক্ষে চক্রে স রাসক্রীড়াং মহামুনে ॥
অন্যাশ্ছলেন সন্ত্যজ্য সর্ব্বগোপবরাঙ্গনাঃ।
বাহুভ্যাং বাহুমাকৃষ্য রাধায়াঃ কমলেক্ষণঃ ॥৩১
বক্ষেণ ঘটয়ন্ বক্ষঃ মর্দ্দয়ংশ্চ স্তনং করৈঃ।
কচিদ্বস্ত্রং সমাহৃত্য প্রহসন্-কৌতুকান্বিতঃ ॥ ৩২
রেমে চিরং পরানন্দঃ পূর্ণাত্মা নিজলীলয়া।
তত্রাসীৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী মুনিসত্তম ॥ ৩৩
ভেরীমৃদঙ্গতূর্য্যাদিনিস্বনৈস্তুমুলৈঃ সহ।
তথা বিহরমাণৌ তু রাধাকৃষ্ণৌ নভোঽন্তরে ॥
নালোক্য কৃষ্ণং ব্যস্তা গোপিকা রম্যকাননে।
তাসাং বিলাপমাকর্ণ্য পুনঃ কৃষ্ণস্ত রাধয়া ॥ ৩৫
প্রত্যক্ষং সমভূত্তত্র কাননে মুনিসত্তম।
মনোঽভিলষিতং তাসাং কৃষ্ণঃ কর্ত্তুমনেকধা ॥
সম্ভূয় নিজমাহাত্ম্যাদ্রেমে তস্মিন্মহাবনে।
দৃষ্ট্বা তু দেবগন্ধর্ব্বাঃ কৃষ্ণক্রীড়াং মহাবনে ॥৩৭
সম্প্রাপুঃ পরমামোদং চক্রুঃ পুষ্পাভিবর্ষণম্।
এবং বহুদিনং রাত্রৌ গোপীভিঃ সহ কাননে ॥
চকার রাসক্রীড়াং বৈ কৃষ্ণো মায়াময়ঃ পুমান্।
অন্যা অপি মহাক্রীড়াশ্চকার পরমেশ্বরী ॥ ৩৯

করিলেন। তৎশ্রবণে সর্ব্ব গোপাঙ্গনা স্ব স্ব গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া কৃষ্ণাকৃষ্ট-মনে কৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইল। চার্ব্বঙ্গী রাধা তাহাদের অগ্রগামিনী হইলেন। সাক্ষাৎ শম্ভুই রাধা—মায়ায় রমণীরূপে অবস্থিত। কমলনয়ন কৃষ্ণ তাহাদের সকলকে সমাগত দেখিয়া মহান বিহারোদ্যোগ করিলেন। তিনি সমস্ত গোপীকে পৃথক্ পৃথক্রূপে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া—রতিপতিকে জয় করিয়া—বিবিধ কৌতুকমঙ্গলে রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নবীন নীরদনিভ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎসহাস্য বদনে পরমানন্দপূর্ণচিত্তে কামবিহ্বল হইলেন। তদ্দর্শনে রাধাও ক্ষণমধ্যে অষ্ট মূর্ত্তি হইয়া বিরাজ করিলেন। তাঁহার প্রভা সহস্র ইন্দুবৎ প্রতিভাত হইল। স্মের-রুচিরা রাধা কামবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হে মহামুনে! অষ্টমূর্ত্তি প্রসন্নাত্মা কৃষ্ণ রাধার সেই অষ্টমূর্ত্তির সহিত বিহার করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। হে মুনে! তখন তিনি অন্তরীক্ষে রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন।১—৩০। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপী-দিগকে ছলে পরিত্যাগ করিয়া বাহুযুগ দ্বারা রাধার বাহু আকর্ষণ করিয়া বক্ষে বক্ষ স্থাপন করিয়া—করপীড়নে স্তনযুগ মর্দ্দন করিয়া—কখন বস্ত্র আহরণ করিয়া সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে পরমানন্দপূর্ণ-মনে নিজ লীলায় বহুকাল রমণ করিলেন। হে মুনিবর! তখন তুমুল ভেরী, মৃদঙ্গ ও তূর্য্যাদির নিঃস্বনসহ মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইল। এইরূপে রাধাকৃষ্ণ নভোমণ্ডলে বিহার করিতে থাকিলে, অন্য গোপাঙ্গনারা তাঁহাদিগকে না দেখিয়া সেই রম্য কাননে রোদন করিতে লাগিল। হে মুনিবর! তাহাদের বিলাপধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ রাধা সহ পুনরায় সেই কাননমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। গোপীদিগের বহু মনোরথ পূরণার্থ তিনি নিজ মাহাত্ম্যে আবির্ভূত হইয়া সেই মহাবনে রমণ করিতে লাগিলেন। দেব-গন্ধর্ব্বগণ সেই কৃষ্ণক্রীড়া দেখিয়া পরমামোদে পুষ্প বর্ষণ করিলেন। এইরূপে গোপীগণসহ বহুদিন রাত্রিযোগে কাননে মায়াময় কৃষ্ণ

বস্ত্রাপহরণাদ্যাশ্চ যোষিদ্রূপেণ শম্ভুনা।
নন্দাদ্যা গোপবৃন্দাশ্চ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মেতি চেষ্টিতৈঃ
স্নেহেন পালয়ামাসুঃ কৃষ্ণং দেব্যাত্মকং মুনে।
রাধাপি পরিসন্ত্যজ্য লজ্জাং তেন নিরন্তরম্॥
লাবণ্যং বর্দ্ধয়ন্তীব রেমে কৃষ্ণেন নারদ।
অথ কংসেরিতো দৈত্যো বৃষভাখ্যো মহাবলঃ
একদা গোকুলং প্রায়াদ্রামং কৃষ্ণং বিহিংসিতুম্
তমায়ান্তং বৃষং বীক্ষ্য রজতাদ্রিসমং মুনে।৪৬
দুদ্রুবুঃ পরিতঃ সর্ব্বে পশবো গোকুলাশ্রয়াঃ।
তুক্ষুবুশ্চাপরে লোকাঃ সিংহং দৃষ্ট্বৈব গোগণাঃ
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ভয়ং তস্য দুরাত্মনঃ।
এবং নিরীক্ষ্য সন্ত্রাবমানা গোকুলবাসিনঃ॥৪৫
কৃষ্ণস্তমাসসাদাথ বৃষভাখ্যং মহাসুরম্।
স চাপি বৃষভো বীক্ষ্য কৃষ্ণং সম্মুখমাগতম্॥
ক্ষুরৈঃ প্রচালয়ন্ পৃথ্বীং ননর্দ্দ মুনিসত্তম।
অথ কৃষ্ণস্তমাকৃষ্য শৃঙ্গয়োর্দ্ধরণীতলাৎ। ৫১
প্রক্ষিপ্য পাতয়ামাস পৃথ্ব্যাং প্রাণান্ প্রমোচয়ন্

ততো গোপাঃ পরং প্রাপ্য বিস্ময়ং হৃষ্টমানসঃ
অপূজয়ন্ তে কৃষ্ণং তং নানাস্তুতিভিরাদরাৎ

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে
রাসক্রীড়ায়াং ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৩

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথৈকদা মুনিঃ প্রায়াম্নারদো মথুরাপুরম্।
নভসা বাদয়ন্ বীণাং গায়ন্ হরিগুণামৃতম্॥ ১
স প্রাহ কংসরাজায় নির্জ্জনে মুনিসত্তম।
বেদয়ন্ সকলং বৃত্তং সুগুপ্তং হৃষ্টচেতসে॥২

নারদ উবাচ।

শৃণু গুহ্যতমং রাজন্ বক্ষ্যে তব হিতং বচঃ।
যোঽসৌ নন্দসুতঃ কৃষ্ণো গোকুলেঽস্তি সুলোচনঃ॥ ৩
নবীননীরদশ্যামো বনমালাবিরাজিতঃ।
স এব দেবকীগর্ভে সম্ভূতশ্চাষ্টমে ধ্রুবম্॥ ৪

রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বরী নারীরূপী শম্ভুর সহিত বস্ত্রহরণাদি অন্যান্য মহাক্রীড়াও করিলেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দেব্যাত্মক কৃষ্ণকে ব্রহ্ম জ্ঞানে স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণ পরস্পর লজ্জা ত্যাগ করিয়া—পরস্পর পরস্পরের লাবণ্য বর্দ্ধিত করিয়া রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা কংসপ্রেরিত মহাবল বৃষদৈত্য রাম-কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গোকুলে গমন করিল। হে মুনে! সেই রজতনিভ বৃষকে আসিতে দেখিয়া গোকুলস্থ সর্ব্ব পশু পলায়ন করিল। দুরাত্মা দৈত্যের ভয়ে লোক সকল সিংহদর্শনে বৃষপালবৎ নানা দিকে বিদিকে ধাবিত হইল। কৃষ্ণ গোকুলবাসীকে এইরূপে পলায়নপর দেখিয়া বৃষাসুরকে আক্রমণ করিলেন। হে মুনিবর! বৃষ কৃষ্ণকে সম্মুখাগত দেখিয়া ক্ষুর দ্বারা ভূতল বিদারণপূর্ব্বক নর্দ্দন করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ তাহার উভয় শৃঙ্গ আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। বৃষ সেই আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন গোপগণ পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে নানাস্তুতি দ্বারা কৃষ্ণকে সাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩১—৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—একদা নারদ মুনি বীণাবাদন যোগে হরিগুণামৃত গান করিয়া আকাশপথে মথুরায় গমনানন্তর নির্জ্জনে হৃষ্টাশয় কংসরাজাকে সমস্ত গুপ্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজন্! তোমার হিতার্থে গোপনীয় বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বনমালামণ্ডিত নবীননীরদশ্যাম

রোহিণীগর্ভসম্ভূতো রামো ভীমপরাক্রমঃ ।
তে ন্যস্তৌ বসুদেবেন বিভ্যতা নন্দবেশ্মনি ॥
তাভ্যাং তে নিহতাঃ শূরাস্তৃণাবর্ত্তাদয়ো বলাৎ
কন্যা যা গগনং প্রায়াৎ সা তু নন্দসমুদ্ভবা । ৬
আনীতা বসুদেবেন ত্বাং প্রতারয়িতুং ধ্রুবম্ ॥৭

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তেনৈবমুক্তোহতিদুর্দ্ধর্ষো ক্রোধাৎ খড়্গমুপাদধে ।
সংচ্ছেত্তুকামো দেবক্যা সহিতং বৃষ্ণিনন্দনম্ ॥৮
ততস্তং বারয়ামাস স এব মুনিসত্তমঃ ।
উক্ত্বা বহুবিধং তস্মৈ রাজ্ঞে কংসায় কোপিনে ॥
ততঃ স্বাশ্রমমভ্যায়াৎ স মুনির্দেবদর্শনঃ ।
কংসঃ প্রস্থাপয়ামাসাক্রূরং নিশ্চিত্য মন্ত্রিভিঃ ॥
অক্রূরমাহ গত্বা ত্বং গোকুলে নন্দবেশ্মনি ।
বসুদেবসুতৌ রামকৃষ্ণৌ তত্রস্থিতৌ চ্ছলাৎ ॥
সমানয় পুরীমেনাং মথুরাং মম শাসনাৎ ।
অত্র মুষ্টিকচাণূরপ্রমুখৈর্মল্লযোধিভিঃ ॥ ১২

মল্লযুদ্ধেন তৌ বীরৌ পাতয়িষ্যে মহাবলৌ ।
ইত্যাজ্ঞপ্তো মুনিশ্রেষ্ঠ কংসেনাতিদুরাত্মনা ॥
অক্রূরো রথমারুহ্য চিত্রং গোকুলমাযযৌ ।
ততো নন্দাশ্রমং গত্বা রথাৎ ক্ষিতিমুপেত্য চ
প্রাবিশ্য দদৃশে বীরৌ বাসুদেবৌ সুদুর্জ্জয়ৌ ।
অক্রূরস্তৌ প্রণম্যাথ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥১৫
উবাচ গমনে হেতুং যৎ কংসেনাভিভাষিতম্ ॥

অক্রূর উবাচ ।

প্রেষিতঃ কংসরাজেন দুষ্টেনাহং সমাগতঃ ।
যুবাং মধুপুরীং নেতুং রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ॥১৭
স তু সমন্ত্রয়ামাস মন্ত্রিভির্দুষ্টচেতসৈঃ ।
যুবাং মল্লেন যুদ্ধেন মল্লৈঃ সম্পাতয়িষ্যতি ॥১৮
অহন্তু প্রতিজানামি শ্রুত্বা যোগিমুখাম্বুজাৎ ।
ন যুবাং প্রকৃতৌ নূনং মনুজৌ ভীমবিক্রমৌ ॥
কংসাদিদুষ্টভূভারনিবৃত্ত্যৈ নিজলীলয়া ।
জাতৌ মায়াময়ৌ পৃথ্ব্যাং পুংপ্রকৃত্যাত্মজৌ পরৌ ॥ ২০

গোকুলে নন্দনন্দনরূপে বিরাজিত, তিনিই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ। আর ভীমপরাক্রম রাম রোহিণীর গর্ভজাতরূপে প্রখ্যাত। বসুদেব তাঁহাদের উভয়কেই নন্দগৃহে ন্যস্ত করিয়াছেন। তোমার তৃণাবর্ত্তাদি অসুরদিগকে তাঁহারাই সবলে নিহত করিয়াছে। যে কন্যা গগনপথে চলিয়া গিয়াছে, সে বস্তুতঃ নন্দের পুত্রী। বসুদেব তোমাকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত ঐ কন্যা আনিয়াছিল। মহাদেব কহিলেন—নারদ এই কথা কহিলে দুর্দ্ধর্ষ কংস ক্রোধে বসুদেব-দেবকীর প্রাণ বিনাশার্থ খড়্গ গ্রহণ করিল। তখন মুনিবর নারদ সেই কুপিত কংসরাজকে বহু প্রবোধবাক্য বলিয়া বারণ করিলেন এবং স্বয়ং স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। কংস মন্ত্রিগণ সহ ক্রূর মন্ত্রণা করিয়া অক্রূরকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিল, বলিল—আমার আদেশে নন্দালয়ে গিয়া তুমি ছলক্রমে রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া এখানে আনিলে আমি মুষ্টিক-চাণূরপ্রমুখ মল্লযোধী বীরগণ দ্বারা সেই দুই মহাবল বীরকে মল্লযুদ্ধে নিপাতিত করিব। হে মুনে! অতি দুরাত্মা কংস অক্রূরকে এইরূপ আজ্ঞা দিলে অক্রূর বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক গোকুলে যাত্রা করিলেন। অনন্তর নন্দালয়ে গিয়া রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক দুর্জ্জয় বীর বসুদেবপুত্রযুগল দর্শন করিলেন। অক্রূর তাঁহাদিগকে দেখিয়াই প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইলেন এবং কংসকথিত তাঁহাদের মথুরাগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। অক্রূর কহিলেন,—দুষ্ট কংসরাজকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদের উভয়কে মথুরাপুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমি হেথায় আসিয়াছি। কংস দুষ্টচিত্ত মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিয়াছে, আপনাদের উভয়কে মল্লগণ দ্বারা মল্লযুদ্ধে নিপাতিত করিবে। কিন্তু আমি যোগিমুখে শুনিয়া জানিতে পারিয়াছি, আপনারা ভীমবিক্রম, প্রাকৃত মানব নহেন। ভূভারভূত কংসাদি দুষ্ট দলনার্থ নিজ লীলায়

নন্দস্য চ যশোদায়াস্তত্রভাগ্যাতিরেকতঃ।
সংস্থিতো ছলমাশ্রিত্য ভয়াৎ কংসাদ্দুরাত্মনঃ
তদেতয়োঃ সম্ভবজন্মান্তরকৃতস্য বৈ।
সম্পূর্ণং ফলমেবেহ তপসঃ ফলমুত্তমম্ ॥ ২২
ইদানীং সমুপাগত্য মথুরায়াং দুরাসদান্।
কংসাদিদুষ্টভূভারান্ পাতয়েথাং মহাবলান্ ॥ ২৩

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
গন্তুমিচ্ছু মধুপুরীং সর্ব্বান গোপান্ সমূচতুঃ ॥ ২৪
যুয়ং বিবিধগব্যানি মথুরাধিপ মহাত্মনে।
দাতুং রাজ্ঞে শ্বঃ প্রভাতে গৃহীত্বা সম্প্রযাস্যথ ॥
আবাং তত্র গমিষ্যাবো দ্রষ্টুং ক্ষিতিপতিং ধ্রুবম্।
তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা গোপাশ্চকিতমানসাঃ।
তথা চক্রুর্মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব এব মহামতে ॥ ২৬
ততঃ প্রভাতে আরুহ্য রথং তং চিত্রমুত্তমম্।
অক্রূরেণ সহোদ্যোগং চক্রতুর্মথুরাগমে ॥
ততস্ত রুরুদুঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণং বীক্ষ্য ব্রজাঙ্গনাঃ।
তাঃ সমাশ্বাস্য তূর্ণং স্তৌ চালয়ন্তু রথমত্যগাৎ ॥ ২৭
অনুজগ্মুর্মুনিশ্রেষ্ঠ নন্দাদ্যা গোপবৃন্দকাঃ।
প্রগৃহ্য দধিতক্রাদি গব্যানি যদুনন্দনম্ ॥ ২৮
অক্রূরস্তু সমাদায় রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
জগাম মধুপুর্য্যাং বৈ নন্দগোপমুখৈর্বৃতৌ ॥ ২৯
আয়াতৌ রামকৃষ্ণৌ স শ্রুত্বা কংসোঽতি মূঢ়ধীঃ।
হস্তিনং স্থাপয়ামাস দ্বারি ভীমপরাক্রমম্ ॥ ৩০
তং করে সমুপাদায় কৃষ্ণঃ সম্পাত্য ভূতলে।
দ্বিধা চক্রে শিরস্তস্য করাঘাতেন লীলয়া ॥ ৩১
ততঃ পুরং বিবিশতু রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
অক্রূরসহিতৌ বীরৌ নদন্তৌ সিংহবন্মুহুঃ ॥ ৩২
অনুজগ্মুর্ভয়ত্রস্তা নন্দাদ্যা ব্রজবাসিনঃ।
উপায়নানি গব্যানি গৃহীত্বা মুনিসত্তম ॥ ৩২
তে তু গত্বা দ্রুতং যত্র কংস আস্তে নরাধিপঃ।
উপায়নানি প্রদদুস্তস্মৈ নত্বা দুরাত্মনে ॥ ৩৩
মল্লক্ষেত্রে স্থিতৌ রামকৃষ্ণৌ ভীমপরাক্রমৌ।
মল্লাঃ সম্বোধয়ামাসুর্মুষ্টিকাদ্যা মহাবলাঃ।

মায়াময় দেহে পরম পুরুষপ্রকৃতিস্বরূপে পৃথিবীতে আপনারা অবতীর্ণ। নন্দ-যশোদার ভাগ্যাতিশয্যেই ছলক্রমে দুরাত্মা কংসের ভয়ে এ স্থানে আপনাদের অবস্থান। নন্দ-যশোদার জন্মান্তরকৃত তপস্যার পূর্ণ ফল ফলিয়াছে। এক্ষণে আপনারা মথুরায় আসিয়া মহাবল পরাক্রম কংসাদি ভূভারদিগকে নিপাতিত করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহাবল রামকৃষ্ণ অক্রূরের এই বাক্য শুনিয়া মথুরায় গমনেচ্ছু হইলেন এবং সমস্ত গোপদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা কল্য প্রভাতে বিবিধ গব্য সামগ্রী লইয়া মথুরেশ্বরকে প্রদান করিতে মথুরায় যাইবে। আমরাও তথায় গমন করিব। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া গোপগণ চকিতচিত্ত হইল এবং সকলেই তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিল। অনন্তর প্রভাতে বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক অক্রূর সহ রামকৃষ্ণ মথুরা গমনের উদ্যোগ করিলেন। কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনারা রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া সত্বর রথ পরিচালন করিলেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ দধি তক্রাদি গব্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অক্রূর মহাবল রামকৃষ্ণকে লইয়া নন্দগোপাদি সহ মধুপুরীতে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়বুদ্ধি কংস কৃষ্ণ-বলরামের আগমন-সংবাদ শুনিয়া দ্বারদেশে এক ভীমপরাক্রম হস্তী রাখিয়া দিল। কৃষ্ণ সেই হস্তীর শুণ্ড সবলে ধরিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং লীলাক্রমে করাঘাতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মুহুর্মুহুঃ সিংহবৎ গর্জ্জন করত অক্রূর সহ মহাবল রামকৃষ্ণ পুরপ্রবেশ করিলেন। নন্দাদি ব্রজবাসীরা ভয়ত্রস্ত হইয়া গব্য উপায়ন গ্রহণপূর্ব্বক নরপতি কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই দুরাত্মাকে সমস্ত বস্তু প্রদান করিলেন। ১—৩৩। ভীম পরাক্রম রামকৃষ্ণ মল্লক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলেন। মুষ্টিকাদি

চক্র সম্পাতয়ামাস মুষ্টিঘাতেন মুষ্টিকম্ ।
রোহিণীতনয়ো রামো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫
কৃষ্ণোহপ্যপাতয়দ্বীরং চাণূরং পৃথিবীতলে ।
উত্থায় গগনং ভূমৌ নিপাত্য মুনিসত্তম ॥ ৩৬
অন্যাংশ্চ শতশো মল্লান্ রামকৃষ্ণৌ রণার্দ্দিতঃ ।
পতিয়ামাসতুঃ সংখ্যে দর্শয়ন্তৌ পরাক্রমম্ ॥৩৭
ততঃ কৃত্বা নিপতিতান্ মল্লান্ ভীমপরাক্রমান্
আরুরোহ মহত্তুঙ্গং মঞ্চং কংসো দিদৃক্ষয়া ॥ ৩৮
ততস্ত বীক্ষ্য দুষ্টাত্মা রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ॥
ভৃত্যানাহ ভয়ত্রস্ত এতৌ দূরয় দূরয় ॥ ৩৯
ব্রজস্থান্ দণ্ডয়িষ্যামি গোপান্ সর্ব্বান্ দুরাত্মনঃ
নন্দঞ্চ ঘাতয়িষ্যামি সভার্য্যং দুষ্টচেতসম্ ॥৪০
ইত্যেবং ভাষমাণং তং কৃষ্ণো বীক্ষ্য রুষার্দ্দিতঃ
দধার নিজমূর্ত্তিং তাং ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিণীম্ ॥
ততঃ সা কালিকা দেবী বামেনাকৃষ্য পাণিনা ।
কেশেষু তং দুরাত্মানং খড়্গেন শির আচ্ছিনৎ
সা তু ছিত্বৈব তং দুষ্টং ভূয়ঃ সম্ভূয় পূর্ব্ববৎ ।
ননর্ত্ত ধরণীপৃষ্ঠে রামেণ মুনিসত্তম ॥ ৪৩
যশোদাপি ভবৎপত্নী মৎপুত্রৌ সুতবৎসলা ।
নন্দাদ্যা গোপবৃন্দা চ হর্ষনির্ভরমানসাঃ ।
ননৃতুর্বেণুবীণাদীন্ বাদয়ন্তো রণাঙ্গনে ॥ ৪৪
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ নভসো মুনিসত্তম ।
দিশঃ সমভবন্ সর্ব্বা নির্ম্মলা বিগতস্বনাঃ ॥ ৪৫
দেবকীবসুদেবৌ তু সম্বদ্ধৌ নিগড়ান্বিতৌ ।
গত্বা প্রণম্য কৃষ্ণোহসৌ মোচয়ামাস বন্ধনাৎ ॥
তৌ দৃষ্ট্বা সমুপায়াতৌ পুত্রৌ চারুমুখাম্বুজৌ ।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনেত্রান্তৌ নিন্যতুশ্চাঙ্কমাত্মনোঃ ॥৪৭
কংসস্য তনয়া মহিষ্যশ্চ ভর্ত্তৃশোকেন মোহিতাঃ ।
করেণাতাড্য বক্ষাংসি শিরাংসি চ মহামুনে ॥
তাঃ সর্ব্বাস্ত সমাশ্বাস্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।
উগ্রসেনং মহারাজং তস্মিন্ রাজ্যেহভ্যষেচয়ৎ
অথ নন্দং পরিষ্বজ্য বসুদেবঃ সমব্রবীৎ ।
প্রীণয়ন্ প্রিয়বাক্যেন বাষ্পাকুলিতলোচনম্ ॥৫০

বসুদেব উবাচ ।

সখে ভবালয়ে হ্যেতৌ পুত্রৌ মে সংস্থিতৌচিরম্
পিতেব ত্বঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ কৃতবান্ পরিপালনম্ ॥৫১

মহাবল মল্লগণ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। মহাপরাক্রম বলরাম মুষ্ট্যাঘাতে মুষ্টিককে পাতিত করিলেন। চাণূর বীর কৃষ্ণহস্তে নিপাতিত হইল। অনন্তর রামকৃষ্ণ শূন্যপথে থাকিয়া আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যান্য শত শত মল্লের প্রাণসংহার করিলেন। কংস মল্লক্রীড়া দর্শনার্থ মঞ্চারোহণ করিয়াছিল। সে ভয়ত্রস্ত হইয়া দূতগণকে বলিল—শীঘ্র ইহাদিগকে দূর করিয়া দে, দূর করিয়া দে, আমি ব্রজস্থানস্থ সমস্ত দুষ্টাশয় গোপের দণ্ড বিধান করিব। দুষ্টচিত্ত নন্দকে আমি তাহার ভার্য্যাসহ বিনাশ করিব। কৃষ্ণ কংসকে এইরূপ বাক্যব্যয় করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকরী নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন কালিকা দেবী বামহস্তে দুরাত্মা কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া খড়্গ দ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিলেন। তিনি সেই দুষ্টের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ রূপ ধারণ করিয়া বলরাম সহ ধরণীপৃষ্ঠে নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ বেণুবীণাদি বাদন করিয়া রণাঙ্গনে নাচিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইল। সর্ব্বদিক্ নির্ম্মল ও নিঃশব্দ হইল। কৃষ্ণ নিগড়বদ্ধ দেবকী-বসুদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। তাঁহারা সৌম্য মুখপদ্মশালী পুত্রদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়নে নিজাঙ্কে উপবেশন করাইলেন। কংসমহিষীরা ভর্ত্তৃশোকে মোহিত হইয়া বক্ষে শীর্ষে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিলেন। কমললোচন কৃষ্ণ তাহাদের সকলকে সমাশ্বাসিত করিয়া মহারাজ উগ্রসেনকে মথুরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৩৪-৫০। অনন্তর বাসুদেব নন্দকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়বাক্যে আপ্যায়িত করত বাষ্পাকুলনেত্রে কহিলেন—সখে! আমার এই পুত্রদ্বয় দীর্ঘকাল তোমার আলয়ে বাস করিয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ তুমি পিতার ন্যায় ইহাদের পালন করিয়াছ,তোমার ধর্ম্মজ্ঞা

পালয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞা ভবদুবাং সুতয়োর্মম ॥ ৫২
পিতরৌ মম বন্ধুশ্চ ভবানসি দয়াপরঃ।
ইমাবিদানীং সংস্থাপ্য মদ্গেহেঽস্মিন্ কুমারকৌ ॥৫৩
ব্রজং ব্রজ ব্রজপতে সহিতো ব্রজবাসিভিঃ।
নাত্র ত্বয়া শোচনীয়ং মমৈব প্রিয়কারণাৎ ॥৫৪
বক্তব্যঞ্চ যশোদায়ৈ মমেদং বচনং সখে। ৫৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো বসুদেবেন নন্দঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।
নিশ্বসন্ দদৃশে রামকৃষ্ণৌ নিশ্চলিতেক্ষণঃ ॥
ততঃ সাশ্রু পরীতাক্ষৌ রামকৃষ্ণৌ মহামতে।
নন্দং সমূচতুর্বাক্যং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৫৭
অত্র সন্তর্প্য পিতরৌ বন্ধুনন্যাংশ্চ দুঃখিতান্।
আমপ্যত্যেত্য পিতরং ত্রক্ষ্যাবো মাতরং তথা
ইতি তাভ্যাং নিগদিতং শ্রুত্বা নন্দোঽতি-
দুঃখিতঃ।
রুদন্ স্বপুরমভ্যায়াৎ সহিতো ব্রজবাসিভিঃ ॥
তস্মিন্ সমাগতে সর্ব্ব রুরুদুর্গোপযোষিতঃ।

অদৃষ্ট্বা রামকৃষ্ণৌ তৌ সুচারুমুখপঙ্কজৌ ॥ ৬০
তাসাং শোকাপনোদায় কৃষ্ণস্তু মুনিসত্তম।
গোকুলে প্রেষয়ামাসোদ্ধবং ভক্তিপরায়ণম্ ॥৬১
স গত্বা সান্ত্বয়ামাস সমস্তান্ ব্রজবাসিনঃ।
কৃষ্ণশোকসুদুঃখার্ত্তানুক্তা কৃষ্ণাভিভাষিতম্ ॥
ততস্তয়োঃ সমকরোর্ব্বিধিনা দ্বিজসংস্কৃতিম্।
বসুদেবঃ সমানায্যাচার্য্যং গর্গং মহামুনিম্ ৬৩
স এব সর্ব্বশাস্ত্রাণি ধনুর্ব্বেদাদিকানি চ।
ব্যশিক্ষয়দ্মহাত্মানৌ রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ॥৬৪
তৌ সর্ব্বগুণসম্পন্নৌ বাসুদেবৌ মহাবলৌ।
স্বভৌ মধুপুর রম্যে প্রীণয়ন্তৌ স্ববান্ধবান্ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাব-
তারে কংসবধো নাম চতুঃপঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পত্নী যশোদাও আমার এই পুত্র দুইটীকে স্বীয় সন্তানবৎ পালন করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা পতিপত্নী আমার পুত্রযুগলের ধর্ম্মতঃ পিতামাতা স্বরূপ, তুমি আমার দয়াবান্ বন্ধু। হে ব্রজপতে! এক্ষণে ইহাদিগকে আমার গৃহে রাখিয়া তুমি ব্রজবাসীদিগের সহিত ব্রজে গমন কর। আমার প্রিয় কার্য্য নিমিত্ত এ বিষয়ে শোক করিও না। হে সখে! যশোদার নিকটও আমার এই বাক্য বলিবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—বসুদেব, এই কথা কহিলে, নন্দ সাশ্রুনেত্রে নিশ্বাস ছাড়িয়া এক দৃষ্টে রামকৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হে মহামতে! তখন সাশ্রুনেত্র রামকৃষ্ণ নন্দকে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে বলিলেন—এখানে পিতামাতার এবং দুঃখিত বন্ধুবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়া আমরা উভয়ে আবার গিয়া পিতামাতাকে দর্শন করিব। নন্দ তাঁহাদের এই বাক্য শুনিয়া অতিদুঃখে রোদন করিতে করিতে ব্রজবাসীদিগের সহিত গোকুলে আসিলেন। নন্দ প্রত্যাগত হইলে সমস্ত গোপাঙ্গনারা রামকৃষ্ণের অদর্শনে রোদন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাদের শোকাপনয়নার্থ ভক্ত উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব গিয়া কৃষ্ণশোকার্ত্ত সমস্ত ব্রজবাসীকে কৃষ্ণের বার্ত্তা বলিয়া সান্ত্বনা দান করিলেন। অনন্তর বসুদেব মহামুনি আচার্য্যগর্গকে আনাইয়া পুত্রদ্বয়ের দ্বিজোচিত সংস্কার করাইলেন। গর্গমুনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদাদি শিখাইলেন। মহাত্মা সর্ব্বগুণযুক্ত কৃষ্ণবলরাম এইরূপে বন্ধুবর্গের প্রীতি জন্মাইয়া মধুপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৫।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং ভগবতী দেবী শ্যামসুন্দররূপিণী।
ছলেন বিনিপাত্যৈতান্ দুরাত্মান্ দুষ্টচেতসঃ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—এইরূপে শ্যাম-সুন্দররূপিণী ভগবতী দেবী ছলক্রমে সেই

তথান্যেষাঞ্চ দুষ্টানাং প্রতীক্ষন্তৌ বধে চ্ছলম্ ।
রম্যে মধুপুরেঽবাৎসীদ্রামেণ মুনিসত্তম ॥২
শম্ভুশ্চ ধরণীপৃষ্ঠে স্ত্রীরূপেণাষ্টধা ভবন্ ।
স্থিতঃ পিতৃগৃহে দেবীং প্রতীক্ষন্ কৃষ্ণরূপিণীম্
তথা বিষ্ণুশ্চ সম্ভূয় কুন্ত্যাং দেবাৎ পুরন্দরাৎ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽবাৎসীন্নগরে হস্তিনাহ্বয়ে ॥
অর্জ্জুনেতি সমাখ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ ।
সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বিদ্যাবিশারদঃ ।
তদা তদ্ভ্রাতরশ্চান্যে চত্বারো ভীমবিক্রমাঃ ॥৫
ধর্ম্মপুত্রাদয়ো বীরা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
তে ধর্ম্মনিরতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ সত্যশালিনঃ ॥
সম্প্রাপ্তযৌবনা রাজ্যমকার্ষুর্মুনিসত্তম ।
অভ্যদ্বিষংস্তান্ দুর্দ্ধর্ষা ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ॥৭
ধৃতরাষ্ট্রস্ত দুর্ব্বুদ্ধিঃ কর্ণশ্চ শকুনিঃ সদা ।
দুর্য্যোধনশ্চ সততং চিন্তয়ামাস দুর্ম্মতিঃ ॥ ৮
উপায়ং পাণ্ডবেয়ানাং নিধনে মুনিসত্তম ।
বিষদানাদি কর্ম্মাণি কৃত্বা তেষাং বধেচ্ছয়া ॥৯
ব্যর্থচেষ্টোঽপি নো শান্তিমবাপ ক্রূরমানসঃ ।
তস্য তদ্বুদ্ধিমাজ্ঞায় ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়ঙ্করীম্ ।
অক্রূরং প্রেষয়ামাস হস্তিনায়াং স বৃষ্ণিরাট্ ।
স গত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সর্ব্বং বিজ্ঞায় চেষ্টিতম্ ১১
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানং রহস্যেদং বচোঽব্রবীৎ ।

অক্রূর উবাচ ।

বৈচিত্রবীর্য্যদায়াদ মহারাজ সুতাংব ।
নিবার্য্য পাণ্ডবেয়েষু স্নেহং প্রকটয় প্রভো ॥
বাল্যে মৃতঃ পিতা তেষাং ত্বাদৃতে ন হি বিদ্যতে ।
যস্তেষু কুরুতে স্নেহমনাথেষু মহামতে ॥ ১৩
তস্মাদ্বিধায় সমতাং পাণ্ডবেষু সুতেষু চ ।
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং মহারাজ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

বিদ্বেষঃ পাণ্ডবেয়েষু যদ্যপ্যেষ ক্ষয়ঙ্করঃ ।
তথাপি পুত্রবাৎসল্যান্ন ত্যক্তুং রোচতে মনঃ ॥

সকল ভূভারভূত দুষ্টদিগকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য দুষ্টাশয়দিগের বধাচ্ছিদ্র প্রতীক্ষা করত রাম সহ রম্য মধুপুরে বাস করিতে লাগিলেন। শম্ভু ধরণীতলে স্ত্রীরূপে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণরূপিণী দেবীর প্রতীক্ষায় পিতৃগৃহে রহিলেন। এদিকে বিষ্ণু দেবপুরন্দর হইতে কুন্তিগর্ভে জন্ম লইয়া মহাবলপরাক্রম অর্জ্জুন নামে ভ্রাতৃগণসহ হস্তিনাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বাস্ত্র ও ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশারদ হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মপুত্রাদি অন্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও মহাবলপরাক্রম। এইরূপে সেই পঞ্চপাণ্ডুনন্দনই ধর্ম্মব্রত ও সত্যনিষ্ঠ। তাঁহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। মহাবল দুর্দ্ধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। হে মুনিবর! দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, শকুনি, ও দুর্য্যোধন সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের নিধনার্থ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। বিষদানাদি কর্ম্ম করিয়াও তাহারা পাণ্ডবগণের বধ-সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তথাচ তাহাদের নিবৃত্তি হইল না। বৃষ্ণিরাজ, ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বক্ষত্রিয়-ক্ষয়করী তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর হস্তিনাপুরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের কার্য্যাদি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জ্জনে বলিলেন,—হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন মহারাজ! আপনার পুত্রদিগকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া পাণ্ডবগণের উপর স্নেহ প্রদর্শন করুন। বাল্যে তাহাদের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। তাহারা অনাথ; আপনি ব্যতীত তাহাদিগকে স্নেহ করিবার আর কেহই নাই। অতএব পাণ্ডবে এবং নিজ পুত্রবর্গ মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া পরমপ্রীত সহকারে রাজ্যভোগ করিতে থাকুন।১—১৪। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—যদিও পাণ্ডবগণের উপর মৎপুত্রগণের ভীষণ বিদ্বেষভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুত্রবাৎসল্য বশতঃ আমি তাহাদিগকে ত্যাগ

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি তন্মতমাজ্ঞায় সোঽক্রূরঃ সমুপেত্য চ।
শ্রীকৃষ্ণায় যথাবৃত্তং কথয়ামাস নারদ ॥ ১৬
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
রাজাধাস্যাং কুরুক্ষেত্রে নিধনং সম্ভাবিষ্যতি ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
অবশ্যমেবচৈতস্মাদ্বিদ্বেষাদিতি-নারদ ॥ ১৮
অথ কৃষ্ণঃ পুরীং দিব্যাং ব্রহ্মণা পরিকল্পিতাম্।
দ্বারকীং যদুভিঃ সার্দ্ধং সংবাসায় বিবেশ হ ॥১৯
ততঃ শিবাংশজাতায়া রুক্মিণ্যাস্তু স্বয়ংবরে।
বিদর্ভরাজেনাহূতাঃ সর্ব্ব এব মহীভুজঃ ॥২০
আজগ্মুর্নগরং তস্য নানাদেশনিবাসিনঃ।
রুক্মির্নাম সুতস্তস্য ভীষ্মকস্য চ দুর্ম্মতিঃ ॥২১
চৈদ্যায় শিশুপালায় ভগিনীং দাতুমুৎসুকঃ।
কৃষ্ণং বিদ্বিষ্য পিতরাবনাদৃত্য নচাহ্বয়ৎ ॥ ২২
স চেদিরাজো বলবান্ রুক্মেবিজ্ঞায় তন্মতম্।
মহতা রথবংশেন সুচারুবররূপধৃক্ ॥ ২৩
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠ বিদর্ভাধিপতেঃ পুরম্।
ততো নারদবক্ত্রেণ রুক্মিণ্যুদ্বাহমঙ্গলম্ ॥ ২৪
বিদর্ভরাজনগরে নানোৎসবসমাকুলে।
ভেরীমৃদঙ্গপণবানকদুন্দুভিনিঃস্বনে ॥ ২৫
শ্রুত্বা স্যন্দনমারুহ্য কৃষ্ণোঽপি সমুপাগমৎ।
তত্র স্থিতঃ সমাগত্য নভসি স্যন্দনোপরি ॥২৬
জহাস কৃষ্ণস্তান্ দৃষ্ট্বা বরবেশধরান্ নৃপান্।
ততঃ কমলপত্রাক্ষীং কণচ্চলিতনূপুরাম্ ॥ ২৭
গঙ্গামর্চ্চয়িতুং নীয়মানাং নারীভিরাদরাৎ।
ধ্যায়ন্তীং কৃষ্ণমেকান্তে হংসীগতিবিনিন্দিতাম্
কাঙ্ক্ষন্তীং বাসুদেবস্যাগমনং রুক্মিণীং তদা।
জহার কৃষ্ণো হাহেতি পৌরাঃ সর্ব্বে বিচুক্রুশুঃ
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা রাজানো ব্যথিতান্তরাঃ।
কৃষ্ণঃ সমদ্যুতবরায়ুধধারিণস্তান্,
বিচ্ছিন্নভল্লবরকার্ম্মুকবাহনাংশ্চ।
লজ্জাভরানতমুখান্ শিশুপালমুখ্যান্,
কৃত্বা জগাম ভবনং ত্রিদিবেন তুল্যম্ ॥ ৩১
তথাংশসম্ভবাঃ শম্ভোঃ সপ্তকন্যাশ্চ নারদ।
জাম্ববত্যাদিকাঃ কৃষ্ণো ভার্য্যাত্বেন সমাগ্রহীৎ

করিতে ইচ্ছা করি না। মহাদেব কহিলেন,—অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া সর্ব্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কমলাক্ষ কৃষ্ণ তৎশ্রবণে স্থির করিলেন—এই বিদ্বেষের ফলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ও দুর্ব্বুদ্ধি শকুনি নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যদুগণ সহ ব্রহ্মকল্পিত দিব্য পুরী দ্বারকায় বাসার্থ গমন করিলেন। এদিকে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের আহ্বানে শিবাংশজাতা রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে সমস্ত পৃথ্বীপাল আগমন করিলেন। ভীষ্মকের দুর্ম্মতি পুত্র রুক্মী শিশুপালকে ভগিনীদানে উৎসুক হইল। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ সে, পিতামাতাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে এ কার্য্যে নিমন্ত্রণও করিল না। হে মুনিবর বলবান্ চেদিরাজ রুক্মীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক সুন্দর বররূপে বিদর্ভাধিপতির পুরে আগমন করিল। অনন্তর নারদের মুখে রুক্মিণীর বিবাহ মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্যন্দনারোহণে নানা উৎসবময় ভেরী-মৃদঙ্গ-পণবানকদুন্দুভিরবাকুল বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় আকাশ পথে রথোপরি অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বরবেশধারী রাজগণকে দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। এই সময় কৃষ্ণধ্যানরতা, হংসীগতিনিন্দিনী—নিয়ত কৃষ্ণাগমনকাঙ্ক্ষিণী রুক্মিণীকে পুরনারীগণ গঙ্গার্চ্চনার্থ লইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এই অবসরে তাঁহাকে হরণ করিলেন। তখন পৌরগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যথিতচিত্তে কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই উত্তমায়ুধধারী শিশুপালপ্রমুখ রাজগণের ভল্ল, কার্ম্মুক ও বাহন সকল ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে লজ্জানতবদন সম্পাদন করিয়া ত্রিদিব তুল্য নিজভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বহু যুদ্ধে বহু বীর নিহত করিয়া শম্ভুর অংশসম্ভবা জাম্ববতী প্রভৃতি সপ্ত কন্যাকে

কৃত্বা বহুতরং যুদ্ধং জিত্বা বীরাংশ্চ সংযুগে।
আগত্য দ্বারকাং রেমে তাভিঃ সহ যথেপ্সিতম্ ॥ ৩৩
রাজেন্দ্রত্বেন সংসিক্তঃ পুত্রপৌত্রাদিসংযুতঃ।
উবাস বৃষ্ণিভিস্তস্যাং দ্বারবত্যাং যদূদ্বহঃ ॥ ৩৪
অন্যাশ্চ বিবিধা ভার্য্যাঃ পরিগৃহ্য মহামুনে।
তাসু চোৎপাদয়ামাস পুত্রান্ কৃষ্ণঃ সহস্রশঃ ॥
তথা হত্বা মহারাজং ভৌমং সমরদুর্জ্জয়ম্।
সহস্রশঃ সমানীয় স্ত্রিয়শ্চারুবিলোচনাঃ ॥ ৩৬
এতস্মিন্নন্তরে তেহপি পাণ্ডবাস্ মুনিসত্তম।
কৃতাভ্যাসাদিকং শস্ত্রবিদ্যামত্যন্তদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৩৭
যিযক্ষবঃ সমাহূতবন্তঃ কৃষ্ণং মহামতিম্।
স গত্বা তত্র রাজানং ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩৮
রাজসূয়ং মহাযজ্ঞং কর্তুমাদিষ্টবান্ মুনে।
ক্ষয়ায় রাজবংশ্যানাং কুরূণাং শ্রেয়বৃদ্ধয়ে ॥ ৩৯
স্বয়মধ্যক্ষতামেত্য যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ৎ তদা।
দিক্ষু প্রস্থাপয়ামাস ভীমাদীন্ সহ সৈনিকৈঃ ॥
বিজিত্য নৃপতীন্ সর্ব্বানানেতুং মুনিসত্তম।
তেহপি জিত্বা নৃপান্ সর্ব্বান্ নানাদেশনিবাসিন
আনীয় নগরং প্রাপুর্ম্মাগধস্য মহৌজসঃ।
স জিত্বা তান্ নৃপান্ সর্ব্বান্ নীতবান্ ভীমবিক্রমঃ ॥ ৪২
ততস্তং পাতয়ামাস ছলেন যদুনন্দনঃ।
ভীমসেনং সমাশ্রিত্য সংগ্রামে মুনিসত্তম ॥ ৪৩
ততঃ সর্ব্বান্ সমানীয় রাজন্যান্ ধর্ম্মনন্দনঃ।
অকরোদ্রাজসূয়াখ্যং যজ্ঞং সব্যয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪
তত্র ধর্ম্মসুতভ্রাতা সহদেবো মহামতিঃ।
সদস্যার্চ্চনকার্য্যেষু নিযুক্তো ধর্ম্মসূনুনা ॥ ৪৫
মুনীন্দ্রৈঃ সমনুজ্ঞাতঃ সর্ব্বাদৌ যদুনন্দনম্।
অভ্যর্চ্চয়ন্মুনিশ্রেষ্ঠ পশ্যতাং সর্ব্বভূভুজাম্ ॥ ৪৬
তদ্দৃষ্ট্বা শিশুপালস্তু ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
কৃষ্ণং যজ্ঞঞ্চ দুষ্টাত্মা ব্যনিন্দত রুষা জ্বলন্ ॥ ৪৭
অতস্তং পৃথিবীভারং তস্মিন্ রাজন্যসংসদি।
পাতয়ামাস কৃষ্ণস্তু ছিত্ত্বা তস্য শিরো মুনে ॥ ৪৮
তদ্যজ্ঞবিভবং দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রোহতিদুর্ম্মতিঃ।

ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন এবং দ্বারকায় আসিয়া সেই সকল পত্নী সহ যথেচ্ছ রমণ করিতে লাগিলেন। যদুশ্রেষ্ঠ পুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্ররূপে অভিষিক্ত হইয়া বৃষ্ণিগণ সহ দ্বারকায় বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য বহু ভার্য্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে তিনি সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ রণদুর্জ্জয় ভৌম মহারাজকে বিনাশ করিয়া সহস্র সুন্দরী নারী আনয়ন করিয়াছিলেন। এদিকে দুর্জ্জয় পাণ্ডবগণ শস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস ও বিবাহাদি করিয়া যজ্ঞ করিবার বাসনায় মহামতি কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। কৃষ্ণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া কুরুগণের শ্রেয়োবৃদ্ধি ও রাজন্যগণের ক্ষয় নিমিত্ত রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন। তিনি নিজেই ঐ মহাযজ্ঞের অধ্যক্ষ হইয়া যজ্ঞারম্ভ করাইলেন এবং সমস্ত নৃপতিকে জয় করিয়া আনিবার নিমিত্ত ভীমসেন প্রভৃতিকে সসৈন্যে সর্ব্বদিকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নানা দেশবাসী রাজগণকে জয় করিয়া আনিয়া মহাতেজা মগধরাজপুরে গমন করিলেন। ভীমবিক্রম মগধরাজ ঐ সকল নরপতিকে জয় করিয়া স্বীয় পুরে আনিয়াছিলেন। যদুনন্দন ছলক্রমে ভীমসেন দ্বারা মগধরাজকে সমরে পাতিত করেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সর্ব্ব নরপতিকে আনিয়া সব্যয়পূর্ব্বক রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে ধর্ম্মনন্দনের ভ্রাতা সহদেব সদস্যার্চ্চনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মুনীন্দ্রগণের অনুমোদনক্রমে যাবতীয় রাজন্যবর্গের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে যদুনন্দনকে অর্চ্চনা করিলেন। তদ্দর্শনে ক্রোধজ্বলিত শিশুপাল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের, শ্রীকৃষ্ণের, এমন কি রাজসূয় যজ্ঞেরও নিন্দা করিতে লাগিল। ৩৩—৪৭। হে মুনে! তখন শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভারভূত শিশুপালকে

অতএব ক্রূরচেতাশ্চ কর্ণশ্চাতিসুদুর্মতিঃ ॥ ৪৯
ততঃ স মন্ত্রয়িত্বা তু মাতুলেন দুরাত্মনা ।
দ্যূতচক্রে প্রতিজ্ঞায় পার্থেনামিততেজসা ॥ ৫০
তস্মিন্ দ্যূতে ছলাদ্রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
জিতো রাজাতিদুষ্টেন ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ নারদ ॥ ৫১
প্রতিজ্ঞাবশতো রাজা রাজ্যং সর্ব্বং ক্রমেণ চ
পরিতত্যাজ দুষ্টাত্মা তথাপি ধৃতরাষ্ট্রজঃ ॥ ৫২
ভূয়ো দ্যূতে মহারাজং ধর্ম্মপুত্রং সমাহ্বয়ৎ ॥ ৫৩
সত্যধর্ম্মপরো রাজা ধর্ম্মত্যাগভয়াৎ পুনঃ
দ্যূতে প্রবৃত্তঃ সমভূদ্ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ পাপিনা ॥ ৫৪
প্রতিজ্ঞাং কারয়ামাস তস্মিন্ দ্যূতে পরাজয়ে ।
দ্বাদশাব্দং বনে বাসমজ্ঞাতবসতিং তথা ॥ ৫৫
একাব্দং তত্র চ দ্যূতে ধর্ম্মরাজঃ পরাজিতঃ ।
ততো দ্যূতে ভগবতীং দ্রৌপদীং পরিজিত্য চ
দুর্য্যোধনঃ সভামধ্যে তস্যাশ্চক্রেঽপমাননম্ ।
তস্য তদ্দারুণং কর্ম্ম দৃষ্ট্বা ভীষ্মাদয়ো মুনে ॥ ৫৭
মেনিরে ক্ষত্রিয়াণাং তং কণ্টকং ক্ষয়কারকম্ ।
নিবার্য্য দ্রৌপদীং দেবীং পাণ্ডবেভ্যঃ সমর্প্য ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রং দুরাত্মানং জগর্হুস্তে ধৃতব্রতাঃ ।
ততশ্চ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ভ্রষ্টরাজ্যা মহামুনে ॥ ৫৯
সামাত্যাঃ স্বজনৈরন্যৈঃ সমস্তৈঃ পরিবারিতাঃ
প্রজগ্মুর্বনবাসায় প্রতিজ্ঞাং নিস্তিতীর্ষবঃ ॥ ৬০
কৃষ্ণশ্চ পৃথিবীভারনিবৃত্তৌ কারণং মহৎ ।
এতদেবেতি নিশ্চিত্য দ্বারবত্যামুপাগমৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে
পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তে ভ্রমন্তো মহাত্মানঃ পাণ্ডবা মুনিসত্তম ।১
ব্যতীতা সুচিরং কালং কামাখ্যাং দ্রষ্টুমাযযৌ
যোনিপীঠে ভগবতীং প্রত্যক্ষফলদায়িনীম্ ॥ ২
যত্রাকার্ষীৎ তপঃ পূর্ব্বং শক্রর্দেবাধিদৈবতম্ ॥ ৩

সেই রাজসভামধ্যেই শিরশ্ছেদপূর্ব্বক পাতিত করিলেন।০ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও ক্রূরচেতা কর্ণ সেই যজ্ঞবৈভব দর্শনে পরিতপ্ত হইল। পরে দুরাত্মা মাতুলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অমিততেজা পার্থসহ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দ্যূতারম্ভ করিল। হে নারদ! সেই দ্যূত ব্যাপারে অতি দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক রাজা যুধিষ্ঠির ছলক্রমে জিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা বশত রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমে সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন তথাপি পুনরপি তাঁহাকে দ্যূত কার্য্যে আহ্বান করিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা ধর্ম্মলোপ ভয়ে পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্র সহ পুনরায় দ্যূতারম্ভ করিলেন। এইবারের দ্যূত ক্রীড়ায় প্রতিজ্ঞা করান হইল,—এবারে পরাজয় হইলে, ধর্ম্মরাজকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস, তন্মধ্যে একবর্ষ অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। অনন্তর দুর্য্যোধন ভগবতী দ্রৌপদীকে পরাজিত করিয়া সভামধ্যে তাঁহার অবমাননা করিল। হে মুনে! ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ তাহার সেই দারুণ কর্ম্ম দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করিলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীকে সস্থনা দিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রকে নিন্দা করিলেন। তখন ভ্রষ্টরাজা পাণ্ডবগণ অমাত্য ও স্বজনবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ বনবাসে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারকে পৃথিবীর ভারনিবৃত্তির প্রধান কারণ মনে করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৪৮—৬১।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মুনিবর! মহাত্মা পাণ্ডবগণ দীর্ঘকাল বনবাসে যাপন করিয়া যোনিপীঠে প্রত্যক্ষফলদায়িনী ভগবতী কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। পূর্ব্বে দেবাধিদেব

তত্র গত্বা ভগবতীং সম্পূজ্যাথ বিধানতঃ।
রাজ্যং সম্প্রার্থয়ামাসুঃ পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥৪
শত্রূণাং নিধনঞ্চাপি সংগ্রামেঽতি সুদারুণে
সামাত্যানাং সুদুষ্টানাং কুরূণাং পাপচেতসাম্ ॥
তথা প্রার্থয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্
প্রত্যক্ষং সা ভগবতী সমভ্যেত্যেদমব্রবীৎ
ধর্ম্মপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন।
প্রতিজ্ঞাং ত্বং সমুত্তীর্য্য হত্বা সর্ব্বান্ দুরাত্মনঃ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সুদুর্দ্ধর্ষান্ রাজ্যমেষ্যতি নিশ্চিতম্
ভবৈতে ভ্রাতরো বীরাশ্চত্বারো ভুবি দুর্জ্জয়াঃ ॥৮
পাতয়িষ্যন্তি সংগ্রামে সসৈন্যান্ ধৃতরাষ্ট্রজান্।
অহং তব সহায়ার্থং পুংরূপেণাভবং স্বয়ম্ ॥ ৯
বসুদেগৃহে দেব্যাং দেবক্যাং নিজলীলয়া।
ছলেন পৃথিবীভারনিবৃত্ত্যৈ প্রার্থিতা সুরৈঃ ॥ ১০
বিষ্ণুশ্চার্জ্জুন ইত্যাখ্যস্তব ভ্রাতা মহাবলঃ।
বভূব পৃথিবীভারহরণায় মমাজ্ঞয়া ॥ ১১
তদহং কৃষ্ণরূপা তে কৃত্বা সাহায্যমুত্তমম্।
অর্জ্জুনং পুরতঃ কৃত্বা পাতয়িষ্যে মহারথান্ ॥১২
ভীষ্মদ্রোণাদিকান্ বীরান্ তথান্যান্ ক্ষত্রিয়র্ষভান্।
অনেকদেশদেশীয়ান্ সমেতান্ কুরুজাঙ্গলান্
বায়ুপুত্রস্তু ভীমোঽসৌ তব ভ্রাতা মহাবলঃ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতান্ সর্ব্বান্ সংগ্রামে নিহনিষ্যতি ॥১৪
অন্যাংশ্চ পৃথিবীভারান্ রাজ্ঞঃ শতসহস্রশঃ।
তাবকা নিহনিষ্যন্তি তদীয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভান্ ॥ ১৫
নিহনিষ্যন্তি সংগ্রামে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এবং হি ভারতীযুদ্ধে ক্ষত্রিয়েষু হতেষু বৈ ॥ ১৬
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যসি রাজ্যঞ্চ মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি দেব্যা বরং প্রাপ্য ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রসন্নাত্মা মহাদেবীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নমস্তে পরমেশানি ব্রহ্মরূপে সনাতনি।
সুরাসুরজগদ্বন্দ্যে কামরূপনিবাসিনি ॥ ১৯
ন তে প্রভাবং জানন্তি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।

শম্ভু যথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ তথায় গিয়া যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ঘোর সংগ্রামে সামাত্য পাপাত্মা কুরু-শত্রুকুলের নিধন, এবং আপনাদের রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। দেবী ভগবতী তাদৃশ প্রার্থনাকারী মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন ধর্ম্মপুত্র! তুমি প্রতিজ্ঞা পার হইবার পর সমস্ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিনাশ করিয়া নিশ্চয়ই ধৃতরাজ্য লাভ করিবে। তোমার রণদুর্জ্জয় বীর ভ্রাতৃগণ সংগ্রামে সসৈন্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিবেন। আমি তোমার সাহায্যার্থ বসুদেবগৃহে দেবকীগর্ভে লীলাক্রমে পুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। পৃথিবীর ভার হরণার্থ সুরগণ কর্ত্তৃক আমি প্রার্থিতা হইয়াছি। আমার আজ্ঞায় বিষ্ণু বসুধাভার নিবৃত্তির জন্য তোমার অর্জ্জুনাখ্য মহাবল ভ্রাতৃরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি কৃষ্ণরূপে তোমার উত্তম সাহায্যকারী হইয়া অর্জ্জুনকে অগ্রে করিয়া সমরে ভীষ্ম দ্রোণাদি মহারথিদিগের এবং অন্য নানা দেশীয় সমবেত ক্ষত্রিয় বীরদিগের বিনাশ সাধন করিব। তোমার এই মহাবল ভ্রাতা বায়ুনন্দন ভীম সংগ্রামে সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও অন্যান্য পৃথিবীভারভূত শত সহস্র রাজার সংহার করিবেন। তোমার পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে কৌরব পক্ষীয় শত সহস্র ক্ষত্রিয় বীর নিপাতিত করিবে। এইরূপে ভারতযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের নিধন হইলে মৎপ্রসাদে পুনরায় তুমি রাজ্য লাভ করিবে। ১—১৭। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দেবীর নিকট এই বর প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে মহাদেবী পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে সুরাসুরবিশ্ববন্দিতে! কামরূপবাসিনি! সনাতনি! ব্রহ্মরূপে! পরমেশ্বরি! তোমায় নমস্কার! হে মাতঃ! ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ তোমার

প্রসীদ জগতামাদ্যে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
ত্বং বীজং সর্বভূতানাং ত্বং বুদ্ধিশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
ত্বং প্রবোধশ্চ নিদ্রা চ কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে
ত্বামারাধ্য মহেশোঽপি কৃতকৃত্যং হি মন্যতে ॥
আত্মানং পরমাত্মাপি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে
অনাদিঃ পরমা বিদ্যা দেহিনাং দেহধারিণী ।
ত্বমেবাসি জগদ্বন্দ্যে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে
দুর্বৃত্তবৃত্তসংহর্ত্রি পাপপুণ্যফলপ্রদে ।
লোকানাং তাপসংহর্ত্রী কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে
ত্বমেকা সর্বভূতানাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।
করালবদনে কালি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
প্রপন্নার্তিহরে মাতঃ সুপ্রসন্নমুখাম্বুজে ।
প্রসীদ পরমে পূর্ণে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
ত্বামাশ্রয়ন্তি যে ভক্ত্যা যান্তি চাশ্রয়তাং তু তে
জগতাং ত্রিজগদ্ধাত্রি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে
শুদ্ধজ্ঞানময়ী পূর্ণা প্রকৃতিঃ সৃষ্টিভাবিনী ।
ত্বমেব মাতর্বিশ্বেশি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবং স্তুতা ভগবতী ধর্মপুত্রেণ ধর্মিণা ।
প্রত্যক্ষং প্রাহ রাজংস্ত্বং বরং বৃণু যথেপ্সিতম্

রাজোবাচ ।

ব্যতীতস্ত্বৎপ্রসাদান্মে বনে দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
বাসঃ পরমদুঃখৌঘঃ প্রতিজ্ঞাতং যথা পুরা ॥৩২
বর্ষে ত্রয়োদশে হ্যস্মিন্ পরৈরবিদিতা বয়ম্ ।
স্থাস্যাম ইতি নির্বন্ধঃ পুরা দ্যূতে ময়া কৃতঃ ॥৩৩
সোঽহং কুত্রোঽহমসম্প্রাপ্তো দুষ্করঃ সঙ্কটোদয়ঃ
যথৈনঞ্চ তরিষ্যামস্তথা সম্পাদয়িষ্যসি ॥ ৩৪

দেব্যুবাচ ।

নগরে মৎস্যরাজস্য পাঞ্চাল্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
স্থিত্বা প্রতিজ্ঞাং নিস্তীর্য্য ভূয়ো রাজ্যমবাপ্স্যসি

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ভগবতী ক্ষণেনাং
পশ্যতো ধর্মপুত্রস্য দিবি সৌদামিনী যথা ॥ ৩৬

১

প্রভাব কথঞ্চিৎ বিদিত আছেন। হে জগদাদ্যে! তুমি প্রসন্না হও। হে কামেশ্বরি! তোমায় আমার নমস্কার। মা, তুমি সর্বভূতের বীজ, এবং তুমি সকলের বুদ্ধি, চেতনা, ধৃতি, প্রবোধ ও নিদ্রা-স্বরূপিণী। হে কামেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি। মা, তুমি অনাদি; তুমি পরমা বিদ্যা; তুমি দেহিগণের দেহধারিণী। হে জগদ্বন্দ্যে, কামেশ্বরি! তোমায় নমস্কার। তুমি দুর্বৃত্তকৃতহর্ত্রী, পাপপুণ্যফলপ্রদা, ও জনগণের তাপনাশিনী। হে কামেশ্বরি! তোমায় নমস্কার। তুমি অদ্বিতীয়া; তুমিই সর্বপ্রাণীর সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকারিণী। হে করালবদনে, কামেশ্বরি! তোমায় নমস্কার। হে মাতঃ, প্রপন্নার্তিহারিণি! প্রসন্নমুখপঙ্কজে! পরমে, পূর্ণে, কামেশ্বরি! প্রসন্ন হও, তোমায় নমস্কার করি। হে কামেশ্বরি! হে ত্রিজগদ্ধাত্রি! তোমায় যাহারা ভক্তিপূর্বক আশ্রয় করে, তাহারাই আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তোমায় আমি নমস্কার করি। হে মাতঃ! কামেশ্বরি! হে বিশ্বেশ্বরি। তুমি শুদ্ধজ্ঞানময়ী, পূর্ণা প্রকৃতি, তোমায় আমার নমস্কার। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ধর্মিষ্ঠ ধর্মপুত্র এইরূপ স্তব করিলে, জগদম্বিকা প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন,—মা, তোমার অনুগ্রহ না থাকিলে দ্বাদশবার্ষিক বনবাস আমার পক্ষে অতি কষ্টকর হইত। পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, দ্বাদশ বৎসরের পর বৎসর অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিব। এক্ষণে এই সেই ক্লেশকর সঙ্কটসঙ্কুল বৎসর উপস্থিত। যাহাতে এই বৎসরও অতিপাতিত করিতে পারি, আপনি তাহারই বিধান করুন। দেবী কহিলেন,—দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মৎস্যরাজের নগরে অবস্থান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনান্তে পুনরায় তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।১৮-৩৬। মহাদেব কহিলেন,—ভগবতী এই বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অন্তর্ধান

ততঃ সর্ব্বান্ সমাহূয় ভ্রাতৄন ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
মন্ত্রয়ামাস বাসায় মুনে সর্ব্বার্থবিত্তমঃ ॥ ৩৭
ততস্তে নিশ্চয়ং কৃত্বা বিসৃজ্যান্যান্ মহামতে
বিরাটরাজনগরে প্রযযুশ্ছন্নরূপিণঃ ॥ ৩৮
নগরান্তিকমভ্যেত্য বিসৃজ্য জ্যাং ধনূংষি চ।
শস্ত্রাস্ত্রাণি শমীবৃক্ষে প্রান্তরে তেঽস্থবর্ত্তয়ন্ ॥ ৩৯

ততঃ স রাজা প্রণিপত্য দেবী-
মক্ষান্ সমাদায় সুবর্ণচিত্রান্।
প্রত্যাযযৌ মৎস্যপতেঃ পুরং তৎ
দ্বিজাতিরূপেণ মহানুভাবঃ ॥ ৪০
তং বীক্ষ্য রাজেন্দ্রমহানুভাবং
পপ্রচ্ছ মৎস্যাধিপতিঃ সভায়াম্।
কস্ত্বং কিমত্রাগতবান্ কুতো বা
মন্যে ধ্রুবং সর্ব্বমহীশ্বরোঽসি ॥ ৪১
স প্রাহ রাজন্ শরণার্থিনং মাং
বিনষ্টসর্ব্বস্বমুপস্থিতং প্রভো।
দ্যূতপ্রবীণং দ্বিজমেব বিদ্ধি
কঙ্কাহ্বয়ং ধর্ম্মসুতেন পালিতম্ ॥ ৪২

তচ্ছ্রুত্বা তং সমাদৃত্য মৎস্যানামধিপঃ স্বয়ম্।
অরক্ষৎ স্বসভায়ান্তু ধর্ম্মাত্মানং মহামতিম্ ॥ ৪৩
ন চৈনং জ্ঞাতবান্ কশ্চিদপি রাজ্ঞঃ সভাগতঃ
বর্ষেঽত্র ত্রয়োদশে তস্মিন্ ভগবত্যাঃ প্রসাদতঃ ॥
এবং স ভীমসেনোঽপি রাজানং সমুপেত্য চ
নিযুক্তঃ পাকশালায়াং স্থিতবান্ রাজসম্মতঃ ॥
অর্জ্জুনো নৃত্যশালায়াং কন্যানাং নর্ত্তকো ভবন্
স্ত্রীবেশধারী স্থিতবান্ মৎস্যরাজমতেন চ ॥ ৪৬
দ্রৌপদ্যপি চ সৈরিন্ধ্রী ভূত্বা তস্য মহীপতেঃ।
পত্নীং সুদেষ্ণামাসাদ্য স্থিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ॥
মাদ্রীপুত্রৌ চ বিক্রান্তৌ রাজানং সমুপেত্য চ
নিযুক্তাবশ্বশালায়াং গোশালায়াঞ্চ সংস্থিতৌ ॥
ন চৈতান্ জ্ঞাতবান্ কশ্চিৎ তত্র সর্ব্বান্
মহীশ্বরান্।
মহাদেব্যাঃ প্রসাদেন তস্মিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে
প্রাপ্তে চৈকাদশে মাসি সুদেষ্ণায়া নিকেতনে

করিলেন; ধর্ম্মরাজের সমক্ষেই গগনে সৌদামিনীবৎ অন্তর্হিতা হইলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ মুনে! অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া অজ্ঞাতবাসার্থ মন্ত্রণা করিলেন। স্থির হইল, মৎস্যরাজ্যে বাস করিলেন। ইহা স্থির করিয়া অন্য সমভিব্যাহারীদিগকে বিদায় দিয়া প্রচ্ছন্নরূপে তাঁহারা বিরাটনগরে যাত্রা করিলেন। নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব জ্যা, ধনু, অস্ত্র, শস্ত্র, শমীবৃক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দেবীকে প্রণাম করিয়া সুবর্ণচিত্র অক্ষ লইয়া দ্বিজরূপে মৎস্যপতির পুরে প্রয়াণ করিলেন। মৎস্যাধিপতি সেই মহানুভব রাজেন্দ্রকে সভাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—কে আপনি কি জন্যে কোথা হইতে হেথায় আসিলেন? আপনাকে দেখিয়া সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর বলিয়া মনে হয়। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! আমি বিনষ্টসর্ব্বস্ব শরণার্থী; আমার নাম কঙ্ক; জানিবেন—আমি দ্বিজ, দ্যূতক্রীড়াদক্ষ; যুধিষ্ঠির আমার প্রতিপালক ছিলেন। মৎস্যপতি তৎশ্রবণে তাঁহাকে স্বীয় সভায় আশ্রয় দিলেন। ভগবতীর প্রসাদে রাজসভাগত কোনও ব্যক্তিই ইঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল না। এইরূপে ভীমসেনও প্রচ্ছন্নাকারে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পাকশালায় নিযুক্ত করিলেন। রাজার মনোমত হইয়া তিনি সেই স্থানেই রহিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজের মতানুসারে স্ত্রীবেশধারী অর্জ্জুন কন্যাগণের নৃত্যশালায় নৃত্যশিক্ষক হইয়া রহিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদী মৎস্যরাজমহিষী সুদেষ্ণার সৈরিন্ধ্রী হইয়া অবস্থান করিলেন। মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজনিয়োগ ক্রমে অশ্বশালা ও গোশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৭—৪৮। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন মহীপতিপ্রতিম হইলেও দেবীর প্রসাদে সেই ত্রয়োদশবর্ষে কেহই ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিল

তস্যা ভ্রাতা দদর্শৈনাং সৈরিন্ধ্রীং কীচকো বলী
বৃদ্ধস্য মৎস্যরাজস্য স এব রাজ্যরক্ষকঃ।
ন তস্য মতমুল্লঙ্ঘ্য স কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমুৎসহেৎ ॥৫১
স তাং বিলোক্য সৈরিন্ধ্রীং চার্ব্বঙ্গীং দিব্য-
লক্ষণাম্।
পপ্রচ্ছ ভগিনীং কেয়ং চারুসর্ব্বাঙ্গশোভনা ॥৫২
শচীয়ং কিং মহেন্দ্রস্য কিং বিষ্ণোঃ কমলা স্বয়ম্।
নৈতাদৃশী ময়া দৃষ্টা ক্বাপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ॥ ৫
সুদেষ্ণোবাচ।
সৈরিন্ধ্রীয়ং মম ভ্রাতরকস্মাৎ সমুপাগতা।
নিবেশাদ্ধর্ম্মপুত্রস্য সর্ব্বরাজ্যেশ্বরস্য চ ॥৫৪
কীচক উবাচ।
যথৈষা রুচিরৈনৈব ভজতে মাং তথা কুরু।
ন চেৎ প্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্যামি যমসাদনম্
সুদেষ্ণোবাচ।
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তে ভ্রাতস্তত্ত্বমব্যক্তমদ্ভুতম্।
তচ্ছ্রুত্বা ব্রূহি নিশ্চিত্য তৎ করিষ্যে প্রিয়ং তব
ইয়ং যদা সমায়াতা সৈরিন্ধ্রী চারুরূপিণী।
নিবাসমত্র কাঙ্ক্ষন্তী তদা ব্যেতদ্ময়োদিতম্ ॥৫৭
সৈরিন্ধ্রী চারুরূপাসি মত্তঃ শতগুণৈরপি।
ন ত্বং মৎসেবনে যোগ্যা মম চৈতন্ন যুজ্যতে
যদি ত্বাং দ্রক্ষ্যতে রাজা রাজীবসদৃশাননাম্।
তদা ত্বামেব চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বতঃ সমুপৈষ্যতি ॥৫৯
তদাত্মবশগো রাজা রূপসৌন্দর্য্যমোহিতঃ।
ন মামেষ্যতি দৌর্ভাগ্যং কিং মে সৈরিন্ধ্রাতঃ
পরম্ ॥ ৬০
তদত্র বাসস্তে নাস্তি গচ্ছ স্থানং যথেপ্সিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ সৈরিন্ধ্রী কল্যাণি তব মন্দিরে ॥
যাবৎ স্থাস্যাম্যহং তাবন্ন গচ্ছেৎ পুরুষঃ কচিৎ
সন্তি মে পঞ্চ গন্ধর্ব্বাঃ পত্যশ্চারুবিক্রমাঃ ॥৬২
ত এব প্রতিরক্ষন্তি মামহর্নিশমেব হি।

না। যখন বর্ষ পূর্ণ হইতে একমাস অবশিষ্ট, তখন সুদেষ্ণার ভ্রাতা বলবান্ কীচক সৈরিন্ধ্রীকে দেখিতে পাইল। মৎসরাজ বৃদ্ধ, কীচকই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা; সুতরাং তাহার মত উপেক্ষা করিয়া মৎস্যরাজার কিছুই করিবার শক্তি নাই। কীচক চারুগাত্রী, সুলক্ষণা সৈরিন্ধ্রীকে দেখিয়া তাহার ভগিনীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল—ভগিনি! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কে? ইনি কি ইন্দ্রের শচী অথবা বিষ্ণুর রমণী? এতাদৃশী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী আমি তো কুত্রাপি দেখি নাই। সুদেষ্ণা কহিলেন,—ভ্রাতঃ! এ আমার সৈরিন্ধ্রী,—রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মপুত্রের গৃহ হইতে দৈবক্রমে সমাগতা। কীচক কহিল,—তোমার এই সৈরিন্ধ্রী যাহাতে অচিরকাল মধ্যেই আমাকে ভজনা করে, তাহার উপায় করিয়া দাও, অন্যথা আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সুদেষ্ণা কহিলেন,—ভ্রাতঃ! এ সম্বন্ধে তোমায় আমি এক অব্যক্ত অদ্ভুত তত্ত্ব বলিতেছি; তাহা শুনিয়া অবধারণপূর্ব্বক বল, পরে তোমার আমি প্রিয় কার্য্য করিব ॥৪৯—৫৬॥ এই সুন্দরী সৈরিন্ধ্রী যখন এখানে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষায় আগমন করে, তখন ইহাকে আমি বলিয়াছিলাম—সৈরিন্ধ্রি! তুমি আমা অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী; আমাকে সেবা করিবার তুমি অযোগ্যা, তোমাকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করাও আমার পক্ষে উচিত নহে। রাজা যদি তোমাহেন পদ্মাননাকে দেখেন, তাহা হইলে তোমাতেই তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত হইবেন। তিনি তোমারই আজ্ঞাধীন হইয়া পড়িবেন; আমার নিকট আর আসিবেন না। সুতরাং সৈরিন্ধ্রি! ইহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য আমার কি হইতে পারে? অতএব এখানে তোমার বাসস্থান হইবে না, তুমি অন্য কোনও যোগ্যস্থানে গমন কর। সৈরিন্ধ্রী আমার এই কথা শুনিয়া উত্তর করিল—হে কল্যাণি! তোমার মন্দিরে আমি যতক্ষণ থাকিব, ততক্ষণ কোনও পুরুষই হেথায় আসিবে না। পাঁচজন বিক্রমশালী গন্ধর্ব্ব আমার পতি। তাঁহারাই

নহি মাং ধর্ষিতুং শক্তঃ পুমানন্যো মহীতলে।
তস্মাস্তি তে ভয়ং রাজ্ঞি বাসং রোচয় মেহন্তিকে
তচ্ছ্রুত্বাহঞ্চ সৈরিন্ধ্রীমরক্ষং স্বনিবেশনে। ৬৪
ন চেৎ সম্পদসংচ্ছেদং নৃণাং কিং স্থাপয়েদ্‌গৃহে
ত্বং যদি চ সৈরিন্ধ্রীমনুগচ্ছসি সুন্দরীম্। ৬৫
তদা তে পঞ্চ গন্ধর্ব্বা নিহনিষ্যন্তি নিশ্চিতম্।

কীচক উবাচ।

নাহং বিভেমি গন্ধর্ব্বাৎ সত্যমেব ব্রবীমি তে
স্ববাহুবীর্য্যমাশ্রিত্য হনিষ্যে তান্ সমাগতান্
সৈরিন্ধ্রীং মৃদুবাক্যেন নন্দয়িত্বা ক্রুতং মম।
মদ্যাবেশয় চার্ব্বঙ্গি গন্ধর্ব্বান্মা ভয়ং কুরু। ৬৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীং সমাহূয় স্মিতাননা। ৬৯
প্রোবাচ গচ্ছ সৈরিন্ধ্রি কীচকস্য নিবেশনম্।
স ত্বামিচ্ছতি কল্যাণি ভজ তং চারুরূপিণম্

সৈরিন্ধ্র্যুবাচ।

নাহং ভজেঽহন্যপুরুষং বিনা পঞ্চ পতীন্ মম।
ন মাং সন্ধর্ষিতুং শক্তঃ সোঽপি পাপোঽতি-
মন্দধীঃ। ৭১
যদি মাং বীক্ষ্য দুষ্টাত্মা কামোপহতচেতনঃ।
সমুপৈতি ধ্রুবং মৃত্যুস্তেনস্য ভবিষ্যতি। ৭২
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা সুদেষ্ণা ভ্রাতরং তদা।
উবাচ স্বেচ্ছয়া নৈব সৈরিন্ধ্রী ত্বামুপৈষ্যতি।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কীচকঃ পাপচেতনঃ।
বলাৎ সন্ধর্ষণে চেষ্টাং বিততান মুহুর্ম্মতিঃ। ৭৪
তস্য তচ্চেষ্টিতং জ্ঞাত্বা দ্রুপদস্য সুতা তদা।
ভীতা দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগাম শরণং শিবাম্

দ্রৌপদ্যুবাচ।

দেবি দুর্গে জগন্মাতঃ সর্ব্বরক্ষণকারিণি।
প্রসীদ ত্বংপ্রপন্নানাং দুঃখদারিদ্র্যনাশিনি। ৭৬
দুষ্টস্তম্ভিনি বিশ্বেশি কাত্যায়নি মহেশ্বরি।
বিশ্বমোহিনি বিশ্বেষাং চিতিরূপে নমোঽস্তু তে
মহামোহস্বরূপা ত্বং শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণী।

আমায় রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া থাকেন। অন্য কোনও পুরুষই আমায় ধর্ষণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনার ভয় নাই। আপনি আমাকে নিজ নিকটে আশ্রয় প্রদান করুন। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া সৈরিন্ধ্রীকে স্বীয় গৃহে রাখিয়াছি। নহিলে, যাহা মানুষের সম্পদ্‌-উচ্ছেদক, তাহা কি কেহ গৃহে রক্ষা করে? তাই বলিতেছি, তুমি যদি এই সুন্দরী সৈরিন্ধ্রীর অনুসরণ কর, তাহা হইলে, তাহার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব পতি তোমাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে। কীচক কহিল,—আমি সত্যই বলিতেছি, গন্ধর্ব্বের ভয় আমি করি না। স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব, তুমি সুন্দরী সৈরিন্ধ্রীকে মৃদু বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া আমার বশীভূত করিয়া দাও; গন্ধর্ব্ব হইতে ভয় করিও না। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর স্মিতাননা সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—সৈরিন্ধ্রি! তুমি কীচকাগারে গমন কর। হে কল্যাণি! তিনি তোমায় কামনা করেন; তাঁহাকে তুমি ভজনা কর। সৈরিন্ধ্রী কহিল,—আমার সেই পঞ্চ পতি ব্যতীত আমি পুরুষান্তরের ভজনা করি না; সেই পাপাত্মা মন্দবুদ্ধি কীচক আমায় সবলে ধর্ষণ করিতে পারিবে না। যদি সেই দুষ্টাত্মা আমায় দেখিয়া কামোপহতচিত্তে আমার নিকট আগমন করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে। সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীর কথা শুনিয়া ভ্রাতাকে গিয়া বলিলেন,—সৈরিন্ধ্রী স্বেচ্ছায় তোমায় ভজনা করিবে না, পাপাত্মা কীচক তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া সবলে তাঁহাকে ধর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। দ্রুপদসুতা তাহার সেই চেষ্টার বিষয় জানিবামাত্র ভীতা হইয়া শিবা জগদ্ধাত্রী দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। ৫৭—৭৫। দ্রৌপদী কহিলেন, হে দেবি, জগন্মাতঃ দুর্গে! প্রসন্ন হও; তুমি তোমার আশ্রিত জনের দুঃখদারিদ্র্যহারিণী; দুষ্টস্তম্ভিনী, বিশ্বেশী, কাত্যায়নী, মহেশ্বরী, বিশ্বমোহিনী এবং বিশ্বের চৈতন্যরূপিণী; তোমায় আমার নম-

যে ত্বাং স্মরন্তি সংসারে তে দুর্গাণ্যুত্তরন্তি হি
পাতিব্রত্যস্বরূপা ত্বং সাধ্বীনাং জগদম্বিকে।
নিস্তারয় ভয়াদস্মাদ্ঘোরাচ্ছঙ্করপ্রাণবল্লভে ॥ ৭৯
ত্বমেব বন্ধুর্দীনানাং ত্বমেব পরমা গতিঃ।
ত্বামহং শরণং প্রাপ্তা ত্রাহি মাং ঘোরসঙ্কটাৎ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পাঞ্চাল্যৈবং স্তুতা দেবী দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
অন্তরীক্ষগতোবাচ মা সৈরিন্ধ্রি ভয়ং কুরু ॥৮১
যস্ত্বামিচ্ছুঃ পুমান্ লোভাদভিকাঙ্ক্ষতি কামুকঃ
স মৃত্যুবশগো নূনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮২
ইতি দেব্যা বরং প্রাপ্য সৈরিন্ধ্রী মুদিতাননা।
নির্ভয়া মৎস্যরাজস্য ভবনে বিচচার হ ॥ ৮৩
সৈকদা রুচিরাপাঙ্গী নিশায়াং কার্য্যগৌরবাৎ।
প্রায়াদ্‌গৃহং সুদুষ্টস্য কীচকস্য মহামুনে ॥৮৪
তদা স পাপঃ প্রতিবীক্ষ্য সুন্দরীং
সমীপগাং তাং দ্রুপদস্য পুত্রীম্।
উত্থায় জগ্রাহ করাম্বুজে ক্ষণাৎ
সা তং বিনিক্ষিপ্য গৃহাদ্বিনির্যযৌ ॥ ৮৫
ক্রুদ্ধঃ স পাপোঽতিবিঘূর্ণলোচনঃ
প্রায়াৎ সুতায়া দ্রুপদস্য পশ্চাৎ।
সা তদ্ভয়েনাপি বিষণ্ণমানসা।
জগাম মৎস্যাধিপতেঃ সভায়াম্ ॥ ৮৬
যত্রাস্তি ধর্ম্মস্য সুতঃ স ভীমো
বৃদ্ধেন রাজ্ঞা কিল দেবনে রতঃ।
তত্রাগতাং তাং প্রতিগৃহ্য কেশতঃ
সূতাত্মজোঽসৌ সহসা পদাবধীৎ ॥৮৭
ততো বিলপ্য দ্রুপদস্য পুত্রী
মৎস্যাধিরাজং প্রতিনিন্দ্য কোপিতা।
রক্তেক্ষণেন প্রতিবীক্ষ্য ভীমং
ধর্ম্মাত্মজঞ্চাপি সুদীনচেতসম্ ॥৮৮
বিমৃজ্য নেত্রে সহসা গৃহং যযৌ
প্রতীক্ষ্য কালং কিল মৎস্যভূপতেঃ।
ভীমোঽপি সম্বীক্ষ্য চ কীচকস্য
বিনাশনার্থং মনসা ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৮৯
ততঃ স একদা প্রাহ সৈরিন্ধ্রীং পাণ্ডবো বলী
আমন্ত্র্য নৃত্যশালায়াং রাত্রাবনয় কীচকম্ ॥৯০

স্বার। তুমি মহামোহস্বরূপা, শুদ্ধ জ্ঞানরূপা; সংসারে যে তোমার স্মরণ করে, সঙ্কটে তাহার নিষ্কৃতি ঘটে। হে জগদম্বিকে! তুমি সাধ্বীগণের পাতিব্রত্যস্বরূপা; হে শঙ্কর-প্রাণপ্রিয়ে! আমায় ঘোরতর ভয় হইতে উদ্ধার কর। দেবি! তুমি দীনজনের বন্ধু,—পরমাগতি! আমি তোমার শরণাপন্ন; ঘোর সঙ্কট হইতে আমায় উদ্ধার কর। মহাদেব কহিলেন,—দুর্গার্ত্তিনাশিনী দুর্গা পাঞ্চালী কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুতা হইয়া আকাশস্থ অবস্থায় তাঁহাকে বলিলেন,—সৈরেন্ধ্রি! ভয় করিও না। অদ্য যে কোনও কামুক পুরুষ লোভে তোমায় কামনা করিবে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুর বশীভূত হইবে। দেবীর নিকট এই বর লাভ করিয়া মুদিতাননা সৈরিন্ধ্রী নির্ভয়ে মৎস্যরাজভবনে বাস করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! সৈরিন্ধ্রী একদা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাত্রিকালে দুষ্ট কীচকের গৃহে গিয়াছিলেন। তখন পাপাত্মা কীচক সমীপাগত সুন্দরী দ্রুপদ-পুত্রীকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার কর গ্রহণ করিল। দ্রৌপদী কীচককে জোরে ঠেলিয়া দিয়া সত্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাপাত্মা কীচক তখন ক্রোধে নয়ন ঘূর্ণন করিয়া দ্রুপদনন্দিনীর পশ্চাদনুসরণ করিল। দ্রৌপদী ভীত হইয়া মৎস্যরাজের সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ধর্ম্মনন্দন বৃদ্ধ মৎস্যরাজ সহ অক্ষক্রীড়ায় নিরত ছিলেন। দ্রৌপদী সে স্থানে প্রবেশ করিলে, সূতপুত্র কীচক তাঁহার কেশ গ্রহণান্তে পদাঘাত করিল। দ্রুপদপুত্রী তখন বিলাপ করিতে করিতে মৎস্যপতির নিন্দা করত কোপিত হইয়া রক্ত-নেত্রে ভীম ও দীনচিত্ত ধর্ম্মাত্মজের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। অনন্তর নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া কালপ্রতীক্ষায় মৎস্যরাজগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ভীম এই ঘটনা দর্শনে কীচকবধার্থ মনে মনে সঙ্কল্প করিল

তত্রাহং তং হনিষ্যামি তবৈব প্রিয়কাম্যয়া।
গন্ধর্ব্বৈর্নিহতঃ পাপ ইত্যেবং ত্বং বদিষ্যসি ॥
তস্য তস্য তমাজ্ঞায় তথাচক্রে দৃঢ়ব্রতা।
নিশার্দ্ধে ভীমসেনেন স পাপঃ কীচকো হতঃ
পৌরাস্থবাচ সৈরিন্ধ্রী গন্ধর্ব্বৈঃ কীচকো হতঃ।
তচ্ছ্রুত্বাস্তে সমাজগ্মুর্দ্রষ্টুং তমুপকীচকাঃ ॥ ৯৩
তে তস্য দাহ উদ্যুক্তাস্তামাদায় গৃহান্তরাৎ।
রাত্রৌ বিনিষযুঃ সর্ব্বে ক্রন্দন্তা সুচিরং বহু ॥৯৪
এতস্মিন্নন্তরে তেঽপি বিনিশ্চিত্য পরস্পরম্।
কীচকেন সমং দাহং সৈরিন্ধ্র্যাশ্চ ব্যরোচয়ন্ ॥
ততো বলাত্তামাদায় প্রজগ্মুরুপকীচকাঃ।
উচ্চৈ রুরোদ সৈরিন্ধ্রী ভীমস্তজ্জ্ঞাতবাংস্তদা
ততঃ প্রাচীরমুল্লঙ্ঘ্য বিনির্গত্য মহাবলঃ।
সৈরিন্ধ্রীং মোচয়ামাস বিনিপাত্যোপকীচকান্
গন্ধর্ব্বেণ হতা এতে ইত্যেবং চুক্রুশুর্জ্জনাঃ।

রাজা ভীতস্তদা প্রাহ সৈরিন্ধ্রীং বিনয়ান্বিতঃ ॥
ত্বদর্থে নিহতা এতে মম রাজ্যস্য রক্ষকাঃ।
মৎপুরীং ত্বং পরিত্যজ্য বাসমন্যত্র রোচয় ॥৯৯
সৈরিন্ধ্রী তমথ প্রাহ কিঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষ মে।
অচিরেণৈব যাস্যামি ত্যক্তা রাজংস্তবালয়ম্ ॥
ততো ব্যতীতঃ সমভূৎ তেষাং বর্ষত্রয়োদশ।
ন চারৈঃ প্রতিসন্ধ্যাতুং জজ্ঞে রাজা সুযোধনঃ ॥
ভীষ্মদ্রোণমুখৈঃ সর্ব্বৈর্মন্ত্রয়িত্বা চিরং নৃপঃ।
কীচকানাং বধং শ্রুত্বা তত্র নিশ্চিত্য পাণ্ডবান্
সসৈন্যো মৎস্যরাজস্য নিদেশং সমুপাগমৎ।
তত্রাসীদ্ গোগ্রহে যুদ্ধং পার্থেন সহ ধন্বিনা ॥
ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সর্ব্বে তেন তত্র পরাজিতাঃ।
ততো জজ্ঞে বিরাটোঽপি পাণ্ডবান্ সমবস্থিতান্
বিধিবৎ পূজয়ামাস বিনয়াবনতো নৃপঃ।
তত্রার্জ্জুনসুতস্যাসীদ্বিবাহোৎসবমঙ্গলম্ ॥ ১০৫

করিলেন। একদা বলবান্ ভীম সৈরিন্ধ্রীকে বলিলেন,—তুমি আমন্ত্রণ করিয়া কীচককে রাত্রিকালে নৃত্যশালায় আনয়ন কর। তোমার প্রিয়কামনায় আমি সেই স্থানেই তাহাকে বিনাশ করিব। তৎপরে তুমি বলিবে,—পাপিষ্ঠকে গন্ধর্ব্বগণ বিনাশ করিয়াছেন। দ্রৌপদী ভীমের অভিমতি-অনুসারে তাহাই করিলেন। নিশীথকালে কীচক ভীমসেনহস্তে নিহত হইল। পৌরগণ বলিতে লাগিল,—গন্ধর্ব্বগণ কীচককে বিনাশ করিয়াছে। তৎশ্রবণে উপকীচকগণ দেখিতে আসিল এবং তাহারা সৎকার করিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে কীচকের মৃতদেহ গৃহাভ্যন্তর হইতে আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লইয়া চলিল; গৃহের বাহিরে আসিয়া উপকীচকেরা স্থির করিল—সৈরিন্ধ্রীকেও এই সঙ্গে দাহ করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা দ্রৌপদীকেও সবলে লইয়া চলিল। দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীম সেই রোদনধ্বনি শুনিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক উপকীচকদিগকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীকে মোচন করিলেন। জনগণ বলিতে লাগিল,—গন্ধর্ব্বগণ উপকীচকদিগকে বিনাশ করিয়াছে। তখন রাজা ভীত হইয়া সবিনয়ে সৈরিন্ধ্রীকে বলিলেন,—আমার এই রাজ্যরক্ষকগণ তোমারই নিমিত্ত নিহত হইল। অতএব আমার এ পুরী পরিত্যাগ করিয়া তুমি অন্যত্র গিয়া বাস কর। সৈরিন্ধ্রী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজন্! অচির কাল মধ্যেই আমি আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইব। অনন্তর কয়েক দিন পরেই তাঁহাদের ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল। রাজা দুর্য্যোধন চার দ্বারা এযাবৎ তাঁহাদের কোনই সন্ধান করিতে পারেন নাই। তিনি কীচকদিগের বধবৃত্তান্ত শ্রবণে তথায় পাণ্ডবগণের অবস্থান নির্ণয় করিয়া ভীষ্মদ্রোণাদি সহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সসৈন্যে মৎস্যরাজপুরে উপনীত হইলেন। তথায় ধনুর্দ্ধারী পার্থ সহ গোগ্রহে তাঁহাদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে ভীষ্মদ্রোণাদি পরাজিত হইলেন। তখন বিরাটরাজ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া বিনীতভাবে যথাবিধি পূজা করিলেন। বিরাটরাজা উত্তরার সহিত অর্জ্জুননন্দন

বিরাটাত্মজয়া সার্দ্ধং সর্ব্বেষাং হর্ষবর্দ্ধনম্ ।
ততো কুরুসমুদ্যোগঃ প্রাবর্ত্তত মহামতে ॥ ১০৬
তত্রায়াতাশ্চ পাঞ্চালাঃ সর্ব্বসৈন্যসমাবৃতাঃ ।
কাশীরাজমুখাশ্চান্যে নৃপাঃ সাহায্যহেতবে ॥
তৈর্বৃতাঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বৈর্মৎস্যৈশ্চ পরিবারিতাঃ
ইচ্ছন্তস্তুমুলং যুদ্ধং কুরুক্ষেত্রমুপাগমন্ ॥ ১০৮

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তদা ভূভারহারায় কৃষ্ণা সা কৃষ্ণরূপিণী ।
যুধিষ্ঠিরসহায়ার্থং স্বসেনাং সন্নিয়ম্য চ ॥ ১
সাত্যকেন সমং তূর্ণং স্বয়ং পাণ্ডূনুপাগমৎ ।
আগতাঃ পৃথিবীপালা নানাদেশনিবাসিনঃ ॥ ২
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সাহায্যার্থং মহামতে ।
ন তাদৃশঃ সমুদ্যোগঃ ক্ষত্রিয়াণাং মহামতে ॥ ৩
কদাচিৎ কুত্রচিদ্ভূতো ভবিতা বা কদাচন ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈর্নানাদেশনিবাসিনাম্ ॥ ৪
ব্যাপ্তমাসীৎ কুরুক্ষেত্রং ধর্ম্মক্ষেত্রময়ং তদা ।
দৃষ্ট্বৈবন্তু সমুদ্যোগং লোকক্ষয়করং পরম্ ॥ ৫
ভীষ্মাদ্যাশ্চ মহাত্মানঃ দুর্য্যোধনমবারয়ন্ ।
আগত্য ভগবান্ ব্যাসঃ স্বয়ং ধর্ম্মার্থবিত্তমঃ ॥ ৬
সপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ নিষিষেধ মুহুর্মুহুঃ ।
ন তদ্‌গৃহীতবান্ রাজা কালপাশেন যন্ত্রিতঃ ॥
কর্ণস্য মতমাস্থায় যুদ্ধমেব ব্যরোচয়ৎ ।
ততঃ শঙ্খনিনাদৈশ্চ ভেরীদুন্দুভিনিস্বনৈঃ ॥ ৮
রথনেমিস্বনেনাপি কম্পয়ন্তো ধরাতলম্ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সহামাত্যৈঃ সংগ্রামায় বিনির্যযুঃ ॥ ৯
তান্ দৃষ্ট্বা সমুপায়াতান্ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।
সিংহনাদান্ মুহুশ্চক্রুঃ শঙ্খস্বনবিমিশ্রিতান্ ॥ ১০
স ঘোষো ধরণীঞ্চৈব নভশ্চাপ্যনুনাদয়ন্ ।
চকর্ত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং মনস্তেজাংসি সর্ব্বতঃ ॥ ১১
ততো ধর্ম্মসুতো রাজা গুরূন্ যুদ্ধে ব্যবস্থিতান্

অভিমন্যুর বিবাহ হইল। এ বিবাহে সকলেই আনন্দিত হইলেন। তখন সর্ব্বসৈন্যে সমাবৃত হইয়া পাঞ্চালগণ এবং কাশিরাজপ্রমুখ অন্যান্য নরপতিগণ পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের এবং মৎস্যরাজাবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রামেচ্ছায় কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হইলেন। ৮৭—১০৮।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—তৎকালে ভূভারহরণার্থ কৃষ্ণা দেবী কৃষ্ণস্বরূপে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য নিমিত্ত স্বীয় সেনাদল লইয়া সাত্যকির সহিত স্বয়ং সত্বর পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিলেন। হে মহামতে! নানাদেশবাসী পৃথ্বীপালগণ কুরু-পাণ্ডবের সাহায্যার্থ সমবেত হইলেন। এরূপ যুদ্ধোদ্যোগ কদাচ কুত্রাপি হয় নাই; এবং ভবিষ্যতে হইবেও না। নানাদেশীয় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। এইরূপ লোকক্ষয়কর যুদ্ধোদ্যোগ দেখিয়া ভীষ্মাদি মহাত্মগণ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। ধর্ম্মার্থবিত্তম স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস আসিয়া সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে মুহুর্মুহু নিষেধ করিলেন। কিন্তু কালপাশনিয়ন্ত্রিত রাজা তাঁহার সে নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি কর্ণের মতাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভি, ও রথনেমিনির্ঘোষে ধরাতল কম্পিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অমাত্যবর্গ সহ সংগ্রামার্থ অবতীর্ণ হইল। ১—৯। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনিযুক্ত সিংহনাদ করিলেন, ঐ সিংহনাদ ধরণীতল ও নভস্তল অনুনাদিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মনোবলের লাঘব সাধন করিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির

ভীষ্মদ্রোণমুখান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্য পৃথক্ পৃথক্
যুদ্ধায় তৈরনুজ্ঞাতঃ স্বরথং পুনরাগমৎ ॥ ১২
ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে অবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ ।
সংগ্রামে জয়লাভায় তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১৩

পাণ্ডবা উচুঃ ।

কাত্যায়নি ত্রিদশবন্দিতপাদপদ্মে
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়ৈকনিদানরূপে ।
দেবি প্রচণ্ডদলনি ত্রিপুরারিপত্নি
দুর্গে প্রসীদ জগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রি ॥ ১৪
ত্বং দুষ্টদৈত্যবিনিপাতকরী সদৈব
দুষ্টপ্রমোহনকরী কিল দুঃখহন্ত্রী ।
ত্বাং যো ভজেদিহ জগন্ময়ি তং কদাপি
নোবাধতেহত্র ভয়দুঃখমচিন্ত্যরূপে ॥ ১৫
ত্বামেব বিশ্বজননীং প্রণিপত্য বিশ্বং
ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরহো হিনস্তি শম্ভুঃ ।
কালে চ তান্ সৃজসি পাসি চ হংসি মাত-
স্ত্বং লীলয়ৈব ন হি তেহস্তি জনির্বিনাশঃ
ত্বং যৈঃ স্মৃতা সমরমূর্দ্ধনি দুঃখহন্ত্রী
তেষাং তনুং ন হি বিশন্তি বিপক্ষবাণাঃ ।
তেষাং শরাস্তু পরগাত্রনিমগ্নপুঙ্খাঃ
প্রাণান্ গ্রসন্তি দনুজেন্দ্রনিপাতকর্ত্রী ॥
যস্তন্মনুং জপতি ঘোররণে সুদুর্গে
পশ্যন্তি কালসদৃশং কিল তং বিপক্ষাঃ ।
তং যস্য বৈ জয়করী খলু তস্য বক্ত্রাদ্-
ব্রহ্মাক্ষরাত্মকমনুস্তব নিঃসরেচ্চ ॥ ১৮
ত্বামাশ্রয়ন্তি পরমেশ্বরি যে ভয়েষু
তেষাং ভয়ং নহি ভবেদিহ বা পরত্র ।
তেভ্যো ভয়াদিহ সুদূরত এব দুষ্টা-
স্ত্রস্তাঃ পলায়নপরাশ্চ দিশো ব্রজন্তি ॥ ১৯
পূর্ব্বং সুরাসুররণে সুরনায়কস্ত্বাং
সম্প্রার্থয়ন্নসুরবৃন্দমুপাজঘান ।
রামোহপি রাক্ষসকুলং নিজঘান তদ্বৎ
ত্বৎসেবনাদৃত ইহাস্তি জয়ো ন চৈব ॥ ২০

ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুজ্ঞানুসারে যুদ্ধার্থ স্বীয় রথে পুনরাগমন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ স্ব স্ব উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রামে জয় লাভার্থ জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বলিলেন,—হে কাত্যায়নি! হে ত্রিদশবন্দিতপাদপদ্মে! হে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়নিদানভূতে, ত্রিপুরারিপত্নি, প্রচণ্ডদর্পদলনে, দেবি দুর্গে! প্রসন্না হও, মা, তুমিই একমাত্র জগতের ত্রাণকর্ত্রী! তুমি নিত্য দুষ্ট দৈত্যনিপাতিনী, দুষ্টমোহনকরী, ও দুঃখহন্ত্রী। হে জগন্ময়ি। হে অচিন্ত্য-রূপে! তোমায় যে জন ভজনা করে, ভয় বা দুঃখ কদাপি তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। মা তুমি বিশ্বজননী, তোমাকে প্রণিপাত করিয়াই ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টি করেন; বিষ্ণু পালন করেন, এবং হর সংহার করেন। মা, কালক্রমে তুমিই আবার তাঁহাদিগকে সৃজন, পালন, সংহার করিয়া থাক। তুমি নিত্য, তোমার উৎপত্তি-বিনাশ নাই। মা, তুমি দুঃখহন্ত্রী; যাহারা তোমায় সমরাগ্রে স্মরণ করে, বিপক্ষের তাহাদের তনু ভেদ করিতে পারে না। পরন্তু তাহাদের নিক্ষিপ্ত শরপুঙ্খই পরপক্ষগাত্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করে। মা, তুমি দনুজেন্দ্রকুলের নিপাতকর্ত্রী, ঘোর রণে যে জন তোমার মন্ত্র জপ করে, হে দুর্গে! বিপক্ষগণ তাহাকে সাক্ষাৎ কাল বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। মা, তুমি যাহার জয়করী, তাহার বক্ত্র হইতে তোমার ব্রহ্মাক্ষরাত্মক মন্ত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বরি! যাহারা ভয়ে তোমার আশ্রয় লয়, ইহকালে বা পরকালেও তাহাদের ভয় থাকে না! অধিকন্তু তাহাদের ভয়েই দুষ্ট-গণ ত্রস্ত হইয়া দিকে দিকে বহুদূরে পলায়ন করিতে থাকে। ১—১১। মা, পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে সুরপতি তোমার আরাধনা করিয়া অসুরবৃন্দ বিনাশ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তোমাকে সেবা করিয়া রাক্ষসকুল সংহার

তস্মাং ভজামি জয়দাং জগদেকবন্দ্যাং
বিশ্বাশ্রয়াং হরিবিরিঞ্চিসুসেব্যপাদাম্।
ত্বং নো বিদেহি বিজয়ং ত্বদনুগ্রহেণ
শত্রূন্নিহত্য সমরে বিজয়ং লভামঃ॥ ২১

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেবং সংস্তুতা দেবী পাণ্ডবৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
সুপ্রসন্না বরং প্রাদাদন্তরীক্ষগতা স্বয়ম্॥ ২২

দেব্যুবাচ।

মৎপ্রসাদাদ্রণে শত্রূন্নিপাত্য রণমূর্দ্ধনি।
নিষ্কণ্টকমিদং রাজ্যং ভূয়ো যূয়মবাপ্স্যথ॥ ২৩
পৃথ্বীভারাপহারায় যুষ্মাকং বিজয়ায় চ।
বাসুদেবস্বরূপেণ জাতাহমিহ লীলয়া॥ ২৪
ফাল্গুনস্য রথে স্থিত্বা বিপুলে বানরধ্বজে।
বাসুদেবস্বরূপোঽহং যুষ্মান্ রক্ষামি নিশ্চিতম্॥
স্তোত্রেণানেন মাং ভক্ত্যা যে স্তোষ্যন্তি নরা ভুবি
তেষাঞ্চ জয়দা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেবন্তু বরং লব্ধা পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
মেনিরে বিজয়ং যুদ্ধে সুপ্রসন্নমুখাম্বুজাঃ॥ ২৭
ততঃ পুনঃ সমারুহ্য রথান্ হেমপরিষ্কৃতান্।
বিগৃহ্য কবচং ভূয়ঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥
বাসুদেবশ্চ বলবানর্জ্জুনস্য রথে স্থিতঃ
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং দধ্মৌ ঘোরস্বনং মুহুঃ॥ ২৯
চকম্পে বসুধা তেন ক্ষুব্ধমাসীদিদং জগৎ।
বিষণ্ণমানসা আসন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ॥ ৩০
সেনাধ্যক্ষস্তুতস্তেষাং ভীষ্মোঽলোকমহারথঃ।
কর্ণস্তু ভীষ্মবিদ্বেষান্ন্যস্তশস্ত্রোঽব্যতিষ্ঠত॥ ৩১
অগ্রতঃ পাণ্ডুসৈন্যানাং তথৈবাসীদ্বৃকোদরঃ।
নাগাযুতবলো বীরঃ সাক্ষাৎকাল ইবাপরঃ॥ ৩২
ভীষ্মেণ সমভূদ্যুদ্ধং দশরাত্রং মহামুনে।
অর্ব্বুদং স জঘানৈকঃ পাণ্ডুসৈন্যেষু নারদ॥ ৩৩
তথান্যে বহবো নষ্টা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকৈঃ।
পাণ্ডবেয়ৈশ্চ নিহতা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ॥ ৩৪
তেভ্যো হধিকতরাঃ সংখ্যে মহাবলপরাক্রমৈঃ

করিয়াছিলেন। তোমার সেবায় যাহারা পরাঙ্মুখ, এ সংসারে তাহাদের আর জয়ের আশা নাই। অতএব আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি। মা, তুমিই একমাত্র জয়দায়িনী, জগদ্বন্দ্যা, জগদাশ্রয়া, এবং হরিবিরিঞ্চিসেব্যপদা। মা, তুমি আমাদের বিজয় বিধান কর, আমরা তোমার অনুগ্রহে শত্রু নাশ করিয়া সমরে বিজয় লাভ করি। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ স্তব করিলে দেবী সুপ্রসন্ন হইয়া অন্তরিক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বরদান করিলেন। দেবী কহিলেন,—তোমারা আমার প্রসাদে সমরে শত্রুসংহার করিয়া নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর ভার হরণ ও তোমাদের জয়ের নিমিত্ত আমি লীলাক্রমে বাসুদেবরূপে উৎপন্ন হইয়াছি। অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথে থাকিয়া বাসুদেবরূপে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে আমি রক্ষা করিব। আর তোমাদের কৃত এই স্তোত্রে যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্তব করিবে, আমি নিত্য তাহাদের জয়দায়িনী হইব। ১২—২৬। মহাদেব কহিলেন,—এইরূপ বর লাভ করিয়া মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণ প্রসন্নমুখে যুদ্ধে নিশ্চয় জয় অবধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা হেমপরিষ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব কবচ গ্রহণান্তে পুনরায় পৃথক্‌পৃথক্ ভাবে শঙ্খধ্বনি করিলেন। বলবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনরথে অবস্থিত হইয়া মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য ঘোর রবে মুহুর্মুহুঃ বাজাইলেন। সেই শঙ্খনাদে বসুধা কম্পিত ও বিশ্ব ক্ষুব্ধ হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈন্যগণ বিষণ্ণচিত্ত হইল। মহাবল ভীষ্ম তাঁহাদের সেনাধ্যক্ষ হইলেন। ভীষ্মদ্বেষে কর্ণ ন্যস্তশস্ত্র হইয়া রহিল। পাণ্ডব সৈন্যের অগ্রে অগ্রে নাগাযুতবল সাক্ষাৎ অন্তকবৎ বীর বৃকোদর রথারূঢ় হইলেন। হে মহামুনে! ভীষ্মের সহিত দশরাত্র যুদ্ধ হইল। একাকী ভীষ্ম সমগ্র পাণ্ডবগণের এক অর্ব্বুদ সেনা বিনাশ করিলেন। অন্য কৌরব সৈন্যের হস্তেও বহু

দশমেঽহ্নি সংগ্রামে কিঞ্চিচ্ছেষে দিবাকরে।
ধনঞ্জয়সহায়েন হতো ভীষ্মঃ শিখণ্ডিনা।
উত্তরায়ণমন্বিচ্ছন্ স ধর্ম্মাত্মা মহারথঃ॥ ৩৬
স্থিতবান্ শরশয্যায়াং পরিখাপরিবেষ্টিতঃ।
ততঃ কর্ণমুখা যোধা দ্রোণং কৃত্বা মহারথম্॥ ৩৭
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং ভূয়ঃ পঞ্চদিনানি চ।
নিহতস্তত্র সংগ্রামে সৌভদ্রেয়ো মহারথঃ॥ ৩৮
অন্যায়যুদ্ধমাশ্রিত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকৈঃ।
ততোঽর্জ্জুনঃ প্রতিজ্ঞায় সায়াহ্নে চ জয়দ্রথম্॥
শরোঘৈঃ পাতয়ামাস মহাবলপরাক্রমঃ।
এবমন্যে চ নিহতাঃ সেনয়োরুভয়োরপি॥ ৪০
পঞ্চমেঽহ্নি তথা ভূয়ো দ্রোণঃ পাঞ্চালসূনুনা।
ততঃ কর্ণেন সমভূদ্যুদ্ধং তেষাং দিনদ্বয়ম্॥ ৪১
কর্ণেন নিহতো বীরো রাক্ষসেন্দ্রো ঘটোৎকচঃ
তঞ্চ ন্যপাতয়ৎ সংখ্যে পাণ্ডবো বানরধ্বজঃ॥
অন্যে চ পৃথিবীপালাঃ সেনয়োরুভয়োরপি।
পরস্পরং সমাসাদ্য প্রযযুর্যমসাদনম্॥ ৪৩

ততঃ শল্যং রণে রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ন্যপাতয়দ্রণে ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ॥ ৪৪
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং রাজা দুর্য্যোধনেন চ।
ভীমসেনস্য গদয়া পরস্পরজয়ৈষিণোঃ॥ ৪৫
তত্র ভীমেন গদয়া রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ।
অন্যে চ নিহতাঃ সর্ব্বে পূর্ব্বমেব মহাত্মনা॥ ৪৬
দুঃশাসনমুখা যোধা ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণ জিরে।
ততো রাত্রৌ ভরদ্বাজসুতেন সৌপ্তিকা হতাঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সুদুর্দ্ধর্ষো দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ সূনবঃ॥
ততোঽর্জ্জুনেন সংগ্রামাদমরৌ বিনিবর্ত্তিতৌ॥
অশ্বত্থামকৃপাচার্য্যৌ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
এবমষ্টাদশাহস্তু অক্ষৌহীণ্যো নিপাতিতাঃ॥ ৪৮
অষ্টাদশ মুনিশ্রেষ্ঠ সেনয়োরুভয়োরপি।
বাসুদেবেন সহিতাঃ পাণ্ডবাদ্যা মহারথাঃ॥ ৪৯
সর্ব্বেষাং ক্ষ্মাভুজাং চক্রুঃক্রিয়ামপ্যৌর্দ্ধদেহিকাম্
মাঘে মাসি সিতাষ্টম্যাং ভীষ্মঃপ্রাণান্ সমত্যজৎ
রাজ্যং বুভুজিরে পার্থা মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারে
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট হইল। এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব পক্ষও তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক কৌরবসৈন্য বিনাশ করিলেন। দশম দিনের সংগ্রামে দিবাকর কিঞ্চিদবশিষ্ট থাকিতে ধনঞ্জয়সহায় শিখণ্ডী ভীষ্মকে বিনাশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহারথ ভীষ্ম উত্তরায়ণের অপেক্ষায় পরিখাপরিবেষ্টিত হইয়া শরশয্যায় অবস্থিত রহিলেন! অনন্তর কর্ণ-প্রমুখ যোদ্ধগণ মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করিয়া পাঁচ দিন পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করিল। সেই পঞ্চদিনব্যাপী যুদ্ধে কৌরব সৈন্যেরা অন্যায় যুদ্ধে মহারথ অভিমন্যুকে বধ করিল। অনন্তর মহাবলপরাক্রম অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া সায়াহ্নে জয়দ্রথকে শরসমূহ দ্বারা নিপাতিত করিলেন। এইরূপে সে দিন উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য বিনষ্ট হইল। পঞ্চম দিনে পাঞ্চালনন্দনের হস্তে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন। অনন্তর কর্ণ সহ পাণ্ডবগণের দুই দিন যুদ্ধ হইল। কর্ণ ঘটোৎকচকে বিনাশ করিলেন। কপিধ্বজ অর্জ্জুন সমরে কর্ণকে নিহত করিলেন। উভয় পক্ষের বহু রাজা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে নতপর্ব্ব শর দ্বারা শল্যকে বিনাশ করিলেন। এইবার পরস্পর জয়ৈষী ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের ঘোর গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল। সে যুদ্ধে ভীমসেন দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলেন। মহাত্মা ভীমসেন দুঃশাসনাদি অন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পূর্ব্বেই নিহত করিয়াছিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে ভরদ্বাজনন্দন সুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন অমর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা সমর হইতে বিতাড়িত করিলেন। হে মুনিবর এইরূপে অষ্টাদশ দিনে কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইল। অনন্তর বাসুদেব সহ মহারথ পাণ্ডবগণ পৃথ্বীপতিগণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং নিপাত্য ভূভারং ছলেন মুনিসত্তম।
স্বস্থানং পুনরাগন্তুং মতিশ্চক্রে মহীতলাৎ॥ ১
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সমাগত্য ধরাতলম্।
দ্বারকাপুরমাবিশ্য কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ।

পৃথিবীভারসংহৃত্যৈ প্রার্থিতাস্মাভিরীশ্বরী।
দেহং মানুষমাশ্রিত্য শম্ভোরনুমতেন বৈ॥ ৩
মায়াপুরুষরূপেণ জাতাসি ধরণীতলে।
তৎ ত্বয়া তু কৃতং সর্ব্বং পৃথিবীভারপাতনম্॥ ৪
পরিপূর্ণীকৃতঞ্চাপি শম্ভোর্যন্মন ঈপ্সিতম্।
ইদানীং পুনরাগত্য স্বস্থানং পৃথিবীতলাৎ॥ ৫
স্বরূপং পুনরাশ্রিত্য পালয়াস্মান্দিবৌকসঃ॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ব্রহ্মন্মমাপি তত্রেচ্ছা বিদ্যতে যত্ত্বয়োচ্যতে।
অচিরেণ সমায়াস্যে ভূয়ঃ স্থানমনুত্তমম্॥ ৭

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমাশ্বাস্য ধাতারং বিসৃজ্য জগদীশ্বরী।
শ্যামসুন্দররূপা সা দ্বারকাত্যাগপূর্ব্বকম্॥ ৮
স্বর্গারোহণমিচ্ছন্তী প্রত্যুবাচাথ মন্ত্রিণঃ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যদুবংশসমুৎপন্না মৃতাঃ সর্ব্বে দিবংগতাঃ।
প্রায়শস্তে মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য মন্ত্রিণঃ॥ ১০
স্বল্পাস্তিষ্ঠন্তি বংশেঽস্মিন্ পুরা বৃদ্ধাবশেষিতাঃ
নেদানীং রোচতে রাজ্যং ন স্থিতিশ্চ ধরাতলে
তদ্যাস্যামি দ্রুতং স্বর্গং নিশ্চিতং মন্ত্রিসত্তমাঃ।
দূতান্ প্রেষয়ত ক্ষিপ্রং হস্তিনায়াং যুধিষ্ঠিরম্॥
ক্রবন্তু মে সখায়ঞ্চ কিরিটিনমরিন্দমম্।
নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনং মহাবলম্॥ ১৩
স্বর্গারোহণ উদ্যোগং মম ব্রহ্মানুশাসনাৎ॥ ১৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি কৃষ্ণাজ্ঞয়া সর্ব্বে মন্ত্রিণো দীনমানসাঃ।

সম্পাদন করিলেন। মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন ভীষ্ম প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পার্থগণ মহাদেবীর প্রসাদে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ২৬—৫৭।০

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মুনিবর! এইরূপে ছলক্রমে ভূভার হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভূতল হইতে স্বস্থানগমনে সঙ্কল্প করিলে ব্রহ্মা ধরাতলে দ্বারকাপুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে ঈশ্বরি! আমরা পৃথিবীর ভারাপনোদনের জন্য আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আপনি শম্ভুর অনুমতিক্রমে মানুষ দেহ আশ্রয় করিয়া মায়াপুরুষরূপে ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনা কর্ত্তৃক এক্ষণে পৃথ্বীভার একেবারেই অপনীত হইয়াছে। শম্ভুর ঈপ্সিত পূর্ণ হইল। এক্ষণে পৃথ্বীতল হইতে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গ-বাসীদিগকে পালন করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, আমারও ইচ্ছা ঐরূপই। আমি অচিরকাল মধ্যেই পুনঃ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ১—৭। মহাদেব কহিলেন,—শ্যামসুন্দররূপিণী জগদীশ্বরী বিধাতাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বিদায় দিলেন এবং দ্বারকা পরিত্যাগে সমুৎসুক হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—মন্ত্রিগণ! যদুবংশীয়গণের অধিকাংশই অষ্টাবক্র মুনির অভিশাপে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া স্বর্গে গিয়াছে। এক্ষণে এবংশে অল্পসংখ্যক বৃদ্ধবীর অবশিষ্ট আছেন। অধুনা ধরাতলে থাকিয়া আমি রাজ্য করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব শীঘ্রই আমি স্বর্গে যাইব। আপনারা হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের নিকট সত্বর দূত প্রেরণ করুন। তাহারা গিয়া মৎসখা কিরীটী নকুল, সহদেব ও ভীমসেনকে ব্রহ্মশাসন বশতঃ মদীয় স্বর্গগমনোদ্যোগ নিবেদন করুক

দূতান্ প্রহাপয়ামাসুর্হস্তিনায়াং ত্বরান্বিতাঃ ॥
তে গত্বাহর্ম্মরাজানং ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
ততোহন্যান্ পাণ্ডবাংশ্চাপি কৃষ্ণস্বর্গাগমোদ্যতিম্
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতাস্তেহপি পাণ্ডবাঃ সমুপাগতাঃ।
কৃষ্ণাপি গমনে কৃত্বা মতিং স্থিরতরাং মুনে ॥
দ্রৌপদ্যাশ্চ স্ত্রিয়শ্চাপি কৃষ্ণানুগমনে মতিম্।
নিশ্চিত্য প্রযযুঃ সর্ব্বা দ্বারকায়াং ত্বরান্বিতা ॥ ১৮
অন্যে চ বহবঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্বর্গাধিরোহণম্।
কৃষ্ণান্তিকমুপাজগ্মুস্তস্যানুগমনেচ্ছয়া ॥ ১৯
তানভ্যর্চ্চ্য যথান্যায়ং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
উবাচ সাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহারাজ মিত্রার্জ্জুন বৃকোদর।
যুষ্মাভিঃ প্রতিপাল্যা মে পৌরজনপদাঃ সদা ॥
অহং স্বর্গং গমিষ্যামি সাম্প্রতং পৃথিবীতলাৎ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবাস্বতিদুঃখিতাঃ।
প্রাহুঃ কৃষ্ণং মহাত্মানং সাশ্রুনেত্রাঃ পৃথক্ পৃথক্
মাং বিদ্ধি নিশ্চিতাত্মানং তবানুগমনে প্রভো
ন স্থাস্যামি ক্ষণং কৃষ্ণ ত্বাং বিনা পৃথিবীতলে

ভীম উবাচ

অহঞ্চানুগমিষ্যামি ত্বামেব যদুনন্দন।
ন স্থাস্যামি ক্ষিতৌ কৃষ্ণ ত্বং বিনাহং কথঞ্চন

অর্জ্জুন উবাচ।

ত্বং মে প্রাণাস্তম আত্মা চ ত্বং গতিস্ত্বং মতির্মম।
ন ত্বামৃতে ক্ষণং ভূমৌ স্থাস্যামি যদুনন্দন ॥২৬

নকুল উবাচ।

অহমপ্যনুযাস্যামি ত্বামেব জগদীশ্বর।
নত্বামৃতে ক্ষণং স্থাতুং শক্নোমি পৃথিবীতলে ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেবং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্
স্বাংশজাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণঃ স্মিত্বা বচনমব্রবীৎ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

কৃষ্ণে স্থাস্যসি কিং পৃথ্ব্যাং কিংবা স্বর্গং প্রয়াস্যসি
যথারুচি তথা ব্রূহি মা চিরং দ্রুপদাত্মজে ॥২৯

করুক। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—কৃষ্ণের এইরূপ আদেশে মন্ত্রিগণ দুঃখিতমনে হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ গিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গগমনোদ্যোগবার্ত্তা নিবেদন করিল। তৎশ্রবণে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীপ্রমুখ স্ত্রীগণ কৃষ্ণানুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। অন্যান্য অনেকেও কৃষ্ণের স্বর্গারোহণবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার অনুগমনে দ্বারকায় আসিলেন। কমলাক্ষ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্নিগ্ধ গম্ভীর বচনে বলিলেন,—হে মিত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির! বৃকোদর! আপনারা আমার পৌরজনপদদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। আমি সম্প্রতি ভূতল হইতে স্বর্গগমন করিব। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে দুঃখিত পাণ্ডবগণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে মহাত্মা কৃষ্ণকে প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—প্রভো, কৃষ্ণ! তুমি গেলে জানিবে—আমিও নিশ্চয় তোমার অনুগমন করিব। তোমার অভাবে আমি ক্ষণকালও ধরাতলে থাকিব না। ভীম বলিলেন,—যদুনন্দন! আমিও তোমার অনুগমন করিব, তোমার অনবস্থানে ক্ষণকালও আমি এ সংসারে থাকিব না। অর্জ্জুন কহিলেন,—যদুনন্দন! তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার আত্মা, তুমি আমার মতি; তোমা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও আমি ভূতলে থাকিব না।১৮—২৬। নকুল কহিলেন,—জগদীশ্বর! আমারও ঐ কথা, আমিও তোমার অনুগমন করিব। তোমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও আমি থাকিব না। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া স্বীয় অংশভূতা দ্রৌপদীকে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন,—কৃষ্ণে! তুমি কি ভূতলে থাকিবে, না স্বর্গে যাইবে? তোমা

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অহং ভবাংশসম্ভূতা ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
অহং ত্বামেব যাস্যামি জলে জলমিব ক্ষণাৎ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ রামঃ সমাগত্য স্বর্গারোহণমুদ্যতম্।
কৃষ্ণং ত্রিজগতাং নাথং রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ৩৫

বলরাম উবাচ।

যদি পৃথ্বীং পরিত্যজ্য স্বর্গমেবাধিযাস্যসি।
অস্মু বৃষ্ণিকুলোৎপন্নান্ নীত্বা যাহ্যত্র মা চিরম্
এতে বৃষ্ণিকুলোৎপন্নাঃ সর্ব্ব এব মহীভুজঃ।
ন ত্বামৃতে ক্ষিতৌ রাজন্ সংস্থাস্যন্তি কদাচন॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ কৌষেয়বাসস্তু কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
দত্ত্বা ধনানি বিপ্রেভ্যঃ স্বপুরান্নির্যযৌ দ্রুতম্॥
তৎপশ্চান্নির্যযৌ রামঃ সহিতঃ সর্ব্ববৃষ্ণিভিঃ।
পাণ্ডবাশ্চাপি নির্যাতাঃ সামাত্যবনিতাগণৈঃ॥
সর্ব্বে প্রাপুঃ সমুদ্রস্য তীরং তেষাঞ্চ পৃষ্ঠতঃ।
অনেকদেশদেশীয়া যাতা জনপদা মুনে॥ ৩৬

এতস্মিন্নন্তরে নন্দী রথং রত্নপরিষ্কৃতম্।
সিংহবাহং সমানীয় তত্রাধস্তাদন্তরীক্ষতঃ॥৩৭
ব্রহ্মা চ বহুসাহস্রং রথানাং মুনিসত্তম।
সমানীয়ান্তরীক্ষে তু সংস্থিতো দৈবতৈঃ সহ॥
আয়াতং জলধেস্তীরং বীক্ষ্য কৃষ্ণং সুরোত্তমাঃ
পুষ্পবৃষ্টিং সুমহতীং প্রচক্রুর্হৃষ্টমানসাঃ॥ ৩৯
অবাদয়ন্ত বিবিধান্ মৃদঙ্গপটহাদিকান্।
শঙ্খান্ ঘণ্টাশ্চ শতশো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥
এবং বৃত্তে মহোৎসাহে কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
সম্ভূয় সহসা কালী সিংহবাহং মহারথম্॥ ৪১
আরুহ্য ত্রিদশশ্রেষ্ঠৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চাভিসংস্তুতা।
কৈলাসমগচ্ছীঘ্র ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পশ্যতাম্॥ ৪২
দ্রৌপদী তু বিলীনাভূত্তস্যামেব মহামতে।
স্পৃষ্ট্বা জলং সমুদ্রস্য সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ৪৩
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সাক্ষাদ্ধর্ম্মময়ঃ প্রভুঃ।
বিচিত্রং রথমারুহ্য প্রাপ স্বর্গং দ্রুতং শুভম্ ৪৪
রামার্জ্জুনৌ তু সংস্পৃশ্য জলধিং মুনিসত্তম।
ত্যক্ত্বা দেহং সমাশ্রিত্য রূপং নবঘনদ্যুতিম্॥৪৫

যাহা অভিপ্রায় হয়, সত্বর বল। দ্রৌপদী কহিলেন,—আমি তোমার অংশজা; তুমি আদ্যা কালিকা; জলে জলবিন্দুবৎ তোমাতেই আমি লীন হইব। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর বলরাম আসিয়া স্বর্গারোহণোদ্যত জগন্নাথকে সাশ্রুনেত্রে বলিলেন,—যদি পৃথ্বী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাও, তবে বৃষ্ণিকুলোৎপন্ন সমুদায়কেই সঙ্গে লও। এই বৃষ্ণিকুলোৎপন্ন ভূপালগণ তোমার অভাবে কখনই ভূতলে থাকিবেন না।

কহিলেন,—অনন্তর কমলাক্ষ

পীতপট পরিধানপূর্ব্বক বিপ্রবর্গকে ধনরাশি দান করিয়া স্বীয় পুরী হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বলরাম সর্ব্ব বৃষ্ণিসহ যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণও ভৃত্যামাত্য ও বনিতাবৃন্দসহ নির্গত হইলেন, এবং তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে নানা জনপদবাসী আসিয়া সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে নন্দী অন্তরিক্ষ হইতে রত্নপরিষ্কৃত সিংহবাহন রথ লইয়া আসিলেন। ব্রহ্মাও বহু সহস্র রথ লইয়া সর্ব্বদেবসহ অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুরবরগণ কৃষ্ণকে জলধিতীরে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টমনে মহতী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ঘণ্টাদি নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপ মহোৎসব প্রবৃত্ত হইলে কমলাক্ষ কৃষ্ণ সহসা কালীমূর্ত্তি হইয়া সিংহবাহন মহারথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ও মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ব্রহ্মাদির সমক্ষে শীঘ্র কৈলাসধামে গমন করিলেন। হে মহামতে! দ্রৌপদী সমুদ্রজল স্পর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার দেহেই বিলীন হইলেন অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বিচিত্র রথারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। বলরাম এবং অর্জ্জুন সমুদ্র স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগান্তে

চতুর্ভুজং লসৎপদ্মশঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
আরুহ্য গরুড়ং তূর্ণং বৈকুণ্ঠং প্রাপতুঃ পুরম্ ॥
ভীমাদ্যাশ্চাপি সন্ত্যজ্য দেহং তস্মিন্মহাম্বুধৌ ।
প্রাপুঃ স্বর্গপুরং তদ্বদ্বৃষ্ণয়শ্চ তথা পরে ॥ ৪৭
এবং গতেষু সর্ব্বেষু রুক্মিণ্যাদ্যাষ্ট যোষিতঃ ।
শাম্ভবং দেহমাশ্রিত্য যযুঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ॥ ৪৮
অপরা যোষিতাশ্চাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহামুনে ।
দেহং ত্যক্ত্বা বভূবুশ্চ পূর্ব্ববদ্ভৈরবাংশকাৎ ॥ ৪৯
শ্রুত্বা তু কৃষ্ণগমনং শ্রীদামঃ সন্ত্যজন্ বপুঃ ।
জয়া ভূত্বা সুদামস্তু বিজয়া সমভূৎ তথা ॥ ৫০
এবং সমভবদ্দেবী শ্যামসুন্দররূপিণী ।
পৃথ্বীভারাপহারায় শম্ভোরিচ্ছাবশেন তু ॥ ৫১
পুংরূপেণ জগন্মাতা লীলয়া ধরণীতলে ।
হৃত্বা চ পৃথিবীভারং ছলেনৈব মহামতে ॥ ৫২
ভূয়ঃ স্বরূপমাশ্রিত্য স্বস্থানং সমুপাগমৎ ।
কল্পান্তরে তু ভূপৃষ্ঠে দ্বাপরান্তে মহামুনে ॥ ৫৩
বিষ্ণুঃ শ্রীকৃষ্ণরূপেণ পূর্ণাংশেন জগৎপ্রভুঃ ।
শম্ভোর্ব্বরপ্রসাদেন সম্ভবিষ্যতি লীলয়া ॥ ৫৪
নিহনিষ্যতি ভূভারমেবমেব মহামতে ॥ ৫৫
কৃষ্ণাবতারচরিতং জগদম্বিকায়া
শৃণ্বন্তি যে ভুবি পঠন্তি চ ভক্তিযুক্তাঃ ।
তে প্রাপ্য সৌখ্যমতুলং পরতশ্চ দেব্যাঃ
সম্প্রাপ্নুবন্তি পদবীমমরৈরলভ্যাম্ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কৃষ্ণাবতারেঽষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
দেবদেব মহাদেব কৃপাময় জগদ্গুরো ।
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি দেব্যাস্তত্ত্বমনুত্তমম্ ॥ ১
মূর্ত্তী দ্বে ভগবত্যাস্তু কৈলাসশিখরাশ্রিতে ।
তয়োঃ শ্রুতন্তু দুর্গায়াঃ স্বস্বরূপং তথালয়ম্ ॥ ২
শারদীয়া মহাপূজা প্রসাদাত্বন্মুখাম্বুজাৎ ।
ইদানীং ব্রূহি কাল্যাশ্চ স্বস্বরূপং তথালয়ম্ ॥
মহাদেব উবাচ ।
দুর্গায়াঃ পরমং স্থানং যন্ময়া তে সমীরিতম্ ।

নবঘনপ্রভ, চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর দেহ ধারণ করিয়া গরুড়ারোহণে সত্বর বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ভীম প্রভৃতি ও অন্যান্য বৃষ্ণিবৃন্দ মহাসাগরে স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পুরে গমন করিলেন। এইরূপে সকলে চলিয়া গেলে রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট প্রধান রমণী শাম্ভব দেহ অবলম্বন করিয়া স্বীয় উত্তম স্থানে প্রয়াণ করিলেন। হে মহামুনে! শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে সকল পত্নী ছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব দেহত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভৈরবাকার ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীদাম এবং সুদাম স্ব স্ব দেহত্যাগান্তে যথাক্রমে জয়া এবং বিজয়া হইলেন। শম্ভুর ইচ্ছাবশতঃ ভূভার অপনোদনের জন্য এইরূপেই দেবী শ্যামসুন্দররূপিণী হইয়াছিলেন। হে মহামতে! জগন্মাতা লীলাক্রমে ধরাতলে পুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছলে পৃথ্বীভার হরণপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয়রূপ ধারণ করত স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বিষ্ণু শম্ভুর বর-প্রসাদে কল্পান্তে দ্বাপরান্তে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণাংশে প্রাদুর্ভূত হন এবং এইরূপেই তিনি ভূভার হরণ করেন। হে মহামতে! যাহারা জগদম্বার এই কৃষ্ণাবতারচরিত ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা অতুল সৌখ্য লাভ হয় এবং পরকালে তাহারা দেবদুর্লভ দেবীলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭—৫৬।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে দেবদেব, জগদ্গুরো, কৃপাময়, মহাদেব! পুনরায় আমি দেবীর উত্তম তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করি। কৈলাসশিখরে ভগবতী দুর্গার দুই মূর্ত্তি। তন্মধ্যে মাত্র দুর্গার স্বস্বরূপ ও তাঁহার আলয়তত্ত্বই শুনিয়াছি। তৎপ্রসঙ্গে শারদীয়া মহাপূজার বিবরণও আপনার মুখে শুনি-

দুর্গম্যং দেবগন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নররক্ষসাম্ ॥
তৎপার্শ্বেঽস্তিসুদুর্গম্যং ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ ।
সুগুপ্তং পরমং রম্যং স্থানমস্তি সুশোভনম্ ॥৬
বেষ্টিতং পরিতশ্চারুসুধাময়মহাব্ধিনা ।
অনর্ঘরত্নসম্ভারঘটিতং জ্বলনপ্রভম্ ।
তন্মধ্যেঽস্তি পুরং রম্যং রত্নপ্রাকারতোরণম্ ।
চতুর্দ্বারং চতুর্দ্দিক্ষু মুক্তাজালবিশোভিতম্ ॥ ৮
চিত্রধ্বজপতাকাভিরতীব সমলঙ্কৃতম্ ।
বিচিত্রখট্বাঙ্গকরা রক্তনেত্রা সহস্রশঃ ॥ ৯
রক্ষন্তি ভৈরবাঃ সর্ব্বে তানি দ্বারাণি সর্ব্বদা ।
তস্যা আজ্ঞাং বিনা যানি সমুল্লঙ্ঘ্য সুরাসুরাঃ
ন শক্নুবন্তি বৈ গন্তুং ব্রহ্মবিষ্ণুমুখা অপি ॥ ১১
তন্মধ্যে মন্দিরং রম্যং নানারত্নবিনির্ম্মিতম্ ।
মণিস্তম্ভশতৈর্যুক্তং সুবর্ণেনাভিবেষ্টিতম্ ।
তন্মধ্যেঽদ্ভুতসিংহাঢ্যং রত্নসিংহাসনং মহৎ ॥১২
তস্যোপরি পরিন্যস্তশবোপরি মহেশ্বরী ।
মহাবিদ্যা মহাকালী সদা তিষ্ঠতি নারদ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণ্ডকোটিকোটীনাং সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনী ।
একৈব হি মহাদেবী স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৪
বিজয়াদিচতুঃষষ্টিযোগিন্যঃ পরিচারিকাঃ ।
পুরকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি সদা সাবহিতা মুনে ॥ ১৫
তস্যাস্ত দক্ষিণে ভাগে মহাকালঃ সদাশিবঃ ।
তেন সার্দ্ধং মহাকালী হৃষ্টা সংরমতে সদা ॥১৬
এবমন্তঃপুরং তস্যা ভৈরবৈরভিরক্ষিতম্ ।
অত্যাশ্চর্য্যতমং সৌম্যং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্ ॥
ব্রহ্মেশবিষ্ণুভিঃ সার্দ্ধং সমাগত্য মহামতে ।
যস্য প্রবেশমাত্রেণ সুরাধীশঃ পুরন্দরঃ ॥ ১৮
মুক্তোঽভবদ্ব্রহ্মহত্যাজনিতাদঘোরকিল্বিষাৎ ।
তদৈব দদৃশুস্তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুপুরন্দরাঃ ॥ ১৯
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য কালীং পরমদেবতাম্ ।
তদ্বহির্ব্বর্ণয়ে বৎস শৃণু সাবহিতো মুনে ॥ ২০
সর্ব্বতো বেষ্টিতং রত্নপ্রাকারৈর্ব্বহিরন্তরম্ ।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্দ্বারং রত্নতোরণভূষিতম্ ॥ ২১

যাছি, এক্ষণে কালীর স্বরূপ ও লয়-তত্ত্ব বলুন। মহাদেব কহিলেন,—আমি যে তোমার নিকট দুর্গার পরমস্থানের কথা কহিয়াছি, ঐ স্থান দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণের দুর্গম্য। তাহার পার্শ্বে একটী সুগুপ্ত পরমরম্য পরম সুন্দর স্থান আছে। উহা ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতি-গণেরও একান্ত দুর্গম। সুন্দর সুধাময় মহাব্ধি দ্বারা ঐ স্থান পরিবেষ্টিত! উহার মধ্যে রত্নপ্রাকার-তোরণময় রম্য পুরী আছে। ঐ পুরী অমূল্য রত্নসম্ভারে নির্ম্মিত ও অনলাগ্নিপ্রভ। উহার চারিদিকে মুক্তাজাল-মণ্ডিত চারিটী দ্বার বিচিত্র ধ্বজপতাকায় একান্ত অলঙ্কৃত। বিচিত্রখট্বাঙ্গধারী রক্ত-নেত্র সহস্র সহস্র ভৈরব সেই সকল দ্বার সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণও দুর্গার আজ্ঞা ব্যতীত ঐ সকল দ্বার অতিক্রম করিতে পারেন না। ঐ পুরমধ্যে সুবর্ণবেষ্টিত শত শত মণিস্তম্ভ-ময় নানা রত্ননির্ম্মিত রম্য মন্দির; তন্মধ্যে অদ্ভুত সিংহযুক্ত মহারত্নসিংহাসন; তদুপরি সুবিন্যস্ত শবাসন; সেই আসনোপরি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী মহে-শ্বরী মহাবিদ্যা মহাকালী সদা অধিষ্ঠিতা। সেই মহাদেবী একা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরূপিণী; বিজয়াদি চতুঃষষ্টি যোগিনী তাঁহার পরি-চারিকারূপে সদা অবহিত হইয়া পুরকর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে মহা-কাল সদাশিব; মহাকালী হৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত নিত্য রমণ করেন। মহাকালীর এই ভৈরবগণাভিরক্ষিত অন্তঃপুর অতি আশ্চর্য্য-তম সৌন্দর্য্যময় ও ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ। হে মহামতে! সুররাজ পুরন্দর ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশসহ উপস্থিত হইয়া ঐ পুরদ্বারে প্রবেশ-মাত্র ব্রহ্মহত্যাজনিত দারুণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। দেবদেবের প্রসাদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পুরন্দর সেই কালেই পরম দেবতা কালীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। হে মুনে! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ১-১০। সেই পুরীর বাহিরে রত্নপ্রাকার-বেষ্টিত রত্নতোরণভূষিত চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্বারযুক্ত

তানি রক্ষন্ত্যবিরতং সর্ব্বে তু গণনায়কাঃ।
তদন্তশ্চাপি যোগিন্যঃ কামাখ্যাদ্যা মহামতে॥
তদ্বহির্দর্শনাকাঙ্ক্ষি-ব্রহ্মাণঃ কতি কোটয়ঃ।
স্থিতা ধ্যানসমাযুক্তা নানাব্রহ্মাণ্ডবাসিনঃ॥২৩
তদ্বহিশ্চ চতুর্দ্বারং তদ্বৎ প্রাকারবেষ্টিতম্।
রক্ষন্তি কোটিশস্তানি দ্বারাণি ভৈরবাঃ সদা॥
তদ্বহিঃ কোটিশঃ সন্তি ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
ধ্যাননিষ্ঠাশ্চিরেণাপি সকৃদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥২৫
এবং বহুবিধং দ্বারং নানারত্নপরিষ্কৃতম্।
রক্ষন্তি কোটিশঃ সর্ব্বে দেব্যাজ্ঞাপরিপালকাঃ
পারিজাতং বনং রম্যমুত্তরে পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রফুল্লকুসুমাকীর্ণং চিত্রভ্রমরসঙ্কুলম্॥২৭
বসন্তঃ সর্ব্বদা তত্র বায়ুর্ব্বাতি শনৈঃ শনৈঃ।
বিচিত্রপক্ষিরূপেণ ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাঃ সুরাঃ॥২৮
গায়ন্তি চরিতং কাল্যাস্তস্মিন্ মধুরনিঃস্বনৈঃ।
পূর্ব্বস্যাং মুনিশার্দ্দূল রম্যং চারুতরং সরঃ॥২৯
স্বর্ণপঙ্কজকহ্লারকুমুদৈরতিশোভিতম্।

আর এক পুরী আছে। সমস্ত গণনায়কেরা ঐ পুরী অনবরত রক্ষা করেন। কামাখ্যাদি যোগিনীগণ ঐ পুরীমধ্যে অবস্থিতা। উহার বহির্দ্দেশে পরমেশ্বরীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী নানা ব্রহ্মাণ্ডবাসী কত কোটি কোটি ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থিত। তাহার বাহিরে ঐরূপ প্রাকারবেষ্টিত চতুর্দ্বারযুক্ত আর এক পুরী; কোটি কোটি ভৈরব উহার দ্বাররক্ষক। পরমেশ্বরীর সকৃৎ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঐ পুরীর বাহিরে ইন্দ্রাদি কোটি কোটি ত্রিদশপতি ধ্যানস্থ হইয়া অনন্ত কাল উপবিষ্ট। এইরূপ নানারত্নপরিষ্কৃত বহুবিধ দ্বার দেবীর আজ্ঞা-বাহক কোটি কোটি ভৈরবাদি কর্ত্তৃক পরি-রক্ষিত। ঐ পুরীর উত্তরে প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ বিচিত্র ভ্রমরব্যাপ্ত পারিজাত বন; সে বনে নিত্য বসন্ত বিরাজিত; বায়ু তথায় শনৈঃ শনৈঃ প্রবহমাণ। ব্রহ্মা বিষ্ণুপ্রমুখ সুরগণ সেই পারিজাত বনে বিচিত্র পক্ষিরূপে মধুর রবে কালীর চরিত্র গান করেন। হে মুনিবর! ঐ পুরীর পূর্ব্বদিকে এক রম্য

বিচিত্রমধুপশ্রেণ্যা ঈষদ্বায়ুপ্রকম্পিতৈঃ॥৩০
নানাবিধৈঃ সুপুষ্পৈশ্চ কূলং তস্য মনোহরম্।
বিচিত্রমণিসম্বন্ধসোপানৈরপি শোভিতম্॥৩১
এবং তস্যাঃ পুরং রম্যং বাচাতীতং মহামতে।
তথান্যাসাঞ্চ বিদ্যানাং দশানামপি তত্র বৈ॥
এবং প্রত্যেকতো রম্যং পুরমস্তি পৃথক্ পৃথক্
তাসাঞ্চ দক্ষিণে ভাগে নানারূপঃ সদাশিবঃ।
আস্তে পৃথক্ পৃথক্ তেন রমতে সা পৃথক্ পৃথক্

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে কালীধামবর্ণনং নাম একোন-ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
দেবদেব মহেশান বিস্তরেণ মযি প্রভো।
ইন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যাভূদ্ যথা স চ মহামতিঃ॥১
ব্রহ্মাদীনগমদ্দেবীং মহাকালীং দিদৃক্ষয়া।

সরোবর আছে। উহা সুবর্ণময় পদ্ম কহ্লার ও কুমুদসমূহে শোভিত। বিচিত্র মধুপকুল ঐ সরোবরোপরি বিচরণশীল। সরোবরের কূল বায়ুকম্পিত বিবিধ সুপুষ্পদলে মনোহর। উহার সোপানশ্রেণী বিচিত্র মণিময়। হে মহামতে! কালীর এই রম্য পুরী বাক্যাতীত। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত বিদ্যার প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ রম্য পুরী তথায় বিদ্যমান। সেই সকল বিদ্যার প্রত্যে-কের দক্ষিণ ভাগে সদাশিব নানা মূর্ত্তিতে অবস্থিত। তিনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে সমস্ত বিদ্যার সহিত রমণ করিয়া থাকেন। ২১-৩৩

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে প্রভো দেবদেব! যেরূপে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইয়াছিল,

দেবদেবপ্রসাদেন যথাব্রহ্মাদয়শ্চ তে ॥ ২
ব্যতীত্য সর্ব্বলোকানি তস্যা লোকমুপাগমন্।
যথা চ তৎ পুরদ্বারং ভৈরবৈরভিরক্ষিতম্ ॥ ৩
ব্যতীত্যাস্তঃ পুরং যাতা যথা দেবীংব্যলোকয়ন্
দদৃশুর্যাদৃশীং মূর্ত্তিমেতদাচক্ষ সাম্প্রতম্ ॥ ৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মদত্তবরোন্মত্তঃ পূর্ব্বং বৃত্রো মহাসুরঃ।
নির্জ্জিত্য সকলান্ দেবান্ স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ ॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিমরুতাং কুবেরস্য যমস্য চ।
অপহৃত্যাধিপত্যং স মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৬
ঐকাধিপত্যং চক্রে বৈ ত্রিষু লোকেষু নারদ।
ব্রহ্মণা কল্পিতো মৃত্যুর্দধীচেরস্থিনির্ম্মিতাৎ ॥ ৭
মহাস্ত্রাদ্দেবরাজস্য হস্তে তস্য দুরাত্মনঃ।
বৃহস্পত্যুপদেশেন দেবরাজঃ পুরন্দরঃ ॥ ৮
সম্প্রার্থ্য পদ্মযোনিং তজ্জ্ঞাতবান্মুনিসত্তম।
ততো দধীচের্নিকটং স্বয়মিন্দ্রঃ সমভ্যগাৎ ॥ ৯
তদস্থিভিক্ষামিচ্ছন্ জগতাং ত্রাণহেতবে।
স প্রণম্য মহাত্মানং দধীচিং মুনিসত্তমম্ ॥ ১০
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রাহ দধীচে স্বাগতং মুনে।
ততো মুনিরপি জ্ঞাত্বা দেবরাজং সমাগতম্ ॥ ১১
উত্থায় চাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলাদিকম্।
কিমর্থমত্রাগমনং দেবরাজ বদস্ব তৎ ॥ ১২
ইত্যুক্তো মুনিনা প্রাহ দেবরাজো মুনিং মুনে।
অস্মাকং যাদৃশং বৃত্তং যুষ্মাকং কিমগোচরম্ ॥ ১
ব্রহ্মদত্তবরোন্মত্তো বৃত্রো নাম মহাসুরঃ।
বিজিত্যাস্মান্ লোকপালান্ ত্রিলোকে-
শোঽভবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৪
বয়ন্তু তদ্ভয়াৎ সর্ব্বে স্বর্গং ত্যক্ত্বা দিবৌকসঃ।
মনুষ্যা ইব মর্ত্ত্যেঽস্মিন্ বসামো মুনিপুঙ্গব ॥
ন যজ্ঞভাগং প্রাপ্নোমি নার্চ্চয়ন্তি চ কে ন চ।
এবং দুর্গতিমাপন্নঃ কিমত্র কথয়ামি তে ॥ ১৬
নিস্তারয়সি চেদ্দেবাংস্ত্বমেব কৃপয়া মুনে।
দুঃখার্ণবনিমগ্নানাং নিষ্কৃতিস্তু ত্বমেব হি ॥ ১৭

দেবী মহাকালীর দর্শনেচ্ছায় ব্রহ্মাদি সহ যেরূপে তিনি গিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবদেবের প্রসাদে যেরূপে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া দেবীলোকে গিয়াছিলেন, ভৈরবগণ যেরূপে দেবীর পুরদ্বার রক্ষা করিতেছেন, সেই পুরী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ যেরূপে দেবীকে অবলোকন করিলেন, এবং দেবীর যাদৃশ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা সম্প্রতি আমার নিকট বলুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—মহাসুর বৃত্র ব্রহ্মদত্ত বরে দর্পিত হইয়া সর্ব্ব দেবের পরাভব সাধনান্তে স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের, যম, ইহাঁদের আধিপত্য হরণ করিয়া মহাবল বৃত্র ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ব্রহ্মা, দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত মহাস্ত্র হইতে দেবরাজের হস্তে সেই দুরাত্মার মৃত্যু নির্দ্দেশ করেন। দেবরাজ পুরন্দর বৃহস্পতির উপদেশে পদ্মযোনিকে প্রার্থনা করিয়া ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। অনন্তর ইন্দ্র জগতের ত্রাণহেতু দধীচির অস্থি ভিক্ষার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেবরাজ মহাত্মা দধীচিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মুনে দধীচে! আপনার শুভ ত? অনন্তর দধীচি মুনি দেবরাজকে সমাগত জানিয়া উত্থানপূর্ব্বক আসনদানান্তে তাঁহার কুশলাদি প্রশ্ন করিলেন; বলিলেন,—দেবরাজ! আপনি কি জন্য হেথায় আসিয়াছেন বলুন। মুনি এই কথা কহিলে দেবরাজ তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনে! আমাদের যে অবস্থা, তাহা কি আপনাদের অগোচর? মহাসুর বৃত্র ব্রহ্মদত্ত বরে উদ্ধত হইয়া মাদৃশ লোকপালদিগকে জয় করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর হইয়াছে। আমরা দেবতা, তাহারই ভয়ে সকলেই স্বর্গ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যবৎ এই মর্ত্ত্যে বাস করিতেছি। যজ্ঞভাগ পাই না, কেহ আমাদের অর্চ্চনা করে না, এইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত হইয়া আছি। আপনার নিকট অধিক আর কি বলিব?১-১৬। হে মুনে! কৃপা করিয়া আপনি দেবগণের নিস্তার

দধীচিরুবাচ।

জানামি সর্ব্বং যদ্ভূতপূর্ব্বং যদ্ভবিষ্যতি।
বিজ্ঞানচক্ষুষা চেন্দ্র কিং করোমি বদস্ব তৎ॥

ইন্দ্র উবাচ।

কথয়িষ্যামি কিং ব্রহ্মন্ ভয়ং মে জায়তেঽধুনা
যদর্থং ত্বামহং প্রাপ্তস্তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে॥ ১৯
ন তস্য মৃত্যুর্বিহিতো কশ্চিদন্যপ্রকারতঃ।
ত্বদস্থিনির্ম্মিতাস্ত্রাণি বিনা তেনাগতোঽস্ম্যহম্
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যদর্থমহমাগতঃ।
ইদানীং মুনিশার্দ্দূল যথাযোগ্যং বিবেচয়॥ ২১

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবরাজেন মুনীন্দ্রঃ সমচিন্তয়ৎ।
কিমেনং বিমুখং কুর্য্যাং কিংবা দেহং ত্যজাম্যহম্
এবং দ্বৈধমনা ভূত্বা কিঞ্চিৎকালং মহামতিঃ।
দেহত্যাগং বিনিশ্চিত্য দেবরাজমুবাচ হ॥ ২৩

দধীচিরুবাচ।

সম্ভ্রষ্টরাজ্যা যদি দেবসঙ্ঘা
নিস্তারমায়ান্তি মহাসুরেন্দ্রাৎ।
মদস্থিভিস্তৎখলু দেবরাজ
ত্যক্ষ্যামি যোগেন শরীরমেতৎ॥ ২৪
ধন্যং শরীরং খলু তস্য দেহিনো
যস্য ব্যয়ং স্যাৎ পরসৌখ্যহেতবে।
অনিত্যমেতৎ স হি ধর্ম্ম এব
নিত্যস্তদেনং পরিসন্ত্যজামি॥ ২৫
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিস্তদা মুনে
জাজ্বল্যমানো নিজতেজসা ভৃশম্।
যোগেন সন্ত্যজ্য শরীরমেত-
দবাপ মোক্ষং সুররাজসম্মুখে॥ ২৬
ইন্দ্রস্তদালোক্য বিনিঃশ্বসন্মুহু-
র্ধিগস্তু লোকান্ বিষয়ৈষিণস্ত্বিহ।
আক্ষিপ্য সন্তপ্য বিষণ্ণমানস-
স্তস্থৌ স কালং কিয়দেব তত্র॥ ২৭
ততস্তদস্থীন্যুপগৃহ্য সাদরো
মহাসুরেন্দ্রস্য বধার্থমেব সঃ।
নানাবিধাস্ত্রাণি বিনির্ম্মমে মুনে

করুন আমরা দুঃখার্ণব-নিমগ্ন, একমাত্র আপনি আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা। দধীচি কহিলেন,—ইন্দ্র! আমি জ্ঞাননেত্রে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই অবগত। তথাপি এক্ষণে কি করিতে হইবে বল? ইন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! কি বলিব? বলিতে আমার ভয় হইতেছে। হে মহামুনে! যে জন্য আমি আসিয়াছি, শ্রবণ করুন। আপনার অস্থি-নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে তাহার মৃত্যু নাই। ইহাই বিধির নির্ব্বন্ধ। সুতরাং সেই অস্থির নিমিত্তই আমি আসিয়াছি। আমার আগমন-কারণ এই আমি আপনার নিকট বলিলাম। হে মুনিবর! এক্ষণে যাহা যোগ্য হয় বিবেচনা করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা দধীচি চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি কি ইঁহাকে বিমুখ করিয়া দিব, অথবা নিজের দেহই পরিত্যাগ করিব? এইরূপে কিয়ৎকাল সংশয়াকুল হইয়া নিজের দেহত্যাগই নিশ্চয় করত দেবরাজকে বলিলেন,—দেবরাজ! ভ্রষ্টরাজ্য দেবগণ যদি আমার অস্থি দ্বারা মহাসুরের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন, তাহা হইলে যোগবলে আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিতেছি। ধন্য সে দেহীর দেহ—যাহার ব্যয় পরসৌখ্যহেতু হয়। এ দেহ অনিত্য; একমাত্র ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ। অতএব এ দেহ আমি পরিত্যাগ করিব। হে মুনে! এই কথা কহিয়া নিজতেজঃসমুজ্জ্বল দধীচি মুনি সুররাজসমক্ষে যোগাবলম্বনে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষধামে প্রয়াণ করিলেন। ইন্দ্র এই ব্যাপার দর্শনে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষেপে বলিলেন,—বিষয়ৈষী লোককে ধিক্! এইরূপ আক্ষেপ করিয়া ইন্দ্র বিষণ্ণ মনে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর সাদরে তাঁহার অস্থিপুঞ্জ গ্রহণ করিয়া অসুরেন্দ্র বৃত্রের বধ

তৈর্দধীচিভির্দেবগণেন সার্দ্ধম্ ॥ ২৮
ততঃ সুরৈঃ সার্দ্ধমমোঘবিক্রমো
মহাসুরং দেবদুরাসদং যযৌ।
মহোগ্রধন্বা সুরবৃন্দনায়কঃ
সমাহ্বয়চ্চাপি মহাহবে রিপুম্ ॥ ২৯
ততঃ প্রবৃত্তে তু যুধে মহাহবে
দৈত্যেশ্বরং তং নিজঘান বাণৈঃ।
তদস্থিসন্নির্ম্মিতসুতীব্রমার্গণৈ-
র্বজ্রেণ চক্রেণ মহোল্বণেন চ ॥ ৩০
এবং সুরেন্দ্রস্য বভূব পাতকং
তদ্ব্রহ্মহত্যাকৃতমেব নারদ।
শৃণু প্রবক্ষ্যামি চ সাম্প্রতং যথা
দদর্শ কালীং জগদেকমাতরম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে মহাকালী-
দর্শনপ্রসঙ্গে ইন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যাজনিতপাপ-
কথনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

নিমিত্ত দেবগণ সহ তাহা দ্বারা নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর অমোঘবিক্রম দেবেন্দ্র সেই দেবদুর্দ্ধর্ষ মহাসুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে উগ্রধন্বা সুরপতি মহাসমরে বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিলে তৎসহ ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি দধীচির অস্থিনির্ম্মিত তীক্ষ্ণ বাণ, বজ্র ও চক্র দ্বারা সমরে দৈত্যপতির প্রাণসংহার করিলেন। হে নারদ! এইরূপে সুরপতির ব্রহ্মহত্যাপাতক হইয়াছিল। অনন্তর যেরূপে তিনি জগদেকবরেণ্যা কালিকার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭—৩১।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নিহত্য সমরে দৈত্যং বৃত্রং সমরদুর্জ্জয়ম্।
ঐরাবতং সমারুহ্য সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ১
ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানো মহোৎসবসমুৎসুকঃ।
প্রবিবেশ পুরং স্বীয়ং সংপ্রাপ্তো মহামতে ॥ ২
উপবিশ্য সভায়াং স দেবর্ষীন্ দেবপুঙ্গবান্।
পপ্রচ্ছাবনতো ভূত্বা স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩

ইন্দ্র উবাচ।

দধীচির্মুনিশার্দ্দূলো মম বাক্যানুসারতঃ।
অস্থীনি মহ্যং দাতুং বৈ দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ৪
তন্মে জাতা ব্রহ্মহত্যা ততো মুক্তঃ কথঞ্চন।
ভবামি বদতোপায়ং কিং করিষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫

ঋষয় ঊচুঃ।

জীবন্মুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স্বেচ্ছয়া স দিবং গতঃ।
সম্পূর্ণা ব্রহ্মহত্যা তে ন জাতা বৃত্রসূদন ॥ ৬
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং মহাপাতকনাশনম্।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ইন্দ্র রণদুর্জ্জয় দৈত্যকে সমরে নিধনান্তে ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বদেবসহ মহোৎসবান্বিত ও ব্রহ্মর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বীয়পুরে প্রবেশ করিলেন এবং সভাস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক দেবর্ষি ও দেবপুঙ্গবগণকে বিনীতভাবে স্নিগ্ধ গম্ভীরবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি মদীয় বাক্যানুসারে আমাকে অস্থিদান করিতে গিয়া স্বদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমার ব্রহ্মহত্যাপাতক হইয়াছে। আমি তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? আপনারা সম্প্রতি ইহার উপায় নির্ণয় করুন। ঋষিগণ কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি জীবন্মুক্ত, তিনি স্বেচ্ছায় স্বর্গে গিয়াছেন। হে বৃত্রঘাতিন্! ইহাতে আপনার সম্পূর্ণ

কুরুষ দেবরাজ ত্বং তৎপাপশমনায় হি ॥ ৭
বৃহস্পতিরপি শ্রুত্বা তথেত্যাহ মহামতিঃ।
উচুর্দেবা অপি তথা ততঃ শান্তমনা হরিঃ ॥ ৮
বিবেশান্তঃপুরং দেবাঃ স্বস্বস্থানং ততো যযুঃ।
ততঃ সুরপতির্যজ্ঞমশ্বমেধং যথাবিধি ॥ ৯
চকার মুনিশার্দ্দূল বহুসদ্ব্যয়পূর্ব্বকম্।
তত আগত্য দেবর্ষিরেকদা নারদো মুনিঃ ॥১০
প্রাহ তং সুরবৃন্দানামধিপং সুরসংসদি।
তবাপি কৃতযজ্ঞস্য ব্রহ্মহত্যা প্রবর্ত্ততে।
তত্তস্তৎক্ষালনার্থং ত্বং যতস্ব সুরভূপতে ॥ ১১
ইন্দ্র উবাচ।
অশ্বমেধোমহাযজ্ঞঃ কৃতস্তৎপাপশান্তয়ে।
তথাপি বর্ত্ততে তৎ কিং করিষ্যামি বদস্ব তৎ
মুনিরুবাচ।
গুরুং গৌতমমাগত্য পৃচ্ছ গত্বা মহামতে।
কথয়িষ্যত্যুপায়ং তে স হি সর্ব্বার্থবিন্মুনিঃ ॥ ১৩
গুরোর্বাক্যং পরং শাস্ত্রং গুরোর্বাক্যং পরংতপঃ
গুরুস্তুষ্টো বদেদ্‌যচ্চ তত্তথৈবেত্যেব নান্যথা ॥ ১৪
প্রায়শ্চিত্তং গুরোর্বাক্যং সর্ব্ববেদেষু-সম্মতম্।
তদাজ্ঞয়া কর্ম্ম কৃত্বা পাপান্নিষ্কৃতিমাপ্স্যসি ॥ ৫
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা স মুনিঃ প্রায়াৎ পুনঃ স্বস্থানমুত্তমম্।
ইন্দ্রশ্চাপি যযৌ শীঘ্রং গৌতমস্যালয়ং ততঃ ॥ ৬
দদর্শ তং মহাত্মানং মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভম্।
লসৎপিঙ্গজটামৌলিং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণম্ ॥ ৭
দৃষ্ট্বৈব স্বগুরুং সাক্ষাৎ মহেশমিব বৃত্রহা।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণনাম পতন্মুনিম্ ॥ ৮
সমাধিবিরমে জ্ঞাত্বা দেবরাজং সমাগতম্।
পপ্রচ্ছ গৌতমস্তাত কুশলং ব্রূহি সাম্প্রতম্ ॥৯
ইন্দ্র উবাচ।
প্রভো ত্বৎকুশলাদেব সর্ব্বং মে কুশলং গুরো।
ভবান্ যস্য গুরুস্তস্য বিদ্যতে নাশুভং কচিৎ ॥

ব্রহ্মহত্যা ঘটে নাই। তবে যে কিছু পাপ হইয়াছে, তাহার শান্তির জন্য আপনি মহাপাতকঘ্ন অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। মহামতি বৃহস্পতিও এ প্রস্তাব শুনিয়া সম্মত হইলেন। দেবগণও সম্মতি দিলেন তখন ইন্দ্র শান্তমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর! অনন্তর সুররাজ বহু ব্যয় করিয়া যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিলেন। একদা দেবর্ষি নারদ আসিয়া সুরসভায় সুররাজকে বলিলেন,—আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা অপসৃত হয় নাই। সুতরাং হে সুরভূপতে! আপনি ব্রহ্মহত্যা ক্ষালনার্থ চেষ্টা করুন। ইন্দ্র কহিলেন,—আমি পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করিয়াছি। তথাচ যদি পাপ নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে আর কি করিব বলুন? নারদ কহিলেন,—হে মহামতে! আপনি গুরুদেব গৌতমের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। তিনি সর্ব্বার্থবেত্তা মুনি; তিনিই আপনাকে উপায় বলিয়া দিবেন। গুরুরবাক্যই পরমশাস্ত্র—গুরুর বাক্যই পরম তপস্যা। গুরু তুষ্ট হইয়া যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে তাহার আর অন্যথা হইবে না। গুরুর বাক্যই সর্ব্ববেদ-সম্মত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব আপনি গুরু-আজ্ঞা লইয়া কর্ম্ম করুন, তাহাতেই পাপ-মুক্ত হইবেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—নারদমুনি এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ গৌতমাশ্রমে উপনীত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, উজ্জ্বল পিঙ্গল জটামণ্ডিতমৌলি,—মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসমপ্রভ মহাত্মা মুনি ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থিত। বৃত্রহা বাসব সাক্ষাৎ মহেশ্বরবৎ স্বীয় গুরুকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর সমাধি ভঙ্গ হইলে গৌতম মুনি ইন্দ্রের আগমন অবগত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—বৎস! তোমার কুশল বল ইন্দ্র কহিলেন,—প্রভো গুরো! আপনার দর্শনমাত্রই আমার সমস্ত কুশল। আপনি যাহার গুরু, তাহার আর অকুশল কোথাও নাই। ১—১০।

কিন্ত্বেকং কৃতবান্ পাপং ন তন্নশ্যতি সর্ব্বথা ।
তেন ত্বাং সমনুপ্রাপ্তো গুরুং নিস্তারহেতুকম্
বৃত্রাসুরবধার্থায় দধীচেরস্থিসংগ্রহাৎ ।
সঞ্জাতা ব্রহ্মহত্যা মে দুর্নিবৃত্তা মহামতে । ১২
তস্যাস্তু শমনার্থায় বাজিমেধং মহামখম্ ।
কৃতবাংশ্চ তথাপ্যেষা কদাচিন্ন নিবর্ত্ততে । ১৩
ইদমহং দীনচিত্তোহস্মি গুরো নিস্তারকারকম্
উপায়ং বদ মে নাথ ব্রহ্মহত্যানিবর্ত্তকম্ । ১৪
ত্বং যস্য ত্রাণকর্ত্তাসি গুরুঃ পরমধর্ম্মবিৎ
তস্য পাপং স্থিরতরঞ্চ তব মে বহুদুঃখদম্ । ১৫

গৌতম উবাচ ।

বৎস খেদং ত্যজ ন তে পাপং স্থাস্যতি বৈ চিরম্ ।
ব্রবীম্যুপায়ং শ্রুত্বা যৎ তব পাপপ্রশান্তয়ে । ১৬
যঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো নৈব দধীচির্মুনিসত্তমঃ ।
দ্বিতীয় ইব বিশ্বেশো জীবন্মুক্তো মহামতিঃ । ১৭
তস্য হত্যাবশাজ্জাতং পাপং ঘোরতরং সুত ।
ন নশ্যত্যশ্বমেধেন যজ্ঞেন সুরসত্তম । ১৮
এনাং তু ব্রহ্মহত্যাং ত্বং যদি ত্যক্তুং সমিচ্ছসি
পশ্য গত্বা মহাকালীং মহাপাতকনাশিনীম্ । ১৯

ইন্দ্র উবাচ ।

কীদৃশী সা মহাকালী কুত্রাস্তে পাপনাশিনী ।
ততশ্চ সরথো গত্বা তাং পশ্যামি মহেশ্বরীম্ ।

গৌতম উবাচ ।

বেদাগমেষু সর্ব্বেষু যথা দৃষ্টং তথোদিতম্ ।
ন ময়া জ্ঞাতমেতত্তু মহাকালী পরাৎপরা । ২১
সর্ব্বাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রোক্তা দৃষ্টা কালী মহেশ্বরী
বিনাশয়তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি । ২২

ইন্দ্র উবাচ ।

ন নিস্তারং প্রপশ্যামি পাপাদস্মাৎ কথঞ্চন ।
যতঃ সা কুত্র ইত্যেবং নৈব জ্ঞাস্তে কদাচন ।

গৌতম উবাচ ।

মহোগ্রতপসা কালীং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
পশ্যন্তি বহুকালেন যুগান্তাদিমিতেন চ । ২৪

পরন্তু আমি একটা পাপ কার্য্য করিয়াছি, সে পাপের পূর্ণ শান্তি হইতেছে না। তাই আপনি নিস্তারকারণ গুরু,—আপনার নিকট আমি উপস্থিত। হে মহামতে! বৃত্রাসুরের বধার্থ দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করায় আমার দুরপনেয় ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়াছিল। পাপ প্রশমনের জন্য আমি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তথাচ আমার পাপ নিবৃত্তি হয় নাই। গুরুদেব! সেই কারণেই আমার চিত্ত দৈন্যপূর্ণ। অতএব হে নাথ! আমায় আপনি ব্রহ্মহত্যা-নিবারক উপায় বলিয়া দিন ভবাদৃশ পরম ধর্ম্মজ্ঞ গুরু যাহার ত্রাণকর্ত্তা, তাহার পাপ দুরপনেয় হইবে, ইহা আমার একান্তই দুঃখজনক। গৌতম কহিলেন,—বৎস! খেদ করিও না। তোমার পাপ দীর্ঘকাল থাকিবে না; আমি তোমার পাপশান্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি যে-সে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মা দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরবৎ বিরাজ করিতেন। তাঁহার হত্যাবশতঃ ঘোরতর পাপই জন্মিয়াছে। সে পাপ অশ্বমেধ যজ্ঞে অপনীত হইবে না। ব্রহ্মহত্যাকে যদি সম্পূর্ণ দূরীভূত করিতে চাও, তবে মহাপাতকহারিণী মহাকালীকে গিয়া দর্শন কর। ইন্দ্র কহিলেন,—মহাকালী কীদৃশী? কোথায় সেই পাপনাশিনীর অবস্থিতি? কোথায় কিরূপে গিয়া সেই মহেশ্বরীকে আমি দর্শন করিব? গৌতম কহিলেন,—নিখিল বেদাগমে তাঁহার কথা উদিত; আমি তাহাই তোমায় বলিতেছি। তাঁহার তত্ত্ব আমারও অবিদিত। তিনি পরাৎপরা মহাকালী। সর্ব্বশ্রুতিগীত সেই মহাকালী মহেশ্বরী সাধকের দৃষ্টিগোচর হইয়া ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন। ইন্দ্র কহিলেন,—এই পাপ হইতে আর কিছুতেই নিস্তার দেখিতেছি না। যেহেতু সেই মহাকালী কোথায় আছেন, ইহাও আমি কদাচ জানিতে পারিব না। ১১—২৪। গৌতম কহিলেন,—বহুকাল—বহু যুগযুগান্ত কঠোর তপস্যা করিয়া তত্ত্বদর্শী যোগিগণ সেই মহাকালীর

তথা চরতি যস্তস্য সমায়াতি পুরঃ স্বয়ম্‌।
মহাকালী জগদ্ধাত্রী যোগগম্যা সনাতনী ॥ ২৫
সুরাণামধিপস্ত্বন্তু সর্ব্বদা রাজ্যপালকঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং কথং যোগ্যস্তপঃ কর্ত্তুং ভবিষ্যসি ॥ ২৬
তস্মাদন্যমুপায়ন্তে মহাকালীপ্রদর্শনে।
ন পশ্যামি বিনা তস্যা আলয়ে গমনাদৃতে ॥ ২৭
তস্মাত্ত্বমনুসন্ধায় পুরীং তস্যাঃ পুরন্দর।
তত্র গত্বা মহাকালীং পশ্য ব্রহ্মাদিদুর্লভাম্‌ ॥ ২৮
উপায়মনুসন্ধানে বক্ষ্যামি সুরনায়ক।
গত্বাদৌ ব্রহ্মণো লোকানাং পিতামহমনাময়ম্‌ ॥
সোঽপি চেত্তৈব জানাতি স্বয়ং ভূত্বা তু যত্নবান্‌
অনুসন্ধাস্যতে নূনং মহাকাল্যাঃ পুরং ততঃ ॥৩০
স চেদ্যদ্যনুসন্ধাতা তাং তদাবশ্যং মহামতে।
ভবিষ্যত্যনুসন্ধানং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥৩১
ইন্দ্র উবাচ।
ন তবাজ্ঞা বৃথা দেব ভবিষ্যতি কদাচন।
যাম্যহং ব্রহ্মসান্নিধ্যং তত্রোপায়ো ভবিষ্যতি ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দেবরাজস্তং ত্রিধা কৃত্বা প্রদক্ষিণম্‌।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ ব্রহ্মলোকং তদা যযৌ ॥৩৩
পুষ্পকং রথমারুহ্য মন্ত্রিভিঃ সহ নারদ।
উবাচ চ যথাবৃত্তং গৌতমেনাভিভাষিতম্‌ ॥৩৪
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্‌ ব্রহ্মা দেবরাজমুবাচহ।
ন জ্ঞায়তে পুরং তস্যাঃ পুর' কুত্র সুরাধিপ ॥৩৫
কৃপয়া দেবকার্য্যার্থং স্বয়মাবির্ব্বভৌ যদা।
তদা দৃষ্টা মহাকালী ব্রহ্মরূপা সনাতনী ॥ ৩৬
পুনঃ সান্তর্হিতা ভূত্বা সর্ব্বদেবস্য পশ্যতঃ।
ইত্যেবমেবজানামি ন পুরং জ্ঞায়তে ময়া ॥
ইন্দ্র উবাচ।
ব্রহ্মাংস্ত্বঞ্চেন্ন জানাসি পুরং তস্যাস্তদা কথম্‌।
জ্ঞাতব্যং বা ময়া পারং প্রাপ্স্যতে পাপসঙ্কয়াৎ
ব্রহ্মোবাচ।
ত্বয়ি রাজনি দেবানাং যদি স্বাস্তি পাতকম্‌।
তদা বহুবিধোৎপাতং ভবিষ্যতি সুরালয়ে ॥৩৯

সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ঐরূপ সাধনা করে, যোগিগম্যা সনাতনী জগদ্ধাত্রী মহাকালী তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। তুমি সুরাধিপতি সর্ব্বদা রাজকার্য্যব্যাপৃত; রাজ্যকার্য্য ছাড়িয়া কিরূপে তুমি তপস্যা করিতে পারিবে? অতএব একমাত্র তাঁহার আলয়ে গমন ভিন্ন মহাকালী দর্শনের আর অন্য উপায় দেখি না, সুতরাং হে পুরন্দর! তুমি তাঁহার পুরী অনুসন্ধান করিয়া তথায় গিয়া ব্রহ্মাদিদুর্লভা কালীর দর্শন কর। হে সুরপতে! আমি তাঁহার অনুসন্ধানের উপায় বলিতেছি। তুমি অগ্রে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন কর। তিনি যদি মহাকালীর পুরী অবিদিত থাকেন; তবে নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করিবেন। ব্রহ্মা অনুসন্ধান করিলে, অবশ্যই তাহার প্রকৃত অনুসন্ধান হইবে। ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। ইন্দ্র কহিলেন,—ভগদেব! আপনার আজ্ঞা বৃথা হইবে না। আমি ব্রহ্মসান্নিধ্যে যাইব, সেখানে ইহার উপায় হইবে। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবরাজ এই বলিয়া তাঁহাকে তিন বার প্রদক্ষিণান্তে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক পুষ্পক রথারোহণে মন্ত্রিগণ সহ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় গিয়া গৌতমোক্ত সমস্ত কথা ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্মা তৎশ্রবণে দেবরাজকে বলিলেন,—মহাকালীর পুরী কোথায়, তাহা আমি জানি না। তিনি দেবকার্য্যার্থ কৃপা করিয়া স্বয়ং যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন সেই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মহাকালীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পরে সর্ব্বদেবসমক্ষে তিনি অন্তর্ধান করেন। আমি এতাবৎ মাত্রই জানি; ইহা ভিন্ন তাঁহার পুরী কোথায়, তাহা আমার অজ্ঞাত। ২৬—৩৭। ইন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্‌! আপনিই যদি কালীর পুরী না জানেন, তবে আমিই বা কিরূপে তাহা জানিব এবং কিরূপেই বা পাপসঙ্ঘ হইতে মুক্ত হইব? ব্রহ্মা বলিলেন,—

তস্মাত্তৎপাপশান্ত্যর্থং যত্নবানসি নৈব ধ্রুবম্।
সর্ব্বথৈবানুসন্ধাস্তে পুরং তস্যাঃ সুগোপিতম্॥
যদি তামনুপশ্যামি তব কার্য্যানুরোধতঃ।
ভবিষ্যামি তদা ধন্যঃ কিন্নু কার্য্যমতঃ পরম্॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমাশ্বাস্য দেবানামধিপং স পিতামহঃ।
বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ দিব্যং রথমাস্থায় নারদ॥৪২
ইন্দ্রোঽপি রথমারুহ্য পুষ্পকং তস্য পৃষ্ঠতঃ।
প্রযযৌ বিষ্ণুনা গুপ্তং পুরং বৈকুণ্ঠমুত্তমম্॥৪৩
ততো ব্রহ্মা সমাভাষ্য দেবরাজমুবাচ হ।
শৃণু বৎস বচশ্চৈব হি বহিস্তিষ্ঠ সুরেশ্বর॥৪৪
অহমন্তঃপুরং যামি পশ্চাত্ত্বমনুযাস্যসি।
আজ্ঞপ্তো দেবদেবেন বিষ্ণুনা ব্রহ্মরূপিণা॥৪৫
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মবচনং দেবরাজস্তথাকরোৎ।
ব্রহ্মা যযৌ জগন্নাথো যত্রাস্তে ভগবান্ হরিঃ॥
লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তো হৃদি কৌস্তভমণ্ডিতঃ।
নবীনজলদশ্যামঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥৪৭
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পপ্রচ্ছ স্বাগতং বিভো।
ব্রহ্মা প্রাহ জগন্নাথ স্বাগতং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥৪৮
দেবরাজঃ পুরদ্বারি দর্শনার্থং সমাগতঃ।
প্রতীক্ষতে তবাজ্ঞামাজ্ঞাপয়তুং মহাপ্রভো॥৪৯
তচ্ছ্রুত্বা গরুড়ং প্রাহ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
প্রবেশয় ত্বং দেবানামধিপং পুরমধ্যতঃ॥৫০
তচ্ছ্রুত্বা গরুড়স্তূর্ণং গত্বা তদ্দ্বারমুত্তমম্।
প্রবেশয়ামাস মুনে তদন্তঃপুরমুত্তমম্॥৫১
ইন্দ্রস্তু দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণিপত্য জগৎপতিম্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রাহ ধন্যোঽহং তব দর্শনাৎ॥৫২
ত্বৎপাদপঙ্কজজনিঃ সুরবৃন্দবন্দ্যা
গঙ্গা পুনাতি সকলানি জগন্তি ধন্যা।
ত্বাং দৃশা যদিহ সর্ব্বসুরৈকবন্দ্যং
পশ্যামি ভাগ্যমতুলং মম পূর্ব্বজং তম্॥৫৩
ইত্যেবং পরমেশ্বরং সুরপতি-
বিষ্ণুং স্তবন্ ভক্তিতো,

আপনি দেবতার রাজা, আপনাতে যদি পাপ থাকে, তবে স্বর্গে বহুবিধ উৎপাত হইবারই সম্ভাবনা, তাই আপনি পাপ শান্তির জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। যাহা হউক, আমি কাশীর সুগোপিত পুরীর অনুসন্ধান সর্ব্বপ্রকারেই করিব। আপনার কার্য্যানুরোধে যদি তাহা দেখিতে পাই, তবে ধন্য হইব। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কার্য্য কি আছে? মহাদেব কহিলেন,—পিতামহ দেবাধিপকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া দিব্য রথারোহণে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। দেবরাজও পুষ্পক রথারোহণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিষ্ণুরক্ষিত উত্তম বৈকুণ্ঠপুরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবরাজকে আশা দিয়া বলিলেন,—বৎস! শ্রবণ কর, তুমি ঐ পুরীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতে থাক। আমি অগ্রে অন্তঃপুরে যাই, তুমি ব্রহ্মরূপী দেবদেব বিষ্ণুর আদেশ লইয়া পশ্চাতে আসিবে। ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া দেবরাজ তাহাই করিলেন। ব্রহ্মা জগৎপতি হরির নিকট গেলেন। লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্ত,—হৃদিকৌস্তভালঙ্কৃত—নবীননীরদশ্যাম,—শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার শুভাগমন ত? ব্রহ্মা বলিলেন,—জগন্নাথ! সমস্তই শুভ। পরন্তু দেবরাজ আপনার দর্শনার্থ পুরদ্বারে অবস্থিত হইয়া এ স্থানে আসিবার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণু তৎশ্রবণে গরুড়কে বলিলেন,—সুরাধিপকে পুরমধ্যে লইয়া আইস। গরুড় তৎশ্রবণে সত্বর পুরদ্বারে গিয়া দেবরাজকে লইয়া উত্তম অন্তঃপুরে আসিলেন। ইন্দ্র জগৎপতি বিষ্ণুকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আপনার দর্শনলাভে অদ্য আমি ধন্য হইলাম। আপনারই পাদপঙ্কজসম্ভবা, ধন্যা সুরবৃন্দাবন্দিতা গঙ্গা সর্ব্ববিশ্ব পবিত্রিত করিতেছেন। আপনি সর্ব্বসুরৈকবন্দিত, আপনাকে আমি দৃষ্টিগোচর করিলাম, ইহা জন্মান্তরসঞ্চিত অতুল ভাগ্য, সন্দেহ নাই। সুরপতি এইরূপে পরমেশ বিষ্ণুকে ভক্তি-

ব্রহ্মাজ্ঞাং প্রতিলভ্য গৌতমমুনে-
র্বাক্যং সমাবেদয়ৎ।
শ্রুত্বা শ্রীকমলাপতিঃ সুরপতে-
র্বাক্যং ততো বিস্মিতঃ,
প্রাসীন্মৌনমুখঃ পিতামহপুর-
স্ত্রৈলোক্যসম্পালকঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে মহাকালী
দর্শনপ্রসঙ্গে ইন্দ্রস্য বৈকুণ্ঠপুরপ্রবেশনং-
নাম একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং ভূত্বা কিয়ৎকালং মৌনী কমললোচনঃ।
উবাচ দেবরাজং তং মৃদুবাক্যেন নারদ ॥ ১

ভগবানুবাচ।

ন ময়াজ্ঞায়তে দেবী কুত্রাস্তে সা মহেশ্বরী।
মহাকালী ব্রহ্মরূপা চিৎস্বরূপা সনাতনী ॥ ২
যত্র তিষ্ঠতি সা দেবী জানাতি তন্মহেশ্বরঃ।
তত্র গচ্ছ মহেশানং যথা বৃত্তং নিবেদয় ॥ ৩
অহমপ্যাগমিষ্যেঽদ্য দ্রষ্টুং দেব্যাঃ পুরং মহৎ,
দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা দেবীং কিমু কার্য্যমতঃপরম্ ॥ ৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং জগন্নাথো গরুড়ং সহসোত্থিতঃ ॥
প্রযযৌ শিবসান্নিধ্যং ব্রহ্মণা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ৬
ইন্দ্রস্তু রথমারুহ্য তয়োঃ পশ্চাদ্যযৌ মুনে।
দৃষ্ট্বা তাংস্তু সমায়াতান্নন্দী বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ ৭
মহেশসন্নিধিং গত্বা কথয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
দেবদেব মহেশান বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৮
আগতো ব্রহ্মণা সার্দ্ধং দেবরাজেন চ প্রভো।
তমাহ শম্ভুঃ শীঘ্রং ত্বং পুরং বেশয় বুদ্ধিমান্ ॥ ৯
তচ্ছ্রুত্বা সোঽপি গত্বা তান্ পুরং প্রাবেশয়ন্মুনে
তে শম্ভোঃ সন্নিধিং গত্বা কথয়ামাস তৎক্ষণাৎ
পার্ব্বতীসহিতং তঞ্চ প্রণেমুর্মুনিপুঙ্গব।
ততস্তানাহ বিশ্বেশঃ কথমত্র সমাগমঃ ॥ ১১
দ্রুতং বদত যুষ্মাকং কিং কার্য্যং সমুপস্থিতম্ ॥

পূর্ব্বক স্তব করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় গৌতমোক্ত বার্ত্তা তাঁহার নিকট বলিলেন। কমলাপতি সুরপতির বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ত্রিলোকপালক হরি পিতামহসম্মুখে মৌনী হইয়াই রহিলেন। ৩৮—৫৪।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে নারদ! কমলাক্ষ কমলাকান্ত এইরূপে কিয়ৎকাল মৌনী থাকিয়া দেবরাজকে মৃদু বাক্যে বলিলেন,—সেই মহেশ্বরী দেবী কোথায় আছেন? আমি তাহা জানি না। তিনি মহাকালী—ব্রহ্মরূপা চিৎস্বরূপা সনাতনী। তাঁহার অবস্থিতিস্থান মহেশ্বর জানেন। তুমি তথায় যাও, গিয়া মহেশনিকটে যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন কর। আমিও দেবীর মহাপুরী দর্শনে আগমন করিব। সেখানে দেবীকে এ চক্ষে দেখিব, ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কার্য্য কি আছে? শ্রীমহাদেব কহিলেন—জগন্নাথ এই কথা কহিয়া সহসা গরুড়ারোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত শিবসন্নিধানে গমন করিলেন। ইন্দ্র রথারোহণে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিজ্ঞবর নন্দী তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া মহেশনিকটে গিয়া বলিলেন,—দেবদেব মহেশ! ব্রহ্মা ও দেবরাজ সহ স্বয়ং নারায়ণ বিষ্ণু আসিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ শম্ভু নন্দীকে বলিলেন, সত্বর তাঁহাদিগকে লইয়া আইস। হে মুনে! তৎশ্রবণে নন্দী তাঁহাদিগকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। তাঁহারা শম্ভুসমীপে গিয়া পার্ব্বতীসহ শম্ভুকে প্রণাম করিলেন। তখন বিশ্বেশ্বর তাঁহাদিগকে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলেন। বলিলেন—,সত্বর বলুন,

বিষ্ণুরুবাচ।

ইন্দ্রোঽয়ং ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং মহামতিঃ।
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলং গৌতমং শাস্ত্রবিত্তমম্‌॥ ১৩
স চ প্রাহ মহাকালীং পশ্য তস্যাঃ পুরং ব্রজন্‌
পুরন্তু কুত্র তত্রৈব জানামি সুরনায়ক॥ ১৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগতঃ।
পপ্রচ্ছ তং পুরং দেব্যাঃ কুত্র তন্মে বদ প্রভো।
স প্রাহ নৈব জানামি কুত্র দেব্যাঃ পুরন্তু তৎ
ততো ব্রহ্মা সমায়াতঃ সুরেন্দ্রেণ মমান্তিকম্‌॥
পপ্রচ্ছ মাং তবেন্দ্রোঽপি ব্রহ্মণা
প্রেরিতঃ প্রভো।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়াবিষ্টঃ সহ তাভ্যামিহাগতঃ॥১৭
ত্বমবশ্যং হি জানাসি মহাকাল্যাঃ পুরং প্রভো
তত্ত্বমস্মান্মহাদেব্যাঃ পুরং নীত্বা প্রদর্শয়॥ ১৮
অয়মিন্দ্রো মহাবাহুস্ত্রিলোকেশো মহেশ্বর।
মহাপাতকযুক্তশ্চেৎ কথং শ্রেয়াজ্জগত্রয়ম্‌॥১৯

আপনাদের কোন্‌ কার্য্য উপস্থিত? বিষ্ণু বলিলেন,—এই মহামতি ইন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞপ্রবর মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম-সমীপে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন—মহাকালীর পুরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। কিন্তু সেই মহাকালীর পুরী কোথায়, তাহা আমার অবিদিত। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—প্রভো! মহাকালীর পুরী কোথায়? তাহা আমায় বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবীর পুরী কোথায় তাহা আমি জানি না। এই বলিয়া ইন্দ্র সহ তিনি আমার পুরে আসিলেন এবং ব্রহ্মপ্রেরিত ইন্দ্র আমায় ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের সহিত এই স্থানে আগমন করিলাম। হে বিভো! আপনি নিশ্চয়ই সেই মহাকালীপুরী অবগত আছেন। অতএব আমাদিগকে লইয়া গিয়া আপনি সেই মহাদেবীর পুরী প্রদর্শন করুন। হে মহেশ্বর! এই মহাবাহু ইন্দ্র ত্রিলোকের অধীশ্বর। ইনি

শিব উবাচ।

যূয়মাগচ্ছত তথা যাম্যহং মধুসূদন।
দর্শয়িষ্যামি তাং দেবীং নীত্বা তস্যাঃ পুরং দ্রুত
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা নন্দিনং প্রাহ বৃষসজ্জাং কুরু দ্রুতম্‌।
যাস্যাম্যদ্য মহাকাল্যাঃ পুরং রত্নপরিষ্কৃতম্‌॥২১
তচ্ছ্রুত্বা সোঽপি সহসা তথা চক্রে মহামুনে॥২২
ততঃ সমারুহ্য বৃষং মহেশ্বরো
বিষ্ণুশ্চ তার্ক্ষ্যং জিতবায়ুবেগকম্‌।
ব্রহ্মা বিমানং মণিভিঃ পরিষ্কৃতং
প্রায়ান্মহেন্দ্রোঽপি চ পুষ্পকং তথা॥ ২৩
পথি ব্রজন্তো গগনে সুরোত্তমা
উচুঃ সমাভাষ্য পরস্পরং মুনে।
পরাৎপরা সৈব মহামহেশ্বরী
শ্রীকালিকায়া ন হি বিদ্যতে পরঃ॥ ২৪
সৃজত্যলং সৈব জগন্মহেশ্বরী
সম্পাতি সর্ব্বাসু বিপৎসু সা তথা।
অন্তে তথা সংহরতে চ বিশ্বং
নিমিত্তমাত্রন্তু বয়ং ত্রয়স্থিতি॥ ২৫

মহাপাতকযুক্ত হইয়া রহিলে কিরূপে এই ত্রিজগৎ রক্ষিত হইবে? শ্রীশিব কহিলেন,—হে মধুসূদন! আপনারা আসুন, আমি যাইতেছি। আপনাদিগকে দেবীর পুরে লইয়া গিয়া সত্বরই দেবী দর্শন করাইব। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—শিব বিষ্ণুপ্রভৃতিকে এই বলিয়া নন্দীকে সত্বর বৃষ সজ্জার আদেশ দিলেন; বলিলেন—আমি অদ্য মহাকালীর রত্নময় পুরে যাত্রা করিব। হে মহামুনে! তৎশ্রবণে নন্দী তৎক্ষণাৎ বৃষসজ্জা করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর বৃষে, বিষ্ণু গরুড়ে, ব্রহ্মা বিমানে এবং ইন্দ্র পুষ্পকে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সুরোত্তমগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—সেই কালিক দেবীই পরাৎপরা মহেশ্বরী; তাঁহা হইতে প্রধান আর কেহই নাই; সেই মহেশ্বরীই এ জগৎকে সৃষ্টি করেন, সর্ব্ব বিপদে রক্ষা করেন এবং

এবং বদন্তো বহুধা সুরোত্তমা
ব্যতীত্য পন্থানমুপাগমন্মুনে।
শ্রীকালিকায়া নগরং মহামুনে
স্বর্ণাদিভিশ্চিত্রিতমদ্ভুতোপমম্ ॥ ২৬
বিলোক্য সর্ব্বত্র পুরন্দরস্তদা
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ বভূব বিস্মিতঃ।
পরস্পরং বাক্যমুবাচ মৎপুরং
ধিগস্তু মন্তে চ বিনির্ম্মিতং বৃথা ॥ ২৭
এবং বিলোক্য নগরং জগদম্বিকায়া
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুগিরিশাঃ পরিতো ভ্রমন্তঃ।
তস্থুশ্চিরং সকলবিস্মৃতবাঞ্ছিতার্থাঃ
কোঽপি স্মরেন্নহি কিমর্থমিহাগতাঃ স্ম ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে মহাকালী-দর্শনোপাখ্যানে ইন্দ্রাদীনাং দেবীলোকাগমনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২॥

—— ॰

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

একদা পুষ্পাহরণার্থং যোগিন্যঃ সমুপাগতাঃ।
তা ঊচুস্তান্মহাত্মানঃ কিমর্থং সমুপাগতাঃ ॥১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাসাং স্বাগমনকারণম্।
প্রোচুর্দ্দেবীং মহাকালীং বয়ং দ্রষ্টুং সমাগতাঃ ॥

যোগিন্য ঊচুঃ।

যদি দেবীং মহাকালীং দ্রষ্টুমেব সমাগতাঃ।
তদাত্র সুচিরং স্থিত্বা কিং নিরীক্ষত সাদরাঃ ॥৩
অহো দেব্যা মহামায়া যয়েদং মোহ্যতে জগৎ
তয়ৈব মোহিতা যূয়ং বিস্মিতাঃ প্রকৃতে ধ্রুবম্ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা তা যযুস্তেঽপি সর্ব্বে ঊচুঃ পরস্পরম্।
চিরমাগত্য চ বয়ং কিং কুর্ম্মঃ কুত্র সংস্থিতাঃ ॥৪
বিষ্ণুঃ প্রাহ মহাদেবং কিমেবং মোহ্যতে ত্বয়া।
বহুকালং সমায়াতা দ্রষ্টুং কালীং মহেশ্বর।

অন্তে সংহার করিয়া থাকেন। ঐ সকল কার্য্যে আমরা তিন জন কেবল নিমিত্ত মাত্র। সুরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপ বহু কথা কহিয়া পথ অতিক্রম করত ক্রমে সেই শ্রীকালিকাপুরে গিয়া উপনীত হইলেন। হে মহামুনে! সর্ব্বত্র স্বর্ণাদিচিত্রিত সেই অদ্ভুত পুরী দেখিয়া বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—ধিক্ আমার পুরী! ইহার কাছে তাহার নির্ম্মিতি বৃথাই মনে হয়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও গিরিশ এইরূপে চারিদিক্ ভ্রমণ করিয়া জগদম্বিকার সেই নগর অবলোকনপূর্ব্বক সমস্ত বাঞ্ছিতার্থ ভুলিয়া অবস্থিত রহিলেন। কেন—কি জন্য সেখানে গিয়াছেন, তাহা কাহারও স্মরণ রহিল না। ১—২৮।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬২॥

——

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—একদা যোগিনীগণ পুষ্পাহরণার্থ উপস্থিত হইয়া সেই সকল মহাত্মা দেবোত্তমকে বলিল,—আপনারা কি নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছেন? তৎশ্রবণে আগমনকারণ স্মরণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন,—দেবী মহাকালীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যোগিনীগণ কহিল,—যদি দেবী মহাকালীকেই দেখিতে আসিয়াছেন, তবে এখানে থাকিয়া সাগ্রহে কি দেখিতেছেন? অহো মহাদেবীর মহামায়া! সে মায়ায় এই বিশ্ব বিমুগ্ধ! আপনারাও তাঁহার সেই মহামায়াতেই মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতার্থ ভুলিয়া গিয়াছেন। মহাদেব কহিলেন,—যোগিনীগণ এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে, তাঁহারা সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আমরা বহুকাল হইল, এখানে আসিয়াছি; এখানে থাকিয়া আর কি করিব? ১—৪। বিষ্ণু মহাদেবকে বলিলেন,—

অদ্যাপি দৃষ্টা নো দেবী মহাকালী মহেশ্বরী ॥ ৬

শ্রীশিব উবাচ।

অদ্যৈব গত্বা পশ্যামো দেবীং ভুবনমাতরম্।
গচ্ছ যামি পুরং দেব্যাঃ শুদ্ধরত্নবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৭
ইত্যুক্তা তে সুরশ্রেষ্ঠা হৃদি ধ্যায়ন্মহেশ্বরীম্।
গন্তুমন্তঃপুরং দেব্যাঃ প্রযযুর্মুনিপুঙ্গব ॥ ৮
ততঃ স নিকটে গত্বা মহাদেবঃ সুরোত্তমান্।
উবাচ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীন্ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ ॥ ৯
দোধূয়মানঃ পবনেন চোচ্ছ্রিতো
বিদ্যুৎপ্রভোহেমবিচিত্রিতো রুচিঃ।
সিংহধ্বজোঽয়ং জগদম্বিকাপুরঃ
প্রাসাদশীর্ষে পরিদৃশ্যতে মহান্ ॥ ১০
সর্ব্বৈঃ পরিত্যজ্য বিমানযানকং
স্থিত্বা ক্ষিতৌ সাম্প্রতমেব ভক্তিতঃ।
প্রণম্য তাং সা জগদেকবন্দিতা
পুরপ্রবেশাখিলবিঘ্নশান্তয়ে ॥ ১১
এবং সমাকর্ণ্য শিবেন ভাষিতং
ক্ষিতৌ তদা তেঽপ্যবতীর্য্য ভক্তিতঃ।
দৃষ্ট্বা ধ্বজং নেমুরুদঙ্মুখঃ পুর-
প্রবেশ বিঘ্নৌঘবিনাশনায়তাম্ ॥ ১২
ততঃ শম্ভুং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মবিষ্ণুপুরন্দরাঃ।
বিবিশুর্নগরীং দেব্যা রক্ষিতাং ভৈরবীগণৈঃ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা তু নগরীং দেব্যা বৈকুণ্ঠেশোঽপি চেতসা
নিনিন্দ নগরং দিব্যমাত্মনো বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ১৪
ততোঽন্তঃপুরবাহ্যে তু দদৃশুর্গণনায়কম্।
চতুর্ভুজং মহাবাহুং স্থূলকায়ং গজাননম্ ॥ ১৫
তমাহ ভগবান্ রুদ্রঃ প্রীত্যা পরমযা যুতঃ।
বৎস গত্বা মহাকাল্যৈ ব্রূতং মে বচনং বদ ॥ ১৬
ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেন্দ্রাশ্চ ত্বাং দ্রষ্টুং ভক্তিভাবতঃ।
আয়াতাঃ শম্ভুমাসাদ্য সহায়ং জগদীশ্বরি ॥ ১৭
তৈঃ সার্দ্ধং পুরবাহ্যে স রুদ্রশ্চাপ্যবতিষ্ঠতে।
আজ্ঞাং বিধেহি তৈঃ সার্দ্ধমায়াতু বৃষভধ্বজঃ
ইতি শ্রুত্বা বচঃ শম্ভোস্ত্বরিতং গণনায়কঃ।
জগামান্তঃপুরং দেব্যাঃ কথিতুং শিবভাষিতম্ ॥

আপনি কেন এরূপ মোহিত হইতেছেন? হে মহেশ্বর! কালী দর্শনে বহুকাল আগমন করিয়াছি, অদ্যাপি সেই মহাকালী মহেশ্বরীকে দেখিতে পাইলাম না। শ্রীশিব কহিলেন,—অদ্যই গিয়া সেই ভুবনজননীকে দর্শন করিব। চল, শুদ্ধরত্ননির্ম্মিত দেবীপুরে গমন করিব। এই বলিয়া সেই সুরশ্রেষ্ঠগণ মহেশ্বরীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দেবীর অন্তঃপুরে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। অনন্তর মহাদেব নিকটে গিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুপ্রমুখ সুরবরদিগকে হর্ষোৎফুল্লনয়নে বলিলেন,—ঐ দেখুন জগদম্বিকাপুরের প্রাসাদশীর্ষোপরি পবনকম্পিত, বিদ্যুৎপ্রভ হেমচিত্র মহান্ সিংহধ্বজ দেখা যাইতেছে। অতএব সম্প্রতি সকলে পুরপ্রবেশের বিঘ্নপ্রশমনার্থ বিমানযানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভরে জগদেকবন্দিতা জগদম্বিকাকে প্রণাম করুন। ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ সুরবরগণ শিবের এই কথা শুনিয়া ভূতলে অবতরণান্তে উদঙ্মুখ হইয়া পুরপ্রবেশবিঘ্নবিনাশার্থ সেই ধ্বজদর্শনে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শম্ভুকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও পুরন্দর দেবীর ভৈরবগণরক্ষিত নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবীর পুরী দেখিয়া বিষ্ণু সবিস্ময়ে মনে মনে তাঁহার বৈকুণ্ঠপুরীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা অন্তঃপুরের বহির্ভাগে গণনায়ককে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তিনি চতুর্ভুজ, মহাবাহু স্থূলদেহ, ও গজবক্ত্র। তাঁহাকে দেখিয়া রুদ্র প্রীতিভরে বলিলেন,—বৎস! তুমি সত্বর গিয়া মহাকালীর নিকট আমার এই কথা বল যে, হে জগদীশ্বরি! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র আপনার সাক্ষাৎ লাভার্থ শম্ভুর সহায়তায় ভক্তিভাবে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। রুদ্র তাঁহাদের সহিত পুরীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। আপনি আদেশ করুন, ব্রহ্মাদির সহিত বৃষধ্বজও এখানে আগমন করুন। ৫—১৮। শম্ভুর এই কথা শুনিয়া গণনায়ক শিবোক্তি

স প্রণম্য মহাদেবীং প্রাঞ্জলিঃ শিবভাষিতম্ ।
ন্যবেদয়দ্ যথাবচ্চ মহাদেব্যৈ মহামতে ॥ ২০
তদাকর্ণ্য জগন্মাতা তূর্ণং তং গণনায়কম্ ।
উবাচানয় বিশ্বেশং বিষ্ণুঞ্চাথ প্রজাপতিম্ ॥ ২১
ততঃ স সমুপাগত্য শিববিষ্ণুপ্রজাপতীন্ ।
অন্তঃপুরং মহাদেব্যা প্রাপয়ামাস নারদ ॥ ২২
ইন্দ্রঃ স্থিতঃ পুরীবাহ্যে দুঃখিতো দীনমানসঃ ।
অদৃষ্ট্বা তাং পরামাদ্যাং সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণীম্
মহেশপ্রমুখাস্তে তু মন্দিরদ্বারমুত্তমম্ ।
সম্প্রাপ্য দদৃশুর্দেবীং রত্নসিংহাসনোপরি ॥ ২৪
শবাসনাং মুক্তকেশীং ভীমনেত্রত্রয়োজ্জ্বলাম্ ॥২৫
চতুর্ভুজাং মহাঘোরাং কোটিসূর্য্যসমপ্রভাম্ ।
রত্নোত্তমসমূহেন জ্বলন্মুকুটমণ্ডিতাম্ ।
অনর্ঘ্যানেকরত্নৌঘৈর্ভূষিতাং জলদদ্যুতিম্ ॥ ২৬
দিগম্বরীং ভীমদংষ্ট্রাং মুণ্ডমালাবিরাজিতাম্ ।
বীজিতাং রত্নদণ্ডেন চামরেণ স্বয়ং শনৈঃ ॥ ২৭

দুর্নিরীক্ষ্যাং তেজসাতীব কালানলসমপ্রভাম্ ।
দক্ষপার্শ্বে মহাদেব্যা মহাকালং সদাশিবম্ ॥২৮
দদৃশুর্ভীমনেত্রাস্যং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ।
কপালখট্টাঙ্গকরং মদঘূর্ণিতলোচনম্ ॥ ২৯
শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধানং ভিন্নাঞ্জননিভপ্রভম্ ।
অনাদিপুরুষং তূর্ণং জগদন্তকরং পরম্ ॥ ৩০
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং নাগেন্দ্রকৃতভূষণম্ ।
দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধরং চিতাভস্মবিভূষিতম্ ॥ ৩১
অথ তে দণ্ডবদ্ভূমৌ নিপত্য জগদীশ্বরীম্ ।
প্রণেমুঃ পরমেশানং মহাকালঞ্চ নারদ ॥২৩
সংস্তূয় বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্মহাকালেন তেন বৈ ॥ ৩৩
একত্বমনুসম্প্রাপ সহসা মুনিসত্তম ।
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ন দৃষ্ট্বা তে সদাশিবম্ ॥
চেতসা চিন্তয়ামাস ক্ব গতোঽসৌ মহেশ্বরঃ ।
ইন্দ্রস্য দর্শনং দেব্যা ভবিষ্যতি ন বা কিমু ॥৩৪
ইতি চিন্তয়তোর্ব্বৎস তয়োঃ সা জগদীশ্বরী ।

নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্বর দেবীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন। হে মহামতে! গণনায়ক দেবীর নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শিবোক্ত যথাবৎ বৃত্তান্ত মহাদেবীকে নিবেদন করিলেন। জগন্মাতা তৎশ্রবণে গণনায়ককে বলিলেন—সত্বর বিশ্বেশ্বর, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে আনয়ন কর! অনন্তর গণনায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে মহাদেবীর অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। ইন্দ্র সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণী পরমাদ্যা মহাদেবীকে না দেখিতে পারিয়া দুঃখিত ও দৈন্যপূর্ণ-চিত্তে পুরীর বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহেশপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ দেবীর উত্তম পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—দেবী রত্নসিংহাসনে শবাসনে সমাসীনা; তিনি মুক্তকেশী, ভীষণ নয়নোজ্জ্বলা, চতুর্ভুজা, মহাঘোরা, কোটিসূর্য্যসমপ্রভা বহু রত্নে রত্নোজ্জ্বল মুকুটে মণ্ডিতা, মূল্যবান্ বহু রত্নে ভূষিতা; জলদদ্যুতি, দিগম্বরী, ভীমদংষ্ট্রা, মুণ্ডমালাবিরাজিতা, রত্নদণ্ডময় চামরবীজিতা,

তেজশ্ছটায় দুর্নিরীক্ষ্যা ও কালানলসমপ্রভা। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মহাকাল সদাশিব। ব্রহ্মাদি দেখিলেন,—ঐ মহাকালের নেত্র-বক্ত্র ভয়ানক; তিনি জটামুকুটমণ্ডিত; তাঁহার হস্তে কপাল ও খট্টাঙ্গ, নয়ন মদঘূর্ণিত; মস্তকে শশলাঞ্ছন; স্বয়ং ভিন্নাঞ্জননিভ; তিনি অনাদি পুরুষ, জগদন্তকারী, কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ, নাগেন্দ্রকৃতভূষণ, দ্বীপি-চর্ম্মাম্বরধারী ও চিতাভস্মভূষণ। হে নারদ! ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ পরমেশ্বরীকে এবং মহাকাল মহেশকে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বেদবেদাঙ্গ-সম্ভূত বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিলেন। হে মুনিবর! এই সময় শম্ভু সহসা মহাকাল সহ একত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সদাশিবকে না দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মহেশ্বর কোথায় গেলেন? এবং ইন্দ্রেরও দেবীদর্শনলাভ ঘটিবে কি না? ১৯-৩৪। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে, জগদী-

মহাকালেন সহিতা বভূবা সমভূৎ ক্ষণাৎ।
তত্রৈব সংস্থিতা কালী মহাকালশ্চ শঙ্করঃ।
ন তৌ তন্মায়য়া মুগ্ধৌ দদৃশাতে মহামুনে॥৩৭
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দেব্যাদর্শনকাতরৌ।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ কালীং ভক্ত্যা তুষ্টুবতুর্মুনে॥ ৩৮

ব্রহ্মবিষ্ণূ ঊচতুঃ।

নমামি ত্বাং বিশ্বকর্ত্রীং পরেশীং
নিত্যামাদ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানরূপাম্।
বাচাতীতাং নির্গুণাকাভিসূক্ষ্মাং
জ্ঞানাতীতাং শুদ্ধবিজ্ঞানগম্যাম্॥ ৩৯
পূর্ণাং শুদ্ধাং বিশ্বরূপাং সুরূপাং
দেবীং বন্দ্যাং বিশ্ববন্দ্যৈরপি ত্বাম্।
সর্বান্তঃস্থামুত্তমস্থানসংস্থা-
মক্তু কালীং বিশ্বসম্পালয়িত্রীম্॥৪০
মায়াতীতাং মায়িনীঞ্চাপি ভীমাং
মায়াং শ্যামাং ভীমনেত্রাং সুরেশীম্
বিদ্যাং সিদ্ধাং সর্বভূতাশয়স্থা-
মীড়ে কালীং বিশ্বসংহারকর্ত্রীম্॥ ৪১
নো তে রূপং বেদ্মি শীলং ন ধাম
নো বা ধ্যানং নাপি মন্ত্রং মহেশি।
সত্তারূপাং ত্বাং প্রপদ্যে শরণ্যে
বিশ্বারাধ্যে সর্বলোকৈকহেতুম্॥ ৪২
দ্যৌস্তে শীর্ষং নাভিদেশো নভশ্চ
চক্ষূংষ্যেতে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়স্তে।
উন্মেষস্তে সুপ্রবোধো দিবা চ
রাত্রির্মাতশ্চক্ষুষস্তে নিমেষঃ॥ ৪৩
বাক্যং বেদা ভূমিরেষা নিতম্বঃ
পাদৌ গুল্ফং জানুজঙ্ঘে ত্বধস্তে।
প্রীতির্ধর্ম্মোঽধর্ম্মকার্য্যং হি কোপঃ
সৃষ্টির্বোধঃ সংহৃতিস্তে তু নিদ্রা॥ ৪৪
অগ্নির্জিহ্বা ব্রাহ্মণাস্তে মুখাব্জং
সন্ধ্যে দ্বে তে ভ্রূযুগং বিশ্বমূর্ত্তেঃ।
শ্বাসো বায়ুর্বাহবো লোকপালাঃ
ক্রীড়াসৃষ্টিঃ সংহৃতিঃ সংস্থিতিস্তে॥ ৪৫
এবম্ভূতাং দেবি বিশ্বাত্মিকাং ত্বাং
কালীং বন্দে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপাম্।
মাতঃ পূর্ণে ব্রহ্মবিজ্ঞানগম্যে
দুর্গেঽপারে সাররূপে প্রসীদ॥ ৪৬

শঙ্করী মহাকাল সহ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু অন্যত্র কোথাও গেলেন না। মহাকালী এবং মহাকাল মহেশ্বর সেই স্থানেই রহিলেন। দেবীর মায়ামুগ্ধ ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবীদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে কালীর স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু কহিলেন,—হে দেবি! তুমি বিশ্বকর্ত্রী, পরেশী, নিত্যা, আদ্যা, জ্ঞানবিজ্ঞানরূপা, বাগতীতা, নির্গুণা, সূক্ষ্মা, জ্ঞানাতীতা, শুদ্ধ বিজ্ঞানগম্যা, পূর্ণা, শুদ্ধা, বিশ্বরূপা, সুরূপা, বিশ্ববন্দ্যদিগেরও বন্দনীয়া, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্বান্তঃস্থা, উত্তম স্থানসংস্থা, বিশ্বপালয়িত্রী, মায়াতীতা, মায়িনী, মায়া, ভীমা, শ্যামা, ভীমনেত্রা, সুরেশী, বিদ্যা, সিদ্ধা, সর্বভূতাশয়স্থা, বিশ্বসংহারকর্ত্রী, কালী, তোমাকে বন্দনা করি। হে মহেশি! তোমার রূপ নাই, ধ্যান নাই, ধাম নাই, মন্ত্র নাই; তুমি সত্ত্বরূপা, বিশ্বারাধ্য, সর্বলোকের একমাত্র হেতুভূতা; হে শরণ্যে! আমি শরণাপন্ন হইলাম। মা, স্বর্গ তোমার শীর্ষ, নাভি—নভঃ, নেত্র—চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি, উন্মেষ—সুপ্রবোধ, চক্ষুর নিমেষ—দিবারাত্র, বাক্য—বেদ, নিতম্ব—এই ভূমি, পাদগুল্ফ জানুজঙ্ঘা—অধোদেশ, প্রীতি—ধর্ম্ম এবং কোপ—অধর্ম্ম কার্য্য। মা, তুমি বিশ্বমূর্ত্তি; সৃষ্টি—তোমার বোধ, সংহৃতি—নিদ্রা, অগ্নি—জিহ্বা, ব্রাহ্মণগণ—মুখপদ্ম, উভয় সন্ধ্যা—ভ্রূযুগল, বায়ু—নিশ্বাস, লোকপালগণ—বাহু, সৃষ্টি—ক্রীড়া এবং সংহৃতিই সংস্থিতি, হে দেবি! তুমি এবম্ভূতা বিশ্বাত্মিকা, ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা কালী, তোমাকে বন্দনা করি! হে মাতঃ! তুমি পূর্ণা, ব্রহ্মবিজ্ঞানগম্যা, অপারা সাররূপা; হে দুর্গে! তুমি

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এবং তাভ্যাং স্তুতা কালী প্রসন্না মুনিসত্তম ।
মহাকালেন সহিতা ভূয়ঃ সন্দর্শনং দদৌ ॥ ৪৭
ভূয়শ্চ শঙ্করস্তস্মাৎ মহাকালীশরীরতঃ ।
নিঃসসার মহাবাহু রজতাদ্রিসমপ্রভঃ ॥ ৪৮
স আহ পরমেশানীমিন্দ্রোঽপি সমুপাগতঃ ।
ত্বাং দ্রষ্টুমভিমানেন পুরবাহ্যে স্থিতঃ স সঃ ॥ ৪৯
আজ্ঞাপয় তমানীয় ত্বৎসমীপং সুরেশ্বরি ।
দর্শয়ামি পরামেনাং মূর্ত্তিং তে দিব্যলক্ষণাম্ ॥
ইতি শম্ভোঃ সমাকর্ণ্য বচনং জগদম্বিকা ।
উবাচ তং মহাদেবং মহাকালী মহামতে ॥ ৫১

দেব্যুবাচ ।

যদ্যানেতুং মহাদেব দেবরাজং মমালয়ে ।
সমিচ্ছসি তদৈতৎ ত্বং কুরু কার্য্যং সুরোত্তম ।
ব্রহ্ম ভূতং মহৎ পাপং দধীচেরস্থিসংগ্রহাৎ ।
তন্নষ্টং প্রায়শো দেব মৎপুরাবহিরাগমাৎ ॥ ৫০
অপরং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তচ্ছোপশমনায় বৈ ।
অন্তর্গেহরজঃ কিঞ্চিৎ দেয়ং তস্মৈ মহামতে ॥ ৫৪
ততো নিধুতপাপ্মা স সমায়াতু মমান্তিকম্ ।
সম্প্রাপ্স্যতি চ মে দৃষ্টিং দুর্লভামপি বাসবঃ ॥ ৫৫

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি কাল্যা সমাদিষ্টঃ সোঽপি গত্বা মহেশ্বরঃ
অন্তর্গেহরজস্তস্মৈ দত্ত্বা পুরমবেশয়ৎ ॥ ৫৬
তত ইন্দ্রঃ প্রবিশ্যান্তর্গেহং দেব্যা মহামতে ।
প্রণম্য পাদে পাদে তাং নিপত্য ধরণীতলে ।
সম্প্রাপ মন্দিরদ্বারং শিবেন সহ নারদ ॥ ৫৭
দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্যজননীং দুর্লভাং ত্রিদশেশ্বরৈঃ ।
সহস্রাক্ষোঽপি ভূমৌ প্রণমন্ দণ্ডবৎ তদা ॥
উত্থায় বেদবেদাঙ্গকথিতৈঃ স্তোত্রকৈরপি ।
তুষ্টাব তাং জগদ্বন্দ্যাং মহাকালীং সুরোত্তম ॥
ততঃ পুনর্মুনিশ্রেষ্ঠ প্রণিপত্য মহেশ্বরীম্ ।
স্বস্থানং সমাজগ্মুর্ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥ ৬০
ইত্যুক্তং তে মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ পৃষ্টং ভবতা মম ।
পুণ্যং সুমহদাখ্যানং মহাকালীপ্রদর্শনম্ ॥ ৬১

প্রসন্ন হও। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ব্রহ্মা বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে কালী প্রসন্ন হইয়া মহাকাল সহ পুনরায় তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন। রজতগিরিনিভ মহাবাহু শঙ্কর মহাকালীর দেহ হইতে আবার নিঃসৃত হইয়া পরমেশ্বরীকে বলিলেন,—দেবি! ইন্দ্রও আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, পরন্তু অভিমানবশে পুরীর বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। হে সুরেশ্বরি! আপনি আদেশ করুন, তাঁহাকে আপনার সমীপে আনিয়া আপনার এই দিব্যলক্ষণা পরামূর্ত্তি প্রদর্শন করাই। জগদম্বিকা শম্ভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালী জগদম্বিকা মহাদেবকে বলিলেন,—হে মহাদেব! যদি দেবরাজকে মমালয়ে আনিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হে সুরোত্তম! এক কার্য্য করুন। দধীচির অস্থিসংগ্রহে ইন্দ্রের মহাপাপ হইয়াছে। কিন্তু আমার পুরের বহির্ভাগে আগমন করায় সে পাপ তাঁহার অনেক নাশ পাইয়াছে। অবশিষ্ট যে কিছু পাপ আছে, তাহার উপশমনার্থ কিঞ্চিৎ অন্তর্গৃহের রজ তাঁহাকে প্রদান করুন। পরে নিধূতপাপ হইয়া তিনি আমার নিকট আসুন। এইরূপে বাসব আমার দুর্লভ দৃষ্টি লাভ করিবেন। ৩৫-৫৫। শ্রীমহাদেব কহিলেন, কালী এইরূপ আদেশ করিলে, মহেশ্বর গিয়া ইন্দ্রকে অন্তর্গৃহের রজঃ প্রদানপূর্ব্বক পুর প্রবেশ করাইলেন। অনন্তর ইন্দ্র দেবীর অন্তর্গৃহে প্রবেশান্তে ভূপতিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণিপাতপূর্ব্বক শিব সহ মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পরে ত্রিদশদুর্লভা ত্রিলোকজননী দেবীকে দর্শন করিয়া সহস্রাক্ষ দণ্ডবৎ ভূপতিতভাবে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গসম্মত স্তোত্র দ্বারা বিশ্ববন্দ্যা মহাকালীকে স্তব করিয়া সুরোত্তম পুনরপি মহেশ্বরীপদে প্রণত হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই মহা-

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্বা প্রযতো নরঃ।
তস্য নো বিদ্যতে পাপমপি ব্রহ্মবধাদিজম্ ॥ ৬২
ভবত্যপি মহাপুণ্যমশ্বমেধশতোদ্ভবম্।
আরোগ্যং বিপুলং বিত্তং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ
অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং বা দিনক্ষয়ে।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা স দেব্যাঃ পদমাপ্নুয়াৎ
অমাবস্যাং নিশীথে বা পৌর্ণমাস্যাং পঠেদ্‌যঃ।
গবাময়ুতদানস্য স ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫
বিনশ্যন্ত্যাপদঃ সদ্যঃ সম্পদাশ্চ প্রবর্ত্ততে।
ন ভয়ং বিদ্যতে তত্র শত্রুতস্তস্য নারদ ॥ ৬৬
সংগ্রামে বিজয়ো নিত্যং ভবেদ্দেব্যাঃ প্রসাদতঃ
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যস্তু পঠেদেতৎ সমাহিতঃ ॥ ৬৭
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য ভুঞ্জতে কব্যমুত্তমম্ ॥ ৬৮
অন্যায়োপাত্তবিত্তাদিকৃতং বাপি মহামুনে।
পিতৄণাং পরমপ্রীতিদায়কং তদ্ভবেদিহ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শিবনারদ-
সংবাদে মহাকালীপ্রদর্শনপ্রসঙ্গসমাপ্তি-
র্নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

কালীদর্শনাখ্যান মহা পবিত্র। যে নর প্রযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপও নষ্ট হইয়া যায়। ইহা শ্রবণে শত অশ্বমেধজন্য মহা পুণ্য লাভ হয় এবং আরোগ্য, বিপুল বিত্ত ও পুত্র পৌত্রাদি সম্পদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, নবমী বা দিবাবসানে প্রযত হইয়া ইহা পাঠ করে, তাহার দেবীপদ লাভ হইয়া থাকে। যে জন অমাবস্যায় অর্দ্ধরাত্রে বা পূর্ণিমায় ইহা পাঠ করে, সে অযুত গোদানফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সদ্য তাহার সর্ব্বাপদ্ বিনষ্ট হয়, সম্পৎসমূহ আপতিত হইতে থাকে। হে নারদ! ঐ ব্যক্তির শত্রুভয় থাকে না। দেবীর প্রসাদে সংগ্রামে তাহার নিত্য জয়প্রাপ্তি হয়। যে মানব পিতৃশ্রাদ্ধদিনে সমাহিত হইয়া ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া কব্য ভোজন করেন। হে মহামুনে! এই স্তব পাঠফলে মানবের অন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধও পিতৃগণের পরম প্রীতিকারক হইয়া থাকে। ৬২—৬৯।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

কথিতং মহদাখ্যানং কৃপয়া পরমেশ্বর।
ধন্যং পুণ্যতমং দিব্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
যৎ পৃষ্টং ভগবত্যাস্তে তত্ত্বমব্যক্তমদ্ভুতম্।
জন্মকর্ম্মাদিকঞ্চাপি নিত্যায়া অপি লীলয়া ॥ ২
তত্রাংশেনাবতীর্ণায়াঃ প্রকৃত্যা হিমবদ্গৃহে।
গঙ্গায়াঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়শ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ৩
যথা দ্রবময়ী ভূত্বা মূর্ত্তিরেকাঘহারিণী।
যা পুনাতি সা দেবী ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
যথা চাবতরৎপৃথ্ব্যাং লোকানাঞ্চ ত্রাণহেতবে।
এতদন্যচ্চ মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ বদ প্রভো ॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুণ্যাৎ পুণ্যতরং পরম্।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া মহদাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন। এ আখ্যান ধন্য, পুণ্যতম দিব্য এবং মহাপাতকহর। আমি যে ভগবতীর অব্যক্ত অদ্ভুত তত্ত্ব এবং তিনি নিত্যা হইলেও তাঁহার লীলাকৃত জন্মকর্ম্মাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি তাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে হিমালয়গৃহে অংশাবতীর্ণা প্রকৃতি দেবীর গঙ্গাস্বরূপের উত্তম চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো! প্রকৃতিমূর্ত্তি গঙ্গা দেবী যেরূপে দ্রবময়ী হইয়া পাপহারিণী, যেরূপে তিনি এই চরাচর ত্রিলোকপাবনী, এবং যেরূপে তিনি প্রাণিগণের ত্রাণকারণে পৃথ্বীপৃষ্ঠে অবতীর্ণা হইলেন, এই সকল এবং অন্য মাহাত্ম্যকথা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। মহাদেব কহি-

যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে পাপী জন্মসংসারবন্ধনাৎ। ৬
পুরা বিষ্ণুঃ সমাকর্ণ্য গঙ্গোদ্বাহমহোৎসবম্।
দিদৃক্ষুঃ শঙ্করং কুক্কো গঙ্গয়া সহিতং প্রভুম্। ৭
বৈকুণ্ঠমানয়ামাস স্বপুরং প্রীতমানসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চাপরে দেবাস্তত্রায়াতা মহামুনে। ৮
দ্রষ্টুং তং পরমেশানং বিষ্ণুঞ্চ জগতাং প্রভুম্।
তত্র স্থিতাশ্চাপরেঽপি মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ। ৯
বিবিশুশ্চারু নির্ম্মায় সভাং দিব্যাসনোপরি।
স্বর্ণসিংহাসনে রম্যে উপবিশ্য মহেশ্বরম্। ১০
হৃষ্টঃ প্রাহ জগন্নাথঃ কুরু গানং মহেশ্বর।
সতীবিয়োগদুঃখার্ত্তশ্চিরং বিহ্বলমানসঃ। ১১
স্থিতোঽসি সা সতীয়ং ত্বাং পুনরপি নিজাংশতঃ।
দৃষ্ট্বা ত্বাং সুপ্রসন্নাস্যং সগঙ্গং হৃষ্টমানসম্। ১২
সর্ব্ব এব প্রহৃষ্টাঃ স্মো বয়ং ত্রিদশবন্দিত।
ত্বদ্গানমতিসম্প্রীতিজনকং ত্বন্মুখাচ্চ্যুতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি বিশ্বেশ কুরু গানং মহেশ্বর।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ। ১৪
শম্ভুঃ সুললিতং গানং চক্রেঽত্যদ্ভুতমুত্তমম্।
প্রথমং গানমাকর্ণ্য ব্রহ্মাদ্যা ত্রিদশেশ্বরাঃ। ১৫
মুমুহুঃ সর্ব্ব এবাতি মনোজ্ঞং মুনিসত্তম।
দ্বিতীয়ং সমুপাকর্ণ্য বৈকুণ্ঠেশোঽপি নারদ। ১৬
বিসংজ্ঞঃ পতিতো ভূমৌ রোমাঞ্চিতকলেবরঃ
তৃতীয়ং গানমাকর্ণ্য স এব পরমেশ্বরঃ। ১৭
বভূব দ্রবরূপী তু ক্ষণেন মুনিসত্তম।
বিষ্ণৌ জলময়ে ভূতে বৈকুণ্ঠং প্লাবিতং পুরম্।
বভূব তেন তোয়েন সর্ব্বতো মুনিসত্তম।
ততঃ প্রাপ্য প্রবোধন্তু ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ
দদৃশুঃ সকলং ব্যাপ্তং তোয়েন হরিমন্দিরম্।
অন্তশ্চ জলসম্পূর্ণং স্থানং তস্মিন পুরাজিরে।
দৃষ্ট্বাদৃষ্ট্বা হৃষীকেশং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।
ব্রহ্মা তদ্রূপধার্য্যাথ শিবগানসমুদ্ভবম্। ২১
হরের্দ্রবত্বং তত্তোয়ং কমণ্ডলুগ্রপানয়ৎ।
তত্তোয়প্রাপ্তিমাত্রেণ কমণ্ডলুগতাম্ভসা। ২২

লেন,—বৎস! পুণ্য হইতেও পরম পুণ্যতর গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা শ্রবণে পাপী ব্যক্তি জন্ম-সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে বিষ্ণু গঙ্গার উদ্বাহমহোৎসববার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গঙ্গা সহ শঙ্করকে দেখিবার ইচ্ছায় বিবাহসভায় উপস্থিত হইলেন। মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণও সেই সুন্দর সভায় প্রবেশ করিলেন। দিব্য সভা নির্ম্মাণ করিয়া—দিব্যাসনোপরি রম্য স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, জগন্নাথ হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—মহেশ্বর! আপনি একটী গান করুন। সতীবিরহদুঃখে বহুদিন আপনি বিহ্বলমনে রহিয়াছেন। সেই সতী এক্ষণে পুনরায় স্বীয় অংশে আপনাকে প্রাপ্ত হইলেন। হে ত্রিদশবন্দিত! আপনাকে গঙ্গাসহ হৃষ্টচিত্ত ও প্রসন্নবদন দেখিয়া আমরা সকলেই হৃষ্ট হইয়াছি। অতএব আপনার মুখোচ্চারিত গান একান্তই আমাদের প্রীতিকর। হে বিশ্বেশ! সেই নিমিত্তই শুনিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আপনি গান করুন। অমিততেজা বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর অতি অপূর্ব্ব সুললিত গান করিলেন। ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ সকলেই প্রথম গান শ্রবণ মাত্র মোহাপন্ন হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় গান শ্রবণে বিষ্ণু রোমাঞ্চিতদেহে সংজ্ঞাহীন হইলেন। মহেশ্বর যেমন তৃতীয় গান গাহিলেন, অমনি বিষ্ণু ক্ষণমধ্যে দ্রবময় হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু জলময় হইলে, সেই জলে বৈকুণ্ঠ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত হরিমন্দির এবং সেই পুরীর অন্তরস্থল স্থানও জলব্যাপ্ত দেখিলেন। তাঁহারা হৃষীকেশকে না দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা শিবগানজাত হরির দ্রবত্ব অবধারণ করিয়া সেই জল স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে তুলিয়া লইলেন। ঐ জল প্রাপ্তিমাত্র কমণ্ডলুগতদেহা গঙ্গা এক মূর্ত্তি—দ্রবরূপা হইলেন। হে মুনে! ব্রহ্মা জলময়ী

গঙ্গয়া মূর্তিরেকাসীদ্দ্রবরূপাস্তবচ্চ সা।
ব্রহ্মা কমণ্ডলৌ কৃত্বা গঙ্গাং নীরময়ীং মুনে॥২৩
প্রযযৌ স্বপুরং লক্ষ্মীমাদায় চ সরস্বতীম্।
শিবস্তু গঙ্গয়া সার্দ্ধং কৈলাসং সমুপাগমৎ॥২৪
ততশ্চান্যে দিবং সর্ব্বে ত্রিদশা অপি নারদ।
এবং দ্রবময়ী ভূত্বা গঙ্গা ব্রহ্মকমণ্ডলৌ॥২৫
সংস্থিতা মুনিশার্দ্দুল দেবী ত্রৈলোক্যপাবনী।
ইদানীং শৃণু সা দেবী প্রাপ্য বিষ্ণুপদং যথা॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবেত্যাখ্যামগ্রপ্রাপ সুরেশ্বরী।
ততঃ সা প্রার্থিতা পৃথ্ব্যাং যথা চাবতরৎ স্বয়ম্
পরিত্রাণায় লোকানাং চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ম্মুখী॥২৮

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতরণে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৪॥

গঙ্গাকে কমণ্ডলুমধ্যে লইয়া লক্ষ্মী সরস্বতীকে আশ্বস্ত করত স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন, শিব প্রকৃত গঙ্গাকে লইয়া কৈলাসে আসিলেন। হে নারদ! তখন ত্রিদশগণ স্বর্গে গমন করিলেন। হে মুনিবর! এইরূপে গঙ্গা দ্রবময়ী হইয়া ত্রিলোকপাবনীরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ দেবী যেরূপে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণু পাদোদ্ভবা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রার্থিতা হইয়া যেরূপে তিনি পৃথ্বীতলে লোকসমূহের পরিত্রাণের জন্ত চতুর্দ্দিকে চতুর্ম্মুখে অবতরণ করেন, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। ১—২৮।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিরোচনসুতো রাজা বলির্দৈত্যগণাধিপঃ।
জহার দেবরাজস্য ত্রৈলোক্যং ধর্ম্মতৎপরঃ॥১
ততোঽদিতির্দেবমাতা পুত্ররাজ্যাপহারণে।
দুঃখিতা প্রার্থয়ামাস বিষ্ণুং ত্রিজগতাং প্রভুম্॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ প্রত্যক্ষং সমুপাগতঃ।
উবাচ দেবমাতস্ত্বং বৃণুয়াস্তৎ সমীহিতম্॥৩
দাস্যামি পরমপ্রীত্যা তপসোগ্রেণ তোষিতঃ॥

অদিতিরুবাচ।

যদি প্রসন্নো ভগবন্ বরং মে সম্প্রযচ্ছসি।
তদা বলিহৃতং রাজ্যমিন্দ্রায় ত্বং সমর্পয়॥৫

শ্রীভগবানুবাচ।

বৈরোচনো ন বধ্যো মে প্রহ্লাদান্বয়সম্ভবঃ।
মদ্ভক্তো ধর্ম্মনিষ্ঠশ্চ যশস্বী লোকবিশ্রুতঃ॥৬
তস্মাদ্বামনরূপেণ সম্ভূয় ত্বয়ি কশ্যপাৎ।
যাচনেনাস্য সমুপাহৃত্য ছলাল্লোকত্রয়ং পুনঃ॥৭

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দৈত্যগণাধিপ ধর্ম্মতৎপর বিরোচননন্দন বলি, দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য হরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবমাতা অদিতি পুত্রের রাজ্যাপহরণে দুঃখিতা হইয়া ত্রিজগৎপতি বিষ্ণুকে আরাধনা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া অদিতির সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে দেবমাতঃ! বর প্রার্থনা কর; তোমার তীব্র তপস্যায় আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার অভীষ্ট প্রদান করিব। অদিতি বলিলেন,—হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করেন, তবে ইন্দ্রকে তদীয় হৃতরাজ্য অর্পণ করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রহ্লাদবংশসম্ভূত আমার ভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ বিরোচননন্দন যশস্বী বলি আমার অবধ্য; অতএব হে অদিতে! আমি বামনরূপে কশ্যপ হইতে তোমাতে সমুৎপন্ন হইয়া ছলক্রমে বলির

বাসবায় প্রদাস্যামি ত্বৎপুত্রায়াদিতে ধ্রুবম্ ॥ ৯
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইতি তস্যৈ বরং দত্ত্বা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সহসান্তর্দধে বিষ্ণুঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ১০
অথ বিষ্ণুর্দেবমাতুর্গর্ভগেহমুপাগমৎ।
জন্মনে দৈত্যরাজস্য রাজ্যাপহরণেচ্ছয়া ॥ ১১
সা চ তং সুষুবে পুত্রং বামনং চারুরূপিণম্।
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণং সুচারুমুখপঙ্কজম্ ॥ ১২
স একদা দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং দ্বিজরূপী জনার্দনঃ।
আসসাদ মহাত্মানং বলিং ধর্মপরায়ণম্ ॥ ১৩
সোঽযাচত বলিং ভূমিং ত্রিপাদপরিসম্মিতাম্
তচ্ছ্রুত্বা চাহ তং রাজা স্বল্পং কিং যাচসে দ্বিজ
দ্বীপং বা বর্ষমেকং বা গ্রামং বাপি তদর্দ্ধকম্।
ন যাচসে কথং বিপ্র দাস্যে তুভ্যং ন সংশয়ঃ
স্বল্পদানং দ্বিজসুত দাতুঃ কীর্তিবিনাশনম্।
তস্মাৎ স্বল্পতরং দানং ন তুভ্যং রোচতে মম ॥

বামন উবাচ।
কিং তেন তে মহারাজ রমমাকাঙ্ক্ষিতং ভবেৎ।
তদেব দেহি নাকীর্তিস্তে তেন ভবিষ্যতি ॥ ১৭
মহৎ ত্রিপাদভূদানং পুণ্যং কীর্তিকরং পরম্।
ভবিষ্যতি মহারাজ যথা ভূতং ভাবি ন ॥ ১৮
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং বচনমাকর্ণ্য বামনস্য মহাত্মনঃ।
সভ্যা ঊচুর্মহারাজং বলিং ধর্মপরায়ণম্ ॥ ১৯
সভ্যা ঊচুঃ।
যদ্যাচতে দ্বিজসুতস্তদেব ত্বং প্রযচ্ছ বৈ।
গ্রহীতুস্তুষ্টিদং দানং সফলং কীর্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ২০
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং রাজা তস্মৈ দ্বিজাতয়ে।
ত্রিপাদসম্মিতাং ভূমিং দাতুং তিলকুশং দধে
এতস্মিন্নেব কালে তু দৈত্যানাং গুরুরাগতঃ।
ক্ষণং তিষ্ঠ মহারাজ বচনং মেঽবধারয় ॥ ২২
নায়ং দ্বিজসুতো নূনং বিপ্ররূপী জনার্দনঃ।
মায়য়া বামনো ভূত্বা ত্বদন্তিকমুপাগতঃ ॥ ২৩

নিকট যাচ্ঞাদ্বারা ত্রিলোক অপহরণ করিয়া লইয়া নিশ্চয়ই তোমার পুত্র বাসবকে প্রদান করিব। মহাদেব বলিলেন,—সর্ব-লোকেশ্বরেশ্বর ভগবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহাকে এই বর দিয়া সহসা অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর দৈত্যরাজের রাজ্যাপহরণেচ্ছু হরি জন্ম-লাভার্থ দেবমাতা অদিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর অদিতি সর্বলক্ষণ সম্পন্ন সুচারুমুখপদ্ম চারুরূপী বামনকে প্রসব করিলেন। সেই দ্বিজরূপী জনার্দন বামন একদা দ্বিজগণসহ ধর্মপরায়ণ মহাত্মা বলির নিকট উপনীত হইয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। রাজা তৎ-শ্রবণে বলিলেন,—হে দ্বিজসুত! তুমি আমার নিকট এমন অল্প প্রার্থনা কেন করিলে? একটী দ্বীপ, বর্ষ, গ্রাম বা গ্রামার্দ্ধ কেন চাহিলে না? আমি তোমাকে নিঃসন্দেহ তাহাই দান করিতাম। হে দ্বিজনন্দন! অত্যল্প দান দাতার কীর্তি-লোপকর, অতএব তোমাকে স্বল্পতর দান করিতে আমার রুচি হইতেছে না। বামন বলিলেন,—হে মহারাজ! ইহাতে আপনার অনিচ্ছা কেন? আমি যাহা চাহিয়াছি, তাহাই দান করুন, ইহাতে আপনার অকীর্তি হইবে না। হে মহারাজ! আমাকে ত্রিপাদভূমিদান পরম পুণ্য ও কীর্তিকর, এরূপ কখনও হয় নাই, হইবে না। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—মহাত্মা বামনের এবংবিধ বাক্য শুনিয়া ধর্মপরায়ণ মহারাজ বলির সভ্যগণ বলিকে বলিলেন,—দ্বিজনন্দন যাহা যাচ্ঞা করিতেছেন, তাহা প্রদান করুন। গৃহীতার তুষ্টিপ্রদ দানই সফল ও কীর্তিবর্দ্ধন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—রাজা তাঁহাদের এই-বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দানার্থ তিল কুশ গ্রহণ করিলেন।১-২১। ইত্যবসরে দৈত্যগুরু শুক্র আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—মহারাজ! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। ইনি নিশ্চয়ই দ্বিজতনয় নহেন,—

যদ্‌যাচতে মূহুস্তভ্যং ত্রিপাদপরিসম্মিতাম্ ।
ভূমিং তদিন্দ্রকার্য্যার্থং নিশ্চিতং বিদ্ধি ভূপতে ॥
যদ্যেতস্মৈ যদি পুনস্ত্রিপাদপরিসম্মিতা ।
ভূমিঃ প্রদীয়তে তর্হি তব লোকত্রয়ং ধ্রুবম্ ॥২৫
নেষ্যত্যয়কাতিথর্কো দত্তভূমিস্ত্রায় নিশ্চিতম্ ॥২৬

বলিরুবাচ ।

কুলদেবঃ কথং বিষ্ণুর্মম লোকত্রয়ং গুরো ।
সম্প্রদাস্যতি চেন্দ্রায় মত্তোনীত্বা ছলেন বা ॥

শুক্র উবাচ ।

নাসাধ্যং বিদ্যতে বিষ্ণোর্দেবকার্য্যানুবোধিনঃ
কিঞ্চিদত্র মহারাজ দারুণং কর্ম্ম নিশ্চিতম্ ॥ ২৭
স এব ভগবান্ নূনমদিত্যা গর্ভসম্ভবঃ ।
মায়য়া বামনো ভূত্বা ত্বত্তো ভূমিং প্রযাচতে ॥২৯
তস্মাদ্রাজংস্ত্বমেতস্মৈ ভূমিং মা দেহি কাঞ্চন ।
যদি ত্রৈলোক্যরাজত্বং সমিচ্ছসি মহামতে ॥ ৩০

বলিরুবাচ ।

দাস্যামীত্যোবমুক্তাহং ন দাস্যে বা কথং গুরো
দাস্যামি বা কথং ভূমিং ছলগ্রাহী স্বয়ং যদি ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা শুক্রো দানবপূজিতঃ ।
মুহুস্তং বারয়ামাস ভূমিদানসমুদ্যতম্ ॥৩২
তচ্ছ্রুত্বা স তু ধর্ম্মাত্মা তূষ্ণীভূয় মহামতে ।
নিশ্চিত্য চেতসা দানং গুরুং বচনমব্রবীৎ ॥৩৩
গুরো যদি স্বয়ং বিষ্ণুর্মায়াবামনরূপধৃক্ ।
ত্রৈলোক্যং যাচতে তর্হি কিং মে ভাগ্যমতঃ-
পরম্ ॥ ৩৪
যস্ত প্রীতিং সমুদ্দিশ্য দানং কিমপি মানবঃ ।
কুর্ব্বন্ যৎফলমাপ্নোতি তদনন্তমঃশ্রুতম্ ॥ ৩৫
তস্মৈ বামনরূপায় সাক্ষান্নারায়ণায় বৈ ।
ত্রৈলোক্যং সম্প্রদাস্যামি কিং মে ভাগ্যমতঃ-
পরম্ ॥ ৩৬
বিষ্ণোঃ সম্প্রীতয়ে কর্ম্ম ন করোতি বিমূঢ়ধীঃ ।
করোতি যস্ত স কাপি নিমজ্জতি ন বৈ গুরো
তস্মাৎ বামনরূপায় বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে ।

ইনি দ্বিজরূপী জনার্দ্দন ; মায়ায় বামন হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন। হে ভূপতে! ইনি যে বারবার ত্রিপাদপরিমিত ভূমি চাহিতেছেন, নিশ্চয় জানিবে—ইন্দ্রের কার্য্যোদ্ধারই ইহার উদ্দেশ্য। তুমি যদি ইহাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর, তবে নিশ্চয়ই ইনি ইন্দ্রকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎপরিবর্ত্তে তোমার ত্রৈলোক্য রাজ্যই কাড়িয়া লইবেন। বলি বলিলেন,—গুরো! বিষ্ণু মদীয়কুলদেব হইয়া আমার নিকট হইতে ছলক্রমে লোকত্রয় গ্রহণ করিয়া কিরূপে ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন? শুক্র কহিলেন,—হে মহারাজ! এ বিষয়ে দেবকার্য্যের অনুরোধে বিষ্ণুর অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার কর্ম্ম এইরূপই দারুণ। সেই ভগবান্ বিষ্ণু নিশ্চিতই অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মায়ায় বামন হইয়া তোমার নিকট ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব হে রাজন্! যদি তুমি ত্রিলোক রাজ্য কামনা কর, তবে ইঁহাকে ত্রিপদ ভূমি দান করিও না। বলি বলিলেন,—হে গুরো! দান করিব বলিয়া ইঁহাকে কিরূপে দান না করিয়া থাকি? আর ইনি যদি ছলগ্রাহী হন, তবে ইঁহাকে ভূমি দান করিই বা কিরূপে? শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দানবপূজিত শুক্র ভূমিদানোদ্যত রাজার এবং বিধবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরপি তাঁহাকে বারণ করিলেন। হে মহামতে! সেই ধর্ম্মাত্মা বলিও গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনী হইলেন এবং মনে মনে দানসঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—যদি স্বয়ং বিষ্ণু মায়ায় বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য যাচ্ঞা করেন, তবে ইহা হইতে আমার কি ভাগ্য হইতে পারে? যাঁহার প্রীতি উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়াও মানব অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়, সেই বামনরূপী সাক্ষাৎ নারায়ণকে ত্রৈলোক্য দান করিব, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? অতি বিমূঢ় মানবই বিষ্ণুর প্রীতির জন্য কর্ম্ম করে না; যে করে, সে কুত্রাপি নিমজ্জিত হয় না।

ত্রিপাদভূমিং দাস্যামি প্রীতিং তস্য সমুদ্দিশন্।
ইত্যুক্ত্বা স গুরুং বিষ্ণো রাজা প্রীতিং
সমুদ্দিশন্॥ ৩৯
ত্রিপাদসম্মিতাং ভূমিং দদৌ তস্মৈ পরাত্মনে।
স স্বস্তীত্যেবমাভাষ্য বামনো মুনিসত্তম।
বিশ্বরূপো বভৌ বিষ্ণুস্ত্রিপাদো জগদীশ্বরঃ॥ ৪১
তস্যৈকন্তু পদং বৎস ব্রহ্মাণ্ডং স্ফোটয়ংস্তদা।
ঊর্দ্ধং জগাম ব্রহ্মাণ্ডং তদা তস্মিন্ পদাম্বুজে॥
কমণ্ডলুস্থিতং তস্য তোয়ং প্রাদান্মহামতে।
তদা নীরময়ী গঙ্গা প্রাপ্য বিষ্ণোঃ পরং পদম্
তত্রৈবাবস্থিতিঞ্চক্রে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
বিষ্ণুস্তু প্রাহ রাজানং বলিং ধর্ম্মপরায়ণম্॥ ৪৪
সাপরাধ ইব স্পৃষ্ট্বা পাদেনৈকেন তচ্ছিরঃ।
তব লোকত্রয়ং বৎস শক্রস্যাস্তি সাম্প্রতম্॥
শক্রায় তাবৎ পাতালং ব্রজ ত্বং সহ দানবৈঃ।
তথাপি দেবরাজত্বং ভবিষ্যত্যষ্টমে মনৌ॥ ৪৬
তদা লোকত্রয়ং ভূয়স্ত্বমাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ।
ইতি বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা বলিঃ সর্ব্বাসুরৈঃ সহ॥
পাতালং সংযযৌ বিষ্ণুং প্রণিপত্য মহামুনে।
বৈকুণ্ঠং জগতাং নাথঃ প্রযযৌ ত্রিদশৈঃ স্তুতঃ॥
গঙ্গা তু সংস্থিতা তস্য চরণে লোকপাবনী॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতরণে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৫॥

অতএব দ্বিজরূপী বামন বিষ্ণুকে তাঁহার প্রীতি উদ্দেশ করিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান করিব। রাজা এইরূপ কহিয়া পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় তাঁহাকে ত্রিপদ ভূমি দান করিলেন। হে মুনিসত্তম! বিষ্ণু বামন স্বস্তি বলিয়া ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিবিক্রম বিশ্বরূপ হইলেন। হে বৎস! তাঁহার একপাদ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। হে মহামতে! তখন ব্রহ্মা তদীয় করস্থিত কমণ্ডলু হইতে ঊর্দ্ধগতপদে জল প্রদান করিলেন, সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী নীরময়ী গঙ্গা বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃতাপরাধের ন্যায় বিষ্ণু এক পদ দ্বারা বলির মস্তক স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ বলিকে বলিলেন,—হে বৎস! সম্প্রতি তোমার ত্রিলোক সমস্তই ইন্দ্রকে দান করিলাম, তুমি দানবগণসহ পাতালে গমন কর। অষ্টম মনুর সময় উপস্থিত হইলে তুমিও ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবে; তখন পুনরায় নিঃসংশয়ে তুমি ত্রিলোক লাভ করিবে। হে মহামুনে! বলি বিষ্ণুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত অসুরসহ পাতালে গমন করিলেন। জগৎপতি বিষ্ণুও দেব কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। লোকপাবনী গঙ্গা তাঁহার চরণের আশ্রয় লইলেন। ২২—৪৮।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং হরিতনুপ্রাপ্তাং জ্ঞাত্বা গঙ্গাং বিধিস্তদা।
শূন্যং কমণ্ডলুঞ্চাপি বিলোক্য মুনিসত্তম॥ ১
চেতসা চিন্তয়ামাস ক্ষণং ত্রিদশবন্দিতঃ।
ইয়ং দ্রবময়ী গঙ্গা ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভা॥ ২
পুণ্যাৎ পুণ্যতমা ধন্যা স্থিতা মম কমণ্ডলৌ।
প্রাপ্তা হরিপদাম্ভোজং নিশ্চলা সমভূদিয়ম্॥ ৩
নূনং নদী স্বয়ং ভূত্বা স্বর্গং মর্ত্ত্যং রসাতলম্।

ষটষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! তখন ত্রিদশপূজিত ব্রহ্মা গঙ্গাকে এইরূপে হরিচরণে অবস্থিতা জানিয়া এবং কমণ্ডলু শূন্য অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল চিত্তে চিন্তা করিলেন। এই ত্রিলোকদুর্লভ, পুণ্য হইতেও পুণ্যতমা ধন্যা দ্রবময়ী গঙ্গা আমার কমণ্ডলুমধ্যে ছিলেন। এক্ষণে হরিপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলা হইয়াছেন। ইনি নিশ্চ-

পবিত্রং প্রকরিষ্যন্তী সিন্ধুসঙ্গমবাপ্স্যতি ॥৪
ততঃ তপসারাধ্য দেবীং গঙ্গাং সুরেশ্বরীম্ ।
ভূয়ো বিষ্ণুপদাম্ভোজাদ্ দ্রাবয়িষ্যামি নিশ্চিতম্
ইতি সঞ্চিন্ত্য স বিধির্বৈকুণ্ঠং সমুপাগতঃ ।
গঙ্গাং সম্প্রার্থয়ামাস স্থিতাং বিষ্ণুতনৌ মুনে ॥৬
চিরং প্রার্থয়তস্তস্য গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ।
প্রত্যক্ষং সমুপাগম্য বচনং ত্বেবমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
গঙ্গোবাচ ।
অহং হরিতনৌ ব্রহ্মন্ স্থাস্যে কালং কিয়দ্‌ধ্রুবম্
ততো দ্রবময়ী ভূত্বা বিষ্ণুপাদাম্বুজাৎ পুনঃ ॥৮
নিঃসৃত্য পাবয়িষ্যামি লোকত্রয়মসংশয়ম্ ।
স্তুতা ভগীরথেনাহং রাজ্ঞা চামিততেজসা ॥ ৯
ভাগীরথীতি বিখ্যাতা যাস্যেঽহং ধরণীতলে ।
উদ্ধৃত্য তান্ পিতৄন্ সর্ব্বান্ সিন্ধুসঙ্গমবাপ্য চ ॥
পাতালং সম্প্রবেক্ষ্যামি লোকানাং
ত্রাণহেতবে ॥ ১১
ব্রহ্মোবাচ ।
অহঞ্চাপ্যনুজানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যা সুরোত্তমে ।
ভগীরথস্য রাজ্ঞশ্চ কীর্ত্তিং সংবর্দ্ধয়িষ্যসি ॥ ১২
অহঞ্চাপি তদর্থং ত্বাং প্রার্থিতঃ শিবসুন্দরি ।
যৎ ভূয়ো বিনিঃসৃত্য ত্রৈলোক্যমবিষ্যসি ॥
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
ততো গঙ্গা ভগবতী স্বয়মন্তর্দধেঽচিরাৎ ।
ব্রহ্মাপি স্বপুরং প্রায়াৎ সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥১৩
অথ বিষ্ণুতনুং প্রাপ্তাং গঙ্গাং দ্রবময়ীং ক্ষিতৌ
আনেতুং গুরুণাদিষ্টঃ পিতৄনুদ্ধৃতচেষ্টিতান্ ॥
ভস্মীকৃতান্মুনীন্দ্রেণ কপিলেনামিততেজসা ।
উদ্দিধীর্ষুর্মহাত্মা স রাজা সগরবংশজঃ ॥ ১৬
ভগীরথঃ পরাত্মানং বিষ্ণুং লোকেশ্বরেশ্বরম্ ।
চিরমারাধয়ামাস যতাত্মা মুনিসত্তম ॥ ১৭
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ পরাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।
প্রত্যক্ষং সমভূত্তস্য রাজ্ঞঃ পুণ্যতমাত্মনঃ ॥ ১৮
তং দৃষ্ট্বা জগতাং নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
পীতাম্বরং সুপর্ণস্থং বনমালাবিরাজিতম্ ॥ ১৯
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ স্তোত্রমাহ মহীপতে ॥ ২০

যিনি নদীরূপে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল পবিত্রিত করত সিন্ধুসঙ্গম প্রাপ্ত হইবেন। অতএব আমি তপস্যায় আরাধনা করিয়া সুরেশ্বরী গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে পুনরায় নিঃসারিত করিব। হে মুনে! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুতনুস্থিত গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর বহুকালের প্রার্থনার পর ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। গঙ্গা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি কিছুকাল বিষ্ণুর দেহে অবস্থান করিব, তারপর তদীয় পাদপদ্ম হইতে দ্রবীভূত হইয়া নিঃসৃত হইব ও নিঃসংশয় ত্রিলোক পবিত্র করিব। অমিততেজা রাজা ভগীরথ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আমি ধরণীতলে গমন করিব ও ভাগীরথী নামে বিখ্যাতা হইব। আমি তাঁহার পিতৃগণের উদ্ধার সাধন করিয়া সাগরসঙ্গম প্রাপ্ত হইয়া অখিল লোকের ত্রাণহেতু পাতালে প্রবেশ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরোত্তমে! আমি ইহা জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, তুমি ভূপতি ভগীরথের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিবে। হে শিবসুন্দরি! আমিও তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি বিষ্ণুপদনিঃসৃত হইয়া পুনরায় ত্রৈলোক্যে অবতীর্ণ হইবে। ১—১৩। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ভগবতী গঙ্গা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিসত্তম! অনন্তর সগর-বংশসম্ভূত মহাত্মা ভূপতি ভগীরথ গুরুর আদেশে অমিততেজা মুনীন্দ্র কপিল কর্ত্তৃক ভস্মীভূত উদ্ধৃতচেষ্টিত পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় বিষ্ণুতনুপ্রাপ্তা দ্রবময়ী গঙ্গাকে ক্ষিতিতলে আনয়ন জন্য সর্ব্বলোকেশ্বর মহাত্মা বিষ্ণুর দীর্ঘকাল তপস্যা করিলেন। অনন্তর ভূতাত্মা ভগবান্ পরমাত্মা পুরুষোত্তম প্রীত হইয়া পুণ্যতমাত্মা রাজার প্রত্যক্ষ হইলেন; রাজা সেই শঙ্খচক্র-গদাধর পীতাম্বর গরুড়বাহন বনমালাভূষিত

রাজোবাচ।

ত্রৈলোক্যপালক জগৎপরিবন্দ্যপাদ
বিশ্বেশ বিশ্বগ মহাপুরুষ প্রধান।
নারায়ণাচ্যুত হরে মধুকৈটভারে
বিষ্ণো প্রসীদ পরমেশ্বর তে নমোঽস্তু ॥২১
বিশ্বৈককারণ পুরাণ জগন্নিধান
শ্রীবৎসলাঞ্ছন বিভো মধুসূদনাখ্য।
গোবিন্দ বামন জনার্দ্দনবিশ্বমূর্ত্তে
বিষ্ণো প্রসীদ পরমেশ্বর তে নমোঽস্তু ॥২২
অত্যন্তবিক্রম জগন্ময় বাসুদেব
দৈত্যান্তকান্তকভয়ান্তকান্তমূর্ত্তে।
বৈকুণ্ঠমাধব ধরাধর চারুরূপ
বিষ্ণো প্রসীদ পরমেশ্বর তে নমোঽস্তু ॥২৩
লক্ষ্মীপতেঽমলমতে জগদেকনাথ
মায়াশ্রয়ৈক করুণাময় কেশবেশ।
আনন্দসান্দ্র কমলেক্ষণ শুদ্ধবোধ
বাণীপতেঽখিলপতে সততং নতোঽস্মি ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায় বিষ্ণবেঽমিততেজসে।
সচ্চিদানন্দরূপায় শুদ্ধজ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ২৫
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
যুবাং পশ্যামি নেত্রাভ্যাং দেবৈরপি সুদুর্ল্লভম্

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাদিস্তুতিবাক্যৈস্তু সংস্তুতো জগদীশ্বরঃ।
উবাচ নৃপশার্দ্দূলং ভগীরথমরিন্দমম্ ॥ ২৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কিন্তেঽভিলষিতং রাজন্ বরং তদ্বরয়াধুনা।
প্রীতোঽহং সর্ব্বদাস্মামি তব ভাবেন নিশ্চিতম্

রাজোবাচ।

পিতরো ব্রহ্মশাপেন ভস্মীভূয় মম প্রভো।
অধোগতিমনুপ্রাপ্তাস্তেষাং নিষ্কৃতিকারণাৎ।
গঙ্গাং দ্রবময়ীং নেতুং কিন্ত্বামিচ্ছামি পাবনীম্
সা তে তনুমনুপ্রাপ্য স্থিতা ত্রৈলোক্যপাবনী।
কমণ্ডলুকৃতাবাসা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩০
তাং ত্বং দদাসি চেদ্গঙ্গাং স্বশরীরকৃতালয়াম্।

জগৎপতিকে প্রত্যক্ষ করত দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে ত্রিলোকপালক! তোমার পদারবিন্দ জগদ্বন্দ্য; তুমি বিশ্বেশ, বিশ্বগ, মহাপুরুষ ও প্রধান; হে অচ্যুত নারায়ণ হরে! তুমি মধুকৈটভবিধ্বংসী। হে পরমপুরুষ বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার করি। হে বিভো মধুসূদন! একমাত্র তুমিই বিশ্বের কারণ, পুরাণ ও জগতের নিধান; হে গোবিন্দ! হে বামন! আপনার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত; হে জনার্দ্দন বিষ্ণো! আপনি বিশ্বমূর্ত্তি; হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হউন, আপনাকে নমস্কার করি। হে বাসুদেব! আপনি অত্যন্তবিক্রম, জগন্ময়, দৈত্যান্তক, অন্তকভয়ান্তক, দিব্যাকৃতি, বৈকুণ্ঠ, মাধব, ধরাধর ও চারুরূপী; হে পরমেশ্বর বিষ্ণো! প্রসন্ন হউন, আপনাকে নমস্কার। হে ঈশ কেশব! আপনি রমাপতি, অমলমতি, জগতের একমাত্র পতি; আপনি মায়ার একমাত্র আশ্রয় ও করুণাময়; আপনি আনন্দঘন, কমললোচন, বাণীপতি, অখিলপতি; আপনাকে সতত নমস্কার করি। আপনি অমিততেজা, বিশ্বরূপ বিষ্ণু; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সচ্চিদানন্দরূপী শুদ্ধজ্ঞানাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবগণের সুদুর্লভ, আপনাকে নেত্রদ্বয় দ্বারা দর্শন করিতেছি, অদ্য আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল। শ্রীমহাদেব বলিলেন, জগৎপতি এইরূপ স্তুতি-বাক্যে সম্যক্ স্তুত হইয়া ভূপতিবর ভগীরথকে কহিতে লাগিলেন।১৪—২৬। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার ভক্তিতে আমি নিশ্চিতই প্রীত হইয়াছি, তোমার অভিলষিত কি? তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করিব। রাজা কহিলেন,—হে প্রভো! মদীয় পিতৃগণ ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত হইয়া অধোগতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিষ্কৃতির জন্য ক্ষিতিতলে, ত্রিলোকপাবনী দ্রবময়ী গঙ্গা আনয়নার্থ ইচ্ছা করি; তিনি

তদা মে পিতরঃ সর্ব্বে প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥৩১
এতদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতং বিদ্যতে মম।
স্বয়ং সর্ব্বাত্মনা দেব প্রণতানাং কৃপাং কুরু।

শ্রীভগবানুবাচ।

বৎস ক্ষিতিতলং গত্বা গঙ্গা দ্রবময়ী স্বয়ম্।
মচ্ছরীরাদ্বিনিঃসৃত্যোদ্ধরিষ্যতি পিতৄংস্তব ॥ ৩৩
স্তুত্বা তাং পরমারাধ্যাং দেবানামপি দুর্লভাম্।
সম্প্রার্থয় মহারাজ তথা শম্ভুং জগৎপতিম্ ॥৩৪
ততঃ সম্পাদ্যতেঽভীষ্টং সর্ব্বমেব ভগীরথ ॥৩৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অন্তর্দধে মুনিশ্রেষ্ঠ রাজস্তস্য সমীপতঃ ॥ ৩৬
স তু গত্বা মহারাজো হিমাদ্রেরুত্তরং শিরঃ।
গঙ্গামারাধয়ামাস যতাত্মা মুনিসত্তম ॥ ৩৭
গতে তু বহুসাহস্রে বর্ষে তস্য তপস্যতঃ।
প্রসন্না সমভূদ্গঙ্গা শিবশক্তিঃ স্মিতাননা ॥ ৩৮
সা প্রত্যক্ষমনুপ্রাপ্য রাজানং যতমানসম্।
উবাচ রাজন্ বৃণু ভো যত্তেঽভিলষিতং বরম্ ॥

রাজোবাচ।

মাতস্ত্বং সুপ্রসন্না মে যদি ত্বং শিবসুন্দরি।
তদা হরিপদাম্ভোজান্নিঃসৃত্যৈহি ধরাতলম্ ॥
পবিত্রাং ধরণীং কৃত্বা প্রবিশ্য বিবরস্থলম্।
উদ্ধারয় পিতৄন্ পূর্ব্বান্ মুনিনা ভস্মসাৎ কৃতান্
পিতৄণাং যদি নিস্তারং করোষি ত্রিদশৈঃ স্তুতে
তদাহং কৃতকৃত্যঃ স্যামেতন্মে বাঞ্ছিতং তব ॥৪১

গঙ্গোবাচ।

এবমস্তু মহারাজ বিষ্ণুপাদাম্বুজাদহম্।
বিনিঃসৃত্যোদ্ধরিষ্যামি তব পূর্ব্বতনান্ পিতৄন্ ॥
ত্বত্তঃ সম্প্রার্থিতা যস্মাদ্ভূত্বা বিষ্ণুপদাম্বুজাৎ।
ক্ষিতাববতরিষ্যামি তস্মাৎ কন্যা ভবাম্যহম্।
তেন ভাগীরথীত্যাখ্যা লোকে মে সম্ভবিষ্যতি
ত্বয়া তু জগতাং নাথঃ শম্ভুর্গত্বা প্রসাদ্যতাম্ ॥৪৫
স মে প্রিয়তমো ভর্ত্তা তস্যাহং বশবর্ত্তিনী।

পরমাত্মা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতেন, সম্প্রতি সেই ত্রিলোকপাবনী আপনার উদর আশ্রয়ে অবস্থিতা, আপনি প্রণতগণের সর্ব্বথা কৃপাবিধাতা; অতএব যদি আপনি আপনার দেহস্থিত গঙ্গাকে প্রদান করেন, তবে আমার পিতৃগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। হে জগন্নাথ! ইহাই আমার মনোরথ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস! দ্রবময়ী স্বয়ং গঙ্গা আমার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্ষিতিতলে গমন করত তোমার পিতৃগণের উদ্ধার করিবেন। হে মহারাজ! তুমি জগৎপতি শম্ভুর নিকট দেবদুর্লভা পরমারাধ্যা গঙ্গাকে প্রার্থনা কর; হে ভগীরথ! তবেই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! পুরুষোত্তম ভগবান্ ভগীরথকে এইরূপ বরদান করিয়া তাঁহার সমীপ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে মুনিবর! যতাত্মা মহারাজ ভগীরথও হিমালয়ের উত্তর শৃঙ্গে গমন করিয়া গঙ্গার আরাধনা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় বহু সহস্র বৎসর অতীত হইল। স্মিতাননা শিবশক্তি গঙ্গা সন্তুষ্ট হইয়া যতমনা রাজার প্রত্যক্ষ হইলেন এবং বলিলেন,—হে রাজন্! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন,—হে মাতঃ! হে শিবসুন্দরি! যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে হরিপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ধরাতলে আগমন করুন, ধরিত্রী পবিত্র করিয়া পাতালবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক মুনিকর্ত্তৃক ভস্মীকৃত মদীয় পিতৃগণের উদ্ধার করুন। হে দেববন্দ্যে! যদি আমার পিতৃগণের নিস্তার করেন, তবে আমি কৃতকৃত্য হইব। আমার ইহাই অভীষ্ট।২৭-৪১। গঙ্গা কহিলেন,—হে মহারাজ! তাহাই হউক, আমি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমার পূর্ব্বতন পিতৃগণের উদ্ধার করিব। তোমার প্রার্থনায় আমি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতেছি, অতএব আমি তোমার কন্যা হইব, তজ্জন্য ভুবনে আমার নাম হইবে ভাগীরথী। তুমি জগৎপতি শম্ভুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তিনি আমার প্রিয়তম পতি, আমি তাঁহার

তেন গন্তুং ন শক্নোমি বিনা তত্তাজ্ঞয়া প্রভোঃ
তস্মাৎ প্রসন্নতাং যাতে শঙ্করে ত্বয়ি ভূপতে।
মেরুশৃঙ্গং সমারুহ্য শঙ্খং জলদনিঃস্বনম্ ॥ ৪৭॥
সংধ্মাতসি যদা রাজংস্তদা বিষ্ণুপদাম্বুজাৎ।
নিঃসৃত্যাথ বিনির্ভিদ্য ব্রহ্মাণ্ডমতিবেগিতা।
তবানুগা বসুমতীং যাস্যামি জলরূপিণী ॥ ৪৮
উদ্ধৃত্য ত্বৎপিতৄন্ সর্ব্বান্ বিবরং সমুপেত্য চ।
পাতালমনুযাস্যামি তব কীর্ত্তিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪৯

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী গঙ্গা শঙ্করগেহিনী।
পশ্যতো নৃপতেস্তস্য ক্ষণাদন্তরধীয়ত ॥ ৫০
ভগীরথশ্চ ভূপালঃ পিতৄণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে গঙ্গাভিদর্শনাৎ ॥ ৫১
অথ গঙ্গাজ্ঞয়া রাজা ধর্ম্মাত্মাসৌ ভগীরথঃ।
মহেশং প্রার্থয়ামাস তস্মিন্নেব নগোত্তমে ॥৫২
নিরাহারী শতাব্দন্তু নিয়তাত্মা মহামতে।
ততঃ প্রসন্নো দেবেশঃ শঙ্করঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥৫৩
প্রত্যক্ষং সমভূত্তস্য পঞ্চাস্যো বৃষভধ্বজঃ।
তং বীক্ষ্য রজতাভাসং পঞ্চাস্যং শূলধারিণম্ ॥
ব্যাঘ্রাজিনপরীধানং জটামণ্ডিতমস্তকম্।
বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং নীলকণ্ঠং স্মিতাননম্ ॥
নাগেন্দ্রভূষিতং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্।
দণ্ডবৎ পতিতো রাজা নামাষ্টসহস্রকৈঃ ॥৫৬
তুষ্টাব দেবদেবেশং পূর্ণং সর্ব্বসুরোত্তমম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতরণে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

নমস্তে পার্ব্বতীনাথ দেবদেব পরাৎপর।
অচ্যুতানঘ পঞ্চাস্য ভীমাস্য রুচিরানন ॥ ১
ব্যাঘ্রাজিনধরানন্ত পরাপরবিবর্জ্জিত।
পঞ্চানন মহাসত্ত্ব মহাজ্ঞানময় প্রভো ॥ ২
অজিতাজিত দুর্দ্ধর্ষ বিশেশ পরমেশ্বর।
বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভূতেশ বিশ্বাশ্রয় জগৎপতে ॥ ৩

সম্মুখে অবস্থান করি। অতএব প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত আমি গমন করিতে সমর্থা নহি। অতএব হে ভূপতে! শঙ্কর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলে তুমি যখন মেরুশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জলদনাদবৎ শঙ্খধ্বনি করিবে, তখন আমি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত অতিবেগে জলরূপী হইয়া ক্ষিতিতলে তোমার অনুগমন করিব। তার পর বিবর প্রাপ্ত হইয়া তোমার পিতৃগণের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তোমার কীর্ত্তিবিবর্দ্ধন করিতে করিতে পাতালে প্রবেশ করিব। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ভগবতী শঙ্করগৃহিণী গঙ্গা এইরূপ বলিয়া নৃপতির সমক্ষে ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। পিতৃকীর্ত্তি বর্দ্ধন ভূপতি ভগীরথও গঙ্গাদর্শনলাভে আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। হে মহামতে! রাজা গঙ্গার এইরূপ আজ্ঞা লাভ করিয়া সেই গিরিবর হিমালয়ে নিরাহারে শতবৎসর মহেশকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অব্যয় প্রভু বৃষধ্বজ পঞ্চবদন দেবেশ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। রাজা জটামণ্ডিত মস্তক ব্যাঘ্রাজিনপরিধারী পঞ্চাস্য রজতপ্রভ শূলধারী বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ নীলকণ্ঠ স্মিতানন, নাগেন্দ্রভূষণ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশিখর শঙ্করকে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তিনি অষ্টোত্তরসহস্র নাম দ্বারা সর্ব্বসুরোত্তম পূর্ণ দেবদেবেশের স্তুতি করিলেন। ৪২—৫৭

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

রাজা বলিলেন,—হে পার্ব্বতীনাথ, দেবদেব, পরাৎপর; আপনাকে নমস্কার। হে অচ্যুত অনঘ, পঞ্চাস্য, ভীমাস্য, রুচিরানন, ব্যাঘ্রাজিনধর, অনন্ত, পারাবারবিবর্জ্জিত, পঞ্চানন, মহাসত্ত্ব, মহাজ্ঞানময়, প্রভো, অজিত, অজিত, দুর্দ্ধর্ষ, বিশেশ, পরমেশ্বর, বিশ্বাত্মা,

বিশ্বোপকারিন্ বিশ্বৈকধাম বিশ্বাশ্রয়াশ্রয়।
বিশ্বাধার সদানন্দ বিশ্বানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ৪
শর্ব্ব সর্ব্ববিদজ্ঞানবিবর্জ্জিত সুরোত্তম।
সুরবন্দ্য সুরস্তুত্য সুররাজ সুরোত্তম ॥ ৫
সুরপূজ্য সুরারাধ্য সুরেশ্বর সুরান্তক।
সুরারিমর্দ্দক সুরশ্রেষ্ঠ তেহস্তু নমো নমঃ ॥ ৬
ত্বং শুদ্ধঃ শুদ্ধবোধশ্চ শুদ্ধাত্মা জগতঃ প্রভুঃ।
শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুরত্যুগ্র উগ্রকর্ম্মোগ্রলোচনঃ ॥ ৭
উগ্রপ্রভাবশ্চাত্যুগ্রমর্দ্দকোঽত্যুগ্ররূপবান্।
উগ্রকণ্ঠঃ শিবঃ শান্তঃ সর্ব্বশান্তিবিধায়কঃ ॥ ৮
সর্ব্বার্থদঃ শিবাধারঃ শিবাপতিরমিত্রজিৎ।
শিবদঃ শিবকর্ত্তা চ শিবহর্ত্তা শিবেশ্বরঃ ॥ ৯
শিতঃ শৈশবযুক্তশ্চ পিঙ্গকেশো জটাধরঃ।
গঙ্গাধরঃ কপর্দ্দী চ জটাজূটবিরাজিতঃ ॥ ১০
জটিলো জটিলারাধ্যঃ সর্ব্বদোন্মত্তমানসঃ।
উন্মত্তকেশ উন্মত্ত উন্মত্তানামধীশ্বরঃ ॥ ১১
সোমনেত্রোঽগ্নিনেত্রশ্চ সূর্য্যনেত্রঃ সুবীর্য্যবান্
উন্মত্তলোচনো ভীমস্ত্রিনেত্রো ভীমলোচনঃ ॥

বহ্নুনেত্রোঽগ্নিনেত্রশ্চ রক্তনেত্রঃ সুনেত্রকঃ।
দীর্ঘনেত্রশ্চ পিঙ্গাক্ষঃ সুপ্রভাক্ষঃ সুলোচনঃ ॥
পদ্মাক্ষঃ কমলাক্ষশ্চ নীলোৎপলদলেক্ষণঃ।
সুলক্ষণঃ শূলপাণিঃ কপালী কপিলেক্ষণঃ ॥ ১৪
ব্যাঘূর্ণনয়নো ধূর্ত্তো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাবৃতঃ।
শ্রীকণ্ঠো নীলকণ্ঠশ্চ শিতিকণ্ঠঃ সুকণ্ঠকঃ ॥ ১৫
চন্দ্রচূড়শ্চন্দ্রধরশ্চন্দ্রমৌলিঃ শশাঙ্কভৃৎ।
শশিকান্তঃ শুভ্রকান্তঃ শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ১৬
শশাঙ্কবদনো বীরো বরদো বরলোচনঃ।
শরচ্চন্দ্রসমাভাসঃ শরদিন্দুসমপ্রভঃ ॥ ১৭
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশশ্চন্দ্রার্কশ্চন্দ্রশেখরঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্মহামূর্ত্তির্ভীমমূর্ত্তির্ভয়ানকঃ ॥ ১৮
ভয়দাতা ভয়ত্রাতা ভয়হর্ত্তা ভয়াধিরাট্।
নিস্তীতো ভূতবন্দ্যশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ১৯
ভূতাধিপো ভূতধরঃ সর্ব্বভূতপ্রপূজিতঃ।
ভূতাধ্যক্ষো মহাভূতঃ প্রেতভূমিপ্রিয়ো বশী ॥
ভূতেশো গিরিশো বশ্যো গিরিরাজসুতাপতিঃ
হিমাদ্রিস্থো মহাদ্রিস্থো মহারুদ্রঃ প্রভাববান্ ॥

বিশ্ব, ভূতেশ, বিশ্বাশ্রয়, জগৎপতে, বিশোপকারিন্, বিশ্বৈকধাম, বিশ্বাশ্রয়াশ্রয়, বিশ্বাধার, সদানন্দ, বিশ্বনন্দন! আপনাকে নমস্কার। হে শর্ব্ব, সর্ব্বদ, অজ্ঞানবিবর্জ্জিত, সুরোত্তম, সুরপূজ্য, সুরধ্যেয়, সুরেশ্বর, সুরান্তক, সুরারিমর্দ্দক, সুরশ্রেষ্ঠ তোমায় নমস্কার! তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধবোধ, শুদ্ধাত্মা, জগৎপতি, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, উগ্রকর্ম্মা, উগ্রলোচন, উগ্রপ্রভাব, অত্যুগ্রমর্দ্দক, অত্যুগ্ররূপবান্, উগ্রকণ্ঠ, শিব, শম্ভু, সর্ব্বশান্তিবিধায়ক, সর্ব্বার্থদ, শিবাধার, শিবাপতি, অমিত্রজিৎ, শিবদ, শিবকর্ত্তা, শিবহর্ত্তা, শিবেশ্বর, শিতীশ, শিবযুক্ত, ঊর্দ্ধকেশ, জটাধর, গঙ্গাধর, কপর্দ্দী, জটাজূটবিরাজিত, জটিল, জটিলারাধ্য সর্ব্বদোন্মত্তমানস, উন্মত্তকেশ, উন্মত্ত, উন্মত্তাধীশ, উন্মত্তলোচন, ভীম, ত্রিনেত্র, ভীমলোচন, বহ্নুনেত্র, রক্তনেত্র, বক্রনেত্র, সুনেত্র, সোমনেত্র, অগ্নিনেত্র, সূর্য্যনেত্র, সুবীর্য্যবান্, দীর্ঘনেত্র, পিঙ্গাক্ষ, সুপ্রভাক্ষ, সুলোচন, পদ্মাক্ষ কমলাক্ষ, নীলোৎপলদলেক্ষণ, সুলক্ষণ, শূলপাণি, কপালী, কপিলেক্ষণ, ব্যাঘূর্ণনয়ন, ধূর্ত্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাবৃত, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, সুকণ্ঠক, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রধর, চন্দ্রমৌলি, শশাঙ্কভৃৎ, শশিকান্ত, শশাঙ্কাঙ্ক, শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজ, শশাঙ্কবদন, বীর, বরদ, বরলোচন, শরচ্চন্দ্রসমাভাস, শরদিন্দুসমপ্রভ, কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশ, চন্দ্রার্ক, চন্দ্রশেখর, অষ্টমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, ভীমমূর্ত্তি, ভয়ানক, ভয়দাতা, ভয়ত্রাতা, ভয়হর্ত্তা, ভয়াধিরাট্, নিস্ত্রীত, ভূতবন্দ্য, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, ভূতাধিপ, ভূতধর, সর্ব্বভূতপ্রপূজিত, ভূতাধ্যক্ষ, মহাভূত, প্রেতভূমিপ্রিয়, বশীভূতেশ, গিরিশ, বশ্য, গিরিরাজসুতাপতি, হিমাদ্রিস্থ, মহাদ্রিস্থ,

মহাত্মা মহদাধারঃ সর্ব্বাধারঃ পরাৎপরঃ ।
পরাত্মা পরমঃ পূর্ণঃ প্রধানপুরুষোঽব্যয়ঃ ॥ ২৩
পরেশঃ পূর্ণকামশ্চ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ।
পরানন্দো মহানন্দঃ পরমেষ্ঠী পরঃ পুমান্ ॥ ২৪
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সদামত্তঃ সদোৎসুকঃ ।
সদোগ্রঃ সর্ব্বদাশান্তঃ সর্ব্বদানৃত্যতৎপরঃ ॥ ২৫
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদো জ্ঞানী সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিন্মুক্তঃ ।
সর্ব্বার্থদৃক্ সর্ব্বময়ঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৬
কামী কমলপত্রাক্ষঃ কলাধারঃ কলাধরঃ ।
কালঃ কমলকর্ত্তা চ কমনীয়ঃ কলাপতিঃ ॥ ২৭
অষ্টাধারঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপো নাগভূষিতঃ ।
ভূতনাথো লোকনাথো বিশ্বনাথো বিরূপধৃক্ ॥
বলবান্ বলিনাং শ্রেষ্ঠো বলঃ সর্ব্ববলাশ্রয়ঃ ।
কামমত্তঃ কামবেত্তা কামিনীবশকৃদ্ভবঃ ॥ ২৯
কলিঃ কাননসংবাসঃ কালানলবিলোচনঃ ।
সুরূপী কৃশলী ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বান্তঃস্থঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥ ৩০
সুশীলো লোকসংহর্ত্তা লোককর্ত্তা জলেশ্বরঃ ।
সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বহর্ত্তা সর্ব্বপাপপ্রণাশকঃ ॥ ৩১
সম্পৎপ্রদঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপী লোকশঙ্করঃ ।
সর্ব্ববুদ্ধিময়ঃ শুদ্ধচেতাঃ শুদ্ধমতিঃ শুচিঃ ॥ ৩২

যোগীশো যোগিনাং শ্রেষ্ঠো যোগীন্দ্রো যোগিনীপতিঃ ।
যুগান্তকো যোগপরঃ সর্ব্বযোগেশ্বরাত্মকঃ ॥ ৩৩
যুগান্তকৃদ্‌যোগিবরঃ সদাযোগপরায়ণঃ ।
যোগিশ্রেষ্ঠো যোগিবন্দ্যো যোগগম্যঃ সনাতনঃ
যোগবেত্তা মহাযোগী সাংখ্যযোগঃ সুযোগবান্
যুগান্তাদিত্যতেজাশ্চ যুগান্তজলদস্বনঃ ॥ ৩৫
জগদাদির্জগদ্ধাতা জগদীশো জগৎপতিঃ ।
লোকসাক্ষী জগদ্ধেতুর্জগজ্জীবনভাবনঃ ॥ ৩৬
কুলীনঃ কুণ্ডলধরঃ কালরাত্রিস্বরূপকঃ ।
কৃষ্ণকণ্ঠঃ কালকণ্ঠঃ কৃত্তিবাসাঃ কৃশোদরঃ ॥ ৩৭
করালাস্যঃ ক্ষেমদাতা ক্ষেমকর্ত্তা ক্ষমাময়ঃ ।
ক্ষেমবান্ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেমী ক্ষেমঙ্করঃ সদা ॥
কামদেবঃ কামরূপঃ কর্ম্মস্থানঃ সুকোপনঃ ।
কর্ম্মকারঃ কর্ম্মহীনো বিকর্ম্মা কর্ম্মবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৯
ক্রোধমূর্ত্তিঃ ক্রোধমনাঃ কোটিকন্দর্পসুন্দরঃ ।
কর্ম্মজ্ঞঃ কার্ম্মুকধরঃ কর্ম্মকাণ্ডবিশারদঃ ॥ ৪০
কৃশানুরেতাঃ কামাখ্যঃ কামরূপী কুতূহলী ।
কন্দর্পদমনঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাজিনবরাম্বরঃ ॥ ৪১

মহারুদ্র, প্রভাববান্, মহাত্মা, মহদাধার, সর্ব্বাধার, পরাৎপর, স্বপূর্ণ, প্রধানপুরুষ, অব্যয়, পরেশ, পূর্ণকাম, সর্ব্বকামফলপ্রদ, পরমানন্দ, মহানন্দ, পরমেষ্ঠী, পরম পুমান্, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সদোন্মত্ত, সদোৎসুক, সদোগ্র, সর্ব্বদাশান্ত, সর্ব্বনৃত্যতৎপর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ, জ্ঞানী, সর্ব্বগ, সর্ব্ববিৎ, মুক্ত, সর্ব্বার্থদৃক্, সর্ব্বময়, শরণ্য, ভক্তবৎসল, কামী, কমলপত্রাক্ষ, কলাধার, কলাধর, কাল, কমলকর্ত্তা, কমনীয়, কলাপতি, অষ্টাধার, সর্ব্বসম্পৎস্বরূপ, নাগভূষিত, ভূতনাথ, লোকনাথ, বিশ্বনাথ, বিরূপধৃক, বলবান্, বলিশ্রেষ্ঠ, বল, সর্ব্ববলাশ্রয়, কামমত্ত, কামবেত্তা, কামিনীবশকৃৎ, ভব, কলি, কাননসংবাস, কালানল বিলোচন, সুরূপী, কৃশলী, ক্রুদ্ধ, সর্ব্বান্তঃস্থ, সুবুদ্ধিমান্, সুশীল, লোকসংহর্ত্তা, লোককর্ত্তা, জলেশ্বর, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বহর্ত্তা, সর্ব্বপাপপ্রণাশক, সম্পৎ-প্রদ, সর্ব্বসম্পৎস্বরূপী, লোকশঙ্কর, সর্ব্ববুদ্ধিময়, শুদ্ধচেতা, শুদ্ধমতি, শুচি, যোগীশ, যোগিশ্রেষ্ঠ, যোগেশ, যোগিপতি, যুগান্তক, যোগপর, সর্ব্বযোগেশ্বরাত্মক, যুগান্তকৃৎ, যোগিবর, সদা-যোগপরায়ণ, যোগিশ্রেষ্ঠ, যোগিবন্দ্য, যোগ-গম্য, সনাতন, যোগবেত্তা, মহাযোগী, সাংখ্য-যোগ, সুযোগবান্, যুগান্তাদিত্যতেজা, যুগান্ত-জলদস্বন, জগদাদি, জগদ্ধাতা, জগদীশ, জগৎপতি, লোকসাক্ষী, জগদ্ধেতু, জগজ্জীব-ভাবন, কুলীন, কুণ্ডলাধর, কালরাত্রি, স্বরূপ-ধৃক্, কৃষ্ণকণ্ঠ, কালকণ্ঠ, কৃত্তিবাসা, কৃশোদর, করালাস্য, ক্ষেমদাতা, ক্ষেমকর্ত্তা, ক্ষমাময়, ক্ষেমবান্, ক্ষেত্রপাল, ক্ষেমী, ক্ষেমঙ্কর, কামদেব, কামরূপ, কর্ম্মস্থান, সুকোপন, কর্ম্মকার, কর্ম্মহীন, বিকর্ম্মা, কর্ম্মবর্জ্জিত, ক্রোধমূর্ত্তি, ক্রোধমনা, কোটিকন্দর্পসুন্দর, কর্ম্মজ্ঞ, কার্ম্মুকধর, কর্ম্মকাণ্ডবিশারদ, কৃশানু-রেতা, কামাখ্য, কামরূপী, কুতূহলী, কন্দর্প-

কুন্দপুষ্পনিভঃ কাশীপতিঃ কালীপতিস্তথা।
কামাসহঃ কোটরাক্ষঃ কুলাচরণতৎপরঃ ॥ ৪২
কাদম্বরীপানমত্তঃ কূর্ম্মরূপী কুশেশয়ঃ।
কমলাক্ষো বিকর্ণশ্চ কূটস্থঃ কুণ্ডলী সদা ॥ ৪৩
কামাক্ষেপঃ কামতনুঃ কামমূর্ত্তিঃ কুঠারভৃৎ।
কেবলঃ কালিকানাথঃ কুসুমাবলিভূষিতঃ ॥ ৪৪
কৌপীনবাসা দুর্ব্বাসাঃ বিবাসাঃ কামিনীপ্রিয়ঃ।
করালঃ কীর্ত্তিদো বৈদ্যঃ কিশোরঃ কমলাসনঃ।
কীর্ত্তিরূপঃ কুণ্ডলধৃক্ কালকূটকৃতাশনঃ।
কালকূটস্বরূপশ্চ কুমন্ত্রপ্রদীপকঃ ॥ ৪৬
কলাকাষ্ঠাত্মকঃ কাশীবিহারঃ কুটিলাননঃ।
মহাকাননসংবাসী কালীপ্রীতিবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৭
কালীধরঃ কামচারী কুলকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ।
কামারিঃ কার্মুকবরঃ কার্ম্মুকী কামমোহিতঃ ॥ ৪৮
কটাক্ষঃ কনকাভাসঃ কনকোজ্জ্বলগাত্রকঃ।
কামাতুরঃ কণৎপাদঃ কুটিলভ্রূঃ কুশোদরঃ ॥ ৪৯
কার্ত্তিকেয়পিতা কাকোদরভূষণভূষিতঃ।
খট্টাঙ্গযোধী খড়্গী চ গিরীশো গগনেশ্বরঃ ॥ ৫০
গণাধ্যক্ষঃ খেটকধৃক্ খর্বঃ খর্ব্বতরঃ খগঃ।
খগারূঢ় খগারাধ্যঃ খেচরঃ খচরস্তথা।
খেচরত্বপ্রদঃ ক্ষৌণীপতিঃ খেচরমর্দ্দকঃ ॥ ৫১
গণেশ্বরো গণপিতা গরিষ্ঠো গণভূপতিঃ।
গুরুগুরুতরো জ্ঞেয়ো গঙ্গাপতিরমর্ষণঃ ॥ ৫২
গীতপ্রিয়ো গীতরতঃ সুগোপ্যো গোপরূপধৃক্।
গয়ারূঢ়ো জগদ্ভর্ত্তা গোস্বামী গোস্বরূপকঃ ॥ ৫৩
গোপ্রদো গোধরো গৃধ্রো গরুত্মান্ গোকৃতাসন
গোপীশো গুহ্যতাতশ্চ গুহাবাসী সুগোপনঃ ॥
গঙ্গারূঢ়ো গঙ্গাস্থশ্চ গজাজিনধরোঽগ্রজঃ।
গ্রহাধ্যক্ষো গ্রহগণো দুষ্টগ্রহবিমর্দ্দকঃ ॥ ৫৫
গানরূপী গানরতঃ প্রচণ্ডো গানবিহ্বলঃ।
গানমত্তো গুণী গুহ্যগুণগ্রামাশ্রয়োঽগুণঃ ॥ ৫৬
গূঢবুদ্ধির্গূঢমূর্ত্তির্গূঢপাদ বিভূষিতঃ।
গোপ্তা গোলোকবাসী চ গুণবান্ গুণিনাং বরঃ
গৌরীভর্ত্তা গুণাঢ্যশ্চ গোশ্রেষ্ঠাসনসংস্থিতঃ।
হরো হরিবলাধ্যক্ষো মৃত্যুর্মৃত্যুঞ্জয়ো হরিঃ।
হব্যভুক্ হরিসম্পূজ্যো হারী হব্যভুজাং বরঃ
অনাদ্য আদ্যঃ সর্ব্বাদ্যশ্চাদিতেয়বরপ্রদঃ।
অনন্তবিক্রমোঽনন্তলোকানাং পাপহারকঃ ॥ ৫৯
শ্রীপতিঃ সদ্গুণোপেতঃ সগুণো নির্গুণোঽগ্রণী

মর্দন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণাজিন-বরাম্বর, কুন্দপুষ্পনিভ, কালীপতি, কাশীপতি, কামাসহ, কোটরাক্ষ, কুলাচরণতৎপর, কাদম্বরীপানমত্ত, কূর্ম্মরূপী, কুশেশয়, কমলাক্ষ, বিকর্ণ, কূটস্থ, কুণ্ডলী, কামাক্ষেপ, কামতনু, কামমূর্ত্তি, কুঠারভৃৎ, কেবল, কালিকানাথ, কুসুমাবলিভূষিত, কৌপীনবাসা, দুর্ব্বাসা, বিবাসা, কামিনীপ্রিয়, করাল, কীর্ত্তিদ, বৈদ্য, কিশোর, কমলাসন, কীর্ত্তিরূপী, কুণ্ডলধারী কালকূটকৃতাশন, কাল-কূটস্বরূপ, কুমন্ত্রপ্রদীপক, কলাকাষ্ঠাত্মক, কাশীবিহার, কুটিলানন, মহাকাননসংবাসী, কালীপ্রীতিবিবর্দ্ধন, কালীধর, কামচারী, কুলকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন, কামারি, কার্মুকবর, কার্ম্মুকী, কামমোহিত, কটাক্ষ, কনকাভাস, কনকোজ্জ্বলগাত্রক, কামাতুর, কণৎপাদ, কুটিলভ্রূ, কুশোদর, কার্ত্তিকেয়পিতা, কাকোদর, ভূষণভূষিত, খট্টাঙ্গযোধী, খড়্গী, গিরীশ, গগনেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, খেটকধৃক্, খর্ব, খর্ব্বতর, খগ, খগারূঢ়, খগারাধ্য, খেচর, খচর, খেচরত্বপ্রদ, ক্ষৌণীপতি, খেচরমর্দ্দক, গণেশ্বর, গণপিতা, গরিষ্ঠ, গণভূপতি, গুরু, গুরুতর, জ্ঞেয়, গঙ্গাপতি, অমর্ষণ, গীতপ্রিয়, গীতরত, সুগোপ্য, গোপরূপধৃক্, গয়ারূঢ়, জগদ্ভর্ত্তা, গোস্বামী, গোস্বরূপক, গোপ্রদ, গোধর, গৃধ্র, গরুত্মান্, গোকৃতাসন, গোপীশ, গুহ্যতাত, গুহাবাসী, সুগোপন, গঙ্গারূঢ়, গঙ্গাস্থ, গজাজিনধর, অগ্রজ, গ্রহাধ্যক্ষ, গ্রহগণ, দুষ্টগ্রহবিমর্দ্দক, গানরূপী, গানরত, প্রচণ্ড, গানবিহ্বল, গানমত্ত, গুণী, গুহ্য, গুণগ্রামাশ্রয়, অগুণ, গূঢবুদ্ধি, গূঢমূর্ত্তি, গূঢপাদবিভূষিত, গোপ্তা, গোলোকবাসী, গুণবান্, গুণিবর, গৌরীভর্ত্তা, গুণাঢ্য, গোশ্রেষ্ঠাসন সংস্থিত, হর, হরিবলাধ্যক্ষ, মৃত্যু, মৃত্যুঞ্জয়, হরি, হর, হরিবলাধ্যক্ষ, মৃত্যু, মৃত্যুঞ্জয়, হরি, হব্যভুক্, হরিসম্পূজ্য, হারী, হব্যভুগ্বর, অনাদ্য, আদ্য, সর্ব্বাদ্য, অদিতেয়বরপ্রদ, অনন্তবিক্রম,

গুণপ্রীতো গুণরতো গিরিজানায়কো গিরিঃ।
সূক্ষ্মকণঃ শূলপাণিঃ কপালী কপিলেক্ষণঃ।
পদ্মাসনঃ পদ্মনেত্রঃ পদ্মতুষ্টঃ সুপদ্মগঃ।
পদ্মবক্ত্রঃ পদ্মকরঃ পদ্মারূঢ়পদাম্বুজঃ। ৬১
পদ্মপ্রিয়তমঃ পদ্মালয়ঃ পদ্মপ্রকাশকঃ।
পদ্মকাননসংবাসঃ পদ্মকাননতত্রকঃ। ৬২
পদ্মকাননসম্বাসঃ পদ্মারণ্যকৃতালয়ঃ।
প্রফুল্লবদনঃ ফুল্লকমলাক্ষঃ প্রফুল্লকৃৎ। ৬৩
ফুল্লেন্দীবরসন্তুষ্টঃ প্রফুল্লকমলাসনঃ।
ফুল্লাম্ভোজকরঃ ফুল্লমানসঃ পাপনাশনঃ। ৬৪
পাপহারী সুপুণ্যাত্মা পুণ্যকীর্তিঃ সুপুণ্যবান্
পুণ্যঃ পুণ্যক্রমো বৃত্তঃ সুপূতাত্মা পরাক্রমঃ। ৬৫
পুণ্যেশঃ পুণ্যদঃ পুণ্যনিরতঃ পুণ্যভাজনঃ।
পরোপকারী পাপিষ্ঠনাশকঃ পাপহারকঃ। ৬৬
পুরাতনঃ পূর্বহীনঃ পরদ্রোহবিবর্জিতঃ।
পীবরঃ পীবরমুখঃ পীনকায়ঃ পুরান্তকঃ। ৬৭
পাশী পশুপতিঃ পাশহস্তঃ পাষণ্ডবিট্‌পতিঃ।
পশাম্বকঃ পশাবেত্তাপাশবদ্ধবিমোচকঃ।
পশূনামধিপঃ পাশচ্ছেত্তা পাশবিভেদকঃ। ৬৮
পাষাণধারী পাষাণশয়ানঃ পাণিপূজিতঃ।

পদ্মারূঢ়ঃ পুষ্পধরঃ পুষ্পবৃন্দসুপূজিতঃ। ৬৯
পুণ্ডরীকঃ পীতবাসাঃ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভঃ।
পানপাত্রকরঃ পানমত্তঃ পানাতিকৃতকঃ। ৭০
পোষ্টা পোষ্টৃবরঃ পূষঃ পবিত্রাত্মাখিলেশ্বরঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষকর্তা চ পুণ্ডরীকাক্ষপূজিতঃ। ৭১
পরগন্ধঃ সুপাত্রঞ্চ পীঠভূমিনিবাসকঃ। ৭২
পিতা পিতামহঃ পার্থঃ প্রসন্নাভীষ্টদায়কঃ। ৭৩
পিতৃণাং প্রীতিকর্তা চ প্রীতিদঃ প্রীতিভাজনঃ
প্রীত্যাত্মকঃ প্রীতিবশী সুপ্রীতঃ প্রীতিকারকঃ
প্রীতিহর্তা প্রীতিপরঃ প্রীতিযুক্তশ্চ সর্বদা।
প্রণতার্তিহরঃ প্রাণবল্লভঃ প্রাণদায়কঃ। ৭৫
প্রাণী প্রাণস্বরূপশ্চ প্রাণপ্রাণী সুনির্দ্দয়ঃ।
প্রাণনাথঃ প্রীতমনাঃ সর্বেষাং প্রপিতামহঃ। ৭৬
বৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধরূপশ্চ প্রেতঃ প্রণয়িনাং বরঃ।
পরাধীশঃ পরজ্যোতিঃ পরনেত্রঃ পরাত্মকঃ। ৭৭
পাকযায় রতঃ পুত্রী পুত্রদঃ পুত্ররক্ষকঃ।
পুত্রপ্রিয়ঃ পুত্রবত্তঃ পুত্রবৎপরিপালকঃ।
পবিত্রাতা পরাবাসঃ পরচেতাঃ পরেশ্বরঃ। ৭৮
পতিঃ সর্বস্য সম্পালাঃ পাবমানঃ পরায়ণঃ।

অনন্তলোকপাপহারক, গোপতি, সদ্‌গুণোপেত, সগুণ, নির্গুণ, অগ্রণী, গুণপ্রীত, গুণরত, গিরিজানায়ক, গিরি, সূক্ষ্মকণ, শূলপাণি, কপালী, কপিলেক্ষণ, পদ্মাসন, পদ্মনেত্র, পদ্মতুষ্ট, সুপদ্মগ, পদ্মবক্ত্র, পদ্মকর, পদ্মারূঢ়পদাম্বুজ, পদ্মপ্রিয়তম, পদ্মালয়, পদ্মপ্রকাশক, পদ্মকাননবাস, পদ্মারণ্যকৃতালয়, প্রফুল্লবদন, ফুল্লকমলাক্ষ, প্রফুল্লকৃৎ, ফুল্লেন্দীবরসন্তুষ্ট, প্রফুল্লকমলাসন, ফুল্লাম্ভোজকর, ফুল্লমানস, পাপনাশন, পাপীপহারী, পুণ্যাত্মা, পুণ্যকীর্তি, সুপুণ্যবান্, পুণ্য, পুণ্যক্রম, বৃত্ত, সুপূতাত্মা, পরাক্রম, পুণ্যেশ, পুণ্যদ, পুণ্যনিরত, পুণ্যভাজন, পরোপকারী, পাপিষ্ঠনাশক, পাপহারক, পুরাতন, পূর্বহীন, পরদ্রোহবিবর্জিত, পীবর, পীবরমুখ, পীনকায়, পুরান্তক, পাশী, পশুপতি, পাশহস্ত, পাষাণবিট্‌পতি, পশাম্বক, পশাবেত্তা, পাশবদ্ধবিমোচক, পশুপতি, পাশচ্ছেত্তা, পাশবিভেদক, পাষাণধারী, পাষাণশয়ান, পাণিপূজিত, পদ্মারূঢ়, পুষ্পধর, পুষ্পবৃন্দসুপূজিত, পুণ্ডরীক, পীতবাসা, পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভ, পানপাত্রকর, পানমত্ত, পানাতিকৃতক, পোষ্টা, পোষ্টৃবর, পূষ, পবিত্রাত্মা, অখিলেশ্বর, পুণ্ডরীকাক্ষকর্তা, পুণ্ডরীকাক্ষপূজিত, পরগন্ধ, সুপাত্রক, পীঠভূমিনিবাসক, পিতা, পিতামহ, পার্থ, প্রসন্নাভীষ্টদায়ক, পিতৃপ্রীতিকর্তা, প্রীতিদ, প্রীতিভাজন, প্রীত্যাত্মক, প্রীতিবশী, সুপ্রীত, প্রীতিকারক, প্রীতিহর্তা, প্রীতিপর, প্রীতিযুক্ত, প্রণতার্তিহর, প্রাণবল্লভ, প্রাণদায়ক, প্রাণী, প্রাণস্বরূপ, প্রাণপ্রাণী, নির্দ্দয়, প্রাণনাথ, প্রীতমনা, সর্বপ্রপিতামহ, বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধরূপ, প্রেত, প্রণয়িবর, পরাধীশ, পরজ্যোতি, পরনেত্র, পরাত্মক, পাকযায়রহিত, পুত্রী, পুত্রদ, পুত্ররক্ষক, পুত্রপ্রিয়, পুত্রবত্ত, পুত্রবৎপরিপালক, পবিত্রাতা, পরাবাস, পরচেতা, পরেশ্বর,

পুরুষঃ পুরুহূতশ্চ ত্রিপুরারিঃ পুরান্তকঃ ॥ ৭৯
পুরন্দরাভিসংপূজ্যঃ প্রধর্ষো দুষ্প্রধর্ষণঃ।
পটুঃ পটুতরঃ প্রৌঢ়ঃ প্রপূজ্যঃ পর্ব্বতালয়ঃ ॥৮০
পুলিনস্থঃ পুলস্ত্যাখ্যঃ পিঙ্গচক্ষুঃ প্রপন্নগঃ।
অভীরুরসিতাক্ষশ্চ সূর্য্যঃ সোমঃ প্রকাশকঃ
সোমমণ্ডলধারী চ সমুদ্রঃ সিন্ধুরূপবান্ ॥ ৮২
সুরজ্যেষ্ঠঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ সুরাসুরনিসেবিতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৮৩
সর্ব্বাচারযুতঃ শৈবঃ শক্তিঃ পরমবৈষ্ণবঃ।
সর্ব্বকর্ম্মবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বাচারপরায়ণঃ ॥ ৮৪
সর্ব্বরোগপ্রশমনঃ সর্ব্বরোগভয়াপহঃ।
প্রকৃষ্টাত্মা মহাত্মা চ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শকঃ ॥ ৮৫
সর্ব্বসম্পদ্যুতঃ সর্ব্বসম্পদ্দাতা সমেক্ষণঃ।
সহাস্যবদনো হাস্যযুক্তঃ প্রহসিতাননঃ ॥ ৮৬
সাক্ষী সমস্তবেত্তা চ সর্ব্বদর্শী সমস্তজিৎ।
সকলজ্ঞঃ সমর্থজ্ঞঃ সুমনাঃ শৈবপূজিতঃ ॥ ৮৭
শোকপ্রশমনঃ শোকহন্তা শোচ্যঃ শুভাবিতঃ।
শৈবস্থঃ শৈলজানাথঃ শৈবনাথঃ শনৈশ্চরঃ ॥৮৮
শশাঙ্কসদৃশজ্যোতিঃ শশাঙ্কার্দ্ধবিরাজিতঃ।
সাধুপ্রিয়ঃ সাধুতমঃ সাধ্বীপতিরলৌকিকঃ ॥৮৯
সুরূপঃ শুভ্রদেহশ্চ শুভ্রদঃ শুভ্রভাবনঃ।
শুভ্রগামী শুভ্রপতিঃ শ্মশানাধিপতিঃ সুবাক্ ॥৯০
শতসূর্য্যপ্রভঃ সূর্য্যসূর্য্যদৃষ্টিঃ সুরাম্বিকা।
শুভান্বিতঃ শুভতনুঃ শুভবুদ্ধিঃ শুভাত্মকঃ ॥৯১
শোভান্বিততনুঃ শুক্লতনুঃ শুক্লপ্রভান্বিতঃ।
সতীপ্রিয়ঃ সমকরঃ সমদর্শী সমাধিমান্ ॥ ৯২
সৎসঙ্গী সৎপ্রিয়াসঙ্গী নিঃসঙ্গী সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
সহিষ্ণুঃ শাশ্বতৈশ্বর্য্যঃ সামগানরতঃ সদা ॥ ৯৩
সমবেত্তা সাম্যতরঃ জায়াপতিরশেষভুক্।
তারিণীপতিরাতাম্র-নয়নস্তরিতাপ্রিয়ঃ ॥৯৪
তারাস্তিকস্তপ্রসনস্তরুণীরমণেরতঃ।
কৃত্তিরূপঃ কৃত্তিকর্ত্তা তারকারিনিষেবিতঃ ॥ ৯৫
ব্যোমকেশো ভৈরবেশো ভবানীশো ভবান্তকঃ
ভববন্ধুর্ভয়হরো ভববন্ধনমোচকঃ ॥ ৯৬
আবির্ভূতোঽভিভূতাত্মা সর্ব্বভূতপ্রমোহকঃ।
ভুবনেশো ভূতপূজ্যো ভোগমোক্ষফলপ্রদঃ ॥
দয়ালুর্দীননাথশ্চ দুঃসহো দৈত্যমর্দ্দকঃ।
দক্ষকন্যাপতির্দুঃখনাশকো ধনধান্যদঃ ॥ ৯৮

সর্ব্বপতি, সম্পাল্য, পাবমান, পরায়ণ, পুরুষ, পুরুহূত, ত্রিপুরারি, পুরান্তক, পুরন্দরপূজ্য, প্রধর্ষ, দুষ্প্রধর্ষণ, পটু, পটুতর, প্রৌঢ় প্রপূজ্য, পর্ব্বতালয়, পুলিনস্থ, পুলস্ত্যাখ্য, পিঙ্গচক্ষু, প্রপন্নগ, অভীরু, অসিতাক্ষ, সূর্য্য, সোম, প্রকাশক, সোমমণ্ডলধারী, সমুদ্র, সিন্ধুরূপবান্, সুরজ্যেষ্ঠ, সুরশ্রেষ্ঠ, সুরাসুরনিসেবিত, সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বলোকনমস্কৃত, সর্ব্বাচারযুত, শৈব, শক্তি, পরমবৈষ্ণব, সর্ব্বকর্ম্মবিধানজ্ঞ, সর্ব্বাচার-পরায়ণ, সর্ব্বরোগ-প্রশমন, সর্ব্বরোগ-ভয়াপহ, প্রকৃষ্টাত্মা, মহাত্মা, সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শক, সর্ব্বসম্পদ্যুত, সর্ব্বসম্পদ্দাতা, সমেক্ষণ, সহাস্যবদন, হাস্যযুক্ত, প্রহসিতানন, সাক্ষী, সমস্তবেত্তা, সর্ব্বদর্শী, সমস্তজিৎ, সকলজ্ঞ, সমর্থজ্ঞ, সুমনা, শৈবপূজিত, শোকপ্রশমন, শোকহন্তা, শোচ্য, শুভাবিত, শৈবস্থ, শৈলজানাথ, শৈবনাথ, শনৈশ্চর, শশাঙ্কসদৃশজ্যোতি, শশাঙ্কার্দ্ধবিরাজিত, সাধুপ্রিয়, সাধুতম, সাধ্বীপতি, অলৌকিক, সুরূপ, শুভ্রদেহ, শুভ্রদ, শুভ্রভাবন, শুভ্রগামী, শুভ্রপতি, শ্মশানাধিপতি, সুবাক্, শতসূর্য্যপ্রভ, সূর্য্যদৃষ্টি, সুরাম্বিকা, শুভান্বিত, শুভতনু, শুভবুদ্ধি, শুভাত্মক, শোভান্বিততনু, শুক্লতনু, শুক্লপ্রভান্বিত, সতীপ্রিয়, সমকর, সমদর্শী, সমাধিমান্, সৎসঙ্গী, সৎপ্রিয়াসঙ্গী, নিঃসঙ্গী, সঙ্গবর্জ্জিত, সহিষ্ণু, শাশ্বতৈশ্বর্য্য, সদাসামগানিরত, সমবেত্তা, সাম্যতর, জায়াপতি, অশেষভুক্, তারিণীপতি, আতাম্রনয়ন, তরিতাপ্রিয়, তারস্তিক, অপ্রসন, তরুণীরমণরত, কৃত্তিরূপ, কৃত্তিকর্ত্তা, তারকারিনিষেবিত, ব্যোমকেশ, ভৈরবেশ, ভবানীশ, ভবান্তক, ভববন্ধু, ভয়হর, ভববন্ধনমোচক, আবির্ভূত, অভিভূতাত্মা, সর্ব্বভূতপ্রমোহক, ভুবনেশ, ভূতপূজ্য, ভোগমোক্ষফলপ্রদ, দয়ালু, দীননাথ, দুঃসহ, দৈত্যমর্দ্দক, দক্ষকন্যাপতি, দুঃখনাশক,

দয়াবান্ দৈবতশ্রেষ্ঠো দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ।
নানায়ুধধরো নানাপুষ্পগুচ্ছবিরাজিতঃ ॥ ৯৯
নানাসুখপ্রদো নানামূর্ত্তিধারী চ নর্ত্তকঃ ।
নিত্যবিজ্ঞানসংযুক্তো নিত্যরূপো ত্রিলোচনঃ ॥
লক্ষবর্ণো লঘুতরো লঘুত্বপরিবর্জ্জিতঃ ।
লোলাক্ষো লোকসম্পূজ্যো লাবণ্যপরিপূরিতঃ
নূপুরী নগসংস্থশ্চ নাগেশো নগজাপতিঃ ।
নারায়ণো নারদশ্চ নানাভরণভূষিতঃ ।
জগদ্ভুক্তো নরবৃন্দেশো নম্রঃ সানন্দমানসঃ ॥
নমস্তো নতনাভিশ্চ নম্রমূর্দ্ধাভিনন্দিতঃ ।
নন্দিকেশো নন্দিপূজ্যো নানানীরজমধ্যগঃ ॥
নবীনবিল্বপত্রৌঘতুষ্টো নবঘনদ্যুতিঃ ।
নন্দঃ সানন্দ আনন্দময়শ্চানন্দবিহ্বলঃ
কলিলঘ্নঃ শোভনস্থঃ সুস্থঃ সুস্থমতিস্তথা ॥ ১০৩
অন্নাশনো ভীমরুচির্ভুবনান্তকরোদ্যতঃ ।
আসনঃ সিকতাসীনো বৃষাসীনো বৃষাসনঃ ।
বৈষম্যরহিতো বার্য্যো ব্রতী ব্রতপরায়ণঃ ॥
ব্রহ্মবিদ্যাময়ো বিদ্যাপ্রদো বিদ্যাপতিস্তথা ।
ঘণ্টাকরো ঘোটকস্থো ঘোরো ঘোরঘনস্বনঃ ॥
ঘূর্ণচক্ষুরপূর্ণাক্ষো ঘোরহাসো গভীরধীঃ ।
চণ্ডীপতিশ্চণ্ডমূর্ত্তিশ্চণ্ডমুণ্ডী প্রচণ্ডবাক্ ॥
চিতাসংস্থশ্চিতাবাসশ্চিতিদণ্ডকরঃ সদা ।
চিতাভস্মাভিসংলিপ্তশ্চিতানৃত্যপরায়ণঃ ॥
চিতাপ্রমোদী চিৎসাক্ষী চিন্তামণিরচিন্তকঃ ।
চতুর্ব্বেদময়শ্চক্ষুশ্চতুরাননপূজিতঃ ॥ ১০৯
বীরবাসাশ্চীরবাসাশ্চ মূর্ত্তিশ্চলেক্ষণঃ ।
চলৎকুণ্ডলভূষাঢ্যশ্চলদ্ভূষণভূষিতঃ ॥ ১১০
চলন্নেত্রশ্চলৎপাদশ্চলন্নূপুররাজিতঃ ।
স্থবিরঃ স্থিরমূর্ত্তিশ্চ স্থাবরেশঃ স্থিরাসনঃ ।
স্থাপকঃ স্থৈর্য্যনিরতঃ স্থূলরূপী স্থলালয়ঃ ॥ ১১১
স্থৈর্য্যাতগঃ স্থিতিপরঃ স্থানরূপী স্থলাধিপঃ ।
ত্র্যাহ্নিকো মদমত্তশ্চ মহীমণ্ডলপূজিতঃ ॥ ১১২
মহীপ্রিয়ো মত্তরাবো মীনকেতুবিমর্দ্দকঃ ।
মীনরূপো মীনসংস্থো স্থূলহস্তো মৃগাসনঃ ॥ ১১৩
মার্গস্থো মেখলাযুক্তো জৈমিনীশ্বরপূজিতঃ ।
মিথ্যাহীনো মঙ্গলদো মাঙ্গল্যো মকরাসনঃ ॥
মৎস্যপ্রিয়ো মধুরগীর্ম্মধুপানপরায়ণঃ ।
মৃদুবাক্যপরঃ সৌরপ্রিয়ো মোদান্বিতঃ সদা ॥

ধনধান্যদ, দয়াবান্, দৈবতশ্রেষ্ঠ, দেবগন্ধর্ব-সেবিত, নানায়ুধধর, নানাপুষ্পগুচ্ছবিরাজিত, নানাসুখপ্রদ, নানামূর্ত্তিধারী, নর্ত্তক, নিত্য-বিজ্ঞানসংযুক্ত, নিত্যরূপ, ত্রিলোচন, লক্ষবর্ণ, লঘুতর, লঘুত্বপরিবর্জ্জিত, লোলাক্ষ, লোকসম্পূজ্য, লাবণ্যপরিপূরিত, নূপুরী, নগসংস্থ, নাগেশ, নগজাপতি, নারায়ণ, নারদ, নানাভরণভূষিত, জগদ্ভুক্ত, নরবৃন্দেশ, নম্র, সানন্দমানস, নমস্ত, নতনাভি, নম্রমূর্দ্ধাভিনন্দিত, নন্দিকেশ, নন্দিপূজ্য, নানানীরজমধ্যগ, নবীন বিল্বপত্রৌঘতুষ্ট, নবঘনদ্যুতি, নন্দ, সানন্দ, আনন্দময়, আনন্দবিহ্বল, কলিলঘ্ন, শোভনস্থ, সুস্থ, সুস্থমতি, অন্নাশন, ভীমরুচি, ভুবনান্ত-করোদ্যত, আসন, সিকতাসীন, বৃষাসীন, বৃষাসন, বৈষম্যরহিত, বার্য্য, ব্রতী, ব্রত-পরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্যাময়, বিদ্যাপ্রদ, বিদ্যা-পতি, ঘণ্টাকর, ঘোটকস্থ, ঘোর, ঘোরঘনস্বন, ঘূর্ণচক্ষু, অপূর্ণাক্ষ, ঘোরহাস, গভীরধী, চণ্ডীপতি, চণ্ডমূর্ত্তি, চণ্ডমুণ্ডী, প্রচণ্ডবাক্, চিতাসংস্থ, চিতাবাস, চিতিদণ্ডকর, চিতাভস্মাভিসংলিপ্ত, চিতানৃত্যপরায়ণ, চিতা-প্রমোদী, চিৎসাক্ষী চিন্তামণি, অচিন্তক, চতু-র্ব্বেদময়চক্ষু, চতুরাননপূজিত, বীরবাসা, চীরবাসা, চলমূর্ত্তি, চলেক্ষণ, চলৎকুণ্ডল-ভূষাঢ্য, চলদ্ভূষণভূষিত, চলন্নেত্র, চলৎপাদ, চলন্নূপুররাজিত, স্থবির, স্থিরমূর্ত্তি, স্থাবরেশ, স্থিরাসন, স্থাপক, স্থৈর্য্যনিরত, স্থূলরূপী, স্থলালয়, স্থৈর্য্যাতিগ, স্থিতিপর, স্থানরূপী, স্থলাধিপ, ত্র্যাহ্নিক, মদমত্ত, মহীমণ্ডলপূজিত, মহীপ্রিয়, মত্তরাব, মীনকেতুবিমর্দ্দক, মীন-রূপ, মীনসংস্থ, স্থূলহস্ত, মৃগাসন, মার্গস্থ, মেখলাযুক্ত, জৈমিনীশ্বরপূজিত, মিথ্যাহীন, মঙ্গলদ, মাঙ্গল্য, মকরাসন, মৎস্যপ্রিয়, মধু-রগী, মধুপানপরায়ণ, মৃদুবাক্যপর সৌরপ্রিয়,

মুণ্ডালীভূষণো ধন্বী উদ্দণ্ডঃ কুণ্ডলোজ্জ্বলঃ ॥
শ্রীপতিঃ শ্রীসুসেব্যশ্চ শ্রীধরঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
শ্রীমতাং শ্রীস্বরূপশ্চ শ্রীমান্ শ্রীনিলয়স্তথা ॥ ১১৭
শ্রমাতিক্লেশরহিতঃ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়ান্বিতঃ ।
শ্রদ্ধালুঃ শ্রাদ্ধদেবশ্চ শ্রবণমধুরবাক্ তথা ॥ ১১৮
প্রলয়াগ্ন্যর্কসঙ্কাশঃ প্রমত্তনয়নোজ্জ্বলঃ ।
অসাধ্যসাধকঃ শূরসেব্যঃ শোকাপনোদনঃ ॥
বিশ্বভূতময়ো বৈশ্বানরনেত্রো বিমোহকৃৎ ।
লোকত্রাণপরোঽপারগুণঃ পারবিবর্জ্জিতঃ ॥
অগ্নিজিহ্বো দ্বিজাস্যশ্চ বিশ্বাস্যঃ সর্ব্বভূতভুক্ ।
খেচরঃ খেচরাধীশপূজিতঃ সর্ব্বলৌকিকঃ ॥ ১২১
সেনানীজনকঃ স্কন্দদেবাদিক্ষোভনাশকঃ ।
কপালবিলসদ্ধস্তঃ কমণ্ডলুজলার্চ্চিতঃ ॥ ১২২
কেবলাত্মস্বরূপশ্চ কেবলজ্ঞানরূপকঃ ।
ব্যোমালয়নিবাসী চ বৃহদ্ব্যোমস্বরূপকঃ ॥ ১২৩
নিরালম্বোঽবলম্বশ্চ সম্ভোগানন্দরূপকঃ ।
অম্ভোজনয়নোঽম্ভোধিশয়ানঃ পুরুষাতিগঃ ॥
যোগনিদ্রাময়ো লোকপ্রমোহাপহরাত্মকঃ ॥
বৃহদ্বক্ত্রো বৃহন্নেত্রো বৃহদ্বাহুর্বৃহদ্বলঃ ।
বৃহৎসর্পাঙ্গদো দুষ্টবৃহদ্দলবিমর্দ্দকঃ ॥ ১২৬
বৃহদ্ভুজঙ্গবল্লোয়মঙ্গো বৃহত্তুণ্ডো বৃহদ্বপুঃ ।
বৃহদৈশ্বর্য্যযুক্তশ্চ বৃহদৈশ্বর্য্যদঃ স্বয়ম্ ॥ ১২৭
বৃহৎসম্ভোগসন্তুষ্টো বৃহদানন্দদায়কঃ ।
বৃহজ্জটাজূটধরো বৃহদ্বাণো বৃহদ্ধনুঃ ॥ ১২৮
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতঃ সর্ব্বলোকেন্দ্রিয় বিমোহকৃৎ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিবৃত্তিকৃৎ ॥ ১২৯
প্রবৃত্তিনায়কঃ সর্ব্বপ্রবৃত্তিপরিনাশকঃ ।
প্রবৃত্তিমার্গচেতাশ্চ স্বতন্ত্রেচ্ছাময়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩০
সৎপ্রবৃত্তিরতোর্ণনিত্যং দয়ানন্দশিবাধরঃ ॥
ক্ষিতিরূপস্তোয়রূপী বিশ্বতৃপ্তিকরস্তথা ।
তপ্তস্তর্পণসম্প্রীতস্তর্পকস্তর্পণাত্মকঃ ॥ ১৩২
তৃপ্তিকারণভূতশ্চ সর্ব্বতৃপ্তিপ্রসাধকঃ ।
অভেদ্যভেদকোঽচ্ছেদ্যচ্ছেদকোঽচ্ছেদ্য এব হি ॥ ১৩৩
অচ্ছিন্নধন্বাচ্ছিন্নেষুরচ্ছিন্নধ্বজবাহনঃ ।
অধৃষ্যঃ সমধৃষ্যাস্ত্রঃ সমধৃষ্যাব লোয়তঃ ॥ ১৩৪
চিত্রযোধী চিত্রকর্ম্মা বিশ্বসন্দর্শকঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩৫
স্বলীলয়েপ্সিতকরঃ সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদঃ ।
বাঞ্ছিতাভীষ্টফলদো ভিন্নজ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৬
বোধনার্থো বোধাতিগো বোধজ্ঞঃ সর্ব্ববোধকৃৎ
ত্রিজটশ্চৈকজটিলশ্চলজ্জটভয়ানকঃ ॥ ১৩৭

মোদান্বিত, মুণ্ডালীভূষণ, ধন্বী, উদ্দণ্ড, কুণ্ডলোজ্জ্বল, শ্রীপতি, শ্রীসুসেব্য, শ্রীধর, শ্রীনিকেতন, শ্রীমৎশ্রীস্বরূপ, শ্রীমান্, শ্রীনিলয়, শ্রমাতিক্লেশরহিত শ্রীনিবাস, শ্রিয়ান্বিত, শ্রদ্ধালু, শ্রাদ্ধদেব-শ্রবণমধুরবাক্, প্রলয়াগ্নিসঙ্কাশ, প্রমত্তনয়নোজ্জ্বল, অসাধ্যসাধক, শূরসেব্য, শোকাপনোদন, বিশ্বভূতময়, বৈশ্বানরনেত্র, বিমোহকৃৎ, লোকত্রাণপর, অপারগুণ, পারবিবর্জ্জিত, অগ্নিজিহ্ব, দ্বিজাস্য, বিশ্বাস্য, সর্ব্বভূতভুক্, খেচর, খেচরাধীশপূজিত, সর্ব্বলৌকিক, সেনানীজনক, স্কন্দ, দেবাদিক্ষোভনাশক, কপালবিলসদ্ধস্ত, কমণ্ডলুজলার্চ্চিত, কেবলাত্মস্বরূপ, কেবলজ্ঞানরূপক, নিরালম্ব, অবলম্ব, সম্ভোগানন্দরূপক, অম্ভোজনয়ন, অম্ভোধিশয়ান, পুরুষাতিগ, যোগনিদ্রাময়, লোকপ্রমোহাপহরাত্মক, বৃহদ্বক্ত্র, বৃহন্নেত্র, বৃহদ্বাহু, বৃহদ্বল, বৃহৎসর্পাঙ্গদ, বৃহদ্দলবিমর্দ্দক, বৃহদ্ভুজঙ্গবলোয়মঙ্গ, বৃহত্তুণ্ড, বৃহদ্বপু, বৃহদৈশ্বর্য্যযুক্ত, বৃহদৈশ্বর্য্যদ, বৃহৎ সম্ভোগসন্তুষ্ট, বৃহদানন্দদায়ক, বৃহজ্জটাজূটধর, বৃহদ্বাণ, বৃহদ্ধনু, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত, সর্ব্বলোকেন্দ্রিয়বিমোহকৃৎ, সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তি, সর্ব্বেন্দ্রিয়নিবৃত্তিকৃৎ, প্রবৃত্তিনায়ক, সর্ব্ববিপত্তিনাশক, প্রবৃত্তিমার্গনেত্র, স্বতন্ত্রেচ্ছাময়, সর্ব্বপ্রবৃত্তিময়, দয়ানন্দ, শিবাধর, ক্ষিতিরাগ, তোয়রূপী, বিশ্বতৃপ্তিকর, তপ্ত, তর্পণসংপ্রীত, তর্পক, তর্পনাশন, তৃপ্তিকারণ, ভূত, সর্ব্বতৃপ্তিপ্রসাধক, অভেদ্যভেদক, অচ্ছেদ্যচ্ছেদক, অচ্ছেদ্য, অচ্ছিন্নধন্বা, অচ্ছিন্নেষু, অচ্ছিন্নধ্বজবাহন, অধৃষ্য, সমধৃষ্যাস্ত্র, সমধৃষ্যাবলোয়ত, চিত্রযোধী, চিত্রকর্ম্মা, বিশ্বসন্দর্শক, স্বলীলেপ্সিতকর, সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদ, অভীষ্টফলদ, ভিন্নজ্ঞানপ্রবর্ত্তক, বোধনার্থ, বোধাতিগ,

জটাটীনো জূটাজূটস্পৃষ্টচন্দ্রধরঃ স্বয়ম্।
ষণ্মাতুরস্য জনকঃ শক্তিপ্রহরতাং বরঃ ॥ ১৩৮
অনর্ঘ্যাস্ত্রপ্রহারী চানর্ঘ্যধন্বা মহার্ঘ্যপাৎ।
যোনিমণ্ডলমধ্যস্থঃ সুখযোনিরভূষণঃ।
মহাদ্রিসদৃশঃ শ্বেতঃ শ্বেতপুষ্পস্রগন্বিতঃ।
মকরন্দপ্রিয়ো নিত্যং মাসর্ত্তুহায়নাত্মকঃ ॥১৩৯
নানাপুষ্পপ্রসূর্নানাপুষ্প-রচিতগাত্রকঃ।
ষড়ঙ্গযোগনিরতঃ সদাযোগার্দ্রমানসঃ ॥ ১৪০
সুরাসুরনিষেব্যাঙ্ঘ্রিবিলসৎপাদপঙ্কজঃ।
সুপ্রকাশিতবক্ত্রাব্জসিতেতরগলোজ্জ্বলঃ ॥১৪১
বৈনতেয়সমারূঢ়ঃ শরদিন্দুসহস্রবৎ।
জাজ্বল্যমানস্তেজোভির্জ্বালাপুঞ্জোপমঃ স্বয়ম্
প্রজ্বলদ্বিদ্যুদাভশ্চ সাট্টহাসভয়ঙ্করঃ।
প্রলয়াতপরূপী চ প্রলয়াগ্নিরুচিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪৩
জগতামেকপুরুষো জগতাং জীবনাত্মকঃ।
প্রসীদ ত্বং জগন্নাথ জগদ্‌যোনে নমোঽস্তু তে

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং নামসহস্রেণ রাজ্ঞা বৈ সংস্তুতো হরঃ।
প্রত্যক্ষমগমত্তস্য সুপ্রসন্নমুখাম্বুজঃ ॥ ১৪৫
স তং বিলোক্য ত্রিদশৈকনাথং
পঞ্চাননং শ্বেতরুচিং প্রসন্নম্।
বৃষাধিরূঢ়ং ভুজগাঙ্গদৈর্যুতং
ননর্ত্ত রাজা ধরণীভুজাং বরঃ ॥ ১৪৬
প্রোবাচ চেদং পরমেশ্বরাদ্য মে
এতানি সর্ব্বাণি সুখার্থকানি।
তপশ্চ হোমশ্চ মনুষ্যজন্ম
যৎ ত্বাং প্রপশ্যামি দৃশা পরেশম্ ॥ ১৪৭
মর্ত্যো ন তুল্যোঽস্তি মহীতলে বা
স্বর্গে যতস্ত্বং মম নেত্রগোচরঃ।
সুরাসুরাণামপি দুর্লভেক্ষণঃ
পরাৎপরঃ পূর্ণময়ো নিরাময়ঃ ॥ ১৪৮
ততস্তমেবং প্রতিভাষমাণং
প্রাহ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ সুরেশ্বরঃ।
কিন্তে মনোবাঞ্ছিতমেব বিদ্যতে,
বৃণুষ তৎ পুত্র দদামি তুভ্যম্ ॥ ১৪৯
স প্রাহ পূর্ব্বং কপিলস্য শাপতঃ,
পাতালরন্ধ্রে মম পূর্ববংশজাঃ।

বোধজ্ঞ, সর্ব্ববোধকৃত, ত্রিজটেশ্বর, এক-জটিল, জটিভ্রমনায়ক, জটাটীন, জটাজূট, পুষ্টাপুষ্ট, চন্দ্রধর, ষাণ্মাতুরজনক, শক্তি-প্রহরবর, অনর্ঘ্যাস্ত্রপ্রহারী, অনর্ঘ্যধন্বা, মহার্ঘ্য-পাৎ, যোনিমণ্ডলমধ্যস্থ, সুখযোনি, অভূষণ, মহাদ্রিসদৃশ, শ্বেত, শ্বেতপুষ্পস্রগন্বিত, মক-রন্দাপ্রিয়, মাসর্ত্তুহায়নাত্মক, নানাপুষ্প প্রসূ, নানাপুষ্পরচিত গাত্রক, ষড়ঙ্গযোগনিরত, সদা-যোগার্দ্রমানস, সুরাসুরনিষেব্যাঙ্ঘ্রি, বিল-সৎপাদপঙ্কজ সুপ্রকাশিতবক্ত্রাব্জ, সিতেতর-গলোজ্জ্বল, বৈনতেয়সমারূঢ়, শরদিন্দুসহস্র-বৎ, হে জগন্নাথ! তুমি স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান, জ্বালাপুঞ্জোপম; তুমি প্রজ্বলিত বিদ্যুদাভ, অট্টহাস ভীষণ, প্রলয়াতপরূপী ও তোমার আভা প্রলয়া-নলতুল্য। তুমি জগতের একমাত্র পুরুষ ও জগতের জীবনাত্মক। হে জগদ্‌যোনে! প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার করি।১ ১৪৪। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—এইরূপে রাজা কর্ত্তৃক সহস্র নামদ্বারা স্তুত হইয়া হর প্রত্যক্ষ হইলেন। তাঁহার মুখপদ্ম প্রসন্ন হইল। ভূপতিবর ভগীরথ ত্রিদশপতি শ্বেতদ্যুতি ভুজগভূষণ বৃষভবাহন প্রসন্নবদন পঞ্চাননকে অবলোকন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! আপনি পরেশ, আপনাকে চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আজ আমার তপস্যা, হোম ও মানুষজন্ম এ সমস্তই সার্থক হইল। আপনি আমার নেত্রগোচর হইয়াছেন, অতএব মহীতলে এমন কি স্বর্গেও আমার তুল্য কেহ নাই। আপনি সুরাসুরগণের দুর্লভ-দর্শন, পরাৎপর, পূর্ণময় ও নিরাময়। অতঃপর প্রপন্নার্ত্তিহর শঙ্কর এবংবিধ স্তুতিকারী ভগীরথকে বলিলেন,—পুত্র! তোমার অভীষ্ট কি? তাহা প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব। রাজা কহিলেন,—আমার পূর্ব্ববংশীয় মহাবল সগরসন্ততিগণ কপিল-

ভস্মীবভূবুঃ সগরস্য পুত্রা,
মহাবলা দেবসমানবিক্রমাঃ ॥ ১৫০
তেষাস্তু নিস্তারণকামায়া হ্যহং
গঙ্গাং ধরণ্যামভিনেতুমীহে ।
সা তু ত্বদীয়া পরমা হি শক্তি-
র্বিজ্ঞানয়া তে নহি যাতি পৃথ্বীম্ ॥ ১৫১
তদেতদিচ্ছামি সমেত্য গঙ্গা,
ক্ষিতৌ মহাবেগবতী মহানদী ।
প্রবিশ্য তস্মিন্ বিবরে মহেশ্বরী,
পুনাতু সর্ব্বান্ সগরস্য পুত্রান্ ॥ ১৫২
ইত্যেবমাকর্ণ্য বচঃ পরেশ্বরঃ,
প্রোবাচ বাক্যং ক্ষিতিপালপুঙ্গবম্ ।
মনোরথস্তেঽয়মবশ্যপূর্ণো,
মম প্রসাদাদচিরাদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৫৩
যে চাপি মাং ভক্তিত এব মর্ত্ত্যাঃ,
স্তোত্রেণ চানেন নৃপ স্তবন্তি ।
তেষাঞ্চ পূর্ণাঃ সকলা মনোরথা,
ধ্রুবং ভবিষ্যন্তি মম প্রসাদাৎ ॥ ১৫৪
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
ইত্যেবন্তু বরং লব্ধা রাজা হৃষ্টমনাস্ততঃ ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ কৃতোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ
ততশ্চান্তর্দধে দেবঃ ক্ষণাদেব মহামতে ।
রাজা নির্বৃতচেতাশ্চ বভূব মুনিসত্তম ॥ ১৫৫
রাজা কৃতমিদং স্তোত্রং সহস্রনামসংজ্ঞকম্ ।
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ ॥
ন চেহ দুঃখং কুত্রাপি জায়তে তস্য নারদ ।
জায়তে পরমৈশ্বর্য্যং প্রসাদাচ্চ মহেশিতুঃ ॥ ১৫৮
মহাপদ্যামপি ঘোরে যঃ পঠেৎ স্তোত্রমুত্তমম্
শম্ভোর্নামসহস্রাখ্যং সর্ব্বমঙ্গলবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫৯
মহাভয়হরং সর্ব্বসুখসম্পাত্তিদায়কম্ ।
স মুচ্যতে মহাদেবপ্রসাদেন মহাভয়াৎ ॥ ১৬০
দুর্ভিক্ষে লোকপীড়ায়াং দেশোপদ্রব এব বা ।
সম্পূজ্য পরমেশানং ধূপদীপাদিভির্ন্নরে ॥ ১৬১
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স্তোত্রং নামসহস্রকম্ ।
ন তস্য দেশে দুর্ভিক্ষং ন চ লোকাদিপীড়নম্
ন চান্যোপদ্রবো বাপি ভবেদেতৎ সুনিশ্চিতম্
পর্জ্জন্যোঽপি যথাকালে বৃষ্টিং তত্র করোতি হি
যত্রেদং পঠ্যতে স্তোত্রং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥

শাপে পাতালতলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের উদ্ধারকামনায় ধরণীতলে সুরধুনীকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। তিনি আপনার পরমা শক্তি, আপনার অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীতে যাইতে পারিতেছেন না; তাই আমি অভিলাষ করিতেছি যে, মহেশ্বরী গঙ্গা মহাবেগবতী মহানদীরূপে ক্ষিতিতলে গমন করিয়া পাতালবিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক সগরসন্তানগণকে পবিত্র করুন। পরমেশ্বর শঙ্কর এবংবিধবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষিতিপশ্রেষ্ঠ ভগীরথকে কহিলেন,—আমার প্রসাদে অচিরে তোমার মনোরথ অবশ্য পূর্ণ হইবে। হে নৃপ! যে সকল মানব ভক্তিপূর্ব্বক তোমার কৃত এই স্তবদ্বারা আমার স্তুতি করিবে, নিশ্চিতই আমার প্রসাদে তাহাদের সকল অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অনন্তর রাজা এইরূপ বরলাভ করিয়া হৃষ্টমনা হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—আপনার প্রসাদে আমি ধন্য হইলাম। হে মহামতে! অনন্তর শঙ্কর ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। হে মুনিসত্তম! রাজাও নির্বৃতমনা হইলেন। যে মানব রাজকৃত এই সহস্রনাম স্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, তাহার কৈবল্যলাভ হয়। হে নারদ! ইহকালে তাহার কদাচ দুঃখ হয় না। মহেশের প্রসাদে তাহার পরমৈশ্বর্য্যলাভ হয়। ঘোর মহাপদে যে মানব মহাভয়হর সর্ব্বসুখসম্পাত্তিকারক সর্ব্বমঙ্গলবর্দ্ধন শম্ভুর এই উত্তম সহস্র স্তোত্র পাঠ করে, মহাদেবপ্রসাদে সে মহাভয় হইতে মুক্ত হয়। হে মুনে! দুর্ভিক্ষে, লোকপীড়ায় ও দেশোপদ্রবে যে নর ভক্তিভরে ধূপদীপাদি দ্বারা পরমেশের পূজা করিয়া এই সহস্র নাম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ, লোকপীড়া এবং অন্যান্য কোনও উপদ্রব হয় না, ইহা সুনিশ্চিত। তথায় যথাকালে মেঘ বারি

সর্ব্বশস্যযুতা পৃথ্বী তস্মিন্ দেশে ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
ন দুষ্টবুদ্ধির্লোকানাং তত্রস্থানাং ভবেদপি ।
নাকালে মরণং তত্র প্রাণিনাং জায়তে মুনে ।
ন হিংস্রাস্তত্র হিংসন্তি দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥১৬৮
ধন্যো দেশঃ প্রজা ধন্যা যত্র দেশে মহেশ্বরম্ ।
সম্পূজ্য পার্থিবং লিঙ্গং পঠেদ্যত্রেদমুত্তমম্ ।
চতুর্দ্দশ্যান্তু কৃষ্ণায়াং ফাল্গুনে মাসি ভক্তিতঃ ।
যঃ পঠেৎ পরমেশস্য নাম্নাং দশশতাখ্যকম্ ।
স্তোত্রমত্যন্তসুখদং ন পুনর্জ্জন্মভাগ্ভবেৎ ।
বায়ুতুল্যবলো নূনং বিহরেদ্ধরণীতলে ॥১৬৯
ধনেশতুল্যো ধনবান কন্দর্প ইব রূপবান ।
বিহরেদ্দেববত্তাতুল্যো নিগ্রহানুগ্রহে ক্ষমঃ ।
গঙ্গায়াং বা কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে বা মহেশ্বরম্
পরিপূজ্য পঠেদ্যস্তু স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭১
কাশ্যাং যস্তু পঠেদেতৎ স্তোত্রং পরমমঙ্গলম্ ।
তস্য পুণ্যং মুনিশ্রেষ্ঠ কিমহং কথয়ামি তে ॥১৭২
এতৎস্তোত্রপ্রভাবেণ স জীবন্মেব মানবঃ ।
সাক্ষান্মহেশতামেতি মুক্তিরন্তে করস্থিতা ॥১৭৩
প্রত্যহং প্রপঠেদেতদ্বিল্বমূলে নরোত্তমঃ ।
সমালোক্য সমাপ্নোতি দেবদেবপ্রসাদতঃ ।
যশ্চৈতৎ পাঠয়েৎ স্তোত্রং সর্ব্বপাপনিবর্হণম্ ।
স মুচ্যতে মহাপাপাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
ন তস্য গ্রহপীড়া স্যাদপমৃত্যুভয়ং তথা ।
ন তং দ্বিষন্তি রাজানো ন ব্যাধিভয়ং ভবেৎ
পঠেদে হৃদি ধ্যাত্বা দেবদেবং সনাতনম্ ।
সর্ব্বদেবময়ং পূর্ণং রজতাদ্রিসমত্বিষম্ ॥ ১৭৭
প্রফুল্লপঙ্কজশ্মেরচারুবক্ত্রং বৃষধ্বজম্ ।
জটাজুটজ্বলৎকালকূটশোভিতমব্যয়ম্ ।
ত্রিশূলং ডমরুঞ্চৈব দধানং দক্ষবাময়োঃ ।
দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধরং শান্তং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।
এবং হৃদি নরো ভক্ত্যা বিভাব্যৈতৎ পঠেদ্যদি
ইহ ভুক্ত্বা পরং ভোগং পরত্র চ মহামুনে ।
শম্ভোঃ স্বরূপতাং যাতি কিমন্যৎ কথয়ামি তে

বর্ষণ করে। যেস্থানে এই সর্ব্বপাপনাশন স্তোত্র পঠিত হয়, সে স্থানে নিশ্চিতই পৃথ্বী শস্যযুতা হন এবং তত্রত্য জনগণের কদাচ দুষ্ট বুদ্ধি হয় না। হে মুনে! তথায় প্রাণিগণের অকালমরণ হয় না, দেবদেবপ্রসাদে সেস্থানে হিংস্রকগণ হিংসা করে না। যে দেশে পার্থিব লিঙ্গে মহেশের পূজান্তে এই অনুত্তম স্তোত্র পঠিত হয়, সে দেশ ধন্য—প্রজা ধন্যা। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই অত্যন্ত সুখদ শিবের সহস্র নাম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেনার বায়ুতুল্য বলশালী হইয়া ধরণীতলে বিহার করে, তাহার ধনেশ তুল্য ধন এবং কন্দর্পতুল্য রূপ হয়, সে নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ হইয়া দেববৎ বিহার করে। যে নর গঙ্গায়, কুরুক্ষেত্রে অথবা প্রয়াগে মহেশের পূজা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। হে মুনিসত্তম! যে মানব এই পরমমঙ্গল স্তোত্র পাঠ করে, তাহার পুণ্য আমি তোমার নিকট কি বলিব? সেই মানব এই স্তোত্রপ্রভাবে জীবন্মুক্ত হয়; সে সাক্ষাৎ মহেশত্ব লাভ করে, অন্তকালে মুক্তি তাহার করস্থিত হয়। যে নরোত্তম প্রত্যহ বিল্বমূলে এই স্তোত্র পাঠ করে, দেবদেবপ্রসাদে তাহার সালোক্য লাভ হয়। যে মানব এই সর্ব্বপাপনাশক স্তোত্র পাঠ করায়, আমি তোমার নিকট সত্যসত্যই বলিতেছি, সে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার গ্রহপীড়া হয় না, অপমৃত্যুভয় থাকে না, রাজগণ তাহার দ্বেষ করেন না, তাহার ব্যাধিভয় হয় না। যে মানব দেবদেব রজতগিরিনিভ সনাতন সর্ব্বদেবময় পূর্ণ প্রফুল্লকমলতুল্যঈষৎহাস্য চরুবদন, বৃষধ্বজ, প্রজ্বলিতজটাজুটযুক্ত, কালকূটকণ্ঠ, অব্যয়, দক্ষ-বামকরে ত্রিশূল ডমরুধারী, দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধর, শান্ত, ত্রৈলোক্যমোহন শিবকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, হে মহামুনে! সে ইহকালে পরম ভোগ উপভোগ করিয়া পরকালে শম্ভুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে

রাজা তু সন্তুষ যথা মহীতলে,
আনীয় গঙ্গাং ত্রিদশৈকবন্দ্যাম্।
স্তোত্রপ্রসাদেন শিবাত্মজা জগৎ,
কৃৎস্নং পবিত্রীকৃতবান্ মহামুনে॥ ১৮১
তথৈব সদ্ভক্তি যুতঃ পঠেদিদং
স্তোত্রং মম প্রীতিকরং পরং মুনে।
মর্ত্ত্যেষু যোঽন্তঃ খলু সোঽপি কৃৎস্নং,
জগৎ পবিত্রয়ত এব পাপতঃ॥ ১৮২

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতারে শিবসহস্রনামস্তোত্রং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ রাজা স পুণ্যাত্মা জ্যৈষ্ঠে মাসি শুভেঽহনি
হস্তায়াং মঙ্গলদিনে শুক্লপক্ষে মহামুনে॥ ১
আরুরোহ রথং দিব্যং ধ্মায়ন্ শঙ্খং মহাস্বনম্
স রথস্থো মহাবাহুর্ব্যরাজত মহামুনে।
মধ্যাহ্নার্ক ইবাতীব তেজসা হ্যমিতেন বৈ॥ ৩

সর্ব্বাভরণসম্পন্নো মুকুটোজ্জ্বলমস্তকঃ।
তেজস্বী রুচিরঃ শ্যামঃ সুবাসা রক্তলোচনঃ॥ ৪
রাজর্ষী রাজবর্য্যশ্চ সুপ্রসন্নমুখাম্বুজঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্যো রাজন্যতিলকো বলী॥ ৫
রথশ্চ বিমলাভাসো নানারত্নবিভূষিতঃ।
সুমেরুশৃঙ্গসঙ্কাশঃ কান্ত্যাতীব ব্যরাজত॥ ৬
চিত্রধ্বজপতাকাভির্দিব্যৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ।
বিরেজে রথরাজস্তু রাজ্ঞঃ সূর্য্যরথোপমঃ॥ ৭
এতস্মিন্নন্তরে ক্ষোণী জ্ঞাত্বা তং নৃপসত্তমম্।
গঙ্গাবতারকং ভূমৌ বিরূপং সমাগমৎ॥ ৮
সা তং প্রণম্য রাজানং ধর্ম্মাত্মানং ভগীরথম্।
অব্রবীন্মুনিশার্দ্দূল বাক্যং সুরুচিরং তদা॥ ৯

ধরণ্যুবাচ।

রাজন্ ধর্ম্মময়ঃ সাক্ষাত্ত্বং মহাত্মন্ মহীক্ষিতঃ।
জ্ঞাতং ময়া সমুদ্ধর্ত্তুং পিতৄন্ সগরবংশজান্॥ ১০
গঙ্গাং পুণ্যতমাং ধন্যাং বিষ্ণোর্দ্দেহকৃতাশ্রয়াম্
সমানেষ্যসি যত্রাসন্ সাগরা ভস্মরূপিণঃ॥ ১১

তোমাকে আর কি কহিব? হে মহামুনে! রাজা যেরূপ স্তব করিয়া দেববন্দ্যা গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নপূর্ব্বক স্তোত্রমাহাত্ম্যে শিবাত্মজায় সমস্ত জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সদ্ভক্তিযুক্ত হইয়া যে মানব আমার পরম প্রীতিকর এই স্তোত্র পাঠ করে, হে মুনে! মর্ত্ত্যে সেও সমস্ত জগৎ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া পবিত্র করিয়া থাকে।১৪৫-১৮২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনে! অনন্তর রাজা ভগীরথ জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লপক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্ত শুভ মঙ্গলবারে মহারাব দিব্য শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া রথারোহণ করিলেন। রথস্থ হইয়া তিনি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অমিত তেজ ধারণ করিলেন। তিনি সর্ব্বাভরণসম্পন্ন, মুকুটোজ্জ্বলমস্তক, তেজস্বী, দীপ্তিমান্, শ্যামবর্ণ, সুপরিচ্ছদ, রক্তলোচন, রাজর্ষি, রাজবর্য্য, প্রসন্নমুখ, কাকপক্ষধর, ধন্য, রাজন্যকুলতিলক ও অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। তাঁহার রথও বিমলাভাস, নানামণিবিভূষিত, সুমেরুশৃঙ্গসঙ্কাশ এবং বিচিত্র ধ্বজপতাকাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। সেই সর্ব্বরথোত্তম রথ সূর্য্যরথবৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন ভগবতী ধরণী দেবী, নৃপসত্তম ভগীরথ ভূতলে গঙ্গা আনয়ন করিবেন জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনোহর বাক্যে বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মময় এবং মহাত্মা মহীপতি; অধুনা আমি জানিতে পারিলাম যে, আপনি সগরবংশীয় স্বীয় পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুদেহাশ্রিতা পুণ্যতমা গঙ্গাদেবীকে—যেখানে সগরবংশীয়-

তত্র তে প্রার্থয়াম্যে তজ্জতুর্দিক্ষেব ভূপতে।
আসমুদ্রাচ্চতুর্ধারা ভূত্বা মাং সা পুণাতি বৈ॥
যথা তথা বিধাতব্যং ত্বয়া পুণ্যাত্মনা তদা॥১৩

রাজোবাচ।

যদা হরিপদাম্ভোজান্নিঃসৃত্য দ্রবরূপিণী।
শাম্ভবী সা মহাশক্তির্মেরুশৃঙ্গমবাপ্স্যতি॥১৪
তদা ত্বয়াপি সা দেবী সমারাধ্যা সুরেশ্বরী।
অহঞ্চ প্রার্থয়িষ্যামি ত্বৎকৃতে তাং বিশেষতঃ॥
ততস্তে সংভবিত্রী সা যথেষ্টফলদায়িনী।
অহং স্বর্গপুরং যামি তামানেতুমনাঃ ক্ষিতৌ।
ত্বঞ্চেহি তত্র তাং ভক্ত্যা সম্প্রার্থয়িতুমুত্তমাম্॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রাজ্ঞৈবমুক্তা সা ক্ষৌণী সুপ্রসন্নমুখাম্বুজা।
স্বর্গাভিগমনে চক্রে মতিং স্থিরতরাং মুনে॥১৮
ততঃ প্রাহ স রাজাপি সারথিং রথিনাং বরঃ।
বাহয়াশ্বান্ রথ তূর্ণং স্বর্গং নয় মহাবল॥১৯
তৎ শ্রুত্বা চালয়ামাস সারথিস্তুরগোত্তমান্।
বায়ুপ্রবেগানব্যগ্রাংস্তৎক্ষণান্মুনিসত্তম॥২০
ততঃ সম্প্রাপ সহসা মেরুশৃঙ্গং রথোত্তমঃ।
রাজা দধ্মৌ মহাশঙ্খং যুগান্তজলদস্বনম্॥২১
স শব্দঃ সমনুপ্রাপ বৈকুণ্ঠনগরং যদা।
তদা বিষ্ণুপদাম্ভোজান্নিঃসৃত্য দ্রবরূপিণী॥২২
গঙ্গা কলকলধ্বানং কৃত্বা বেগবতী স্বয়ম্।
পপাত মেরুশৃঙ্গে তু প্রকৃতির্নীররূপিণী॥২৩
তদা রাজাতিহৃষ্টাত্মা শঙ্খশব্দং বিহায় বৈ।
ননর্ত কৃতকৃত্যঃ সন্ দৃষ্ট্বা গঙ্গাং দ্রবাত্মিকাম্॥
বিরতে শঙ্খশব্দে তু সাপি বেগং বিহায় চ।
বিররাম কিয়ৎকালং তস্মিন্ মেরোস্তু শীর্ষকে॥
এতস্মিন্নন্তরে ক্ষৌণী গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
সমুপাগত্য তুষ্টাব স্তোত্রেণানেন ভক্তিতঃ॥

ধরণ্যুবাচ।

দেবি গঙ্গে জগদ্ধাত্রি ব্রহ্মরূপে সুরেশ্বরি।
লোকনিস্তারণার্থায় দ্রবরূপে প্রসীদ মে॥২৭
তবাম্বুকণিকাং ভক্ত্যাপ্যভক্ত্যাবাপি যঃ স্পৃশেৎ

গণ ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছেন, সেইস্থানে লইয়া যাইবেন। ইহাতে আমার প্রার্থনা এই যে, গঙ্গাদেবী যাহাতে চতুর্দিকে চারি ধারায় আসমুদ্রপ্রবাহিনী হইয়া আমায় পূত করেন, আপনি তাহা করিবেন। রাজা বলিলেন,—যখন সেই দ্রবরূপিণী শাম্ভবী শক্তি হরিপদ হইতে নিঃসৃত হইয়া, মেরুশৃঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন, তখন আপনিও তাঁহার আরাধনা করিবেন, আর আমিও বিশেষ করিয়া আপনার প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইব, ইহাতে তিনি আপনার প্রতি যথেষ্ট ফলদায়িনী হইবেন। আমি তাঁহাকে ক্ষিতিতলে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুরপুরে গমন করিতেছি, আপনিও আসুন। সেখানে গিয়া আপনি ভক্তিপূর্ব্বক শীয় বাঞ্ছিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবেন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনে! দেবী ক্ষৌণী রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া প্রসন্নমুখে স্বর্গাভিগমনে স্থিরমতি হইলেন। অনন্তর রাজা সারথিকে বলিলেন,—হে মহাবল! অশ্ব পরিচালন করিয়া সত্বর রথ স্বর্গে উপনীত কর। সারথি রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগী তুরঙ্গম সকলকে তৎক্ষণাৎ চালিত করিল। ১—২০। রথ অনতিবিলম্বে মেরুশৃঙ্গে উপনীত হইল। রাজা যুগান্ত-জলদনাদী উত্তম শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি গিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইল। তখন দ্রবরূপিণী গঙ্গাদেবী কলকলনাদে বিষ্ণুপদ হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাবেগে মেরুশৃঙ্গে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা ভগীরথ শঙ্খশব্দ বন্ধ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শঙ্খধ্বনি বিরত হইলে গঙ্গাদেবীও স্বীয় বেগ রহিত করিয়া তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। এবম্ভূত সময়ে দেবী ধরিত্রী ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাদেবীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে দেবি, গঙ্গে, জগদ্ধাত্রি! হে ব্রহ্মরূপে, সুরেশ্বরি! তুমি ত্রিলোক নিস্তারের নিমিত্ত দ্রবময়ী হইয়াছ, তুমি

সোঽপি মুক্তিমবাপ্নোতি দেবি গঙ্গে নমোঽস্তু তে।
ত্বাং প্রপশ্যন্তি যে লোকাঃ পাপাত্মানো-
ঽপি বৈ সকৃৎ।
ন তেঽপি যমদণ্ড্যাঃ স্যুর্দেবি গঙ্গে
নমোঽস্তু তে॥২৯
যে ত্বাং নমন্তি সদ্ভক্ত্যা প্রকৃতিং দ্রবরূপিণীম্।
ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বাপি ন বা ভীতির্যমাদপি॥৩০
প্রাপ্নুবন্তি পরং মোক্ষং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে।
ত্বমেকা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতা॥৩১
অবিদ্যাচ্ছেদনী বিদ্যা গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে বিষ্ণুদেহকৃতালয়ে॥৩২
বিশ্বাত্মিকে জগদ্বন্দ্যে গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে।
ত্বয়ি ভক্তিস্ত্বয়ি প্রীতিস্ত্বয়ি শ্রদ্ধা মতিস্ত্বয়ি॥৩৩
যেষামস্তি ন তে মৃত্যুবশমায়ান্তি কুত্রচিৎ।
ন চাধঃ পতনং তেষাং ন চ দুঃখং ন বা ভয়ম্॥
তৎপ্রসাদাদ্ভবেদ্দেবি গঙ্গে মাতর্নমোঽস্তু তে।
সুপ্রবোধাত্মিকে সর্ব্বলোকচৈতন্যরূপিণী।
প্রসীদ গঙ্গে পাপাদিভঞ্জে বিশ্বেশি তে নমঃ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যাদিভিস্তবস্তীং তাং ধরণীং জগদম্বিকা।
গঙ্গা প্রাহ বচো দেবী দিব্যরূপং মহামুনে॥৩৫

গঙ্গোবাচ।

ক্ষিতে কিং যাচসে মত্তস্তদ্‌ব্রূহি তব বাঞ্ছিতম্।
কিমর্থং স্তৌষি বা গন্তুমুদ্যতাং মাং দ্রবাত্মিকাম্

ধরণ্যুবাচ।

অনুগৃহ্য মহাত্মানং রাজানং ত্বং ভগীরথম্।
প্রয়াসি বিবরস্থানং যত্রাস্তে পিতরঃ পুরা॥৩৯
ভস্মীভূতা মুনেঃ শাপাৎ সগরস্য মহামখে।
অত্রৈতৎ প্রার্থয়ে দিক্ষু চতুর্ষ্বেব সুরেশ্বরি॥৪০
আ সমুদ্রাচ্চতুর্ধারা ভূত্বা ত্বং মম পৃষ্ঠতঃ।
বিহার্য্য সরিতাং শ্রেষ্ঠা পবিত্রং কুরু মে তনুম্॥

গঙ্গোবাচ।

ভগীরথস্য তা বিষ্ণোঃ পদং ত্যক্ত্বাহমাগতা।

আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মাতঃ! ত্বদীয় অম্বুকণা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে জন স্পর্শ করে, সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; হে দেবি গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার। পাপাত্মা ব্যক্তিও যদি একবারমাত্র তোমায় দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার যমদণ্ড হয় না, হে দেবি গঙ্গে! তোমায় আমার নমস্কার। যাহারা সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক দ্রবরূপিণী এই প্রকৃতিকে নমস্কার করে, তাহাদের কদাপি দুর্গতি এবং যমভয় হয় না; অপিচ তাহারা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দেবি গঙ্গে! তোমায় আমার নমস্কার। হে গঙ্গে! তুমিই একমাত্র পরমা শক্তি; সর্ব্বভূতের আশয়ে তোমার অবস্থান; তুমিই অবিদ্যা ছেদন করিয়া থাক, এবং তুমি স্বয়ং বিদ্যা, হে মাতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তুমি বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতা, বিষ্ণুদেহকৃতালয়া, বিশ্বাত্মিকা ও জগদ্বন্দ্যা, তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রতি যাহাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও মতি থাকে, তাহারা কদাচ অন্তে মৃত্যুবশতা প্রাপ্ত হয় না। অপিচ তাহাদের অধঃপতন, দুঃখ, ভয় তোমার প্রসাদে হয় না, হে মাতর্গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বেশি! তুমি সুপ্রবোধাত্মিকা, সর্ব্ব ও সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী, তুমি প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার।২১-৩৫। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মহমুনে! ধরণীদেবী এইরূপে গঙ্গাদেবীর স্তব করিতে থাকিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—হে ধরণি! তুমি আমার নিকট হইতে কি প্রার্থনা কর, তোমার বাঞ্ছিত কি বল, গমনোদ্যতা দ্রবময়ী আমাকে তুমি কি জন্য স্তব করিতেছ? ধরণী বলিলেন,—হে দেবি! এই রাজা ভগীরথের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যেখানে ইহার পূর্ব্বপিতৃগণ সগর-যজ্ঞে কপিলশাপে ভস্মীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আপনি গমন করিতেছেন, তাহাতে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি চতুর্দ্দিকে চারিধারায় সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সরিৎশ্রেষ্ঠারূপে আমার পৃষ্ঠে বিহার করত আমার তনু পবিত্র করুন। গঙ্গা বলিলেন,—হে ধরণি! আমি

ন তস্যাভিমতাদন্যৎ কর্তুং শক্নোমি কিঞ্চন ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো ভগীরথো রাজা ধরণীহিতকাম্যয়া।
প্রণিপত্য বচঃ প্রাহ গঙ্গাং পরমবেগিনীম্ ॥ ৪৩

রাজোবাচ।

মাতর্গঙ্গে মহাভাগে পুণ্যাৎ পুণ্যতমে শুভে।
ধরণীয়মনুগ্রাহ্যা ত্বয়া ত্রিদশবন্দিতে ॥ ৪৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং মতমভিজ্ঞায় রাজস্তস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চিমোত্তরপূর্বাসু ত্রিধা ভূত্বাতিবেগিনী ॥ ৪৫
নিঃসসার জগন্মাতা স্বর্গাত্ত্রৈলোক্যপাবনী।
অপরৈকা মহাধারা ভগীরথপথানুগা ॥ ৪৬
দক্ষিণাং দিশমাগন্তুং স্বর্গে বেগবতী বভৌ।
সা ধারা প্লাবয়িত্বা তু স্বর্গং সুরতরঙ্গিণী ॥ ৪৭
দক্ষিণাভিমুখী বেগাৎ কিয়দ্দূরং জগাম হ।
অগ্রে ভগীরথো রাজা মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥ ৪৮
অপূর্বং রথমাস্থায় ধ্মাপয়ন্ শঙ্খমুপাগমৎ।
ত্রিদিবং প্লবমানন্তু দৃষ্ট্বা দেবাঃ সকিন্নরাঃ।

ভগীরথ কর্তৃক স্তুত হইয়া বিষ্ণুপাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার অনভিমত কোনও কার্য্যই করিতে সমর্থা নহি, শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর রাজা ভগীরথ ধরণীর হিতকামনায় গঙ্গাদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মাতর্গঙ্গে মহাভাগে! তুমি পবিত্র হইতেও পবিত্রতমা, এবং শুভা। হে ত্রিদশবন্দিতে! এই ধরণী আপনার অনুগ্রাহ্যা। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাদেবী পশ্চিমোত্তরপূর্ব্ববাহিনী হইয়া স্বর্গ হইতে নিঃসৃত হইলেন। তাঁহার অন্য এক ধারা ভগীরথপথানুবর্ত্তিনী হইয়া অতিশয় বেগবতী হইল। ঐ ধারা স্বর্গপুর প্লাবিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিল। মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভ রাজা ভগীরথ রথারোহণপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। সকিন্নর দেবদেবীগণ স্বর্গপুর

দেব্যশ্চ সমুপাগত্য গঙ্গাং ভক্ত্যাভ্যপূজয়ন্ ॥
অথাগত্য দেবরাজস্তং রাজানং সূর্য্যবংশজম্।
বিনয়েন মহাবাহুঃ সহিতঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ৫০
ভো ভো ক্ষত্রিয়শার্দ্দূল পুণ্যকীর্ত্তে ভগীরথ।
ত্রৈলোক্যদুর্লভাং গঙ্গাং সর্ব্বেষাং
মোক্ষদায়িনীম্ ॥ ৫১
নীত্বা যাসি ক্ষণং তিষ্ঠ বচোঽস্মাকং নিশাময়
ইতি দেবাধিরাজস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগীরথঃ।
বিরম্য তত্র দেবেশং প্রত্যুবাচ পুরন্দরম্ ॥ ৫৩
কিমর্থং দেবরাজ ত্বং মমাদিশসি তদ্বদ।
করিষ্যামি তদেবাহং ত্বদাজ্ঞাবশগঃ প্রভো ॥ ৫৪

দেবরাজ উবাচ।

আনীতা ভবতা গঙ্গা ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভা।
ক্ষিতাবেব সমগ্রাং তাং নীত্বা যাসি কথং নৃপ
একা সুললিতা ধারা স্বর্গে চাপ্যবতিষ্ঠতু।
যথা মর্ত্ত্যে তথা স্বর্গে কীর্ত্তিস্তেঽপি
বিরাজতাম্ ॥ ৫৬

প্লাবিত দেখিয়া গঙ্গাদেবীর সমীপে আগমন করত ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। দেবরাজ অন্যান্য দেবগণের সহিত বিনীতভাবে মহাবাহু রাজা ভগীরথকে বলিলেন,—ভো ক্ষত্রিয়শার্দ্দূল, পুণ্যকীর্ত্তি ভগীরথ! আপনি এই ত্রিলোকপাবনী সর্ব্বলোক-মোক্ষদায়িনী গঙ্গাদেবীকে লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, ক্ষণকাল অবস্থান করুন, আমাদের কথা শুনুন। রাজা ভগীরথ দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গমনে বিরত হইয়া বলিলেন,—হে দেবরাজ! আপনি কিজন্য অনুগমন করিতেছেন, আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, বলুন, আমি আপনার আদেশ পালন করিব, যেহেতু আমি আপনার বশ-বর্ত্তী। দেবরাজ বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের এই সুদুর্লভা গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন এবং সমস্তই ক্ষিতিতলে লইয়া যাইতেছেন, কি জন্য? একটী সুললিত ধারা স্বর্গে থাকুক, স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে আপনার কীর্ত্তি বিরাজ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি দেবর্ষিরাজস্য বচনং হি নিশম্য সঃ
রাজা সম্প্রার্থয়ামাস গঙ্গাং তত্র মহামুনে ॥ ৫৭
মাতর্গঙ্গে মহাভাগে ধারৈকা তে সুরালয়ে।
সম্পাবনার্থং দেবানাং সদাস্তিষ্ঠতু শোভনা ॥৫৮
ইত্যেবং প্রার্থিতা রাজ্ঞা গঙ্গা দ্রবময়ী তদা।
তু্রাপরা মহাধারা উত্তরাভিমুখী যযৌ ॥ ৫৯
সা তু ধারা মহাপুণ্যা স্বর্গলোকপাবয়িত্রী।
মন্দাকিনীতি বিখ্যাতা স্থিতা স্বর্গপুরে মুনে ॥৬০
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়স্তথা।
স্নানাবগাহনং নিত্যং কুর্ব্বন্তি পরমাদৃতাঃ ॥ ৬১
অথ রাজা তু সংধ্মায় ভূয়ঃ শঙ্খং রথোপরি।
দক্ষিণাং দিশমভ্যায়াৎ গঙ্গাং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ ॥
সুমেরোর্দক্ষিণং শৃঙ্গং সমবাপ্য ভগীরথঃ।
দৃষ্ট্বোত্তুঙ্গং মহাবাহুর্গঙ্গামাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬৩
মাতর্গঙ্গে মহাশৃঙ্গং নির্ভিদ্যাহং কথং শিবে।
পৃথিব্যাং ত্বাং নয়িষ্যামি তন্মে বদ সুরোত্তমে

গঙ্গোবাচ।

অহমত্রৈব তিষ্ঠামি স্বকোজ্জ্বলাগিরেঃ শিরঃ।
দক্ষিণং পার্শ্বমভ্যেহি রথেনানেন ভূপতে ॥৬৫
অত্র ত্বয়া কৃতে শঙ্খনিঃস্বনেঽতিসুঘোরকে।
অহং পরমবেগেন বিনির্ভিদ্য গিরেঃ শিরঃ ॥৬৬
অন্বিষ্য রথমার্গন্তে ত্বামুযাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥৬৭

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি গঙ্গাশ্রুয়া রাজা ব্যতীত্য শিখরং গিরেঃ।
মহতা রথবেগেন দক্ষিণং পার্শ্বমাযযৌ ॥ ৬৮
তত্র দধ্মৌ মহাশঙ্খং যুগান্তজলদস্বনম্।
তেনাসীত্তুমুলং শব্দো ব্যাপ্তং তেন নভোঽম্বরম্
তদাকর্ণ্য মহাশব্দং গঙ্গা পরমবেগিনী
নির্ভিদ্য দক্ষিণং শৃঙ্গং মেরোঃ স্বয়মবাতরৎ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতরণে-
হষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—রাজা ভগীরথ দেবরাজের বাক্যে গঙ্গাদেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে, হে মাতর্গঙ্গে মহাভাগে! দেবগণের পাবনের নিমিত্ত আপনার একটী ধারা এই সুরালয়ে অবস্থান করুন। রাজা কর্তৃক দ্রবময়ী এইরূপ প্রার্থিতা হইলেন। তাঁহার গমনে বাধা জন্মিল। তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার এই সুরপুরপাবনী ধারা মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিল। দেব, গন্ধর্ব্ব এবং দেবর্ষিগণ এই মন্দাকিনী ধারায় নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। অনন্তর রাজা পুনরায় রথোপরি শঙ্খধ্বনি করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা সুমেরুর দক্ষিণশৃঙ্গে উপনীত হইয়া ঐ শৃঙ্গ অতীব উত্তুঙ্গ দর্শন করত কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গাদেবীকে বলিলেন,—মা, আমি এই মহাশৃঙ্গ ভেদ করিয়া কিরূপে আপনাকে পৃথিবীতে লইয়া যাইব? তখন গঙ্গাদেবী বলিলেন,—হে ভূপতে! আমি এই স্থানে বিশ্রাম করি; তুমি রথারোহণে গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া গিয়া শৃঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে তুমুল শঙ্খনাদ করিতে থাক, আমি মহাবেগে গিরিশীর্ষ ভেদ করিয়া রথমার্গ অনুসারে তোমার নিকট গিয়া উপনীত হইব। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—গঙ্গাবাক্যে রাজা রথারোহণে গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি যুগান্তজলদধ্বনিবৎ তুমুল শঙ্খনিনাদ করিলেন। ঐ শব্দে গগনতল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন সেই শব্দানুসারে গঙ্গাদেবী মহাবেগে গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া তথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ৫৬—৭০।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাং সা গঙ্গৈবং নিঃসসার হ ।
পরিত্রাণায় লোকানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ১
তস্যাং স্নানং তপো দানং গঙ্গায়াং মুনিসত্তম ।
মহাফলপ্রদং তত্তন্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২
দশজন্মার্জ্জিতং পাপং হরতে তত্র জাহ্নবী ।
তস্মাৎ সা দশমী প্রোক্তা মুনে দশহরাতিথিঃ
হস্তামঙ্গলযোগে তু তস্যাং ভাগীরথী স্বয়ম্ ।
পাপং দশবিধং হন্তি দশজন্মসুসঞ্চিতম্ ॥ ৪
স্নানাবগাহনৈর্নৃণাং তস্মাত্তস্যাং প্রযত্নতঃ ।
স্নাতব্যং দেহিভিঃ সর্ব্বৈর্মহাপাপামুমুক্ষুভিঃ ॥
অথ স্বর্গাদ্বিনিঃসৃত্য রাজ্ঞস্তস্য রথানুগা ।
মহাবেগবতী গঙ্গা দক্ষিণাং দিশমাযযৌ ॥ ৬
পথি দেবর্ষিগন্ধর্ব্বৈর্মানবৈশ্চাতিভক্তিতঃ ।
চিত্রপুষ্পসমূহৈশ্চ বিল্বপত্রাক্ষতাদিভিঃ ।
সমপূজ্যত সা গঙ্গা চারুদূর্ব্বাদলৈরপি ॥ ৮
তৈঃ পুষ্পৈশ্চিত্রিতা গঙ্গা শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা ।
ফেনৈঃ সুরুচিরা বেগবতী বরতরঙ্গিণী ॥ ৯
ব্যতীত্য পর্ব্বতান্ দুর্গান্ দুর্ভেদ্যান্ ভীমনিঃস্বনা
দ্রাবয়ন্তী করীন্ সিংহান্ নিষধাখ্যং মহাচলম্ ।
ব্যতীত্য হেমকূটঞ্চ হিমাদ্রেঃ প্রাপ সন্নিধিম্ ॥
তত্রাগত্য মহাবেগবতী গঙ্গা বভৌ তদা ।
শম্ভোর্ম্মৌলৌ সমারোঢ়ুং ফেনরাশিবিচিত্রিতা
অথ জ্ঞাত্বা মহাদেবো গঙ্গাং নিকটমাগতাম্ ॥
মৌলিং বিস্তার্য্য জটায়া বদ্ধা সেতুং ততঃ শিবঃ
হিমাদ্রেঃ শিখরে তস্থৌ তাং ধর্ত্তুং শিরসা মুনে
অথ বৈশাখমাসস্য পৌর্ণমাস্যাং দিনার্দ্ধকে ।
গঙ্গা বেগাচ্ছম্ভুগতা শম্ভোর্ম্মৌলিং মহামতে ॥ ১৩
স জ্ঞাত্বা মৌলিমাপন্নাং গঙ্গাং গঙ্গাধরস্তদা ।
ননর্ত্ত পরমানন্দপূর্ণাত্মা জগদীশ্বরঃ ॥ ২৪
প্রমথাস্তস্য দেবস্য কোটিকোটিসহস্রশঃ ।
ননৃতুঃ পার্শ্বতস্তস্য বীক্ষ্য নৃত্যং মহেশিতুঃ ॥ ১৫
গঙ্গা শম্ভোঃ শিরঃ প্রাপ্য পরমানন্দসংযুতা ।
ব্যচরৎ ফেনপুষ্পৌঘরুচিরাতিতরঙ্গিণী ॥ ১৬

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা দশমীতে গঙ্গাদেবী এইরূপে লোকত্রাণ এবং মহাপাতকিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। এই দশমীতে স্নান, দান, ও তপ মহাফলপ্রদ ও মহাপাতকনাশন হয়। উক্ত দশমীতে জাহ্নবী দশবিধ পাপ হরণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই ঐ দশমীকে 'দশহরা' তিথি বলিয়া থাকে। হস্তামঙ্গলযোগে এই দশমী তিথিতে ভাগীরথী দশজন্মসঞ্চিত দশবিধ পাপ হরণ করিয়া থাকেন। অতএব মহাপাপমুমুক্ষু মানবগণ যত্নপূর্ব্বক ঐ তিথিতে স্নান করিবে। রাজা ভগীরথের রথানুগামিনী মহাবেগবতী জাহ্নবী স্বর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই সময় পথে দেব, গন্ধর্ব্ব, মানব, সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক পবিত্র পুষ্প, বিল্বপত্র ও মনোহর দূর্ব্বাদলাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সকল পুষ্প ও ফেনরাজিতে চিত্রিত হইয়া তিনি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় মনোহর প্রভা ধারণ করিলেন। তিনি ভৈরবনাদে দুর্ভেদ্য দুর্গম নিষধ-হেমকূট প্রভৃতি পর্ব্বত সকলকে অতিক্রম করিয়া এবং করী, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণকে দ্রাবিত করিয়া ক্রমে হিমালয়সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হরমস্তকে আরোহণ করিবার জন্য ফেনরাশিচিত্রিত হইয়া অতিহর্ষে হিমালয়ে আসিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে শম্ভু গঙ্গাদেবী নিকটে আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিবার জন্য স্বীয় মৌলি বিস্তৃত করিয়া জটা দ্বারা সেতু বিরচন করত হিমাদ্রিশিখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন বৈশাখ মাসের পৌর্ণমাসীদিনে দিনার্দ্ধে গঙ্গাদেবী সবেগে শম্ভুর মৌলিমধ্যে উপস্থিত হইলেন। শম্ভু তাঁহাকে মৌলিমধ্যগত জানিতে পারিয়া পরমানন্দ পূর্ণচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহেশের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ প্রমথগণও সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর

রাজা তু পশ্চাদালোক্য গঙ্গয়া রহিতাং দিশম্
নৃত্যন্তং দেবদেবঞ্চ মহাচিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ১৭
তত্র শ্রুত্বা মহাশব্দং শম্ভোর্ম্মৌলৌ ভগীরথঃ।
গঙ্গাং শম্ভুশিরঃপ্রাপ্তাং মেনে পরমবেগগাম্ ॥
ততঃ সুনিশ্বনং শঙ্খং রাজাদধ্মৌ ভগীরথঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ব্যচরদ্ গঙ্গা গৃহ্যমাণা বিনির্গমম্।
শম্ভুর্মৌলৌ মহাবেগা ভগীরথবশানুগা ॥ ১৯
অপ্রাপ্য নিঃসৃতিদ্বারং শঙ্খধ্বন্যুপকর্ষিতা।
ব্যতীয়ায় মুনে তত্র বর্ষমেকং মহানদী ॥ ২০
অথ রাজা মহাদেবং নৃত্যন্তং প্রণিপত্য চ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা সূর্য্যবংশপ্রদীপনঃ ২১

রাজোবাচ।

দেবদেব জগদ্বন্দ্য প্রণতানাং কৃপাকর।
দেহি শীর্ষ্ণঃ সুরধুনীং পিতৄণাং ত্রাণহেতবে ॥
ত্বয়ৈব মে বরো দত্তো গঙ্গা ত্রিপথগা স্বয়ম্।
বিবরস্থানমভ্যেত্য মৎপিতৄনুদ্ধরিষ্যতি ॥ ২৩
সেয়ং হরিতনোশ্চাপি ময়ানীতা ত্বয়া হৃতা।
নিষ্কৃতিস্তৎকথং দেব মৎপিতৄণাং ভবিষ্যতি ॥
তস্মাত্ত্যজ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং শিরসঃ পরমেশ্বর।
ত্বয়া দত্তং বরং পূর্ব্বং সফলং কুরু শঙ্কর ॥ ২৫

শিব উবাচ।

দাস্যামি সরিতাং শ্রেষ্ঠাং তুভ্যং রাজন্ সংশয়ঃ
পিতৄণাস্তেঽভিমুক্ত্যর্থং প্রাক্ স্বীকৃতবশেন হি ॥
কিন্ত্বিয়ং জ্যৈষ্ঠমাসস্য দশম্যাং শুক্লপক্ষকে।
হস্তামঙ্গলযোগেন মচ্ছীর্ষান্নিঃসরিষ্যতি।
তাবত্তিষ্ঠ মহীপাল শিখরেঽস্মিন্ মহামতে ॥ ২৭

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ রাজা তত্র ভগীরথঃ।
প্রতীক্ষ্য তাং তিথিং কালং ব্যতীয়ায় কিয়ন্তরম্
ততঃ প্রাপ্য তিথিং তাস্তু রাজা দধ্মৌ মুহুশ্বনম্
শঙ্খং দিব্যতুষারাক্তঃ গঙ্গেগঙ্গেতি ব্রুবন্ ॥ ২৯

গঙ্গা শম্ভুশির প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে ফেন-পুষ্পরাজিতে রুচিরা হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গাদেবী নাই, শম্ভু নৃত্য করিতেছেন। এইরূপ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর তিনি শম্ভুমৌলি মধ্যে মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন যে, হয়ত গঙ্গাদেবী কুপিতা হইয়া শম্ভুশির আশ্রয় করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি তখন শঙ্খনাদ করিলেন। সেই নাদ শ্রবণ করিয়াও গঙ্গাদেবী শম্ভুজটা হইতে বিনির্গম-পথ প্রাপ্ত হইলেন না, তাহাতেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভগীরথ-বশবর্ত্তিনী ও শঙ্খনাদাকৃষ্টা হইলেও শম্ভু-মৌলি হইতে বিনির্গম পথ প্রাপ্ত না হইয়া সংবৎসর কাল যাবৎ তাহাতেই অবস্থান করিলেন। সূর্য্যবংশপ্রদীপ রাজা ভগীরথ তখন নর্ত্তনকারী শিবকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দেবদেব জগদ্বন্দ্য! তুমি প্রণতগণের প্রতি কৃপা করিয়া থাক, তুমি শীর্ষ হইতে আমার পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য সুরধুনীকে প্রদান কর। হে শম্ভো! আপনিই আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, এই ত্রিপথগা স্বয়ং বিবর স্থান প্রাপ্ত হইয়া আমার পিতৃগণকে উদ্ধার করিবেন। আমি তাঁহাকে হরিতনু হইতে আনয়ন করিতেছি, আপনি হরণ করিলেন, অতএব আমার পিতৃগণের নিষ্কৃতি হইবে কিরূপে? হে শঙ্কর! আপনি সরিৎ-শ্রেষ্ঠাকে স্বীয় মস্তক হইতে প্রদান করিয়া পূর্ব্ব বর সফল করুন। ১-২৫। শ্রীশিব বলিলেন,—হে রাজন! আমি পূর্ব্বস্বীকৃতি বশতঃ তোমার পিতৃগণের মুক্তি লাভের জন্য সরিদ্বরাকে প্রদান করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে, এই সরিদ্বরা জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে হস্তামঙ্গলযোগে আমার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইবেন, তাবৎ তোমাকে এই গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করিতে হইবে। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ভগীরথ সেই তিথি ও সেই কাল প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল তথায় অতিক্রম করিয়া ক্রমে সেই তিথি প্রাপ্ত হইয়া 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া মহাস্বন তুষারাক্ত

তচ্ছ্রুত্বা সা মহাবেগবতী কলকলধ্বনিম্।
কৃত্বা শম্ভুজটামধ্যে বভ্রাম সরিতাং বরা ॥ ৩০
অপ্রাপ্য নিঃসৃতিদ্বারং পীড়িতা শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
শম্ভোঃ শরণমাপন্না গঙ্গা তং সমুবাচ হ ॥ ৩১

গঙ্গোবাচ

দেবদেব জগন্নাথ তবাহং শরণং গতা।
দেহি বর্ত্ম বিনির্যামি ভগীরথবশানুগা ॥ ৩২
পৃথিব্যাং সর্ব্বভূতানাং নিস্তারার্থং মহেশ্বর।
ব্যথিতাস্মি ভৃশং রাজ্ঞঃ শঙ্খধ্মানেন কর্ষিতা ॥ ৩৩

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি গঙ্গাবচঃ শ্রুত্বা শম্ভুঃ সব্যেন পাণিনা।
জটাবন্ধং নির্ব্বিভেদ দক্ষিণস্যাং দিশি ক্ষণাৎ ॥
ততঃ সা নির্যযৌ শম্ভোঃ শীর্ষান্নিঃসৃত্য নিম্নগা
দক্ষিণাং দিশমত্যুগ্রবেগাদাক্রম্য রথং প্রতি।
রাজাপি চালয়ামাস রথং হেমপরিষ্কৃতম্।
ধ্মাপয়ন্ শঙ্খং মহাশব্দং সন্তুষ্টো মুনিসত্তম ॥ ৩৬
ততো গিরিপতেঃ পৃষ্ঠে বিহরন্তীং সরিদ্বরাম্।
গচ্ছন্তীং গজসিংহাদীন্ দ্রাবয়ন্তীং দিশো দশ
শ্রুত্বা মেনা গিরীন্দ্রশ্চ দ্রষ্টুং নিকটমাযযৌ ॥ ৩৭
তৌ দৃষ্ট্বা পিতরৌ গঙ্গা প্রণিপত্য সুরোত্তমা।
তাভ্যাং সম্পূজিতা তূর্ণং পপাত ধরণীতলে ॥ ৩৮
ততঃ সমভবৎ পুষ্পবৃষ্টির্দিক্ষু বিদিক্ষু চ।
লোকানাং জয়শব্দশ্চ সর্ব্বতঃ সমপদ্যত ॥ ৩৯
সম্প্রাপ্য ধরণীপৃষ্ঠং গঙ্গা ভাগীরথী তদা।
জজ্বাল তেজসাতীব তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা ॥ ৪০
বেগশ্চতুর্গুণশ্চাসীন্নিঃস্বনশ্চ মহত্তরঃ।
তথাপি ধরণী গঙ্গালাভাদানন্দিতাভবৎ ॥ ৪১
সাপি বেগবতী গঙ্গা রথনেমিগতং মুনে।
পন্থানং মৃগয়ন্ত্যাগাদ্দক্ষিণস্যাং কলস্বনা ॥ ৪৩
বৃক্ষান্ শালপ্রিয়ালাদীংস্তত্র পুষ্পবনানি চ।
সরাংসি নগরগ্রামগৃহাদীনি চ সর্ব্বতঃ ॥ ৪৩
প্লাবয়িত্বা মহাদেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
প্রত্যধাবত বেগেন ভগীরথ রথানুগা ॥ ৪৪
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতরণে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

দিয়া শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শুনিবামাত্র গঙ্গাদেবী শম্ভুজটামধ্যে কল কল ধ্বনি করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিঃসৃতিদ্বার প্রাপ্ত না হওয়ায় শঙ্খনিঃস্বনে ব্যথিতা হইয়া শম্ভুর শরণ লইয়া বলিলেন,—হে প্রভো দেব জগন্নাথ! আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পথ প্রদান করুন আমি ভগীরথবশবর্ত্তিনী হইয়া সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত পৃথিবীতে যাইব, রাজার শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছি। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—শম্ভু গঙ্গাবাক্যে সব্য পাণি দ্বারা স্বীয় জটাবন্ধের দক্ষিণ দিক্ খুলিয়া দিলেন। তখন গঙ্গা শম্ভুশীর্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া অত্যুগ্রবেগে দক্ষিণাভিমুখে ভগীরথের রথানুসরণ করিতে লাগিলেন। ভগীরথও মহানন্দে শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া হেমপরিষ্কৃত রথ বেগে চালিত করিলেন। তখনই সরিদ্বরা গঙ্গা দশদিকস্থ গজসিংহাদি বিদ্রাবিত করিয়া গিরিপৃষ্ঠে বিহার করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে মেনা ও গিরীন্দ্র সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। গঙ্গাদেবী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া অবিলম্বে ধরণীতলে পতিত হইলেন। এই সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং লোক সকল জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভাগীরথী এইরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তপ্তকাঞ্চনবৎ তেজে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার বেগ চতুর্গুণ হইয়াছিল এবং নিঃস্বনও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু তথাপি ধরণী গঙ্গালাভ করিয়া আনন্দিতা হইয়াছিলেন। এই প্রকারে গঙ্গাদেবী ভগীরথবশবর্ত্তিনী হইয়া শালপিয়ালাদি বৃক্ষ, পুষ্প বন, সরোবর, নগর, গ্রাম, গৃহ প্রভৃতি প্লাবিত করিয়া সুরর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়-

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্যতীত্যৈবং মহাদেবী যোজনানাং বহূনি সা।
হরিদ্বারং সমায়াতা রাজ্ঞা তেন মহাত্মনা ॥ ১০০
তত্র সপ্তর্ষয়ো বীক্ষ্য গঙ্গাং দেব দুর্লভাম্।
অভ্যর্চ্চ্য বীক্ষ্য সানন্দং শঙ্খশব্দেন নারদ ॥১
দধ্মুস্তেঽপি মহাশঙ্খান্ সপ্ত সপ্তসু দিক্ষু চ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সপ্তধারাভূদ্ গঙ্গা ভাগীরথী তদা।
পরমং বেগমাস্থায় রাজ্ঞস্তস্য সমীপতঃ ॥ ৪
ততো নির্ভিদ্য পাষাণং বেগাৎ সা শাম্ভবী পরা
অগ্নিকোণমুখী প্রায়াৎ সহ তাস্বাভিরাপগা ॥৫
প্রয়াগদেশমাগত্য সার্দ্ধং যমুনয়া শিবা।
সরস্বত্যা চ সম্মিলা সমভূন্মুনিপুঙ্গব ॥ ৬
তত্র ভাগীরথী পুণ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
তত্র স্নানং তপো দানং পুণ্যাৎ পুণ্যতরপ্রদম্ ॥

স্থান হইতে হইতে রথনেমিকৃত পথে কল কল নাদে অতিবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন। ২৮—৪৪।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবী গঙ্গা এইরূপে বহু যোজন অতিক্রম করিয়া রাজা ভগীরথের সহিত হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সপ্তর্ষিগণ সেই দেবদুর্লভাকে দর্শন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং শঙ্খনাদে তিনি আনন্দিতা হন দেখিয়া তাঁহারাও সপ্ত দিক্ হইতে মহাশব্দে শঙ্খ সকল ধ্বনিত করিলেন। সেই শব্দে তিনিও সপ্তধারা হইলেন। অনন্তর তিনি প্রচণ্ডবেগে তত্রত্য পাষাণরাশি ভেদ করিয়া রাজার নিকট হইতে অগ্নিকোণাভিমুখে অন্যান্য ধারার সহিত মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইলেন। পরে প্রয়াগে আসিয়া যমুনা ও সরস্বতীর সহিত সঙ্গতা হইলেন। এই স্থানে পুণ্যময়ী ভাগীরথী দেবতাগণেরও দুর্লভা। এই-

অপি ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে সুরাস্তীর্থার্থমত্র বৈ।
স্নাত্বা পবিত্রমাত্মানং মন্যন্তেঽন্যস্য কা কথা ॥৮
ততঃ পূর্ব্বমুখী ভূত্বা কিয়দ্দূরং মহেশ্বরী।
দ্রষ্টুং মহেশ্বরং কাশ্যামুত্তরাভিমুখী যযৌ ॥ ৯
তত্র পুণ্যতমা গঙ্গা মহাপাপপ্রমোচনী।
মহামোক্ষপ্রদা কাশী যথা তদ্বচ্চ সা মুনে ॥ ১০
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি দেহং সন্ত্যজতঃ শিবা
নির্ব্বাণমোক্ষদা দেবী তত্র গঙ্গা সুরোত্তমা ॥
ন তত্র ত্যজতাং দেহং দেহিনাং পাপিনামপি।
অপেক্ষা বিদ্যতে মুক্তৌ সত্যং সত্যং মহামুনে
অথ গঙ্গাস্তু সম্প্রাপ্তাং কাশীং পরমবেগিনীম্
দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রাভিসংরক্ষাকারী ভৈরবপুঙ্গবঃ।
দণ্ডমুদ্যম্য বেগেন প্রত্যধাবত নারদ ॥ ১৩
স প্রাহ গঙ্গাং দুর্দ্ধর্ষঃ কা ত্বং নীরময়ী কুতঃ।
সমায়াতা কথং কাশীং সংপ্লাবয়সি নিম্নগে ॥১৪
পুরীয়ং দেবদেবস্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
এতস্যা রক্ষকং কিং ত্বং মাং ন জানাসি ভৈরবম্ ॥ ১৫

স্থানে স্নান, তপ, দান পুণ্যাৎ পুণ্যতরপ্রদ হয়। ব্রহ্মাদি সুরগণও এখানে স্নান করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন, অন্যে পরে কা কথা। এখান হইতে তিনি পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মহেশ্বরকে দেখিবার জন্য উত্তরাভিমুখে কাশী গমন করিলেন। এখানে গঙ্গা পুণ্যতমা এবং মহাপাপবিমোচনী। কাশীও যেমন মহামোক্ষপ্রদা, গঙ্গাও তেমনি। এখানে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কেহ শরীর ত্যাগ করিলে দেবী গঙ্গা তাহাকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে ত্যক্তদেহ পাপিগণের মুক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। গঙ্গাদেবী কাশী প্রাপ্ত হইলে তদ্দর্শনে ক্ষেত্ররক্ষক দুর্দ্ধর্ষ ভৈরব দণ্ড উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি বেগে ধাবিত হইল এবং বলিল,—অয়ে নীরময়ি, তুই কে, কোথা হইতে আসিয়া কাশী প্লাবিত করিতেছিস্? এই পুরী মহাত্মা দেবদেব শঙ্করের, ইহার

অথ গঙ্গাব্রবীদ্বাক্যং ভৈরবং ভীমলোচনম্।
উদ্যদ্দণ্ডকরং ঘোরং সাক্ষাৎকালং যুগান্তকম্
অহং দ্রবময়ী গঙ্গা দেবী শঙ্করগেহিনী।
আয়াতা ধরণীপৃষ্ঠং শম্ভোর্মৌলেরভিচ্যুতা ॥১৭
দ্রষ্টুং বিশ্বেশ্বরং কাশ্যা নিকটং সমুপাগতা।
ন কাশীং প্লাবয়িষ্যেঽহং তিষ্ঠ ত্বং কালভৈরব ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমুক্তো মহাবাহুর্গঙ্গয়া কালভৈরবঃ।
সংহৃত্য দণ্ডং তাং মেনে দেবীং শঙ্করগেহিনীম্
এবং সম্মানিতা তত্র ভৈরবেণ মহাত্মনা।
কামাখ্যাং দ্রষ্টুমুদ্যুক্তা গঙ্গা পূর্ব্বাননাভবৎ ॥
তদ্দর্শনায় রাজাপি কিঞ্চিৎকালং মহামতিঃ।
সারথিং বারয়ামাস শঙ্খধ্মানং ব্যরাময়ৎ ॥ ২১
এতস্মিন্নেব কালে তু জহ্নুঃ শঙ্খমবাদয়ৎ।
তচ্ছ্রুত্বা চাতিবেগেন গঙ্গা তস্যাশ্রমং যযৌ ॥২২
তত্র বেগেন গচ্ছন্তীং দৃষ্ট্বা গঙ্গাং ভগীরথঃ।
ভূয়ো দধ্মৌ মহাশঙ্খং মহাজলদনিস্বনম্ ॥ ২৩
তচ্ছব্দং সা নিশম্যাথ পূর্ব্বশঙ্খং বুবোধ চ।
জহ্নুনাম্না মুনীন্দ্রেণ কৃতং পরমতেজসা ॥ ২৪
ততঃ ক্রুদ্ধা ভগবতী গঙ্গা ক্রোধান্বিতা মুনে।
তস্যাশ্রমং প্লাবয়িতুং যযৌ বেগং সমাশ্রিতা ॥২৫
তজ্জ্ঞাত্বা স মুনিশ্চাপি ব্রহ্মতেজোবলেন বৈ
গণ্ডূষীকৃত্য তাং গঙ্গাং সমস্তাং সিপপৌ হঠাৎ ॥
ততঃ সমভবচ্ছব্দো হাহেতি দিবি সর্ব্বতঃ।
ক্ষিতৌ চ মনুজাদীনাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং
তদা ॥ ২৭
রুরোদ রাজা দুঃখার্ত্তঃ পৃথ্বী দুঃখমবাপ চ।
দিশশ্চ ব্যাকুলা আসন্ ম্লানতেজা দিবাকরঃ ॥
ততো রুদন্তং তং বীক্ষ্য রাজানং ভক্তবৎসলা
উবাচ শঙ্খং ত্বমরং বাদয়স্ব ভগীরথ ॥ ২৯
ন মাং সংরক্ষিতুং শক্তঃ কোঽপি লোকে
মহামতে।
ত্বচ্ছঙ্খনিঃস্বনাকৃষ্টমানসামতিবেগিনীম্ ॥ ৩০
গঙ্গয়ৈবং সমাদিষ্টো রাজা হৃষ্টমনাঃ পুনঃ।
দধ্মৌ শঙ্খং মহাশব্দং ক্ষোভয়ন্ ধরণীতলম্ ॥৩১

রক্ষক আমি ভৈরব, তুই কি জানিস্ না? অনন্তর গঙ্গাদেবী সেই উদ্যদ্দণ্ডধর ঘোর যুগান্তক কালসদৃশ ভীমলোচন ভৈরবকে বলিলেন,—ভৈরব! আমি দ্রবময়ী গঙ্গা দেবী শঙ্করগৃহিণী, শম্ভুমৌলি হইতে নিঃসৃতা হইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন নিমিত্ত কাশী-সন্নিধানে আসিয়াছি, কাশী প্লাবিত করিব না, তুমি শান্ত হও। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—গঙ্গাদেবী এই কথা বলিলে কালভৈরব দণ্ড সংহৃত করিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। তিনি ভৈরব কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিতা হইয়া কামাখ্যা দর্শনের জন্য তথা হইতে পূর্ব্ব মুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নৃপতি সারথিকে রথচালনা করিতে নিষেধ করিলেন এবং নিজেও আর শঙ্খ পূরণ করিলেন না। এমন সময় জহ্নুমুনি শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিয়া গঙ্গাদেবী মুনির আশ্রমের দিকে বেগে ধাবিত হইলেন। দেখিয়া ভগীরথ পুনরায় মহাজলদনাদে শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। এই শব্দ শ্রবণ করিয়া গঙ্গা দেবী, পূর্ব্ব শঙ্খনিনাদ জহ্নুমুনিকৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ইহারই ফলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির আশ্রম প্লাবিত করিবার জন্য বেগে তদাভিমুখে প্রবাহিত হইলেন।১—২৫। তদ্দর্শনে মুনি ব্রহ্মতেজোবলে তাঁহাকে সহসা গণ্ডূষ করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। তখন স্বর্গে দেবগণের ও মর্ত্ত্যে মনুজগণের মহান্ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা ভগীরথ দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবী দুঃখিতা হইলেন। দিক্ সকল ব্যাকুল হইল। দিবাকর ম্লান হইলেন। ভক্তবৎসলা দেবী রাজাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, বৎস ভগীরথ! তুমি কাঁদিও না, শাঁক বাজাও। তোমার শঙ্খধ্বনিতে আমার মন আকৃষ্ট হইলে আমি অতি বেগবতী হই, তখন আর আমাকে কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। গঙ্গা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনা রাজা পুনরায় মহাশব্দে

জহ্নুনা ... মহাদেবী জাহ্নুং নির্ভিদ্য তৎক্ষণে
নিঃসসার মহাবেগা সমুদ্যতিতরঙ্গিণী ॥ ৩২
নির্গতায় তাং দেবীং গঙ্গাং শম্ভুমনোরমাম্
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য স্তোত্রমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

জহ্নুরুবাচ।

ত্বং পরমাসি শক্তিরতুলা,
সর্ব্বাশ্রয়া পাবনী
লোকানাং সুখমোক্ষদাখিলজগৎ-
সংবন্দ্যপাদাম্বুজা।
ন ত্বাং বেদ বিধির্ন বা স্মররিপু-
র্নো বা হরির্বাপরে,
সঞ্জানন্তি শিবে মহেশশিরসো,
মন্তে কথং বেদ্যাহম্ ॥ ৩৪
কিন্তেঽহং প্রবদামি রূপচরিতং
যচ্চেতসো দুর্গমং,
পারাপারবিবর্জ্জিতং সুরধুনি,
ব্রহ্মাদিভিঃ পূজিতে।
স্বেচ্ছাচারিণি সংবিতত্য করুণাং,
স্বীয়ৈর্গুণৈর্মাং শিবে,
পুণ্যে ত্বং কৃতাগসং শরণগং,
গঙ্গে ক্ষমস্বাধুনা ॥ ৩৫
ধন্যং মে ভুবি জন্ম কর্ম্ম চ তথা,
ধন্যং তপো দুষ্করং,
ধন্যং মে নয়নং যতস্ত্রিনয়না-
রাধ্যাং প্রপশ্যাম্যহং।
ধন্যং মৎকরযুগ্মকং তব জলং,
স্পৃষ্টং যতস্তেন বৈ,
ধন্যো মত্তনুরেপ্যহো তব জলং,
তস্মিন্ যতঃ সংস্থিতম্ ॥ ৩৬
নমস্তে পাপসংহর্ত্রি ভবমৌলিবিরাজিতে।
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং হিতায় ধরণীং গতে ॥ ৩৭
স্বর্গাপবর্গদে দেবি গঙ্গে পতিত পাবনি।
ত্বামহং শরণং যাতঃ প্রসন্না মাং সমুদ্ধর ॥ ৩৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং স্তুতা মুনীন্দ্রেণ গঙ্গা তং মুনিসত্তমম্
দিব্যরূপধরোবাচ সুপ্রসন্নমুখাম্বুজা ॥ ৩৯

গঙ্গোবাচ।

অহং তব সুতা তাত যতস্ত্বদ্দেহনির্গতা।

শঙ্খ নাদিত করিলেন, সেই শঙ্খনাদে ধরণীতল ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। সেই শঙ্খনাদ শ্রবণে মহাবেগশালিনী মহাদেবী প্রবল তরঙ্গভঙ্গসহ মুনিবরের জানুদেশ ভেদ করিয়া সহসা নিঃসৃতা হইলেন। মুনি সেই গঙ্গাদেবীকে শম্ভুপত্নী বলিয়া জানিতে পারিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক তখন এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে জননি! তুমি পরমা শক্তি, অতুলা, সর্ব্বাশ্রয়া, পাবনী লোক-সুখ-মোক্ষদা, এবং অখিল-জগদ্বন্দনীয়পদাম্বুজা। হে মাতঃ! তোমাকে না বেদ, না বিধি, না হর, না হরি, না অপর কেহ কেহই জানে না। হে শিবে! তুমি মহেশ্বরশিরশ্চারিণী, তোমার মহিমা জানিব কিরূপে? মাতঃ! আমি তোমার রূপ ও চরিত্রের কথা আর কি বলিব? তাহা চিত্তেরও দুর্গম, এবং পারাবারবিবর্জ্জিত। হে সুরধুনি! তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণকর্তৃক পূজিত! হে স্বেচ্ছাবিহারিণি! হে পুণ্যে! আমি কৃতাপরাধ শরণাপন্ন; করুণা বিতরণ করিয়া স্বীয়গুণে আমায় ক্ষমা কর। হে গঙ্গে! ভূতলে আমার জন্ম কর্ম্ম সকলই ধন্য, কঠোর তপস্যা ধন্য। আপনি ত্রিনয়-নারাধ্যা, আপনাকে দেখিলাম বলিয়া আমার নয়নও ধন্য। আমার করযুগল ধন্য, যেহেতু তাহারা তোমার জল স্পর্শ করিয়াছে। হে হরমৌলিবিরাজিতে! আমার তনুও ধন্য, যেহেতু তাহাতে তোমার জল রহিয়াছে,—হে পাপসংহর্ত্রি! তোমাকে নমস্কার। মা, তুমি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত ধরণীতলে আগমন করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে স্বর্গাপবর্গদায়িনি পতিতপাবনি দেবি! আমি তোমার শরণ লইলাম, এ বিপন্নকে উদ্ধার কর।২৯—৩৮। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—মুনীন্দ্র এই প্রকার স্তব করিলে দেবী দিব্যরূপ ধারণ করত প্রসন্নপঙ্কজাননে তাঁহাকে বলি-

তব নাস্ত্যপরাধোঽত্রেশেম ত্বং সুস্থিরো ভব।
অদ্য প্রভৃতি মে নাম জাহ্নবীত্যভবৎ পিতঃ
কীর্ত্তিস্তেবং মুনিশ্রেষ্ঠ লোকে খ্যাতা ভবিষ্যতি
যে স্মরন্তি চ লোকেঽত্র জাহ্নবীতি সকৃন্মুনে।
ন তেষাং প্রভবিষ্যন্তি পাপং বা দুঃখমেব বা
ত্বঞ্চ মে পরমো ভক্তস্তবৈতচ্চরিতঞ্চ যে।
স্মরিষ্যন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং তুষ্টা স্বহং সদা। ৪৩

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবমাভাষ্য বহুধা গঙ্গা তং মুনিসত্তমম্।
পূজিতানেন সম্ভক্ত্যা গন্তুমিচ্ছুর্মহামতিম্। ৪৪
রাজানমব্রবীদ্বাক্যং পুণ্যকীর্ত্তিং ভগীরথম্। ৪৫

গঙ্গোবাচ।

ত্বয়া সম্প্রার্থিতা তাত ত্যক্ত্বা বিষ্ণোঃ শরীরকম্
আগতাহং মহীপৃষ্ঠং তেনৈব বশগা তব। ৪৬
পূর্ব্বগাহং সমভবং কামাখ্যাদর্শনেচ্ছয়া।
তত্র প্রথমমেবাস্য মুনিনা সহ বৈশসম্। ৪৭

তত্তাং পৃচ্ছামি তে যত্র গমনে বর্ত্ততে রুচিঃ।
তত্রাহমনুযাস্যামি যথারুচি তথা বদ। ৪৮

রাজোবাচ।

দক্ষিণস্যাং মুনেঃ শাপান্মম পূর্ব্বপিতামহাঃ।
ভস্মীভূতাস্ত তেষাং ত্বামুদ্ধারায় ধরাতলম্।
আনীতবানহং তেষামুদ্ধারায় ক্রতং ব্রজ। ৪৯

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং মহাবাহুঃ পুনঃ শঙ্খমপূরয়ৎ।
গঙ্গাপি প্রযযৌ পশ্চাদ্দক্ষিণাং দিশমেব হি। ৫০
ততো রাজা কিয়দ্দূরং গত্বা শ্রান্তো ভগীরথঃ।
বিশশ্রাম রথোপস্থে সারথিশ্চ শ্রমাতুরঃ। ৫১
এতস্মিন্নন্তরে জহ্নুমুনেঃ পুত্রী মহামতে।
পদ্মাভ্যবাদয়চ্ছঙ্খং দিদৃক্ষুর্ভগিনীং মুনে। ৫২
তচ্ছ্রুত্বা চকিতা দেবী তচ্ছব্দং প্রতি বেগিতা।
বহ্নিকোণমুখী প্রাগাৎ স্বল্পদূরং সুনিম্নগা। ৫৩
রাজা বিলোক্য গচ্ছন্তীং গঙ্গামন্যত্র তৎক্ষণাৎ
সারথিং কথয়ামাস বাহয়াশ্বান্ দ্রুতং রথে। ৫

লেন,—হে তাত! আমি! আপনার কন্যা; যেহেতু আমি আপনার দেহ হইতে নির্গত হইলাম। পূর্ব্বে আপনার আমার প্রতি কোনও অপরাধ হয় নাই, আপনি সুস্থির হউন। হে পিতঃ! অদ্য হইতে আমার নাম 'জাহ্নবী' হইল। ইহা আপনার কীর্ত্তি জানিবেন, হে মুনে! যাহারা এ জগতে জাহ্নবী স্মরণ করিবে, তাহাদের আর দুঃখ বা পাপ প্রশ্রয় পাইবে না। তুমি আমার পরম ভক্ত; তোমার এই চরিত যাহারা স্মরণ করিবে, তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা আমি তুষ্ট রহিব। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—গঙ্গাদেবী মুনিসত্তম জহ্নুকে এইরূপে সম্ভর্পিত করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হইয়া গমনের নিমিত্ত মহামতি পুণ্যকীর্ত্তি ভগীরথকে বলিলেন,—হে তাত! আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণুদেহ পরিত্যাগ করিয়া মহীপৃষ্ঠে আগমন করিয়াছি; সুতরাং আমাকে তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিবে। আমি কামাখ্যাদর্শন মানসে পূর্ব্বমুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমেই তাহাতে মুনির সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। এজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তোমার তথায় গমনে ইচ্ছা আছে কি না? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা বল, আমি তথায় তোমার অনুগমন করিব। রাজা বলিলেন,—আমার পূর্ব্বপিতামহগণ কপিলশাপে ভস্মীভূত হইয়া দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি আপনাকে ধরাতলে আনয়ন করিয়াছি। অতএব আপনি দক্ষিণদিক্ অবলম্বনে গমন করুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভগীরথ পুনরায় শঙ্খপূরণ করিলেন। গঙ্গাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজা ভগীরথ এবং সারথি উভয়েই শ্রান্ত হইয়া রথোপস্থে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময় জহ্নুমুনির কন্যা পদ্মা ভগিনী গঙ্গাদেবীকে দেখিবার জন্য শঙ্খ বাদন করিলেন। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া দেবী বহ্নিকোণাভিমুখী হইয়া অল্পদূরমাত্র প্রবাহ করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে শঙ্খশব্দ

শঙ্খাভ্যন্ত্র নিশম্যৈব শঙ্খস্থানং বিমোহিতা
সম্ভাবতি যথা গাবো বৎসশব্দাভিকর্ষিতা ॥ ৫৫
এবমুক্তা স রাজাপি ক্রতং শঙ্খমবাদয়ৎ।
সারথিশ্চ রথং তূর্ণং চালয়ামাস নারদ ॥ ৫৬
তদাকর্ণ্য পুনর্দেবী রাজন্তং রথানুগা।
সমভূত্তেন পদ্মাপি ক্রুদ্ধা জলময়ী যতো ॥ ৫৭
সা তু পূর্ব্বাং দিশং প্রায়াদ্বিস্তীর্ণসলিলা নদী।
পুণ্যা বেগবতী সিন্ধুরাজস্যাপি সুসঙ্গতা ॥ ৫৮
ততঃ সা তু মহাদেবী গঙ্গা পাপপ্রণাশিনী।
বেগং পরমমাস্থায় দক্ষিণাং দিশমভ্যয়াৎ ॥ ৫৯
অন্বেষয়ন্তী সগরাত্মজাংস্তু সা,
সমুদ্রসান্নিধ্যমুপেত্য বেগিতা।
ধারাশতং সম্প্রবিভজ্য বিস্তৃতা,
বভৌ শতাস্যা কলনিঃস্বনাকুলা ॥ ৬০
সিন্ধুস্তদাজ্ঞায় সুরেশপূজিতাং,
গঙ্গাং মহাবেগবতীং সমাগতাম্।
আগত্য ধারাং পরিসম্বিবর্ত্ত্য বৈ,
অভ্যর্চ্চয়ৎ পুষ্পসুগন্ধিধূপকৈঃ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গাবতরণে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

করিয়া সারথিকে বলিলেন,—সখে! অশ্ব পরিচালন কর। গঙ্গাদেবী অন্তত্র শঙ্খ-শব্দ শ্রবণ করিয়া বিমোহিতা হইয়া বৎসশব্দাভিকর্ষিতা গাভীর মত নৃপতির প্রতি ধাবিত হইলেন; রাজাও শঙ্খ বাজাইলেন; সারথিও অবিলম্বে রথ চালাইয়া দিল। রাজার শঙ্খশব্দ শ্রবণে গঙ্গাদেবীও তাঁহার রথানুগামিনী হইলেন। তাহাতে পদ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া জলময়ীরূপে প্রতিভাত হইলেন। এই বিস্তীর্ণসলিলা পদ্মা পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তিনি পুণ্যা বেগবতী এবং সরিৎপতির সহিত সুসঙ্গতা হইয়াছেন। এদিকে পাপপ্রণাশিনী মহাদেবী গঙ্গা পরম বেগ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর তিনি সগরসন্ততিগণকে অন্বেষণ করিতে করিতে সমুদ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি বেগবতী হইয়া ধারাশত বিস্তৃত করিলেন। কলনিঃস্বনে আকুল হইয়া গঙ্গা এই স্থানে শতমুখী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সমুদ্র সুরেশপূজিতা মহাবেগবতী গঙ্গাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া ধারা বিবর্ত্তন করত গন্ধপুষ্প ধূপাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ৩৯—৬১।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সা সিন্ধুনা সঙ্গং সমবাপ্য মহামতে।
পরমং মোদমাপন্না বিবরং সমুপেত্য চ।
পাতালমুপসঙ্গম্য কপিলস্যান্তিকং যযৌ ॥ ১
কপিলশ্চ বিজ্ঞায় গঙ্গাং দেবাদিদুর্লভাম্।
আগতাং দেবতাগোন গন্ধাদ্যাদ্যৈঃ সমপূজয়ৎ ॥ ২
তেন সম্পূজিতা গঙ্গা প্রত্যুবাচ মহামুনিম্।
মুনে ব্রূহি দ্রুতং কুত্র সাগরা ভস্মরূপিণঃ ॥ ৩
ততঃ সন্দর্শয়ামাস মুনিঃ সগরসন্ততীঃ।
দৃষ্ট্বা গঙ্গাপি তদ্ভস্ম সমস্পৃশ্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৪
প্লাবয়ামাস বেগেন সর্ব্বতো ভস্মসাৎকৃতান্।
সাগরান্ সরিতাং শ্রেষ্ঠা গঙ্গা ত্রৈলোক্যগামিনী

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মহামতে! অনন্তর গঙ্গাদেবী সিন্ধুসঙ্গ লাভের পর, অতিশয় আনন্দ চিত্তে এক বিবর প্রাপ্ত হইয়া পাতালে গমন করিয়া কপিলাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কপিল ভাগ্যবশতঃ দেবদুর্ল্লভা গঙ্গা আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গঙ্গা মুনিকে বলিলেন,—হে মুনে! অবিলম্বে বলুন, কোথায় সেই ভস্মাবশেষ সাগরগণ অবস্থান করিতেছে? মুনি ভস্মাবশেষ সগরসন্ততিগণকে দেখাইয়া দিলেন। গঙ্গাদেবী তাহাদিগকে তদবস্থ

তৎক্ষণাৎ সাগরাত্মজা স্তু দিব্যরূপধরা মুনে।
অপূর্ব্বং রথমারুহ্য ব্রহ্মলোকমুপাগমন্ ॥ ৬
পিতৄণাং নিষ্কৃতিং দৃষ্ট্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
ননর্ত্ত স রথোপস্থে জয় গঙ্গেতি সংব্রুবন্ ॥ ৭
দধ্মৌ শঙ্খং মহাশব্দং রোমাঞ্চিতকলেবরঃ।
তেজস্বী তরুণাদিত্যসন্নিভো রাজবন্দিতঃ ॥ ৮
গঙ্গা তদ্ধ্বনিমাকর্ণ্য মহাবেগং সমাশ্রিতা।
বিবরদ্বারতো তস্য মর্ত্ত্যলোকমুপানয়ৎ ॥ ৯
ধারা তু সংস্থিতা চৈকা পাতালেঽপি সুনির্ম্মলা
খ্যাতা ভোগবতী সা তু সর্ব্বলোকফলপ্রদা ॥ ১০
সা হি ধারা ক্রমিতো গত্বা কারণং জলমাবিশৎ।
ব্রহ্মাণ্ডং ভাসতে যত্র মুনে শতসহস্রশঃ ॥ ১১
ভগীরথস্ত সম্পূজ্য গঙ্গাং সাগরসঙ্গতাম্।
প্রণম্য স্বপুরং প্রায়াৎ প্রসন্নাত্মা মহীপতিঃ ॥ ১২
এবং ভগবতী গঙ্গা বিষ্ণুদেহকৃতালয়া।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং পৃথিব্যাং সমুপাগমৎ ॥ ১৩
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং গঙ্গাবতরণং ক্ষিতৌ।
পাঠয়েৎ পঠয়েদ্বাপি তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥১৪
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য যশোবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং মঙ্গলং সর্ব্বতো ভবেৎ
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে বিপ্রসন্নিধৌ ভক্তিতৎপরঃ ॥
প্রপঠেদ্যে ইদং তস্য পিতরঃ পরমাং গতিম্।
সমুপায়ান্তি সন্তৃপ্তাঃ পাপিনোঽপি মহামতে ॥
অকালেঽপ্যথবা দেশে কৃতং দস্যাশ্রিতেন বা।
পিতৄণাং পরমপ্রীতিকারকং তদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥
একাদশীদিনে ভক্ত্যা যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ
তস্য গঙ্গাপ্রসাদেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯
অতুলং বর্দ্ধতে সৌখ্যং পুত্রদারাদিসঙ্কুলম্।
গৃহাশ্রমং শ্রিয়া যুক্তং ভবেদ্দেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ২০
কাশ্যাং যঃ প্রপঠেদেতৎ পুণ্যাখ্যানং মহামুনে
স সাক্ষাদেব বিশ্বেশো লোকানাং মোক্ষদায়কঃ
তস্য সন্দর্শনাৎ পাপী মুচ্যতে ঘোরপাতকাৎ ॥
সংক্রান্ত্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা যঃ পঠেদেতদুত্তমম্
পুণ্যাখ্যানং স চাপ্নোতি বাজিমেধফলাধিকম্।

দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে প্লাবিত করিলেন। প্লাবনমাত্রে তাহারা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া অপূর্ব্বরথে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল। তখন রাজা ভগীরথ পিতৃগণের উদ্ধার হইল দেখিয়া পরমানন্দে 'জয় গঙ্গা' বলিয়া রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং তিনি রাজবন্দিত, তরুণাদিত্যসঙ্কাশ ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া মহাশব্দে শঙ্খ বাদন করিলেন। গঙ্গা সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাবেগে সেই ভস্ম বিবরদ্বার দিয়া মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন। পাতালে তাহার একটী সুনির্ম্মল ধারা থাকিল। সেই ধারা 'ভোগবতী' নামে খ্যাতা ও সর্ব্বলোকফলপ্রদা। ভোগবতী ক্রমে কারণ জলে প্রবেশ করিয়াছেন,—যেখানে শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান। ওদিকে ভগীরথ সাগরসঙ্গতা গঙ্গার পূজা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ভগবতী বিষ্ণুদেহকৃতালয়া গঙ্গাদেবী সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। যে জন গঙ্গার ক্ষিতিতলাবতরণরূপ পুণ্য আখ্যান পাঠ করে বা করায়, মুক্তি তাহার করস্থিত জানিবে। অধিকন্তু তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, সুখলাভ, মঙ্গললাভ হয়। পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যে জন বিপ্র-নিকটে ভক্তিতৎপর হইয়া এই এই আখ্যান পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ পাপী হইলেও তৃপ্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। অকালে অথবা অদেশে দস্যাশ্রিত ব্যক্তিও যদি এই আখ্যান পাঠ করে, তাহা হইলেও সেই পাঠ, পাঠকারীর পিতৃতৃপ্তিকর হইয়া থাকে। একাদশীর দিন যে নর প্রীত হইয়া ইহা পাঠ করে, গঙ্গার প্রসাদে তাহার সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং দেবীর প্রসাদে অতুল সৌখ্য বর্দ্ধিত হয় ও পুত্রদারাদিসঙ্কুল গৃহাশ্রম শ্রীযুক্ত হয়। যে জন কাশীতে এই পুণ্যাখ্যান পাঠ করে, লোকমোক্ষদায়ক দেব বিশ্বেশ্বর তাহার সাক্ষাৎকৃত হন। আর উক্ত ব্যক্তির সন্দর্শনে ঘোরপাতক নাশ হয়। যেন জন

গঙ্গাতীরং সমভ্যেত্য স্নাত্বা নিয়মবান্বিতঃ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ন তস্যাস্তি সমো ভুবি ॥ ২৩
লিখিতং তিষ্ঠতে বাপি গেহে যস্যৈতদুত্তমম্।
তেষাং ন প্রভবেৎ কাপি দৌর্ভাগ্যং
বা রিপুঃ কচিৎ ॥ ২৪
আজন্ম গঙ্গাস্নানস্য ফলঞ্চাপি সমুদ্ভবেৎ ॥ ২৫
ন তস্য গ্রহপীড়া স্যাৎ বা বন্ধুবিয়োজনম্।
ন ব্যাধিপীড়নং বাপি জায়তে শত্রুতো ভয়ম্ ॥
গঙ্গাসমং ক্ষিতৌ তীর্থং বিদ্যতে ন মহামুনে।
তস্মাত্তস্যাঃ সমাখ্যানং মহাপুণ্যতমং স্মৃতম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গা-
মাহাত্ম্যং নামৈকসপ্ততিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সেয়ং সুরধুনী পুণ্যা মহাপাতকনাশিনী।
দর্শনাৎ স্পর্শনাল্লোকনির্ব্বাণফলদায়িনী ॥ ১

সংক্রান্তি ও পৌর্ণমাসীতে এই উত্তম আখ্যান পাঠ করে, সে বাজিমেধাধিক ফল প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাতীর প্রাপ্ত হইয়া স্নানান্তে নিয়মপূর্ব্বক এই আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিলে সে অদ্বিতীয় হয়। এই উত্তম আখ্যান যাহার গৃহে লিখিত থাকে, তাহার কদাচ দৌর্ভাগ্য হয় না; রিপু থাকে না; আজন্ম গঙ্গাস্নানের ফল হয়; এবং গ্রহ-পীড়া, বন্ধুবিয়োগ, ব্যাধিপীড়া ও শত্রুভয় সংঘটিত হয় না। হে মুনে! ক্ষিতিতলে গঙ্গাসম তীর্থ আর নাই। অতএব এই গঙ্গা-খ্যান মহাপুণ্যতম বলিয়া জানিবে। ১—২৭॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—সেই এই মহাপাতকনাশিনী পুণ্যা সুরধুনী, ইঁহার দর্শন ও স্পর্শনে ইনি অখিললোকের নির্ব্বাণ-

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি যীশাখ্যাং মুনিসত্তম।
গঙ্গায়া ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সংক্ষেপেণ সমাহিতঃ ॥ ২
প্রাতরুত্থায় যো গঙ্গাং হেলয়াপি নরঃ স্মরেৎ।
ন তস্যাশুভভীতিস্তু বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩
প্রবর্ত্ততে গৃহে সম্পদ্বিনশ্যন্ত্যাপদঃ ক্ষণাৎ।
পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি জন্মান্তরকৃতান্যপি ॥ ৪
ভবন্তি চ সুপুণ্যানি চাক্ষয়াণি মহামতে ॥ ৫
দুঃস্বপ্নদর্শনে বাপি বিপত্তাবতিদুর্গমে।
স্মৃত্বা গঙ্গাং সকৃন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬
ক্রিয়ারম্ভে স্মরেদ্দেবীং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
তদা সা সফলা ভূয়াদ্যথাবিধ্যকৃতাপি চ ॥ ৭
জপহোমাদিসংসক্তঃ প্রাকৃতং যদি ভাষতে।
তদা স্মৃত্বা সকৃদ্গঙ্গাং পুনঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৮
মুমূর্ষুর্যত্র কুত্রাপি যদি গঙ্গামনুস্মরেৎ।
তদা তন্মুক্তয়ে গঙ্গা সন্নিধৌ বসতে স্বয়ম্ ॥ ৯
সর্ব্বার্থসাধিনী গঙ্গা সর্ব্বপাপপ্রমোচনী।
সর্ব্বাশুভনিহন্ত্রী চ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী ॥ ১০

ফলদায়িনী হন। হে মুনিসত্তম! সম্প্রতি সংক্ষেপে ব্রহ্মরূপিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে নর প্রাতরুত্থান করিয়া হেলায়ও গঙ্গার নাম স্মরণ করে, ভুবনত্রয়ে কদাচ তাহার অশুভভীতি থাকে না; তাহার গৃহে সর্ব্বদা সম্পত্তি বিদ্যমান থাকে, বিপদ্রাশি সদ্যঃ বিনাশ হয়, জন্মান্তরকৃত পাপ সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অত্যুত্তম অক্ষয়পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। হে মহামতে! দুঃস্বপ্নদর্শন ও অতি দুর্গম বিপদে মানব একবার গঙ্গার স্মরণ করিয়া নিঃসংশয় মুক্ত হয়। ক্রিয়ারম্ভে যদি ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করে, তবে অবিধিকৃত হইলেও সে ক্রিয়া ফলবতী হইয়া থাকে। জপ হোমাদি কার্য্যে সংসক্ত ব্যক্তি যদি অসংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করে, তবে একবার গঙ্গা স্মরণ করিয়া পুনরায় কর্ম্মাচরণ করিবে। মুমূর্ষু মানব যে কোন স্থানে থাকিয়া গঙ্গা স্মরণ করেন, গঙ্গাদেবী তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং সেইস্থানেই

স্বর্গাপবর্গদা পুংসাং প্রত্যক্ষপ্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
যস্তাং নৈব স্মরেত্তস্য বিফলং জীবনং স্মৃতম্॥
সর্ব্বতীর্থকৃতস্নানৈঃ সর্ব্বদেবাভিপূজনৈঃ।
সর্ব্বযজ্ঞতপোদানৈঃ সর্ব্বতীর্থাভিদর্শনৈঃ॥ ১২
সর্ব্বাভিবন্দ্যপাদাব্জ-বন্দনৈঃ স্তবনৈরপি।
যথা ন জায়তে পুণ্যং তথা গঙ্গা স্মৃতের্ভবেৎ
নাম্নাং সহস্রমধ্যে তু সত্যং সত্যং মহামুনে।
ভগবত্যাঃ পরং নাম গঙ্গেতি সমুদীরিতম্॥ ১৩
নীচোঽপি কথিতঃ শ্রেষ্ঠো গঙ্গাস্মৃতিপরায়ণঃ।
প্রোক্তশ্চ উত্তমো নীচো গঙ্গাস্মৃতিপরাঙ্মুখঃ॥
ন গঙ্গাস্মরণং যত্র দিনে সমুপজায়তে।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং জ্ঞেয়ং মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্॥
মিথ্যাভাষণজং পাপং পরদারাদিসম্ভবম্।
অবৈধহিংসাজনিতং সুরাপানাদিজং তথা॥ ১৭
অন্যচ্চ দুরিতং কিঞ্চিদ্‌যদস্তি মহামতে।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি গঙ্গানামানুসংস্মৃতেঃ॥
গঙ্গামুদ্দিশ্য যো গচ্ছেন্নরঃ প্রযতমানসঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধঃ স্যাদ্বাজপেয়শতং তথা॥ ১৯
নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে গঙ্গামুদ্দিশ্য গচ্ছতাম্।
পাপানি প্রপলায়ন্তে গচ্ছতাঞ্চাপি দূরতঃ॥ ২০
মুমূর্ষুর্জাহ্নবীযাত্রাং কুরুতে যস্তু মানবঃ।
তং দৃষ্ট্বা দূরতো যান্তি যমদূতা ভয়ার্দ্দিতাঃ॥ ২১
দেহাবসানকং তস্য যত্র কুত্রাপি সম্ভবেৎ।
তত্রৈব মুক্তির্বিজ্ঞেয়া গঙ্গায়ান্তু বিশেষতঃ॥ ২২
গঙ্গামুদ্দিশ্য গচ্ছন্তং পথি ভাগ্যাদুপস্থিতম্।
আতিথ্যং কুরুতে যস্তু তস্য পুণ্যার্দ্ধকং স্মৃতম্
প্রণমেচ্চাপি তং যস্তু বিনয়েনাভিভাষতে।
সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত সত্যং সত্যং
ন সংশয়ঃ॥ ২৪
যস্তু মোহাত্তিরস্কুর্য্যাৎ স পাপাত্মা তু নারদ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ২৫
কৃতাপরাধো যদি বা ভবেদ্‌গঙ্গানুগো জনঃ।
সোঽপি ত্যাজ্যঃ ক্ষিতীশেন ন চ দণ্ড্যঃ কদাচন

সন্নিহিতা হন। গঙ্গা সর্ব্বার্থসাধিনী, অখিল কলুষনাশিনী, সর্ব্ব শুভনিবারিণী, সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী ও মানবগণের স্বর্গাপবর্গদাত্রী। যে তাঁহাকে স্মরণ না করে, তাহার জীবন বিফল। সর্ব্বতীর্থ স্নান, সর্ব্বদেবপূজন, সর্ব্ব যজ্ঞতপস্যাদান, সর্ব্ব তীর্থ দর্শন, এবং নিখিল লোকের অভিবন্দ্য গোবিন্দপদারবিন্দের বন্দন ও স্তুতি করিলে যে পুণ্য না হয়, একমাত্র গঙ্গাস্মরণে সেই পুণ্য হইয়া থাকে। হে মহামুনে! ভগবতীর সহস্র নামের মধ্যে সত্য সত্যই গঙ্গানাম পরম শ্রেষ্ঠ কথিত হয়। গঙ্গাস্মরণপরায়ণ নীচ নরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়; আর গঙ্গাস্মৃতিবিমুখ উত্তম মানবও অধম মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে, কিন্তু যে দিনে গঙ্গাস্মরণ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন জানিবে। গঙ্গাস্মরণকারীর মিথ্যাভাষণ-জনিত, পরদারজনিত, অবৈধ হিংসাজনিত ও সুরাপানাদিজনিত পাপ এবং অন্য যে কিছু পাপ, সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রযত মনে গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। জাহ্নবীর উদ্দেশে যাত্রাকারী নরগণের অখিল পিতৃলোক নৃত্য করেন, তাহার নিখিল পাপনিবহও দূরে পলায়ন করে। যে মুমূর্ষু মানব গঙ্গাযাত্রা করে, তাহার দর্শনে যমদূতগণ ভয়ার্দ্দিত হইয়া দূরে সরিয়া যায়। জাহ্নবীর উদ্দেশে যাত্রা করিয়া যে কোনও স্থানে মৃত্যু হউক না কেন, সেই-খানেই তাহার মুক্তি জানিবে; আর গঙ্গায় মৃত্যু হইলে ত তাহা সর্ব্বোত্তম। ১—২২। ভাগ্যবশে যে মানব গঙ্গাযাত্রীকে পথে আতিথ্য করায়, সে গঙ্গাযাত্রীর অর্দ্ধপুণ্য প্রাপ্ত হয়; আর যে নর তাহাকে প্রণাম কিংবা তাঁহার সহিত বিনয়সম্ভাষণ করে, সত্যসত্যই সে পাপ হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। হে নারদ! যে মানব মোহবশতঃ গঙ্গাযাত্রীকে তিরস্কার করে, সেই পাপাত্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার যাবৎ ঘোর নরকে পতিত হয়। গঙ্গাযাত্রীর অনুগামী মানব

গঙ্গামুদ্দিশ্য গচ্ছন্ শ্রান্তো যস্তু জলং পিবেৎ
কূপবাপীতড়াগানাং তস্য ভাগ্যং মহত্তরম্ ॥ ২৭
অশক্তো গমনে যস্তু ব্রজন্তং জাহ্নবীং প্রতি।
যানৈঃ প্রস্থাপয়েদ্বৎস তস্য পুণ্যং নিবোধ মে ॥
পিতরঃ পরমাং প্রীতিং প্রাপ্নুবন্তি চ শাশ্বতীম্।
পুণ্যঞ্চ জায়তে তস্য সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি ॥ ২৯
অন্তে চ মৃত্যুবিজয়ো নিশ্চিতং জাহ্নবীজলে
পৃথিব্যাং পরমা কীর্ত্তিঃ সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী।
শাশ্বতী জায়তে তস্য চান্তে গঙ্গাস্মৃতির্ভবেৎ।
গঙ্গাদর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহাপি নরঃ ক্ষণাৎ।
মুচ্যতে ঘোরপাপেভ্যো মুনে নাত্যত্র সংশয়ঃ
আগত্য প্রণমেদ্দেবীং যস্তু ভক্ত্যা সমাহিতঃ।
শরীরং সার্থকং তস্য নৃষু জন্ম চ সার্থকম্ ॥ ৩২
ধন্যাশ্চ পিতরস্তস্য স তু ধন্যতমঃ স্মৃতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে পাপং নাপি মৃত্যুভয়ং তথা ॥
অতুলং লভতে সৌখ্যং পরত্র চ মহামতে।

গঙ্গায়াং জায়তে মৃত্যুর্গঙ্গায়াস্মৃতিপূরঃসরম্ ॥ ৩৪
দর্শনাৎ কৃতকৃত্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো মানবানান্তু কা কথা ॥ ৩৫
সম্পর্কেণাপি যো গঙ্গাং সম্পশ্যতি মহামুনে।
ন সোঽপি যমদণ্ডং স্যাৎ কৃতপাপসহস্রকঃ ॥ ৩৬
অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি রহস্যমতি শোভনম্।
সেতিহাসং মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩৭
পুরাসীদতিদুর্ব্বৃত্তঃ শবরান্বয়সম্ভবঃ।
ব্যাধঃ পরমপাপাত্মা নাম্না সর্ব্বান্তকো বলী ॥ ৩৮
আজীবং বিনিহন্ত্যেব প্রাণিনঃ সুবহূন্ বলাৎ
মাংসাদি বিক্রয়ং কৃত্বা কুটুম্বভরণং কৃতঃ ॥ ৩৯
পরস্ত্রীগমনঞ্চক্রে পরদ্রব্যাপহারণম্ ।
ন তু ধর্ম্ম্যং কৃতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ তেন দুরাত্মনা ॥
স একদা বনং গত্বা হত্বানেকাবিধান্ পশূন্।
নদ্যাস্তীরং সমাসাদ্য শ্রান্তশ্চক্রেঽবগাহনম্ ॥ ৪১

যদি অপরাধী হয়, তথাপি নৃপতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ তাহাকে দণ্ডিত করিবেন না। গঙ্গার উদ্দেশে গমনকারী ব্যক্তি পরিশ্রান্ত হইয়া যাহার কূপ বাপী কিংবা তড়াগের জলপান করে, তাহার ভাগ্য অতি মহৎ। হে বৎস! জাহ্নবীর উদ্দেশে যাত্রা করিয়া মানব গমনে অসমর্থ হইলে যে জন তাহাকে যানে গঙ্গায় প্রেরণ করে, আমার নিকট তাহার পুণ্য বিদিত হও। তাহার পিতৃগণ পরম সনাতনী প্রীতি প্রাপ্ত হন; তাহার পাপ সকল বিনষ্ট ও পুণ্যলাভ হয়; অন্তকালে জাহ্নবীজলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে; পৃথিবীতে তাহার পরমাকীর্ত্তি ও পুত্রপৌত্রাদি অক্ষয় সন্ততিবিস্তার হয় এবং অন্তকালে গঙ্গাস্মরণ হইয়া থাকে। হে মুনে! সুরধুনীর দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও ক্ষণকাল মধ্যে ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি গঙ্গায় আগমন করিয়া সমাহিতমনে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করে, তাহার মানবজন্ম ও শরীর সার্থক। তাহার পিতৃগণ ধন্য এবং সে নিজেও পুণ্যতম বলিয়া অভিহিত হয়। হে মহামতে! তাহার পাপ ও মৃত্যু ভয় থাকে না; সে পরকালে অতুল সৌখ্যলাভ করিয়া থাকে। গঙ্গাস্মরণপরায়ণ মানব গঙ্গায় তনুত্যাগ করে। সকল দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণই গঙ্গাদর্শনে কৃতকৃত্য হন, মানবগণের বিষয় আর বক্তব্য কি? হে মহামতে! সম্পর্কক্রমেও যে মানব গঙ্গা দর্শন করে, সহস্র পাপ করিয়াও সে যমদণ্ড ভোগ করে না। ২৩—৩৬। হে মুনিসত্তম! এ বিষয়ে ইতিহাসসমন্বিত অতিশোভন রহস্যময় অত্যুত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে শবরবংশে সর্ব্বান্তক নামক অতি পাপাত্মা বলবান্ অতিদুর্ব্বৃত্ত এক ব্যাধ ছিল। ঐ অতিবলী ব্যাধ আজীবন জীবহিংসা করিত, মাংস বিক্রয় করিয়া কুটুম্ব পোষণ করিত। দুরাত্মা সর্ব্বান্তক পরস্ত্রী গমন ও পরদ্রব্য অপহরণ করিত, কদাচ ধর্ম্মকর্ম্ম করিত না। সে এক সময়ে বনপূর্ব্বক বিবিধ পশু বধ করিয়া শ্রান্তি বশতঃ নদীর তীরে আগমন করত অবগাহন

এতস্মিন্নন্তরে রাজা চিত্রসেনো মহাবলঃ ।
মৃগয়ার্থং সমায়াতস্তস্মিন্নেবহি কাননে ॥ ৪২
স দদর্শ দুরাত্মানং ব্যাধং-সর্ব্বান্তকাহ্বয়ম্ ।
মাংসভারসমাযুক্তং স্বপুরে গমনোদ্যতম্ ॥ ৪৩
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা দৃষ্ট্বা মৃগোত্তমম্ ।
বাণং ধনুষি সন্ধায় লক্ষ্যঞ্চক্রে মহাবলঃ ॥ ৪৪
মৃগস্তু বীক্ষ্য রাজানমুদ্যতাস্ত্রং মহৌজসম্ ।
প্রত্যধাবত বেগেন রাজা বাণং সমাদিশত্ ॥
তেন বিদ্ধো মৃগঃ সোঽপি তস্য ব্যাধস্য সন্নিধিম্
উপাগমন্মুনিশ্রেষ্ঠ স্রবদ্রক্তপরিপ্লুতঃ ॥ ৪৬
ব্যাধস্তু দৃষ্ট্বা রাজানং মৃগং দৃষ্ট্বা চ বিহ্বলম্ ।
পাশেন বদ্ধা জগৃহে রাজা তত্তু ব্যলোকয়ত্ ॥ ৪৭
ততঃ স রাজাপ্যাগত্য ক্রুদ্ধস্তং পাপচেতসম্ ।
ববন্ধ বলবান্ পাশৈর্বিবিধৈর্মুনিসত্তম ॥ ৪৮
ততস্তু মৃগমাদায় রাজা তঞ্চাপি পাপিনম্ ।
স্বপুরং প্রতি নির্যাতঃ সমারুহ্য হয়োত্তমম্ ॥ ৪৯
ততো নাবঃ সমারুহ্য গঙ্গাং রাজা সমাতরত্ ।
ব্যাধো দদর্শ তাং দেবীং তদা সম্পর্কতো মুনে
ততো রাজা সমাগত্য পুরন্তং পাপচেতসম্ ।
কারানিগারে সংক্রুদ্ধঃ স্থাপয়ামাস দুঃসহে ॥ ৫১
ততঃ কালে গতে তত্র ব্যাধঃ সর্ব্বান্তকাহ্বয়ঃ ।
মমার বদ্ধা তং পাশৈর্যমদূতা উপাগমন্ ॥ ৫২
এবস্মিন্নেব কালে তু শিবদূতাঃ শিবাজ্ঞয়া ।
নির্জ্জিত্য যমদূতাংস্তান্ শিবলোকমুপানয়ন্ ॥ ৫৩
ততস্তে নির্জ্জিতা দূতা ধর্ম্মরাজমুপেত্য চ ।
ন্যবেদয়ন্ যথা বৃত্তং শিবদূতাভিচেষ্টিতম্ ॥ ৫৪
তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্তু চিত্রগুপ্তং মহামতিম্ ।
প্রপচ্ছ এষ ব্যাধঃ কিং নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিম্
পশ্যাস্য বিদ্যতে পাপং পুণ্যং বাপি তথা কিয়ত্
বিনা পাপং ন পশ্যামি পুণ্যং কিঞ্চিদহং পুনঃ ।
ততঃ স চিত্রগুপ্তস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচকঃ ।

করিয়াছিল। ইত্যবসরে চিত্রসেন নামক মহাবল মহীপতি মৃগয়ার্থ সেই কাননে আসিয়া মাংসভারাক্রান্ত দুরন্ত ব্যাধকে স্বীয়পুরে গমনোদ্যত দেখিলেন। এই সময় রাজা শরাসনে শর সন্ধান করিয়া এক উত্তম মৃগকে লক্ষ্য করিলেন। মৃগ উদ্যতাস্ত্র মহাতেজস্বী রাজাকে অবলোকন করিয়া মহাবেগে প্রধাবিত হইল। রাজা বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মুনিসত্তম! মৃগ সেই রাজার শরে বিদ্ধ হইয়া ব্যাধ সন্নিধানে উপনীত হইল। তখন মৃগের গাত্র হইতে শোণিত ক্ষরিত হইতেছিল এবং সেই শোণিতে তাহার শরীর পরিপ্লুত হইয়াছিল। ব্যাধ তখন রাজাকে দেখিতে পাইয়াও মৃগকে বিহ্বল দেখিয়া তাহাকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া গ্রহণ করিল। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর সেই বলবান্ রাজা আগমন করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ পাশ দ্বারা সেই পাপমতি ব্যাধকে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। হে মুনিসত্তম! তার পর পাপ ব্যাধ ও মৃগকে গ্রহণ করিয়া উত্তম অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। এই সময় নরপতি নৌকারোহণে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন। হে মুনে! ব্যাধ তখন সম্পর্কতঃ গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিল। অনন্তর রাজা নিজপুরে আসিয়া রোষবশে সেই পাপচেতা ব্যাধকে দুঃসহ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কালক্রমে সর্ব্বান্তকের অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে যমদূতগণ আগমন করিয়া তাহাকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিল। ইত্যবসরে শিবদূতগণও শিবাজ্ঞায় যমদূতদিগকে পরাজিত করিয়া ব্যাধকে শিবলোকে লইয়া গেল। অতঃপর নির্জ্জিত যমদূতেরা ধর্ম্মরাজসমীপে উপস্থিত হইয়া শিবদূতগণের কার্য্য যথাযথ নিবেদন করিল। মহামতি যমরাজ দূতগণের নিকট ব্যাধের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ব্যাধ কিরূপে শিবপুরে নীত হইল? দেখ,—ইহার কি পাপ বা পুণ্য বিদ্যমান? আমি ত ইহার পাপ ব্যতীত পুণ্য কিছুই দেখিতেছি না। অনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচক চিত্রগুপ্ত যমসমীপে সেই

ত্বয়েদন্তু সম্পর্কাদগঙ্গাদর্শনমুত্তমম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫৭
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং প্রাপ্য ধর্ম্মরাজো মহামতিঃ ।
গঙ্গাং প্রণম্য দূতাংস্তানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৮

ধর্ম্মরাজ উবাচ ।

দূতাঃ পশ্যন্তি যে গঙ্গাং সম্পর্কেণাপি পাবনীম্
ন তে কদা চন্মে দণ্ড্যা অপি পাপশতৈর্যুতাঃ ॥
যে স্মরন্তি সকৃদ্গঙ্গাং দেবীং পতিতপাবনীম্ ।
ন তে কদ চিন্মে দণ্ড্যা অপি পাপশতৈর্যুতাঃ ॥
যে ধ্যায়ন্তি চ সদ্ভক্ত্যা দেবীং তাং দ্রবরূপিণীম্
ন তেঽপি মম দণ্ড্যা বৈ কৃতপাপশতা যদি ॥ ৬১
যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি তাং গঙ্গাং নিমজ্জন্তি চ চাম্ভসি
ন তে কদাচিন্মে দণ্ড্যা মহাপাতকিনো যদি ॥
গঙ্গায়াং ত্যক্ততাং দেহমহমাজ্ঞাবশঃ স্বয়ম্ ।
তে ন যম্যাঃ সুরেন্দ্রাণাং দণ্ডাশঙ্কাস্তি তৎকুত

চিত্রসেন নৃপসম্পর্কে ব্যাধের মহাপাতক এমন কি সর্ব্বপাপনাশক সেই পুণ্য গঙ্গা-দর্শন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। হে মহামতে! যমরাজ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া দূতগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ।৩৭—৫৮ ।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে দূতগণ! যাহারা সম্পর্কক্রমেও পাবনী গঙ্গা দর্শন করে, শত-পাপযুক্ত হইলেও তাহারা আমার দণ্ড্য নহে। যাহারা পতিতপাবনী দেবী গঙ্গাকে একবার মাত্র স্মরণ করে, শত পাপযুক্ত হইলেও তাহারা কদাচ আমার দণ্ড্য নহে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক সেই দ্রবরূপিণী দেবী গঙ্গাকে সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহারা যদি শতপাপযুক্ত হয়, তথাপি আমার দণ্ডনীয় হয় না। যাহারা তাঁহাকে পূজা করে বা তদীয় জলে নিমজ্জিত হয়, মহাপাতকী হইলেও তাহারা আমার দণ্ড্য নহে। যাহারা স্বয়ং গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন করেন, আমি নিজেই তাঁহাদের আজ্ঞাধীন; তাঁহারা সুরেন্দ্রগণের নিয়ম্য নহেন। সুতরাং তাঁহাদের দণ্ডাশঙ্কা

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্যেবং বিনিশম্য তে যমভটা,
গঙ্গাপ্রভাবং মুনে,
বক্ত্রাচ্ছ্রীযমরাজধর্ম্মবিদুষো,
জগ্মুঃ পরং বিস্ময়ম্ ।
অধ্যায়ং প্রপঠেৎ সমাহিতমনা,
যশ্চৈনমত্যুত্তমং,
নো ভীতিঃ খলু বিদ্যতে যমভটা,
তস্যেহ পাপাদপি ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গামাহাত্ম্যে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

গঙ্গায়ান্তু কৃতস্নানো মুচ্যতে ঘোরপাতকাৎ ।
পতিতোঽপি মহাদেব্যাঃ প্রসাদান্মুনিসত্তম ॥ ১
বিনা মন্ত্রাদিভিশ্চাপি সদ্ভক্তিনিবহৈরপি ।
সকৃৎ স্নাত্বা নরোজ্ঞানাদজ্ঞানাদপি মুচ্যতে ॥ ২
অনন্তং জায়তে পুণ্যমক্ষয়ং সপ্তজন্মসু ॥ ৩

কোথায়? শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনে! যমদূতগণ ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। যে মানব সমাহিতমনে এই অত্যুত্তম অধ্যায় পাঠ করে, এ সংসারে তাহার যমদূতভয় বা পাপভীতি থাকে না। ৫৯—৬৩

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম, গঙ্গাস্নায়ী পতিত ব্যক্তিও মহাদেবী গঙ্গার প্রসাদে ঘোর পাতক হইতে মুক্ত হয়। জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, মন্ত্রাদি কিংবা উত্তম ভক্তি না থাকুক, একবার মাত্র গঙ্গাস্নানে মানব মুক্ত হয়। তাহার

বিত্তং পরমসৌখ্যঞ্চ লভতে জাহ্নবীতটে।
বিধানেন কৃতস্নানো ভক্ত্যা গঙ্গাজলে মুনে॥
নির্মুক্তপাপঃ পরমং পদং যাতি নরোত্তমঃ॥৪
অন্যত্রাপি স্মরন্ গঙ্গাং যদি স্নানং সমাচরেৎ।
তদাতু লভতে পুণ্যং গঙ্গাস্নানস্য তুল্যকম্।
প্রাতঃ স্নানন্তু যঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং জাহ্নবীজলে।
স পুণ্যাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ শম্ভুরিবাপরঃ॥৬
তং দৃষ্ট্বা পাপিনঃ পাপামুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
তুলামকরমেষেষু প্রাতঃ স্নানং বিধানতঃ।
যঃ কুর্য্যাজ্জাহ্নবীতোয়ে তস্য পুণ্যং নিবোধ মে।
উদ্ধৃত্যোভয়বংশানাং পিতৄণাং বহুকোটিশঃ।
স্বয়ং শম্ভুতামেতি দেহং ত্যক্ত্বা ন সংশয়ঃ॥৮
মহাযজ্ঞসহস্রাণি ব্রতপূজাশতানি চ।
নার্হন্তি জাহ্নবীস্নানকলামেকাং মহামুনে॥৯
মাঘস্য শুক্লসপ্তম্যাং গঙ্গায়ামরুণোদয়ে।
স্নাত্বা প্রমুচ্যতে পাপী জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥১০
তস্মিন্নেব দিনে সূর্য্যং পূজয়ন্ জাহ্নবীতটে।
মুক্তো ভবেন্মহারোগাদ্রোগী সত্যং ন সংশয়ঃ।
পৌর্ণমাস্যাং নরঃ স্নাত্বা বিধিবজ্জাহ্নবীজলে।
নির্মুক্তপাপঃ সাযুজ্যমন্তে প্রাপ্নোতি শম্ভুনা॥
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ জাহ্নবীম্
মহাপাতকলক্ষেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৩
চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং স্নাত্বা বিধিবিধানতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্॥১৪
আরোগ্যমতুলৈশ্বর্য্যং যদন্যচ্চ মনোগতম্।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে গঙ্গাপ্রসাদান্মুনিসত্তম॥১৫
অন্যত্রাপি দিনে যস্মিন্ কস্মিন্নপি মহামতে।
স্নাত্বা পাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্॥১৬
সন্তর্পয়ন্তি গঙ্গায়াং পিতৄন্ যে তু সমাহিতাঃ।
তেষান্তু পিতরো যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥১৭
উদ্ধৃত্য গঙ্গাসলিলং নান্যত্র তর্পয়েৎ পিতৄন্।

অনন্ত পুণ্য হয় এবং সেই পুণ্য সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। হে মুনে! যথাবিধি গঙ্গাস্নানকারী নর জাহ্নবী-তীরে জন্মগ্রহণ করে, তাহার বিত্তেও পরম সৌখ্যলাভ হয়। হে নরোত্তম! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক জাহ্নবীজলে যথাবিধি স্নান করে, সে পাপনির্মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অন্যত্রও যদি গঙ্গাস্মরণ করিয়া স্নান করে, তথাপি গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। হে মুনিসত্তম! যিনি জাহ্নবী-জলে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন, তিনি সুপুণ্যাত্মা এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবমূর্ত্তি; তাঁহাকে দর্শন করিয়া পাপী সকল কলুষ-নির্ম্মুক্ত হয়; এ বিষয়ে সংশয় নাই। কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে যথাবিধি প্রাতঃস্নান করে, আমার নিকট তাহার পুণ্য বিদিত হও। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বহুকোটি পুরুষ উদ্ধার করিয়া দেহাবসানে স্বয়ং শিবত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে মহামুনে! সহস্র মহাযজ্ঞ ও শত শত ব্রত-পূজাদিও গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নানের তুল্য হইতে পারে না। মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে অরুণোদয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপী জন সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ঐ দিনে গঙ্গাতীরে সূর্য্যপূজা করিয়া রোগী মহারোগ হইতে মুক্ত হয়, ইহা সত্য ও সংশয়শূন্য। মানব পূর্ণিমায় যথাবিধি গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পাপবিমুক্ত হয় এবং দেহাবসানে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মানব গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাদর্শন করিয়া লক্ষ মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বিধিবিধানে গঙ্গাস্নান করিয়া মানব সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে মুনি-পুঙ্গব! গঙ্গার প্রসাদে সে ব্যক্তি আরোগ্য, অতুল সম্পদ্ এবং অন্য যে কিছু মনোগত, তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহামতে! অন্যত্রও যে কোন দিনে প্রাতঃস্নান করিলে পাপবিমুক্তি ও পরমপদ প্রাপ্তি হয়। ১—১৬। যাহারা সমাহিতমনে গঙ্গায় পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহাদের পিতৃগণ অনায়াসে ব্রহ্মলোক লাভ করেন।

তর্পয়েদ্ যদি মোহেন প্রায়শ্চিত্তী ভবেত্তদা। ১৮
পিতৄন্ সন্তর্পয়েদ্ যোঽহি গঙ্গায়াং সুসমাহিতঃ।
স এব প্রোচ্যতে পুত্রো নাস্তঃ পুত্রঃ সমুচ্যতে
গঙ্গাতীর্থং সমাসাদ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্চ পার্ব্বণম্।
পিতৄণাং তৃপ্তয়ে মর্ত্ত্যস্তথা নরকং ব্রজেৎ। ২০
গঙ্গামুদ্দিশ্য গচ্ছন্তং বীক্ষ্য তস্য পিতামহাঃ।
শ্রাদ্ধং বুভুক্ষতে সর্ব্বে নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ। ২১
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শ্রাদ্ধাভাবে যতো মুনে
তস্মাৎ স নিরয়ং যাতি যদি শ্রাদ্ধং ন চাচরেৎ
গঙ্গাসলিলপঙ্কস্তু দুর্লভং দৈবতৈরপি।
তদন্নেন কৃতে শ্রাদ্ধে পিতরো যান্তি নির্বৃতিম্।
সন্তুষ্টাঃ পিতরো যস্য তস্য জন্ম চ সার্থকম্।
বিফলং জীবনং তস্য পিতরো যস্য কোপিতাঃ
ক্রুদ্ধে পিতৃগণে নূনং ধর্ম্মো নৈব প্রজায়তে।
তস্মাৎ পিতৄন্ সুসন্তর্প্য ধর্ম্মকর্ম্ম সমাচরেৎ। ২৫
গঙ্গায়াং যদি ভাগ্যেন চন্দ্রসূর্য্যগ্রহং লভেৎ।
তদা স্নাত্বা পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিধিবিধানতঃ। ২৬
অক্ষয়ং তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৄণাং তৃপ্তিকারকম্।
গয়াশ্রাদ্ধশতশ্রেষ্ঠং নির্ব্বাণপদদায়কম্। ২৭
পুরক্রিয়াং তদা কৃত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেৎ পুমান্
অসাধ্যং সাধয়েচ্চাপি শিবতুল্যো ভবেৎ স্বয়ম্
পুরশ্চরণকৃচ্ছ্রাদ্ধং কারয়েদন্যতোঽপি চ।
ন শ্রাদ্ধবিরহং কুর্য্যাৎ কদাচিদপি মোহতঃ। ২
অক্ষয়ায়াং যুগাদ্যায়াং স্নাত্বা বৈ জাহ্নবীজলে
পিতৄন্ সন্তর্প্য দত্ত্বা চ ন পুনর্জন্মভাগ্ভবেৎ।
গঙ্গায়াস্তু পুরশ্চর্য্যাং কৃত্বা পাপবিবর্জ্জিতঃ।
সিদ্ধমন্ত্রো মহাজ্ঞানী বিহরেৎ সাধকোত্তমঃ।
দানং ধ্যানং জপো হোমো হ্যর্চ্চনং শ্রাদ্ধক
বহুপুণ্যকরং প্রোক্তং গঙ্গায়াং মুনিসত্তম। ৩২
গঙ্গায়াং মোহতো নৈব বিণ্মূত্রং বিসৃজেন্নরঃ।
বিসৃজেন্নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ৩৩

গঙ্গার জল তুলিয়া লইয়া অন্যত্র পিতৃগণের তর্পণ কর্ত্তব্য নহে। যদি মোহবশতঃ তর্পণ করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তী হয়। যে সুসমাহিতমনে গঙ্গায় পিতৃতর্পণ করে, সেই ব্যক্তিই পুত্রপদবাচ্য, অন্য পুত্র পুত্রই নহে। গঙ্গাতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, অন্যথা নরকে পতিত হয়। গঙ্গার উদ্দেশে গমনকারীকে অবলোকন করিয়া তদীয় পিতামহগণ শ্রাদ্ধভোজনে অভিলাষী হন, নৃত্য করেন, হাস্য করিতে থাকেন। হে মুনে! গঙ্গাতীরে আসিয়া শ্রাদ্ধ না করিলে তাঁহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া যান; অতএব শ্রাদ্ধ না করিলে নরকে গমন হইয়া থাকে। গঙ্গাজলে পঙ্ক দেবগণেরও দুর্লভ, আর সেই গঙ্গাজলপঙ্ক দ্বারা শ্রাদ্ধ কৃত হইলে পিতৃগণ নির্বৃতি লাভ করেন। যাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার জন্ম সার্থক; আর যাহার পিতৃগণ রুষ্ট হন, তাহার জীবন বৃথা। পিতৃগণ রুষ্ট হইলে মানবদিগের ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়, অতএব পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করিবে। ভাগ্যক্রমে যদি গঙ্গায় চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণ লাভ হয়, তবে বিধিবিধানে গঙ্গাস্নান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ঐ শ্রাদ্ধ শত গয়াশ্রাদ্ধ অপেক্ষা উত্তম ও নির্ব্বাণপদদায়ক; আর সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় ও পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ হয়। গ্রহণে গঙ্গাতীরে পুরশ্চরণ করিলে মানব মন্ত্রসিদ্ধ হয়, সে অসাধ্যসাধন করে এবং স্বয়ং শিবতুল্য হইয়া থাকে। অন্যত্র পুরশ্চরণ করিলেও শ্রাদ্ধ করিবে, কদাচ মোহবশতঃ শ্রাদ্ধরহিত পুরশ্চরণ কর্ত্তব্য নহে। অক্ষয়া ও যুগাদ্যায় জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ ও দান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। পাপবর্জ্জিত সাধকোত্তম গঙ্গায় পুরশ্চরণ করিয়া মহাজ্ঞানী ও মন্ত্রসিদ্ধ হন। হে মুনিসত্তম! দান, ধ্যান, জপ, হোম, পূজা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ গঙ্গাজলে এ সকল বহুপুণ্যজনক বলিয়া কথিত হয়। ১৭-৩২। গঙ্গাজলে মলমূত্র পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, মানব মোহবশতঃ উহা করিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল যাবৎ নরকে বাস করিয়া

অসত্যভাষণং লোভং হিংসাঞ্চ পরনিন্দনম্ ।
পরদ্রোহাদিকং পাপং বর্জ্জয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥৩৪
যদি কুর্য্যাচ্চ মোহেন তদা তৎপাপশান্তয়ে ।৫
কৃত্বা স্নানং নমস্কৃত্য ক্ষেত্রাদন্তর্হিতো ভবেৎ ।
যস্তু গঙ্গাং মহাদেবীং প্রকৃতিং নীররূপিণীম্ ।
নদীতি মন্যতে মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্
সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ী পূর্ণা লোকানাং ত্রাণহেতবে ।
দ্রবরূপেণ নির্যাতা শক্তিরাদ্যেতি ভাবয়েৎ ।
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসিন্ধুসমাগমে ।
মহাফলপ্রদা গঙ্গা তস্মাত্তত্র বিশেষতঃ ॥ ৩৭
যত্নতঃ স্নানদানাদীন্ কুর্য্যান্মর্ত্ত্যো মহামতে ।
কাশ্যাং যস্তু সমাগত্য গঙ্গায়াং বিধিবন্নরঃ ।
স্নানমুত্তরবাহিন্যাং কুরুতে ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩৯
স সাক্ষাচ্ছিবতামেতি দেবপূজ্যতমঃ স্মৃতঃ ।
পিতৃণাং তর্পণঞ্চাপি তত্র নির্ব্বাণদায়কম্ ॥ ৪০
সর্ব্বতীর্থাধিনিলয়া কাশী বিশ্বেশ্বরালয়া ।
দুর্লভা পৃথিবীমধ্যা পৃথিব্যঞ্চ বহিঃস্থিতাপি চ ॥ ৪১
সা স্থলী জাহ্নবীতোয়ং যত্র যত্র মহামতে ।
তত্র মুক্তিঃ করস্থা তু দেহিনাং পাপিনামপি ॥৪
অন্নপূর্ণান্নদা যত্র মাতা দেহভৃতাং স্বয়ম্ ।
গঙ্গা চ জলদা যত্র চাপরা জননী তথা ॥ ৪৩
পিতা বিশ্বেশ্বরো যত্র জ্ঞানবর্ত্মপ্রদর্শকঃ ।
ব্রহ্মদাতা মুনিশ্রেষ্ঠ যত্র মৃত্যুঃ পরং পদম্ ॥৪৪
তাং কাশীং যো ন সেবেত বিধিনা বঞ্চিতস্তু সঃ
গঙ্গাতোয়ৈঃ কৃতস্নানঃ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্
সম্পূজ্য বিল্বপত্রাদ্যৈঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
গঙ্গামৃত্তিকয়া কৃত্বা তিলকং মুনিসত্তম ।
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম তৎসর্ব্বং পূর্ণতামিয়াৎ
যত্র কুত্রাপি গঙ্গায়াঃ সলিলৈর্দ্দেবপূজনম্ ।
শ্রাদ্ধং সেকাদিকং কর্ম্ম কুরুতে মানবোত্তমঃ॥৪॥
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি বিধিহীনং ভবেদ্ যদি
অকালেঽপ্যথবা দেশে শ্রাদ্ধাদিপরিবর্জ্জিতম্ ।

থাকে। অসত্যভাষণ, লোভ, হিংসা, পর-নিন্দা এবং পরদ্রোহাদি পাপ সুসমাহিত হইয়া পরিত্যাগ করিবে ; যদি মোহবশে ঐ সকল করে, তবে সেই পাপশান্তির জন্য গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গার ক্ষেত্র হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি নীররূপিণী প্রকৃতি মহাদেবী গঙ্গাকে মোহ বশতঃ নদী মনে করে, সে নিশ্চিতই নরকে গমন করে। তাঁহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্মময়ী নিয়ত দ্রবরূপিণী অখিল লোকের ত্রাণকারিণী আদ্যাশক্তিরূপে ভাবনা করিবে। হে মহামতে! হরিদ্বার, প্রয়াগ, ও গঙ্গাসিন্ধুসঙ্গমে গঙ্গাদেবী মহাফলপ্রদা ; অতএব মানব এই সকল স্থলে প্রযত্ন হইয়া বিশেষ ভাবে প্রাতঃস্নান ও দানাদি করিবে। যিনি কাশীতে সমাগত হইয়া যথাবিধি ভক্তিভাবে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হন এবং তিনি দেবতাদিগেরও পূজ্যতম বলিয়া অভিহিত হন। কাশীর গঙ্গায় পিতৃতর্পণ নির্ব্বাণ-দায়ক হয়। বিশ্বেশ্বরনিলয়া কাশীতে সর্ব্ব-তীর্থ অধিষ্ঠিত ; হে মহামতে ! এই কাশী দুর্লভা এবং পৃথিবী মধ্যস্থা হইলেও পৃথিবীর বহির্ভূতা। যে স্থলে গঙ্গাজল বিদ্যমান, সেই স্থানই উত্তম স্থান ; সে স্থানে পাপিগণেরও মুক্তি করস্থিতা। হে মুনিসত্তম ! যে স্থানে দেহিগণের মাতৃরূপিণী অন্নপূর্ণা স্বয়ং অন্নদাত্রী ; পরঃ-জননী জাহ্নবী জলদায়িনী, উত্তম জ্ঞান-পথের প্রদর্শক পিতা বিশ্বেশ্বর এবং যে স্থানের মৃত্যু ব্রহ্মপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরম পদপ্রদ, সেই কাশীর সেবা যে না করে, সে বিধি কর্তৃক বঞ্চিত। সেই কাশীতে গঙ্গাজলে স্নান করিয়া বিল্ব পত্রাদি দ্বারা প্রভু বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে শিব-সাযুজ্য লাভ হয়। হে মুনিসত্তম! এ স্থানের গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিয়া লোক যে কিছু কার্য্য করে, তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যে কোন স্থানে গঙ্গাজল দ্বারা দেবপূজা শ্রাদ্ধ ও অভিষেকাদি করুন না কেন, তাহা যদি জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ কৃত হয় ; অথবা বিধিবর্জ্জিতরূপে

দাম্ভিকং ভাবমাশ্রিত্য কৃতং বা দ্রব্যবর্জ্জিতম্।
অশুদ্ধদ্রব্যসঙ্ঘেন কৃতং বা পাপচেতসা।। ৫০
সম্পূর্ণফলদং সর্ব্বং তথাপি খলু তদ্ভবেৎ।। ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গা-
মাহাত্ম্যে ত্রিসপ্ততিতমো-
ঽধ্যায়ঃ।। ৭৩।।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গঙ্গায়াং সন্ত্যজন্ দেহং জ্ঞানতো মুনিসত্তম।
কৈবল্যং সমবাপ্নোতি মানবঃ পাপবর্জ্জিতঃ।। ১
অজ্ঞানাচ্ছিবসাযুজ্যং ত্যক্ত্বা তত্র কলেবরম্
প্রাপ্নুয়ান্মানবো গঙ্গাপ্রসাদাদপি পাতকী।। ২
মৃতস্য যত্র কুত্রাপি মাংসমস্থি চ নারদ।
প্রপতেজ্জাহ্নবীতোয়ে সোঽপি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ
যদি পাপসহস্রং স্যাদ্ব্রহ্মহত্যাদি গর্হিতম্।
যত্র কুত্রস্থিতং মাংসমস্থি গঙ্গাজলং লভেৎ।
মৃতস্য সোঽপি নির্যাতি স্বর্গলোকমনাময়ম্।। ৩
অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি শৃণু সাবহিতো মম।
আশ্চর্য্যং মহদাখ্যানং মুনে শ্রোতৃসুখাবহম্।। ৪
আসীৎ পরমপাপাত্মা বৈশ্যো নাম্না ধনাধিপঃ।
দস্যুকর্ম্মরতো নিত্যং পরদাররতঃ সদা।। ৬
স পাপাত্মা ত্যজন্ দেহং যমস্য বশতামগাৎ।
যমস্তং পাতয়ামাস নরকে হ্যসিপত্রকে।। ৭
দেহস্তস্য স্বনির্দগ্ধঃ স্থিতোঽরণ্যস্য মধ্যতঃ।
তমখাদ শৃগালস্তু ক্ষুধার্ত্তো মুনিসত্তম।। ৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কাননে মুনিসত্তম।
আগত্য গৃধ্রমাজস্তং শৃগালং প্রত্যধাবত।। ৯
স বিক্ষতোঽতিশ্রান্তস্তু গঙ্গায়াং সন্নিপত্য বৈ।
পপৌ জলং মুনিশ্রেষ্ঠ তস্য তন্মাংসমাবিশৎ।। ১০
তত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ স পাপী ঘোরকিল্বিষাৎ।
বিমুক্তঃ শাশ্বতং দেহং প্রাপ্য স্বর্গমুপাগমৎ।। ১১

অদেশে অকালে অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হয়, আর তাহা যদি দম্ভভাব অবলম্বন করিয়া বিনা দ্রব্যে অথবা অশুদ্ধদ্রব্য সমূহ দ্বারা পাপচিত্তে করা হয়, তথাপি তাহা নিশ্চিতই সম্পূর্ণ ফলদ হইয়া থাকে। ৩৩—৫১।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।। ৭৩।।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! মানব গঙ্গায় জ্ঞানতঃ তনুত্যাগ করিলে পাপবর্জ্জিত হইয়া কৈবল্য লাভ করে; আর অজ্ঞানতঃ কলেবর ত্যাগ করিলে অতি পাপীরাও গঙ্গাপ্রসাদে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে নারদ! যে কোন স্থানে মৃত ব্যক্তিরও মাংস ও অস্থি জাহ্নবীজলে নিক্ষিপ্ত হইলে সে স্বর্গে গমন করে। যদি ব্রহ্মহত্যাদি গর্হিত সহস্র পাপও সঞ্চিত থাকে, তথাপি যে কোন স্থানে স্থিত অস্থি মাংস গঙ্গাজলে মিলিত হইলে মৃত ব্যক্তির অনাময় স্বর্গলাভ হয়। এ বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর; হে মুনে! এই উপাখ্যান মহাশ্চর্য্য ও শ্রোতার সুখাবহ। পূর্ব্বে পরম পাপাত্মা ধনাধিপ নামে এক বৈশ্য ছিল, সে নিয়ত পরদাররত ও সর্ব্বদা দস্যুকর্ম্মে নিরত থাকিত। সেই পাপাত্মা দেহত্যাগ করিয়া যমের বশতা প্রাপ্ত হয়, যম তাহাকে অসিপত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করেন। হে মুনিসত্তম! তাহার দেহ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বনমধ্যে পড়িয়াছিল, একটা ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছিল। তখন এক গৃধ্ররাজ আসিয়া শৃগালের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শৃগাল গৃধ্রের তাড়নায় বিক্ষত ও শ্রান্ত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইল ও জলপান করিল। হে মুনিসত্তম! ইহাতে ঐ মৃতব্যক্তির মাংস গঙ্গায় পতিত হইল এবং সেই মাংসে গঙ্গাজল স্পর্শ মাত্রে পাপী ঘোর পাপ হইতে মুক্ত ও

রক্ষকাস্বসিপত্রস্য গচ্ছন্তং বীক্ষ্য পাপিনম্।
ধর্ম্মরাজমুপাগত্য বচনঞ্চেদমব্রুবন্ ॥ ১২

দূতা ঊচুঃ।

প্রভোঽসিপত্রে নরকে যঃ পাপী রক্ষিতস্ত্বয়া।
স সাক্ষাচ্ছাঙ্করং দেহং প্রাপ্য স্বর্গং জগাম হ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং প্রাপ্য যমঃ প্রাহ ভটান্ প্রতি
বজ্ঞায় কারণং তস্য জ্ঞানদৃষ্ট্যা তপোধন ॥১৪

যম উবাচ।

দূতা গঙ্গাজলস্পর্শাচ্ছৃগালকবলীকৃতে।
মাংসেঽস্য পাপনিষ্ঠস্য মুক্তোঽসৌ সহসাভবৎ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতা দূতাঃ স্বস্থানং পুনরায়য়ুঃ।
স্মরন্তো জাহ্নবীতোয়মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম ॥১৬
স তু স্বর্গপুরে দেবৈঃ স্তূয়মানো মহামতে।
সাযুজ্যং মম সম্প্রাপ্য মুমোদ সুচিরং মুনে ॥১৭
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্যেন কেনাপি চ দুরাত্মনা।
সর্ব্বাত্মনা নরো ভক্ত্যা মুমুক্ষুঃ সমুপাশ্রয়েৎ ॥১৮
এবং ভগবতী গঙ্গা মহাপাতকনাশিনী।
অদ্যবাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্নৈয়ত্যবর্জ্জিতঃ।
তস্মাৎ প্রাগেব তাং গঙ্গাং মুমুক্ষুঃ সমুপাশ্রয়েৎ
অতর্কিতমিবাগত্য শমনোঽতিদুরাচরঃ।
যাবৎ কেশং ন গৃহ্নাতি তাবৎ গঙ্গামুপাশ্রয়েৎ ॥
পুত্রমিত্রকলত্রাদি ন বন্ধুঃ কথ্যতে মুনে।
গঙ্গৈব পরমো বন্ধুর্ভবমোচনকারিণী ॥ ২১
দর্শনাৎ স্পর্শনান্নামকীর্ত্তনাদ্ধ্যানতোঽপি চ।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা বন্ধুঃ পরম ঈরিতঃ ॥২২
মহাঘোরতরে যাম্যে ভয়ে নির্ভয়দায়িনীম্।
গঙ্গাং যে নাশ্রয়ন্তীহ জ্ঞেয়াস্তে চাত্মঘাতিনঃ ॥২৩
বৃথা পুত্রাদিকং সর্ব্বং মহাবন্ধপ্রবর্ত্তকম্।
শাশ্বতী মুক্তিদা গঙ্গেত্যেবং মত্বা সমাশ্রয়েৎ ॥
মুমূর্ষুং প্রাপয়েদ্গঙ্গাং নির্ব্বাণপদদায়িনীম্।
সোঽপি নির্ব্বাণমায়াতি জাহ্নব্যাস্তু প্রসাদতঃ ॥

প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। তখন অসিপত্র নরকের রক্ষকেরা পাপীকে গমন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজসমীপে গমনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। ১—১২। দূতগণ কহিল,—হে প্রভো! অসিপত্র-নরকে আপনি যে পাপীকে রাখিয়াছিলেন, সে সাক্ষাৎ শঙ্কর শরীর ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। হে তপোধন! যম ইহা শুনিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞতা গুণে ইহার কারণ জানিতে পারিয়া দূতগণকে বলিতে লাগিলেন। যম বলিলেন—হে দূতগণ! পাপী শৃগাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছিল, ঐ শৃগালের মুখসম্পর্কে ইহার মাংস গঙ্গাজলে মিলিত হয়, তাই এই ব্যক্তি সহসা মুক্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! দূতগণ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং জাহ্নবীজলের মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিল। হে মহামতে! এদিকে সেই পাপী স্বর্গপুরে গমন করিয়া সুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইল এবং সুরগণের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া সুচিরকাল আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। হে মুনে! যেরূপ দুরাত্মাই হউক না কেন, গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শে ভগবতী গঙ্গাদেবী এইরূপই মহাপাতক নাশ করিয়া থাকেন। আজ হউক, আর শত বৎসর পরেই হউক, মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব মুক্তিকামী মানব সর্ব্বপ্রাণে সর্ব্বাগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক সেই গঙ্গার আশ্রয় লইবে। দুরাসদ শমন যাবৎকাল অতর্কিতের ন্যায় আসিয়া কেশাকর্ষণ না করে, তাবদ্ গঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। হে মুনে! পুত্র, মিত্র, কলত্র ইহারা যথার্থ বান্ধব নহে—ভবমোচন-কারিণী সুরধুনীই পরম বান্ধব বলিয়া কথিত হন। এবং দর্শন, স্পর্শন, নামকীর্ত্তন ও ধ্যান দ্বারা ইনি মানবের সুখদ ও মোক্ষদ হইয়া থাকেন। ইহ সংসারে মহাঘোর যমভয়ে যাহারা অভয়দায়িনী গঙ্গাকে আশ্রয় না করে, তাহারা আত্মঘাতী বলিয়া অভিহিত।১৩—২৩। পুত্রকলত্রাদি সকলই বৃথা, ইহারা মহাবন্ধের প্রবর্ত্তক; সনাতনী গঙ্গাই মুক্তিদায়িনী, ইহা জানিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। মুমূর্ষু মানবকে নির্ব্বাণদায়িনী গঙ্গাপ্রাপ্ত করা-

গঙ্গৈব পরমো বন্ধুর্গঙ্গৈব পরমং সুখম্।
গঙ্গৈব পরমং বিত্তং গঙ্গৈব পরমাগতিঃ॥ ২৬
গঙ্গৈব পরমামুক্তির্গঙ্গাং সাবতরন্তি যে।
নিস্তারয়ন্তি তেষাস্তু ন দূরস্থঃ কথঞ্চন॥ ২৭
গঙ্গেতি বদতাং গঙ্গা পৃষ্ঠং তস্যানুধাবতি।
শঙ্খস্বনাদ্ যথা পূর্ব্বং ভগীরথমুপাযযৌ॥ ২৮
গঙ্গাতীরং পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র বসতে নরঃ।
করস্থাং স ত্যক্তমুক্তিং সোঽন্বেষী নরকস্য তু।
ধন্যঃ স দেশো যত্রাস্তি গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী
গঙ্গাহীনস্তু যো দেশো ন প্রদেশঃ স উচ্যতে
গঙ্গাতীরে বরং ভিক্ষা বরং প্রাণবিয়োজনম্।
নান্যত্র পৃথিবীপালত্বং নরঃ প্রার্থয়েৎ কচিৎ॥ ৩১
যস্মিন্ দেশে বসেদেকো গঙ্গাভক্তিপরো নরঃ
সোঽপি পুণ্যতমো দেশস্তত্র দানং মহাফলম্
শ্রাদ্ধঞ্চ তর্পণং তত্র পিতৃণাং তৃপ্তিকারকম্।
অনন্তফলদং জ্ঞেয়ং জপহোমাদিকং তথা॥ ৩৩

হবে; এইরূপ করিলে সে গঙ্গার প্রসাদে নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গাই পরম বন্ধু, উত্তম সুখ, শ্রেষ্ঠ বিত্ত ও অত্যুত্তমগতি এবং গঙ্গাই পরমা মুক্তি; যাহারা গঙ্গায় অবতরণ করে, তাহারা নিস্তার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু দূরস্থ ব্যক্তিরা মুক্তি কখনও লাভ করে না। পূর্ব্বে শঙ্খনিনাদ শুনিয়া ভাগীরথী যেমন ভগীরথের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, গঙ্গাও তদ্রূপ তদীয় নামস্মরণকারীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে চলিয়া থাকেন। গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যত্র বাস করে, সে করস্থ মুক্তি ত্যাগ করিয়া নরকের অন্বেষণ করিয়া থাকে। যেখানে ত্রিলোক-পাবনী সুরধুনী বিদ্যমান, সেই দেশ ধন্য; আর যে দেশ গঙ্গাহীন, সে দেশ দেশই নহে। গঙ্গাতীরে ভিক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিম্বা প্রাণত্যাগও প্রশংসনীয়, কিন্তু অন্যত্র পৃথিবীপতিত্বও মানবের প্রার্থনীয় নহে। যে দেশে একজনও গঙ্গাভক্তিপরায়ণ নর বাস করে, সে দেশ পুণ্যতম এবং তথায় দান মহাফলপ্রদ। সেখানে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ

গঙ্গানাম পরং সৌখ্যং গঙ্গানাম পরং তপঃ।
গঙ্গেতি সংস্মরেন্নিত্যং ততো নাস্তি যমাদ্ভয়ম্

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গা-
মাহাত্ম্যে চতুঃসপ্ততিতমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গঙ্গানাম পরং পুণ্যং কথিতং পরমেশ্বর।
নামানি কতিশস্তানি গঙ্গায়াস্তানি মে বদ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নাম্নাং সহস্রমধ্যেষু নামাষ্টশতমুত্তমম্।
জাহ্নব্যা মুনিশার্দ্দূল তানি মে শৃণু সংযতঃ॥২
গঙ্গা ত্রিপথগা দেবী শম্ভুমৌলিবিহারিণী।
জাহ্নবী পাপহন্ত্রী চ মহাপাতকনাশিনী॥ ৩
পতিতোদ্ধারিণী স্রোতস্বতী পরমবেগিনী।

পিতৃগণের তৃপ্তিকারক হয় এবং জপহোমাদি ক্রিয়া অনন্ত ফলের জনক হইয়া থাকে। গঙ্গার নাম পরম সৌখ্য ও পরম তপস্যা, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গানাম স্মরণ করে, তাহার যমভয় থাকে না। ২৪—৩৪।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীনারদ বলিলেন—হে পরমেশ্বর! আপনি যে পরম পবিত্র গঙ্গানামের উল্লেখ করিলেন, এই গঙ্গানাম কত তাহা আমার নিকট বলুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল! গঙ্গার নাম সহস্র, তন্মধ্যে অষ্টোত্তরশত শ্রেষ্ঠ; তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই নাম যথা—গঙ্গা, দেবী ত্রিপথগা, শম্ভুমৌলি-বিহারিণী, জাহ্নবী, পাপহন্ত্রী, মহাপাতক-নাশিনী, পতিতোদ্ধারিণী, স্রোতস্বতী, পরম-

বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা বিষ্ণুদেহকৃতালয়া ॥ ৪
স্বর্গাধিনিলয়া সাধ্বী স্বর্ণদী সুরনিম্নগা ।
মন্দাকিনী মহাভাগা স্বর্গশৃঙ্গপ্রভেদিনী ॥ ৫
দেবপূজ্যতমা দিব্যা দিব্যস্থাননিবাসিনী ।
সুচারুনীররুচিরা মহাপর্ব্বতভেদিনী ॥ ৬
ভোগবতী মহাভোগা সুভগা নন্দদায়িনী ।
মহাপাপহরাপাপা পরমাহ্লাদদায়িনী ॥ ৭
পার্ব্বতী শিবপত্নী চ শিবশীর্ষকৃতালয়া ।
শম্ভোর্জটামধ্যগতা নির্ম্মলা নির্ম্মলাননা ॥ ৮
মহাকলুষহন্ত্রী চ জহ্নুপুত্রী জগৎপ্রিয়া ।
ত্রৈলোক্যপাবনী পূর্ণা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৯
জগৎপূজ্যতমা চারুরূপিণী জগদম্বিকা ।
লোকানুগ্রহকর্ত্রী চ সর্ব্বলোকদয়াপরা ॥ ১০
যাম্যভীতিহরা তারাপারসংসারতারিণী ।
ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী ব্রহ্মকমণ্ডলুকৃতালয়া ॥ ১১
সৌভাগ্যদায়িনী পুংসাং নির্ব্বাণপদদায়িনী ।
অচিন্ত্যচরিতা চারুরুচিরাতিমনোহরা ॥ ১২
মর্ত্ত্যস্থা মৃত্যুভয়হা মহামৃত্যুপ্রদায়িনী ।
পাপাপহারিণী দূরচারিণী বীচিধারিণী ॥ ১৩
কারুণ্যপূর্ণা করুণাময়ী দুরিতনাশিনী ।
গিরিরাজসুতা গৌরী ভগিনী গিরিশপ্রিয়া ॥
আদ্যা ত্রিলোকজননী ত্রৈলোক্যপরিপালিনী
তীর্থশ্রেষ্ঠতমা শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা ॥ ১৫
চতুর্ব্বেদময়ী সর্ব্বা পিতৃসংতৃপ্তিদায়িনী ।
শিবদা শিবসাযুজ্যদায়িনী শিববল্লভা ॥ ১৬
তেজস্বিনী ত্রিনয়না ত্রিলোচনমনোরমা ।
সপ্তধারা শতমুখী সগরান্বয়তারিণী ॥ ১৭
মুনিসেব্যা মুনিসুতা জহ্নুজানুপ্রভেদিনী ।
মকরস্থা সর্ব্বগতা সর্ব্বাশুভনিবারিণী ॥ ১৮
সুদৃশ্যা চক্ষুস্তৃপ্তিদায়িনী মকরালয়া ।
সদানন্দময়ী নিত্যানন্দদা নগনন্দিনী ।
সর্ব্বদেবাধিদেবৈশ্চ পরিপূজ্যপদাম্বুজা ॥ ১৯
এতানি মুনিশার্দ্দুল নামানি কথিতানি তে ।
শান্তবীজাহ্নবীদেব্যাঃ সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ২০
য ইদং প্রপঠেদ্ভক্ত্যা প্রাতরুত্থায় নারদ ।
গঙ্গায়াঃ পরমং পুণ্যং নামাষ্টশতমেব হি ॥ ২১

[illegible]রঙ্গিনী, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, বিষ্ণুদেহকৃতালয়া, স্বর্গাধিনিলয়া, সাধ্বী, স্বর্ণদী, সুরনিম্নগা, মন্দাকিনী, মহাবেগা, স্বর্গশৃঙ্গ প্রভেদিনী, দেবপূজ্যতমা, দিব্যা, দিব্যস্থাননিবাসিনী, সুচারুনীররুচিরা, মহাপর্ব্বতভেদিনী, ভাগীরথী, ভগবতী, মহামোক্ষ-প্রদায়িনী, সিন্ধুসঙ্গতা, ভুবনা, রসাতলনিবাসিনী, ভোগবতী, মহাভোগা, সুভগা, আনন্দদায়িনী, মহাপাপহরা, অপাপা, পরমাহ্লাদদায়িনী, পার্ব্বতী, শিবপত্নী, শিবশীর্ষগতালয়া, শম্ভুজটামধ্যগতা, নির্ম্মলা, নির্ম্মলাননা, মহাকলুষহন্ত্রী, জহ্নুপুত্রী, জগৎপ্রিয়া, ত্রৈলোক্যপাবনী, পূর্ণা, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী, জগৎপূজ্যা, চারুরূপিণী, জগদম্বিকা, লোকানুগ্রহকর্ত্রী, সর্ব্বলোকদয়াপরা, যাম্যভীতিহরা, তারা, অপারসংসারতারিণী, ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী, ব্রহ্মকমণ্ডলুকৃতালয়া, পুরুষসৌভাগ্যদায়িনী, নির্ব্বাণপদদায়িনী, অচিন্ত্যচরিতা, চারুরুচিরা, [illegible]মনোহরা, মর্ত্ত্যস্থা, ভয়হা, মৃত্যুপ্রদায়িনী, পাপহারিণী, দূরচারিণী, বীচিধারিণী, কারুণ্যপূর্ণা, করুণাময়ী, দুরিতনাশিনী, গিরিরাজসুতা, গৌরীভগিনী, গিরিশপ্রিয়া, আদ্যা, ত্রিলোকজননী, ত্রৈলোক্যপরিপালিনী, তীর্থশ্রেষ্ঠতমা, শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বতীর্থময়ী, শুভা, চতুর্ব্বেদময়ী, সর্ব্বা, পিতৃসংতৃপ্তিদায়িনী, শিবদা, শিবসাযুজ্যদায়িনী, শিববল্লভা, তেজস্বিনী, ত্রিনয়না, ত্রিলোচনমনোরমা, সপ্তধারা, শতমুখী, সগরান্বয়তারিণী, মুনিসেব্যা, মুনিসুতা, জহ্নুজানুপ্রভেদিনী, মকরস্থা, সর্ব্বগতা, সর্ব্বাশুভবিনাশিনী, সুদৃশ্যা, চক্ষুস্তৃপ্তিদায়িনী, মকরালয়া, সদানন্দময়ী, নিত্যানন্দদা, নগনন্দিনী এবং সর্ব্বদেবাধিদেবপরিপূজ্যপদাম্বুজা। ১—১। হে মুনিশার্দ্দুল! এই তোমার নিকট জাহ্নবীর প্রশস্ত সর্ব্বপাপহর নাম সকল কীর্ত্তন করিলাম। হে নারদ! যে মানব প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া জাহ্নবীর এই অষ্টোত্তর শত পরম পবিত্র নাম সভক্তি পাঠ

তস্য পাপানি নশ্যন্তি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি।
আরোগ্যমতুলং সৌখ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ
যত্র কুত্রাপি সংস্থায় পঠন্ স্তোত্রমিদমুত্তমম্।
তত্রৈব গঙ্গাস্নানস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥
প্রত্যহং প্রপঠেদেতদ্গঙ্গানামশতাষ্টকম্।
সোঽন্তে গঙ্গামনুপ্রাপ্য প্রয়াতি পরমং পদম্॥
গঙ্গায়াং স্নানসময়ে যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সোঽশ্বমেধসহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্
গবাময়ুতদানস্য যৎ ফলং সমুদীরিতম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি পঞ্চম্যাং পঠনান্নরঃ॥২
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু স্নাত্বা সাগরসঙ্গমে।
যঃ পঠেৎ স মহেশত্বং যাতি সত্যং ন সংশয়ঃ
সিন্ধুনা তীর্থরাজেন সর্ব্বতীর্থময়ী স্বয়ম্।
সঙ্গতা সমভূদ্যত্র তীর্থং নাস্তি ততোঽধিকম্॥
অন্যত্র জাহ্নবী তীর্থে নির্ব্বাণং জ্ঞানতো ভবে

বারাণস্যাং স্থলে বাপি জলে বা মুনিসত্তম।
জ্ঞানাদজ্ঞানতশ্চাপি নির্ব্বাণং পারকরিতম্॥
স্থলে বা জাহ্নবীতোয়ে গগনে জ্ঞানতোঽপি চ
অজ্ঞানাদপি সন্ত্যজ্য দেহং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥
অত্র ত্যজতি যো দেহং যদৃচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া মুনে
সোঽপি নির্ব্বাণমায়াতি মহাতীর্থপ্রসাদতঃ॥
তীর্থশ্রেষ্ঠতমাং গঙ্গাং নৃণাং সর্ব্বার্থসাধিনীম্।
শক্তিনীরময়ীং মূর্ত্তিং লোকনিস্তারকারিণীম্॥
অবিদ্যাচ্ছেদনীং গঙ্গাং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনীম্।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা সমুপাশ্রয়েৎ॥ ৩০
ইত্যুক্তং তে মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পবিত্রং পরমং শুদ্ধং মহাপাতকনাশনম্॥ ৩৫
যস্ত্বদমাখ্যানং প্রপঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
স দেব্যাঃ পদবীং যাতি মুনে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
যত্রৈতৎ পঠ্যতে পুণ্যং গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্।

করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সকল বিনষ্ট হয়, এবং সে অতুল আরোগ্য ও সৌখ্য লাভ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। মানব যে স্থানে অবস্থান করিয়া এই অত্যুত্তম স্তোত্র পাঠ করে, সেই স্থানেই তাহার গঙ্গাস্নানফল লাভ হয়, ইহা নিশ্চিত। যে মানব গঙ্গার এই অষ্টোত্তর শত নাম প্রত্যহ পাঠ করে, সে অন্তকালে গঙ্গালাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নর গঙ্গাস্নানকালে ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, সে নিশ্চিত সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ করে। অযুত গোদানের যে ফল কথিত হয়, পঞ্চমীতে ইহা পাঠ করিলে মানব সেই ফল লাভ করে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া গঙ্গার অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করিলে মানব মহেশত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য—সংশয়শূন্য। তীর্থরাজ সাগরের সহিত সঙ্গতা গঙ্গা স্বয়ং সর্ব্বতীর্থময়ী, যে স্থানে গঙ্গার সহিত সিন্ধুর সঙ্গম হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নাই। হে মুনিসত্তম! গঙ্গাসাগর ব্যতীত অন্যত্র গঙ্গাতীর্থে জ্ঞানতঃ স্নানে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়; বারাণসীতে বিশেষ এই যে, সে স্থানে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্থলে বা জলে নির্ব্বাণ লাভ ঘটে; আর এই গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে জ্ঞানতঃ হউক অজ্ঞানতঃ হউক—জলে স্থলে বা অন্তরীক্ষে দেহত্যাগ করিলেও মুক্তি লাভ হয়। হে মুনে! যে মানব এখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে, যে কোন জাতি হউক, মহাতীর্থ-প্রসাদে সেও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। অখিল তীর্থমধ্যে সুরধুনী প্রধানা ও মানবগণের সর্ব্বার্থসাধিনী; লোকনিস্তার-কারিণী এই নীরময়ীশক্তি দেবী অবিদ্যা-বিচ্ছেদকারিণী ও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী। যম যেন কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়াই মানব ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হে মুনি-সত্তম! এই আমি তোমার সমীপে উত্তম গঙ্গা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; ইহা পরম পবিত্র শুদ্ধ ও মহাপাতকনাশক। ২৪—৩৫। হে মুনে! যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মহদাখ্যান পাঠ করে, সে গঙ্গা দেবীর পদবী প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে স্থানে এই উত্তম পবিত্র গঙ্গামাহাত্ম্য পঠিত হয়,

তত্র গঙ্গা বসেৎ সর্ব্বতীর্থৈশ্চৈব সমাযুক্তা।
তত্র যৎ কুরুতে কর্ম্ম দৈবং পৈত্র্যঞ্চ মানবঃ।
তদক্ষয়তমাপ্নোত্যেকফলদং পরিকীর্ত্তিতম্‌॥ ৩৮
লিখিতং তিষ্ঠতে যত্র পুণ্যাখ্যানমিদং মুনে।
তদ্দেশং ন স্পৃশেৎ পাপং ভূয়াৎ সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৩৯
আসন্নে মৃত্যুকালে তু ভক্ত্যা যঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
ন মৃত্যুবশতামেতি স যাতি পরমাং গতিম্‌॥
একাদশ্যাং কৃতস্নানস্তুলসীবিল্বসন্নিধৌ।
উপোষ্য প্রপঠেদেতৎ স যাতি পরমাং গতিম্‌
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যস্তু পঠেদ্বিপ্রস্য সন্নিধৌ।
তস্য তৃপ্তিমুপায়ান্তি পিতরঃ শাশ্বতীং মুনে॥
মহাষ্টম্যাং নিশীথে তু প্রপঠেন্মানবোত্তমঃ।
প্রয়াতি পরমং সৌখ্যং মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ॥
অন্যত্তে কিং মুনিশ্রেষ্ঠ কথয়ামি তব কথ্যতে।
নৈতস্য সদৃশং লোকে পুণ্যাখ্যানং প্রবিদ্যতে
মহাপাপহরং পুণ্যং স্মৃতং পুণ্যতমাদপি।
এতদাখ্যানমাকর্ণ্য নরঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গামাহাত্ম্যং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

প্রভো দেব জগন্নাথ শ্রুত্বা তব মুখাম্বুজাৎ।
গঙ্গামাহাত্ম্যমতুলং পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১
ভূয়স্তে শ্রোতুমিচ্ছামি মহাত্ম্যমতিবিস্তরম্‌।
কামরূপস্য তীর্থস্য তন্মমাচক্ষ সাম্প্রতম্‌॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু সাবহিতো বক্ষ্যে মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম।
কামরূপস্য তীর্থস্য যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং শিবা॥ ৩
প্রত্যক্ষফলদা মর্ত্ত্যে স্থানং নাস্তি ততোঽধিকম্‌
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ।
প্রত্যহং সমুপাগত্য সেবন্তে ভক্তিতৎপরাঃ॥

সর্ব্বতীর্থ-সমাযুক্তা হইয়া সাক্ষাৎ জাহ্নবী তথায় বাস করেন। মানব তথায় দৈব পৈত্র যে কোন কর্ম্ম করে, তাহা অক্ষয় ও বহু ফলদায়ক হইয়া থাকে। এই পুণ্যাখ্যান লিখিত হইয়া যথায় থাকে, পাপ সে দেশ স্পর্শ করে না। আসন্ন মৃত্যু সময়ে যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, সে মৃত্যুর বশতা প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু পরমগতি লাভ করে। একাদশী দিনে কৃতস্নান উপবাসী ব্যক্তি তুলসী বা বিল্ব সন্নিধানে ইহা পাঠ করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! পিতৃশ্রাদ্ধদিনে বিপ্রসন্নিধানে যে মানব ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ সনাতনী তৃপ্তিলাভ করেন। যে মানবোত্তম অষ্টমীর নিশীথে এই মহাত্ম্য পাঠ করে, মহাদেবীর প্রসাদে সে পরম সৌখ্য প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর! অপর ফল কি বলিব, ভুবনে ইহার সদৃশ পুণ্যাখ্যান আর নাই। ইহা মহাপাপহর ও পুণ্যতম হইতেও পুণ্য বলিয়া অভিহিত; মানব ইহা শ্রবণ করিয়া স্বর্গে গমন করে। ৩৬—৪৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে প্রভো, দেব জগন্নাথ! আপনার মুখাম্বুজগলিত অতুল উত্তম গঙ্গা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমি পবিত্র হইলাম। এক্ষণে পুনরপি আমি কামরূপ তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! যে স্থানে স্বয়ং শিবা সাক্ষাৎ বিরাজ করেন, সেই কামরূপ তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঐ দেবী মর্ত্ত্যে প্রত্যক্ষফলদা, অতএব উহা হইতে উত্তম স্থান আর নাই। কামরূপে সগন্ধর্ব্ব দেবগণ ও ব্রহ্মাদি সুরোত্তম সকল প্রত্যহ আগমন করেন ও ভক্তিতৎপর হইয়া

যোনিরূপা মহামায়া পূর্ণাদ্যা পরমেশ্বরী ।
পৃথ্ব্যাং লোকহিতার্থায় যত্রাস্তে নিজলীলয়া ॥ ৬
যত্রাকার্ষীত্তপঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ।
অভীপ্সুর্ভগবত্যাস্তু কারুণ্যং মুনিসত্তম ॥ ৭
যত্র কৃত্বা পুরশ্চর্য্যাং বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
সিদ্ধমন্ত্রোঽভবৎ পূর্ব্বং সৃষ্টিকর্ত্তেব চাপরঃ ॥ ৮
অব্যাহতাজ্ঞা যে চান্যে সিদ্ধাদেবর্ষয়স্তথা ।
তে সর্ব্বে মুনিশার্দ্দূল কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ ।
সিদ্ধমন্ত্রাঃ সমভবংস্তত্র জপ্ত্বা মহামনুম্ ।
খেচরত্বমনু প্রাপুস্তথা দেবাদিপূজ্যতাম্ ॥ ১০
যোনিরূপাং ভগবতীং সুগুপ্তাং মুনিসত্তম ।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ সম্পূজ্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
বিহরেৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে শূলপাণিরিবাপরঃ ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো দেবানামপি নারদ ॥ ১২
তদাজ্ঞাবশগাঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য মন্যে লোকত্রয়ে মুনে
স এব সার্থকো জ্ঞেয়ো যো গত্বা যোনিমণ্ডলম্
প্রণমেৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥
ক্ষেত্রস্পর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহাপি নরঃ ক্ষণাৎ ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ ॥
কামাখ্যাদর্শনং বৎস দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ।
তদ্ যঃ পশ্যতি কামাখ্যাং সদেবৈঃ পরিপূজিতঃ
জন্মান্তরসহস্রেষু সঞ্চিতং পাপপুঞ্জকম্ ।
ক্ষণেন ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ কামাখ্যায়াঃ প্রদর্শনম্
গোপনীয়তমা বৎস নান্যত্রৈতৎ প্রকাশিতম্ ।
কামাখ্যাসদৃশং তীর্থং নাস্ত্যেব ধরণীতলে ॥ ১৮
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতেন সত্যাঃ পুণ্যতমো মুনে ।
দেশো ভারতখণ্ডেঽস্মিন্নৃণাং পাপপ্রণাশকঃ ॥ ১৯
অঙ্গেষু ভগবত্যাস্তু যোনিঃ শ্রেষ্ঠতমা যতঃ ।
যোনিরূপাহি সা দেবী সর্ব্বাসু স্ত্রীষবস্থিতা ॥ ২০
সা যোনিঃ পতিতা যত্র তত্র সা ৎ স্বয়ং সতী
তেন নাস্তি সমং স্থানং পুণ্যদং ধরণীতলে ॥ ২১
শম্ভুর্বারাণসীক্ষেত্রে নরাণাং মুক্তিদায়কঃ ।

স্বয়ং তীর্থসেবা করিয়া থাকেন। এখানে যোনিরূপা মহামায়া পূর্ণা পরমেশ্বরী আদ্যা-দেবী পৃথিবীতে লোকহিত নিমিত্ত অবস্থান করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পূর্ব্বে এখানে তপশ্চরণ করিয়া ভগবতীর করুণা লিপ্সু হইয়াছিলেন। হে মুনিসত্তম! মুনিবরশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইখানে পুরশ্চরণ-পূর্ব্বক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় হইয়াছিলেন। হে মুনিশার্দ্দূল! যাঁহা-দের আদেশ ব্যাহত হয় না, সেই সকল সিদ্ধ দেবর্ষিও এই তীর্থে মহামন্ত্র জপ করিয়া কামাখ্যা দেবীর প্রসাদে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা খেচর ও দেবাদির পূজ্য হইয়াছেন। এই যোনি-রূপা ভগবতী সুগুপ্তা, হে মুনিসত্তম! মানব ইঁহাকে দর্শন স্পর্শন ও পূজন করিয়া জীব-ন্মুক্ত হয়। হে নারদ! সে দ্বিতীয় শূলপাণির ন্যায় পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং দেব-গণেরও নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ হইয়া থাকে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাহার আজ্ঞাবহ হন। হে মুনে! লোকত্রয়ে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। হে মুনে! যে মানব এই যোনিমণ্ডলে গমন করিয়া পরম ভক্তিভরে দেবী ত্রিপুরভৈরবীকে প্রণাম করে, তাহাকে সার্থক জানিবে। কামাখ্যার প্রসাদে ক্ষেত্র স্পর্শ মাত্রেই ব্রহ্মঘাতী মানব সদ্য মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে বৎস! কামাখ্যাদর্শন দেবগণেরও দুর্লভ, অতএব কামাখ্যা দর্শনকারী ব্যক্তি দেব-গণেরও পূজিত। কামাখ্যা দর্শনে সহস্র-জন্মান্তরসঞ্চিত পাপপুঞ্জ ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হয়। এ তীর্থ অতিগোপনীয়, ইহা অন্যত্র প্রকাশ্য নহে। হে মুনে! ক্ষিতি-তলে কামাখ্যার ন্যায় পুণ্য তীর্থ নাই; সতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গপাতে ভারতখণ্ড মধ্যে এই দেশ পুণ্যতম এবং নরগণের পাপহর। ভগবতীর অঙ্গসমূহমধ্যে যোনিই শ্রেষ্ঠতম; কেননা, দেবী যোনিরূপেই নারীসমূহে অবস্থিতা। সেই যোনি যেখানে পতিত হইয়াছে, সেখানে সতী স্বয়ং বিরাজিতা, অতএব ধরণীতলে কামাখ্যাতীর্থের ন্যায় পুণ্যস্থান আর নাই

আরাধ্যঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈর্যক্ষকিন্নররাক্ষসৈঃ । ২২
স শম্ভুঃ কাশীক্ষেত্রে যত্র মুক্তিক্ষেত্রে মহেশ্বরীম্
প্রত্যহং সমুপাগত্য স্থানং নাস্তি ততোঽধিকম্
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন তীর্থং শ্রীযোনিমণ্ডলম্ ।
কৃতং লোকত্রয়ং তেন প্রদক্ষিণমশেষতঃ । ২৪
নির্মাল্যং শিরসা যস্তু কামাখ্যায়াঃ প্রধারয়েৎ
স দেবপূজ্যতামেত্য বিহরেদ্ভৈরবোপমঃ । ২৫
ন তস্য বিদ্যতে ভীতিঃ কুত্রাপি ধরণীতলে ।
ভয়দাঃ প্রপলায়ন্তে ভয়াত্তস্য সুদূরতঃ । ২৬
প্রসাদং যেন কেনাপি দত্তং দেব্যা মহামুনে ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
উত্তমোঽপি মুনে বর্ণো ন্যূনবর্ণাদবাপ্য বৈ ।
প্রসাদং ভক্ষয়েদ্ভক্ত্যা নত্বা চ শিরসা পুনঃ । ২৮
বিভৃয়াৎ সমবাপ্নোতি কৈবল্যং তৎপ্রসাদতঃ ।
তত্র শ্রাদ্ধং কৃতং যেন পিতৄণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন সহস্রাব্দং ন সংশয়ঃ । ২৯

লৌহিত্যে তু কৃতস্নানঃ প্রয়তঃ সাধকোত্তমঃ ।
পুরশ্চর্য্যাং নরঃ কৃত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ স ভবেদ্দ্বিতীয় ইবাপরঃ ।
ভূচরঃ খেচরত্বঞ্চ প্রাপ্নুয়াত্তৎপ্রসাদতঃ । ৩১
কালাদীংস্তত্র মোহেন কদাচিন্ন বিচারয়েৎ ।
পুরশ্চর্য্যাবিধৌ মন্ত্রী বিচার্য্য নরকং ব্রজেৎ । ৩২
সুরত্বং সুররাজত্বং ব্রহ্মত্বং বা শিবত্বকম্ ।
বিষ্ণুত্বং সুলভং তত্র জপতাং ভৈরবীমনুম্ ।
জমদগ্নিসুতো রামঃ কার্ত্তবীর্য্যবধেচ্ছয়া ।
তত্র কৃত্বা পুরশ্চর্য্যাং প্রত্যক্ষং বিষ্ণুতামগাৎ ।
তথৈব ভুবি যে চান্যে কুর্য্যুস্তত্র পুরস্ক্রিয়াম্ ।
তে সর্ব্বে সমবাপ্যেষ্টমন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ । ৩৫
কামাখ্যা পরমং তীর্থং কামাখ্যা পরমং তপঃ ।
কামাখ্যা পরমো ধর্ম্মঃ কামাখ্যা পরমা গতিঃ । ৩৬
কামাখ্যা পরমং বিত্তং কামাখ্যা পরমং পদম্ ।
বিজ্ঞাতৈবং মুনিশ্রেষ্ঠ ন পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ ।

কিন্নর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের আরাধ্য শম্ভু বারাণসীক্ষেত্রে মানবগণের মুক্তিদায়ক; সেই শম্ভুও এই মুক্তি ক্ষেত্রে প্রত্যহ আসিয়া মহেশ্বরীকে আকাঙ্ক্ষা করেন; অতএব এস্থান হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই। যে মানব শ্রীযোনি-মণ্ডল তীর্থ কামাখ্যা প্রদক্ষিণ করে, তাহার নিঃশেষরূপে ত্রিলোক প্রদক্ষিণ করা হয়। ১—২৪। যে নর কামাখ্যার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করে, সে দেবপূজিত হয় ও ভৈরবোপম হইয়া বিহার করে। ধরিত্রীতলে কুত্রাপি তাহার ভয় থাকে না, ভয়দগণ তাহার ভয়ে দূরে পলায়ন করে। হে মহামুনে! যে কেহ কামাখ্যা দেবীর প্রসাদ প্রদান করুক, প্রাপ্ত মাত্রেই তাহা ভক্ষণ করিবে, এ বিষয়ে বিতর্ক কর্ত্তব্য নহে। উত্তমবর্ণও হীনবর্ণের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া মস্তক দ্বারা নমস্কারপূর্ব্বক ভক্তিভরে ভক্ষণ করিবে; হে মুনে! প্রসাদ ধারণ করিলে মানব মুক্তিভাগী হইবে। পিতৃগণের তৃপ্তিকামী মানব এখানে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধ

তুল্য হইবে, সংশয় নাই। সাধকসত্তম প্রযত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান ও পুরশ্চরণ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হন, ইহা নিশ্চিত; তিনি দ্বিতীয় মহেশ হন ও তাঁহার আজ্ঞা অব্যাহত হইয়া থাকে। এই তীর্থের প্রসাদে ভূচর খেচরত্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে কালাদি বিচার কর্ত্তব্য নহে, মন্ত্রী মানব মোহবশতঃ পুরশ্চরণ কার্য্যে কালাদি বিচার করিলে নরকে গমন করে। এ তীর্থে ভৈরবীমন্ত্র-জপকারী নরগণের সুরত্ব সুররাজত্ব ব্রহ্মত্ব শিবত্ব বা বিষ্ণুত্ব সুলভ। জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যের বধেচ্ছায় এ তীর্থে পুরশ্চরণ করিয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য যাঁহারা এখানে পুরশ্চরণ করিবেন, তাঁহাদেরও ইষ্টলাভ হইবে এবং তাঁহারা অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন। কামাখ্যাই পরম তীর্থ, শ্রেষ্ঠ তপস্যা, উত্তম ধর্ম্ম, অত্যুত্তম গতি, বিত্ত ও পরমপদ; হে মুনিসত্তম! যাহার বহু সহস্র [illegible]

বিদ্যতে সুমহৎ পুণ্যং যস্য তস্য সুদুর্লভম্ ।৩৮
তীর্থং শ্রীকামরূপাখ্যং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
অন্যেষাং দুর্লভং জ্ঞেয়ং দেবীলোকং
যথা মুনে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কামাখ্যা-
মাহাত্ম্যে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
কামরূপে মহাক্ষেত্রে কাধিষ্ঠাত্রী মহেশ্বরী ।
বিদ্যানাং দশমূর্ত্তীনাং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ ।
দশৈব তা মহাবিদ্যাঃ ক্ষেত্রেঽত্র মুনিসত্তম ।
সাধকানাং হিতার্থায় জপপূজাফলপ্রদাঃ ॥ ২
কামাখ্যা কালিকা দেবী স্বয়মাদ্যা সনাতনী ।
তস্যাঃ পার্শ্বস্থিতাশ্চান্যা নব বিদ্যা মহামতে ॥৩
সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা কালী কামাখ্যারূপিণী স্বয়ঃ ।
ততস্তাং তত্র সম্পূজ্য পূজয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৪
ইষ্টমন্ত্রং জপেত্ত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
ধ্যায়েত্তাং পরমেশানীং কামাখ্যাং কালিকাং
পরাম্ ॥ ৫
রক্তবস্ত্রপরীধানাং ঘোরনেত্রত্রয়োজ্জ্বলাম্ ।
চতুর্ভুজাং ভীমদংষ্ট্রাং যুগান্তজলদ দ্যুতিম্ ॥ ৬
মণিসিংহাসনস্থপ্রেতবক্ষঃস্থিতাং শুভাম্ ।
লোলজিহ্বাং মহাঘোরাং কিরীটকুণ্ডলোজ্জ্বলাম্
অনর্ঘমণিমাণিক্যঘটিতৈর্ভূষণোত্তমৈঃ ।
অলঙ্কৃতাং জগদ্ধাত্রীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৮
বামে তারা ভগবতী দক্ষিণে ভুবনেশ্বরী ।
অগ্নৌ তু ষোড়শী বিদ্যা নৈর্ঋত্যাং ভৈরবী স্বয়ম্
বায়ব্যাং ছিন্নমস্তা চ পৃষ্ঠতো বগলামুখী ।
ঐশান্যাং সুন্দরী বিদ্যা চোর্দ্ধং মাতঙ্গনায়িকা
যাম্যাং ধূমাবতী বিদ্যা মহাপীঠস্থ নারদ ।
অধস্তাদ্ভগবান্ রুদ্রো ভস্মাচলময়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১১
ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাশ্চান্যে দেবাঃ শক্তিসমন্বিতাঃ ।

জন্মের পাপ সঞ্চিত থাকে সেও যদি ঐরূপ ভাবনা করে, তবে পুনর্জন্মভাগী হয় না। হে মুনে! যাহার মহাপুণ্য সঞ্চিত থাকে, এই দেবগণেরও দুর্লভ শ্রীকামরূপাখ্য তীর্থ তাহার পক্ষে সুলভ হয়; অন্য মানবগণের সম্বন্ধে দেবীলোকবৎ ইহা দুর্লভ জানিবে ॥২৫—৩৯ ।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহেশ্বর! কামরূপ মহাক্ষেত্রে দশবিদ্যার মধ্যে কোন্ মহেশ্বরী মূর্ত্তি উহার অধিষ্ঠাত্রী, তাহা আমাকে বলুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! সাধকগণের হিতের নিমিত্ত দশমহাবিদ্যাই এ ক্ষেত্রে অবস্থিতা—ইহাঁরা জপপূজার ফলপ্রদা। হে মহামতে! স্বয়ং আদ্যা সনাতনী কালিকা দেবীই কামাখ্যা, তাঁহার পার্শ্বে অন্য নব বিদ্যা বিদ্যমানা। কামাখ্যারূপিণী কালিকা দেবীই সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা; অতএব এ তীর্থে তাঁহাকে অগ্রে পূজা করিয়া স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে। তারপর ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলে তখন মন্ত্রসিদ্ধ হইবে। কালিকারূপিণী পরা পরমেশ্বরী সেই কামাখ্যা-দেবীকে ধ্যান করিবে। তাঁহার পরিধানে রক্তবসন, নেত্রত্রয় ভীষণ ও উজ্জ্বল। তিনি অমূল্য মণিমাণিক্যনির্ম্মিত ভূষণসমূহ দ্বারা বিভূষিতা। দেবী জগদ্ধাত্রী সৃষ্টিস্থিতি ও পালনকারিণী। তাঁহারই বামে তারা, দক্ষিণে ভুবনেশ্বরী, আগ্নেয়ে ষোড়শী বিদ্যা, নৈর্ঋতে স্বয়ং ভৈরবী, বায়ব্যে ছিন্নমস্তা, পৃষ্ঠে বগলামুখী, ঈশানে সুন্দরী বিদ্যা, ঊর্দ্ধে মাতঙ্গনায়িকা, যাম্যে ধূমাবতীবিদ্যা দেবীমহাপীঠে প্রতিষ্ঠিতা। সেই পীঠোত্তম দুর্লভ পীঠের অধোদেশে ভস্মাচলময় ভগবান্ রুদ্র ও ব্রহ্মা, বিষ্ণুপ্রমুখ অন্যান্য

সদা সন্নিহিতাস্তত্র পীঠে লোকসুদুর্লভে ॥ ১২
তত্র সম্পূজয়েদ্দেবীং পরিবারসমন্বিতাম্ ।
বিবিধৈরুপচারৈশ্চ যথা বিভববিস্তরৈঃ ॥ ১৩
ইচ্ছন্ দেব্যাঃ পরাং প্রীতিং সন্ততং প্রয়তো নরঃ ।
ন পুনর্জননাশঙ্কা বিদ্যতে মুনিসত্তম ॥ ১৪
বিল্বপত্রং মহাদেব্যৈ যো দদ্যাদ্ ভক্তিতো নরঃ
স সাক্ষাচ্ছঙ্করো জ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ॥
ত্রিপত্রং বিল্বপত্রন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ।
যদাত্মকমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৬
তদ্দদাতি চ যো দেব্যৈ পূর্ণায়ৈ মুনিসত্তম ।
সম্পূর্ণং জগতো দানফলং স প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ১৭
সম্পূর্ণকামো ভূপৃষ্ঠে বিচরেন্মানবোত্তমঃ
তস্য জন্ম চ সম্পূর্ণং ন পুনর্জায়তে কচিৎ ॥ ১৮
তত্র যো ভক্তিভাবেন তস্যাচলময়ং প্রভুম্ ।
পূজয়েচ্ছুদ্ধিপ্রাজ্ঞো বিল্বপত্রৈর্মহামতে ॥ ১৯
স যাতি পরমং মোক্ষং ভুক্ত্বা ভোগং মনোরথম্

রুদ্রাক্ষং বিভৃয়ান্নিত্যং শৈবঃ শাক্তো বিশেষতঃ
যুক্তস্তেন মহাপুণ্যং কৃত্বা কর্ম সমশ্নুতে ॥ ২১
রুদ্রাক্ষধারী সম্পূজ্য রুদ্রং সংহারকারকম্ ।
রুদ্রত্বং সমবাপ্নোতি ক্ষেত্রেঽস্মিন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
অমায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা দিনক্ষয়ে ।
নবম্যাং রজনীযোগে যো জপেদ্ভৈরবীমনুম্ ॥
ক্ষেত্রেঽস্মিন্ প্রয়তো ভূত্বা নির্ভয়ঃ সাহসং বহন্
তস্য সাক্ষাদ্ভগবতী প্রত্যক্ষং জায়তে ধ্রুবম্ ॥
আত্মসংরক্ষণার্থায় মন্ত্রসংসিদ্ধয়েঽপি চ ।
প্রপঠেৎ কবচং দেব্যাস্ততো ভীতির্ন জায়তে
তস্মাৎ পূর্বং বিধায়ৈব রক্ষাং সাবহিতো নরঃ ।
প্রজপেৎ শ্রেষ্ঠমন্ত্রস্তু নির্ভীতো মুনিসত্তম ॥ ২৭

নারদ উবাচ ।

কবচং কীদৃশং দেব্যা মহাভয়নিবর্তকম্ ।
কামাখ্যায়াস্তু তদ্ ব্রূহি সাম্প্রতং মে মহেশ্বর ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণুষ্ব পরমং গুহ্যং মহাভয়নিবর্তকম্ ।
কামাখ্যায়া মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ২৮

শক্তিসমন্বিত সুরগণ সদা সন্নিহিত। দেবীর পরম প্রীতিকামী মানব প্রযত হইয়া ঐ পীঠে পরিবারসমন্বিতা দেবীকে যথাশক্তি বিবিধ উপচারে ভক্তিভরে পূজা করিবে। হে মুনিসত্তম! এইরূপ করিলে পুনর্জন্মাশঙ্কা থাকে না ১—১৪। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে মহাদেবীকে বিল্বপত্র প্রদান করে, তাহাকে অখিল লোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর সাক্ষাৎ শঙ্কর বলিয়া জানিবে। ত্রিপত্র বিল্বপত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আত্মস্বরূপ এবং স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সর্বজগৎ তৎস্বরূপ। হে মুনিসত্তম! যে মানব ঐ ত্রিপত্র পূর্ণরূপিণী দেবীকে দান করে, তাহার সম্পূর্ণ জগৎ দানের ফললাভ হয় এবং সেই নরোত্তম সম্পূর্ণকাম হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। তাহার জন্ম সম্পূর্ণ ও সে পুনরায় জন্মলাভ করে না। হে মহামতে! যে মানব ভক্তিভাবে সেই তস্যাচলময় বিষ্ণুকে শুদ্ধপ্রাজ্ঞ হইয়া বহু বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করে, সে মনোরথ ভোগ উপভোগ করিয়া পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে শৈব বিশেষতঃ শাক্ত নিত্য রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, এই তীর্থক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষযুক্ত হইয়া মহাপুণ্য কর্ম করে, রুদ্রাক্ষধারী হইয়া সংহারকারক রুদ্রের পূজা করে, সে এই ক্ষেত্রে নিঃসংশয় রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যা, চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে সায়ংসময়ে এবং নবমীর রজনী যোগে প্রযত ও নির্ভয় হইয়া সাহস সহকারে যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে ভৈরবমন্ত্র জপ করে, সাক্ষাৎ ভগবতী তাহার প্রত্যক্ষ হন, সন্দেহ নাই। আত্মরক্ষার্থ ও মন্ত্রসিদ্ধির জন্য দেবীর কবচ পাঠ করিলে ভয় দূর হয়। অতএব মানব অবহিত পূর্বেই আত্মরক্ষা বিধান করিবেন। হে মুনিসত্তম! তারপর নির্ভীক হইয়া মন্ত্র জপ কর্তব্য ।১৫—২৭। নারদ নিবেদন করিলেন,—হে মহেশ্বর! কামাখ্যাদেবীর মহাভয়নিবারক কবচ কিরূপ, সম্প্রতি তাহা আমাকে বলুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে সত্তম! কামাখ্যাদেবীর মহাভয়নিবারক

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগিনীডাকিনীগণাঃ ।
রাক্ষসা বিঘ্নকারিণ্যো যাশ্চান্যা ভয়কারিণঃ ।
ক্ষুৎপিপাসা তথা নিদ্রা তথান্যে যে চ বিঘ্নদাঃ ।
দূরাদপি পলায়ন্তে কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ৩০
নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্ত্যস্তেজস্বী ভৈরবোপমঃ ।
সমাসক্তমনাশ্চাপি জপহোমাদিকর্ম্মসু ॥ ৩১
ভবেচ্চ মন্ত্রতন্ত্রাণাং নির্ব্বিঘ্নেন চ সিদ্ধিদা ॥ ৩২
প্রাচ্যাং রক্ষতু মে তারা কামরূপনিবাসিনী ।
আগ্নেয্যাং ষোড়শী পাতু যাম্যাং ধূমাবতী স্বয়ম্
নৈঋর্ত্যাং ভৈরবী পাতু বারুণ্যাং ভুবনেশ্বরী
বায়ব্যাং সততং পাতু ছিন্নমস্তা মহেশ্বরী ॥ ৩৪
কৌবের্য্যাং পাতু মে দেবী বিদ্যা শ্রীবগলামুখী
ঐশান্যাং পাতু মে নিত্যং মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥
ঊর্দ্ধং রক্ষতু মে বিদ্যা মাতঙ্গী পীঠবাসিনী ।
সর্ব্বতঃ পাতু মাং নিত্যং কামাখ্যা কালিকা স্বয়ম্
ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাময়ী স্বয়ম্ ।
শীর্ষং রক্ষতু মে দুর্গা ভালং শ্রীভবগেহিনী ॥ ৩৮
ত্রিপুরা ভ্রূযুগে পাতু শর্ব্বাণী পাতু নাসিকাম্ ।
চক্ষুষী চণ্ডিকা পাতু বক্ষঃ পাতু মহেশ্বরী ॥ ৩৯
বাহূ মহাভুজা পাতু শ্রোত্রে নীলসরস্বতী ।
মুখং সৌম্যমুখী পাতু গ্রীবাং রক্ষতু পার্ব্বতী ॥
জিহ্বাং রক্ষতু মে দেবী জিহ্বাললনভীষণা ।
বাগ্দেবী বদনং পাতু বক্ষঃ পাতু মহেশ্বরী ॥ ৪০
বাহূ মহাভুজা পাতু করাঙ্গুল্যঃ সুরেশ্বরী ।
পৃষ্ঠতঃ পাতু ভীমাস্যা কট্যাং দেবী দিগম্বরী ॥
উদরং পাতু মে নিত্যং মহাবিদ্যা মহোদরী ।
উগ্রতারা মহাদেবী জঙ্ঘোরূ পরিরক্ষতু ॥ ৪২
গুদে লিঙ্গে চ মেঢ্রে চ নাভৌ চ সুরসুন্দরী ।
পদাঙ্গুল্যঃ সদা পাতু ভবানী ত্রিদশেশ্বরী ॥ ৪৩
রক্তমাংসাস্থিমজ্জাদীন্ পাতু দেবী শবাসনা ॥ ৪৪
মহাভয়েষু ঘোরেষু মহাভয়নিবারিণী ।
পাতু দেবী মহামায়া কামাখ্যা পীঠবাসিনী ॥ ৪৫
ভস্মাচলগতা দিব্যসিংহাসনকৃতাশ্রয়া ।
পাতু শ্রীকালিকা দেবী সর্ব্বোৎপাতেষু সর্ব্বদা
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং কবচেনাভিবর্জ্জিতম্ ।

সর্ব্বমঙ্গল পরমগুহ্য কবচ শ্রবণ কর। এই কবচের স্মরণমাত্রে যোগিনী ডাকিনী রাক্ষস ও ক্ষুৎ পিপাসা নিদ্রা প্রভৃতি অন্যান্য বিঘ্নকারিণীগণ দূরে পলায়ন করে। এই কবচের প্রসাদে মানব নির্ভয় হইয়া ভৈরবোপম তেজস্বী হয়, জপ হোমাদি ক্রিয়ায় সমাসক্তমন হইয়া থাকে এবং দেবী তাহার মন্ত্রতন্ত্রাদিতে নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধি দান করেন। কবচ যথা—কামরূপনিবাসিনী তারা আমার পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, আগ্নেয়দিকে ষোড়শী রক্ষা করুন, যাম্য দিকে স্বয়ং ধূমাবতী রক্ষা করুন। এইরূপে নৈঋর্তদিকে ভৈরবী, বারুণদিকে ভুবনেশ্বরী এবং বায়ব্য দিকে মহেশ্বরী ছিন্নমস্তা আমার রক্ষা করুন। কৌবেরদিকে দেবী বিদ্যা শ্রীবগলামুখী ও ঈশানদিকে মহাত্রিপুরসুন্দরী নিত্য নিত্য আমায় রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধদিকে পীঠবাসিনী মাতঙ্গী বিদ্যা এবং স্বয়ং কামাখ্যা কালিকা সর্ব্বদিকে আমায় নিত্য রক্ষা করুন। সর্ব্ববিদ্যাময়ী ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা স্বয়ং শীর্ষ দেশ ও ভবগেহিনী দুর্গা আমার ললাট রক্ষা করুন। ত্রিপুরা ভ্রূযুগ ও সর্ব্বাণী নাসিকা রক্ষা করুন। চণ্ডিকা চক্ষুর্দ্বয়, নীল সরস্বতী শ্রোত্রদ্বয়, সৌম্যমুখী মুখ এবং পার্ব্বতী আমার গ্রীবা রক্ষা করুন। জিহ্বাললনভীষণা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন। বাগ্দেবী বাক্য ও মহেশ্বরী বক্ষঃ রক্ষা করুন। মহাভুজা ভুজদ্বয়, মহেশ্বরী করাঙ্গুলী সকল, ভীমাস্যা পৃষ্ঠ এবং দেবী দিগম্বরী কটী রক্ষা করুন। মহাবিদ্যা মহোদরী নিত্য আমার উদর রক্ষা করুন, মহাদেবী উগ্রতারা জঙ্ঘা ও ঊরু এবং সুরসুন্দরী গুদ লিঙ্গ মেঢ্র নাভি রক্ষা করুন। ত্রিদশেশ্বরী ভবানী পাদাঙ্গুলী সকল ও দেবী শবাসনা মাংস অস্থি এবং মজ্জাদি রক্ষা করুন। মহাভীষণ ভয়ে মহাভয়নিবারিণী পীঠবাসিনী মহামায়া কামাখ্যা আমায় রক্ষা করুন। ভস্মাচলগতা দিব্য সিংহাসন-সমাসীনা শ্রীকালিকা দেবী সর্ব্বদা সর্ব্বোৎপাতে আমায়

তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বরক্ষণকারিণী ॥ ৪৭
ইদন্তু পরমং গুহ্যং কবচং মুনিসত্তম।
কামাখ্যায়া ময়োক্তং তে সর্ব্বরক্ষাকরং পরম্ ॥
অনেন কৃত্বা রক্ষান্তু নির্ভয়ঃ সাধকো ভবেৎ।
ন তং স্পৃশেদ্ভয়ং ঘোরং মন্ত্রসিদ্ধিবিরোধকম্ ॥
জায়তে চ মনোঃ সিদ্ধির্নির্ব্বিঘ্নেন মহামতে।
ইদং যো ধারয়েৎ কণ্ঠে বাহৌ বা কবচং মহৎ
অব্যাহতাজ্ঞঃ স ভবেৎ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং মঙ্গলঞ্চ দিনেদিনে ॥৫২
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা কবচঞ্চেদমদ্ভুতম্।
স দেব্যাঃ পদবীং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কামাখ্যা-
মাহাত্ম্যে ভয়নির্ব্বর্ত্তককবচং নাম
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

রক্ষা করুন। কবচপরিবর্জ্জিত হইয়া আমার যে সকল স্থান রক্ষারহিত হইয়াছে, সর্ব্ব রক্ষণকারিণী তৎসমস্ত সর্ব্বদা রক্ষা করুন। হে মুনিসত্তম! সর্ব্বরক্ষাকর পরম গুহ্য এই কামাখ্যাকবচ তোমার নিকট আমি কহিলাম, ইহা দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া সাধক নির্ভয় হইবে। মন্ত্রসিদ্ধি বাধাবী কোনও মহা ভয় তাহাকে স্পর্শ করিবে না, হে মহামতে! ইহাতে নির্ব্বিঘ্ন মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে মানব এই মহা কবচ কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করে, তাহার আজ্ঞা অব্যাহত হয় ও সে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া থাকে এবং সে সর্ব্বত্র সৌখ্যলাভ করে ও প্রতিদিন তাহার মঙ্গল হয়। যে মানব প্রয়ত হইয়া এই মহাদ্ভুত কবচ পাঠ করে, সত্য-সত্যই সে নিঃসংশয় দেবীর পদবী প্রাপ্ত হয়। ২৭—৫৩।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং তত্র সম্পূজ্য চণ্ডিকাম্।
যো জপেৎ পরমং মন্ত্রং তস্য কোটিগুণোত্তরম্
জায়তে সুমহৎ পুণ্যং ন পুনর্জ্জন্ম বিদ্যতে ॥ ১
শিবরাত্রিচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ সম্পূজ্য শঙ্করম্।
সর্ব্বতীর্থময়ে তস্মিন্ ক্ষেত্রে দেবাদিদুর্ল্লভে ॥
উপোষ্য নিয়তো ভূত্বা প্রহরে প্রহরে নরঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মাং সদা তত্র সংস্থিতঃ
প্রাপ্নোতি সহসা পুণ্যং বাজিমেধশতোদ্ভবম্ ॥
অন্যচ্চ যন্মহাপুণ্যং স্নানদানাদিসম্ভবম্।
কাশ্যাং তত্র দিনে চাপি পূজনে যৎ ফলং তথা
গবাং কোটিসহস্রাণ্যাং কুরুক্ষেত্রে প্রদানতঃ।
যৎ ফলং জায়তে তস্মাদধিকং মুনিসত্তম ॥ ৫
একং মে বিল্বপত্রং যঃ প্রদদ্যাদ্ভক্তিভাবতঃ।
স যাতি পরমাং মুক্তিং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ
স্বর্ণপুষ্পসহস্রাণি মণিমাণিক্যসঞ্চয়ম্।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—বৈশাখ মাসের তৃতীয়ায় চণ্ডিকার পূজা করিয়া যে মানব পরম মন্ত্র জপ করে, তাহার কোটি-গুণ অধিক ফল লাভ হয় এবং সুমহৎ পুণ্য-জন্মে ও পুনর্জ্জন্ম হয় না। সর্ব্বতীর্থময় দেবাদিদুর্লভ এই ক্ষেত্রে আমি সর্ব্বদা অব-স্থান করি। এখানে উপবাসী থাকিয়া সংযতচিত্তে শিবরাত্রিচতুর্দ্দশীতে যে নর রাত্রির প্রহরে প্রহরে আমার সভক্তি পূজা করে, তাহার শতাশ্বমেধসম্ভূত মহাপুণ্য লাভ হয়! কাশীক্ষেত্রে ঐ চতুর্দ্দশীদিনে স্নানদানে পূজায় যে মহাপুণ্য জন্মে, কুরু-ক্ষেত্রে সহস্র কোটি গোদানে যে ফল হয়, এখানে ভক্তিভাবে আমাকে একটী বিল্বপত্র দানে তাহার অধিক পুণ্যলাভ হয়। হে মুনিসত্তম! সত্য সত্যই সে মানব পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! একটী বিল্বপত্রে আমার যেরূপ

অনর্ঘ্যরত্নমন্যচ্চ ন তথা প্রীতিকারকম্।
বিল্বপত্রং মুনিশ্রেষ্ঠ যথা মম মহামতে ॥ ৭
বিল্বমূলে প্রপূজ্যাথ শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
সুরশ্রেষ্ঠত্ব মাপ্নোতি ন ততো বিচ্যুতির্ভবেৎ ॥
বিল্বমূলে বসেৎ তীর্থং সর্ব্বং শ্রেষ্ঠতমং পরম্।
তত্র সম্পূজনং শম্ভোর্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৯
ব্রহ্মরূপী স্বয়ং রুদ্রঃ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ।
পৃথিব্যাং সংস্থিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ
অতঃ পুণ্যতমং স্থানং মহাপাতকনাশনম্।
বিল্বমূলং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বতীর্থাদ্যনুত্তমম্ ॥ ১১
গঙ্গা কাশী গয়া তীর্থং প্রয়াগশ্চ মহামতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ যমুনা তথৈব চ সরস্বতী ॥ ১২
গোদাবরী নর্ম্মদা চ তথান্যত্তীর্থমুত্তমম্।
সদা সন্নিহিতং জ্ঞেয়ং বিল্বমূলে তু নারদ ॥ ১৩
তত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম দৈবং পৈত্রং বিধানতঃ।
তদক্ষয়তমং জ্ঞেয়ং কোটিজন্ম সুনিশ্চিতম্ ॥
যস্তু বিল্বতরোর্মূলে দেহং ত্যজতি মানবঃ।
স যাতি পরমং সৌখ্যং পদং ব্রহ্মাদিদুর্লভম্ ॥

এবং পুণ্যতমো যস্মাদ্বিল্ববৃক্ষঃ পরাৎপরঃ।
শম্ভোঃ প্রীতিকরো নিত্যং তস্মাত্তস্য
সুপত্রকৈঃ ॥ ১৬
পূজয়িত্বা মহেশানং মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৭
ফলং তস্য তথা শম্ভোঃ পরমাহ্লাদদায়কম্।
দত্বা তস্মৈ নরঃ সদ্যো মহাপুণ্যং সমশ্নুতে ॥ ১৮
অন্যত্র যত্র কুত্রাপি বিল্বপত্রাদিকং মুনে।
মহাপ্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কামরূপে বিশেষতঃ ॥ ১৯
অন্যত্তে কিং মুনে বক্ষ্যে কামাখ্যা তীর্থতঃ
ক্বচিৎ।
বিদ্যতে নাপরং স্থানং মহাপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ২০
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা তত্তোয়ে র্জগ-
দম্বিকাম্ ॥ ২১
পূজয়েত্তত্র যো ভক্ত্যা স মুক্তো ভববন্ধনাৎ ॥
সর্ব্বতীর্থময়ং স্থানং সর্ব্বতীর্থাধিকং পরম্।
যোনিপীঠং মহাদেব্যাঃ সর্ব্বদেবসুদুর্লভম্ ॥ ২৩
সর্ব্বদেবময়ী পূর্ণা যত্র পূজ্যতমা স্বয়ম্ ॥

প্রীতি হয়—সহস্র স্বর্ণপুষ্প মণি মাণিক্য এবং অন্যান্য মহার্ঘ রত্নও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। হে মহামতে! বিল্বমূলে লোকেশ্বর শঙ্করের পূজা করিয়া সুরবরত্ব লাভ হয়, কদাচ স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে না। বিল্বমূলে সকল শ্রেষ্ঠতম পরম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত, তথায় শম্ভুর পূজন মহাপাতকনাশন। সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ব্রহ্মরূপী রুদ্র সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত পৃথিবীতে বিল্বমূলে বাস করেন, অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই বিল্বমূল মহাপুণ্যতম মহাপাতকনাশন ও সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ। ১—১১। হে মুনিবর নারদ! গঙ্গা, কাশী, গয়া তীর্থ, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা এবং অন্যান্য উত্তম তীর্থ বিল্বমূলে সর্ব্বদা সন্নিহিত; সেই বিল্বমূলে যথাবিধি অনুষ্ঠিত দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম কোটি জন্ম পর্য্যন্ত অক্ষয় হয়, ইহা একান্ত নিশ্চিত। যে মানব বিল্বমূলে দেহ ত্যাগ করে, সে পরম সৌখ্য ও ব্রহ্মাদিদেবদুর্লভ পদ প্রাপ্ত হয়। পরাৎপর বিল্বতরু এইরূপই পুণ্যতম ও শম্ভুর নিত্য প্রীতিকর; অতএব তাহার সুপত্র দ্বারা মহেশের পূজা করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ঐ বিল্বের ফলও শম্ভুর পরমাহ্লাদদায়ক, মানব মহাদেবকে ঐ বিল্বফল দান করিয়া সদ্য মহাপুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! অন্যত্র যে কোনও স্থানে বিল্বপত্রাদি মহাদেবের প্রীতিকর, বিশেষতঃ কামরূপে ততোধিক প্রীতিপ্রদ। হে মুনে! অন্য আর তোমাকে কি বলিব, কামাখ্যাতীর্থ হইতে মহাপুণ্যফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুত্রাপি নাই। চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে সর্ব্বতীর্থময় শুভদ ব্রহ্মপুত্রে যথাবিধি স্নান করিয়া যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রের জল দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করে সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ১২—২২। কামাখ্যার যোনিপীঠ সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বতীর্থময় পরম স্থান; এখানে মহাদেবী সর্ব্বদেবদুর্লভা, সর্ব্বদেবময়ী পূর্ণা ও পূজ্যতমা।

সর্ব্বতীর্থময়ং তোয়ং লৌহিত্যস্য সুদুর্ল্লভম্ ।
অষ্টমী চ মহাপুণ্যা তিথিঃ পরমদুর্ল্লভা । ২৫
এতেষাং সন্নতির্যস্য বহু পুণ্যবশেন বৈ।
তস্য ভূমৌ ক্ষিতৌ জন্মনৈব নহি বিদ্যতে ॥২
তত্র যস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা পিতৄন্ লৌহিত্যবারিণা ।
তস্য তে পিতরো যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ।
অন্নঞ্চাপি তপো দানং তত্র পুণ্যফলপ্রদম্ ।
অন্য তীর্থসহস্রেভ্যো হ্যধিকং মুনিসত্তম ॥২৮
যথা পূজ্যতমেষেকা ভবানী ভবসুন্দরী ।
পত্রেষু তুলসীপত্রং বিল্বপত্রঞ্চ শোভনম্ । ২৯
যথা মায়াবিনাং শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ শ্রীগদাধরঃ ।
তথা সর্ব্বেষু তীর্থেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীযোনিপীঠকম্
য ইদং তীর্থরাজস্য যোনিপীঠস্য মানবঃ ।
মাহাত্ম্যং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্বা মুনিসত্তম । ৩১
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ।৩২
তীর্থেহস্মিন্ পরমেশানীং পরিপূজ্য বিধানতঃ
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি স দেব্যাঃ পদবীমিয়াৎ

সর্ব্বতীর্থময় ব্রহ্মপুত্রের জল দুর্লভ, মহাপুণ্যা অষ্টমীতিথি পরম দুর্লভা ; বহু পুণ্যবশে যাহার এতদুভয়ের একত্র প্রাপ্ত ঘটে, ক্ষিতিতলে তাহার ভবভয় থাকে না। এই শুভযোগে লৌহিত্যজলে যে মানব ভক্তিভরে পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হে মুনিসত্তম! এই লৌহিত্যতীর্থে তপস্যাদান দান অন্য সহস্র তীর্থ হইতেও অধিক পুণ্যফলপ্রদ। পূজ্যতমগণমধ্যে যেমন ভবসুন্দরী ভবানী প্রধানা, পত্রসমূহমধ্যে যেরূপ তুলসী ও বিল্বপত্র শ্রেষ্ঠ, মায়াতীত বলিয়া গদাধর যেরূপ পুরুষ মধ্যে প্রবর, তদ্রূপ শ্রীযোনিপীঠ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে প্রধান। হে মুনিসত্তম! যে মানব তীর্থরাজ যোনিপীঠের মাহাত্ম্য ভক্তিভরে শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই তীর্থে যথাবিধি পরমেশানীকে পূজা করিয়া তীর্থমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার দেবীপদবীপ্রাপ্তি

ইত্যুক্তং তীর্থরাজস্য যোনিপীঠস্য নারদ ।
মাহাত্ম্যং পরমং গুহ্যং ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে কামাখ্যা-মাহাত্ম্যং নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৮ ।

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং তব মুখাম্ভোজান্মাহাত্ম্যং পরমেশ্বর ।
যোনিপীঠস্য তীর্থস্য মহাপাতকনাশনম্ । ১
তত্র ত্বয়োক্তং সংক্ষেপাদ্বিল্বপত্রস্য চেশ্বর ।
অদ্ভুতমং মহাপুণ্যং মাহাত্ম্যং তচ্চ সংশ্রুতম্ ।
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি তুলস্যাঃ পরমাদ্ভুতম্
মাহাত্ম্যমপি সংক্ষেপাদ্রুদ্রাক্ষস্য শিবস্য বৈ ।
পূজায়াশ্চ মহাদেব সংক্ষেপাদদ্ভুতানি মে । ৪
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
তুলস্যাঃ শৃণু মাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ মহামতে ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো নরো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ।

ঘটে। হে নারদ ! এই তোমার নিকট তীর্থরাজ যোনিপীঠের পরম গুহ্য মাহাত্ম্য কথিত হইল, পুনরায় কি শুনিতে অভিলাষ কর ? ২৩—৩৩ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পরমেশ্বর! আপনার মুখপঙ্কজ হইতে যোনিপীঠ তীর্থের মহাপাপনাশন মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে ঈশ্বর ! ঐ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আপনি যে বিল্বপত্রের অদ্ভুতম মহাপুণ্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, তাহাও শুনিলাম, সম্প্রতি তুলসীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য, রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য ও শিবপূজাফল সংক্ষেপে শুনিতে ইচ্ছা করি ; হে মহাদেব! সংক্ষেপে আমার নিকট ইহা বর্ণন করুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন, —হে মহামতে ! যাহা শুনিয়া মানব সর্ব্বপাপ

তুলসীরূপেণ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বলোকপরিত্রাতা বিশ্বাত্মা বিশ্বপালকঃ॥৬
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ নামকীর্ত্তনাদ্ধারণাদপি।
প্রদানাৎ পাপসংহর্ত্রী নরাণাং তুলসী সদা॥৭
প্রান্তকথায় সুস্নাতো যঃ পশ্যেৎতুলসীক্রমম্
স সর্ব্বতীর্থসংদৃষ্টফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥৮
দৃষ্ট্বা গদাধরং দেবং ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
যৎ পুণ্যং সমবাপ্নোতি তুলসীদর্শনাচ্চ তৎ॥
দিনং তচ্চ শুভং প্রোক্তং তুলসী যত্র দৃশ্যতে
ন তত্র জায়তে তস্য বিপত্তিঃ কুত্রচিন্মুনে॥১০
অপি জন্মান্তরকৃতং পাপমত্যন্তগর্হিতম্।
বিনশ্যতি মুনিশ্রেষ্ঠ তুলসীবৃক্ষদর্শনাৎ॥১১
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যঃ স্পৃশেৎতুলসীদলম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্তৎক্ষণাৎ শুদ্ধতামিয়াৎ॥১২
প্রয়াতি চ পদং বিষ্ণোরন্তে দেবসুদুর্লভম্।
তুলসীস্পর্শনং স্নানং তুলসীস্পর্শনং তপঃ।
তুলসীস্পর্শনং মুক্তিঃ তুলসীস্পর্শনং ব্রতম্॥
প্রদক্ষিণীকৃতা যেন তুলসী মুনিসত্তম।
কৃতপ্রদক্ষিণস্তেন বিষ্ণুঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ॥
তুলসীং প্রণমেদ্‌যস্তু ভক্ত্যা মানবসত্তমঃ।
স যাতি বিষ্ণোঃ সাযুজ্যং ন পুনঃ প্রপতেৎ
ক্ষিতৌ॥১৫
তুলসীকাননং যত্র তত্র সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ।
লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তো মোদতে মুনিসত্তম॥১৬
যত্র বিষ্ণুর্জগন্নাথঃ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
তত্রাহং সহ রুদ্রাণ্যা সবিত্র্যা চ প্রজাপতিঃ॥
তস্মাত্তৎ পরমং স্থানং দেবানামপি দুর্লভম্।
যো গচ্ছেৎ স ব্রজেদ্বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠনগরং মুনে॥
স্নাত্বা প্রমার্জ্জয়েদ্‌যস্তু তৎ ক্ষেত্রং পাপনাশনম্
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ॥১৯
যঃ কুর্য্যাত্তুলসীমূলমৃদা তিলকমুত্তমম্।
কপালে কণ্ঠদেশে চ কর্ণয়োঃ করযুগ্মে॥২০
ব্রহ্মরন্ধ্রে হৃদিপৃষ্ঠে পার্শ্বয়োর্নাভিদেশকে।

হইতে মুক্তিলাভ করে, সেই তুলসীমাহাত্ম্য সংক্ষেপে শ্রবণ কর। বিশ্বাত্মা বিশ্বপালক পুরুষোত্তম ভগবান্ তুলসীতরুরূপে সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ করেন। তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, নামকীর্ত্তন, ধারণ ও প্রদানে তুলসী সর্ব্বদা মানবগণের পাপহরণ করেন। যে মানব প্রান্তকথানান্তে উত্তমরূপে স্নান করিয়া তুলসীতরু অবলোকন করে, সে অখিল তীর্থপ্রাপ্তি ফললাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গদাধরের দর্শন করিয়া যে ফল হয়, তুলসী দর্শনেও সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে দিন তুলসীদর্শন ঘটে, সেই দিনই শুভ বলিয়া অভিহিত। হে মুনে! সে দিনে কখনও তুলসীদর্শনকারীর বিপত্তি ঘটে না। ১—১০। হে মুনিসত্তম! অধিক কি, জন্মান্তরকৃত অত্যন্ত গর্হিত পাপও ব্রহ্মরূপিণী তুলসীদর্শনে বিনষ্ট হয়। শুচি হউক বা অশুচি হউক, যে নর তুলসীপত্র স্পর্শ করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অন্তকালে দেবদুর্লভ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত করে। তুলসীর স্পর্শন স্নান, তুলসীর স্পর্শন তপস্যা, তুলসীর স্পর্শন মুক্তি ও তুলসীর স্পর্শন ব্রত। মুনিসত্তম! যে ব্যক্তি তুলসী প্রদক্ষিণ করে, তাহার সাক্ষাৎ বিষ্ণুর প্রদক্ষিণ করা হয়, সংশয় নাই। যে মানবসত্তম ভক্তিপূর্ব্বক তুলসী প্রণাম করে, সে বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, আর তাহার ক্ষিতিতলে পতন হয় না। যেখানে তুলসীকানন, সেখানে সাক্ষাৎ জনার্দ্দন; হে মুনিসত্তম! সেখানে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রসন্না। যেখানে সর্ব্বদেবময় প্রভু জগন্নাথ বিষ্ণু, সেখানে রুদ্রাণীর সহিত আমার ও সাবিত্রীর সহিত প্রজাপতির অধিষ্ঠান হয়। অতএব সে স্থান দেবদুর্লভ ও উত্তম। হে মুনে! যে মানব তথায় গমন করে তাহার বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠনগরে গমন হয়। যে মানব স্নান করিয়া পাপনাশন তুলসীক্ষেত্র মার্জ্জনা করে, সে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে মানব তুলসী মূলের মৃত্তিকা দ্বারা কপালে কণ্ঠে, কর্ণে, বাহুমূলে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, পৃষ্ঠে, পার্শ্ব-

স পুণ্যাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞেয়ো বৈষ্ণবোত্তমঃ
তুলসীপুষ্পবৃন্দেন পূজয়েদ্যো জনার্দ্দনম্
সোঽপ্যুক্তো বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানতঃ
যো দদাতি সুরেশায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে ।
তুলসীপত্রকং তস্য পুণ্যং বহুগুণং স্মৃতম্ ॥ ২৩
গবাময়ুতদানস্য বাজপেয়শতস্য চ ।
যৎ ফলং তৎসমাপ্নোতি কার্ত্তিকে পূজয়ন্
হরিম্ ॥ ২৪
তুলসীপত্রৈরেকৈস্তুলসীপুষ্পকৈরপি ॥ ২৫
তুলসীকাননে যস্তু জগন্নাথং সমর্চ্চয়েৎ ।
মহাক্ষেত্রকৃতায়াশ্চ পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ।
তুলসীরহিতং নৈব কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
কুর্ব্বন্ন কর্ম্মণস্তস্য সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭
তুলসীরহিতা সন্ধ্যা কালাতীতেব নিষ্ফলা ॥
তুলসীবৃন্দমধ্যে তু নির্ম্মায় হরিমন্দিরম্ ।
তৃণেনেষ্টকয়া বাপি তত্র যঃ স্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥২৯
নিয়তং সেবয়াসক্তঃ স হরেঃ সাম্যতামিয়াৎ ॥
যস্তু তৎতুলসীবৃক্ষং বিষ্ণুরূপং বিভাব্য চ ।
ত্রিধৈবং প্রণমেন্মর্ত্ত্যঃ স বিষ্ণোঃ সমতাং
ব্রজেৎ ॥ ৩১
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরজগদ্গুরো ।
ত্রাহি মাং ঘোরসংসারান্নমস্তেঽস্তু সদা মম ॥ ৩২
যস্তু শ্রীতুলসীং মর্ত্ত্যঃ প্রণমেত্তারিণীধিয়া ।
ত্রিধা প্রদক্ষিণীকৃত্য সপ্তধা বা মহামতে ॥ ৩৩
মন্ত্রেণানেন সদ্ভক্ত্যা স তরেদ্ঘোরসঙ্কটাৎ ॥৩৪
ত্রৈলোক্যনিস্তারণপরায়ণে শিবে,
যথৈব গঙ্গা সরিতাং বরা স্বয়ম্ ।
তথৈব লোকত্রয়পাবনার্থং,
দ্রুমেষু সাক্ষাত্তুলসীস্বরূপিণী ॥ ৩৫
ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখৈঃ সুরোত্তমৈঃ,
পুরার্চ্চিতা বিশ্বপবিত্রহেতবে ।
জাতা ধরণ্যাং জগদেকবন্দ্যে,
নমামি ভক্ত্যা তুলসীং প্রসীদ ॥ ৩৬

বাহু ও নাভিদেশে উত্তম তিলক করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই পুণ্যাত্মা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। যে মানব তুলসীমঞ্জরীপুঞ্জ দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করে, সেও সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে যে মানব যথাবিধি প্রাতঃস্নান করিয়া উত্তম দেবরচনার্থ পরমাত্মা বিষ্ণুকে তুলসী পত্র প্রদান করে, তাহার অনেক পুণ্য হয়। ১১—২৩। অযুতগোদান ও শত বাজপেয় যজ্ঞে যে ফল, কার্ত্তিকে হরিপূজায়ও সেই ফল হয়। যে মানব তুলসীকাননে তুলসীপত্র বা মঞ্জরীদ্বারা জগন্নাথের পূজা করে, সে মহাক্ষেত্রকৃত পূজার ফল পায়। বিচক্ষণ মানব তুলসীরহিত কোন কর্মক্রিয়া করিবে না; করিলে সে ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে না। তুলসীহীন সন্ধ্যা অকালকৃত সন্ধ্যার ন্যায় নিষ্ফল, তৃণ বা ইষ্টক দ্বারা তুলসীবৃন্দ মধ্যে হরিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় হরিকে প্রতিষ্ঠিত করত যে নর নিয়ত তাঁহার সেবাসক্ত হয়, সে হরির সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব সেই তুলসীবৃক্ষকে বিষ্ণুরূপ ভাবনা করিয়া ত্রিবিধ প্রণাম করে, তাহার বিষ্ণুসাম্য লাভ হয়। হে দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার; হে সুরাসুরজগদ্গুরো! আমাকে ঘোর সংসার হইতে পরিত্রাণ কর; তোমাকে আমার সর্ব্বদা নমস্কার। তুলসী তারণকর্ত্রী—এইরূপ জ্ঞানে যে মানব শ্রীতুলসীকে প্রণাম করে, হে মহামতে! ভক্তিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ত্রিধা বা সপ্তধা প্রদক্ষিণ করে সে ঘোর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয়। মন্ত্র যথা—হে ত্রৈলোক্যনিস্তারণপরায়ণে শিবে! লোকত্রাণার্থ যেরূপ সরিদ্বরা জাহ্নবীরূপিণী, তদ্রূপ তুমি লোকত্রয়পাবনার্থ বৃক্ষমধ্যে সাক্ষাৎ তুলসী বৃক্ষরূপিণী, তুমি পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রমুখ সুরোত্তমগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিশ্ব পবিত্র করিবার জন্য ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; জগতে তুমিই একমাত্র পূজনীয়া; হে তুলসি! তোমাকে

এবং যে প্রণমন্ত্যেনাং প্রত্যহং মুনিসত্তম।
তস্য সর্বার্থদা দেবী যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠতঃ ॥ ৩৭
তুলসী সর্বদেবানাং পরমপ্রীতিবর্দ্ধিনী।
সর্বদেবাধিসংস্থানং যত্রাস্তে তুলসীবনম্ ॥৩৮
পিতরোঽপি পরং প্রীত্যা বসন্তে তুলসীবনে।
অবশ্যং তুলসী দেয়া পিতৃদেবার্চ্চনাদিষু।
অদত্বা মনুজৈঃ সম্যক্ ন কর্ম্মফলমাপ্যতে ॥
বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দেবীনাঞ্চ মহামতে ॥৪১
পরমপ্রীতিদাত্রেয়া তুলসী ক্ষেমকরী সদা।
তস্মাদ্ধি তুলসী দেয়া দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
যত্রাস্তি তুলসীবৃক্ষস্তত্র ভাগীরথী স্বয়ম্।
তীর্থৈঃ সমস্তৈঃ সহিতা বসতিং কুরুতে সদা।
তস্মাত্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠ দেহং সন্ত্যজতাং নৃণাম্।
গঙ্গায়াং মরণে যাদৃক্ ফলং স্যাত্তাদৃগেব হি।
ধাত্রীবৃক্ষশ্চেত্তত্র বর্ত্ততে বহুভাগ্যতঃ।
তদাধিকতরং জ্ঞেয়ং স্থলং তদ্বহুপুণ্যদম্ ॥৩৫
তত্র দেহভৃতাং দেহপরিত্যাগান্মহামুনে।
অজ্ঞানতোঽপি মুক্তিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
এতয়োঃ সন্নিধৌ যত্র বিল্ববৃক্ষোঽপি বিদ্যতে।
তৎস্থানং হি মহাতীর্থং সাক্ষাদ্বারাণসীসমম্ ॥
তত্র সম্পূজয়েচ্ছম্ভোর্দ্দেব্যা বিষ্ণোশ্চ ভাবতঃ।
বহুপুণ্যপ্রদং জ্ঞেয়ং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৮
তত্রৈকং বিল্বপত্রং যো মহেশায় নিবেদয়েৎ।
তথা বিষ্ণুং সুসম্পূজ্য তুলস্যামলকীদলৈঃ ॥৪৯
প্রয়াতি বিষ্ণোঃ সাযুজ্যং সত্যমেব মহামতে।
ন পুনর্জ্জন্ম চাপ্নোতি তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবতঃ ॥
ইত্যুক্তং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যং বৈ সমাসতঃ।
য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সোঽপি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
তুলসী-মাহাত্ম্যং নামৈকোনা-
শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সভক্তি নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। হে মুনিসত্তম! যাহারা নিত্য তুলসীকে এইরূপে প্রত্যহ প্রণাম করে, তুলসী দেবী যে কোনও স্থানে থাকুন না কেন, সর্ব্বদা তাহাদের সর্ব্বার্থদাত্রী হন। তুলসী সর্ব্বদেবের পরম প্রীতিবর্দ্ধিনী; যেখানে তুলসীকানন বিদ্যমান, সেখানে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান; পিতৃগণও পরম প্রীতিসহকারে তুলসীবনে বাস করেন। অতএব দেব ও পিতৃপূজায় তুলসী অবশ্য দেয়। আর না দিলে মানব সম্যক্ কর্ম্মফল লাভ করে না। হে মহামতে! লোকপূজিতা তুলসী ত্রিলোকপতি বিষ্ণুর, বিশেষতঃ পিতৃগণ ও দেবদেবীগণের পরম প্রীতিদা জানিবে; অতএব দেবপিতৃগণের পূজাকার্য্যে তুলসী দান করা কর্ত্তব্য। যেখানে তুলসী বৃক্ষ বিদ্যমান, তথায় সকল তীর্থের সহিত স্বয়ং ভাগীরথী সর্ব্বদা বাস করেন। অতএব হে মুনিসত্তম! গঙ্গাতীরে মরণে মানবের যেরূপ ফললাভ হয়, তুলসীতলে তনুত্যাগকারী নরগণেরও তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যদি বহুভাগ্যে তথায় ধাত্রীতরু থাকে, তাহা হইলে সে স্থান ততোঽধিক পুণ্যপ্রদ হয়। হে মহামতে! জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই হউক সত্য সত্যই তথায় তনুত্যাগে দেহধারিগণের মুক্তি হয়। ইহা নিঃসংশয়। যেখানে তুলসী ও ধাত্রীসন্নিধানে বিল্ববৃক্ষ বিদ্যমান, সে মহাতীর্থ সাক্ষাৎ বারাণসী; সেস্থানে ভক্তিভাবে ভবানী, শম্ভু ও বিষ্ণুর পূজা বহুপুণ্যপ্রদ ও মহাপাতকনাশন। যে ব্যক্তি সেস্থানে একটীমাত্র বিল্বপত্রও মহাদেবকে নিবেদন করে, এবং তুলসী ও আমলকী পত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করে, তাহার বিষ্ণুসাযুজ্যলাভ হয়; আর ইহা নিশ্চিত যে সেই ক্ষেত্রপ্রভাবে, তাহার পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি ঘটে না। হে মুনিসত্তম! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে তুলসীমাহাত্ম্য বলিলাম, যে মানব ইহা শ্রবণ করে, সেও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ২৩—৪৩।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম।
রুদ্রাক্ষস্য পরং শুহ্যং পুণ্যাখ্যানং সমাসতঃ ॥১
অঙ্গেষু ধারণাৎ সর্ব্বদেহিনাং পাপসঞ্চয়ম্।
বিনাশয়তি রুদ্রাক্ষফলং জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥২
গুরোর প্রণতের্জাতং দেবানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
অপ্রণাম্যদ্বিজাতীনাং দর্পতোঽজ্ঞানতোঽপি বা
যৎ পাপং সঞ্চিতং পূর্ব্বজন্মকোটিষু নারদ।
তৎ পাপং নাশমাপ্নোতি শিরসা পাতিধারণাৎ
অসত্যভাষণা নিন্দাপরোচ্ছিষ্টাদিভক্ষণাৎ।
সুরাপানাচ্চ সম্ভূতং যৎ পাপং কোটিজন্মসু।
কণ্ঠেঽস্তিধারণাদস্য তৎ পাপং নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
পরদ্রব্যাপহারাচ্চ পরদেহাভিতাড়নাৎ।
অস্পৃশ্যবস্তুসংস্পর্শাত্তথা দানপরিগ্রহাৎ ॥ ৬
যৎ পাপং সঞ্চিতং পূর্ব্বং কোটিজন্মসু নারদ।
তৎ পাপং নাশমায়াতি করে রুদ্রাক্ষধারণাৎ ॥
অসৎপ্রসঙ্গসংক্রান্ত্যা যৎ পাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্ ।
তৎ পাপং নাশমায়াতি কণ্ঠে রুদ্রাক্ষধারণাৎ
পরস্ত্রীগমনাদ্ব্রহ্মবধাদ্বৈধস্য কর্ম্মণঃ।
অকৃতে সঞ্চিতং পাপং যৎ পূর্ব্বং বহুজন্মসু ॥৯
তৎ পাপং বিলয়ং যাতি যত্র কুত্রাভিধারণাৎ ॥
রুদ্রাক্ষভূষণৈর্যুক্তং দৃষ্ট্বা সম্প্রণমেত্তু যঃ।
সোঽপি পাপাদ্বিমুচ্যেত কৃতপাপ-
শতোঽপি চেৎ (১) ॥ ১১
রুদ্রাক্ষধারী বিহরেন্মহারুদ্র ইবাপরঃ।
নির্ভয়ো ধরণীপৃষ্ঠে দেবপূজ্যতমঃ স্বয়ম্ ॥ ১২
বিধৃত্য চৈকং রুদ্রাক্ষং শম্ভুং বা পরমেশ্বরীম্।
যোঽর্চ্চয়েচ্ছিবসাযুজ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়
অবিধৃত্য নরো যস্তু রুদ্রাক্ষং মুনিসত্তম।
কুরুতে পৈতৃকং কর্ম্ম দৈবং বাপি বিমোহিতঃ
ন তস্য ফলমাপ্নোতি বৃথা তৎ কর্ম্ম চ স্মৃতম্
রুদ্রাক্ষমালয়া মন্ত্রং যো জপেচ্ছ মহেশিতুঃ
সম্প্রয়াতি নরঃ স্বর্গং মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ১৫

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! সম্প্রতি সংক্ষেপে রুদ্রাক্ষের পরম গুহ্য পুণ্যাখ্যান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রুদ্রাক্ষ অঙ্গে ধারণে দেহিগণের শতজন্মার্জ্জিত সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় হয়। হে নারদ! দর্প বা অজ্ঞান বশতঃ গুরু, মহাত্মা দেবগণ ও দ্বিজাতিদিগের প্রণাম না করায় পূর্ব্বকোটিজন্মের সঞ্চিত যে পাপ, মস্তকে রুদ্রাক্ষ-ধারণে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোটিজন্ম মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, পরোচ্ছিষ্টাদি ভোজন ও সুরাপানে যে পাপ হয়, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ধারণে সে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে নারদ! পূর্ব্বের কোটিজন্মে পরদ্রব্যাপহরণ, পরদেহে আঘাত, অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শ ও অসৎপ্রতিগ্রহে যে পাপ সঞ্চিত হয়, করে রুদ্রাক্ষ ধারণে তাহা বিনষ্ট হয়। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ধারণে অসৎপ্রসঙ্গ সংক্রান্তিজনিত পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। অধিক কি, যে কোনও স্থানে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে বহু পূর্ব্বজন্মের পরস্ত্রীগমন, ব্রহ্মহত্যা ও বৈধক্রিয়ার অনাচরণে যে পাপ হয় তৎ সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে নারদ! যদি মানব রুদ্রাক্ষভূষণযুক্ত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া প্রণাম করে শত শত পাপ করিলেও সে ব্যক্তি মুক্ত হইয়া থাকে। রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তি মহারুদ্রবৎ নির্ভয়ে ধরণীপৃষ্ঠে বিহার করেন এবং তিনি দেবগণের পূজ্যতম হন। একটী মাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়াও যিনি শম্ভু বা পরমেশ্বরীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারও শিবসাযুজ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি রুদ্রাক্ষ ধারণ না করিয়া মোহবশতঃ দৈব পৈতৃক কর্ম্ম করে সে ক্রিয়ার ফললাভ হয় না—তাহার সে ক্রিয়া বৃথা হইয়া থাকে। যে মানব রুদ্রাক্ষমালা মহেশের মন্ত্র জপ করে, মহাদেবের প্রসাদে

---

(১) সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্তৎফলাদেব জায়তে ইতি পাঠান্তরম্।

কাশ্যাং বা জাহ্নবীক্ষেত্রে তীর্থেষ্বন্যেষু বা নরঃ।
রুদ্রাক্ষরহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ১৬
একবক্ত্রন্তু রুদ্রাক্ষং গৃহে যস্য প্রবর্ত্ততে।
তস্য গেহে বসেল্লক্ষ্মীঃ সুস্থিরা মুনিসত্তম ॥ ১৭
ন দৌর্ভাগ্যং ভবেত্তস্য নাপমৃত্যুঃ কদাচন।
বিভর্ত্তি যস্তু তৎ কণ্ঠে বাহৌ বা মুনিসত্তম ॥
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ শম্ভুর্দেবসুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯
কুরুতে যৎ পরং ধর্ম্ম্যং কর্ম্ম তস্য মহাফলম্ ॥
রুদ্রাক্ষধারী সন্ত্যজ্য দেহং চৈব যত্র কুত্রচিৎ ॥
অবশ্যং স্বর্গমাপ্নোতি তত্র নাস্ত্যেব সংশয়ঃ।
গঙ্গায়ান্তু বিশেষেণ ফলদং তস্য ধারণম্।
কাশ্যাং ততোঽধিকং জ্ঞেয়ং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ২২
ইতি তে কথিতং পুণ্যং মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম।
রুদ্রাক্ষস্যাপি সংক্ষেপান্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৩
য ইদং প্রপঠেদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বাপি যো নরঃ।
সমাপ্নোতি পদং শম্ভোরপি দেবৈঃ সুদুর্ল্লভম্
বিল্বমূলে পঠেদেতচ্চতুর্দ্দশ্যামুপোষিতঃ।
স মুচ্যতে মহাপাপাদপি জন্মশতার্জ্জিতাৎ ॥ ২৫
গঙ্গায়াং বা কুরুক্ষেত্রে কাশ্যাং বা মুনিসত্তম।
সেতুবন্ধে মহাতীর্থে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ২৬
শিবরাত্রিচতুর্দ্দশ্যাং যঃ পঠেচ্ছিবসান্নিধৌ।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্যং নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু সাবহিতো বৎস মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম
পূজায়াঃ শ্রীমহেশস্য সংক্ষেপেণ মমাগ্রতঃ ॥ ১
কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি মানবা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
সদা পাপরতাঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ স্বল্পজীবিনঃ ॥ ২
পরদাররতা নিত্যং পরদ্রোহপরায়ণাঃ।

তাহার স্বর্গে গতি হয়। মানব কদাচ কাশী, গঙ্গা বা অন্য তীর্থক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষরহিত হইয়া ক্রিয়া করিবে না। হে মুনিসত্তম! যাহার গৃহে একমুখ রুদ্রাক্ষ বিদ্যমান, লক্ষ্মী সুস্থির হইয়া তাহার গৃহে বাস করেন। তাহার কদাচ দৌর্ভাগ্য বা অপমৃত্যু হয় না। হে মুনিবর! যে মানব বাহু বা কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, দেবদুর্লভ ভগবান্ শম্ভু তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ১—১৯। তাহার কৃত ধর্ম্ম্য কর্ম্ম মহাফলজনক হয়। রুদ্রাক্ষধারী নর যে কোনও স্থানে দেহ ত্যাগ করে, অবশ্যই তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। বিশেষতঃ গঙ্গায় রুদ্রাক্ষ ধারণ অধিক ফলদ, কাশীতে ধারণ ততোধিক ফলপ্রদ, এ বিষয়ে তোমাকে অধিক আর কি বলিব? হে মুনিসত্তম! এই আমি তোমার নিকট মহাপাতকনাশন রুদ্রাক্ষ ধারণের পুণ্য মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে দেবাদিদুর্লভ শাম্ভব পদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব উপবাসী হইয়া চতুর্দ্দশী দিনে বিল্বমূলে ইহা পাঠ করে, সে শতজন্মার্জ্জিত মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে মুনিসত্তম! যে মানব গঙ্গায়, কুরুক্ষেত্রে, কাশীতে, সেতুবন্ধে, মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী দিনে শিব-সন্নিধানে ইহা পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। ২০—২৭

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০

একাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে বৎস! অবহিত হইয়া শ্রীমহেশের পূজামাহাত্ম্য আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! কলিকালে লোক সকল ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বদা পাপাসক্ত, পাপরত, অল্প-জীবী, নিত্য পরদাররত, পরদ্রোহপরায়ণ,

পরনিন্দারতাশ্চৈব পরবিত্তাপহারিণঃ ॥ ৩
গুরুভক্তিবিহীনাশ্চ গুরুনিন্দারতাঃ সদা ॥ ৪
স্বস্বকর্ম্মবিহীনাশ্চ ধনলুব্ধাঃ কলৌ যুগে ।
ভবিষ্যন্তি দ্বিজাঃ সর্ব্বে শূদ্রাচাররতাঃ সদা ॥ ৫
শ্রুতিহীনাস্তপোহীনা যোগাভ্যাসবিবর্জ্জিতাঃ ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ বৎস শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ॥ ৬
স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি পতিভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ।
ভ্রষ্টা চ প্রায়শস্তাসাং স্বভর্ত্তৃদ্রোহপরায়ণাঃ ॥ ৭
অল্পশস্যা বসুমতী দেহিনোঽন্নপরায়ণাঃ ॥ ৮
করগ্রহরতা নিত্যং রাজানো ম্লেচ্ছরূপিণঃ ।
ভবিষ্যন্তি সতাং হানিরসতামুন্নতিঃ সদা ॥ ৯
এবং ঘোরকলৌ চাপি নরাণাং পাপচেতসাম্ ।
মুক্তিপ্রদংমহাদেবপূজনং মুনিসত্তম ॥ ১০
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং শিবশক্ত্যাত্মকং পরম্ ।
পূজয়েৎ প্রযুক্তো ভূত্বা ন হি তং বাধতে কলিঃ
উপায়ো বিদ্যতে নান্যঃ সত্যং সত্যং কলৌ যুগে ।
শম্ভোরারাধনাৎ স্বল্পসাধনান্মুনিসত্তম ॥ ২২

পরনিন্দারত, পরবিত্তাপহারী, গুরুভক্তিবিহীন, সর্ব্বদা গুরুনিন্দারত, স্ব স্ব কর্ম্মহীন ও ধনলুব্ধ হইবে। কলিকালে দ্বিজগণ সদা শূদ্রাচাররত, বেদহীন, তপস্যাহীন, যোগাভ্যাসবিবর্জ্জিত, শিশ্নোদরপরায়ণ; স্ত্রীগণ পতিভক্তিহীন, প্রায়শঃ ভ্রষ্টা, ও স্বভর্ত্তৃ-দ্রোহকারিণী, বসুমতী অল্প শস্যযুতা এবং প্রাণিগণ অন্নগতদেহ হইবে। হে বৎস! ম্লেচ্ছরূপী রাজগণ কেবল করগ্রহণরত হইবে, সাধুগণ বিনষ্ট হইবেন আর অসৎলোক উন্নতি লাভ করিবে। হে মুনিসত্তম! এইরূপ ঘোর কলিকালে পাপচেতা নরগণের মহাদেব-পূজা মুক্তিপ্রদা। মৃত্তিকা দ্বারা শিবশক্ত্যাত্মক উত্তম লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রযত্নমনে পূজা করিবে, এইরূপ করিলে কলি পূজাকারীকে প্রতিহত করিতে পারে না। আর সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিকালে শম্ভুর আরাধনা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই।

মূর্ত্তেরপি বিনির্ম্মাণং পূজনে বিল্বপত্রকম্ ।
উপহারমনায়াসলভ্যং পুণ্যন্তু বিস্তরম্ ॥ ২৩
শম্ভোরারাধনেনান্যং নাস্তি কর্ম্ম কলৌ যুগে ।
শাক্তো বা বৈষ্ণবঃ শৈবঃ পূর্ব্বং সম্পূজ্য শঙ্করম্
পশ্চাৎ সম্পূজয়েৎ স্বেষ্টদেবতাং ভক্তিভাবতঃ
ব্যতিক্রমন্তু যো দর্পান্মোহাদ্বাপি সমাচরেৎ ॥
সোঽধঃপতন্তি পাপাত্মা তস্যার্চ্চা বিফলা ভবেৎ
যো ধ্যায়তি মহাদেবং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ॥ ২৬
স তেন সাম্যমাপ্নোতি ন পুনর্জন্মভাগ্ভবেৎ ॥
পূজয়েদ্ যস্তু সদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদেবাত্মকং শিবম্ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
পাদ্যং যস্তু মহেশায় দদাতি মনুজোত্তমঃ ॥ ২৮
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
পাদ্যাদিকন্তু যৎকিঞ্চিৎ দেয়ং শ্রীশম্ভবে মুনে
সর্ব্বং তৎ সম্প্রদদ্যাচ্চ লিঙ্গোপরি কিয়ৎ কিয়ৎ
অগ্রাহ্যং তন্মহাবুদ্ধে প্রসাদমপি ভক্ষয়েৎ ॥ ২৯
প্রসাদং ভক্ষয়েন্মর্ত্ত্যঃ স্বয়ং শঙ্করতাং ব্রজেৎ ।

মৃত্তিকায় মূর্ত্তি রচনা, পূজায় অনায়াস লভ্য বিল্বপত্র উপহার পরন্তু ইহাতে পুণ্য অপার; সুতরাং কলিতে শম্ভুর আরাধনা তুল্য কর্ম্ম নাই। কি শাক্ত কি শৈব কি বৈষ্ণব—ভক্তিভাবে প্রথমে শিবপূজা করিয়া পরে স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। যে ব্যক্তি মোহবশে ইহার ব্যতিক্রম করে, সেই পাপাত্মা অধঃপতিত হয়, তাহার পূজা-ফল বিফল হইয়া থাকে। যে মানব সর্ব্বলোকমহেশ্বর মহাদেবের ধ্যান করে, তাঁহার শিবসাম্য লাভ হয়, তাহার আর জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে সর্ব্বদেবাত্মক শুভ শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যে মনুজোত্তম মহেশকে পাদ্য দান করে, সেও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। হে মুনে! মহেশের উদ্দেশে দেয় পাদ্যাদি যে কিছু দ্রব্য, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহেশের মস্তকোপরি প্রদান করিবে। মানব শিবপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া

শিবং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যাপ্যভক্ত্যা যদপি নারদ
ন চৈব যমদণ্ড্যঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ
আরোগ্যমতুলং সৌখ্যং প্রজাপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্ ॥
শিবলিঙ্গার্চ্চনং কৃত্বা প্রাপ্নুয়ান্মানবোত্তমঃ । ৩১
নৃত্যতি মহেশস্য সন্নিধৌ ভক্তিতৎপরঃ ॥৩২
প্রাপ্য শাম্ভবং লোকং মোদতে সুচিরং মুনে
গীতবাদ্যঞ্চ যঃ কুর্য্যান্মনুজঃ শিবসন্নিধৌ । ৩৩
সন্নিধৌ রক্তিকস্থায়ী ভবেৎ তৎপ্রমথেশ্বরঃ ।
যত্র দেশে বসেৎ শম্ভুপূজাভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৩৪
সোঽপি পুণ্যতমো দেশো গঙ্গাহীনো ভবেদ্-
যদি ।
বিল্বমূলে মহাদেবং যঃ পূজয়তি ভাবতঃ ॥ ৩৬
সোঽশ্বমেধসহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
গঙ্গায়াং যো মহাদেবং বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥
স কৈবল্যমবাপ্নোতি কৃতপাপশতোঽপি চেৎ
কাশ্যাং যঃ পূজয়েচ্ছম্ভুং হেলয়াপি নরোত্তমঃ ॥
তস্যান্তে মুক্তিদাতা স মহেশঃ স্বয়মেব হি ।

পুণ্যো ভারতখণ্ডে তু স্থানং যৎ পুণ্যদায়কম্ ।
তত্র সম্পূজ্য বিশেশং ন পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ
হিমাদ্রের্দক্ষিণে পার্শ্বে গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্ ।
যাবৎ পুণ্যতমো দেশঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥৪০
প্রত্যস্মিন্নাস্তি কর্ম্মাণি শিবপূজাসমং মুনে ।
মহাপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্ ॥ ৪১
অনেককর্ম্মসম্ভূতানি পুণ্যদানি মহামুনে ।
উক্তান্যনেকশাস্ত্রেষু নৃণাং পাপহরাণি বৈ ॥ ৪২
তেষু শ্রেষ্ঠতমং জ্ঞেয়ং শিবসম্পূজনং পরম্ ।
কীর্ত্তনং শিবনাম্নশ্চ দুর্গানাম্নো বিশেষতঃ ॥ ৪৩
দুর্গায়াঃ পূজনং তদ্বদ্ রামনামপ্রকীর্ত্তনম্ ।
শ্রবণং তদ্গুণানাঞ্চ তীর্থেষু ভ্রমণং তথা ॥ ৪৪
বিজ্ঞেয়ং পরমং শ্রেষ্ঠং কলৌ পাতকনাশনম্ ।
সংস্মৃত্য শম্ভোর্নামানি যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে
নরঃ ॥ ৪৫
কর্ম্ম বেদাদিশাস্ত্রোক্তং তদক্ষয়তমং ভবেৎ ।
শিবেতি বিশ্বনাথেতি বিশ্বেশেতি হরেতি চ ॥
গৌরীপতে প্রসীদেতি যো নরো ভাষতেঽসকৃৎ

স্বয়ং শম্ভুর প্রাপ্ত হয়। হে নারদ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজা করে, সে যমের দণ্ড্য নহে, ইহা সত্য ও সংশয়শূন্য ।১—৩০। মানবোত্তম শিবলিঙ্গার্চ্চন করিয়া, প্রজাপুষ্টি, অতুল আরোগ্য ও সৌখ্য লাভ করে। হে মুনে! যে নর ভক্তিতৎপর হইয়া শিবসন্নিধানে নৃত্য করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া সুচির কাল মুদিত হয়। যে মানব শিবসন্নিধানে গীতবাদ্য করে, সে শিবসন্নিধানে অবস্থান করে এবং প্রমথেশ্বর হয়। যে দেশে ভক্তিতৎপর শিবপূজারত নর বাস করে সে দেশ গঙ্গাহীন হইলেও পুণ্যতম। যে মানব ভাবাবেশে বিল্বমূলে মহেশের পূজা করে, সে নিঃসন্দেহ সহস্র অশ্বমেধ-ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে বিল্বপত্র দ্বারা মহাদেবের পূজা করে, শত পাপাচারী হইলেও সে কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নরোত্তম কাশীতে হেলায়ও শম্ভুর পূজা করে, অন্তিমকালে স্বয়ং মহেশ

তাহাকে মুক্তিদান করেন। এই কাশীপুরী ভারতখণ্ডের মধ্যে পুণ্যপ্রদ, এখানে শিবপূজা করিয়া নর পুনর্জন্মভাগী হয় না। হিমাদ্রির দক্ষিণপার্শ্বে গঙ্গাসাগরসঙ্গম বিদ্যমান, অত্রত্য দেশসমূহ সর্ব্বকামফলপ্রদ, হে মুনে! এখানে শিবপূজার তুল্য অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। ৩৫—৪০। এই সকল স্থান মহাপাপহর পুণ্য ও সর্ব্বাপদ্ বিনিবারক, এখানে অনেক কার্য্যসমূহ মানবগণের মহাপুণ্যপ্রদ ও পাপহর, তাহা অনেক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এতন্মধ্যে আবার অত্রত্য শিবপূজা পরম শ্রেষ্ঠ জানিবে। শিবনাম কীর্ত্তন, বিশেষতঃ দুর্গানাম, দুর্গাপূজা, এইরূপ রামনামকীর্ত্তন, নামগুণ শ্রবণ এবং তীর্থ ভ্রমণ কলিকালে এ সকল পরমশ্রেষ্ঠ ও পাতকনাশন। মানব মহাদেবের নাম স্মরণ করিয়া বেদাদিশাস্ত্রোক্ত যে কিছু করে, তাহা অক্ষয়তম হইয়া থাকে। যে মানব শিব, বিশ্বনাথ,

তস্য সংরক্ষণার্থায় পৃষ্ঠতঃ প্রমথৈঃ সহ ॥ ৪৭
শূলমাদায় বেগেন স্বয়ং ধাবতি ধূর্জটিঃ।
শিবনাম স্মরন্ মর্ত্ত্যস্ত্যক্তা দেহং মহামতে।
সাক্ষাৎ মহেশতাং যাতি কৃতপাপশতোহপি ৪৮
চেৎ।
যত্র কুত্র চ সংস্থায় সংস্মরেৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৯
তত্রৈব সর্ব্বতীর্থানি নিবসন্তি মহামতে।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টং মুনিসত্তম ॥ ৫০
মহাপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সশ্রদ্ধঃ পঠতেহথবা।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫১

ব্যাস উবাচ।

এতাবদুক্তং দেবেন পৃষ্টেন মুনিনা স্বয়ম্।
অতোঽস্মিন্ জৈমিনে বাক্যং পুণ্যং পরম-
শোভনম্ ॥ ৫২
এতদ্ যঃ শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পঠেদ্ বা ভক্তিসংযুতঃ।
সোহন্তে নির্ব্বাণমাপ্নোতি ভুক্ত্বা ভোগান্
মনোরথান্ ॥ ৫৩
গুহ্যতমমেতৎ পরমং কথিতং শূলপাণিনা।
মহাত্মনে মুনীন্দ্রায় নারদায় মহামতে ॥ ৫৪
যস্য সংবিদ্যতে গেহে তমাপন্ন স্পৃশেৎ
কচিৎ।
য ইদং পরমাখ্যানং শ্রাবয়েদ্ দ্বিজসত্তমৌ ॥ ৫৫
সত্যং জৈমিনে, তস্য পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
অপ্যনেকশতং কোটিজন্মান্তরসমার্জ্জিতম্।
এতদাকর্ণ্য সন্ত্যজ্য পাপং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে
একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

বিশ্বেশ, গৌরীপতি, প্রসীদ ইত্যাদিরূপ নাম একবারও স্মরণ করে, তাহার রক্ষণার্থ শূলহস্ত স্বয়ং শঙ্কর প্রমথগণ সহ তাহার পৃষ্ঠদেশে বেগে প্রধাবিত হন। যে মহামতি মানব শিবনাম স্মরণপূর্ব্বক তনুত্যাগ করে, শতপাপ করিয়াও সে নিঃসংশয় মহেশত্ব প্রাপ্ত হয়। হে মহামতে। যে কোনও স্থানে অবস্থান করিয়া নর শিবনাম স্মরণ করে, সেই স্থানেই সর্ব্ব তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। হে মুনিসত্তম। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট তৎসমস্ত কথিত হইল, ইহা মহা-পাপহর, পবিত্র ও সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল। যে মানব শ্রদ্ধাসহিত ইহা নিত্য শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাপবিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৩১—৫১। ব্যাস বলিলেন,—মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাদেব এখণ্ডে এই পর্য্যন্তই বলিয়াছিলেন। হে জৈমিনে! এই বাক্য পুণ্য পরম শোভন। যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে বিবিধ মনোরথ ভোগ করিয়া অন্তকালে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। শূলপাণি মহামতি মহাত্মা মুনীন্দ্র নারদকে এই পরম গুহ্যকথা বলিয়াছিলেন। ইহা যাহার গৃহে থাকে, আপদ্ কদাচ তাহাকে স্পর্শ করে না। হে জৈমিনে! যে মানব ইহা দ্বিজগণকে ভক্তিভরে শ্রবণ করায়, তাহার পাপও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহা শ্রবণ করিয়া নর কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৫২—৫৭।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমহাভাগবতম্ ॥